জাতিতত্ত্ববারিধি দ্বিতীয়ভাগ

বাঙ্গালি-মোহমুদ্গর।

কবিতাকৌমুদী, বাচ্যান্তরদীপিকা, ব্যাকরণমঞ্জুষা, জাতিতত্ত্ববারিধি
প্রথম ভাগ বা বৈদ্যকায়স্থমোহমুদ্গর ও শান্তিলতাগ্রন্থপ্রণেতা,
আয়তিপত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও বঙ্গদর্শন,
বঙ্গভাষা এবং ভারতী প্রভৃতিপত্রিকার প্রবন্ধলেখক

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্তকর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা—২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,
মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। সন ১৩১২।

মূল্য—৩, উৎকৃষ্ট বাধাই ৩৷৷

ওঁ হরিঃ ওঁ

মঙ্গলাচরণম্।

নত্বা নানকগৌরচন্দ্রমমলম্ বুদ্ধঞ্চ শুদ্ধাত্মকম্
খৃষ্টম্ কেশবচন্দ্রমুজ্জ্বলমতিম্ ব্রাহ্মাবধূতম্ ময়া।
গ্রন্থোঽয়ম্ নিরমায়ি সজ্জনমুদে বল্লালমোহান্তকঃ,
সিন্ধুদ্বিদ্বিপসিন্ধুসন্ততিমিতে শাকে শুভে সাম্প্রতম্॥

কেচিৎ বদন্তি ননু বাহুজবংশহংসাঃ,
কায়স্থজাঃ কতি চ কৈতবরক্তচিত্তাঃ।
মাহিষ্যজাঃ কতি চ সেননরেন্দ্রবৃন্দান্,
মোহান্ হি তান্ নিরসিতুম্ উদয়ম্ প্রযত্নঃ॥

অম্বষ্ঠাস্তে জগতি বিদিতা বৈদ্যবংশাবতংসাঃ,
বালৈর্বৃদ্ধৈ রপিচ বনিতাবৃন্দকৈরেকবাক্যম্।
সত্যম্ পাদৈস্তদপি দলিতুম্ হন্ত কেচিৎ সমুৎকাঃ,
তস্মাদেষ প্রণয়তিতরাম্ মুদ্গরম্ মোহনাশম্॥

শ্রীকালিয়ানগরনাগরচক্রবর্ত্তী,
তত্ত্বার্থবিৎ বিপুলতন্ত্রপুরাণবেত্তা।
আসীদশেষগুণসাগরসত্যসিন্ধুঃ,
ঈশানচন্দ্র ইতি বৈদ্যকুলারবিন্দম্॥

তস্যাত্মজানামনুজেন তাবৎ,
উমেশচন্দ্রেণ ময়া প্রণিন্যে।
এতৎ সতাম্ চিত্তমুদেঽস্তু পুস্তম্
ভবন্তু সত্যাবনতা হি সর্ব্বে॥

শ্রীউমেশচন্দ্রদাশগুপ্তঃ।

Calcutta, the 3rd May 1903.

My dear Sir,

Allow me to introduce to you my friend, Pundit Umesh Chandra Das Gupta Vidyaratna, the author of Jatitattabaridhi. His antiquarian researches and Sanskrit scholarship are such as are possessed by few; and the Baidyas all ought to feel proud of him. He has written a book on Ballal Sen but is unable to publish it for want of funds. He is an enthusiast in researches and devotes his time entirely to the prosecution of literary work. He ought to be taken by the hand of every one of us, and helped and countenanced in every possible way. He waits on you to pay his respects and seek your help and co-operation in getting his book on Ballal Sen published. He is anxious especially to be introduced to the Maharaja of Cassimbazar, the Raja of Lalgola and other wealthy men in your district with a view that he may secure substantial help from them From what I know of you I am certain you will do every thing in your power to further his cause. I recommend him to your care, knowing as I do that I cannot do so to a better man With kind regards,

Yours very sincerely
Sd. Narendranath Sen

The Hon'ble Babu Baikuntha Nath Sen,

B. N. Sen
Vakil

SAIDABAD
Khagra P. O. (Dt. Mursidabad)
The 20th June 1903.

মান্যবর—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়

মান্যবরেষু।

১। আপনি আপনার রচিত বল্লালসেন মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যের বিষ আমাকে জ্ঞাপন করায় আমি আপনার উক্ত পুস্তক ছাপাইবার খরচা বাব মোট ৪০০৲ চারি শত টাকা দিতে স্বীকৃত হইলাম। এই টাকার মধে ১০০৲ এক শত টাকা দিলাম এবং অবশিষ্ট তিন শত টাকা মাসিক ১০০৲ টাক করিয়া দিব। ইতি—

নিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।

উৎসর্গ-পত্র

বহরমপুরের প্রখ্যাতনামা

উকিল ও জমিদার এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের

ভূতপূর্ব্ব মেম্বর

অবদান কল্পতরু

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাট

মহাশয়ের

পবিত্র করকমলে

এই বল্লাল-মোহমুদ্গর গ্রন্থ

শ্রদ্ধাবনতকন্ধর গ্রন্থকারকর্ত্তৃক

সসম্মান—সাদরে সমর্পিত হইল।

মুখবন্ধ।

এত দিনের পর জাতিতত্ত্ববারিধির দ্বিতীয়ভাগ বা "বল্লালমোহমুদ্গর" প্রকাশিত হইল। প্রায় পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর যাবৎ "সেনরাজগণ বৈদ্য নন, ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ", মিথ্যা ব্যামোহের এই একটা কুজ্ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া লোকের দৃষ্টি ও বিবেক শক্তি কলুষিত করিতেছিল, তাই এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের অবতারণা। এইক্ষণ এতৎপাঠে লোকের পূর্ব্বসংস্কার অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিলেই আমরা শ্রম সফল বোধ করিব। সেনরাজগণ সর্ব্ববাদিসম্মত স্বীকৃত বৈদ্যসন্তান, ইহাই বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার বংশপরম্পরাগত হৃদগত সংস্কার।

সেনরাজগণ, আর্য বা পৌরাণিক যুগের লোক নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জাতিতত্ত্ব বা পুরাবৃত্ত, কোন বেদ, স্মৃতি, পুরাণ বা তন্ত্রাদির বচনপরম্পরা দ্বারা সমর্থিত বা প্রমাণিত হইবার নহে। অবশ্য আমাদিগের অভিধান ও গ্রন্থাদিতে ইতিহাস শব্দের সত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত উহাকে সশরীরে বিদ্যমান দেখিয়াছেন, এরূপ দ্রষ্টার সম্পূর্ণ অভাব। মুসলমান এদেশে পাঁচশত বৎসর মাত্র বসবাস করিয়া এদেশে সাময়িক ইতিহাস প্রণয়ন করিলেন, দুদিনের ইংরাজও ডজনে ডজনে ইতিহাস লিখিয়া আমাদের বাপদাদার নাম আমাদিগকে পড়াইতেছেন, অথচ আমরা এদেশে সেই মান্ধাতার পিতামহের আমল হইতে অধিষ্ঠান করিয়াও ধারাবাহিক দূরে থাকুক, কোন আংশিক ইতিহাস প্রণয়ন করিতেও সমর্থ হইলাম না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, আমাদের কার কি নাম, কে কার ছেলে, যদি একথাগুলিও সেনরাজগণ লিখিয়া কালকবলে পতিত হইতেন, তাহা হইলেও আমরা আজি তাঁহাদের পদার্থনির্ণয়ে এত ব্যামোহ বোধ করিতাম না।

অবশ্য তাঁহারা তাম্র বা প্রস্তরফলকে আপনাদের পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রতিপচ্চন্দ্রের ক্ষীণ জ্যোতির ন্যায় অকর্ম্মণ্য। এবং তাঁহারা উহাতে আপনাদিগকে মিথ্যার আশ্রয়ে ক্ষত্রিয় বলিতে যাইয়া

আরও হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তবে ইহা ভারতের সার্ব্বভৌম বর্ব্বরতা এদেশে যাঁহারই অর্থ ও পদমর্য্যাদার নূতন সমাগম ঘটিতেছে, তিনিই আপন আপন জাতিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উন্নতকন্ধর, পোদেরা পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ত্বের সনদ পাইয়া বসিয়াছে, দেশে বরদাতার অভাব নাই, সুতরাং ছত্রধারী রাজা বল্লালাদি কেন ক্ষত্রিয় হইতে উদ্‌গ্রীব না হইবেন? এখন যেমন কড়িতে টাট্‌কা বাঘের দুধ মিলিতেছে, তখনও তাহা মিলিত। একালের মহামোহোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তখনও ঝনৎকার-বিনোদী ছিলেন ও সেনরাজগণকে বাঘের দুধ দুহিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বর্ব্বর রাজগণ যদি বুঝিতেন যে তাঁহারা একতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগহইতে জাতিতে অবরজ, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই এ ইন্দুর উন্দুরের বংশ হইতে চাহিতেন না। এমন বর্ব্বর দেশ কেন শৃগাল কুক্কুরের পাদাহত না হইবে? ফলতঃ এদেশে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রণয়নকরা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কোন মৌলিক ইতিহাস নাই, বংশবিবৃতি নাই ও মহাজনবাক্যও নাই, কতকগুলি ফলক আছে বটে, কিন্তু সেগুলি উমাপতির হাতে পড়িয়া অতি হুঙ্কার জনক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কাজেই আমরা বিকৃত ও অপূর্ণাঙ্গ কুল-পঞ্জিকা, পরম্পরাগতজ্ঞান, জনশ্রুতি এবং সামাজিক ঘটনাবলিরূপ ক্ষুদ্র ভেলকের সাহায্যে এই সুদুস্তর মহাপয়োধি উত্তীর্ণ হইতে বাধ্য হইলাম।

আমাদের উপস্থাপিত প্রমাণ অতি ক্ষুণ্ণ, কিন্তু তথাপি উহার সাহায্যেই আমরা সেনরাজগণের বৈদ্যত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছি। অবশ্য প্রতীপগামীরা ইহাতেও শিরঃকণ্ডূন হইতে নিবৃত্ত হইতে না পারেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সরলচেতারা এতৎপাঠে অতৃপ্ত হইবেন না। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমাহার বিষয়ে আমাকে বহু বন্ধুব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, আমি গ্রন্থের গর্ভে তাঁহাদিগের নাম লইয়াছি, আমার আত্মা আজীবন তাঁহাদিগের নিকট ঋণী থাকিবে।

গ্রন্থের আয়তন অতীব বৃহৎ। সুতরাং ইহাতে আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত প্রমাদ বহু থাকিবার কথা। অজ্ঞানকৃত প্রমাদের মধ্যে কতক-গুলির উল্লেখ আবশ্যক বোধে এই স্থানেই করিলাম। আমি একত্র মল্লরাজ রাজবল্লভকে আনন্দীরাম দত্তের ভাগীনেয় বলিয়া [illegible]শ করিয়াছি। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে তিনি সাহাবাজপুরের ত্রিপুরগুপ্তবংশীয় জমিদারবিশেষের দৌহিত্র। কোন বন্ধুর কথায় সরলহৃদয়ে আস্থাসংস্থাপন করায় আমার এই প্রমাদ ঘটিয়াছে। ঐ কারণে দুই একজনের নামগতবিকারও ঘটিয়াছে। কেহ কেহ বা আমাকে বিকৃত ও কৃত্রিম ভাবাবলী বচন পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। আমি কুলাচার্য্য নহি, পরন্তু কুলতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞই। সুতরাং আমার উক্তি দ্বারা কুলীন বা ঘটক মহাশয়গণ যেন বিচলিত বা ক্ষুণ্ণ হয়েন না। আমি বল্লালের বংশমালারচনাবিষয়েও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছি, যাহার মনে উহা ভাল না লাগিবে তিনি বিশ্বাস করিবেন না।

বঙ্গদর্শনপত্রিকার স্বত্বাধিকারী দুর্জ্জয় কুলচূড়া মাননীয় শ্রীযুক্তশৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার এই গ্রন্থেরও প্রকাশক। তিনি দয়া করিয়া মুদ্রাঙ্কন ভার গ্রহণ না করিলে আমি কখনই এই বৃহদায়তন গ্রন্থের প্রচার করিতে সমর্থ হইতাম না। এবং আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইহাও জানাইতেছি যে বহরম পুরের প্রখ্যাতনামা উকিল ও জমিদার মহামনাঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাট মহাশয় ও কলিকাতার বৈদ্যহিতৈষিণী সভা আমাকে এক কালীন যথাক্রমে ৪০০ চারিশত ও ২০০ দুই শত টাকা দান না করিলে আমার পক্ষে কার্য্য শেষ করা অসম্ভব হইত। এজন্য আমি উক্ত বরাট মহাশয় ও বৈদ্য-হিতৈষিণী সভার সম্পাদক ভারতবিশ্রুত মাননীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন ও সহকারী সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন এম, এ, প্রোফেসার, জমিদার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চতুর্ধুরীণ ও শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায়, বি, এল, মহোদয় এবং সজাতীয় অন্যান্য বদান্য মহোদয়গণের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। মিরার সম্পাদক ভক্তিভাজন নরেন্দ্র বাবু আমাকে যে পত্রখানি দিয়া বহরমপুরে পাঠাইয়াছিলেন উহা ও ভক্তিভাজন বৈকুণ্ঠ বাবু আমাকে যে পত্রে চারি শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, এই উভয় পত্রই এখানে তাঁহার অনুমতি অনুসারে অবিকল বিন্যস্ত করিলাম।

১৯০৫ খৃ—জুন
২৩নং স্কটস্‌লেন।
কলিকাতা।

বিনয়াবনত—
শ্রীউমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

স্ূচীপত্র।

প্রতিবাদ প্রকরণ।

[illegible]তত্ত্ব-বারিধি—দ্বিতীয় [illegible] ভাগ

বৈ[illegible]দিগের।

অবতরণিকা

(ইহা একটী সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত স্বীকৃত সত্য যে, বঙ্গদেশের সেনরাজগণ "বৈদ্য" ছিলেন। বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, গৃহী, সন্ন্যাসী, উদাসীন, পণ্ডিত, মুর্খ, জড়বুদ্ধি, সাধু, অসাধু এবং পাপী, তাপী, নারকী, সকলেই নির্ব্যূঢ়ভাবে জানিতেন যে মহারাজ আদিশূর ও বল্লালসেন, অম্বষ্ঠাপর-নাম বৈদ্য-বংশ-প্রসূতি।) শান্তিপ্রিয় নিরীহ বঙ্গবাসী পুরুষ-পরম্পরাক্রমে বহুকাল যাবৎ এই অভিজ্ঞতা বুকে করিয়া সুখে শান্তিতে বসবাস করিতেছিলেন। মার্শম্যান-প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণও এ দেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন, যে তদানীন্তন বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে তখন পর্য্যন্তও এই জ্ঞান, এই ধারণা ও বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ একদিন বঙ্গবাসীকে যে এই সিদ্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতে হইবে, একদিন একটা বৃথা বিতর্কের মহান্ তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগের প্রশান্ত হৃদয় যে ব্যাহত করিবে, সকল বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই।

সর্ব্ববিধ্বংসী কাল ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, গড়িতে গড়িতে ভাঙ্গিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। কাল-প্রভাবে সমুদ্র গোষ্পদ, ও গোষ্পদ সমুদ্রে পরিণত হইতেছে; কার সাধ্য যে কালের এ দুরতিক্রম অনিবার্য্য গতির প্রতিরোধ করে? একদিন এই সমগ্র বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতির অখণ্ড প্রতাপ ছিল। অসংখ্য বৈদ্য ভূপালগণ পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সাম্রাজ্য করিয়া দিল্লীর অক্ষোভ্য মহা-সিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের অসীমপ্রতাপে

পূর্ব্ব সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা পর্য্যন্ত যেন স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিন্তু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া বৈদ্যজাতির সে প্রভূত প্রভাব অচিরে কালসাগরে ডুবিয়া গেল। বৈদ্যজাতির সৌভাগ্য সূর্য্য চিরকালের তরে অস্তাচলের চূড়াদেশ অবলম্বন করিল। রাজলক্ষ্মী যাইয়া যবনের অঙ্কশায়িনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সে সুখের মথুরা কোথায় গেল? কোথায় গেল রামের সে সোণার অযোধ্যা, কোথায় গেল সে মানবেন্দ্র মনু-বিনির্ম্মিত দেবপুরী উত্তর-কোশলা? আজি কোথাকার কে ওয়াজিদ আলি আসিয়া উহা তাহার পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া দাবি করিতেছে? আবার সুদূর-সংস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী মুষ্টিমেয় বৈদেশিক আসিয়া আজি উহাতে জবাকুসুম-সঙ্কাশ রক্ত পতাকা সমুড্ডীন করিয়া সকলের গর্ব্ব বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে? কার সাধ্য নিয়তির দ্বার অর্গলিত করে? কার সাধ্য সেই অনন্তশক্তি মহাদেবের অপ্রতিহত ইচ্ছার গতিরোধ করে? যাহা হইবার তাহা হইবেই, এবং তাহাই হইয়াছে। (বৈদ্যরাজগণ একে একে অনন্ত কালসাগরে ডুবিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন আদিশূর, কোথায় গেলেন যামিনী-ভানু, কোথায় গেলেন মহারাজ বল্লাল সেন! কোথায় গেলেন মহারাজাধিরাজ ভুমর নন্দী? কোথায় গেলেন সেন-ভূমি-ভূষা মহারাজ শ্রীহর্ষ, কোথায় গেলেন তৎপুত্র কমল সেন? কোথায় গেলেন ধন্বন্তরিকুল কল্পপাদপ মহারাজ রাজবল্লভ? কাল এক ভাঙ্গে এক গড়ে?) সে বৈদ্য জাতির সৌভাগ্যমঞ্চকে ভাঙ্গিয়া কোথায় লইয়া গিয়া তলাইয়া ফেলিল। যবনের হস্তে সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিয়া কুলোক-প্রতারিত জরাবিক্লব লাক্ষ্মণেয় অসৌভাগ্যের অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেলেন। এবং বৈদ্য জাতির শেষ আশা ভরসা দ্বিতীয় বল্লাল সেন. বৈদ্য জাতির সমুদায় সুখ সৌভাগ্য লইয়া অনন্ত অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন, সব ফুরাইয়া গেল!

কিন্তু বৈদ্য জাতির ভাগ্যলক্ষ্মী, তাঁহাদিগকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার ও শূন্যগর্ভ করিয়া ফেলিয়া গেলেও জগন্মাতা বাগ্‌বাদিনীর প্রভূত করুণায় তাঁহাদিগের জ্ঞান-গরিমা ও আভিজাত্য-গৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। জগদেক বরণীয় বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ সরস্বতীর একমাত্র প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া সপত্নী বিদ্বেষ্ট্রী লক্ষ্মাদেবীর কৃপায় আবহমানকাল বঞ্চিত ছিলেন, লক্ষ্মীদেবীর বর্ত্তমান কৃপাপাত্র কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক্ ও শৌণ্ডিকাদি অন্যান্য জাতিসমূহ ইংরাজ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতা বীণাপাণির বরণীয় পদে পুষ্পাঞ্জলিদানে পরাঙ্মুখ

ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত অহীন-কর্ম্মা আভিজাত্য-গৌরবে স্ফীতবক্ষা বৈদ্যগণ, তুল্যভাবে লক্ষ্মী সরস্বতীর সেবা করিয়া আপনার জাতিকে সর্ব্ববিধ মহিমায় দিগন্তবিশ্রুত করিতেছিলেন, মৎসর কাল তাহাও সহিতে পারিল না, সে বৈদ্য জাতিকে পথের ভিখারী করিল। ভিখারী করিলেও তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব প্রতিপত্তি স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে রাজার জাতি ভাবিয়া মনটাকে একটু প্রফুল্ল রাখিয়া আসিতেছিলেন, কাল তাহাতেও বাদী হইল। অসত্যের শিঙ্গা গভীরে বাজিয়া উঠিল। নেপথ্যে ধ্বনিত হইল—"সেনরাজগণ বৈদ্য নহেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এবং ক্ষত্রিয়ের শাখান্তর কায়স্থ জাতীয়!!!"

কা হানি রত্র? তা ঠিক্, জাতি কিছুই নয়, সব মানুষই এক, তাহাও ঠিক, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহারত:—ইহার একটী দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিতে জগৎ সমর্থ হইবে না। হয় বংশ ও জন্মগত পরিশুদ্ধি, না হয় ধন-সম্পৎ ও স্ববাস্তর অবস্থা পরম্পরা, না হয় বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও প্রতিভা, মানুষকে উন্নত ও অবনত, উচ্চ এবং অবচ, ছোট ও বড়, কুলীন এবং অকুলীন, অভিজাত ও অনভিজাত করিয়া তুলিবেই। প্রকৃতি ঠিক সমান দুইটী বস্তু প্রসব করিতে জানে না। একমাত্র বক্তৃতা ভিন্ন জগতের আর অন্য কোন বিভাগে সাম্যের জয়-বৈজয়ন্তী কার্য্যতঃ সমুড্ডীন হইতে দেখা যায় না। আমরা বাক্যে যতই কেন উদারচেতা হই না, আমরা সাম্যের ভেরী বাজাইয়া যতই কেন নিদ্রিত জগতের অকাল জাগর্ত্তি সম্পাদন ও কুলীরকের মাতুলকের মতন যতই কেন কান্দিয়া ধরাতল মভিষিঞ্চন করি না, আমরা কখনই মোগল কুলকেতু মহাত্মা আকবর ও দাসবংশ-প্রসূতি কুতব উদ্দিনকে এক নিক্তিতে ওজন করিতে রাজী হইব না। জগতে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, এবং রাজা প্রজা এই প্রকৃতি বিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব পদার্থগুলি চিরকাল বিরাজমান থাকিবেই। যে দিন সকল মানুষ নিক্তির ওজনে সমান হইবে, সে দিন হয় ত আসিবে আসিবে করিয়া আর আসিবে না, ইলবার্ট বিলের মতন অর্দ্ধ পথে রাথাচক্রে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। লোক আপন ধন ও আপন আভিজাত্য গৌরব লইয়া আস্ফালন করিবেই। মানুষের আভিজাত্য গৌরব কি একেবারেই থাকা উচিত নয়? কেমন করিয়া বলি? আভিজাত্য গৌরব শুধু গর্ব্ব ও অহঙ্কার প্রসব করিয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায় না, উহা মানুষকে পাপ তাপ ও ক্ষুদ্রতা হইতে দূরে রাখে এবং সৎপথ-প্রবর্ত্তিত করে। (কেন বৈদ্য জাতিতে

হীনকর্ম্মা লোক নাই? কেন বৈদ্য জাতিতে দস্যু, তস্কর ও বেশ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না? একমাত্র আভিজাত্য গৌরবই তাহার অমোঘ নিদান) কিন্তু বৈদ্যগণ যে আপনাদিগের সেই আভিজাত্য গৌরবের রোমন্থন করিয়া সুখী হইবেন, তাহাও ঘটিয়া উঠিল না, জগৎ বিকম্পিত করিয়া অসত্যের শিঙ্গা গভীরে গরজিয়া উঠিল—

গোপো মালী চ তাম্বূলী কাংসার তন্ত্রি শাঙ্খিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নব শায়কাঃ॥
তৈলিকো গান্ধিকো বৈশ্যঃ. সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সচ্ছূদ্রাণাস্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থঃ উত্তমঃ স্মৃতঃ॥

১০৯ পৃষ্ঠা আনন্দ ভট্টস্য বল্লাল চরিতং।

আমরা আমাদের জাতিতত্ত্ব-বারিধির প্রথম খণ্ডে বৈদ্য ও কায়স্থ সম্বন্ধে আকাশ-কুসুম আনন্দ ভট্টের এই বিপ্রলাপের নিরসন বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি। (এই গ্রন্থে সেন রাজগণের জাতি-তত্ত্ব বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বলিব। জগৎকে দেখাইব সেন রাজগণ বৈদ্য সন্তান, তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ হন নহেন।) এবং তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ভিন্ন অশ্রদ্ধেয় নাস্তিক বৌদ্ধ জাতীয়ও ছিলেন না ও উক্ত বৌদ্ধ কথাটিও তাঁহাদের বৈদ্য সংজ্ঞাটির জনয়িতা ও নিদান নহে। (এ পর্য্যন্ত পূজনীয় ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মাননীয় মার্শমান সাহেব, মাননীয় ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা মাননীয় নগেন্দ্রনাথ বসু, মাননীয় বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ, মাননীয় রাজা শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর রায়-চক্রধুরীণ, ভক্তিভাজন ৺ মহিমচন্দ্র শর্ম্ম মজুমদার বি এল্, পূজ্যপাদ পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, ও আকাশ কুসুম সুবর্ণবণিক্-বন্ধু আনন্দভট্টের নাকার-জনক বল্লাল-চরিত, তদগ্রজ যোগিজন-জীবন গোপাল ভট্ট ও মার্কা-মারা বৈদ্য-বিদ্বেষ্টা বর্ণিত পূজনীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহোদয় প্রভৃতি, বল্লাল সেন প্রভৃতির জাতি সম্বন্ধে যাহার যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছেন। আমরা এই সকল গ্রন্থের পরিপন্থী বাক্যগুলির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বমত সমর্থনে চেষ্টা পাইয়াছি। কতদূর কৃত-কার্য্য হইয়াছি, তাহা অভিজ্ঞবন্ধুমিষ্ঠ সংসৎসমূহ বিচার করিয়া দেখিবেন) বর্ণিত গ্রন্থকারগণের অনেকেই উপায় ভিন্ন অপায়ের চিন্তা আদবেই করেন নাই। আমরা তাহা সাধু সম্মত সন্মার্গ বলিয়া মনে করিলাম না। আমরা

স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল প্রমাণেরই অবতারণা করিলাম, মনীষিগণ তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবেন। (সেনরাজগণের জাতিতত্ত্ববিষয়ে জনশ্রুতি, লোক পরম্পরাগত অভিজ্ঞতা, তাম্রফলক, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির স্বাধীন-ভাবে লিখিত কুলপঞ্জিকা-সমূহ এবং অন্যান্য কতকগুলি অবান্তর বিষয়ই আমা-দিগের একমাত্র অবলম্বন। আমরা স্বজাতি-প্রেম এবং স্বার্থকে দূরে পরিহার করিয়া সত্যের অনুসরণ করিলাম, এ বিষয়ে কত দূর অচ্যুতপ্রতিজ্ঞ হইতে পারিয়াছি, তাহা সকলে ফল দেখিয়া নির্ণয় করিবেন।)

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য নহি, বহির্মনোহর সভ্যতার বেষ্টনে সমাচ্ছাদিত ও পুষ্পিত ফলিত করিয়া সাজাইয়া বিষদিগ্ধ শরসন্ধানেও অসমর্থ। কাজেই স্থানে স্থানে মোটা কথায় আক্রম্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলাম, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি; ফলতঃ যাহারা বাক্যে সুধা বর্ষণ করে, কার্য্যে অকাতরে সত্যাপলাপ করিয়া হয় কে নয় করিয়া থাকে, জিগীষা যাহাদিগের নেতা ও চালয়িতা, যাহারা সঙ্কল্পপূর্ব্বকই সত্যকে পদবিদলিত করিয়া বিজয়লাভে সমুৎসুক, তাহাদিগের অসার যশঃ-সৌরভে চতুর্দ্দিক যতই কেন আমোদিত হউক না, আমি কখনই তাহাদিগকে সমাজের শত্রু ও কণ্টক ভিন্ন পূজার্হ মনে করিব না। এবং অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তাহাদিগের মিথ্যা ও অসারত্ব প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইব না। লোকে তাদৃশ সত্য বিধ্বংসী মিথ্যুকদিগকে ঘৃণা করিতে শিখুক, ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অলমতি বিস্তরেণ।

২৩ নং স্কটস্ লেন,
কলিকাতা।

বিনয়াবনত
শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

জনশ্রুতি ও পরম্পরাগত জ্ঞান।

"ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—জনশ্রুতির কোনও ভিত্তিই নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না, কিছু না কিছুতে ভর করিতে না পারিলে কোন একটী কথার উৎপত্তি বিস্তৃতি ও রটনা হয় না। কথায় বলে "বিনা বাতাসে গাঙ্গ লড়ে না।" অতএব এই আবহমান কাল পর্য্যন্ত "সেন রাজগণ বৈদ্য" এই যে একটী জনশ্রুতি পুরুষপরম্পরাক্রমে অব্যাহতগতিতে চলিয়া আসিতেছে, যত্র তত্র ও যার তার কর্ণে কুহরিত হইতেছে, ইহার মূলে যে কোন হেতুই বিদ্যমান নাই, শুধু যে বিনা বাতাসেই এই গাঙ্গটা লড়িয়া আসিতেছে, ইহা হইতেই পারে না। বৈদ্যগণের গর্ব্বপর্ব্বতপবি মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ডমরু সঘনে বাজিয়া উঠিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত জগতের কেহ জানিত না যে বঙ্গদেশের সেনরাজগণ বৈদ্যেতর জীবান্তর-বিশেষ। তাঁহার শিঙ্গা অশুভক্ষণে গরজিয়া উঠিলে তবে সিংহশশকাদি অন্যান্যেরা যাইয়া উহাতে তানপ্রদায়িত্ব অবলম্বন করেন। আজি অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত অনেকের হৃদয়ই সন্দেহ দোলায় দোলায়িত, এক মহান্ বিতর্ক আসিয়া পৌর ও জানপদবর্গের অবাত-বিক্ষোভিত মীনাহতি রহিত গভীর জলাশয়বৎ প্রশান্ত হৃদয়ের শান্তি ভঙ্গ ঘটাইয়াছে।

মিত্রজ মহাশয়ের ডমরু, কেন এ বাজনা বাজাইল? কেন কায়স্থ-কৌস্তভ-প্রচারয়িতা আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ মিত্র মহোদয় সর্ব্বজন পরিচিত বৈদ্য-কুল-কেশরী ভরত মল্লিককে "বসুবর্ম্মা," বাঙ্গালা রামায়ণ প্রণেতা নিরপরাধ মুখো পাধ্যায় কৃত্তিবাসওঝাকে "ওষকায়স্থ," দাশগুপ্ত ত্রিলোচনকে "দাসবর্ম্মা"—দাশগুপ্ত শুভঙ্করকে "বর্ম্মা শুভঙ্কর" বলিয়া সঘনে পাঞ্চজন্য প্রখ্যাত করিয়াছিলেন? কেন বিধি বিধানজ্ঞ মাননীয় সতীশচন্দ্র রায় চতুর্ধুরীণ, তদীয় বঙ্গীয়সমাজে চন্দ্র দ্বীপের "দে" রাজকুলকে—"সেন" বল্লালের অনন্তর প্রসূতি বলিয়া বিঘোষিত করিলেন? কেন চক্ষুষ্মান্ নগেন্দ্রনাথ শুক্রনীতিতে ক্ষত্রিয় শব্দের সঞ্চার দেখিতে পাইলেন না? কেন ফরিদপুরী কায়স্থ কারিকা বিষ্বক্‌সেন তনয় বল্লালকে "মিত্র সেনের নন্দন" বলিয়া পাতি দিলেন? কেন উহাতে কান্যকুব্জ সমাগত শূদ্র পঞ্চক, "দশদ্বিজাঃ"র পঞ্চ দ্বিজাঃ বলিয়া সমাখ্যাত হইলেন? কেন সে দিনও বাবু রসিকচন্দ্র বসু, তরতাজা বৈদ্য রামপ্রসাদসেনকে "দাস

কায়স্থে” পরিণত করিতে এত প্রয়াস পাইলেন ?) সৃক্কণী পরিলেলিহন করিলেন, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, কি প্রকারে তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিব?

এই ভারতবর্ষে কত শত শত রাজা, জমীদার, তালুকদার ও বিদ্বান্ মূর্খের আমদানি রপ্তানী হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতবর্ষের সনাতন বিধি অনুসারে এ পর্য্যন্ত সেই শত শত, সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির জীবনচরিত, জাতি বৃত্তান্ত ও পদার্থ নির্ণয় ঘটিত কোন একটী কথাও ত কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই ও বিবৃত করিয়া যান নাই। কিন্তু কই তথাপি কি আজি পর্য্যন্ত কাহারও জাতি-বিষয়ে কোনও একটি বিতর্কেরও অবতারণা হইয়াছে? কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ভট্টি ও ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনি প্রভৃতি শত শত লব্ধনামা গ্রন্থকার ভারত হইতে চলিয়া গেলেন, ইঁহাদিগের গ্রন্থে ইঁহাদিগের জাতিবিষয়ক কোন একটী বর্ণও বিন্যস্ত হয় নাই ও কেহ করেন নাই, কিন্তু তথাপি কি আজি পর্য্যন্ত কেহ ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেতর অন্য কোন জীব বলিয়া নির্দ্দেশ বা দাবি করিয়াছেন? কেন করিবেন? সে মিথ্যাদাবীর অবতারণা কেন হইবে? তুমি, আমি, কে কোন্ জাতির লোক, তাহা যেমন এখন আমরা জানিতেছি, আর দশ পুরুষ পরেও ঐরূপ জানা যাইবে। কেন না আমাদের পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও আশ্রিত লোকেরা উহা পুরুষপরম্পরাক্রমে একে অন্যের শ্রুতিগোচর করিয়া দিয়া সেই জানার স্রোতটাকে অব্যাহত রাখিয়া দিবে। তাহাতে রাজা রাজড়া প্রভৃতি চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগের কথা ত আরও কত স্বতন্ত্র? মিত্রজ মহাশয়ের ভরী বাজিয়া উঠিবার মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বপর্য্যন্তও কি দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সেই সহস্র বৎসরের বল্লালাদিকে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থাদি বলিয়া অবগত ছিল? কেন ছিল না? তাহার অমোঘ হেতু এই যে জানপদ-বর্গ ও পুরবাসিগণ বংশ পরম্পরাক্রমে শুনিয়া শুনিয়া একে অন্যের নিকট জানিয়া জানিয়া উহা ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, সুতরাং উহা শ্রৌতজ্ঞান হইলেও উহা অব্যাজ মনোহর সহেতুক সিদ্ধ সত্য, কোন কারণে এই শ্রুতি পরম্পরা বল্লালের পদার্থ নির্ণয়ন বিষয়ে অপ্রমাণ বা দুর্ব্বল কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

আদিশূর বা মহারাজ বল্লাল সেন, দেশের হিন্দুরাজা ছিলেন? তাঁহারা কৈলাসের শিবের মতন অকুল বা ভুঁইফোড় পদার্থও ছিলেন না? দেশে অবশ্যই তাঁহাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব ও গুরুপুরোহিতাদিও ছিল? তাঁহারা অভি-ষিক্ত অকেমিকেল অম্বর্থ-নামা রাজা ছিলনে? সুতরাং তাঁহাদিরের মন্ত্রী, প্রাড-

বিবাক, সেনা, সেনাপতি ও যথাসম্ভব দাসদাসী পারিষদ পরিজনও কিছু না কিছু ছিলই? দু দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কবি, কবিরাজও অবশ্যই তাঁহাদিগের রাজসভাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিত? তাঁহাদিগের বাড়ীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, বিবাহাদি শুভ কর্ম্ম ও শ্রাদ্ধ শান্তি প্রভৃতি নানাবিধ অবান্তর কার্য্য কর্ম্মও সময়ে সময়ে না হইত এরূপও নহে? সুতরাং তাহাতে বহুলোকের সমাগম ঘটিত, ইহাও ধ্রুবসত্য? সেই সকল লোকেরা আবার তখন একে অন্যের নিকট সাত পুরুষের নাম না জিজ্ঞাসা করিয়া ছাড়িত না, সুতরাং রাজার সমসাময়িক সেই সকল লোকেরা রাজার জাতিটার কথা জানিতেন না, না জানিয়াই তাঁহাদিগের বাড়ীতে যজন-যাজন ও দুবেলা দুসন্ধ্যা অন্নপ্রাশন করিতেন, তাঁহাদিগের সহিত যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেন, ইহা হইতেই পারে না। ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের সমসাময়িক তাদৃশ লোকপরম্পরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই রাজার জাতির কথাটা জ্ঞাত ছিলেন, ইহা স্বীকৃত সত্য? যদি এ কথা স্বীকার করিতে তোমরা শিরঃকণ্ডূয়ন না কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ সকল সভাসদাদির অনন্তর বংশ্যেরাও রাজার জাতির কথাটা নানা কারণে পুরুষপরম্পরাক্রমে জানিয়াই আসিতেছিল? আদিশূর হইতে আরম্ভ করিয়া লাক্ষ্মণেয় পর্য্যন্ত বহুরাজগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ইঁহাদিগের সহিত বঙ্গদেশ ও দেশ-দেশান্তরের বহু ব্যক্তিরই নানা প্রকার সংস্রব ও পরিচয় ঘটিয়াছিল? তাহারা রাজকুল বা দেশের অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরও নাড়ীনক্ষত্র, ও জাতিকুল অবশ্যই কোন না কোন কারণে অবগত ছিল? এখন, তোমরা কি এরূপ মনে করিতে চাহ যে সেই সকল জানা লোকের বংশ পরম্পরা মহারাজ বল্লালাদির জাতিগোত্র গুরু পুরোহিত ধোপা নাপিত ও সাধারণ ভৃত্যবর্গের পর্য্যন্ত কেহই জীবিত নাই, সকলেই সমূলে মহাকালের কুক্ষিগত হইয়াছে?

মহারাজ বল্লাল বৈদ্যদিগের কৌলীন্য দান করিয়াছিলেন কি না, সে কথা এখন তর্ক-সঙ্কুল। কিন্তু তিনি যে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পঞ্চকে কৌলীন্য দান করিয়াছিলেন ইহা অবশ্যই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সকল জাতির যে সকল লোক কৌলীন্য ভূষণে বিভূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই জানিতেন বল্লাল ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, কিংবা ধোপা কি নাপিত? যদি তাঁহাদিগের এ অভিজ্ঞতা ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে সেই সকল কুলীনদিগের বর্ত্তমান অনন্তর বংশ্যের অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়

চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাঞ্জীলালপ্রভৃতি এবং কৌলীন্যগর্ব্বে স্ফীতবক্ষাঃ ঘোষ বসু মিত্র গুহগণ, অবশ্যই দাদা পর দাদার নিকট শুনিয়া শুনিয়া জানিয়া আসিতেছেন, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, বৈদ্য কি কায়স্থ, গৃহী কি উদাসীন, কিংবা রাজদ্বারবিশোভী কৃষ্ণ মতঙ্গজের ন্যায় অভাব পদার্থ? এই কুলীন সন্তানগণ কি অদ্যাপি জানিতেছেন নহে যে আদিশূর ও বল্লাল সেন বৈদ্য সন্তান?)এই কোলাহলের উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্ঘাতের মধ্যেও কি বিক্রমপুর নিবাসী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তদীয় "রাম পাল" নামক গ্রন্থে সেনরাজগণকে (১৮৯৩ সনেও) বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন?। এখনও কি সত্যসন্ধ সত্যাপলাপভীরু ভদ্র কায়স্থ সন্তানেরা সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়াই সজোরে নির্দ্দেশ করিতেছেন নহে? বারেন্দ্র কায়স্থ প্রবর খ্যাতনামা ৺গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয়, সেনরাজগণের বৈদ্যত্বের প্রতিবাদ করিলে সত্যসন্ধ বারেন্দ্র কায়স্থ প্রবর ঢাকুরপ্রচারয়িতা কৃষ্ণবাবু কি তজ্জন্য তাঁহাকে সত্যাপলাপী বলিয়া তিরস্কার করেন নাই?। যাঁহাদিগের জিহ্বা সেনরাজগণের বৈদ্যত্ববিদ্বেষিণী তাঁহাদিগের হৃদয়ও কি আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনুগামী নহে?। আমরা যদি মনের ফটোগ্রাফ তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে কি দেখাইতে সমর্থ হইতাম না যে পরিপন্থিবাদিগণ এখনও মনে মনে সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়াই জানেন ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন?। তাঁহাদিগের হৃদয়ে এ রামনাম জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে? ফলতঃ জিগীষাই তাঁহাদিগের নেতা ও চালয়িতা, জিগীষাই তাঁহাদিগকে উৎপথগামী করিয়াছে, তাঁহারা পাদ্রীদের ন্যায় চার মানুষ খৃষ্টকে খোদা না বলিয়া পারেন না। বৈদ্যবল্লালকে বৈদ্য বলিতে তাঁহাদিগের আত্মাটা যেন ধড়্ফড়্ করে।

ইহা খুব সম্ভব যে প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক সামাজিক ব্যাপারে কৌলীন্য বংশগত গৌরব লাঘব লইয়া বাদবিতণ্ডা হইয়া থাকে। "বল্লাল সেন, উইলসন ও কেশব সেন এই তিন সেনে বাঙ্গালা ছারখার করিল" এ প্রবাদ বাক্যও প্রত্যেক বঙ্গবাসীর জিহ্বাগ্র-বিলাসী? বিবাহাদি সভাতে যে কৌলীন্য তা রাজাদের নাম ধাম ও জাতির কথাটা, পুরস্কার বা ব্যক্তি বিশেষের তিরস্কারের জন্যও এক আধবার উচ্চারিত হইত ইহাও ধ্রুব কথা। বংশ পরম্পরা

ক্রমে এইরূপ উচ্চারিত ও শ্রুত হইতে হইতে যে উহা কণ্ঠস্থ ও অবগত হইয়া আসিতেছিল তাহা কি অমূলক কল্পনাবিশেষ ?। মিত্রজ মহাশয়ের অকাল জলদোদয়ের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত দেশের হিন্দু মুসলমান তোমরা আমরা সকলেই কি রাজী রকবতে নিরাপত্তিতে স্বাধীনচিত্তে সজ্ঞানে ও এক বাক্যেই জানিতে ছিলাম না যে বঙ্গের সেনরাজগণ জাতিতে অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্যই বটেন ?। একটী অজাত শ্মশ্রু ক্ষুদ্র বালকও কি এই স্বীকৃতসত্য, সিদ্ধজ্ঞান ও শ্রুতি-সাম্যের বিরুদ্ধে একটী সামান্য কথাও অবগত ছিল ? কোন ব্রাহ্মণ বা কোন কায়স্থ সন্তানও কি কোন দিন আমাদিগের এ সিদ্ধসংস্কার ও জ্ঞানসাম্যের প্রতিকূলে কোন প্রকার বিতর্কেরও অবতারণা করিয়াছেন ? অদাসজীবন বৈদ্য অপেক্ষা ভৃত্য সন্তান কায়স্থ বড়, "বৈদ্য ও সোণারবেণে এবং গন্ধবেণে ও সদ্‌গোপ প্রভৃতি একই শ্রেণীর লোক" ইহা কি সদ্যঃপ্রসূত অভিনব প্রত্নতত্ত্ব নহে ? সেনরাজগণের বৈদ্যত্বের প্রতিকূল বিতর্কশ্রেণীও কি এইরূপ সদ্যঃপ্রসূত গরলপণ্ড বলিয়া মনে করিতে হইবে না ?। ফলতঃ বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকুক্, এখনও লোকে এ জাতিটার জ্ঞানগরিমা ও আভিজাত্যের কথাটা মুখে না আসুক, ইহাই কতকগুলি অসার লোকের হৃদয়ের কথা। কিন্তু আমরা সত্যের দোহাই দিয়া বলিতেছি, যাঁহারা ধর্ম্ম-ভীরু, সত্যসন্ধ ও সত্যকিঙ্কর, তাঁহারা একবার বিচার করিয়া দেখুন দেখি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের লবণাক্ত ভূমিতে যে একটা অনৃতের বাত্যা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার বস্তুতই কোন বিশেষ নিদান আছে, না ইহা কথামালার ন্যায়বাগীশ ব্যাঘ্রমহাশয়দিগের জিগীষাসমুত্থ ষোল আনা কৃত্রিম পদার্থ ?। পাঠকগণ স্থিরচিত্তে ও ধীরমনে ভাবিয়া দেখ বল্লালাদির সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ রাজপুরুষগণ, সভাসদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী, রাজবৈদ্যসমূহ, পাত্র, মিত্র সেনা, সেনাপতি বাবদূক ভাটি সমূহ, পৌর ও জানপদবর্গপর্য্যন্ত উঁহাদিগকে বৈ জাতীয় বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি তোমরা আমরাও কি উঁহাদিগকে সেই বৈদ্য জাতীয় বলিয়াই জানিয়া আসিতেছি নহে ?। মিত্রজ মহাশয়ও কি তদীয় ইণ্ডোএরিয়ানে বলিয়া যাইতেছেন না যে আমাদের দেশে "সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন" ইহা একটী সাধারণ জনপ্রবাদ ?। সেনরাজগণ বৈদ্য না হইলে কখনও কি এরূপ বৃথা জনশ্রুতি শ্রুতিকুহরিত হইত ? কোন

হৃদয়বান্ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কি বলিতে চাহেন যে এই বংশপরম্পরাগত সিদ্ধ সংস্কার ও সিদ্ধ জ্ঞান পরম্পরা কোন কারণে ব্যাহত প্রমাণ বলিয়া গণ্য ও পদবিদলিত হইবার কিঞ্চিৎ যোগ্যও? । (মহামতি কার্ত্তিকেয় বাবু সে দিনও তদীয় ক্ষিতীশ বংশচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন।—

"ইতিহাস ও কিংবদন্তী দ্বারা এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে বৈদ্যজাতীয় সেন বংশোদ্ভব বঙ্গদেশাধিপতি রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেন। খৃঃ ১২০৩ শতাব্দীতে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।" ৫২ পৃষ্ঠা। এবং প্রখ্যাত নামা পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও তদীয় রাজাবলীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে বঙ্গের সেনরাজগণ বৈদ্যই ছিলেন। যথা—"ধীরসেন অবধি দামোদর সেন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যজাতি ১৩ জনেতে ১৩৭। ১ মাস।" এবং মহামতি মার্শমান্ ও কায়স্থ রাজা রাজনারায়ণ পর্য্যন্ত স্বস্ব গ্রন্থে (বেঙ্গল হিষ্টারি ও কায়স্থ কৌস্তুভ) সেনরাজগণকে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এ হেন সর্ব্ববাদি সুসম্মত বৈদ্য সেনরাজগণকে বৈদ্য ভিন্ন অন্য জাতীয় বলিয়া সংসূচিত করা সম্পূর্ণ সত্যাপলাপ ও জ্ঞানকৃত ষষ্ঠ মহাপাতক ভিন্ন আর কিছুই নহে।)

কুল-পঞ্জিকা।

(দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যে একতানহৃদয়ে একবাক্যে সেনরাজগণকে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়াই জানিতেন সে কথা বলা গেল, এইক্ষণে আমরা কুলপঞ্জিকার কথা আলোচনা করিয়া দেখিব। বহুদিন হইতেই আমাদিগের দেশে কুলপঞ্জিকা প্রণয়নের প্রণালী সমুদ্ভাবিত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে আর কোন প্রামাণ্য ইতিহাস থাক্ বা নাই থাক্ কৌলীন্য ও তদানুষঙ্গিক জাতিতত্ত্বাদির অববোধবিষয়ে কুলপঞ্জিকা সকল যে অতি প্রামাণ্য ও উপাদেয় পদার্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই) অমানিশার সূচীভেদ্য তিমিরাবৃত আমাদিগের দেশে ইহা একটী সমুজ্জ্বল জ্যোতির্লেখা। এবং সেনরাজগণের জাতিপরিজ্ঞানবিষয়েও কুলাচার্য্যগণের এহেন কুলপঞ্জী সকল অমোঘ প্রমাণ বিশেষ। কিন্তু আমাদিগকে ক্ষুব্ধ ও সঙ্কুচিতহৃদয়ে বলিতে হইতেছে

যে বৈদ্য পর্ব্বতপবি প্রখ্যাতনামা মিত্রজ মহাশয় এবং তৎপদানতমূর্দ্ধা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও বিদ্যাবিনোদ স্বর্গত গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় প্রভৃতি কুলপঞ্জিকার নামে একবারেই খড়্গহস্ত ছিলেন ও সিংহ মহাশয় এখনও সে গর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। ইঁহারা জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় কুল পঞ্জিকার নাম শ্রবণেও কুলপঞ্জিকার কথা স্বপনে দেখিতেও সম্পূর্ণ নারাজ। কেন না এ অপদার্থগুলি যে তাঁহাদিগের স্বৈরাচারের সমর্থক ও পথপ্রদর্শক নহে? কিন্তু পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন—

উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ স্তথাহ পায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ।

স্বার্থান্ধ মানুষ যেমন আপনার স্বপক্ষসমর্থক লাভের অঙ্কটা দেখিবে তেমনই তাহার প্রতিকূল অলাভের রাস্তাগুলিও ভাবিয়া দেখা অতি কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যেমন অকাট্য যুক্তিবলে স্বপক্ষ সমর্থন করিবেন, তেমনই তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধপক্ষের প্রমাণগুলিকেও অকর্ম্মণ্য ও হীনতর করিবার নিমিত্ত সারগর্ভ সমীচীন যুক্তি প্রদর্শনকরা সম্পূর্ণ সমীচীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ কেহই সে দিকে পদার্পণ করেন নাই। এমন কি জ্ঞানগরীয়ান্ চক্ষুষ্মান্ মিত্রজমহাশয় পর্য্যন্ত এবিষয়ে মৌনাবলম্বী। কিন্তু ইহা না শৈলী-সম্মত সিদ্ধ পন্থা, না ইহা ন্যায়ানুগত বিশুদ্ধ মার্গ? উকিল মোক্তার ও বারিষ্টার গণও কখন এই সনাতন বিধির অতিক্রম করিয়া থাকেন না। কেন করেন না? করিলে কি হইয়া থাকে? তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিপরম্পরা অভিজ্ঞ বিচারকগণ অকাট্য প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হয়েন। সুতরাং মহামতি রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির অবলম্বিত পন্থা, ব্যাহত ও অব্যাপ্তিদোষ সন্দুষ্ট। অবশ্য তাঁহারা কেহ কেহ বলিয়াছেন, কুলপঞ্জিকাসমূহ পরস্পর অনৈক্যপূর্ণ ও অতীব আধুনিক পদার্থ, সুতরাং অগ্রাহ্য ও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে অযোগ্য। কিন্তু তাঁহাদিগের এ উক্তি সাধীয়সী নহে। কেমনা কুলপঞ্জিকাগুলি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সামান্য অনৈক্য পূর্ণ হইলেও তৎসমুদায় সেনরাজগণের জাতিবিষয়ে অর্থাৎ তাঁহাদিগের বৈদ্যত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ একতাসম্পন্ন। (প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাননীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ঢাকুর-প্রচারয়িতা মাননীয় কৃষ্ণচরণ মজুমদার (বারেন্দ্র কায়স্থ) মহাশয় স্ব স্ব গ্রন্থে (ঐতিহাসিক চিত্র ও ঢাকুর) কুলপঞ্জিকা সমূহের প্রামাণ্য, উপাদেয়তা ও

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া মিত্রজমহাশয়প্রভৃতির উক্তিকেই দুষ্ট ও অসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ পরিপন্থিগণ যদি কুলপঞ্জিকা সমূহের উক্তি খণ্ডনপূর্ব্বক স্বমতসংস্থাপনে প্রয়াসবান্ হইতেন তাহা হইলে আমাদিগের কিছু বলিবারই থাকিত না। কিন্তু "এগুলি কিছু নয়" ইহা ভিন্ন তাঁহাদিগের লেখনী হইতে একটী সামান্য বাক্যও বিনিঃসৃত হয় নাই। অথচ কি সেই মিত্রজ মহাশয়, কি তাঁহার প্রধান চেলা সিংহ মহাশয়, কেহই—

"ক্ষত্রিয়বংশ হংসাঃ"

কুলপঞ্জিকার নামের দোহাই দিয়া প্রচারিত ষোল আনা মিথ্যা গুচ্ছ এই কয়েকটী লিঙ্গবর্ণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সামান্য লজ্জাও বোধ করেন নাই। কিন্তু এই বর্ণকদম্বক যে সম্পূর্ণ অলীক ও ইহা যে প্রকৃত পক্ষেই কোন কুলপঞ্জিকার অংশ বিশেষ নহে তাহা আমরা যথাস্থানে সপ্রমাণ করিয়াছি। যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে ইহা বস্তুতই অকৃত্রিম ও ইহা বস্তুতই কোন প্রামাণ্য কুলপঞ্জিকার বচনাংশ বিশেষ, তাহাহইলেও যে বচনাংশে কাহারও কোন নাম নিশানার সংসূচনা করে না, তাহা কি প্রকারে আদিশূর সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত হইল? এবং এ বচনাংশ টুকু যে কি বিশেষ দৈবী শক্তিবলে কুলপঞ্জিকার অপ্রামাণ্য কলঙ্ক হইতে বিনির্ম্মুক্ত, স্বার্থান্ধ আমরা তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। ন্যায় পরায়ণ মিত্রজমহাশয়ের দল এই বাক্যাংশটীর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু কুলপঞ্জিকায় যে সকল কথা তাঁহাদিগের মনঃপ্রসাদনে পরাঙ্মুখ, যে সকল কথা তাঁহাদিগের হৃদিশৈল্য নিবারণিকং বা চক্ষুঃশূল ও প্রতি-কূল, তাঁহারা তৎসমুদায়ের শতযোজন তফাত দিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে অতি সন্তর্পণে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন; এবং মনে মনে দেশের কুলাচার্য্যদিগকে যে অভিসম্পাত করিতেও কসুর করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের কালির আঁচড় দেখিয়াও বোঝা যায় না, কিন্তু কুলপঞ্জিকা গুলির আর গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার কোনও যো নাই তাই গালি দিয়া আশমিটাইয়া লইয়াছেন।

(কুলপঞ্জিকা ব্যাপারটা কি? ব্যাপার আর কিছুই নয়, দেশের লোকেরা নিজের ও দেশের লোকদিগের বংশপরম্পরাগত নাম ধাম বংশ সামাজিক পদ মর্য্যাদা ও কৌলীন্যাদির বিষয় জানিবার জন্য স্ব স্ব ও ঐসকল বংশের ঐসকল

কথা ধারা বাহিকরূপে লিখিয়া রাখিতেন এবং যাঁহারা সংস্কৃতের লিখন পঠনে অসমর্থ ছিলেন তাঁহারা তৎসমর্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। ইহারই নাম কুলপঞ্জিকা।) কোন্ সময় হইতে সর্ব্বাদৌ কুলপঞ্জিকা লিখিয়া রাখার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা সুজ্ঞেয় নহে, অজ্ঞেয়। আমাদিগের পুরাণ গুলিও এক একখানি কুলপঞ্জিকাবিশেষ। ইহা ভিন্নও আধুনিক যুগের আধুনিক প্রণালী সংরক্ষিত বহু কুলপঞ্জিকা ছিল তাহা রাষ্ট্রবিপ্লব, গৃহদাহ দেশলুণ্ঠন প্রভৃতি নানা কারণে কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। ধারা বাহিক ভাবে লিখিত ও রক্ষিত ঐ সকল কুলপঞ্জিকা অক্ষত থাকিলে আজি আমাদিগকে ঐতিহাসিক তত্ত্ববিষয়ে বিদেশীয়গণের নিকট খাট হইতে হইত না।

কুলপঞ্জিকা সকল অতীব প্রাচীন পদার্থ। মহারাজ বল্লালসেনই যে উহার বা কৌলীন্যের আদি প্রবর্ত্তক তাহা নহে। তবে তাঁহার সময়েই উহার লিখন পঠন ও সংরক্ষণের একটু বাড়নি বেশী হয়। তিনি ব্রাহ্মণবংশ হইতে সদাচার সম্পন্ন বহু বহুজ্ঞসমাজতত্ত্ববিদ্ মহাপণ্ডিতদিগকে বাছিয়া নিয়া কেবল কুলপঞ্জিকা প্রণয়নের নিমিত্তই নিযুক্ত করেন, উঁহারা একালের হলধর জলধরের ন্যায়—) তৈলবট ঝনৎকার শ্রবণে স্বকনী পরিলেহন করিবার লোক ছিলেন না। এই সকল কুলগ্রন্থ প্রণেতৃগণই কালে ঘটকের পদে বরিত হয়েন ও সাধারণ্যে কুলাচার্য্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। অবশ্য একালের ঘটকগণ, দুটী শ্বেত মৃত্তিকা খণ্ড পাইলেই যে "যে মোরে আপন ভাবে তারই ঘরে যাই" না করেন ও না করিতেছেন, তাহা নহে, কিন্তু সেকালের লোকেরা একালের মহারাঘব মহারথীদিগের ন্যায় সর্ব্বাদিল ছিলেন না। কুলগ্রন্থ প্রণয়নের ইহাও এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে পাছে কেহ কুলীন না হইয়াও আপনাকে কুলীন বলিয়া মিথ্যা দাবি করে, দেশান্তরে যাইয়া আপনার কুলদোষ সংগোপন করে ইত্যাদি নানা কারণে কুলগ্রন্থ প্রণয়নের রীতি প্রবর্ত্তিত থাকে এবং এই সকল বিষয় লইয়াই কুলগ্রন্থ সমূহের অবতারণা ঘটে। কুলাচার্য্যেরা রাজ নিদেশানুসারেই কুলগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং ঐসকল কুলগ্রন্থ সর্ব্বদা পঠিত, পাঠিত ও যত্রতত্র নীত হইত বলিয়া কেহ যে কোন মিথ্যা কথা লিখিয়া উহা কলুষিত করিবে তাহারও কোন উপায় ছিল না। একালে এই সকল রীতির তিরোধান ঘটিয়াছে। এখন নাম জিজ্ঞাসা করিলে উহা অসভ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেকে আস্তিন গুটাইয়া মারিতে পর্য্যন্ত উঠিয়া-

থাকে, সুতরাং কুলগ্রন্থ বলিয়া যে একটা বস্তু জগতে আছে, তাহাও কেহ জানে না। তবে সম্প্রতি জাতি কোলাহলটা উত্থিত হওয়ার পুনরায় ইহার উল্লাস পড়িয়াছে মাত্র। এখনও ইহা কোন বিশেষ সভা সমিতিতেও পঠিত বা উচ্চারিত হয় না, কাজেই দেশের সমাজ তত্ত্বানভিজ্ঞ যুবকেরা এখন আপনাদিগের বিদ্যার বহির্ভূত ও অতিরিক্ত কথা শুনিলেই উহা অকর্ম্মণ্য বলিয়া পদবিদলিত করিতে প্রস্তুত হয়। বিশেষ জিগীষাহৃতসর্ব্বস্ব স্বার্থান্ধ কায়স্থ ভ্রাতৃগণের পক্ষে ইহা মহান্ অন্তরায় স্বরূপ, তাই তাঁহারা এ কালী নাম কাণে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। যাহা হউক তৎকালে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ কৃতবিদ্য ছিলেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ কায়স্থের এবং বৈদ্য ঘটকেরা বৈদ্যগণের ঘটকপদে বরিত হইয়া কুলপঞ্জিকার প্রণয়ন করিতে থাকেন। বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদিগের কুলগ্রন্থ সকল স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হয়। ঐ কারণে বৈদ্য ও কায়স্থদিগেরও ভৌগোলিক শ্রেণীগতভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্জিকা লিখিত হইতে থাকে।

(মহারাজ বল্লালসেন আধুনিক কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক, ঘটক নিয়োগের কর্ত্তাও তিনিই, সুতরাং কুলাচার্য্যগণ স্বতঃপরতোভাবে প্রসঙ্গতঃ যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার ও তাঁহাদের জাতির কথাটা কুলগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। তাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।) সুতরাং তাঁহাদিগের উক্তি অসংবদ্ধ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হওয়া অবিচারমাত্র। (গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তদীয় গদ্য ঢাকুর গ্রন্থে নির্দ্দেশকরেন যে "কুলজ্ঞগণ, সেনারাজগণ সম্বন্ধে প্রকৃততত্ত্ব জানিতেন না।" সেই কথার প্রতিবাদস্থলে বারেন্দ্র কায়স্থ মাননীয় কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন,– "গ্রন্থকারের (গোবিন্দ বাবুর) এই কথা অতি অসার। বিপ্রগণের কুলশাস্ত্রদ্বারা প্রতীত হয় যে বল্লাল সেনই কুলীন ব্রাহ্মণগণকে ঘটক নিয়োগ করেন এবং কুলীন ও পণ্ডিত ও সদাচার সম্পন্ন বিপ্রেরাই ঐ কাজ করিতেন, সুতরাং ইহারা জানিতেন না বলিলে কথাটা কেমন হয়? পদ্য ঢাকুর টীকা—৭৮ পৃষ্ঠা।

স্থলান্তরে (৭৮ পৃষ্ঠার নিম্নে) বলা হইয়াছে "আমাদিগের ঘটকের গ্রন্থ কিন্তু বল্লালসেনের অব্যবহিত পরেই রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এইসকল গ্রন্থ এবং জনশ্রুতি, বিশেষতঃ বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের সমকালীণ ব্যক্তিগণের

প্রমুখাৎ ব্রাহ্মণের সেন সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসবেত্তা মেনহাজ উদ্দিন যে সকল কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কিছুতেই অবিশ্বাস যোগ্য নহে। তিনি (মেনহাজ) সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়াই উল্লেখ করেন"। ভক্তিভাজন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও রাজেন্দ্রবাবুর উক্তি খণ্ডন স্থলে বলিয়াছেন, "যাহা হউক বীরসেনকে আদিশূর বলিয়া কল্পনা করিলে (রাজেন্দ্র বাবু তাহাই করিয়াছেন) ঘটক ও কুলজ্ঞগণের গ্রন্থ নিতান্ত অবিচারে প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। পুরুষানুক্রমে লিখিত ও সযত্নে রক্ষিত পুরাতন বংশ মালার প্রতি অনুমানবলে অবজ্ঞাপ্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হয় না। সুবিখ্যাত ডাক্তার হয়ন্‌লি বলেন, "বিজয়সেনই আদিশূর"। বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন আদিশূর হইলে, কুলপঞ্জীগুলির অগ্নিসংকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে"। ঐতিহাসিক চিত্র ২৯৪—৯৫ পৃষ্ঠা। এখন পাঠকেরা বিচারকরিয়া বলুন যাঁহারা কুলপঞ্জিকা গুলিকে বাঞ্ছাপূর্ণ হয় না বলিয়া দূরে প্রত্যাখ্যান করেন তাঁহারা দোষী, কি নির্দ্দোষ? আমরাও একথা বলি না যে ঐসকল কুলপঞ্জিকা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অদোষ-সন্দুষ্ট। ঐ সকল গ্রন্থে স্বার্থ বা পরার্থ নিবন্ধন অন্য কোন দুই এক কথার এদিক সেদিক না হইতে পারে কিংবা একেবারেই যে হয় নাই, অথবা লেখকগণের প্রমাদ ও ভুল বশতঃ যে কোন মতান্তর বা গলদও না ঘটিয়াছে, আমরা তাহাও বলি না। রাজগণের নামমালা, সময় ও অন্যান্য নানাবিষয়ে অনেক অনৈক্যই সে বিষয়ের সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব ও অম্বষ্ঠত্ব বিষয়ে সকল কুলগ্রন্থই একমতাবলম্বী। তাঁহারা কেহই এমন সুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখেন নাই যে উঁহারা কেহই যযাতির নপ্তা ছিলেন বা ত্রিপুরার কায়স্থকুল ধুরন্ধর সিংহমহাশয় উঁহাদিগের আসন্ন দায়াদ। তখন সেই এককাল গিয়াছে, তখন কেহই আপন জাতি ছাড়িয়া লম্ফ দিয়া উচ্চ জাতি হইতে চাহিত না। (শূদ্রের আর এক (Refined) নাম যে "কায়স্থ" তাহাও তখনকার শূদ্র সন্তানেরা স্বপ্ন দেখিতেন না। এবং বৈদ্যকে যে একদিন কায়স্থের অনমস্ত ও ছোট ভাবিতে হইবে, এমন রোগের জীবাণুও তখন পর্য্যন্ত তদানীন্তন নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ বৃদ্ধদিগের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ ও অঙ্কুরিত হইতে ছিল না। অপিচ প্রত্যেক কুলজ্ঞই যে সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়াগিয়াছেন ইহাতে ইহা অবশ্যই বুঝিয়া লইতে হইবে যে সেনরাজগণ বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন

জীবান্তর হইতে পারেন না।) কেন না অনেক গ্রন্থ বল্লালের সময়েই লিখিত হয়, সুতরাং তিনি কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় হইলে অবশ্যই কুলজ্ঞগণ তাঁহাকে মিথ্যা করিয়া বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ লিখিয়া নিস্তার পাইতে পারিতেন না। বল্লালের বংশীয়গণ বল্লালের পরেও ৩৪ শত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সময়ের গ্রন্থেও উঁহারা সমভাবে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়াই লিখিত রহিয়াছেন। এ লেখাগুলি ভুল, কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি এরূপ বৃথা কুতর্কের আশ্রয় করিবেন না। ভুল হইলে রাজকুল ও আর দশজনে নিশ্চয় তাহার প্রতিবাদ করিতেন। কেহ বৈদ্যের স্বার্থ সাধনার্থে এরূপ করিয়াছেন ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।) কেন না কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে রাজার জাতির কথাটা মিথ্যা করিয়া লিখিতে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ দিবেন কেন? এই সকল কুলগ্রন্থ মঞ্জুষা বা পেটিকাবদ্ধ হইয়া থাকিত না। এগুলি ঘটক মাত্রেরই কণ্ঠস্থ থাকিত। তাঁহারা সভাস্থলে এগুলি আবৃত্তি করিতেন। ঘটক ভিন্ন সামাজিকগণও যে কুলশাস্ত্র বচনাবলী কণ্ঠস্থ করিতেন না তাহা নহে। সুতরাং এমন প্রকাণ্ড গ্রন্থে রাজবংশের জাতির কথাটা মিথ্যা লিখিত হইত এ অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক। অবশ্য বল্লাল বা আদিশূরাদির সমসাময়িক গ্রন্থসকল বর্ত্তমান নাই। কিন্তু না থাকিলেও আধুনিক গ্রন্থ সকল ঐসকল প্রাচীন গ্রন্থের অধিকাংশ নকল বা আংশিক প্রতিলিপি বা ছায়ামাত্র হইলেও উহা অবিশ্বাস করিবার কি কারণ হইতে পারে? এই আধুনিক গ্রন্থের অনেক গুলিও সেনবংশের শেষ রাজগণের সমসাময়িক, সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের জাতির কথাটা মিথ্যা লেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ আধুনিক গ্রন্থসমূহে বিষয়ের সংক্ষেপ ঘটিতে পারে, কিন্তু রাজার জাতির কথাটা স্বতই সংক্ষিপ্ত পদার্থ, ইহা সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত হইয়া কখনই কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় শব্দের স্থানে সম্পূর্ণ নূতন বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ শব্দ আসিয়া হাজির হয়নাই, তাহা হইতেও পারেনা। কেন না দেশের লোকেরা জানেন ও জানিতেন যে এই নাম কটার প্রতিপাদ্য বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ। বৈদ্যেরা রাজার জাতি বলিবার জন্য নিজ গ্রন্থে মিথ্যা করিয়া লিখিতে পারে, কিন্তু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কুলপঞ্জিকাতে বৈদ্যের স্বার্থনিবন্ধন কেন মিথ্যা কথার আগম ঘটিবে? রাজেন্দ্র লালের অনৃতের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব পর্য্যন্তও দেশের আপামর সাধারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ নবশাক ও অন্ত্যজ জাতি

সমূহও সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়া অবগত ছিলেন। তবে কি মনে করিতে হইবে যে দেশের লোকেরা বংশানুক্রমে বৈদ্যের ঘুষ খাইয়া এরূপ বলিতে অভ্যস্ত হইতেছিল? কথামালার বাঘ ভিন্ন আর কেহও কি এরূপ অসার তর্কের শরণাগত হইতে পারে?. কুলপঞ্জিকাতে না হয় লিপিগত প্রমাদ ঘটিতে পারে, কিন্তু জনশ্রুতি সমূহে যে একটী সুমহান্ সার্ব্বভৌম সাম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ইহাতে কি আমরা প্রসন্ন চিত্তেই মনে করিব না যে সেনরাজগণ অবশ্যই বৈদ্য ছিলেন?"। শোভাবাজারের অন্যতর ব্যাঘ্র ফকিরচাঁদ বসু মহাশয় কুস্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন যে সেনরাজগণ "বৌদ্ধ" ছিলেন, ঐ কথার অপভ্রংশেই উঁহারা মূর্খ লোকদিগের দ্বারা "বৈদ্য" বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন,, ধন্য কায়েতি বুদ্ধি! ধন্য ব্যাঘ্রাবদান! আদিশূর বৌদ্ধ জয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। স্বয়ং বল্লাল কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তয়িতা, অথচ তাঁহারাই জাতিহীন বৌদ্ধ! ও বৌদ্ধ হইয়াও যজ্ঞ করিয়াছেন ও জাতীয় কৌলীন্য প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা বড়ই বিচিত্র যুক্তি মার্গ!! প্রকৃত বৌদ্ধপালরাজগণ, বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইলেন না কেন?

যাহা হউক আমরা নিম্নে কুলপঞ্জিকা হইতে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, মনীষিগণ, কায়েতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তথ্য নির্ণয় করিবেন।

কুল-পঞ্জিকা।

১। পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবাস্থাপি চ কৌলীন্যং হুহীসেনাদিবংশজে॥ কবিকণ্ঠহার ২ পৃষ্ঠা।
রামকান্ত কৃত বঙ্গজ পঞ্জী।

২। বলদাশো গুণাবাসঃ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদঃ।
স্বল্পরামায়ণং কাব্যং কবিরাজো ব্যধত্ত যঃ॥
তস্যৈব বলদাশস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
জ্যেষ্ঠ ঋষিপতিস্তত্র কনিষ্ঠোঽথ গুণাকরঃ॥
গুণাকরাৎ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পূর্ব্বো মণ্ডল দাশকঃ।
জগন্মণ্ডলবিখ্যাতঃ সেনডোমনসুনুজঃ॥

দ্বিতীয়পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ জাতৌ সংসারবিশ্রুতৌ।
আশসেনস্য দৌহিত্রৌ ষাঠদাশকভৈরবৌ॥
ত্রয়ো মণ্ডলদাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোঽগ্রজঃ।
বল্লালসেননৃপতে স্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ॥ *
ষাঠ দাশস্য তনয়ৌ জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
ধর্ম্মদাশঃ কর্ম্মদাশঃ বল্লালসেনস্নুজৌ॥

৩১৯ পৃষ্ঠা ভরত কৃত রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী চন্দ্রপ্রভা।

৩। শ্রীমদ্‌বল্লালনামা ক্ষিতিপতি রতুলোবৈদ্যবংশাবতংসো,
যেনাকারি দ্বিজানাং স্বগুণগণগুণোৎকৃষ্টতা মান্যতাচ।
শূদ্রাণাং চৈব যস্য প্রতিদিন মখিলে রাজতে কীর্ত্তিরুচ্চৈঃ,
যস্যাজ্ঞাদ্যাপি লোকে শ্রুতিবচনসমা পাল্যতে সাদরেণ॥
তৎসৎসুতো লক্ষ্মণসেননামা, সল্লক্ষণো লক্ষণবীর্য্যলক্ষ্মীঃ।
দূরীকৃতং তেন পিতুস্বমর্ষাৎ, ক্বচিৎ ক্বচিৎ বৈদ্যকযজ্ঞসূত্রং॥
তদবধি কতি বৈদ্যাঃ শূদ্রভাবং বহন্তঃ, কতি কতি বুধবৈদ্যাঃ স্বস্বভাবং তথাপি।
মম মতি রিতি দৃষ্ট্বা ছিন্নভিন্নং স্বজাতে, র্বিবিধবুধগণেষু প্রেরিতা শান্তিহেতোঃ॥

মহারাজ রাজবল্লভ কৃত অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা।

৪। অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূরসেন বীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্ম বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত সেন তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিশ্বক্ তাত বলি যারে করয়ে বন্দন॥

---

* এই বল্লালসেন, কৌলীন্যপ্রবর্ত্তয়িতা নহেন। ইনি ২য় বল্লালসেন ও ইনিই বাবা আদমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ইঁহার রাজধানীও বিক্রমপুর ছিল। প্রখ্যাতনামা স্বর্গত ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মাননীয় জগদীশ নাথ রায় মহাশয় আপনাকে রাজা বল্লাল সেনের দৌহিত্রবংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তদীয় পুত্র কলিকাতার সবরেজিষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় এম্ এ এবং অনারারি প্রসিডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিরারের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও ঐরূপ বলিয়া থাকেন।

কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্য বংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিষক্ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা"॥

রামজয় কৃতপঞ্জী, সম্বন্ধ নির্ণয় ৩৩২ পৃষ্ঠা।

"আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত।
তাঁহার দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান।
পিতা পুত্রে জন্মে ছিল বিরোধ কারণ॥
পিতা পুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তি মাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিষ্ফল॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনই যে গেল।
পূর্ব্ব মত ব্যবহার সে দেশে করিল॥
কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকে দুই জন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা শূদ্র বল এবে॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হৈতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥"

রামজীবন কৃত কুলপঞ্জিকা। সম্বন্ধ নির্ণয় ১৯৮ পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জী।

১। শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদিদেশে,
সল্লোকঃ সদ্‌বিচারৈ রদিতি সুতপতিঃ স্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপু স্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা,
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি র্গৌড় রাজ্যাৎ নিরস্তান্॥
অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতি বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্ত
স্তস্মাৎ নাম্নাদিশূরো বিমল মতিরিতি খ্যাতিযুক্তোবভূব॥
ধনঞ্জয় কৃত রাঢ়ীয়পঞ্জী—কুলপ্রদীপ।

২। অম্বষ্ঠকুল সম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ় গৌড় বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতি শ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা॥
শব্দ কল্পদ্রুম ধৃত রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাধৃত দেবীবর ঘটক বাক্য।

৩। ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ।
বল্লালসেননৃপতি রজায়ত গুণোত্তরঃ॥ বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

৪। শ্রীমদ্‌বল্লালসেনঃ প্রকৃতিসুচতুরঃ পুণ্যবানেকধাতা,
সদ্‌বৈদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভব ভুবনপতিঃ পাতি পুত্রং পিতৈব।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ ধৃত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী।

৫। অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণস্যাগমনং তৎ শৃণু।
অথ সকল দিগ্‌দেশীয় রাজমধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিল মঙ্গলালয়ঃ
শ্রীল শ্রীআদিশূরনামা রাজা সদ্‌বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ।
ঐ বারেন্দ্র পঞ্জী।

৬। আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বং আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥

---

* মাননীয় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী শঙ্কর রায় চতুর্ধুরীণ মহাশয় তদীয় "আদিশূর বল্লাল" গ্রন্থে সার্দ্ধ শ্লোক বৈদ্যকৃত অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণ [illegible]য় কৃত কুলপ্রদীপের বচন। ইহাতে বৈদ্যের মূলতঃ কোন সংস্রব নাই।
সম্বন্ধ নির্ণয় ২য় [illegible]—২১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

তত্রাসীৎ রামনাম্নৈকো বৈদ্যোরাজা মহাধনী।
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা॥
তদন্বয়াৎ সমুদ্ভূতো বৈদনামাপি তাদৃশঃ।
মদংশকো মহাভাগ স্তব ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥
বেদোপি তদ্বরং শ্রুত্বা তাঞ্চ কন্যাং উদূঢ়বান্।
কালে তদ্গর্ভজো জাতো বল্লালসেনভূপতিঃ॥ বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

৭। পিতাড়ী কেশবো বিপ্রঃ সচিবঃ করসংগ্রহে।
বঙ্গাধিপস্য রাজর্ষের্নবদ্বীপনিবাসিনঃ॥
উবাচ সচিবঃ স্বীয়াং বংশসম্মানহীনতাং।
তদাকর্ণ্য নৃপশ্রেষ্ঠোঽহাম্বষ্ঠকুলসম্ভবঃ॥
জগাদ মাধবোঽমাত্য মবিদ্যা তত্র কারণং।
মুলুকযুড়ী হৃষীকেশঃ শ্রুত্বা তৎ নৃপমব্রবীৎ। গোষ্ঠী কথা।

৮। (আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে, দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
বৈদ্য রাজা আদি শূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ *কার্য্যে মাতৃব্যবহার॥
আদিশূর বৈদ্য বটে, ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজায়া না লাগে অরত্নি॥) (কুশণ্ডিকা)।

মুলো পঞ্চানন কৃত গোষ্ঠী কথা।

৯। ইত্যেবং কুলসংবাদং জাতীনাং ভেদনির্ণয়ং।
বল্লাল চরিতাখ্যঞ্চ তচ্চরিতাংশসংযুতং॥ ১৬১

---

* অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ বেদে ব্রহ্মবৎ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। কার্য্যে ব্যবহারতঃ কলিতে মাতৃব্যবহারী অর্থাৎ [illegible]বদাচারী, মুলো পঞ্চানন ইহাই বলিতেছেন।

লোকানাঞ্চ হিতার্থায় জাতিকুল বিনিশ্চয়ে।
সদসজ্জ্ঞানলাভার্থং শাস্ত্রার্থেনা বিরোধিতং॥ ১৬২
বৈদ্যবংশাবতংসোয়ং বল্লালোনৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভং॥ ১৬৩

গোপাল ভট্ট বিরচিত বল্লালচরিত উত্তর খণ্ড।

১০। অসম্পূর্ণঞ্চ বল্লালচরিতং যত্তু বর্ণিতং।
গোপালভট্টেন রাজদণ্ডাশঙ্কিতচেতসা॥ ১
সেনবংশধরো রাজা বল্লালো নাম বিশ্রুতঃ।
সংক্ষেপেণ তদিদানীং চরিতং রচিতং ময়া॥

আনন্দভট্টীয় বল্লাল চরিত পরিশিষ্ট।

১১। অম্বষ্ঠ কুল সম্ভূত আদি শূরো নৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরি সেনখ্যাতো বিখ্যাতো ধরণীতলে॥
রাঢ়ো গৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্ব ভূমীশ্বরো যথা॥
বৈশ্বানর কুলোদ্ভূতো বল্লাল খ্যাতি মীয়িবান্।
*সম্বন্ধ দোষ দুষ্টোঽসৌ গর্হিতঃ কুলদূষকঃ॥

সেনহাটী নিবাসী প্রসিদ্ধ ঘটক চন্দ্রকান্ত হড় মহাশয় প্রদত্ত।

কায়স্থ-কুলপঞ্জী।

১। অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥

কায়স্থ ঘটক রামানন্দ শর্ম্মকৃত কায়স্থ কুলদীপিকা।

২। (বল্লালসেন নৃপতি, হইল পশ্চাৎ।
অম্বষ্ঠবংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্রজাত)॥

কায়স্থ ঘটক কারিকা।

* চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা পরমানন্দরায়ের সমকালীন হস্তলিখিত ঘটকগ্রন্থে লিখিত আছে। বঙ্গীয় সমাজ ৬১ পৃষ্ঠা।

৩। কায়স্থ ক্ষত্রিয়েরা চিত্রগুপ্ত যম দক্ষত্র কুলোদ্ভব বটেন, কিন্তু ইঁহার-দিগের স্বপদস্থ করিয়া রাখিলে অম্বষ্ঠজাতি রাজবর্ণের লঘুতা হয়, এবং ইঁহারাও তাহাতে সম্প্রতি সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে প্রবৃত্ত নহেন ইত্যাদি।

রাজা রাজনারায়ণ মিত্র কায়স্থ কৃত কায়স্থ কৌস্তুভ ৩য় খণ্ড।

এখন পাঠকগণ একতান হৃদয়ে চিন্তা করিয়া দেখ, ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ কৃত এইসকল কুলপঞ্জিকা কেন প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না? কেহ কি প্রমাণ করিতে পারিবেন. যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া ৪।৫ শত বৎসরের পূর্ব্বকালীন বৈদ্যেরা এইসকল মিথ্যা কথা লেখাইয়া লইয়াছিল? চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ রায় ও আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ ত ভুলিবার পাত্র ছিলেন না? এখন পাঠকগণ বুঝিলেন মিত্র রাজেন্দ্রলাল ও সিংহ কৈলাসচন্দ্র কেন কালীনাম শুনিয়া কাণে হস্ত দিয়া গিয়াছেন।? রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সময়হইতে অদ্যপর্য্যন্ত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ বৈদ্যের গৌরব বিনষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর। বৈদ্যকুল গ্লানিগণ এই ৮০।৮৫ বৎসরের মধ্যে একটি বাক্য ব্যয়ও করেন নাই তাই আমি জাতিতত্ত্ব বারিধির ১ম ভাগের জননক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি এবং ২য় ভাগে এই বল্লালঘটিত মোহের নিরসনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইতিহাস নিষ্কলঙ্ক ও সত্যের জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হউক ইহাই আমার বলবতী ইচ্ছা। মিথ্যা ও ঠেঠামীর বলে জয়লাভ চেষ্টা কেন?।

বৈদ্যকুল পঞ্জিকার মধ্যে কণ্ঠহার আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহ মহামহোপাধ্যায় রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার সেনহাটীতে অবস্থিতি কালে ১৫৭৫ শকাব্দে প্রণয়ন করেন। যথা—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল গ্রন্থান্ সমীক্ষ্য চ বিচার্য্য চ।
যদদুক্তং মাতুলেন (গোপীনাথ কবিকঙ্কণেন) সংগৃহ্য চ তদন্যতঃ॥
কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিতবর্ত্মনা।
পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা॥ কণ্ঠহার প্রারম্ভঃ।

চন্দ্রপ্রভা, ইহারই ২২ বৎসর পরে ১৫৯৭ শকাব্দে ভরতমল্লিকসেন প্রণয়ন করেন। গ্রন্থশেষে শকাব্দটী বসান আছে। দেবীবরঘটক, ধনঞ্জয় ঘটক, চট্টোপাধ্যায় মুলো পঞ্চানন ও কায়স্থগণের ঘটক রামানন্দ প্রভৃতি যে

আমাদের হিতার্থে মিথ্যা কথা লিখিবেন, ইহা ভাবাই মস্ত বেয়াদবি ও অন্যায়। অপিচ তৎকালে কেহ যে বল্লালের জাতিটাকে নিজের পাতে ঢালিতে প্রয়াস পাইবেন, তখনকার দিনই এরূপ ছিল না। (শব্দকল্পদ্রুম, মহারাজ রাধাকান্ত দেবের সংগৃহীত। উহা ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হয়।) সুতরাং উহাতে সেন-রাজগণের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে কোন কথা থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই নিসর্গ-সুন্দর সত্য বলিয়া ভাবাই বুদ্ধিমানের কার্য্য?। যাঁহারা উক্ত গ্রন্থস্থ এই সকল কুলপঞ্জিকার বচন কৃত্রিম বা ভ্রান্ত মনে করেন, তাঁহারা সত্যাপলাপী ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

বারেন্দ্র ঘটকগণও বৈদ্যের অন্নদাস ছিলেন না। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বেদবাদবৎ স্বীকার্য্য। অপিচ বারেন্দ্রকুলাবতংস মহামতি অনিরুদ্ধ * বল্লালের দীক্ষাগুরু ছিলেন, সুতরাং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ যে বল্লালের জাতিটার কথা ভালরূপই জানিতেন, ইহা ভাবাও অস্বাভাবিক নহে।

বল্লালচরিত দুইখানিই কৃত্রিম ও অসাধুগ্রন্থ, যথাস্থানে ইহাদিগের গুণ-কীর্ত্তন করা যাইবে। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে উহারা বৈদ্যকে গালি দিতে দিতেও মুখ দিয়া সত্য কথা বাহির করিয়াছে যে বল্লালসেন বৈদ্য ও সেনবংশীয়? (একখানি বল্লালচরিতের বিশ্বকর্ম্মা নবদ্বীপের তদানীন্তন জমিদার কায়স্থহনু বুদ্ধিমন্ত খাঁ। সুতরাং কায়স্থগণের শীর্ষস্থানীয় এহেন ব্যক্তি যখন বল্লালকে বৈদ্য বলিয়া বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন, তখন কেন তাঁহাকে আবার কৌশলক্রমে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থে পরিণত করা?। মিথ্যা করিয়া বৈদ্যগুলিকে কায়স্থ বলাতে কি ইষ্টসিদ্ধি বল?)

হে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখন ধনে জনে জ্ঞানে গুণে এমন কি সৌন্দর্য্য বিভবে পর্য্যন্ত গরীয়ান্, পদগৌরবেও তোমরা সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল, তথাপি কেন তোমরা এহেন হীন প্রকৃতির দাস হইয়া অন্যের গৌরব বিধ্বংসে বদ্ধপরিকর?। ভরত মল্লিক বৈদ্য, ত্রিলোচন দাশ বৈদ্য, দ্বিজ রামপ্রসাদ সেন বৈদ্য, শুভঙ্কর দাশ বৈদ্য, কেন তোমরা—কায়স্থকৌস্তভে তাহার অপলাপ করিলে?

বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলনাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে,
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতো ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মা ভবদার্য্যশীলমলয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো,
বৃত্রারেরিব গীষ্পতি র্নৃপতে রস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥

সেনরাজগণ কখনই "দে কায়স্থ" বা দে রাজাদের পূর্ব্বপিতামহ নহেন, তথাপি কেনই বা তোমরা এহেন শৈলীর আশ্রয় লইলে ?।

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং ?

এটা ঠিক্ নহে। তোমরা এখন আপন গৌরবে আপনি সমুদ্ভাসিত। এ সময়ে তোমাদের সত্যসেবাই একমাত্র করণীয়। কেন ১১০ ধারার আসামী-ধর্ম্মা হইয়া ভদ্রসমাজে অবগীত হইতেছ ?।

অবশ্য এখানে কেহ কেহ এ আপত্তি করিতে পারেন যে এইসকল কুলজী গ্রন্থ, আদিশূর বল্লালের অনেক পরের লেখা, সুতরাং অপ্রামাণ্য। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। কেন না এইসকল গ্রন্থ আধুনিক হইলেও এগুলির প্রত্যেক খানি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলপঞ্জিকার ছায়া বা অনুকৃতিমাত্র। প্রাচীনগুলির কতক গৃহদাহে কতক যবন ও বর্গীর উৎপাতে কতকগুলি বা কারণান্তরে মহাকালের কুক্ষিগত হইয়াছে*। কিন্তু তাহাতেও আধুনিক গ্রন্থগুলি প্রাচীনের প্রতিলিপি বা স্মরণলিপি বলিয়া এগুলিও অগ্রাহ্য করা যায় না। এ বিষয়ে গৌড়ে ব্রাহ্মণের প্রতিভাশালী গ্রন্থকার যে সকল সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে অবিকল গৃহীত হইল। যথা—

"বল্লালসেনকর্তৃক শ্রেণীবিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ়-দেশগামী শ্রীহর্ষতনয় শ্রীনিবাস, গৌড়ে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নবিষয়ে একখানা গ্রন্থ লিখেন। পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্রকুল বর্ণনা করিয়া একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইসকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বল্লালসেন অথবা লক্ষ্মণসেনের সময়েও অবশ্য কুলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও পাওয়া যায় না। ঘটকেরা ধনবান্ ব্যক্তি নহেন, তৃণনির্ম্মিত গৃহবাস নিবন্ধন অগ্ন্যুৎপাত ঝটিকা, তথা মুসলমান-গণের দৌরাত্ম্য, বর্গীর লুঠ ইত্যাদি কারণে হস্তলিখিত প্রাচীন কুলগ্রন্থের অসদ্ভাব ঘটা অসম্ভব নহে*। গোপালশর্ম্মা যখন ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যানামে কুলগ্রন্থ লিখেন, তখনও তিনি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হন্ নাই। বর্ত্তমান সময়ের লোকের যেরূপ পুস্তকগত বিদ্যা, প্রাচীন কালে তদ্রূপ রীতি ছিল

* বর্গিকেণ হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ।
ততোপি বহুকালেন কৃতা বিপ্রপ্রসাদতঃ ॥ গোপাল শর্ম্মা

না। শিক্ষার্থী ছাত্রেরা পাঠ অভ্যাস করিতেন,. প্রাচীন পুস্তকসকল ক্রমে নষ্ট ও অপহৃত হইলেও ঘটকেরা স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়, তাহার কোনখানাই শকাব্দা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না। রাঢ়ীয় ঘটকদিগের নিকট নিম্নলিখিত কুলগ্রন্থ সকল সচরাচর দৃষ্ট হয়। যথা—

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশাবলী। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। শ্লোকসংখ্যা ১৩৪০। ধ্রুবানন্দ মিশ্র বন্দ্যকুল সম্ভূত। ঘটকদিগের উক্তি এই যে, দেবীবর ঘটকবিশারদ মেলবন্ধন করেন, দেবীবরের উপদেশ-মত ধ্রুবানন্দ মিশ্র গ্রন্থ লিখেন। দেবীবরও বন্দ্যবংশীয়।

২। মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্র গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। শ্লোকসংখ্যা ২২০৭ ইহাকেই মিশ্র গ্রন্থ কহে। ইহা হইতেই রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের নাম মিশ্র-গ্রন্থ হইয়াছে।

৩। ধ্রুবানন্দ মত ব্যাখ্যা। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী হরিনদী গ্রাম নিবাসী গোপাল শর্ম্মকৃত। শ্লোকসংখ্যা ৬০০০!

৪। ফুলিয়া কুলবর্ণন। শ্লোকসংখ্যা ৫২০।

৫। বাচস্পতিমিশ্রঘটককৃত কুলরমা। এই গ্রন্থখানির অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায়, শেষভাগের অল্পাংশ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত।

৬। আঞ্চাডাঙ্গা গ্রামনিবাসী রামহরি তর্কালঙ্কারকৃত মেলমালা। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে।

এতদ্ব্যতীত কুলার্ণব, সাগরপ্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা, কুলদীপিকা প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে।

বারেন্দ্র ঘটকদিগের ব্যবহারে এবং তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল দৃষ্ট হয়।

১। আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন, বল্লালসেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ ও কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন এবং তদানুষঙ্গিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। গ্রন্থেরও কোন নাম নাই। এই গ্রন্থ সাধারণতঃ কুলপঞ্জিকা নামে খ্যাত। এবং সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। গ্রন্থের লেখা ও ভাষাদৃষ্টে বোধ

হয় প্রথমে যখন গ্রন্থ আরম্ভ হয়, তখন যে পর্য্যন্ত ঘটনা হইয়াছিল, সেইপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, পরে পরবর্ত্তী ঘটনাসকল পরপর লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আরম্ভ বাক্য আছে * সমাপ্তি বাক্য নাই।

২। গাঞিমালা। সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম নাই।

৩। ভাদুড়ি কুলব্যাখ্যা। বাঙ্গালা নিকৃষ্ট গদ্যে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। কুলতত্ত্ব এবং পটীবন্ধ ইত্যাদির বিবরণ ইহাতে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত

৪। কুলীনগণের অর্থাৎ মৈত্রপ্রভৃতির বংশাবলী। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কবিতা আছে।

৫। শ্রোত্রীয়গণের বংশাবলী।

৬। ঢাকুর অর্থাৎ করণাদির গ্রন্থ।

৭। নিগূঢ় কল্প অর্থাৎ আঘাত অবসাদ প্রভৃতি দোষের গ্রন্থ। এইসকল গ্রন্থ ব্যতীত কতকগুলি পাতড়া আছে। গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

ইহা ছাড়া সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থেও অনেকগুলি কুলপঞ্জিকার নাম পরিলক্ষিত হয়। ঐসকল গ্রন্থের কতক বিবরণ দেওয়া গেল। যথা—

১। শ্রীহট্ট নিবাসী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কৃত শ্যামল বর্ম্মচরিত।

২। ধর্ম্মপ্রদীপ, প্রণেতা ধনঞ্জয়।

৩। কায়স্থ কুলদীপিকা। (ফলতঃ এই গ্রন্থপরিচিত বচনসকল কৃত্রিম ধ্রুবানন্দী গ্রন্থে বিরাজমান। এ গ্রন্থের নাম কায়স্থ কুলদীপিকা নহে। উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং উহা রামানন্দ শর্ম্মকৃত। রামানন্দ কৃত কায়স্থকুলদীপিকাতে স্বতন্ত্র বচনাবলী বিদ্যমান।)

৪। রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা।

৫। কায়স্থ প্রদীপ।

৬। ঢাকুর পঞ্জিকা। কাশীদাসকৃত।

৭। কায়স্থ কুলপ্রদীপ।

৮। কায়স্থ কুলপঞ্জিকা।

---

* প্রণম্য ভূদেবপদারবিন্দং ভক্ত্যাগত প্রার্থিত কামপুরং।
যদর্চ্চনা তীর্থফলং ন দূরং প্রবক্ষ্যতে সৎকুল পঞ্জিকেয়ং॥

৯। কুলার্ণব। ধনঞ্জয় কৃত। ইহাতে সুবর্ণ বণিক্‌দের কথা আছে।

১০। বৈদ্যকুল পঞ্জিকা—রামজীবন কৃত।

১১। অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা। রাজবল্লভ বংশধরগণকৃত।

১২। অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা। রাঢ়ীয় বৈদ্যকৃত।

১৩। ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত কুলমঞ্জরী, সারাবলী, কুলদীপিকা।

১৪। সমীকরণ কারিকা—চক্রপাণিকৃত।

১৫। কুলরমা—বাচস্পতি মিশ্রকৃত।

১৬। সারাবলী কারিকা, গোষ্ঠী কথা। প্রণেতা—মুলো পঞ্চানন।

১৭। বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকা—যাহাতে বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্র নদপুত্র বলিয়া প্রখ্যাত।

১৮। কুলকল্পলতিকা। ১৯—কুলপদ্ধতি। ২০—কুলকুণ্ডলিনী। ২১—কুলীতিহাস (বল্লালোপাখ্যান)। ২২—হরিমিশ্র কারিকা। ২৩—এড়ু মিশ্র-কারিকা। ২৪—রামজয়কৃত কুলপঞ্জিকা। ২৫—কুলচন্দ্রিকা। ২৬—কুল-কল্পতরু। ২৭—চন্দ্রকান্তবন্দ্যগাথা। ২৮—মিশ্রী। ২৯—মেল-পরিচয়। ৩০—মেল প্রকাশ। ৩১—মেলচন্দ্রিকা। ৩২—মেলদোষ। ৩৩—দোষমালা। ৩৪—অদ্বৈতবংশাবলী। ৩৫—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রদত্ত কায়স্থ-কারিকা। ৩৬—কায়স্থ বংশাবলী রত্নেশ্বর কৃত। ৩৭—বৈদ্যকুল পঞ্জিকা ইত্যাদি।)

উল্লিখিত সমুদয় কুলপঞ্জিকাই প্রকৃত ও প্রামাণ্য। তবে ইতিহাস বিষয়ে এ দেশের লোকেরা আজীবন লম্বকর্ণ ছিলেন, কাজেই গলদও ঘটিয়াছে। বাচ-স্পতি মিশ্র ও দেবীবরের বাক্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সে দোষ উঁহাদের কাহারই নহে। যাঁহারা "আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাৎ বিপ্রাঃ সদারকাঃ" ইত্যাদি মিথ্যা বচন বঙ্গজ কায়স্থকারিকা ধৃত অগ্নি পুরাণের বচন বলিয়া শব্দকল্পদ্রুমে হাজির করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইহার কারিকর হইবেন। কায়স্থগণ যখন চতুর্থ বর্ণ শূদ্র হইতে লোলুপ ছিলেন তখনই এই অগ্নিপুরাণীয় বচনের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা হলধর জলধর ত ছিলেনই? বাচস্পতির বচন কলুষিত করার বিধাতাপুরুষও কায়স্থই। ফরিদপুরী ষোল আনা মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কারিকাতে ও বাচস্পতির কুলরমাতে স্থানে স্থানে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐসকল কথা কায়স্থের বর্ত্তমান কোলাহলের উপযোগী, অথচ উহা অন্য কোন পঞ্জিকার

মতের সহিত ঐক্যপূর্ণ নহে। কাজেই ইহা কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। চন্দ্রদ্বীপের প্রেমানন্দী কায়স্থকুল পঞ্জীতেও বল্লালসেন অম্বষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত রহিয়াছেন। সুতরাং সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব ও অম্বষ্ঠত্ব বিসংবাদশূন্য স্বীকৃত সত্য। ফরিদপুরীনন্দিপ্রচারিত উক্ত ধ্রুবানন্দী কায়স্থকারিকা কায়স্থজাতির জীবন্ত কলঙ্কস্বরূপ, শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব ও জিগীষাই তাঁহাদিগকে উহার দাস করিয়াছে। যাহা হউক কুলপঞ্জিকাগুলি যে অকৃত্রিম, সেনরাজগণ যে উহাতে যথাযথ ভাবেই বৈদ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন, বোধ হয় চেতস্বান্ কায়স্থগণও তাহা মনে মনে স্বীকার করিবেন।

ফলতঃ বল্লালসেন যে নিজেই কুলশাস্ত্র নিরূপণ করেন ও বল্লাল এবং লক্ষ্মণসেন যে নিজেরাও পৃথক্ পৃথক্ কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কায়স্থ ও বৈদ্যগণের কুলগ্রন্থেও সুস্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এইসকল কুলগ্রন্থের বচনে যদি সেনরাজগণ বৈদ্য বলিয়া „কথিত হইয়া থাকেন—তবে তাহা কেন অগ্রাহ্য করিতে হইবে?।

ঢাকুর-প্রচারয়িতা বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয়ও বিদ্যাবিনোদ গোবিন্দ বাবুর কথার প্রতিবাদচ্ছলে বলিয়াছেন—

"গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে কুলজ্ঞগণ সেনরাজগণ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানিতেন না। গ্রন্থকারের (গোবিন্দবাবুর) এই কথা অতি অসার। বিপ্রগণের কুল-শাস্ত্রদ্বারা প্রতীত হয় যে বল্লালসেনই কুলীন ব্রাহ্মণগণকে ঘটক নিয়োগ করেন। এবং কুলীন, পণ্ডিত ও সদাচারসম্পন্ন বিপ্রেরাই ঐ কাজ করিতেন। সুতরাং ইহারা জানিতেন না বলিলে—কথাটা কেমন হয়?"। ৭৮ পৃষ্ঠা ঢাকুর।

অপিচ—অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
চকারাতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রা স্তত্র দেশে নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্তু নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞকং॥
তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ তদ্দ্বিজোত্তমে।
শূদ্রস্যাথ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ॥

উদগ্দক্ষিণরাঢ়ৌচ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যু স্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥
কুলং চতুর্বিধং তেষাং শ্রেণীশ্রেণীবিশেষতঃ।

নাগরাক্ষর শব্দকল্পদ্রুম—৯৮ পৃষ্ঠা কায়স্থ শব্দ ধৃত বঙ্গজকায়স্থ ঘটক
রামানন্দ কৃত কায়স্থ কুলদীপিকা।

(ইহার তাৎপর্য্য এই যে অম্বষ্ঠবংশসন্তান বল্লালসেন অতিযত্নের সহিতই কুলশাস্ত্র নিরূপণ করেন। তিনি আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের সন্তানদিগকে নিজালয়ে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ ও কৌলীন্য সংবিধান করেন। ব্রাহ্মণগণ বাসস্থানের পার্থক্য অনুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে সংজ্ঞিত হন, তাঁহাদিগের কুলও তৎতন্নামে সমাখ্যাত হয়।

মহারাজ বল্লাল শূদ্রদিগেরও চারিটী শ্রেণীবিভাগ করেন। তদনুসারে তাহারা উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নামে চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। তাঁহাদের কুলও ঐ কারণে পৃথক্ চারিটী বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করে।)

অতএব এহেন কুলগ্রন্থবিধাতা বল্লালসেনের সমসাময়িক বা তদনুকৃতি কুলগ্রন্থসমূহ "অমান্য" এ কথা বলা ধৃষ্টতা ও বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমাদের কুলাচার্য্য মহাত্মা দুর্জ্জয়দাশও তদীয় কুলচন্দ্রিকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

নত্বা শিবং পরমকারুণদেবদেবং।
ব্রহ্মর্ষিবিষ্ণুসুরবন্দিতপাদপীঠং।
শ্রীচায়ুদাশকুলভূষণদুর্জ্জয়েন
পঞ্জী কুলস্য ভিষজাং প্রতিপাদ্যতে হি॥
বিনায়কস্য যদ্বাক্যং যদ্ বাক্যং বাদলেঃ কবেঃ।
যদুক্তং বাণদাশেন পাত্রদামোদরেণ চ॥
বল্লালভূপতের্বাক্যং ভূপতের্লক্ষ্মণস্য চ।
যদুক্তং চায়ুদাশেন পুত্রেন কৃতিনা তথা॥
শক্ত্যৌ মণ্ডীরসেনস্য মহাবংশস্য যদ্বচঃ।
সর্ব্বেষাং মত মাশ্রিত্য বক্ষ্যামি কুলপঞ্জিকাং॥

(অর্থাৎ চায়ুবংশের ভূষণ.স্বরূপ আমি দুর্জ্জয়দাশ, ব্রহ্মাদিদেববন্দ্য দেবদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া এই বৈদ্যকুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিতেছি।

মহাত্মা বিনায়কসেন, মহাত্মা বাদলিসেন, মহামতি বাণদাশ, শিখররাজামাত্য মহাকবি দামোদরসেন, মহারাজ বল্লালসেন, মহারাজ লক্ষ্মণসেন, মহামতি চায়ুদাশ, ও মহাকুলসম্ভূত শক্তিগোত্রীয় মহাত্মা মণ্ডীরসেনের বাক্যাবলী অবলম্বন পূর্ব্বক আমি কুলপঞ্জিকা বর্ণনা করিব।

দুর্জ্জয়দাশ, মহাকুলপ্রসূত দাশবংশীয় বৈদ্য সন্তান, তিনি কুলচন্দ্রিকানামক বৈদ্যকুলগ্রন্থের প্রণেতা। তৎপ্রণয়নকালে তিনি বিনায়কসেন, বাণদাশ, পাত্র দামোদরসেন, মহারাজ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনপ্রভৃতির বাক্যাবলী আদর্শকরিয়া বৈদ্যকুলপঞ্জী প্রণয়ন করেন।

সুতরাং বুঝিতে হইবে বল্লাল ও লক্ষ্মণও পৃথক্ পৃথক্ বৈদ্যকুলপঞ্জীর প্রণেতা? নতুবা তাঁহাদের আর কোন্ বাক্য বৈদ্যকুলগ্রন্থে অবলম্বিত হইতে পারে? বিনায়ক সেন, বাদলি সেন প্রভৃতি বৈদ্যকুলগ্রন্থপ্রণেতা? সুতরাং বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতিও যে ঐরূপ বৈদ্যকুলগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন, তাহা অবশ্যই অনুমেয়? এবং ঐ সঙ্গে বিনায়কাদির ন্যায় বল্লাললক্ষ্মণও বৈদ্য বলিয়া অনুমেয় হইতে পারেন?।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

> অভাবে কুলকার্য্যস্য কুলস্য কুশলং কুতঃ।
> রাজ্ঞা বল্লালসেনেন স ক্ষেম্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ কুলচন্দ্রিকা।

ক্ষেম্য কি?—যো মৌলিকঃ স ক্ষেম্যঃ। যাহার কুলকর্ম্ম নাই সেই কুলীন মৌলিক হইয়া যায়, মহারাজ বল্লাল সেন তাহাকে "ক্ষেম্য" এই পরিভাষায় পরিভাষিত করেন।

সুতরাং বুঝা গেল বল্লালের যে স্বতন্ত্র কুলগ্রন্থ আছে, দুর্জ্জয় তাহা হইতে এই ক্ষেম্য পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কুলপঞ্জীকা বল্লাল রচনাকরিয়াছেন, তাঁহার নিযুক্ত ঘটকেরা রচনাকরিয়াছেন, লক্ষ্মণ করিয়াছেন ও অন্যেরাও ঐরূপ করিয়া আসিতেছেন? দুর্জ্জয় বল্লালাদির পঞ্জীর অনুবর্ত্তন করিয়াছেন অন্যেরাও অন্যের পঞ্জিকাকে আদর্শ করিয়া স্ব স্ব পঞ্জী প্রণয়ন করিতে ছিলেন? সুতরাং এই সকল গ্রন্থের যে যে বাক্য দ্বারা সেনরাজগণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন, কোন্ চেতনাবান্ ব্যক্তি তাহা মিথ্যা মনে করিতে পারেন?।

এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণ যদি বৈদ্যই না হইবেন তাহা হইলে দুর্জয় কেন তাঁহাদের কুলপঞ্জিকা আদর্শ করিয়া বৈদ্যকুলপঞ্জী রচনা করিতে উদ্যত হইবেন? বৈদ্য জাতির কুলপঞ্জী ভিন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থের কুলপঞ্জী কি বৈদ্যপঞ্জী লিখিতে আদর্শ হইতে পারে?। দুর্জয় কি বৈদ্য ভিন্ন আর কোন জাতীয় কোন পঞ্জিকাকারের নাম লইয়াছেন?।

(অতএব কায়স্থপঞ্জী প্রচারক কায়স্থ কৃষ্ণবাবু ও দুর্জয়ের এই উক্তি দ্বারা আমরা অবশ্যই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি যে বহু কুলপঞ্জিকা বল্লালের সময়ে রচিত, বল্লাল লক্ষ্মণ নিজেও বৈদ্য কুলপঞ্জিকা-প্রণেতা এবং সুতরাং তাঁহারাও নির্ব্যূঢ় বৈদ্য সন্তান ছিলেন।)

সামাজিক-বিষয়।

(আমরা জনশ্রুতি, পুরুষপরম্পরাগতজ্ঞান, ও কুলপঞ্জিকাদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি যে সেনরাজগণ, নির্ব্যূঢ় বৈদ্যসন্তান ছিলেন। আমরা অতঃপর সমাজতত্ত্বদ্বারাও দেখাইব যে তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য বা বৈদ্যাপরনামা অম্বষ্ঠ ভিন্ন জীবান্তরবিশেষ ছিলেন নহে।)

বিরুদ্ধ বাদিগণ কেহ বলিতেছেন, উঁহারা "ক্ষত্রিয়" ছিলেন, কেহ বলিতেছেন "কায়স্থ" ছিলেন; কেহ কেহ বা বলিতে সমুদগ্রীব যে উঁহারা কাঁঠালের আমস্বত্ব "কায়স্থ-ক্ষত্রিয়" ছিলেন; কাহারও মতে উঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা মূর্দ্ধাবসিক্ত বটেন। কিন্তু আমরা ইহার একটী মতেরও সমর্থক বা অনুমোদক নহি, এবং ইহার একটী মতও আমরা অভ্রান্ত ও প্রমাদপরিশূন্য বলিয়া মনে করি না। কেন করি না?—

উক্ত রাজগণ, ক্ষত্রিয় হইলে, উঁহারা অবশ্যই আপনাদিগের সামাজিক কার্য্যসৌকর্য্যার্থেও অন্ততঃ দুই চারি ঘর ক্ষত্রিয় আনিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশিত করিতেন। কিন্তু আমরা সমগ্র বঙ্গদেশে সেরূপ একটী ক্ষত্রিয় পরিবারেরও সত্তা পরিলক্ষিত করি না। অবশ্য বঙ্গদেশে যে দুইচারিঘর ক্ষত্রিয় বসবাস না করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা কেহই সেনরাজগণকর্তৃক সমানীত, সমাবেশিত বা তৎসমসাময়িক নহেন। তাঁহারা কেহ কেহ যবন আমলে

কেহ কেহ বা ইংরাজ আমলে বিশেষ বিশেষ হেতুবশতঃ এদেশে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারাও কেহ কোন দিন একথা বলেন নাই যে আমরা সেনরাজগণের আসন্ন দায়াদ ও নেদিষ্ঠ সগন্ধ। তৎকালে সেনরাজগণ ছত্রধারী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলে যে কয়েক ঘর সামাজিক এদেশে আনিয়া উপনিবেশিত করিতেন, তাহাতে সন্দেহ-মাত্রই নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে সেরূপ একঘর ক্ষত্রিয়ও বিদ্যমান নাই বলিয়া আমরা মনে করি সেনরাজগণ জাতিতে অক্ষত্রিয় ছিলেন। আপত্তি হইবে, তবে তাম্রফলকাদিতে কেন উঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাখ্যাত? কেন সমাখ্যাত তাহার হেতুও স্থলান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাম্রফলকাদি তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ীভবনের কোন সহায়তাই করিতে পারে নাই।

তৎপর উঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া মনে করিবার ও ভাবিবারও কোন মুখ্য বা গৌণ কারণ, পরিদৃষ্ট হয় না। নির্লজ্জ সিংহ মহাশয় ভিন্ন বঙ্গদেশের আর কোন কায়স্থসন্তানই অদ্যাপি একথা বলিয়া দাবিদারী দেন নাই যে তাঁহারা সেনরাজগণের কেহ কেটা? নগেন বাবু একটা নূতন ধুয়া তুলিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজগণকে বল্লালের জ্ঞাতিবান্ধব বানাইতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু উক্ত রাজ-পরিবার এখনও সে কথা কর্ণগত করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। তবে যদি তিনি নিজখরচে রেজিষ্টারী চিঠি দিয়া জানাইয়া থাকেন যে "ওগো, তোমাদের গরুটা বাঁজা নয়, ওটা বিষিয়ানী"তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। ফলতঃ সেনরাজগণের "কায়স্থ" প্রবাদ কোন দিন ছিল না, একমাত্র কুম্ভকর্ণ কৈলাস বাবু ভিন্ন সে কথা কেহ কোন দিন কর্ণগত করিয়াছেন, ইহাও এ বধির বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানে না। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ যে আজ ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ উঁহাদিগকে গোত্রান্তর করিতে নানা বৈধ ও অবৈধ উপায়ের সমালম্বন করিয়াছেন, তথাপি সেনরাজগণের কায়স্থত্ব সংস্কার কাহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। যে সকল কায়স্থযুবক বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তিবিধ্বংস কামনায় এই সকল মিথ্যা মায়া-জালের বিস্তার করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও কায়মনোবাক্যে ইহার পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছেন, আমাদিগের বোধ হয়, তাঁহাদিগের মনের ফটো তুলিলে কিংবা তাঁহাদিগের বুক চিরিয়া দেখিলেও আমরা দেখিতে পাইব, তাঁহাদিগের হৃদয়মরুমাঝেও "সেনরাজগণ বৈদ্য" এ কথাটী রামনামের মতন পাষাণে সমুৎকীর্ণ

রহিয়াছে। জিগীষা ও মাৎসর্য্য মানুষকে অন্ধ ও কুপথগামী করে, তাই আজ প্রমত্ত কায়স্থ যুবকেরা পথভ্রষ্ট! (অপিচ সেনরাজগণ যে কায়স্থ নহেন, তাহার অন্যতর হেতু এই যে তাঁহারা রাজার জাতীয় হইলে নিশ্চয়ই রাজসরকারে উচ্চ উচ্চ পদে সমারূঢ় থাকিতেন, শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত হইতেন, সমাজে তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও থাকিত, কিন্তু আমরা ইতিহাসের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিতেছি, বঙ্গদেশের কায়স্থগণ, যবন ও ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ধনবান্ বা প্রভাববান্ ছিলেন না। বিদ্যাবুদ্ধিরও কেহ কোন পরিচয় দান করেন নাই। বঙ্গদেশে, বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দী বা বাঙ্গালা ভাষার অসংখ্য গ্রন্থসমূহ প্রচারিত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি শত শত বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভদ্বারাও ভালকরিয়া তন্নতন্নরূপে থানা তল্লাসী করাই, তথাপি কায়স্থকৃত একখানী সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী বা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ বাহির করিতে পারিব না।) পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি, এ, ও পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু গবেষণাপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যবিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে প্রায় ২,৩ শত বাঙ্গালা কবির নাম সমাহৃত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই দেখিতে পাইবেন যে উহাতে ঘোষ, বসু, গুহ বা মিত্র বা সিংহ বল পাল পালিত উপাধির একটী কবির নামও গৃহীত হয় নাই। কেন? ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে কায়স্থগণ যবনামলে লক্ষ্মীর সেবা করিলেও মাতা বাগ্‌বাদিনীর সেবায় বঞ্চিত ছিলেন।) যে রাজা নিজে সংস্কৃতে দানসাগর গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ ছিলেন, সেই রাজা নিজে কায়স্থ হইলে যে সজাতির মূর্খতা দূর ও তাঁহাদিগকে সংস্কৃতে অধিকার দান করিতে বিশেষ চেষ্টা না পাইতেন তাহা নহে, ইত্যাদি নানা কারণেই আমরা বল্লালাদিকে কায়স্থ ভাবিতে অসম্মত। কায়স্থ জাতির সামাজিক দুর্গতি দর্শনেও বোধ হয় তাঁহারা কখন রাজার জাতি ছিলেন না।

(বৈদ্য ভাবি কেন? সে ভাবনার হেতু এই যে দেখ বৈদ্যগণ শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত, সদাচার সম্পন্ন অহীনকর্ম্মা ও ঘোরতর অভিমানী জাতি। রাজার জাতি না হইলে এত অভিমান হইতে পারে না। প্রত্যেক বৈদ্যও আপনাকে রাজার জাত বলিয়া জানেন এবং পূর্ব্বে তাঁহারাই রাজসরকারে উচ্চ উচ্চ পদে সমারূঢ় ছিলেন, এবং তাঁহারাই সেনরাজগণের সহিত যখন তখন যৌন-সম্বন্ধে

সংবদ্ধ হইতেন। অপিচ ইহাও দেখ মহারাজ বল্লাল একসময়ে একটী নীচজাতীয়া পদ্মিনী কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রতঃ প্রচলিত না থাকিলেও কার্য্যতঃ প্রচলিত ছিল। কিন্তু পিতার এহেন নীচকার্য্যে মহারাজ লক্ষ্মণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে পিতা পুত্রে বিরোধ হইয়া ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এদেশীয় নানা গ্রন্থে এই সকল কথা বর্ণিত আছে, আমরা রাজাবলী হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। যথা—"তৎকালে তিনি (বল্লালসেন) ডোমের এক পদ্মিনী কন্যাকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কথা সর্ব্বত্র রটাতে, রাজা বল্লালসেনের বড় অপ্রতিষ্ঠা হইল। গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেন একথা শুনিয়া পিতাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন।" রাজাবলী ৪৬ পৃষ্ঠা।

সেই পত্রখানি কি? তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহাদিগের পিতাপুত্রের উক্তিপ্রত্যুক্তিচ্ছলে যে ৪টী কবিতা শ্রুত হইয়া আসিতেছে, তাহা এই—

লক্ষ্মণসেন—শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা,
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিং চাতঃ পরমং তব স্তুতিপদং ত্বং জীবনং জীবিনাং,
ত্বং চেন্ নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ! কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ? ॥১

হে জল! তুমি স্বভাবতই অতি সুশীতল, তোমার স্বচ্ছতাও স্বাভাবিক, তোমার পবিত্রতার কথাই বা আর কি বলিব? তোমার সংস্পর্শে লোক শুচি ও পবিত্র হয়, সুতরাং তুমি নিজে কত পবিত্র, তাহা বুঝিতেই পার? আর তোমার ইহা অপেক্ষা প্রশংসার কথাই বা আর কি হইতে পারে যে তুমি সমুদায় জীবগণের জীবনস্বরূপ। অতএব হে পবিত্র পাবন বারি! যদি তুমিই নীচ-পথে (জল নিম্নগামী?) গমন কর, তবে কার সাধ্য যে তোমাকে বারণ করিয়া রাখে?।

বল্লালসেন—তাপোনাপগতস্তৃষা নচ কৃশা ধৌতা ন ধূলী তনো
র্ন স্বচ্ছন্দ মকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা?।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টো ন বা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণ মহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ ॥২

নিদাঘসন্তপ্ত হস্তী কেবল জলে নামিয়াছে, এখনও তার দেহের তাপ

দূরীভূত হয় নাই; সে জলপান করিয়া পিপাসাকেও ক্ষীণ করিতে পারে নাই, জলে মগ্ন হইয়া সে এখন পর্য্যন্ত গায়ের ধূলাকাদাও ধুইতে সমর্থ হয় নাই; জলে নামিয়া সে যে এপর্য্যন্ত দুইটা কন্দমূলাদি ভক্ষণ করিয়াছে তাহাও নহে; জলকেলির কথা এখনও কোথায়?। আর সে নিকটহইতে দূরে থাকুক্ দূর হইতেও যে করপ্রসারণপূর্ব্বক পদ্মিনীকে (পদ্মের ঝাড় ও পদ্মিনীকন্যা) স্পর্শ করিবে তাহাও করে নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে ভ্রমরগুলি যে ঝঙ্কার দিয়া অকারণই কোলাহল করিয়া উঠিল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।)

লক্ষ্মণসেন—পরীবাদ স্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং,

অতথ্য স্তথ্যো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।

তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিতহতাশেষতমসঃ,

রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং স্থিতবতঃ॥৩

লোকাপবাদ ও জনরব, সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, কোন কিছু রটনা হইলেই তাহাতে মহৎব্যক্তিদিগের মহিমার লাঘব:হইয়া থাকে। তুলা রাশিতে থাকিয়া সূর্য্য যে খরকিরণ দ্বারা অশেষতমঃ বিনাশ করেন, তাহাও আমরা জানি, কিন্তু তুলারাশি উত্তীর্ণ হইয়া যখন তিনি কন্যারাশিতে (কন্যা রাশি ও পদ্মিনীকন্যা) সংক্রমণ করেন, তখন কি সেই মহামহিম সূর্য্যের তেজঃ [illegible]বীভূত হয় না?।

বল্লালসেন—সুধাংশো র্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা,

বিধাতু র্দোষোয়ং নচ গুণনিধে স্তস্য কি মপি।

স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চনমণিঃ,

নবা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি॥৪

এই যে সুধাদীধিতি চন্দ্রে কলঙ্ক লেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে স্বয়ং [বি]ধাতারই দোষ দেখা যায়, গুণসাগর চন্দ্রের ইহাতে কোন দোষই নাই। [ত]ৎপর এহেন চন্দ্রে কিঞ্চিৎ কলঙ্কলেখা থাকিলেও সে কি অত্রিঋষির পুত্র বলিয়া [আ]র কথিত হয় না *? না দেবদেব শশাঙ্কশেখর মহাদেব তাঁহাকে বহুমান-

---

* আকাশ বিহারী জড় চন্দ্র, অত্রিপুত্র নহে। মহাদ্যুতি জড় সূর্য্য ও কশ্যপাত্মজ কাশ্য[প] নহে। অত্রিপুত্র চন্দ্র ও অদিতিনন্দন সূর্য্য মানুষ দেবতা ও প্রসিদ্ধ বংশ প্রবর্ত্তয়িতা।

পূর্ব্বক আপন চূড়াদেশে ধারণ করেন না? না সে কলঙ্কী বলিয়া জগতের অন্ধকারদূরীকরণে অসমর্থ হইতেছে?। কিংবা সে জগতের মস্তকোপরি না থাকিতে পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে?।

(এই কবিতা চতুষ্টয় বহুদিন হইতে এ দেশে প্রচররূপ ও শ্রুতপূর্ব্ব। পদ্মিনী কন্যা গ্রহণ ও তজ্জন্য যে বল্লাল লক্ষ্মণ পিতাপুত্রে বিসংবাদ ঘটিয়াছিল, তাহা কৈলাসবাবুপ্রভৃতি কতিপয়, সমাজতত্ত্বানভিজ্ঞ অথবা সত্যাপলাপী স্বার্থান্ধ কায়স্থ ভ্রাতা স্বীকার না করিলেও বঙ্গবাসী জনসাধারণ তাহা অনবগত নহেন। মুলো পঞ্চানন ও বারেন্দ্র কায়স্থ কুলপঞ্জী ঢাকুরও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু (হয় অনভিজ্ঞ, না হয় জাগ্রত ঘুমন্ত) কৈলাস বাবু দম্ভের সহিতই বলিয়াছেন, যে উহা স্বার্থান্ধ বৈদ্যজাতির স্বার্থসাধনজন্য মনঃকল্পিত অভূতপূর্ব্ব মিথ্যা পদার্থ!!! কৈলাসবাবুর সংস্কার যে এ বঙ্গদেশে সমাজতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ে একমাত্র তিনিই একজন অগ্রণী, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমরা তাঁহার এমন একটী প্রবন্ধও দেখিতে পাইলাম না, যাহা নির্দ্দোষ নির্ভুল ও প্রমাদ-পরিশূন্য। তাঁহার রাজমালাখানি "অসত্য সিন্ধু" বলিলেও উহার যেন আংশিক প্রশংসা করা হয়। ত্রিপুররাজগণকে তিনি কোন্ প্রমাণে বৈদিক দ্রুহ্যু সন্তান বলিয়া সৃক্কণী পরিলেহন করিয়া ধরাতলমভিষিঞ্চন করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞাত। কৈলাস বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যকে "আঙ্গা কাপল" পরাইতে সমুদ্যত, কিন্তু আমরা দেখিতেছি কৈলাস বাবু নিজেই উলঙ্গ ও দিগম্বর!!)

কোন্ পুরাণ বা কোন্ হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে দ্রুহ্যু, পাণ্ডব বর্জ্জিত ত্রিপুরায় গমন করিয়াছিলেন? এবং মহামান্য ত্রিপুরেশগণ সেই দ্রুহ্যুর অনন্তর বংশ্য? প্রত্যেক শাস্ত্রেই কি ইহা বর্ণিত রহিয়াছে নহে যে দ্রুহ্যু ভারতের পশ্চিমে গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র সেতু ও বভ্রু, সেতুর পুত্র অরুদ্ধ বা অঙ্গারক, অঙ্গারকের পুত্র গান্ধার এবং সেই গান্ধারের নাম হইতেই গান্ধার নাম ব্যুৎপাদিত ও উৎপাদিত?। দুর্য্যোধনের মাতামহকুল এবং পাঠানেতর আফগানিস্থানের অন্যান্য আমির ওমরাগণই প্রকৃত দ্রুহ্যুসন্তান, ইহাই কি প্রকৃত কথা নহে?। কৈলাস বাবু কি অনভিজ্ঞতা বা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া দ্রুহ্যুকে আরাকানে লইয়া যান্ নাই?।

অবশ্য অনেকেই আমাদের এইসকল বর্ব্বরতাব্যঞ্জক বর্ণনার জন্য আমাদিগের প্রতি বিরক্ত ও খড়্গা হস্ত হইবেন, কিন্তু কৈলাসবাবুপ্রভৃতি কায়স্থ ভ্রাতৃগণ পুনঃপুনঃ মিথ্যাচরণ, মিথ্যা শাস্ত্র প্রণয়ন, প্রকৃত শ্লোকের বিকৃতীভাবন প্রভৃতি জ্ঞানকৃত মহাপাপ দ্বারা জগতের যেরূপ ভীষণ ক্ষতি করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাদের লাগাম ঠিক রাখার জন্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা মেকলেবৎ কিঞ্চিৎ কশাঘাত না করিয়া কি প্রকারে থাকিতে পারি?। কৈলাসবাবু রাজবল্লভকে নরাধম মানবকুলগ্লানি প্রভৃতি শব্দে ত গালি দিয়াছেনই, তার পর দেখ সত্যের অপলাপ করিতে যাইয়া তিনি কিরূপ শৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—তদীয় সেনরাজগণের ১৮শ পৃষ্ঠাতে এই কথাগুলি কথিত হইয়াছে—"যে কলুষিত রুচী হইতে কবি চূড়ামণি কালিদাস সম্বন্ধীয় অশ্লীল গল্প প্রচারিত হইয়াছে, যে জুগুপ্সিত রুচি বিদ্যাপতির আশ্রয় দাতা শিবসিংহের প্রিয়তমা পত্নী "লছমী" দেবীর নির্ম্মল চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রসব করিয়াছে, বল্লালসেন-দেবের বিমল-চরিত্রের কলঙ্ক যে কেবল সেই ঘৃণিত রুচির প্রসবিত্রী (কলঙ্ক—প্রসবিত্রী !!! কেমন অচ্যুত সংস্কৃতি গরিমা?) এমত নহে, ইহাতে একটী সম্প্রদায় বিশেষের (এ সম্প্রদায় নিরীহ বৈদ্যগণ?) স্বার্থও জড়িত রহিয়াছে। বৈদ্যজাতির উপবীত হীনতার অমূলক কারণ প্রচার করিবার জন্য সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া বল্লালকে দিল্লীর রাজাসনে স্থাপনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মিথ্যাবাক্য (বল্লালের পদ্মিনী সমাহার ও লক্ষ্মণসহ বিবাদে বৈদ্যের পৈতা পরিহার) দেশ মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে, রাজনগর নিবাসী রাজা রাজবল্লভ সেন এই সমস্ত চক্রান্তের মূল কারণ"। সেনরাজগণ—১৮ পৃষ্ঠা।

(যাহা হউক উক্ত পদ্মিনীর পাকস্পর্শ-ব্যাপারে মহারাজ বল্লাল সজাতীয় বৈদ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিলে জাতিপাতভীত বৈদ্যসন্তানেরা তৎপুত্র লক্ষ্মণের উপদেশানুসারে স্বস্ব উপবীত পরিত্যাগপূর্ব্বক নিমন্ত্রণনিযুক্ত রাজপুরুষদিগের নিকট আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয়দিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে বৈদ্যদিগের মধ্যে লক্ষ্মণী ও বল্লালী দুইটী থাক হয়। সে থাক অদ্যাপি বৈদ্যজাতির মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং লক্ষ্মণের উপদেশে বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী যেসকল বৈদ্যসন্তান স্বস্ব উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্যাপি আপনাদিগের সে অবিমৃষ্যকারিতার ফল বংশপরম্পরা-ক্রমে ভোগ

করিতেছেন। রাঢ়ীয়গণ যে বল্লালীথাকসংস্থ আমাদিগকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখেন, বল্লালের পদ্মিনীগ্রহণ ব্যাপারই তাহার একমাত্র ভিত্তি ও অমোঘ *নিদান। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য* হুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী কথা, রামজীবন কৃত *বৈদ্যকুল* পঞ্জিকা এবং বারেন্দ্র কায়স্থ লিখিত ঢাকুর গ্রন্থে উহা এই ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

হুলো পঞ্চানন—বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজ! এ প্রথা ত দেখিনা॥ ১১
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যেজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥১২
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ও ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য॥১৩

সম্বন্ধ নির্ণয় ২য় সংস্করণ—৫৮৫-৮৯ পৃষ্ঠা।

রামজীবনকৃত—আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত।
বৈদ্য কুলপঞ্জী। তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
দেব অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হৈল আচরণি॥
জাতিমালা আদি করি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বর্ণিল॥
যে যে দেশে যে যেখানে স্থানে স্থানে ছিল।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাকে লিখিল॥
বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন জান।
পিতাপুত্রে জন্মেছিল বিরোধ কারণ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল॥
পিতা পুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তিমাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিষ্ফল॥

এই বলি ভিন্ন দেশে তখনই যে গেল।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল॥
কিছুদিন এইভাবে থাকে দুইজন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্য ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা, বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ আজ্ঞাতে বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হৈতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিন বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥
তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষ মাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তখন পতিত জনে কহে কত শত॥ রামজীবন পণ্ডী।
ঠাকুর—২০-২২— পৃষ্ঠা। একদিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড়বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥
সেইরাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে।
যে বা শুনে যে বা জানে শত নিন্দা করে॥
এতশুনি রাজপুত্র মনে দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে॥

জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হয়ে নীচেতে গমন ?॥

এইসকল কারিকা ও ভাটের কবিতা পাঠে জানা যায় যে বল্লাল ও লক্ষ্মণের এই গৃহবিবাদে বৈদ্যদিগের মধ্যে দুইটী থাক হইয়াছিল, একটী লক্ষ্মণী থাক্, আর একটী বল্লালী থাক। লক্ষ্মণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বৈশ্যাচার করিয়াছিলেন, সুতরাং রাঢ়ে লক্ষ্মণের দলের লোকেরা বৈশ্যাচারীই রহিলেন, আর যাহারা লক্ষ্মণের আদেশে পৈতা ফেলিয়াও বিক্রমপুরঅঞ্চলে রহিয়া গেলেন, ও বল্লালের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, তাঁহারা বল্লালী থাক বলিয়া পরিচিত হইলেন। আমরা এখনও রাঢ় ও বঙ্গে লক্ষ্মণী ও বল্লালী এই দুইটী থাক দেখিতে পাইয়া থাকি। মহারাজ রাজবল্লভ, পুনরায় উপবীত বিধান করিলেও বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ বৈদ্যদিগের মধ্যে উহা অব্যাহতভাবে প্রচলিত হইল না। তাই এখনও বঙ্গজবৈদ্যদিগের মধ্যে মাসাশৌচ ও নিরুপবীত-ভাব বহুত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং থাক দুইটীও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে।)

এখন বিচারপ্রবীণ মনীষিগণ স্থিরমনে ধীরচিত্তে বিচারকরিয়া বলুন, বল্লালের পদ্মিনী প্রসঙ্গ, রাজবল্লভ বা অন্ত কোন স্বার্থান্ধ বৈদ্যের মিথ্যা কল্পিত, না প্রকৃত ?—কায়স্থের ঢাকুর ও কুলোর গোষ্ঠী কথা কি রাজবল্লভের ৪।৫ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে ?। এ বিষয়ে রাজবল্লভ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যাহা হউক পদ্মিনী-প্রসঙ্গ প্রকৃত হইলে বল্লালকে বৈদ্য ভাবাই সুসঙ্গত নহে কিনা? বল্লাল যদি কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পিতা পুত্রের সামাজিক কলহে নিরপরাধ তৃতীয় ব্যক্তি বৈদ্যজাতির মধ্যে থাক বা ফাক না হইয়া উহা কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই ঘটিত কি না ?। সজাতিভাবে দূরে থাকুক সাধারণ পৌরজানপদভাবেও ত কোন কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়দেহে এসামাজিক পীড়ার একটী আঁচড়মাত্রও লাগে নাই ?। সত্য বটে উত্তররাঢ়ীয় করাতিয়া ব্যাসঘোষের লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা জাতি বা সজাতি বলিয়া নহে, রাজবাটীর গোমস্তা কর্ম্মচারী বলিয়াই, ব্যাসঘোষ বাড়ীর চাকর; তিনি খাইতে না চাহিলে যে অবগৃহীত হইবেন ইহাতে কি বৈচিত্র্য থাকিতে পারে ? কিন্তু বৈদ্যদিগের মধ্যে যেমন নানা সামাজিক দুর্ঘটনা ও দুইটী থাক হইয়াছে, এরূপ আর কোন জাতিতেই হয় নাই। কেন হইল না ?

"চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডো হরি-মাতু গলে ব্যথা।"

চালে কুমড়া ফলিল, হরির খুড়ো কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বল্লালের, আর তাহাতে গলায় ব্যথা কেন হইবে হরির মাতা বৈদ্য জাতির ?। যদি তোমরা নেহাৎ নির্লজ্জ না হও, তাহা হইলে কি এই সামাজিকহেতুবশতই বল্লালকে বৈদ্য বলিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করিবে না ?

(এই জাতিভ্রংশকর পাকস্পর্শের গোলমালে ধর্ম্মভীরু বহু বৈদ্য পরিবার বিক্রমপুর অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া যান। ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোওয়াখালী প্রভৃতির অধিকাংশ বৈদ্য ও সেন, দত্ত ধর, কর, চন্দ্র, সোম, দেব, নন্দি-প্রভৃতি উপাধি-ধারী উচ্চ শ্রেণীর অধিকাংশ কায়স্থ এই বল্লাল-ভয়-বিতাড়িত বিক্রমপুরীয় ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। পলায়িতেরা কেহ কেহ আপন আপন জাতি রক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন, কেহ কেহ লিপি-বৃত্তি অবলম্বনে, কেহ কেহ বা বল্লালভয়ে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হইয়া একদমে কায়স্থ হইয়া গিয়াছিলেন। কায়স্থ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট জাতি নহে। কোন হিন্দুশাস্ত্রে কায়স্থের উৎপত্তি ব্যুৎপত্তি ঘটিত কোন প্রমাণ বা বচন বিদ্যমান নাই। এইরূপেই নানা উচ্চজাতি জাতি হারাইয়া ও কতকগুলি নীচ জাতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া কায়স্থ জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা তথা উপচিতি সংবিধান করিয়াছে।

আমরা ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম, মুমুরদিয়া, রায়পুর ও অন্যান্য স্থানের দত্ত মহাশয়গণকে (পরাশর, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, অথবা অন্য যে গোত্রেরই হউন না) ঐ কারণে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান মনে করি। ময়মনসিংহপ্রভৃতি অঞ্চলে দত্ত নন্দী ও ধর কর কায়স্থগণ, তত্রত্য ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র কায়স্থ হইতে অনেক উচ্চাসন-সংস্থ। উঁহারা বৈদ্য ছিলেন বলিয়াই ঘোষ, বসু প্রভৃতি হইতে মর্য্যাদাগত বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের বংশীয়গণ ভিন্ন মৌদ্গল্য গোত্রীয় দত্তগণকেও আমরা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য বলিতে অভিলাষী। যাহা হউক উক্ত অষ্টগ্রামের দত্তমহাশয়দিগের কুর্চিনামার উপরে আমি এইকয়েকটী কথা হেডিংরূপে বিবৃত দেখিতে পাইয়াছি। যথা—

অষ্টগ্রামের দত্তবংশ।

শকাব্দাঃ—১০৬১। সন ৫৪৬, বঙ্গগমন।

যাহে চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনী সংখ্যশাকে, বল্লালভীতে। খলদত্তরাজ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্ত প্রজগাম বঙ্গং॥

আমি শ্লোকটী অশুদ্ধ বলিয়া এইরূপে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছি। যথা—

চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনি সংখ্যশাকে, বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তঃ প্রজগাম বঙ্গং॥

চন্দ্র=১; ঋতু=৬; শূন্য=০; অবনি=১; অঙ্কস্য বামাগতিঃ? সুতরাং ১০৬১ শকাব্দে অনন্ত দত্ত আপন গুরু শ্রীকণ্ঠশর্ম্মাকে সমভিব্যাহারে করিয়া বঙ্গদেশ ময়মনসিংহে গমন করেন। কেন? বল্লালের ভয়ে। বল্লালের ভয় কেন? নিশ্চয় সেই পাকস্পর্শজনিত ধরপাকড় ঘটিতেছিল বলিয়াই অনন্ত দত্ত দেশত্যাগী হয়েন।

ইহারা কায়স্থ, করাতিয়া ব্যাসের মতন বিপাকে পড়িয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা কেন ভাবা যাক্ না? ইহা একেবারেই ভাবা যাইতে পারে না, আমরা তাহা বলি না। কিন্তু তাহা হইলে উঁহারা ময়মনসিংহে যাইয়া কায়স্থসিংহহইয়া বসিতে পারিতেন না। তথায় ইহারা ও বৈদ্য জুময় নন্দীর পুত্র লবণেশ্বর নন্দীর সন্তানগণ কায়স্থকুলে সর্ব্বপ্রধান কুলীন বলিয়া পরিচিত। ময়মনসিংহে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রোপাধিক অসংখ্য কায়স্থ বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু আভিজাত্যগণনায় তাঁহারা সকলেই উক্ত দত্ত ও নন্দিবংশের নিকট অবরজ বলিয়া স্বীকৃত। কাজেই আমরা উক্ত অনন্ত দত্তমহাশয়কে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য বলিতে অভিলাষী। ঐ দেশের ছুতার প্রভৃতি শ্রেণীয় লোকেরা উক্ত দত্ত ও নন্দিবংশের ভিন্ন অন্য আর কোন কায়স্থেরই ভাত খায় না। দত্ত ও নন্দীরা অন্যত্র কায়স্থকুলে (দঃ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ) অপ্রধান, কিন্তু ময়মনসিংহে উঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার কারণ কেবল উঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যত্ব। বারেন্দ্র কায়স্থকুলেও দাশ ও নন্দিবংশ যে সর্ব্বোচ্চ কুলীন, তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যত্বই তাহার নিদান। চাকীরা মাহিষ্যসন্তান বলিয়া কৌলীন্যে ২য় স্থানীয়। যাহা হউক বল্লাল, কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় হইলে, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগকেই পাকস্পর্শে নিমন্ত্রণ করিতেন।

(কিন্তু কোন কায়স্থ কুলীন বা ক্ষত্রিয় সন্তান পাকস্পর্শের গোলমালে পড়িয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছেন ইহা ইতিহাস বলে না। এবং কোন কায়স্থের কৌলীন্য-ভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহারও কোন কাহিনী বা প্রমাণ, ইহজগতে দেখা যায় না। কিন্তু পক্ষান্তরে উক্ত পাকস্পর্শ ব্যাপারে বল্লালায়-ভক্ষণে বহুসংখ্যক বৈদ্যকুলীনের কৌলীন্য বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সিদ্ধবংশ ছিলেন, তাঁহারা অতীব নীচ সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা যথাসময়ে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিব।)

অনন্তদত্ত ময়মনসিংহে পলায়ন করিলেন, অন্যেরাও যে যেদিকে সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন, সেইদিকে চলিয়া যান। (আমরা জানিতে পারিয়াছি শ্রদ্ধাভাজন প্রখ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঋষিকল্প উমেশচন্দ্র দত্ত (সিটী কলেজ অধ্যক্ষ) মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে পলায়ন করিয়া এদেশে (কলিকাতা অঞ্চলে) আগমন করেন। ইঁহারা কেহই মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তমের সন্তান নহেন, ইহাদিগের গোত্র কাশ্যপ বটে। সুতরাং ইহারাও যে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই) (ঐ সময়ে বল্লালের তাণ্ডবে সমুদয় বিক্রমপুর একপ্রকার বৈদ্যশূন্য হইয়া পড়ে। পলায়িতগণ নানা কারণে ক্রমে কায়স্থ মহাসাগরের কুক্ষিগত হয়েন। ঢাকা অঞ্চলের অধিকাংশ ভদ্রবংশজ দে—দত্ত—ধর—কর—চন্দ্র, কুণ্ড ও সোম উপাধিক কায়স্থগণ, ঐ সময়ে উপবীত ত্যাগ হেতু বৈদ্যত্ব হারাইয়া কায়স্থত্ব ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন।) যাহা হউক যাঁহারা বল্লালের বাড়ীতে অন্নপ্রাশন করিয়াছিলেন তাঁহারা বিক্রমপুরেই রহিয়া গেলেন এবং আরও ৪।৫ ঘর বৈদ্য জঙ্গলে জঙ্গলে পলাইয়া থাকিয়া বিক্রমপুরে রহিয়া যান। তাঁহাদিগের মধ্যে—

ভরদ্বাজ দাশ	...	...	একঘর,
দত্ত	...	...	ঐ
কর	...	...	ঐ
ধর	...	...	ঐ
দেব	...	...	ঐ

বিক্রমপুরে ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি। কাহার কাহার মতে করেরাও পলাইয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। ত্রিপুরগুপ্তবংশের হরিনাথ গুপ্ত সোণার গাঁ

গ্রামে পলাইয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার জ্ঞাতি মহৎ ও অন্ন গুপ্ত অর্থাৎ মহাধিকারী ভীম গুপ্ত ও অন্নাধিকারী মহাদেব গুপ্ত, বল্লালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ এক একটী অশ্ব লাভ করিয়া অশ্ব গুপ্ত নামে আখ্যাত হয়েন। হরিনাথ এ বিষয়ে নির্দোষ হইলেও লোকে তাঁহাকেও পাপে মিশাইয়া দোষ দিতে থাকে। হরিনাথের বিষয়ে এই কারিকাটী শ্রুত হয়। যথা—

স্বর্ণগ্রামে অশ্বগুপ্ত ত্রিপুর করি কয়।
হরিনাথ গুপ্ত হইতে কুর্ম্মীরা বৈসয়॥
কোথাকার অশ্বগুপ্ত কেবা তারে জানে।
কৃষ্ণরাম গুপ্ত হৈতে করণে বাখানে॥

এই কুর্ম্মীরা গ্রাম ঢাকার সন্নিহিত মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। কৃষ্ণরাম কুর্ম্মীরা হইতে উক্ত থানার অধীন আউটশাই গ্রামে যাইয়া বাস করেন। সম্প্রতি তাঁহার বংশে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত রামকুমার গুপ্ত মহাশয়দ্বয় বিদ্যমান।

(ভরদ্বাজগোত্রীয় যে একঘর দাশ, বল্লালের ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া ছিলেন, তাঁহার বংশে প্রখ্যাতনামা গৌরীদাস ঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গৌরী দাসের দুই পুত্র, শ্রীনাথ ও যাদবেন্দ্র। তাঁহারা মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন চাঁপাতলী গ্রামে বাস করিতেন। পরে শ্রীনাথদাশের পুত্র প্রখ্যাতনামা রূপচন্দ্র পত্র নবিশ মহাশয় রাজাবাড়ী থানার অধীন নপাড়া গ্রামে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধ জমিদার রঘুরাম-রায়-চতুর্ধুরীণ-মহাশয় সেই বংশে সমুদ্ভূত। অন্য এক শাখা প্রসিদ্ধ বানরীগ্রামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। উক্ত রঘুরাম রায় সম্বন্ধেও নানা কারিকা শ্রুত হইত। তাহার একদেশ এখানে ধৃত হইতেছে। যথা—

বাদশা তাকাতে নাম, বাঙ্গালাতে রঘুরাম,
বঙ্গ ভরিয়া যার খ্যাতি।

উক্ত রূপপত্রনবিশমহাশয় প্রসিদ্ধ বারভূঞার অন্যতম চাঁদরায়ের বাটীতে প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। চাঁদ রায় দেববংশীয় বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু সিংহ কৈলাসবাবু, তাঁহাকে ভারতীপত্রে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়াছেন। আইন আকবরী প্রভৃতি জুল্‌ফাচমনকেশার দল যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাঁহাদের নিকট

আর কি আশা করিতে পার ? পশ্চিমের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণও ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যসন্তান। রাজানাথ অম্বষ্ঠ কায়স্থাদি বলিয়া কোন শ্রেণীভেদ আছে কি ? বৈদ্যকে কায়স্থ করা চাই যে! গৌরীদাসের নপাড়া গ্রামস্থিত বংশধরেরা নির্ব্বংশ হইয়াছেন। তবে কে একজন নাকি দেশান্তরগামী হইয়াছেন ইহাও লোকে বলিয়া থাকে। নপাড়ার শেষ জমিদার রাজদুর্লভরায় ও ঈশানচন্দ্র রায়। সম্প্রতি রাজদুর্লভ রায়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্তমহেশচন্দ্রসেন মুন্সীগঞ্জের অধীন বাহেরক গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাঘবেন্দ্রদাশের বংশীয়গণ উক্ত থানার অধীন চুরাইন গ্রামে বাস করিতেছেন। উঁহাদের এক শাখা ছেলামত গ্রাম হইয়া সাতক গ্রামে গমন করেন। উহাও উক্ত মুন্সীগঞ্জের এলাকাধীন। ঐ গ্রামে সম্প্রতি তালুকদার শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ দাশ বাস করিতেছেন।

ধরবংশীয় এক ঘর বৈদ্যও জঙ্গলে পলাইয়া জাতিরক্ষা করেন। উক্ত বংশের বাপীধর একজন প্রখ্যাতনামা লোক ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার বংশধরেরা ঐ থানার এলাকাধীন শিমুলিয়াগ্রামে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

দত্তবংশের কোন্ ব্যক্তি বল্লালের সময় বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও অজ্ঞেয়। তবে সেই বংশের অধস্তন সন্তান প্রখ্যাত নামা আনন্দীরামদত্ত প্রসিদ্ধ রাজনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এবং অনেকে এইরূপও বলিয়া থাকেন যে লক্ষ্মণের সভায় যে মহামহোপাধ্যায় নারায়ণদত্ত সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, আনন্দীরাম তাঁহারই ভ্রাতৃকুল সন্তান। মহারাজ রাজবল্লভ এই আনন্দীরামের ভাগিনেয়। আনন্দীরামের তিন পুত্র, রাজচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। রাজচন্দ্রের আবার চারি পুত্র। রামলোচন মুন্সী, যুগলকৃষ্ণমুন্সী, রামকুমারমুন্সী, ও কালীকুমার মুন্সী। ঢাকার মেডিকেলস্কুলের স্বনামখ্যাত অগ্রাধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত রামলোচন মুন্সীর পুত্র। এবং ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺রজনী কুমার দত্ত ও ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শশিকুমার দত্ত মহাশয় যথাক্রমে উক্ত রামকুমার মুন্সী ও কালীকুমার মুন্সী মহাশয়ের সুযোগ্য সন্তান।

আনন্দীরামের ২য় পুত্র শিবচন্দ্রের পুত্রের নাম ৺অভয়কুমার দত্ত। তিনি

বিক্রমপুর সমাজে অতি গণ্যমান্য লোক ছিলেন এবং বহুকাল সমাজের সহিত সমবজীয়রতি কার্য্য করিয়া স্বর্গত হয়েন। তাঁহার পুত্রের নাম মাননীয় কামিনীকুমার দত্ত গুপ্ত।

মুন্সীগঞ্জ থানার এলাকাধীন মধ্যপাড়া গ্রামে দেববংশীয় একঘর বৈদ্য ছিলেন। উক্ত বংশের শেষ ব্যক্তি মাননীয় রামানন্দদেব, তাঁহার বংশে আর কেহই বিদ্যমান নাই। মত্তনিবাসী খ্যাতনামা অমৃত কবিরাজ মহাশয়ও দেববংশীয় বটেন, কিন্তু তিনি উক্ত রামানন্দের কোন দায়াদ কি না জানি না।

উপরে যে কয়েক ঘর বৈদ্যের কথা বলা গেল, বল্লালের উৎপাতে ইহা ছাড়া আর এক ঘর বৈদ্যও বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিল না। তবে যাহারা পৈতা ফেলিয়া শূদ্র বলিয়া একদম শূদ্রের সহিত আদান প্রদানাদি করিতে আরম্ভ করে, জন্মভূমি ও সম্পত্তির মায়ায় দেশ ত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়, তাহারই দেশে বসবাস করিতে ছিল। বল্লালের মৃত্যুর পরও আর তাহারা স্বজাতিতে প্রত্যাবৃত্ত হয় না। বিশেষ তৎকালে নূতন কুটুম্ব শূদ্র (কায়স্থ) গণের মায়া ত্যাগ করিতেও অসমর্থ হইয়া উঠে। আমরা বিক্রমপুর ও ঢাকা অঞ্চলে গুভাড্যা পূবদি প্রভৃতি স্থানে যেসকল (ভৃত্য পুরুষোত্তমের সন্তান ভিন্ন) দত্ত, দেব, ধর, কর, নন্দী, সোম, চন্দ্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ দেখিতে পাইয়া থাকি, তাঁহারাই সেই ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। ইঁহারাই বল্লালভয়ে পৈতা ফেলিয়া শেষে একবারে কায়স্থ মহাসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছেন।

প্রখ্যাতনামা মহাত্মা অক্ষয়কুমারদত্ত মহাশয়ের জীবনীতে লিখিত রহিয়াছে "ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম শিবরাম দত্ত। তাঁহার পুত্র রাজবল্লভ দত্ত, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়া চুপীতে বাস করেন। তাঁহার পুত্র রামশরণ, রামশরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর, এবং পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের পুত্র অক্ষয়কুমার দত্ত।" পরিশিষ্ট—৴০

মহাত্মা অক্ষয়কুমার ভৃত্য পুরুষোত্তমের অনন্তরবংশ্য নহেন। অবশ্য পুরুষোত্তমের অনন্তর বংশ্য কেহ কেহ বালিতে বসবাস নিবন্ধন বালীর দত্ত বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। অক্ষয়বাবুও বালীতে ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বালীর দত্তবংশ্য বলিয়া ভাবিতেন, কিন্তু তিনি ভৃত্য পুরুষোত্তমের কেহ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বৈদ্য ছিলেন ও বল্লালের ভয়ে

পলাইয়া আসিয়া ক্রমে লিপিবৃত্তির অবলম্বনে কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক বল্লালের মৃত্যুর পর অথবা তাঁহার অত্যাচার তিরোহিত হইলে, উক্ত চারিঘর বৈদ্য, পুনরায় বিক্রমপুরে বৈদ্য আনয়নকরিতে আরম্ভ করেন। প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসী এই ব্যাপার বংশপরম্পরাক্রমে অবগত হইয়া আসিতেছেন। এবং এবিষয়ে যে সকল কারিকা রচিত হয় তাহাও বংশপরম্পরাক্রমে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। ঘটক ও কুলাচার্য্য-গণকে প্রয়োজন হইলে বিবাহাদি সভাস্থলে ঐ সকল কারিকা পাঠ করিতে হইয়া থাকে। তৎকালে যশোহরবাসী সমস্ত বৈদ্যগণ বল্লালদোষসংলিপ্ত ছিলেন না, দেব ও দত্ত প্রভৃতি চারিঘর বৈদ্য সেনহাটী, ভট্টপ্রতাপ, পয়োগ্রাম খাজার পাড় প্রভৃতি নানাস্থান হইতে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া কুলীন ও মৌলিক বৈদ্যদিগকে বিক্রমপুরে লইয়া যাইয়া বাস করান। ঐ সময় আমাদের কালিয়াগ্রামে একঘর বৈদ্যও ছিল না। সেনহাটীহইতে অরবিন্দ, উচলি, শক্রঘ্ন রায় ও নয় দাশ প্রভৃতি যাইয়া কালিয়াতে বৈদ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা ইহার বহুকাল পরে। যাহাহউক বিক্রমপুরে কে কাহারদ্বারা নীত হইয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ক কতিপয় প্রচরদ্রূপ কারিকা নিম্নে বিন্যস্ত হইল। যথা—

বাহন—সিংহপৃষ্ঠে রামসেন, অশ্বপৃষ্ঠে নিম।
সত্যবন্ত গজস্কন্ধে বলভদ্রের চিন্॥
রায়চ্ছত্র-গরুড়ে মাধবের অধিষ্ঠান।
ধরকাকে উচলি বঙ্গে করিলেন প্রয়াণ॥
কর-কর্কটে (কপোতে বা) আসিলেন বুড়ন মহীপতি।
ভরদ্বাজ-রাজহংসে ঘোষ মহামতি॥

ভূষণ—উজ্জ্বল কামকুণ্ডল রামকর্ণমূলে।
বৈদ্যবল্লভের ফোঁটা নিমের কপালে॥
কবিকণ্ঠভূষণে উজ্জ্বল মহীপতি।
গণগজমতিহারে ঘোষ মহামতি॥
আর যেই চারি ঘর, নাহি আভরণ।
বলভদ্র, মাধব আর উচলি বুড়ন॥

শুপ্তরত্ন শোভিয়াছে, বলভদ্রশিরে।
উচলি দুর্গন্ধদূর হিঙ্গু সরসপুরে॥
ভরদ্বাজে রঘুরামরায় সমাজপতি।
রায়চন্দ্র পাহীদাশ প্রতিষ্ঠিত অতি॥
বিশ্বনাথ পত্রনবিশ নামলব্ধ ঘর।
কার্ত্তিক পুরের মঙ্গলানন্দ এই তিনের পর॥
মাধব বুড়ুনের শোভা কি কহিব আর।
সমাজের অনুগ্রহে হয়ে গেলেন পার॥ রামকান্ত দাশ ঘটক বিশারদ।

ধরেরা উচলিকে; করেরা বুড়ুন-সেনকে; ভরদ্বাজদাশেরা ঘোষসেনকে, ও অশ্বগুপ্ত হরিদাস নিমদাশকে আনয়ন করেন। এবং ইহারা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া রামসেন, মাধব-সেন, কান্নদাশ, বলভদ্র-সেনপ্রভৃতিকে আনয়নপূর্ব্বক বিক্রমপুরে সন্নিবেশিত করেন। ক্রমে অন্যান্তেরাও যাইয়া বিক্রমপুরের ক্ষতি-পূরণ করিয়াছেন। বিক্রমপুর রাজধানী ছিল বলিয়া উহা বৈদ্যের অতি প্রধান সমাজ ছিল। বরিশালের অধিকাংশ বৈদ্যসন্তান বিক্রমপুর হইতে যাইয়া তথায় উপনিবিষ্ট হয়েন। এখানে শিয়ালসেনগণ সিংহনামে আখ্যাত হইয়াছেন। শিয়ালসেনগণ বৌলাসার-গ্রামে বাসকরিতেন। তাঁহারাই সেনহাটী হইতে বিনায়ক-সন্তান রামসেনকে লইয়া যান। উক্ত শিয়ালসেন কুলে মহামতি মহেন্দ্রনাথসেন চাঁদ ও রাজা বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। রামসেনের বংশধর হৃষীকেশ গুণার্ণবের পুত্র হরিচরণসেন কবিভারতী উক্ত রাজা মহেন্দ্র-নাথের কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়া বিক্রমপুরবাসী হয়েন। বিবাহ ব্যাপার কাশীধামে সম্পন্ন হইয়াছিল। হরিচরণকবিভারতী রাজপাশাগ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জগন্নাথ সার্ব্বভৌম ও রামচন্দ্রসেননামে হরিচরণের দুই পুত্র হয়। জগন্নাথের বংশে নোয়াখালীর উকিল উক্ত রাজপাশা নিবাসী মাননীয় রাজকুমার সেন ও তৎপুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বসন্তকুমার সেন বি, এ, বিদ্যমান। মহেন্দ্রনাথের বংশধরেরা এখন পালং থানার অধীন কুড়াশী গ্রামে বাস করিতেছেন। স্বর্গীয় মাননীয় রামকুমারসেনের পুত্র মাননীয় রাজকুমার সেন ও পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারের পার্শনেল্ এসিষ্ট্যাণ্ট্ মাননীয় বাবু অক্ষয়কুমারসেন রায়বাহাদুর মহাশয় উক্ত রাজা মহেন্দ্রনাথের অনন্তরবংশ্য।

প্রখ্যাতনামা কবিরাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদদাশ কবিরত্নমহাশয় ও উক্ত বসন্তবাবু আমাকে এইসকল কারিকা ও বিবরণ প্রদান করেন। কবিরাজ মহাশয়ের নিবাস মুন্সীগঞ্জ থানার এলাকাধীন চুরাইন গ্রাম। তিনি ঘটকের কার্য্য করেন না বটে, কিন্তু তিনি বহু কুলাচার্য্য অপেক্ষা কুলতত্ত্বে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি মুক্তাগাছাতে একজন প্রধান কবিরাজ। বসন্তবাবু বয়সে যুবক, কিন্তু তাঁহার কুলতত্ত্ব-বিষয়ে ও সংস্কৃতে এত অধিকার ও চরিত্র এত মধুর যে আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আছি। তিনি বয়সে যুবা হইলেও জ্ঞানগরীয়ান্ ও তত্ত্বজ্ঞ বটেন।

হিঙ্গুবংশের অন্যতম সন্তান ভবসেন একজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি, তাঁহার সন্তানেরা কেহ কেহ কোন এক সময়ে চাঁদপ্রতাপে গমন করেন। চাঁদ-প্রতাপ সর্ব্বত্র প্রতাপবাজু বলিয়া পরিচিত। আমাদিগের কণ্ঠহারে উঁহাদিগের বাজুগমনের কথা এইরূপে বর্ণিত রহিয়াছে— :

"ভবসেনস্য সন্তানাঃ কেচিৎ বাজু মুপাগতাঃ"।

চাঁদপ্রতাপগত ভবসেনের বংশধরদিগের মধ্যে স্বর্গত মাননীয় রামশঙ্কর সেন রায়বাহাদুর ও তৎপুত্র বাবু জ্ঞানশঙ্কর সেন রায় বাহাদুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগেরই একতর শাখা চাঁদপ্রতাপহইতে সোণারঙ্গগ্রামে যাইয়া উপ-নিবেশিত হয়েন। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন কবীন্দ্র প্রভৃতি উক্ত ভবসেনের অনন্তর বংশ্য। উঁহারা সর্ব্বত্র বিশারদের বংশ বলিয়া প্রখ্যাত। আমি জাতিতত্ত্ববারিধির প্রথমভাগে অন্যের প্রবর্ত্তনাক্রমে উঁহাদিগকে প্রভাকরের সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, ইঁহারাও বল্লালের উপরতির পর বিক্রমপুরে যাইয়া উপবেশন করেন।

এখন পাঠকগণ বিচার কর, বিক্রমপুর বল্লালের রাজধানী ছিল, সেই বিক্রমপুরেই পদ্মিনীর ব্যাপার সংঘটিত হয়, রাজাবলীতে যে উহা দিল্লীতে ঘটার প্রসঙ্গকরা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক। বিক্রমপুরের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ ঐ গোলযোগে বৈদ্যগণের পলায়ন ও পুনরাগমনের কথা অবগত আছেন। এখন কায়স্থগণ, গঙ্গাজল ও তামাতুলসী স্পর্শ করিয়াও জিহ্বাতে উহার অপলাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন প্রাচীনারা এখনও উহা অস্বীকার করেন না। তাঁহারা কায়স্থ যুবকদিগের এই কার্য্যে ঘোরতর ঘৃণা

ও অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই সামাজিকবিপ্লব, বল্লালের বৈদ্যত্বের একতর দৃঢ়তর প্রমাণ কি না, তাহা ন্যায়বান্ ধর্ম্মভীরু কায়স্থ সন্তানেরা বিচার করিয়া বলুন। বল্লালের এই ব্যাপারে কোন ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ পরিবার দেশ-ত্যাগী ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন তাহা কেহ দেখাইতে পারিবেন না। তবে কয়াতিয়া ব্যাস সিংহে প্রাণ বধ, অবাধ্য কর্ম্মচারী বলিয়া হইয়াছিল। বাবু মধুসূদন সরকার, ব্যাসকে বল্লালের প্রধান মন্ত্রী থাকা বলিয়াছেন, তাহা নিদানশূন্য উক্তি মাত্র।

আমরা উপরে যেসকল কথা বলিলাম, রাজা বল্লালের বৈদ্যত্ব সংসিদ্ধি বিষয়ে উহাই যথেষ্ট প্রমাণ বটে; তথাপি আমরা তোমাদিগের মনের ধান্দা-ঘুচাইবার নিমিত্ত আরও কতকগুলি সামাজিক বিষয়ের অবতারণা করিব। দেখ বল্লালের এই নববধূর পাকস্পর্শে বল্লাল, ভয়ে ও লোভে বাধ্য করিয়া অনেকগুলি বৈদ্যকে তাঁহার গৃহে অন্নপ্রাশন করিতে প্রবর্ত্তিত করেন। তাহাতে তাঁহাদিগের কি কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদিগের বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকাতে এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

স্থানদোষাৎ রাজ-দোষাৎ তথা সম্বন্ধদোষতঃ।
সিদ্ধবংশোদ্ভবা যে যে সাধ্যভাব মুপাগতাঃ॥
তথা কষ্টত্ব মাপন্না স্তানত্র প্রবিচক্ষ্মহে।
গুপ্তবংশে মহৎস্বল্লা বুভা বপ্যধিকারিণৌ॥
তথৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ।
গয়িসেনোঽঙ্কসেনশ্চ ভসেনো মীনসেনকঃ॥
স্বর্ণপীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তিগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
বল্লালস্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যত্ব মাগতাঃ॥
এষাং সৎপ্রতিপত্তিস্তু নৈব কুত্রাপি দৃশ্যতে॥ কণ্ঠহার ৪ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ মহোচ্চকুলসম্ভূত ব্যক্তিরাও স্থানদোষ, রাজদোষ ও সম্বন্ধদোষ বশতঃ সাধ্য ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এমন কি অনেকে কষ্টসাধ্যত্বও পাইয়া-ছিলেন। উঁহাদিগের কথা বলা যাইতেছে। সেই রাজদোষটী কি? এই রাজদোষই রাজা বল্লালের নববধূর পাকস্পর্শ ব্যাপারে রাজগৃহে অন্নপ্রাশন।

ত্রিপুর গুপ্তবংশীয় মহৎগুপ্ত ও স্বল্লগুপ্ত বংশমর্য্যাদায় হীন ছিলেন না।

শাস্ত্রাদিতেও তাঁহাদিগের যথেষ্ট অধিকার ছিল। ধন্বন্তরি কুলপ্রসূত সপ্ত ভ্রাতাও মহোচ্চকুলসম্ভূত ছিলেন, এবং শক্তিগোত্রের গয়িসেন, অঙ্কসেন, ভসেন, মীনসেন ও স্বর্ণপীঠসেনও বংশমর্য্যাদায় হীন ছিলেন না। কিন্তু ইঁহারা বল্লালের বাটীতে অন্ন ভক্ষণ করিয়া একবারে কষ্টসাধ্য বৈদ্য হইয়া যান। স্বর্ণপীঠ, প্রকৃত নাম নহে। উঁহারা ভোজনদক্ষিণাস্বরূপ এক এক খানি সোণার পীড়ি প্রাপ্ত হয়েন; তজ্জন্য স্বর্ণপীঠ উপাধিতে বিভূষিত হয়েন। এখানে পালের গোদা ভাইটী স্বর্ণপীঠ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মহামহোপাধ্যায় কুলাচার্য্য মঞ্জীরসেন। তাঁহার নিবাস মল্লভূমিতে ছিল। যথা—

একো মঞ্জীরসেনোঽসৌ স্বর্ণপীঠী নৃপাশ্রয়াৎ।
স এব স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতো মল্লভূভবঃ॥ ১০ পৃ
যোঽসৌ মঞ্জীরসেনোঽভূৎ গৌড়ক্ষ্মাপতিসেবয়া।
স্বর্ণপীঠীতিবিখ্যাতঃ কুলকার্য্যপরায়ণঃ॥ ২৪৬ পৃঃ। চন্দ্রপ্রভা।

বরিশালের অন্তর্গত শোলোক ও আঠক প্রভৃতি স্থানে কয়েকঘর স্বর্ণপীঠ বিদ্যমান আছেন। এবং উপরে যে মহৎ ও স্বল্পগুপ্তের নাম বিবৃত হইয়াছে, তাঁহারা গুপ্তবংশের বীজপুরুষ পরমেশ্বরগুপ্তের পুত্র। নাম ভীমগুপ্ত ও মহাদেবগুপ্ত। বল্লালরাজ সরকারে ভীম মহাধিকারী ও মহাদেব স্বল্পাধিকারী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যথা—

পরমেশ্বর গুপ্তস্য মহৎস্বল্পাধিকারিণৌ।
সুতৌ ভীমমহাদেবৌ রাঢ়ে বঙ্গে চ বিশ্রুতৌ॥
মহাধিকারী যঃ পুত্রো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
বঙ্গেঽতিষ্ঠৎ স তত্রৈব তস্য বংশ্যা বসন্তি চ॥
স্বল্পাধিকারী যঃ পুত্রো মহাদেবো মহাবলঃ।
তস্য পুত্রৌ বিধিবশাৎ খাড়িগ্রামং সমাশ্রিতৌ॥ ৪৪২পৃ। চন্দ্রপ্রভা

এই মহৎ ও স্বল্পগুপ্ত ভোজনদক্ষিণাস্বরূপ এক একটী মূল্যবান্ অশ্ব লাভ রেন, তাই তাঁহারা বংশে উচ্চ হইয়াও অশ্বগুপ্ত আখ্যাতে বিভূষিত ও কুলভ্রষ্ট য়েন। বিক্রমপুর ও পশ্চিম মৈমনসিংহে অনেক অশ্বগুপ্তের বাস। যাহা ক অশ্বগুপ্তের সম্বন্ধে এই একটী কারিকাও প্রচরদ্রূপ। যথা—

আধ জামিয়ে বড়ই পোড়া। অশ্বগুপ্ত ঘোড়ার চড়া॥

বড়ই পোড়া দিয়া কাহারা খাইয়াছিল তাহা অজ্ঞেয়। তবে বরিশালের অন্তর্গত বাটাযোড়ের দত্তগণ "আধ জামিরে" বলিয়া প্রখ্যাত। গাছে আধখান জামির রাখিয়া আধখান কাটিয়া নেওয়াতেই এই প্রবাদ রটনা হয়। এই দত্তবংশ বিদ্যা ও আভিজাত্যে অতীব উচ্চতর, কিন্তু তাঁহারা এখন আর বৈদ্য জাতিতে বিদ্যমান নহেন। লিপিবৃত্তির অবলম্বনে বহুদিন হইল কায়স্থ মহা-সাগরের কুক্ষিগত হইয়াছেন। ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের অনেক দত্ত পরিবার আপনাদের দুর্গতি বুঝিতে পারিয়া এখন বৈদ্যনাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বেজুরা, কালীকচ্ছ ও গচিহাটার নন্দীবংশ এবং রায়পুর অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্তবংশগণও পুনরায় বৈদ্যজাতিতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদিগের মুখ উজ্জ্বল হইত। প্রখ্যাতনামা পদ্মনাভদত্ত, চক্রপাণিদত্ত, শ্রীপতিদত্ত ও অরুণদত্তপ্রভৃতির নাম বৈদ্যবংশকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। হায় আজি এ হেন দত্তবংশের কি না বিপরিণাম ঘটিয়াছে? । কিছুদিন হইল ষ্টিমারে গমন কালে একটী কায়স্থ বালকের সহিত দেখা হয়, আলাপে জানা গেল তাহার নাম বসন্তকুমার দাস। নিবাস গৈলার অন্তর্গত সিহীপাশা। তাহারা কাশ্যপ গোত্রীয়। আমি তাহাকে, "তোমরা কোন দাস" জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল আমরা "পাইদাস"। বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে পাই (পাহী) দাশ নাই। সুতরাং বুঝা গেল ইহারা নিশ্চয় কোন প্রকার সামাজিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া কায়স্থে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তথাপি কায়স্থভ্রাতৃগণ মনে করেন ও দুঃস্বপ্ন দেখেন "তাঁহারা মূলতঃ ক্ষত্রিয় !! ও চিত্রগুপ্ত তাঁহাদিগের পূর্ব্বপিতামহ" !!! কুল পঞ্জিকার স্থানান্তরে বর্ণিত রহিয়াছে—

সম্বন্ধঃ ষড়্বিধঃ প্রোক্তঃ কস্তাপি স্বকুলোচিতঃ।
যথোচিতশ্চ কস্তাপি কস্তাপি সময়োচিতঃ॥
কস্যাপি স্ত্রীবিয়োগেন কস্যাপি নৃপপীড়য়া।
কস্যাপি দৈন্তদোষেণ যথাপূর্ব্বং প্রশস্ততে॥
স্ত্রীবিয়োগেন সম্বন্ধো যোযোঽপি রাজপীড়য়া।
তৌ পুংসাং গৌরবায়ৈব ন্যূনত্বা-রোধকাবপি॥ ওঁপৃ চন্দ্রপ্রভা।
দারিদ্র্যাৎ যদি বা দৈবাৎ অথবা রাজপীড়নাৎ।
নিন্দিতো যস্ত সম্বন্ধঃ স ক্রোধং ন করিষ্যতি॥ চিরঞ্জীবদাশ।

কন্যকে বে চ তে দত্তে কোগ্রামে রাজপীড়য়া।
পরা কেশবগুপ্তায় তৈপুরে রাজপীড়য়া।
কন্যাং গৌরাঙ্গ-গুপ্তস্ত রাজপীড়াপ্রপীড়িতঃ॥ রত্নপ্রভা।

পাঠক বল্লালের গৃহে ভোজনে কুলক্ষয় ও বল্লালের ভয়ে যার তার সহিত আদান প্রদান করিয়া বৈদ্যদিগের অনেকেরই যে কুলভ্রংশ ঘটিয়াছিল তাহা তোমরা দেখিতে পাইলে। এখন মানুষের আত্মা লইয়া বিচার করিয়া বল যদি বল্লাল, কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়ই হইবেন তাহা হইলে তাঁহার লাভ লোকশানের সহিত নিরপরাধ বৈদ্যজাতির ক্ষতিবৃদ্ধির এত নেদিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে কেন?। পারিবেন কোন পূর্ণ ক্ষত্রিয় কিংবা কোন ক্ষত্রিয়ন্মন্য কায়স্থ ভ্রাতা তাঁহাদিগের কোন কুলপঞ্জিকাহইতে এই সকল রাজপীড়া ও রাজান্নভক্ষণদোষের কোন একটী গৌণ প্রমাণও উপস্থাপিত করিতে? যদি না পারেন তাহা হইলে যে জাতি সামাজিক-বিষয়ে মহারাজ বল্লাল-দ্বারা এইরূপে উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সেই রাজার জাতীয় ভাবিতে দেওয়াই কি সঙ্গত যুক্তি নহে?। "কিল খায় ভগা, বকশীশ পায় জগা?" সামাজিক জালা যন্ত্রণা ভোগের বেলা বৈদ্যগণ, আর সজাতীয় হইবার বেলা কায়স্থবৃন্দ? আমারা মৌড়েশ্বরী পদ্মদাশ উদ্ধরণের মাতামহস্থলে যে বল্লাল রাজাকে হাজির করিয়াছি, তিনি কিন্তু বৈদ্য হইলেও এই পদ্মিনী-পদানত লক্ষ্মণ-পিতা আদি বল্লাল নহেন? তিনি ২য় বৈদ্য বল্লাল। ১ম বল্লালই উল্লিখিত কারণে বৈদ্য হইতেছেন। যে মণ্ডীরসেন গৌড়ক্ষ্মাপতিপক্ষাশ্রয়হেতু "স্বর্ণপীঠ" আখ্যায় আখ্যাত হয়েন, তিনি সেই ১ম বল্লাল গৌড়েশ্বরের অন্ন-ভক্ষণেই সাধ্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। মণ্ডীরসেন ও প্রথম বল্লাল সমসাময়িক, উদ্ধরণের মাতামহ ২য় বল্লাল, উঁহাদিগ হইতে বহু অবরজ। যে ১ম বল্লালের বাড়ীতে বৈদ্য কুলীনেরা অন্ন ভক্ষণ করিয়া কুলভ্রষ্ট হয়েন, তিনি বৈদ্য ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? ফলতঃ উভয় বল্লালই যে নির্ব্যূঢ় বৈদ্যসন্তান ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে কি এখনও শিরঃকণ্ডূয়নের নিবৃত্তি হইবে না?। ইহাই প্রধান দুঃখ যে উর্জ্জস্বল-বৃত্তি রাজেন্দ্রলাল ও প্রত্নতত্ত্ব-বিনোদী কৈলাসবাবু এই সকল কুলজীগ্রন্থ ও সামাজিকতত্ত্বের কোন অন্বেষণ না করিয়াই শুদ্ধ অবান্তর কথা লইয়া স্ব স্ব গ্রন্থের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও দেহের স্থূলতা সংবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা

একটু মেহন্নত স্বীকার করিলে আর সেনরাজগণের বৈদ্যত্ববিলোপ জন্য অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থান্তর প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করিতেন না।

এখানে এই একটা বিতর্ক হইতে পারে যে বল্লাল যদি বৈদ্যই হইবেন তাহা হইলে বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতে তাঁহাদিগের বংশাবলী কীর্ত্তিত হয় নাই কেন? কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়দিগের কোন কুলপঞ্জিকাতে কি তাঁহাদিগের বংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে? কখনই নহে। অবশ্য করিদপুরী কৃত্রিম ধ্রুবানন্দী মিশ্র কারিকাতে আদিশূর ও বল্লালকে অম্বষ্ঠকায়স্থ ও বল্লালকে মিত্রসেনের পুত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম পদার্থ। আমরা স্থলান্তরে উক্ত কারিকার পদার্থ নির্ণয়ন বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছি। ফলতঃ বল্লাল বংশে অতীব হীন বৈদ্য ছিলেন। কুলজী গ্রন্থে শুদ্ধ কুলীনদিগেরই গৌরবলাঘব ও বংশ সংকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য কুলপঞ্জিকাতে হীনবৈদ্য বল্লালের বংশ-বর্ণনা গৃহীত হয় নাই। কেবল বল্লাল কেন? হীনবংশের কাহার কথা কুলপঞ্জিকাতে ধরা হয় নাই, এরূপ ধরায় নিয়মও ছিল না। কেননা তাহা হইলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। রাজা বল্লাল অতি নীচ বৈশ্বানরগোত্র ছিলেন, তাঁহাকে উচ্চ বলিয়াও লেখা যায় না, নীচ বলিলেও দোষ হয়, তাই কুলজীতে তাঁহাদিগের স্থান হয় নাই। তবে যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিল, কেবল তাঁহাদের কথা বর্ণনা স্থলে প্রসঙ্গতঃ বল্লালাদিরও নাম করা হইয়াছে। যথা—

সুতৌ মন্মথদাশস্যাচ্যুতশ্রীমন্তদাশকৌ।
সেনভূপকুলোদ্ভূতসেনলক্ষ্মণস্তুজৌ॥ ৩৬৪ পৃ চন্দ্রপ্রভা।

পক্ষান্তরে কুলপঞ্জিকা প্রণেতা ১ম বল্লালের কথা আমাদিগের কুলপঞ্জিকাতে বিবৃত রহিয়াছে। কৌলীন্য দাতা বল্লাল ও আদিশূরের কথা প্রাচীন কুলজী গ্রন্থে ছিল; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ আর ইহ জগতে বিদ্যমান নাই, তবে যাহা আছে তাহা এই প্রবন্ধের শেষে যোজিত হইল। বিদগাঁও নিবাসী শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ দাশ ঘটক বিশারদ মহাশয় আমার নিকট "চতুর্ভুজ" নামক কুল পঞ্জিকার কয়েকটী বচন পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু উহা প্রমাদপূর্ণ বলিয়া হাজির করিবার অযোগ্য। তথাপি আমি সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ঐ সকল কারিকা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

চতুর্ভুজ নামক কুলগ্রন্থ কবিকণ্ঠহারের পূর্ব্ববর্ত্তী. উহাতে লিখিত আছে।—

"আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
স বৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রকরগ্রহঃ॥
পুণ্যাত্মা পুণ্যকর্ম্মাচ দেবেন্দ্রোপি যথা দিবি।
তস্যাত্মজা-সুতশ্চৈব বল্লালাখ্যো বিচক্ষণঃ॥
গণসেনকুলোদ্ভূতশম্ভুসেনস্য সন্ততিঃ।
মাতামহস্য রাজ্যেন নৃপোভিষিক্তোঽভবৎ॥"

মহারাজ আদিশূর বৈদ্য ছিলেন তাহা ঠিক্, কিন্তু বল্লাল যে তাঁহারই আত্মজাসুত (দৌহিত্র) তাহা ঠিক নহে। বঙ্গে বহু কুলজিগ্রন্থে এই প্রমাদ লক্ষিত হইয়া থাকে। বিনাঅনুসন্ধানে নির্ব্বিচারচিত্তে অন্যের অনুকরণকরাতে এই প্রমাদ সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ বল্লাল, আদিশূরবংশের দৌহিত্র বটেন, কিন্তু আদিশূরের দৌহিত্র নহেন। তৎপর বল্লালের পিতাও শম্ভুসেন নহেন, এবং তাঁহারা গণসেনও (শক্তিগোত্র) ছিলেন না। তবে যদি এরূপ হয় যে বল্লাল বৈশ্বানর গোত্রীয় কোন গণসেনের অনন্তর বংশ্য, শক্তিগোত্রী গণসেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এবং বল্লালের পিতার প্রকৃত নাম শম্ভুসেন ছিল. কিন্তু তিনি বিজয়িহেতু বিজয়সেন, প্রশান্ত ছিলেন বলিয়া ধীরসেন (ধীসেন) নামেও আখ্যাত হইতেন এবং বিষক্ সর্ব্বতঃ সেনা যস্য এই বিগ্রহে তিনি বিষক্‌সেন বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তবে প্রসঙ্গ-সঙ্গতি হইতে পারে। "অনন্ত থুইল নাম অন্ত না পাইয়া"? "চতুর্ভুজো হৃতি বিখ্যাতঃ, যৎকৃতা কুলপঞ্জিকা" কণ্ঠহারের এই উক্তি চতুর্ভুজকারিকার সত্তা সপ্রমাণ করে। উহা পাওয়া গেলে প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হইতে পারিত। ফলতঃ বল্লাল বৈশ্বানর গোত্র ছিলেন। যথা—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূর নৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরিসেনঃ খ্যাতো বিখ্যাতো জগতীতলে॥
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতি শ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা॥ দেবীবর
বৈশ্বানর কুলোদ্ভূতো বল্লালখ্যাতি মীয়িবান্।
সম্বন্ধদোষতুষ্টোঽসৌ গর্হিতঃ কুলদূষণং॥ দেবীবর মিশ্র।

এই কারিকা তিনটী আমাকে সেনহাটী নিবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন রায় মহাশয় দিয়াছেন। আমি তাঁহার নোট বই ও টোকাটাকী হইতে নিজে দেখিয়া আনিয়াছি। শব্দ কল্পদ্রুমে দেবীবরের যে কারিকাতে আদি-শূরের কথা বিবৃত আছে তাহাতে ২য় পংক্তিটী নাই। উহা তাঁহারাই লিপিকর প্রমাদে পরিত্যাগ করিয়াছেন, না কোন বৈদ্যসন্তান ইচ্ছা করিয়া উহা বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা ভগবান্ জানেন। সেনহাটীনিবাসী পূজ্যপাদ চন্দ্রকান্ত হড় মহাশয়ও আমাকে এই কারিকাগুলি প্রদান করিয়াছিলেন। শব্দকল্পদ্রুমে দেবীবরের কারিকাটীর শীর্ষদেশে এই কথা কয়েকটী আছে—

"অথ কান্যকুব্জাৎ পঞ্চানাং বিপ্রাণাং
শূদ্রাণাঞ্চাগমন মাহ দেবীবরঃ।"

এখন দেবীবর কোন্ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের বিবৃতি করিয়াছেন, আমরা তাহা অজ্ঞাত। যাঁহারা তাঁহার সেই মূলগ্রন্থ দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন, রাজাবাহাদুরের পণ্ডিতমণ্ডলী নকল করিবার সময়ে ২য় পংক্তিটি ফেলিয়া গিয়াছেন কি না ?। শ্রীযুক্ত প্যারীবাবু আমাকে যাহা দিয়াছেন আমি তাহাই অবিকল তুলিয়া দিয়াছি। দেবীবর ও দেবীবর মিশ্র এক ব্যক্তিই হইবেন। দেবীবর কোথায় কোন্ গ্রন্থে বল্লালের প্রসঙ্গ করিয়াছেন তাহাও জানি না, যেমন পাইয়াছি, তেমনই উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু বল্লাল যে বৈশ্বানরসেন ছিলেন তাহা আমাদিগের দেশের চিরপ্রবাদ। ইহা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের জানিবার কথা নহে, ইহা বৈদ্যের ঘরোয়া কথা, উহা আমরা বৈদ্যেরাই জানি শুনি, তাই জানি, আর জানি এখন মালপদীর বৈদ্যদিগের পত্রানুসারে। উঁহারাও বৈশ্বানরসেন এবং উঁহারা বল্লালকে জ্ঞাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চতুর্ভুজোক্ত কারি-কাতে যে বল্লালকে গণসেন ও শম্ভুসেনের পুত্র বলা হইয়াছে, ইহা বিশুদ্ধ "ঘঘঘ মুষাম্বা" কিংবা "ঘট-কচু-ডামণি" হওয়াও বিচিত্র নহে। অপাঠ্য লিপিহইতে কোন সাধারণ লোক পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া এই প্রমাদ ঘটাইয়া থাকিবে ?। বল্লালের বাপের নাম যে ডজন খানেক, তাহারও হেতু বোধহয় ঐরূপ মূর্খতা বা প্রমাদবিশেষ। পাঠক বলিতে কি যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমি দুনিয়ার কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না।° কে কখন কোন্ স্বার্থের নিমিত্ত কোন গ্রন্থের নাসিকা কর্ণ-চ্ছেদন করিতেছে, তাহা জানিবার ও ধরিবার

উপায় কি ?। যাহা পাইয়াছি তাহা তুলিয়া দিয়া আমি খালাশ। প্রবৃত্তি হয় বিশ্বাস কর, নইলে নয় ?। কেন বল্লালের ইতিহাস এত ভেদ-বহুল হইল ? কেন তাঁহাদিগের বিষয় কেহ প্রসন্নচিত্তে মুখে আনয়ন করিলেন না ? তাহার প্রকৃত হেতু এই যে বল্লাল, সকলের চক্ষের উপর ডোমের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎকালে অসবর্ণ বিবাহ চলিত থাকিলেও ডোমের চলন কোন দিন ছিল না, ব্যাস পরাশরের কথা ও কাল স্বতন্ত্র। সুতরাং তজ্জন্যও তদানীন্তন গোঁড়া বৈদ্যেরা তাঁহাকে পতিত ভাবিয়া একদম দূরে পরিহার করিয়া থাকিবেন ? এবং স্বাধীনচেতাঃ বিদ্বান্ পঞ্জিকালেখকেরাও তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া ছিলেন, ইহাও মনে করা অসঙ্গত নহে। তাহাতেই তাঁহার ইতিহাস এরূপ বিশৃঙ্খলাবহুল ও অসম্পূর্ণ। যাহাহউক আমরা দুর্জ্জয়ের কুলচন্দ্রিকাতে যে বল্লালের নাম দেখিতে পাই, তিনিই কৌলীন্যদাতা আদিবল্লাল হইবেন। ২য় বল্লাল দুর্জ্জয়ের পরবর্ত্তী ব্যক্তি। চন্দ্রপ্রভাতে উভয় বল্লালের নামই প্রসঙ্গতঃ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত উভয় বল্লালসেনের সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় যাহা বর্ণিত আছে, তাহা এখানে ব্যস্তভাবে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

বলদাশো গুণাবাসঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
স্বল্পরামায়ণং কাব্যং কবিরাজো ব্যধত্ত যঃ॥
তস্যৈব বলদাশস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
জ্যেষ্ঠ ঋষিপতিস্তত্র কনিষ্ঠোথ গুণাকরঃ॥
এতৌ আদ্যকুলোদ্ভূতহিরণ্যসেনস্নুজৌ।
ঋষিদাশো দৈবযোগাৎ অনপত্যোঽন্যথা গতঃ॥
গুণাকরাৎ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পূর্ব্বো মণ্ডলদাশকঃ।
জগন্মণ্ডলবিখ্যাতঃ সেনডোমনস্নুজঃ॥
দ্বিতীয়পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ জাতৌ সংসারবিশ্রুতৌ।
আশসেনস্য দৌহিত্রৌ ষাঠদাশকভৈরবৌ॥
ত্রয়োমণ্ডলদাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোঽগ্রজঃ।
বল্লালসেননৃপতে স্নুজাগর্ভসম্ভবঃ॥

ষাঠদাশস্য তনয়ৌ জজ্ঞাতে বিনয়াম্বিতৌ।
ধর্ম্মদাশঃ কর্ম্মদাশঃ বল্লালসেনসুনুজৌ॥

মল্লিক ভরতকৃত চন্দ্র প্রভা—৩১৯ পৃষ্ঠা।

এই বর্ণনাহইতে দেখা যাইতেছে যে একজন রাজা বল্লালসেন, গৌড়েশ্বরী পদ্মদাশ উদ্ধরণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম দাশের মাতামহ। সুতরাং ইহাতে কি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে না যে সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন? কৌলীন্যদাতা মহারাজ আদি বল্লাল, চায়ুদাশ ও তদ্‌ভ্রাতা পদ্মদাশের সমসাময়িক ব্যক্তি। পদ্মহইতে উক্ত উদ্ধরণপ্রভৃতি নবম পুরুষ। সুতরাং আদি বল্লালের নবম পুরুষ কিংবা ১০ম পুরুষে যে আর একজন বৈদ্যরাজা বল্লাল প্রাদুর্ভূত হয়েন, উদ্ধরণপ্রভৃতি তাঁহারই দৌহিত্র বটেন। অবশ্য দেশে দুইজন বল্লালের সত্তার কথা বড় প্রচরদ্রূপ নহে। কিন্তু উহা আমাদিগের দেশে প্রকৃত ইতিহাস না থাকার প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। আমরা নিজেই নিজের ৩ পুরুষের উর্দ্ধে পূর্ব্বপুরুষগণের নাম জানি না, অথবা জানিলেও ঘণ্টায় ৩ বার ভুলি, তাহাতে পরের বাপদাদার নাম ধাম ও সংখ্যা মনে থাকিবার বিষয় কি? সেই ভ্রান্তি দুই বল্লালের একীকরণ বা সমীকরণ করিয়া ফেলিয়াছে। এক বল্লাল কৌলীন্য-দাতা, ও ১ম লক্ষ্মণের পিতা এবং বৈদ্যদিগের থাক বা সর্ব্বনাশ বিধাতা, আর এক বল্লাল বায়াদমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্ত্তা এবং তিনিই অবরজ ও উক্ত উদ্ধরণাদির মাতামহ। নগেন্দ্রবাবুও দুইজন বল্লালের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া একজনের অর্থাৎ আদিমের কায়স্থত্ব ও অন্তিমের বৈদ্যত্ব প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় উভয় বল্লালকেই কায়স্থ, বা ক্ষত্রিয় কায়স্থ, সুতরাং একবংশপ্রভব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমাদেরও মত তাহাই যে উভয় বল্লালই এক বংশ প্রভব এবং বৈদ্যকুল প্রসূত। কোন কায়স্থ বল্লাল, এই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে ছিল, তাহা লোকপ্রবাদ, জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী বলেনা। ইতিহাসও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ।

প্রখ্যাতনামা কবিরাজ, বাবু বিনোদলাল সেনগুপ্ত, প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় মহাশয়ের নিকট হইতে ভরত মল্লিকের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ আনিয়া তাহাই মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ গোপীবাবুর বাড়ীতে ১৮৬৮ কি ৭৪।৭৫ সনে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; যদি কেহ ইচ্ছা করেন,

তবে গোপীবাবুর সিমলাস্থ বাটীতে যাইয়া উহা দেখিয়া আসিতে পারেন। ভরতমল্লিক বর্ত্তমান সময়ের ২২৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৫৯৭ শাকে প্রাচীন পঞ্জী দৃষ্টে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মিত্রজ মহাশয় ও সিংহ কৈলাসচন্দ্র, কায়স্থকুলভুজঙ্গ এই কারিকাগুলির নাম শুনিলে বৈষ্ণবের মতন কালীনাম শুনিয়া কাণে হস্ত দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এগুলি দেখিলে আর সেনরাজগণের জাতি-তত্ত্ববিষয়ে প্রমাদপূর্ণ পৃথক্ গ্রন্থ লিখিয়া কলঙ্কী হইতেন না।

অতঃপর নাছোড়বান্দা তোমরা আর একটা কথা বলিবে যে ১ম বল্লাল যদি বৈদ্যই ছিলেন ত বৈদ্যজাতিতে তাঁহার কোন জ্ঞাতিবান্ধব দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? পাওয়া যায় না কে বলিল? তোমরা কি এবিষয়ে কোন অনুসন্ধান করিয়াছ? বল্লালের কোন কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় জ্ঞাতির কোন সন্ধান তোমরা দিতে পারিয়াছ?। অবশ্য তোমরা বলিতেছ যে একজন সর্ব্বত্যাগী উদাসীন নিঃস্বার্থ পরিব্রাজক তোমাদিগকে খপর দিয়াছেন যে পঞ্জাবের মণ্ডি ও সুখেতের রাজগণ বল্লালের নেদিষ্ঠ দায়াদ এবং তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ। কৈলাস বাবুও তাঁহাদিগকে আপন সজাতি ভাবিয়া অনেক কান্দাকাটী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এবারকার করোনেশনে দিল্লীতে বসিয়া ইণ্ডিয়ান মিরারের প্রখ্যাতনামা সম্পাদক পূজ্যপাদ নরেন্দ্রনাথসেন মহাশয়ের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে আপনারা আমাদের সজাতি। আমাদের দেশে সজাতির সংখ্যা অতীব বিরল, অতএব এখন হইতে আপনাদিগের সহিত আমাদিগের আদান প্রদান হইলে ভাল হয়। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে একবার জয়পুরেও ঐ কথা লইয়া স্বর্গত হরিমোহনসেন মহাশয়ের নিকট লোক প্রেরণ করেন। এইক্ষণে আমরা সর্ব্বশূন্য বাসনাপূর্ণ পরিব্রাজক ও অনুমানসর্ব্বস্ব কৈলাসবাবুর কথা বিশ্বাস করিব, না সর্ব্বজন মাননীয় নরেন্দ্র বাবুর কথায় আস্থাবান্ হইব?। অবশ্য এবার মণ্ডিরাজ উক্ত সেনমহাশয়ের নিকট উর্দ্দুতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে "গৌড়ক্ষত্রিয়" অথচ বল্লালের জ্ঞাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার হেতু বর্ত্তমান কোলাহল। তাঁহারা কাহার কথা শুনিবেন, কাহার কথা বিশ্বাস করিবেন? কুলোকেরা তাঁহাদের পশ্চাতেও লাগিয়াছেন, তাই তাঁহারা সুর বদলাইয়াছেন। ধনীদিগের অসাধ্য কিছুই নাই, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতি রাগবান্!! কায়স্থতরঙ্গিণীর এ বৈরাগীটী কে?

অবশ্য তোমরা মিথ্যা কারিকার সত্য দেবশব্দটীকেও কাটিয়া "সেন" করিয়া চন্দ্রদ্বীপের "দে" রাজাদিগকে সেন বল্লালের নপ্তা বলিয়া প্রমাণ করিতেছ। আমরা এতদূর শক্তি সামর্থ্যবান্ নহি। কিন্তু আমাদিগের দেশে লোকপ্রবাদ যে বল্লালসেন বৈশ্বানরসেন ছিলেন, এবং বিক্রমপুরের মালপদি গ্রামের কতিপয় বৈশ্বানরসেনও আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহারা বল্লালের নেদিষ্ঠ দায়াদ বটেন। গৌড়ে-ব্রাহ্মণ প্রণেতা স্বর্গত পূজ্যপাদ মহিমচন্দ্র মজুমদার শর্ম্মা বিএল (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ) মহাশয়ও তদীয় গৌড়ে-ব্রাহ্মণ গ্রন্থের একত্র লিখিয়াছেন যে—"অদ্যাপিও কোন কোন বংশীয় লোক, আপনাদিগকে বল্লালসেনের বংশ জাত বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা নিকৃষ্ট বৈদ্য বলিয়া গণ্য"। ২৬৯ পৃষ্ঠা।

অতএব আমাদের কথা, মালপদির সেনমহাশয়দিগের পত্র ও মহিমবাবুর উক্তিদ্বারা সত্য বলিয়া সমর্থিত হইতেছে? দুর্ভাগ্যবশতঃ মহিমবাবু আজ স্বর্গত, নতুবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই আমরা আরও কতকগুলি বল্লালের জ্ঞাতির নাম ধাম গ্রন্থস্থ করিতে পারিতাম। বৈশ্বানর সেনগণ আভিজাত্যে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্টও বটেন, সুতরাং মহিমবাবুর উক্তি আমাদিগের উক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল হইতেছে?।

বরিশালস্থ ভোলার উকিল কল্যাণীয় রসিকলালগুপ্ত বি, এল ও মালপদির সেনমহাশয়গণ এবিষয়ে আমার নিকট যে যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা সাধারণের দৃষ্টি ও অবগতির নিমিত্ত তাহা অবিকল নিম্নে বিন্যস্ত করিলাম। ভরসা করি কায়স্থভ্রাতৃগণ অথবা তাঁহাদিগের হিতপ্রণয়ী ব্যক্তিবর্গ অতঃপর আর কুতর্ক করিয়া আত্মাকে ক্লিষ্ট করিবেন না। যথা—

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু—

আপনার আশীর্ব্বাদ-সংবলিত পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। আপনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহা হইতে কদাচ ক্ষান্ত থাকিবেন না। আপনার প্রণীত "বল্লালমোহমুদ্গার" নিশ্চয়ই লোকের নিকট আদরণীয় হইবে।

মালপদিয়ানিবাসী একটি স্বজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত আমার বরিশালে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলেন যে ঐ গ্রামে ভারতচন্দ্রসেন নামে একজন বৈশ্বানর আছেন। সমাজে তাঁহাদের এই বলিয়া নিন্দা আছে যে তাঁহারাই

বল্লালের ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং এজন্য তাঁহাদিগের "ছত্রধারী" খেতাব আছে। আমারও এখন মনে হইতেছে যে আমি বাল্যকালে ঐসকল কথা প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু সেই সমস্ত প্রাচীনগণ এখন জীবিত নাই। এতদ্দ্বারাও তাঁহাদের সহিত বল্লালের জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, কেননা পূর্ব্বকালে রাজগণের ভ্রাতারাই ছত্র ও চামর প্রভৃতি ধারণ করিতেন।

আপনি "বৈদ্যকায়স্থমোহমুদ্গর" নামক পুস্তকে যেরূপ অভিজ্ঞতা-প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আমার বিশ্বাস যে আপনার সংকলিত "বল্লাল-মোহ-মুদ্গর অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইবেক। আশানুরূপ সাহায্য না পাইলে উৎসাহ ভঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আপনি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন তাহাতে উত্তরপুরুষগণ নিশ্চয়ই আপনার গুণকীর্ত্তন করিবে এবং যাঁহারা কেবল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন তাঁহারা অচিরেই বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইবেন।

পুঃ—এইমাত্র বরিশাল হইতে বাসায় আসিয়া মালপদিয়াহইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহাও এই সহ পাঠাইলাম। অত্র মঙ্গল। আগামীতে আপনাদের মঙ্গল লিখিবেন। ইতি সেবক শ্রীরসিকলাল গুপ্ত।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণম্

বহুমান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় সমীপে

মাননীয় মহাশয়!

আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে আমরা বল্লালসেনের জ্ঞাতি কি না? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ বলিতেন যে আমরা তাঁহার বংশধর এবং আমাদের বংশের বর্ত্তমান প্রাচীন মহোদয়গণও এই বাক্যের সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের অনুসন্ধানেও ইহা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমাদেরও ইহাই বাল্যাভিজ্ঞতা। ইতি—

আজ্ঞাধীন—

মালপদিয়া—সন ১৩১০।
২৭ শে জ্যৈষ্ঠ।
বিক্রমপুর।

শ্রীদ্বারকানাথ সেনগুপ্ত, কবিরাজ।
শ্রীমহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শিক্ষক। ইছাপুর হাইস্কুল।
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত, শিক্ষক।
শ্রীকামিনীকুমার সেনগুপ্ত, ডাক্তার।
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেনগুপ্ত, হেডক্লার্ক।

কলিকাতা হোগলকুড়িয়ার জগদীশনাথরায়ের লেনের কথা অনেকেই অবগত আছেন। উহা কটকের পুলিশসুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বঙ্গের মহোজ্জ্বল মহারত্ন প্রখ্যাতনামা স্বর্গত জগদীশনাথরায় মহাশয়ের নামে পরিচিত। তাঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস বীরভূমের অন্তর্গত মৌড়েশ্বর, তাঁহারা মৌড়েশ্বরী পঙ্ক-দাশ। উক্ত মৌড়েশ্বর (ময়ূরেশ্বর) গ্রাম, ময়ূরাক্ষী নদীর বেলা ভূমিসংস্থ। তথায় উক্ত রায় মহাশয়দিগের প্রতি বর্গীর হাঙ্গাম হইলে তাঁহারা তথা হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সরাই গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অবস্থান-কালে নবাবসরকারে চাকরী করার দরুণ তাঁহাদিগের সরকার উপাধি লাভ হয়। পরে তথায়ও উক্ত উপদ্রব ঘনীভূত হইলে তাঁহারা পবিত্র সরস্বতীতীরে শঙ্খ নগরে আসিয়া বাস গ্রহণ করেন। এখানে তাঁহারা সুরক্ষিত পরিখাদি দ্বারা গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেও বর্গীরা দুই বার লুণ্ঠন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিলে তাঁহারা তথা হইতে নরহট্ট নগরে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। উক্ত নরহট্ট নগর এখন সাধারণতঃ কাঁচড়া পাড়া (কাঞ্চনপল্লী) বলিয়া প্রখ্যাত। সেনহাটীর বিকর্ত্তন (বিনায়ক) গণও এই নরহট্টের ভূতপূর্ব্বনিবাসী বটেন। যাহা হউক উক্ত রায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ মাননীয় মুক্তারাম রায় মহাশয় ঢাকার নবাব সরকারে রায় রাইয়া উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা কার্য্যো-পলক্ষে আসিয়া সিমুলিয়া হোগল কুড়িয়ার বর্ত্তমান বাটীতে বাস করি-তেছেন।

উক্ত রায়মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কলিকাতার সবরেজিষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় এম্ এ ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিরারের ভূতপূর্ব্ব সব এডিটার মাননীয় বাবু খগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আমাকে গল্পচ্ছলে বহুদিন যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন যে "আমরা বল্লালসেনের দৌহিত্র বংশ্য। বীরভূমে আমাদের বল্লাল-দত্ত জায়গীর আছে এবং বাল্যকালে আমরা বল্লালের দস্তখতী সনদ ও পত্রাদি দেখিয়াছি, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় স্বর্গত হওয়ার সময়ে ঐসকল দলিল দস্তাবেজ যে কোথায় গেল তাহা জানি না"। তাঁহারা কলিকাতার সমুদয় সম্ভ্রান্ত লোকের পরিচিত সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাদিগের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। সুতরাং যে ২য় বল্লাল তাঁহাদিগের পূর্ব্ব মাতামহ, তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ?।

যদি ২য় বল্লাল বৈদ্য হয়েন, তাহা হইলে কৈলাস বাবুর সম্মতি-অনুসারে ১ম বল্লালকেও নিরাপত্তিতে বৈদ্য ভাবিতে পারিতেছি ?। কেননা কৈলাস বাবু, তদীয় "সেনরাজগণ" গ্রন্থে উভয় বল্লালকেই এক বংশপ্রভব বলিয়া প্রখ্যাপিত করিয়াছেন ?।

এখন আমরা কায়স্থভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসাকরিতে পারি কি না যে, যে বল্লালকে বিক্রমপুরের কতিপয় পদস্থ কবিরাজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আপন সজাতি বলিয়া অবগত আছেন, যে বল্লালসেনকে কলিকাতার একটী সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশও আপনাদের মাতামহকুল বলিয়া দাবি করিয়া আসিতেছেন, এহেন বল্লালসেনদিগকে কি বৈদ্য ভিন্ন আর কোন জাতীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ? উক্ত রায় মহাশয়গণ এ সম্বন্ধে আমাকে যে সকল কথা পত্রদ্বারা লিখিয়া জানাইয়াছেন, সাধারণের অবগতি ও বিচারের জন্য তাহাও নিম্নে অবিকল গৃহীত হইল। যথা—"প্রিয় বিদ্যারত্ন মহাশয়! আপনার পত্রানুসারে জানাইতেছি যে আমাদের বংশে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে আমরা (মৌড়েশ্বরী পন্থ দাশেরা) মহারাজ বল্লালের দৌহিত্র-বংশ্য। এবং তিনি আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণকে মৌড়েশ্বর গ্রামে যে জায়গীর প্রদান করেন, সে বিষয়ে আমাদের নিকট রাজপ্রদত্ত সনন্দ এবং অন্যান্য অনেক কাগজ পত্রাদি ছিল। আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় উমানাথরায়মহাশয় নিজে বল্লালের দস্তখতী পত্রাদিপর্য্যন্ত দেখিয়াছেন, ঐসকল দস্তাবেজ তাঁহার নিকট ছিল। কিন্তু তাঁহার উপরতির পরে ঐসকল দলিল যে কি হইল তাহা আমরা জানি না। আমরা বংশবৃদ্ধিনিবন্ধন মৌড়েশ্বর হইতে বর্দ্ধমান অন্তর্গত সরাই গ্রামে আগমন করি। কিন্তু তথায় গঙ্গা নিকটে না থাকায় ও বর্গীর হাঙ্গামা প্রযুক্ত আমরা গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থান শঙ্খনগরে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করি, ইহা হুগলি জিলার অন্তর্গত। তথায় আমাদের দেবালয় ও পরিখাপরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড বাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তথায়ও বর্গীর হাঙ্গামে দুই বার গৃহ লুণ্ঠিত হওয়ায় আমরা কাঁচড়া পাড়াতে আসিতে বাধ্য হই। এখানে আসিয়া আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্ররায়, মহাপ্রভু চৈতন্যের পারিষদ ভক্ত শিবানন্দসেনের বাটীতে বিবাহ করেন। উক্ত শিবানন্দ সেনের পুত্রই প্রখ্যাতনামা কবিকর্ণপূর পরমানন্দ দাসসেন। এবং মহাসাধক দ্বিজ রামপ্রসাদসেনই উক্ত

গোকুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের পিতৃষস্রেয় ভ্রাতা। সাধক রামপ্রসাদ বহুদিন আমাদের কাঁচড়াপাড়ার বাটীতে বাস করেন। উক্ত গোকুলচন্দ্র রায় ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের মুরশিদাবাদস্থ প্রধান একাউণ্টেণ্ট ছিলেন। এবং তাঁহাকেও সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচারে সর্ব্বস্ব ত্যাগকরিয়া পলায়ন করিতে হয়। আমাদিগের স্বর্গত পিতৃদেব জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের নিকটও আমরা এই সকল কাহিনী অবিকল শ্রবণ করিয়াছি। উক্ত প্রপিতামহ ৺গোকুলচন্দ্ররায় মহাশয়ই কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কলুটোলায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, পরে উহা রাস্তার জন্য গৃহীত হওয়ায় আমরা হোগল কুড়িয়া মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে এখন ঈশ্বরচন্দ্রমিত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় বাস করিতেছেন, ঐ বাটীতে আসিয়া বাস করি, পরে উহা ত্যাগ করিয়া কয়েকদিন পটলডাঙ্গায় থাকিয়া তৎপর হোগলকুড়িয়ার বর্ত্তমান বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছি। ইতি—

৯ই নবেম্বর ১৯০৩,
হোগলকুড়িয়া;
সিমলা।

ভবদীয়
শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায়।

অবশ্য আমরা রায় মহাশয়দিগের যে বংশাবলী পাইয়াছি তাহার সহিত চন্দ্রপ্রভোদিত উদ্ধরণ বা খেড়দাশ কিংবা কর্ম্ম বা ধর্ম্মদাশের কোন সাগন্ধ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না। কেন না চন্দ্রপ্রভায় যাঁহারা শেষ বলিয়া আখ্যাত এবং রায় মহাশয়গণ যে আদি পূর্ব্বপুরুষের নাম দিতে সমর্থ হইতেছেন ইহার মধ্যে ৪।৫ পুরুষের নামের অভাব পড়িয়া যাইতেছে। আরও অনেকের নিকট বংশাবলী পাইয়াছি, কিন্তু কেহই ৭।৮ পুরুষের উর্দ্ধতন ব্যক্তিদিগের নাম ধাম দিতে সমর্থ নহেন। সাত পুরুষের নামের বেশী নাম কাহারও কোন প্রয়োজনে লাগেনা, লোকে ইহার বেশীর খপর রাখিতেও চেষ্টা করেন না, সেই ক্রুটির ফলে আমরা বল্লালের দৌহিত্র উদ্ধরণ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম দাশের সহিত বর্ত্তমান মৌড়েশ্বরী পদ্মদাশদিগের সাগন্ধ্য প্রদর্শনে অসমর্থ। কিন্তু ইহারা এবং অন্যেরা নিশ্চয়ই যে উক্ত ব্যক্তিত্রয়ের কাহারও না কাহারও অনন্তর-বংশ্য, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

অবশ্য চেষ্টা করিলে আমরা ৪।৫ টা নাম নিশ্চয়ই বসাইয়া দিতে পারিতাম,

কিন্তু বিধাতা ততবেশী সূক্ষ্মবুদ্ধি যোগাইয়া দিলেন না। কাহার কৃপায় সেনের বেটা, দে হইতেছেন, ও কেহ বা দে কাটিয়া উহা সেন করিতেছেন, কাহার কৃপায় বা "কায়স্থ প্রধান" কথাটী, "মন্ত্রীর প্রধান" ও "বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়" পংক্তিটী "কায়স্থপুত্র বল্লাল, যা করে তা হয়" কথাতে পরিণত হইতেছে, তাহা চক্ষের উপর দেখিতেছি। দেখিতেছি কোথায় বা অশ্বঘাস শব্দও অশ্বঘোষে পরিণত হইতেছে, এবং ভট্টপল্লীর হলধর, প্রখ্যাতনামা ব্রাহ্মণবৈদ্যগুলিকে কায়স্থ বলিয়া পালে মিশাইয়া ফেলিতে সমুদ্যত, কিন্তু তাহা অস্মদাদি ক্ষুদ্র জনের মনোরথেরও অগম্য পদার্থ বলিয়া দূরে থাকিয়া ক্ষতিই সহ্য করিলাম। রায়মহাশয়গণ যখন বল্লালকে পূর্ব্ব মাতামহ বলিয়া জানিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহারাই যে উদ্ধরণ, কর্ম্ম, বা ধর্ম্মদাশের একতরের অনন্তরবংশ্য, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

এক্ষণে আমরা প্রসঙ্গতঃ আর একটী অবান্তর কথার অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বর্গত শ্রদ্ধেয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নব-চরিত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।—

"গোকুলচন্দ্রের (মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রপিতামহ) পূর্ব্বপুরুষগণ, আপনাদিগকে প্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত করিতেন"—নবচরিত ৬৭ পৃষ্ঠা।

আমরা কিন্তু রজনীবাবুর এ উক্তির অনুকূলগামী নহি। কেন না রাজা বল্লালসেন বৈশ্বানর-গোত্রীয়, আর মাননীয় গোকুলচন্দ্রের বংশ ধন্বন্তরি-গোত্রীয়। এবং তাঁহারা বিনায়কসেনের অনন্তর-বংশ্য। এতদ্দেশে তাঁহারা ধলহণ্ডীয় বলিয়া প্রখ্যাত। যেখানে আলিপুরের কাছারী ও পুরাতন হাই-কোর্টের অবস্থান, তথাকার কিয়ৎ পরিমাণ স্থান লইয়া ধলহণ্ড গ্রাম পরিগণিত ছিল। গোকুল চন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষেরা যশোহর হইতে আসিয়া তথায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এবং উক্ত স্থানের নামানুসারে তাঁহারা ধলহণ্ডীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। বিনায়কসেনের বংশীয়গণ নয়টী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বসবাস নিবন্ধন স্থানের নামানুসারে নয় ভাগে বিভক্ত হয়েন। যথা—

উনবিংশতিধাঃসেনা অষ্টাবিংশতিধা পুনঃ।
ভবন্তি ভেদৈনৈতেষাং বক্ষ্যতে কুললক্ষণং॥

একো বিনায়কঃ সেনো ভেদেন নবধাঽভবৎ।
মালঞ্চো ধলহণ্ডীয়ঃ থানকঃ সেনহাটিকঃ॥
নারহট্টো নিরোলীয় স্তথা মঙ্গলকোঠকঃ।
রায়িগ্রামী বেতড়ীয়ো নব বৈনায়কা অমী॥ চন্দ্রপ্রভা ৯ পৃষ্ঠা।

হরি হরি থান ও কৃষ্ণথানবংশীয় মহোজ্জ্বল কুলীন সন্তানগণ মালঞ্চীয় বিনায়ক। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন (মিরার) ধলহণ্ডীয় বিনায়ক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের কানুজংসন সন্নিহিত থানা গ্রামবাসীরা থানা বিনায়ক। সেনহাটী (খুলনা জেলা) র ধন্বন্তরি (বিকর্ত্তনাদি) গণ (মাননীয় শ্যামলাল মুন্সী প্রভৃতি) সেনহাটিক বিনায়ক। কাঁচড়া পাড়ার পূর্ব্বনাম নরহট্ট। তদ্দেশবাসী বিনায়কেরা নারহট্টীয়। নিরোলী ও রায়ি-গ্রাম-প্রভৃতি স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান। এই রায়িগ্রামীণ বিনায়কবংশে মহামতি বল্লালসেন বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। যথা—

অথ রায়ি-গ্রামীয় প্রকরণ মাহ।
কুবেরসেনস্য সুতো দাশসেন ইতি শ্রুতঃ।
স বৈশ্বানরগোত্রীয় চতুর্ভুজ সুতাসুতঃ॥
দাশসেনস্য তনয়াঃ পঞ্চামী পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
মধুসূদন কন্দর্পৌ বল্লালশ্চ বৃহস্পতিঃ॥
পদ্মকেশবদাশস্য দৌহিত্রা বিনয়ান্বিতাঃ।
অমী গৃহীত্বা স্বং বৃন্দং রায়িগ্রাম মুপাশ্রিতাঃ॥
দ্বিতীয় পক্ষে পুত্রোঽভূৎ লম্বোদর ইতি শ্রুতঃ।
স এব ভবদত্তস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥
বল্লালসেনবিশ্বাসো দাতা ভোক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধান্যচেলাম্বুগোভূমিনরদোলাশ্বদানকৃৎ॥ ১৪১-৪২ পৃ।

চন্দ্রপ্রভা।

রায়িগ্রামগত বিনায়কসেন কুবেরসেনের পুত্র দাশসেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—মধুসূদন, কন্দর্প, বল্লাল, বৃহস্পতি ও লম্বোদর। এই বল্লালসেন, বিশ্বাস উপাধিতে বিভূষিত ও অতিশয় দাতা ছিলেন। রায়িগ্রামীণ বিনায়কসেনের কেহ কেহ এই বল্লালের বংশধর। যথা—

তস্য বল্লালসেনস্য জজ্ঞিরে ষড়মী সুতাঃ।
গরুড়ঃ শ্রীহর্ষ এতৌ শক্তি হেরম্বসুজৌ॥
দ্বিতীয়পক্ষে তনয়া তস্য এব সদাশয়াঃ।
মুকুন্দসেনঃ প্রথমঃ বিষ্ণুসেন স্ততঃ পরং॥
কংসারিসেনস্তে পঞ্চ-তপদাশসুতা-সুতাঃ॥

এই রায়িগ্রামী বল্লালসেনের ছয় পুত্র, গরুড়, শ্রীহর্ষ, মুকুন্দ, বিষ্ণু ও কংসারি সেন প্রভৃতি। ইহারা রায়িগ্রামীয়, পক্ষান্তরে গোকুলচন্দ্রেরা ধলহণ্ডীয়। সুতরাং গোকুলচন্দ্রের বংশীয়গণ না রাজা বল্লালের কোন ধার ধারিতেন, না তাঁহারা রায়িগ্রামীয় বল্লালের অনন্তর বংশ্য। তবে জ্ঞাতির সন্তানমাত্র।

কেহ কেহ বলেন যে ইহারা (ধলহণ্ডীয়গণ) দক্ষিণদেশ-সমাগত। যথা—

দুই মালঞ্চ মহাকুল, চারি চায়ু তাহার তুল,
বরাহ নগরী গুপ্ত ইহার সমান।
মধ্যম কুলের ভাগে, সনাতনে লিখি আগে,
আর অষ্ট পশ্চাৎ বাখান॥
খানা, বরা, মঙ্গলকোট, এ তিনে সমান যোট,
আর পঞ্চ তাহাতে বিধান।
তেয়ু সাগর জড়, ন্যূন ভাগে বেতড়,
পানি নালা কহে ত সমান॥
ধলহণ্ডীয়ে নরহট্টিয়ে, এঁরা নহে রাঢ়ীয়ে,
ইঁহাদিগের দক্ষিণদেশে স্থান।
কচুদাশ মণ্ডলীয়ে, বালিনাছী পালি গেঁয়ে,
এই চারি কনিষ্ঠ সমান॥
মৌড়েশ্বরী রাই গেঁয়ে, আর যত সরাইয়ে,
ইঁহারা মৌলিক শ্রেষ্ঠ।
কুলহীন যত আর, দেব দত্ত ধর কর,
তাঁহারা মৌলিক কষ্ট॥ অম্বষ্ঠকুল চন্দ্রিকা ৭১ পৃষ্ঠা।

কিন্তু এই রাঢ়ীয় বৈদ্যগ্রন্থকার যে ধলহণ্ডীয় ও নরহট্টীয় বিনায়কদিগকে দক্ষিণ দেশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কোন হেতুই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট

হয় না। সেনহাটী এখন বঙ্গজ বৈদ্যগণের প্রধান সমাজ স্থান বটে, কিন্তু অতি পূর্ব্বে উহা ও যশোহরের আঠারখাদা, গয়েশপুর, বোধখানা প্রভৃতি বহু স্থান রাঢ়ীয় সমাজের অন্তর্গত ছিল। পরবর্ত্তী স্থানগুলিতে এখনও বহুসংখ্যক রাঢ়ীয় বৈদ্য বসবাস করিতেছেন। বিনায়ক ও চায়ুদাশের সন্তানেরা যখন সেনহাটীতে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন ও তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা রাঢ়ীয় সমাজ ভুক্তই ছিলেন। সেনহাটীর বিনায়কগণ ও ধলহণ্ডীয় বিনায়কগণ একই। ধলহণ্ডীয়গণ পূর্ব্বদেশ হইতে আসিয়া ভবানীপুরের সন্নিহিত সাবেক সদর দেওয়ানী আদালতের নিকটস্থ ধলহণ্ডগ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। দক্ষিণ দেশ হইতে আগমনের কথা অমূলক। সুতরাং বোধ হয় উঁহারা সেনহাটী হইতেই আসিয়া ধলহণ্ডে বাস গ্রহণ করাতে ধলহণ্ডীয় নামে আখ্যাত হয়েন। বিনায়কের যে নয়টী স্থানগত সংজ্ঞা আছে, তন্মধ্যে দক্ষিণ দেশের কোন নাম নির্দ্দেশ দেখা যায় না। ধলহণ্ডীয় বিনায়কগণও মহোচ্চকুলপ্রসূত বটেন, কিন্তু কুলপঞ্জী প্রণেতা মহামতি দুর্জ্জয়দাশ উঁহাদিগকে ও গণবাণকে অকারণ নিষ্কুল বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

গণে বাণে কুলং নাস্তি নাস্তি ধলণ্ডকে কুলং।

যাহা হউক আমরা যাহা লিখিলাম তাহা হইতে ইহাই স্থির হইতেছে যে মহাত্মা গোকুলচন্দ্র সেন মহাশয়ের বংশধরগণ রাজা বল্লালের অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন বল্লালের জ্ঞাতি ছিলেন না। তবে কৌলীন্যদাতা আদি বল্লাল ও উদ্ধরণের মাতামহ ২য় বল্লাল যে একই বংশপ্রভব ও উভয়েই যে নির্ব্যূঢ় *বৈদ্যসন্তান ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।*

আমরা জনশ্রুতি, পরম্পরাগতজ্ঞান ও সামাজিক ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, সেনরাজগণ, নির্ব্যূঢ় বৈদ্যসন্তান। কিন্তু আমরা সেবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সামাজিকগণ নির্ণয় করিবেন। কালিদাস বলিয়াছেন "আত্মনি অপ্রত্যয়ং চেতঃ"—আমরাও আমাদিগকে সিদ্ধপুরুষ বা অভ্রান্ত জীব মনে করি না, তবে কথা এই, যদি কেহ জিগীষা ও মাৎসর্য্য পরিহারপূর্ব্বক সত্যের সেবা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কথাগুলি ব্যাহত মনে করিবেন, আমরা এরূপ ভাবি না। আমরা প্রাণান্তেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্যের বলিদান করি নাই। জিগীষা

আমাদেরও চালয়িত্রী, এ কথা সর্ব্বথাই প্রকৃত, কিন্তু আমরা জিগীষাকে নিরুদ্দাম হইতে দি নাই। এবং কুত্রাপি ছন্দোঽনুরোধে মাষে মষ করিয়াও সীসাকে সোণা বানাইতে প্রস্তুত হই নাই। আমাদের জিগীষা, সংযত, এবং ন্যায় তাহার নিত্য-সহচর।

সেনরাজগণ বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ কেহই এরূপ একটী প্রমাণও হাজির করিতে পারেন নাই যে সেনরাজগণ একমাত্র বৈদ্য ভিন্ন কায়স্থাদি অন্য কোন জাতির সহিতই যৌনসম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়াছেন। উঁহারা ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ হইলে আমরা অবশ্যই দেখিতাম অমুক কর্পূর, অমুক সিংহ কিংবা অমুক বসু বা অমুক ঘোষ উঁহাদের কেহ কেটা। কিন্তু আমরা পক্ষান্তরে দেখাইয়াছি মহারাজ বল্লালসেন মৌড়েশ্বরী পদ্মদাশ উদ্ধরণের মাতামহ এবং তাঁহাদের গৃহবিবাদে বৈদ্যগণই বিপন্ন ও সামাজিক

মহারাজ বল্লাল, মহারাজ লক্ষ্মণ, দামোদর সেন, মণ্ডীর সেন, বাদলি সেন, চায়ুদাশ, বিনায়কসেন, দুর্জ্জয়দাশ সঞ্জয়দাশ, চিরঞ্জীবদাশ, নারায়ণদাশ, জগদীশদাশ, গোপীনাথ ও চতুর্ভুজ, ভিন্ন ভিন্ন কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দেশের না হইলেও আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আজি এইসকল পঞ্জিকা নয়নগোচর করিতে অসমর্থ। এইসকল গ্রন্থ প্রায়ই মহাকালের কুক্ষিগত হইয়াছে, যাহা দুই একখানা আছে, তাহাও কৃপণের ধনের মতন খনির তিমির গর্ভে পড়িয়া কীটগণের জন্মদান ও জঠর জ্বালার নিবৃত্তির নিদান হইতেছে। ঐসকল গ্রন্থের সহায়তায় আমরা সেনরাজগণের জাতি সম্বন্ধে সমুদায় বিতর্কের মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতাম. কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না যাহা হউক আমরা মহামতি ভরতের চন্দ্রপ্রভাগ্রন্থে যেসকল জ্বলন্ত সামাজিক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারাই সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইব, যে সেনরাজগণ বিশুদ্ধ বৈদ্যপ্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জীববিশেষ ছিলেন না। আমরা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে ঐসকল প্রমাণ যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

ধরাধরসুতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ॥
বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সন্ততৌ॥ ১৮৯ পৃষ্ঠা চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ ধরাধরসেনের পুত্র নিত্যানন্দসেন, সেনরাজকুমার বল্লালসেনের দৌহিত্র।

সুতৌ জাতরিসৈনস্য জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
সূর্য্যসেন স্তদীয়াদ্যঃ কনিষ্ঠো বিজয়াহ্বয়ঃ।
রাজ্ঞঃ কেশবসেনস্য তনয়াগর্ভসম্ভবৌ॥ ২২২ পৃষ্ঠা চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ জাতরি সেনের অতিবিনীত দুই পুত্র জন্মে, প্রথমের নাম সূর্য্যসেন ও কনিষ্ঠের নাম বিজয়, ইহারা উভয়েই রাজা কেশবসেনের দৌহিত্র।

ইন্দ্রসেনসুতাঃ সোমসেনোমাপতিকাদয়ঃ।
সেনরাজকুলোদ্ভূতগদসেনসুতাসুতাঃ॥ ২৫০ পৃষ্ঠা ঐ।

সোম-সেন ও উমাপতি-সেন-প্রভৃতি ইন্দ্রসেনের সন্তান। তাঁহারা সেনরাজগণের বংশপ্রভব গদ-সেনের দৌহিত্র।

ত্রয়ো মণ্ডলদাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোঽগ্রজঃ।
বল্লালসেননৃপতে স্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ॥ ৩১৯ পৃষ্ঠা—চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ মৌড়েশ্বরবাসী পন্থদাশ মণ্ডল দাশের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদ্ধরণ দাশ মহারাজ বল্লালসেনের দৌহিত্র।

ষাঠ দাশস্য তনয়ৌ জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
ধর্ম্মদাশঃ কর্ম্মদাশো বল্লালসেনসূনুজৌ॥ ৩১৯—ঐ

মৌড়েশ্বরী পন্থদাশ বংশীয় ষাঠ দাশের দুই পুত্র ধর্ম্মদাশ ও কর্ম্মদাশ, ইঁহারা বল্লালসেনের দৌহিত্র।

বুধদাশোঽগ্রহীৎ কন্যাং সেনরাজকুলোদ্ভবাং। ৩২৮ পৃষ্ঠা।

বুধদাশ, সেনরাজ কুলসম্ভূত কন্যা বিবাহ করেন।

পাঁচুদাশস্য তনয়া স্ত্রয়োঽমী বিনয়ান্বিতাঃ।
লম্বোদরঃ প্রথমজো দ্বিতীয়োঽস্য বিনায়কঃ।
চতুর্ভুজস্তৃতীয়ো ঽমী সেনভূপস্য সূনুজাঃ॥ ঐ

লম্বোদর, বিনায়ক, ও চতুর্ভুজ অতিবিনীত ছিলেন, তাঁহারা পাঁচুদাশের পুত্র, এবং সেনরাজবংশের দৌহিত্র।

নায়কস্য সুতা যে তে সেনরাজসুতাসুতাঃ। ৩২৯ পৃষ্ঠা ঐ

নায়কদাশের পুত্রগণ, সেনরাজকুলের কন্যাগর্ভ সমুদ্ভব।

কর্ম্মদাশস্য কনৈকা দত্তা সেননৃপান্বয়ে।
জগন্নাথায় সেনায় স্বকীয়কর্ম্মদোষতঃ॥ ৩৩১—ঐ

কর্ম্মদাশের একটী কন্যা সেনরাজগণবংশপ্রভব জগন্নাথসেনের সহিত বিবাহসূত্রে সংবদ্ধ হয়, কিন্তু সেনরাজগণ বংশে বৈশ্বানরসেন ছিলেন, বৈশ্বানরগণ, আভিজাত্যে গরীয়ান্ ছিলেন না। কাজেই উহা কর্ম্মদাশের নিজ কর্ম্মদোষেই হইয়াছিল বলিতে হইবে।

সুতৌ মন্মথদাশস্যাচ্যুতশ্রীমন্তদাশকৌ।
সেনভূপ কুলোদ্ভূত সেনলক্ষ্মণসুসুজৌ॥ ৩৮৪ পৃষ্ঠা। ঐ

অচ্যুত ও শ্রীমন্ত-দাশ, মন্মথ-দাশের পুত্র, ও সেনরাজ-বংশপ্রভব লক্ষ্মণসেনের দৌহিত্র।

গিরি-নাথস্য দাশস্য জজ্ঞিরে তনয়া স্ত্রয়ঃ।
মহাকালোঽথ রজনীনাথোঽচ্যুত ইতঃপরঃ।
সেনভূপকুলোদ্ভূতগোবিন্দসেনসুসুজাঃ॥ ৩৬৪ পৃষ্ঠা ঐ।

মহাকাল, রজনীনাথ ও অচ্যুত, গিরিনাথ-দাশের পুত্র ও সেনরাজ-বংশ প্রভব গোবিন্দ সেনের দৌহিত্র।

চন্দ্রগুপ্তস্য যঃ পুত্রঃ সেনরাজসুতাসুতঃ।
অপুত্রকঃ পশুপতিঃ সেনরাজসুতাপতিঃ॥ ৪৬৭ পৃষ্ঠা—ঐ

চন্দ্রগুপ্তের যে পুত্র, তিনি সেনরাজ-বংশের দৌহিত্র। পশুপতি অপুত্রক, তিনি সেনরাজ বংশের জামাতা।

অচ্যুতস্য সুতে জাতে সেনরাজসুতোদরে। ৪২৮ পৃষ্ঠা ঐ।

অচ্যুত গুপ্তের দুই কন্যা, তাহারা সেনরাজবংশীয় কন্যাগর্ভ সমুদ্ভব।

শ্রীপতে স্তনয়া জাতা জ্যেষ্ঠো গদাধরঃ কৃতী।
সাগরো ভগিগুপ্তোঽমী ভূপকেশব সুসুজাঃ॥ ৪৪২ পৃষ্ঠা।

শ্রীপতি-গুপ্তের তিন পুত্র, গদাধর, সাগর ও ভগিগুপ্ত, ইহারা মহারাজ কেশবসেনের দৌহিত্র।

এখন বিবেকশীল প্রবীণগণ, ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা স্মরণপূর্ব্বক অপক্ষপাত-হৃদয়ে বলুন, সেনরাজকুলকেশরী এই বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন যখন বৈদ্যের নেদিষ্ঠ সপক্ষ, মাতামহকুল, তখন অম্বষ্ঠকুলনন্দন এই রাজপুরুষগণ,

জাতিতে অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্য ছিলেন, কি ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন? কোন ক্ষত্রিয়, কি কোন কায়স্থকুলকেতন কি স্বস্ব কুলপঞ্জিকা অথবা গ্রন্থান্তর হইতে এমন কোন একটী বর্ণও নির্গত করিতে পারিবেন, যাহার বলে উক্ত সেনরাজগণকে তাঁহাদের কেহকেটা বলিয়া মনেও ভাবিতে পারা যাইতে পারে?।

বল্লাল ও লক্ষ্মণের গৃহবিবাদে থাক হইল বৈদ্যজাতির মধ্যে, বল্লাল ও লক্ষ্মণাদি যৌনসম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলেন বৈদ্যজাতির সঙ্গে, বল্লাল ও লক্ষ্মণকৃত কুলপঞ্জিকা সকল আদর্শ হইল, বৈদ্যকুলপঞ্জিকাসমূহের, অথচ এহেন ক্ষত্র-সম্পর্কশূন্য, অকায়স্থ বৈদ্যবিনোদী রাজগণকে ভাবিতে হইবে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া, ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জতা, বেয়াদবি ও জবরদস্তী কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে পারে? কায়স্থ-ভ্রাতৃগণের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত এত বড় বড় প্রবীণ ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকিতেও কি আমরা উচিত বিচারলাভে অসমর্থ হইব?।

অবশ্য নির্লজ্জেরা কুতর্ক করিতে ছাড়িবেন না যে এই বল্লাল, এই লক্ষ্মণ ও এই কেশবসেন যে বাঙ্গালার সেনরাজগণের বংশপ্রসূত, তাহার প্রমাণ কোথায়? কিন্তু আমরা জগতের নিকট বিচার প্রার্থনা করি যে রাজা বল্লাল সেন, সেনরাজ কুলপ্রসূত লক্ষ্মণসেন ও ভূপকেশবসেন বলিতে কি বঙ্গদেশে আর কোন অভিনব জীবান্তরের অনুভূতি হৃদয়ে জাগিতে পারে? মহামতি ভরত আরও অনেক বল্লাল, অনেক লক্ষ্মণসেন ও অনেক কেশবসেনের নাম লইয়াছেন, কিন্তু তিনি তথায় সঙ্গে সঙ্গে তাহার পার্থক্য সংসূচনা জন্য তাহাতে স্বতন্ত্র বিশেষণ বিশেষত্বেরও সংযোজনা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। আমরা তাহারও কতিপয় উদাহরণ সমাহার করিয়া দেখাইব আমাদের সমাহৃত বল্লালসেনাদিকে কখনই সেনরাজকুলপ্রভব জগদ্‌বিখ্যাত বল্লালসেনাদি না ভাবিয়া থাকিতে পারা যাইবে না। যথা—

১। পরা মাধব-সেনায়
শুকসেন-কুলোদ্ভবে। ২২২ পৃ

২। বল্লালস্য ত্রয়ঃ পুত্রা,
জীবনস্তত্র পূর্ব্বজঃ॥ ২২৫ পৃ

৩। খণ্ডে বল্লাল-সেনস্য,
দুহিতুর্গর্ভ-সম্ভবাঃ॥ ২৬৮ পৃ

এখন মনীষিগণ, ইহার সহিত, উপরি উদ্ধৃত প্রমাণ-সমূহের তুলনা করিয়া দেখুন এই উভয় প্রমাণে কত প্রভেদ?। উপরি উদ্ধৃত প্রত্যেক প্রমাণে বল্লাল, লক্ষ্মণ ও কেশব-সেন প্রত্যেকেই হয় রাজা, না হয় সেনরাজ

৪। পূর্ব্বা লক্ষ্মণসেনায়,
ধলহণ্ডনিবাসিনে। ২৬৬ পৃ
৫। নরহট্ট-সমুদ্ভূত-
বল্লালসেন-সূনুজঃ। ৩০৮
৬। দাশ-সেনস্য তনয়াঃ
পঞ্চামী পঞ্চয়োর্ষয়োঃ।
মধুসূদন-কন্দর্পৌ
বল্লালশ্চ বৃহস্পতিঃ।
বল্লাল-সেনো বিশ্বাসঃ,
দাতা ভোক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধান্য-চেলাম্বু-গো-ভূমি-
নর-দোলাশ্ব-দানকৃৎ। ১৪২ পৃ
৭। বেণীরামোহ গ্রহীৎ দৈন্যাৎ,
শাখরা-শক্তি-সন্ততৌ।
কন্যাং লক্ষ্মণ-সেনস্য,
দামোদর-তনূদ্ভূবঃ॥ ৩২৩ পৃ
৮। অসৌ মাধবসেনস্য
দৌহিত্রঃ কোচসন্ততৌ। ৩২৯পৃ
৯। রায়ি-গ্রামি-সমুদ্ভুত
বল্লালসেন-সূনুজাঃ। ৩৫৮
১০। রামো জগ্রাহ মালঞ্চে
সেনলক্ষ্মণকন্যকাং। ৮০০
১১। আদ্য কেশবসেনায়
পঞ্চকূটভুবে পরা। ৮০২
১২। একা কেশবসেনায়,
দত্তা বেতড়সম্ভুবে। ৪১৯
১৩। পূর্ব্বা বল্লালসেনায়
মালঞ্চ কুলসম্ভুবে। ৪২০

কুলসন্তান বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন, পক্ষান্তরে বামোদ্ধৃত প্রমাণসমূহে নামগত সাম্য থাকিলেও বিশেষণগত বৈষম্য ঘোরতর। এক বল্লালসেন জীবনসেনের পিতা, এক বল্লালসেন খণ্ডবাসী, অন্য একজন নরহট্ট নিবাসী, আর একজন বল্লালসেন বিশ্বাসো-পাধিক ও দাশসেনের পুত্র, আর এক-জন বল্লালসেন রায়িগ্রামীণ, আর এক-জন বল্লালসেন মালঞ্চ কুল-সঞ্জাত ; অপিচ ইঁহারা কেহই রাজা ছিলেন না। এবং এই বামদিক্‌সংস্থ লক্ষ্মণ, মাধব ও কেশবসেনপ্রভৃতিও রাজা নহেন পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন বংশ-প্রভব বা বিভিন্ন স্থানবাসী বলিয়া সমাখ্যাত ? সুতরাং উপরি উদ্ধৃত বল্লালসেন-প্রভৃতি যে সেনরাজ-কুলকেতন মহারাজ বল্লাল-সেনাদি, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই। তবে একথা ঠিক যে রাজা বল্লাল-সেনও দুইজন ছিলেন, একজন কৌলীন্য-সংস্থাপয়িতা, অন্যজন তাঁহা-রই বংশে বহু পরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। লক্ষ্মণসেনও বল্লালবংশে দুই ব্যক্তি ছিলেন। আমরা সেনরাজগণের বংশাবলী প্রকরণ ও সময়-নির্ণয়প্রবন্ধে সে কথাগুলির মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইব।

এখানে আমরা প্রসঙ্গতঃ আরও

একটী কথার যাথার্থ্য বিনির্ণয়ে সচেষ্ট হইব। আমরা এপর্য্যন্ত ইহাই অবগত আছি যে "সেনভূমি" নামক স্থান মানভূমি জিলার প্রদেশ-বিশেষ। কিন্তু আমরা সম্প্রতি ভরতের বর্ণনাঅনুসারে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতেছি যে সেনরাজগণ-অধ্যুষিত ভারতবিশ্রুত রামপালসনাথ বিক্রমপুরও একদিন "সেনভূমি" নামে আখ্যাত হইয়াছিল। খুব সম্ভব যে মহারাজ বল্লাল-সেন-প্রভৃতি আপনাদিগের বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ ও প্রদীপ্ত রাখিবার জন্য বিক্রমপুরকেও "সেনভূমী" নামে সমাখ্যাত করেন। ঐ সময়ে পঞ্চকোট ও বঙ্গদেশে তিনটী সেনরাজ-বংশ বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে যে "সেনভূমি" মান-ভূমি অঞ্চলে সংস্থিত, তথায় মহারাজ শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ কমল (ভরতের মতে বিমল) ও মহারাজ নাথ-সেন সগন্ধ বৈদ্যরাজগণ রাজত্ব করেন, এবং আর একটী সর্ব্বজন পরিচিত বৈদ্য-রাজবংশ শিখরভূমে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দিগন্ত-বিশ্রুত বদান্যবর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র উক্ত রাজবংশে প্রসূত। তৃতীয় সেনরাজ-বংশ বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কখন নবদ্বীপ, কখনও গৌড়, কখনও বা সুবর্ণগ্রামে এবং কখনও বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে বসবাস করিয়া গিয়াছেন। এই বৈদ্যরাজগণের মধ্যে মহারাজ বল্লালের অধ্যুষিত সেনভূমি, বঙ্গদেশের সেনভূমি বলিয়া প্রখ্যাত হইত। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরস্থ হুগলি, শ্রীখণ্ড, মালঞ্চ, অম্বিকা, কালনা কাটোয়া ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান, রাঢ় দেশের অন্তর্গত। ইহার অপর নাম সুহ্মদেশ। মহারাজ বলির ক্ষেত্রজ পুত্র সুহ্ম এই দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। এবং তাঁহার অন্যতর ভ্রাতা বঙ্গ যে দেশের আধিপত্য লাভ করেন, তাহা তাঁহার নামানুসারে বঙ্গদেশ বলিয়া প্রখ্যাত হয়। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কলিকাতা, নবদ্বীপ, যশো-হর, ফরিদপুর, বরিশাল, বিক্রমপুর ও মাণিকগঞ্জ-সনাথ প্রদেশ-সমূহ, বঙ্গদেশের অন্তর্গত। মহারাজ রঘু বঙ্গদেশ জয় করিয়া গঙ্গাবক্ষে (পদ্মাবক্ষে) নব-দ্বীপ-মালাতে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন, উক্ত দ্বীপসমূহই কালে ঢাকা প্রদেশে পরিণত হইয়া বঙ্গদেশের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু উহা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও নোওয়াখালী, এখন উপবঙ্গ বা নিম্নবঙ্গ নামে সমাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। রাঢ়ের পশ্চিম দিকে, বীরভূমি, ধলভূমি, বরাহভূমি, শিখরভূমি, মানভূমি-প্রভৃতি স্থান

লইয়া পঞ্চকোট সমাজ গঠিত। বাঁকুড়া জিলাও উক্ত সমাজের অন্তর্গত। বাঁকুড়া যে যাবনিক নাম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আমরা কুলগ্রন্থে সামন্ত-ভূমি ও ব্রাহ্মণভূমি নামেও দুইটী স্বতন্ত্র স্থানের নির্দ্দেশ দেখিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ উহাদের অবস্থান-বিন্দু নির্দ্দেশ করা সম্প্রতি অতীব অসাধ্য। প্রাচীনত্বের আমূলবিধ্বংসী কুসংস্কারান্ধ মুসলমান রাজগণ উহাদিগকে যে এলাহাবাদ (প্রয়াগ) ও জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) প্রভৃতির ন্যায় কোন নূতন আখ্যায় রূপান্তরিত করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হোক্ বঙ্গদেশেও যে কোন একটী স্বতন্ত্র স্থান "সেনভূমি" নামে আখ্যাত হইয়াছিল, বল্লালসেন-প্রভৃতি যে উহার রাজা ছিলেন, তাহা প্রদর্শন-জন্য আমরা রামকান্তের কণ্ঠহার ও ভরতের চন্দ্রপ্রভা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

১। সেনভূমৌ অভূৎ রাজা
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষ স্তনয়স্তস্য,
কমলো বিমল স্তথা॥
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ
কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্র মুপাদায়,
রাঢ়দেশ মুপাগতঃ॥*
বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা
বিমলস্য সুতোঽভবৎ।
৪৭ পৃঃ—কণ্ঠহার

২। সএব কুলসম্পত্ত্যা সেনভূমৌ
প্রতিষ্ঠিতঃ। ২২২ পৃ চন্দ্রপ্রভা।

৩ অপরা সেনভূমিষ্ঠ—
সেনরাজ-কুলোদ্ভবে।
২২৪ পৃ

৪। স সেনভূমিনৃপতে
স্তনুজা গর্ভসম্ভবঃ। ৩২০ পৃ

৫। স সেনভূমিনৃপতেঃ
সেনস্য দুহিতুঃ সুতঃ॥ ৩২৮ পৃ

৬। স সেনভূমিনৃপতে
শ্চন্দ্রসেনস্য সূনুজঃ। ৩৩২ পৃ

৭। রাজ্ঞো বিমলসেনস্য
তনুজা গর্ভসম্ভবঃ। ৩৩৩ পৃ

৮। আন্দোর-সেনভূমিষ্ঠ-
সেনরাজকুলে হ গ্রজা। ৩৯৪ পৃ

* বিনায়ক-পিতা বিমলসেন সেনভূমির অন্তর্গত কাঞ্চীশা নগর ত্যাগ করিয়া স্বপুত্র বিনায়কসহ রাঢ়ের অন্তর্গত মালঞ্চে আগমন করেন। যথা—

কাঞ্চীশা নগরীং বিহায় বহুভি র্বৈদ্যৈঃ কুলীনৈর্দ্বিজৈঃ,
মালঞ্চঃ সমলঙ্কৃতঃ সুরধুনী-তীরে সমাজিঃ কৃতঃ। চন্দ্রপ্রভা।

৯। তৎপরা সেনভূমিষ্ঠ
সেনরাজস্য সম্ভতৌ। ৩৯৭ পৃ
১০। নিখিগুপ্ত ইমে রাজ্ঞঃ
পুরুসেনস্য সূনুজাঃ। ৪৪১ পৃ
১১। সেনভূমি-কৃতাবাস
জয়ন্তভূপসুনুজঃ। ৪৪১ পৃষ্ঠ
১২। অসৌ কমলসেনস্য
সেনভূমেঃ সুতাসুতঃ। ৪৪৯ পৃ
১। মালাধরস্য পুত্রৌ যৌ
গোবিন্দশ্চারবিন্দকঃ।
তৌ বঙ্গে রোষসেনস্য,
সেনভূমৌ সুতাসুতৌ॥ ৩২২ পৃ
২। তৎপক্ষে কন্যকা জাতা
সেনভূমিনিবাসিনে।
সেনরাজকুলে সেন-
বিজয়ায় দদে চ সা॥ ৩৩১ পৃ।
৩। সেনভূমি-সমুদ্ভূত-
নৃপবল্লালসূনুজাঃ। ৩৩১ পৃ।
৪। বঙ্গে বল্লালসেনায়,
দ্বিতীয়েষু চ তৎপরা।
৩৩২ পৃ
৫। অপরা সেনভূমৌ চ
সেনরাজকুলোদ্ভবে। ৩৩৩ পৃ
৬। দত্তা মাধবসেনায়
সেনভূমিনিবাসিনে। ঐ
৭। সেনভূমা বুভে এব
বঙ্গে বিজয়সংজ্ঞিনে। ৩৩৫ পৃ
৮। বঙ্গে রামগঙ্গাসেন-
কন্যকা গর্ভসম্ভবঃ। ৩৫০ পৃ
৯। সেনভূমিনিবাসস্থ
সেনকেশবসম্ভবাঃ।
চন্দ্রপ্রভা ৪৪৯ পৃ

আমরা এখানে উপরে যেসকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে জানা যাইতেছে যে বঙ্গদেশেও স্বতন্ত্র একটী সেনভূমি ছিল, বল্লাল তাহারই রাজা ছিলেন। উহাই রামপাল-সনাথ বিক্রমপুর। এবং মানভূমি অঞ্চলে সেনভূমি-নামে যে একটী ভিন্ন বৈদ্যপ্রধান স্থান ছিল, তথায় মহামতি শ্রীহর্ষসেন রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলসেন পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত পঞ্চকোটীয় সেনভূমে থাকিয়া যান, কনিষ্ঠ পুত্র বিমলসেন রাঢ়ে মালঞ্চ নগরে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন. বিমলের পুত্রই বিনায়ক সেন। মহামতি ভরত উক্ত সেনভূমিতে বিমলসেন নামে এক স্বতন্ত্র রাজার সত্তা বিজ্ঞাপিত করেন, (৭ নং ও চন্দ্রপ্রভা ২১০ পৃষ্ঠা দেখ) তাহা ভরতের প্রমাদ কিনা, ভরত কমলকেই বিমল নাম দিয়াছেন কি না, তাহা চিন্তনীয়। সেনভূমিতে যে কমলসেনও ছিলেন তাহা বামোদ্ধৃত ১২ সংখ্যক প্রমাণে স্ফুটীকৃত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে কণ্ঠহারকেই অপ্রমাদী মনে করি।

আমরা এখানে কণ্ঠহার ও চন্দ্রপ্রভার সারাকর্ষণপূর্ব্বক পঞ্চকোটীর সেনভূমির রাজগণের একটী বংশমালা বিন্যস্ত করিলাম। যথা—

মহারাজ শ্রীহর্ষসেন

চন্দ্রসেন (বা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন) বুধসেন

১ কেশবসেন, ২ নারায়ণসেম, ৩ কন্দর্পসেন, ৪ প্রমথ, ৫ কুলানন্দ, ৬ ঋষি, ৭ যশঃসেন, ৮ গরিসেন, ৯ স্বল্পরাজ (কান্দুথান), ১০ রামসেন, ১১ দৈত্যসেন (ঠেঙ্গাপঞ্চানন) ১২ দানসেন, ১৩ চন্দ্রথান, ১৪ চামরসেন, ১৫ গন্ধর্ব্ব, ১৬ ধর্ম্মসেন, ১৭ নেপালসেন, ১৮ হরানন্দসেন।

মহারাজ বাহুসেন, শিখরভূমীশ্বর রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসভায় প্রধান পণ্ডিত ও চিকিৎসকের পদে বরিত হইয়া পাহাড় অঞ্চলে বাস করেন। তাঁহার

পুত্র রাজা অনন্তসেনও অতিবড় পণ্ডিত ও প্রধান যোদ্ধা ছিলেন, তজ্জন্য শিখরেশ হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে বহুমানপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ নাথসেন। তিনি বঙ্গদেশীয় কুমারনামক ব্যক্তির সাহায্যে অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য লাভ করেন, তাহাতে শিখরেশ প্রীত হইয়া তাঁহাকে তদ্দেশের একমাত্র রাজা করেন। তাহাতে নাথসেন পাহাড় দেশের নূতন রাজা হয়েন, আর তাঁহার বংশীয়গণ তাঁহাদের পূর্ব্বরাজ্য সেনভূমিতে রাজত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে কে কে সেনভূমিতে থাকিয়া গেলেন, ভরত তাহা কিছুই বিবৃত করেন নাই। নাথসেনের পুত্র মহারাজ বিজয়সেন। তিনি অতিশয় বল-বান্ ছিলেন ও সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া "মহারাজ "আখ্যা ধারণ করেন। বিজয়ের পুত্র চন্দ্রসেন ও বুধসেন। কিন্তু সকল বৈদ্যের অনুমোদনক্রমে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রসেনই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার অপর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার চন্দ্রখানপ্রভৃতি ১৮ পুত্র হয়। কিন্তু চন্দ্রখাঁ প্রভৃতি ৮পুত্র অতি অসার ছিলেন, তাঁহারা অসৎকার্য্যপরায়ণ ও অপসম্বন্ধ প্রভৃতি দ্বারা কায়স্থ হইয়া যান্, অন্য দশপুত্র স্বজাতিতে থাকিলেন, তন্মধ্যে মহারাজ কেশবসেনই রাজা হয়েন। এই চন্দ্রসেন ও বুধসেনপ্রভৃতির অনন্তর-বংশ্যগণের বিষয় বৃদ্ধ-বৈদ্যগণহইতে জ্ঞাতব্য। চন্দ্রপ্রভার বিবৃতি এইরূপ। যথা—

ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ*।
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ॥
একো বিমলসেনস্য * পুত্রোঽভূৎ পরমেশ্বরঃ।
পরমেশ্বরতো জজ্ঞে বাসুদেবো গুণিপ্রিয়ঃ॥
চিকিৎসাকার্য্যনৈপুণ্যাৎ শিখরেশাশ্রয়ং গতঃ।
সম্মানপূর্ব্বকং তেন স্থাপিতোয়ং মহীভুজা॥
বাসুদেবস্য তনয়ো ঽনন্তসেন ইতি স্মৃতঃ।
উভাভ্যাং শস্ত্রশাস্ত্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাজপূজিতঃ॥
তস্যৈবানন্তসেনস্য নাথসেনঃ সুতোঽজনি।
বাঙ্গকুমারসংসর্গাৎ অস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ॥

* এখানে বিমল না হইয়া কমল হইবে। সম্ভবতঃ ভরত ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তস্যাস্ত্রবিদ্যামালোক্য প্রীতোঽভূৎ শিখরেশ্বরঃ।
হরিশ্চন্দ্রো দদৌ তস্মৈ তদ্দেশস্যৈকরাজতাং॥
তৎপূর্ব্বার্জ্জিত-দেশং স বিহায় খণ্ডসাধিতং।
পাহাড়দেশখণ্ডে চ নাথসেনো ঽভবন্নৃপঃ॥
তদীয়াঃ পূর্ব্বপুরুষা রাজান স্তত্র চ স্থিতাঃ।
ইতি মত্বাঽ ভবৎ রাজা নাথসেনো ঽতি যত্নতঃ॥
নৃপতে র্নাথসেনস্য পুত্রো বিজয়সেনকঃ।
স এব সর্ব্বসংগ্রামে মহারাজোঽভবৎ বলী॥
রাজ্ঞো বিজয়সেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
চন্দ্রবৎ চন্দ্রসেনোঽভূৎ বুধসেনো বুধোপমঃ॥
চন্দ্রসেনোঽভবৎ রাজা ভিষজামপি সম্মতঃ।
"লক্ষ্মীনারায়ণঃ" খ্যাতো দেবভূদেবসেবকঃ॥
ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্য অষ্টাদশ কুমারকাঃ।
চন্দ্রখানাদয়ো জাতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্বএবহি॥
অষ্টৌ সুতা অপরাশ্চ চন্দ্রখানাদয়োঽভবন্।
যে সারাস্তে চ সদ্বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ॥
অষ্টৌ পুত্রা স্ততঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ।
সারেষু তেষু পুত্রেষু রাজা কেশবসেনকঃ॥
অস্যানুজোঽ ভবৎ পুত্রো নারায়ণ ইতিস্মৃতঃ।
নারায়ণস্য চরমা শ্চতুঃপুত্রা গুণান্বিতাঃ॥
কন্দর্পসেনঃ প্রথমঃ কুলানন্দ ঋষিঃ পরঃ।
যশঃসেনশ্চ ষড়ঙ্গী খণ্ডে দাসসুতাসুতাঃ॥
গয়িসেনঃ স্বল্পরাজো রামসেন স্ততঃ পরঃ।
ঠেঙ্গাপঞ্চাননঃ খ্যাতো দৈত্যসেনোথ তৎপরঃ॥
দাতা ভোক্তা স্বল্পরাজঃ কান্দুসেন ইতিস্মৃতঃ।
দানসেনঃ শিখরভূ মুক্তিদাশসুতাসুতাঃ॥
অসারেষ্বপি পুত্রেষু চন্দ্রখানঃ প্রতাপবান্।
তত শ্চামরসেনোঽভূৎ বলবানস্ত্রপণ্ডিতঃ॥

গন্ধর্ব্বো ভীপুরীয়স্থ ষাঠগুপ্তস্থ স্বনুজাঃ।
ধর্ম্মসেনো ভীপুরীয় তপগুপ্ত সুতাসুতঃ॥
নেপালশ্চ হরানন্দ আদ্যহিঙ্গুসুতাসুতৌ।
এতে চাষ্টাদশ সুতা শ্চন্দ্রখানাদয়োহভবন্॥
অষ্ট তেষা মসৎকার্য্যকুসম্বন্ধপরায়ণাঃ।
দশ সৎকার্য্যনিপুণাঃ কুলকার্য্যপরায়ণাঃ॥
এষাং বংশ্যাস্তু বিজ্ঞেয়া বৃদ্ধবৈদ্যানুসারতঃ।
বুধসেনস্থ পুত্রাষ্যা জ্ঞেয়া লোকানুসারতঃ॥ ২১০—১১ পৃষ্ঠা

আমরা চন্দ্রপ্রভার এই বর্ণনা হইতে ইহাই পাইতেছি যে সেনভূমির রাজগণ মধ্যে বিজয়সেন ও কেশবসেন নামেও কেহ কেহ ছিলেন। বঙ্গদেশের সেনরাজ পরিবারমধ্যেও ঐ দুই নামের দুইজন রাজা বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং আমরা দক্ষিণে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে কেশব ও বিজয়সেন, এই উভয় বংশের যে কোন ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু পঞ্চকোঠীয় সেনভূমি রাজগণমধ্যে বল্লাল, লক্ষ্মণ ও মাধব নামে কেহ ছিলেন এরূপ দেখা যায় না। অতএব ভরত পরিজ্ঞাত এই বল্লাল, লক্ষ্মণ ও মাধবসেন যে বঙ্গদেশের প্রখ্যাত-নামা সেনরাজবংশীয় বল্লালসেনাদি তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং বৈদ্যসগন্ধ এহেন বল্লালসেন প্রভৃতি যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবিষয়ে কোন বিতর্ক করার কোন হেতুই দেখা যায় না?।

অবশ্য এখানে এরূপ তর্কও হইতে পারে যে ১।২।৩।৫।৬।৭।৯ প্রমাণে যখন "সেনভূমি" কথার যোজনা রহিয়াছে, তখন ঐসকল বল্লাল-বিজয়-সেনাদিকে পঞ্চকোঠীয় সেনরাজা ভাবিতে হইবে না কেন? কিন্তু তাহা না ভাবিবার হেতু এই যে এইসকল প্রমাণে যখন "বঙ্গে" এই কথাটীর সত্তাও পরিলক্ষিত হইতেছে তখনই বুঝিতে হইবে বঙ্গদেশেও পৃথক্ একটী "সেনভূমি" সমাখ্যাত স্থান ছিল, বল্লালাদি সেই সেনভূমির রাজা ছিলেন। খুপ সম্ভব যে পঞ্চকোঠীয় সেনরাজগণ, যেমন আপনাদের নামানুসারে মানভূম অঞ্চলের কোন স্থান "সেনভূমি" নামে বিশেষিত করেন, বঙ্গদেশের সেনরাজগণও ঐরূপ হেতুতে আপনাদের অধ্যুষিত রামপালসনাথ বিক্রমপুরকে "সেনভূমি" নামে সমাখ্যাত করিয়া থাকিবেন। উহা তাঁহাদের কাগজ পত্রে ব্যবহৃত হইত, কুলপঞ্জিকাকারগণও ব্যবহার করিয়া

গিয়াছেন, তাই আমরা বঙ্গদেশে একটী স্বতন্ত্র সেনভূমির সত্তা পরিলক্ষিত করিতেছি। চন্দ্রপ্রভায় যে যে স্থানে 'বাঙ্গ ও বাঙ্গ পাঠ আছে, ঐসকল স্থানের প্রকৃত পাঠ "বঙ্গে" হইবে। খুপ সম্ভব উহা মুদ্রাকর প্রমাদ মাত্র। এবং দক্ষিণ পার্শ্বের প্রমাণে যে কেশবসেনের নাম রহিয়াছে, তিনি বঙ্গীয় সেন-রাজকুমার লক্ষ্মণসেন পুত্রই হইবেন এরূপ বোধ হয়। বিজয়সেন কালগণনা মতে যে কোন দিকে পড়িতে পারেন। যাহা হউক এই সামাজিক প্রমাণ দ্বারা সেনরাজগণ যে নির্ব্যূঢ় বৈদ্যসন্তান বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। হাঁ এ কথা ঠিক্ যে এই চন্দ্রপ্রভোদিত প্রমাণ যে বেদ-বাদবৎ সিদ্ধ প্রমাণ, তাহা নহে, অতএব কেবল এই গ্রন্থের শাসনবলে সামা-জিকগণ সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে কেন ষোল আনা তৃপ্ত হইবেন ?। কথা এই রকমই বটে, কিন্তু চন্দ্রপ্রভার উক্তি কেন যে বেদবৎ সিদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইবে না আমরা তাহারও কোন হেতু দেখিতে পাই না, প্রত্যেক কুলপঞ্জী প্রণেতাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পঞ্জী প্রণেতৃগণের গ্রন্থ আদর্শ করিয়া স্বস্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং চন্দ্রপ্রভা ২২৭।২৮ বৎসরের হইলেও অপ্রমাণ নহে।

মহামতি ভরতসেন মল্লিক, বঙ্গে দ্বিতীয় মল্লিনাথ বিশেষ। সাহিত্য-জগতে তাঁহার সিংহাসন অত্যুচ্চ মঞ্চে সংস্থিত, তাঁহার মতন মহামহোপাধ্যায়, শাব্দিক পণ্ডিত বঙ্গদেশে বহু জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া মনে করা অবিবেচনার কার্য্য নহে। অপিচ তিনি বৈদ্যদিগের সহিত সেনরাজ কুলের যে সাগন্ধ্য বর্ণনা করিয়াছেন, বিষয়গত অবস্থা দৃষ্টেও উহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিয়া মনে করার কোন মুখ্য বা গৌণ হেতু পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা সরল মনে ভরতের উক্তি অপরিবর্ত্তসহ প্রকৃত তথ্য মনে করিয়াছি, সুতরাং আমরা স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল সামাজিকগণকে ইহা অকাট্য প্রমাণ বলিয়াই মনে করিতে অনুরোধ করি। ভরত এতগুলি কথা নিজে মিথ্যা বানাইয়া লিখিয়া-ছেন, কিংবা তাঁহার কোন পূর্ব্ববর্ত্তী এরূপ করিয়াছিলেন, এ কথা মনেও আসিতে দেওয়া উচিত নহে। কায়স্থ ভ্রাতৃগণের উপস্থাপিত ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকা, আচার নির্ণয়তন্ত্র ও ব্যোম-বিরাটসংহিতাদি দৃষ্টে লোকের আত্মা ও চিত্ত কলুষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন

জনসাধারণ কৃত্রিমতা ও মিথ্যাকে ভয় করিয়া চলিতেন। এ কালেও কোন বৈদ্যসন্তান কোন মিথ্যা গ্রন্থ, মিথ্যা বচন বা বিকৃত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া কলঙ্কিত ও অবগীত হইয়াছেন কি ?।

প্রতিবাদ-প্রকরণ।

সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব-নিরসন।

সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব ও অম্বষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনবিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বলা হইল, এইক্ষণ আমরা দেখাইব উঁহারা ক্ষত্রিয় বা কায়স্থক্ষত্রিয় ছিলেন না।

একদল লোক আছেন, তাঁহারা সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিতে বদ্ধপরিকর। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ ও পূজনীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রভৃতি এই দলভুক্ত। দ্বিতীয় দলে বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ, বাবু সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও বাবু ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রভৃতি দণ্ডায়মান। ইঁহারা উঁহাদিগকে কায়স্থ বা কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতে সমগ্রণী। আমরা দুইটী প্রবন্ধে এই দুইটী বিষয়ের প্রতিবাদ করিব।

সেনরাজগণ একটুও ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া অশুভক্ষণে তাম্রফলক ও প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিতে দিয়াছিলেন—"সেনকুলকমলবিকাশভাস্করসোমবংশ-প্রদীপঃ"; অশুভক্ষণে লিখিতে দিয়াছিলেন—"রাজা সুধাদীধিতিঃ, বংশে তস্য", অশুভক্ষণে লিখিতে দিয়াছিলেন—"ওষধিনাথ-বংশে", তাহা না হইলে তাঁহাদিগের সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত স্বীকৃতসত্য অম্বষ্ঠবৈদ্যত্ব কেন আজ বিসংবাদ সঙ্কুল হইবে? কেন আজ নেপথ্যে গভীরে ভেরী বাজিয়া উঠিবে—"সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়-সন্তান"?। কিন্তু যাঁহারা সত্যের সমাদর করিতে জানে না, সারল্যের মর্য্যাদা করিতে জানে না, বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিধ্বংস সংসাধনই যাহাদিগের একমাত্র অভিলক্ষ্য, যাহারা যে কোন উপায়ে সত্যের অপলাপ ও সত্যের সংগোপনে ক্ষিপ্রহস্ত ও প্রয়াসবান্, তাহারা গগনমেদিনী বিকম্পিত করিয়া যাহাই কেন বলুক না, যাহাই কেন করুক না, আমরা কিন্তু

কিছুতেই আমাদিগের সাধা সুর ভুলিবার নহি। সহস্র তাম্রশাসন আর্ত্তনাদ করুক না, সহস্র প্রস্তর ফলক আপনার বুক চিরিয়া জ্বলন্ত ভাষায় রাম নাম প্রদর্শন করুক না, সহস্র সহস্র আইন আকবরি ভীষণ বিভীষিকা দেখাইয়া রসাকে রসাতলে লইয়া যাক্ না, মায়া সীতার মায়ামুণ্ড যতই কেন "রামরাম" বলিয়া কান্দাকাটী করিয়া রুধির বমন করুক না, আমরা কিন্তু তথাপি হিমাচলের ন্যায় অটলহৃদয়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া পূর্ব্ববৎ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিব যে সেন-রাজগণ অম্বষ্ঠাপরনামা বিশুদ্ধ বৈদ্যসন্তান, তাঁহারা কখনই ক্ষত্রিয় কিংবা কায়স্থ নহেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলে শ্যামল বর্ম্মার ন্যায় অবশ্যই বর্ম্মশব্দ দ্বারা স্বস্ব নাম অলঙ্কৃত করিতেন। অন্ততঃ "সেনবর্ম্মা" বলিতেও ক্ষান্ত থাকিতেন না।

হায় হায়, এখন এমনই এক কঠিন কাল পড়িয়াছে, যে মানুষ আর প্রসন্ন-চিত্তে সহাস্যবদনে সত্যের সেবা করিতে প্রস্তুত নহে। জিগীষা ও স্বার্থ মানুষকে অন্ধ ও ন্যায়মার্গ-পরিভ্রষ্ট করিয়া উন্মার্গের দিকে লইয়া যাইতেছে। বিবেক, পদবিদলিত, ন্যায় পদ-বিমর্দ্দিত, সত্যানুরাগ দেশ-নির্বাসিত, সভ্যতার নামের কতকগুলি বাঁধা বুলি আছে, মানুষ সেইগুলির আশ্রয় লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। স্বৈরাচার স্বাধীনতার সিংহাসন আয়ত্ত করিয়া বসিয়াছে এবং মানুষ সেই স্বাধীনতার দোহাই দিয়া হয়কে নয়, নয়কে হয় করিয়া বাল-কের দলের নিকট যশস্বী হইতেছে। বালকেরাও নির্বিচার চিত্তে অসত্যকে সত্য ভাবিয়া বিনাশের দিকে ধাবিত হইতেছে। দেশ অরাজক, সমাজ নেতৃবিহীন ও শাস্তৃশূন্য এবং উচ্ছৃঙ্খল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য বিবর্জিত, পরন্তু অর্থীগৃধ্নু ও সত্যভ্রষ্ট, মিথ্যাশ্লোকের সৃষ্টি ও প্রকৃত শ্লোকের বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে সমভ্যস্ত, কাজেই দেশের আর নিস্তার নাই। যদি দেশের লোক স্বার্থান্ধ ও জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ কুমার্গের আশ্রয় না করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে সেনরাজগণের সিদ্ধবৈদ্যত্ব-সংসিদ্ধির নিমিত্ত লেখনী ধারণ করিতে হইত না।

যাহা হউক, পরিপন্থিগণ নিম্নলিখিত কতিপয় হেতুতে সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিতে অভিলাষী। যথা—

১। কতিপয় কুলপঞ্জিকার বচনে উঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

২। তাম্রফলক ও প্রস্তরফলকসমূহে উঁহাদিগের চন্দ্রবংশত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে।

৩। তাম্রফলকে উঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, ইত্যাদি। আমরা একে একে এইসকল হেতুর অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। বিরুদ্ধ-পক্ষের কুলপঞ্জিকার বচন এই—

১। অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাং ব্রতযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয়যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতু মিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥
বিপ্র উবাচ।
কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকাবেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥
৺বংশীবদনবিদ্যারত্নঘটকপ্রদত্ত।

২। শুদ্ধ শ্রীচন্দ্রবংশে কবিশূরতনয়ো মাধবো মাধবেন
তস্য শ্রীলাদিশূরঃ ক্ষিতিতলবিজয়ী।
৩৭ সংখ্যক এডুকেশন গেজেট।

এই বচনগুলি গৌড়ে-ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত হইল। কিন্তু আমরা ইহার একটীও প্রকৃত বলিয়া মনে করি না। কেননা ইহাতে কোন কুলপঞ্জিকার নাম নাই, পত্রাঙ্ক নাই ও চিনিবার কোন বিশেষত্ব নাই। শুধু বংশীবদনঘটক মহাশয়ের নামটী মাত্র যোজিত রহিয়াছে। বংশীবদন ঘটক মহাশয় কি দরের লোক ছিলেন তাহা জানি না, কিন্তু তিনি একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, ইহা যখন নিশ্চয়ই, তখন তাঁহার কোন কথা সহসা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা ঠিক নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা বলিতেন "আমি ব্রাহ্মণও বটে, পণ্ডিতও বটে কিন্তু আমি "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" এই "সমস্ত" পদ পদার্থ টী নহি। পৃথিবীতে যদি কিছু অকর্ম্মণ্য, অকর্ত্তব্য ও অসাধনীয় থাকে, তবে ইঁহাদিগকে পাঁচসিকা গণিয়া দিলে তাহার সকলই সংসাধিত হইতে পারে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে আজি আমরা জগতে পাদ্মে পাতালখণ্ডের ও ভবিষ্যপুরাণের নামের বচনে কায়স্থোৎপত্তি, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও রেণুকা মাহাত্ম্যের পুথিতে চন্দ্রসেন তনয়ের কথা দেখিতে পাইতাম না। আমরা বিরাটসংহিতা, ব্যোমসংহিতা, বর্ণসংবিজ্ঞানতন্ত্র, আচার নির্ণয়তন্ত্র প্রভৃতির কথাও কর্ণগত করিয়া আসিতেছি,

তাহাও কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মহামাহাত্ম্যগুণেই। এবিষয়ে সৈয়দ গোলাম-নবি তদীয় "পৈতাদর্পণে" বড় সুন্দর কথাই বলিয়াছেন—

"মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী যারা।
মহামোহোপাধ্যায় প্রকৃত কিন্তু তারা॥
নাহি পড়ে হিন্দুশাস্ত্র, ন হি জানে বেদ।
না জানে সমাজতত্ত্ব এই বড় খেদ॥
বিচার আচার নাই, এছা বদ্ লোক।
দুটাকা পেলেই ঝুটো লিখে দেয় শ্লোক॥
ঝনৎকার কিবা মিষ্টি, টিকীটা কি চিচ্।
একনাড়া দিলেই ত পঁচিশ ছাব্বিশ?" ॥

ফলতঃ ভারতে আর প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই, থাকিলে কি এইসকল বংশীবদনী কারিকা দেখা দিত?। পাঠক কবিতাটীর ভাব দেখ—"আমি ক্ষত্রিয়, আমি ব্রত ও যজ্ঞাদি করিব না? অবশ্য করিব, দেখ কোথায় কোথায় বেদপারগসাগ্নিক ব্রাহ্মণ আছে"। কেন এ কথা বলিবার কারণ কি? যেন তিনি হঠাৎ সুপ্তো-খিত!! ক্ষত্রিয়ের যে যাগযজ্ঞ করিতে হয়, তাহা যেন স্বপ্নে দেখিয়াই জাগ্রত হইলেন!! ফলতঃ লেখার ভঙ্গি দেখিয়াই বোধ হয় কবিতাটী সম্পূর্ণ বানট। আবার উত্তরটীও তেমনই? সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জে আছে, তথা হইতে পাঁচজন আনয়ন কর!! কেন কান্যকুব্জ ছাড়া কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আর বেদপারগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না? আর পাঁচজনের কথাটাই বা কি কারণে? ফলতঃ কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা ত জানাই আছে? তার সহিত মিল রাখিয়া এই মিথ্যা শ্লোক খাড়া করা। আদিশূর কখনই যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন না, তিনি পুত্রেষ্টি সম্পাদন অথবা গৃহোপরি শকুনপাতজনিত অশুভ প্রশমনার্থ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ইহাই পরিজ্ঞাত সত্য। কিন্তু মিথ্যা করিতে গেলেই তাহাতে একটা না একটা দোষ ঘটিয়া থাকে? এখানে তাহাই ঘটিয়াছে। আর "আমি ক্ষত্রিয়, আমি যজ্ঞ করিব না"? এ কথা বলারই বা কি তাৎপর্য্য? তিনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, ইহা উল্লেখ করার ত কোন হেতুই দেখা যায় না? যে তাঁহার জাতি না জানে তাহার নিকটই উহার নির্দ্দেশ কতক সম্ভবপর? তিনি

যে জাতিতে ক্ষত্রিয়, সেটাও যেন সেই মুহূর্ত্তে মনে পড়িল, তাই এত অনুতাপ ও আকিঞ্চন !!! তাঁহাকে কি কেহ অক্ষত্রিয় ও অযজ্ঞার্হ বলিয়া অপাংক্তেয় করিয়াছিল, তাই রাজা তাহার উপর চড়াউ হইয়া উঠিলেন !! এখানে রাজা গলা বাড়াইয়া আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিলেন কেন? এ শ্লোক ষোল আনা ঝুটা ও সতর আনা টুটা, রাজাকে ক্ষত্রিয় বানাইবার জন্যই এই অদরকারী ক্ষত্রিয় শব্দ সনাথ এই মিথ্যা শ্লোকের আবির্ভাব? মহিম বা.র অপরাধ কি? তিনি পাইয়াছেন, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন? ৺বংশীবদনের নাম করিয়া যে কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে প্রতারিত করে নাই তাহাই বা কে জানে?

পাঠক আরও ভাবিয়া দেখ, সেনরাজগণ যে "ক্ষত্রিয়," ইহা প্রামাণ্য আর কোন কুলপঞ্জিকাতেই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাম্রফলকাদিতেও তাঁহারা আপনাদিগকে প্রকাশ্য ভাষায় "ক্ষত্রিয়" বলিয়া বিশেষিত করিতে সাহসী হয়েন নাই স্বয়ং মহারাজ বল্লালসেনও তদীয় দানসাগরে আপনাদিগকে ক্ষত্রচারিত্রচর্য্য বলিয়াছেন ভিন্ন পুরা ক্ষত্রিয় বলিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, সুতরাং যেখানে রাজগণ নিজেরা ক্ষত্রিয় শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে বিমুখ ছিলেন, দেশের আদর্শ কুলজ্ঞগণও যাহার ব্যবহার করিতে বিরত ছিলেন, এ হেন অভিনব সংজ্ঞাটীর ব্যবহার যে অভিনব একজন কুলজ্ঞ করিয়া বসিবেন ইহা সম্পূর্ণই সন্দেহমূলক ব্যাপার। আমাদের বোধ হয় কোন প্রতারক বংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিবার জন্য এই ফাঁদ পাতিয়া থাকিবে।

পাঠক আমরা আরও দুইটী স্থলে উক্ত ঘটক মহাশয়ের নামের কারিকা দেখিতে পাইয়া থাকি, তাহার সমালোচনা করিয়া দেখাইব বংশী বাবু নিরপরাধ, ঐ শ্লোকগুলিও সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও ঝুটা। ১৩০৯ সনের চৈত্রমাসের কায়স্থ পত্রিকার ৩৯৭ পৃষ্ঠাতে রহিয়াছে "বরং সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ৺বংশীবদনবিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত প্রাচীন কুলগ্রন্থে পাইয়াছি :"—

ধরাবেদব্যোমক্ষৌণীমিতে সিংহস্থভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীমদ্‌বল্লালভূপতিঃ॥

অর্থাৎ ১০৪১ শাকে মিত্রসেনের পুত্র শ্রীমান্ বল্লাল রাজা হইয়া ছিলেন।

কায়স্থ পত্রিকা।

এখন পাঠক দেখ, এই কারিকাটী যে বংশীবদনের পবিত্র নামের সহিত যোজিত হইয়াছে, ইহা কাহার সারল্য কি শাঠ্যমূলক ? । বস্তুতঃ এই কারিকাটী পৃথিবীর মধ্যে সুবিখ্যাত জালগ্রন্থ ফরিদপুরী অহঙ্কারজনক ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার ৪৪ পৃষ্ঠাতে জ্বলদক্ষরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যথা—

জয়ধরান্বয়ে জাতো মিত্রসেনো মহাকৃতিঃ।
চকার রাজ্যবিস্তারং লৌহিত্যাৎ স্বর্ণপূরকং॥
বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থ-ভাস্করে।
অভবৎ তস্য পুত্রশ্চ শ্রীমান্ বল্লালভূপতিঃ॥

ঐ গ্রন্থখানি ঋজুপাঠের সেই কর্ণহৃদয়রহিত লম্বকর্ণ ভিন্ন আর কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না, প্রবন্ধলেখক বংশীবদনের নামদিয়া ইহার অধ্যাহার করিয়াছেন. কিন্তু ইহা যখন ব্যস্তসমস্তভাবে ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকাতে বিরাজমান. সে গ্রন্থও যখন প্রবন্ধ-লেখকের অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে, তখন ভাবিয়া চিন্তিয়াই ইহার প্রয়োগ করা উচিত ছিল। বংশীবদন এখন স্বর্গগত, সুতরাং তাঁহার নাম দিয়া কোন বচন খাড়া করা অসম্ভব ও অসাধ্য-ব্যাপার নহে। নিশ্চয়ই প্রবন্ধ-লেখক কোন কুলোক দ্বারা প্রতারিত হইয়া মিথ্যাকে সত্যের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন। যে দেশে সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত করার জন্য বেদ কাটা হইতে পারে, যে দেশে দত্তক চন্দ্রিকার জন্ম হইয়া থাকে, যে দেশে "পতিরন্যো বিধীয়তে" স্থলে "পতিরন্যো ন বিদ্যতে" করিতে লোক পশ্চাৎপদ নহে, সে দেশের লোকে কেন মিথ্যাবচন রচনা ও তদ্দ্বারা সরল বুদ্ধির লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে অসমর্থ হইবে ? এই শ্রেণীর লোক ভারতের কলঙ্ক-বিশেষ, তাহারা যতই কেন সভ্যভব্য বলিয়া আহূত হউক না, তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন এ পৃথিবী খাড়া থাকিতে হইবে না। পাশ্চাত্যগণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় মসীকৃষ্ণ অঙ্গারকেও হীরকে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু আমার বোধ হয় এদেশের মিথ্যাবচনরচনাপটু এই শ্রেণীর কুলোকদিগকে শতপোড়া দিলেও উহারা যেমন, তেমনটী থাকিবে। এবং উহাদিগকে যদি স্বর্গের সুধাভাণ্ডে শত বৎসরও ভিজাইয়া রাখ, তাহা হইলেও উহারা আপনার স্বভাব ছাড়িয়া কোন মিঠা জিনিষ হইবে না। পাঠক দেখ বংশীবদনের নামে যে-শ্লোক খাড়া করা হইয়াছে, ইহার কোন মূল আছে কি

না?। বংশীবদন এখন আর ইহ জগতে নাই, সুতরাং তাঁহার স্কন্ধে বোঝা চাপাইতে আর আশঙ্কা কিসের? এই শ্লোকটী সম্পূর্ণ হাতগড়া ও সম্পূর্ণ কৃত্রিম, কিন্তু ইহা পাঁচসিকা কৃত্রিম ধ্রুবানন্দীতে আছে, তাই ইহার কৃত্রিমতা দেখাইতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু প্রস্তুত ১নং শ্লোকটী হালে গড়া, কাজেই ইহার আর কোন আসল গোশালা দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইলাম না। পাঠক বাঙ্গালির ভিটায়ই দোষ লাগিয়াছে। কেননা উক্ত ধ্রুবানন্দী মিথ্যা কারিকার একটী শ্লোক (দশ দ্বিজার) কে একজন তাঁহার গ্রন্থে "মড়ে ভাট্টার" বচন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, আবার ঐ বচনটীই কায়স্থ-কৌস্তুভে "ইতি শালিবাহন ধৃত কবিভট্ট বচন" বলিয়া ছাপান হইয়াছে। ইহা এদেশের মাটীরও দোষ ও রজতখণ্ডেরও দোষ, নতুবা হলধর কেন এ মিথ্যা শ্লোক রচিয়া যাইবেন।

তথাস্তু এই শ্লোকটী (৮৬ পৃষ্ঠার ১নং শ্লোক) যেন যথার্থই পুরা খাঁটীই। আদিশূর যেন সত্য সত্যই আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আগেকার রাজারা রাজা হইলেই আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাই আদিশূরও সেই দুর্ব্বলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন? পালিভাষায় লিখিত দিব্যাবদানে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে যে শূদ্র পিতা নাপিতানী মাতার গর্ভজাত চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র নিকৃষ্ট শূদ্র রাজা অশোক আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

Ashoka, believing his malady to be incurable, gave the order "Send for Kunala; I wish to place him on the throne. What use is life to me"? Tishyarakshita hearing these words, thought to herself; "If Kunal ascends the throne, I am lost". Accordingly she said to king Ashoka, "I undertake to restore you to health, but a necessary condition is that you forbid all physicians to have access to the palace, "The king complied with her request, and she informed every body to bring to her any person, man or woman, who might be suffering from the same malady as the king.

Now it happened that a man of the shepherd caste was suffering from the same malady. His wife explained his case to a physician, who promised to prescribe a suitable remedy after examining the patient. The man then consulted the physician, who brought him to Qneen Tishyarakshita. She had been conveyed to a secret place,

where he was put to death. When his body was opened, she perceived in his stomach a large worm, which had deranged the bodily functions. She applied, pounded pepper and ginger with no effect, but when the worm was touched with an onion, he died immediately, and passed out of his intestines, The Queen then begged the King to eat an onion aud to recover his health: The Kiug applied "Qucen I am a Kshatriya" how can I eat an onion?" "My Lord," answered the Queen "you should swallow it merely as physic in order to save your life." The King then ate the onion, and the worm died, passing out of the intestines. PP. 192—193.

Ashoka by. Vincent. A. Smith.

রোগ আর সারিবে না মনে করিয়া মহারাজ অশোক আদেশ করিলেন, কুনালকে ডাকিয়া আন, আমি তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিব। আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? মহারাণী তিষ্যরক্ষিতা রাজার এইসকল পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, যদি কুনাল রাজ্যাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে, এ কারণ তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি আমার বাক্যানুসারে চিকিৎসকগণের রাজধানী প্রবেশ প্রতিষিদ্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে নীরোগ করিয়া দিতে পারি। রাজা রাণীর কথায় সম্মত হইলেন। তখন রাণী সকলকে জানাইলেন যে তোমরা পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মধ্যে যাহাকেই রাজার মত রুগ্ন বোধ করিবে তাহাকেই আমার নিকট আনয়ন করিবে।

ক্রমে জানা গেল, রাখালজাতীয় একজন লোক রাজার রোগের মতন রোগে ভুগিতেছে। উক্ত মেষপালকের স্ত্রী, জনৈক চিকিৎসকের নিকট আপন স্বামীর রোগের কথা জানাইলে, চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা দিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে উক্ত রোগীর সহিত উক্ত কবিরাজের আলাপ হইলে তিনি তাহাকে রাণীর নিকট লইয়া গেলেন। রাণী উহাকে একটী গুপ্তস্থানে লইয়া গিয়া উপাংশু হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর তাহার সব ব্যবচ্ছিন্ন হইলে দেখা গেল উহার পাকস্থলীতে একটা বড় কৃমি রহিয়াছে। ঐ কৃমিই হতব্যক্তির রোগের নিদান।

তখন রাণী উক্ত কৃমিশরীরে লঙ্কা ও আর্দ্রকচূর্ণ নিক্ষেপ করাইলে উহার

কিছু হইলনা দেখিয়া উহাতে একটা পলাণ্ডু ছোঁওয়াইলেন, তাহাতে কৃমিটা তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। এবং উহা ক্ষুদ্র অন্ত্রের বাহির হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে রাণী, রাজাকে একটা পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে বলিলেন। রাজা কহিলেন মহিষি! আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে অস্পৃশ্য পলাণ্ডু ভক্ষণ করিব?

রাণী বলিলেন, স্বামিন্! ঔষধ সেবনে দোষ নাই। আপনি ইহা ঔষধের ন্যায় গলাধঃকরণ করিয়া ফেলুন। তাহাতে রাজা উহা ভক্ষণ করিলে তাঁহার অন্ত্রস্থ কৃমিটা বাহিরে আসিয়া মরিয়া গেল।

এখন সকলে ভাবিয়া দেখুন, যেখানে নীচ শূদ্রবংশপ্রভব অশোক পর্য্যন্ত আপনাকে (কেবল রাজা বলিয়া) ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তথায় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেনরাজগণ যে ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিবেন ও দাবি রাখিবেন, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে ও আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে?। ভারতবর্ষে যত ক্ষত্রিয় রাজা দেখা যায়, তাহার অন্ততঃ ছয় আনাই এই শ্রেণীর কেমিকেল বর্ম্মা। অতএব যাঁহারা প্রস্তর ফলকাদিতে সেনরাজগণের চন্দ্রবংশত্ব নির্দ্দেশ বা ক্ষত্রিয় শব্দাদির ব্যবহার সন্দর্শনে উঁহাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ভাবিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ভিন্ন অভ্রান্ত নহেন।

এক ধীবর জাতীয় রাজাও আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। সুতরাং অম্বষ্ঠ একটা বড় জাতি হইয়া কেন ক্ষত্রিয় বলিতে বিরত থাকিবেন! কিন্তু সেনরাজগণের যদি আক্কেল থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া কখনই ক্ষত্রিয় হইতে প্রয়াসী হইতেন না। ধ্রুবো পঞ্চানন, বর্ত্তমান সময়ের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কি বলিয়াছেন?—

"আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
বৈদ্যরাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কর্ম্মে মাতৃ-ব্যবহার॥
আদিশূর বৈদ্য বটে ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজায়া না লাগে অবস্থি (কুশণ্ডিকা)॥
ভূমিপ হলে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরব হেতু রাজন্য বলায় যত্র তত্র॥ সম্বন্ধ নির্ণয় ৫৮৪-৮৯ পৃষ্ঠা

অতএব আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা যার তার নিকট প্রাপ্ত যে সে শ্লোক খাড়া করিয়া কেহ আর সেনরাজগণের বৈদ্যত্বের বিধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হইবেন না। এবং কেহ ক্ষত্রিয় শব্দ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেও তথায় তলাইয়া না দেখিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না।

আমরা উক্ত কায়স্থ পত্রিকাতে আরও দেখিতে পাইলাম—"রাণাঘাট নিবাসী ৺ সাতকড়ি ঘটকের সংগৃহীত কুলগ্রন্থেও দেখা যায়"—

গতে শাকে পক্ষাম্বুধি খমিতে করণকুলে।
শ্রিয়া বল্লাল-নামা অজনি বিজয়াৎ ব্রহ্ম-জনুষা ॥

ইত্যাদি লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহার একটী বর্ণও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সেনরাজগণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ, ইহাই ছিল চিরকালের কথা। তৎপর মিথ্যা ধ্রুবানন্দী বলিল উঁহারা অম্বষ্ঠ কায়স্থ, কেন না তাহা না হইলে প্রচলিত অম্বষ্ঠ কথাটার কাটানের আর পন্থা থাকে না? তার পর আবার যখন লোকের প্ররোচনা মতে কায়স্থগণ ঝাল-মাল ও নটদিগের সহোদর ভ্রাতা করণ (আসল কিন্তু বৈশ্য শূদ্রাজকরণ) সাজিতে বসিলেন (কেননা নতুবা "ক্ষত্রিয়" হওয়া যায় না) তখন আবার আর একজন আসিয়া কায়স্থকে ভেট দিল উক্ত শ্লোকটী। কায়স্থের কর্তাও বেশী, দেশে ব্যাত্রী-দোম্কা বিশ্বকর্ম্মারও ছড়াছড়ী। কিন্তু আমরা দেশের সত্যপ্রিয় ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে সেনরাজগণ "করণ" এ কথাটা কি কোন দিন কাহার কর্ণগতও হইয়াছে? একটা কে আনন্দভট্ট, সে বলিতেছে "সেনরাজগণ কর্ণের বেটা বৃষকেতুর নন্দন ষাঁড়কেতু", আবার আর একজন কারিকর আসিয়া বলিতেছেন উঁহারা ঝালর বেটা মাল ব্রাত্যকরণ!!! যাহা হউক আমরা ষোল আনা ঘৃণার সহিতই এই মিথ্যা কারিকাতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলাম। এডুকেশন গেজেটের সৌবর্ণবণিকী কারিকাটীও ছন্দোভঙ্গাদি নানা দোষে কলুষিত। যে অংশটুকু আছে, তাহাতে অর্থ বোধ হওয়া সুদুর্ঘট। অবশ্য চন্দ্রবংশের কথাটা আছে, কিন্তু উহাও আধুনিক কোন নরলীলা বিশেষ। যদি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহ, তাহা হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত ঢুলার কারিকানুসারে উহাও সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বের বলবৎ প্রমাণ নহে। ইহাও ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ মাত্র। অপিচ এই সকল শ্লোক কার কৃত, কোন্ গ্রন্থে আছে, তাহা না জানা পর্য্যন্ত আমারা উহা প্রমাণ বলিয়াও গ্রাহ্য করিতে পারিনা।

প্রস্তর ও তাম্রফলক।

প্রস্তরফলক ও তাম্রফলকের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আজি কালি অনেক অনেক সত্যপরায়ণ প্রকৃত শিক্ষিত লোক সকলও সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব ও অম্বষ্ঠত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। একদিন ভক্তিভাজন নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় পর্য্যন্ত বলিয়া উঠিলেন—"না না আর কোন কথা শুনিতে চাহি না, সেনরাজগণ যে ক্ষত্রিয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই"—মাননীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও তদীয় ঐতিহাসিক চিত্রে লিখিয়া বসিলেন—"সেননরপতিবর্গ কোন্ রাজবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধেও নানারূপ তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। রাজসাহী প্রদেশে বিজয়সেনের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে বিজয়সেন তাঁহার পিতামহ, সামন্তসেনকে "ক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের সমস্ত পূর্ব্বাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে ও বর্ত্তমান তাম্রশাসনে "ওষধিনাথ বংশের" উল্লেখ আছে। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে "সেন-কুলকমল-বিকাশ-ভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপ" বলিয়া পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মাধাই নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের পাঠ শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে 'বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণাং' যোজিত আছে। সুতরাং সেনরাজবংশের নরপতিগণ যে সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন"। ঐতিহাসিক চিত্র—২৯৬ পৃষ্ঠা।

স্থলান্তরে বলিয়াছেন (৪২৬-২৭ পৃষ্ঠা) সেনরাজবংশ বৈদ্য কি না এবিষয়ে অনেক দিন হইতেই তর্ক চলিতেছে। ইঁহারা যে চন্দ্রবংশীয় রাজা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তপনদীঘি, সুন্দর-বন ও আনুলিয়ার তাম্রশাসনের প্রত্যেকের তৃতীয় শ্লোকে "ওষধিনাথ বংশে" এই রাজগণের জন্মগ্রহণের কথা উল্লিখিত আছে। এবং গোদাগাড়ীর প্রস্তর ফলকের তৃতীয় শ্লোকে ও পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ শ্লোকেও তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। মাধাইনগরের তাম্রফলকেও উহা সমর্থন করে। বক্ষ্যমাণ তাম্রফলকে প্রথমে নারায়ণের নমস্কার; তৎপরে মহাদেবের ও তৎপর চন্দ্রদেবের নমস্কারের পর চন্দ্রবংশে কীর্ত্তিমান রাজগণের জন্মগ্রহণের উল্লেখ আছে (প্রথম পৃষ্ঠা পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি দ্রষ্টব্য।) বল্লালসেনের পৌত্র কেশবসেনের "বাখরগঞ্জের" তাম্রশাসনে ও কোটালিপাড়ার

তাম্রফলকে বল্লালসেনের পৌত্র বিশ্বরূপসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনে উভয়েই "সোমবংশ প্রদীপ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। মাধাইনগরের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় " * ম বংশ প্রদীপ" বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, লুপ্ত অংশ বোধহয় "সো"; অর্থাৎ "সোমবংশ প্রদীপ" বলিয়া উল্লেখ ছিল। এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সেনরাজবংশীয়গণ যে চন্দ্রবংশীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মাধাইনগরের তাম্র-ফলকে "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাম্রফলকের সাহায্যে এ কথা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় যে সেনরাজগণের আদিম বাসস্থান দাক্ষিণাত্য, তাঁহারা কর্ণাট দেশবাসী ছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন।"

আমরা নিম্নে প্রস্তর ও তাম্রফলকের উল্লিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া পরে আমাদের কথা বলিব।

রাজসাহীর প্রস্তরফলক—

ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥৩
বংশে তস্যামরস্ত্রী বিততরত কলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য (৪)
ইতি জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্ব
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥ ১৬।
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভট শতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী,
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনিকুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ (৫)

মজিলপুরের-তাম্রশাসন—স্ফুট মথোষধিনাথবংশে।

ইদিলপুরের কেশবসেনী তাম্রশাসন—

প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়ক যশো জন্মান্তর শ্চন্দ্রমাঃ ॥২
এতস্মাৎ ক্ষিতিভার নিঃসহ শিরো দর্বীকর গ্রামণী।
বিক্রমোৎসব দানদীক্ষিত ভুজাস্তে ভূভুজোজজ্ঞিরে ॥৩

সেনকুল-কমল-বিকাশ-ভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্নদান-কর্ণ সত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক-পরমশৌর মহারাজাধিরাজ-অরিরাজ-ঘাতুক-শঙ্কর-গৌড়েশ্বর-শ্রীমৎকেশব সেনদেব পাদা বিজয়িনঃ।

মাধাইনগর-তাম্রফলক—

পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণৈর্বীর সেনস্য বংশে,
কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ॥ ৬।৭ পংক্তি।

আমরা এইসকল তাম্রশাসন ও প্রস্তর ফলকের উক্তি প্রসন্নচিত্তেই অবিকৃত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি বা যেন মানিয়াই লইলাম। তবে এখানে কথা হইতেছে যে এই সকল তাম্র ফলক বহু শতাব্দীপর্য্যন্ত জল ও মৃত্তিকাতলে প্রোথিত থাকাতে জঙ্কার পড়িয়া অনেক অক্ষর বিকৃত হইয়াছে, ও কতক স্থানের অক্ষর নানা কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতেও পাঠ ও পাঠোদ্ধারের সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিয়া বসিয়াছে। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, অদ্যাপি কেহই কোন তাম্র-ফলকের যথাযথ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কাজেই সকল পাঠ সম্যক্ উদ্ধৃত হইলে যে পদার্থ নির্ণয়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত তাহা বলা যায় না। মাধাই নগরের পাঠোদ্ধারে গোপীমোহন সেন মহাশয় যাহা যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই বৃথা কল্পনামাত্র। আমি নিজে বৈদ্য হইয়াও আমি তাঁহার উদ্ধারিত অংশ সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। পরন্তু পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের উদ্ধারিত পাঠই অনেক স্থলে সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু প্রসন্ন বাবুও অনেক স্থলের এরূপ অযথা পাঠো-দ্ধার করিয়াছেন, যাহাতে ব্যাকরণ ও ছন্দোদোষ ঘটিয়া বসিয়াছে। অনেক স্থলে তিনি আদবেই কিছু পাঠ করিতে পারেন নাই। যদি এই সকল অংশের কোন কথা গোপীবাবুর ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" কথাটী থাকিলেও উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়া মানিয়া লইলেও তাহাতে সেনরাজগণের বৈদ্যত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। আমরা গোপীবাবুর উদ্ধারিত গদ্যাংশের একটী স্থান এখানে বিন্যস্ত করিলাম। যথা—

"সুকর্ম্মা, ব্রহ্মশক্তি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণো বৈদ্যবর্ণো বৈদ্যবৃত্ত্যা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবৃত্তি ধর্ম্মসাক্ষী বৃক্ষেশ্বরঃ স্বমিত্র ব্রহ্মবিদাং আশ্রয়ঃ স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞঃ" ইত্যাদি।

ইহার একটী বর্ণও সত্য হইলে কি ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে না? "স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম" কথা দুইটী কি সত্য অভিব্যক্ত করে?। কে জানে যে ইহার কোন শব্দ প্রকৃত নহে?। প্রসন্ন বাবু এই স্থানের পাঠ আদবেই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ফলক পাঠ সুদক্ষ শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্রলস্কর মহাশয়ও

অন্যান্য বহু স্থানের পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কাহাকে গ্রাহ্য ও কাহাকেই বা অগ্রাহ্য করি ?।

আমি পূজ্যপাদ হরপ্রসাদশাস্ত্রি-মহাশয়ের বাসভবনে এই মাধাইনগরের ফলক দেখিয়াছি। তিনিও বহু চেষ্টা করিয়া উহার সম্যক্ পাঠোদ্ধারে সমর্থ হয়েন নাই, চেষ্টা করিতেছেন, যাহা হয় পরে প্রকাশ করিবেন। সুতরাং যাহার সর্ব্বাংশ ক্ষয়প্রাপ্তি-হেতু সুখ-পাঠ্য নহে বরং অপাঠ্য, সে কামনা-সাগর বা কল্পতরু ফলকের কোন কথা লইয়া বিচার করাই ঠিক নহে। তথাপি আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম ফলকে যাহা আছে তাহাই প্রকৃত ও সেনরাজগণ আপনাদিগকে সত্য সত্যই ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত করিতেন।

কিন্তু এখানে দুইটী কথা চিন্তনীয়, তাঁহারা বস্তুতই ক্ষত্রিয় ছিলেন তাই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, না তাঁহারা বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু তথাপি আপনাদিগকে ভাণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন ?।

আমরা মনে করি তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় ছিলেন না. ফলকের ঐ সকল উক্তি ক্ষত্রিয়ত্বের বিশুদ্ধ ভাণমাত্র, মুলা তাহা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন। মাননীয় অক্ষয়বাবুর চক্ষে মুলার কালিকা পড়িলে ও তিনি ফলকের "জন্ধর্ম্মা-শ্রয়" প্রভৃতি কথাগুলির কৌশল লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আর সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বে আস্থাবান্ হইতে পারিতেন না ও চাহিতেনও না।

সেনরাজগণ কুত্রাপি আপনাদিগকে "ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করেন নাই। স্বয়ং মহারাজ বল্লালসেনও দানসাগরে কোঁথ পাড়িয়া "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" মাত্র বলিয়াছেন। এই মত ইতি গজ ভাব, ক্ষত্রিয়ত্বের নারাজী ভিন্ন দাবিদারী নহে। কোন কুলাচার্য্যও উঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়, করণ, কায়স্থ বা কর্ণের অনন্তরবংশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, কি করিয়াছেন ? বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়া?। এ দেশে সকলেই বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়া অবগত আছেন ? সুতরাং উঁহারা যে বৈদ্যাপরনামা অম্বষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। জনশ্রুতিও এই বৈদ্যাম্বষ্ঠত্বের সম্পূর্ণ সমর্থন করে ?। পক্ষান্তরে উঁহাদের করণত্ব, কায়স্থত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের কোন কথা না আছে, কুলপঞ্জিকাতে, না আছে সে সব বিষয়ে কোন জনশ্রুতি, সুতরাং তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রভৃতি অমূলক ভিন্ন সমূলক

নহে। দেশের লোকেরা দেশের একটা প্রসিদ্ধ রাজার জাতির কথা জানিতেন না, তাঁহারা কেহ সে বিষয়ে কোন খপর রাখিতেন না, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। অবশ্য কেহ কেহ বলিতেছেন যে, "আমরা বাল্যকালাবধিই সেন-রাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি"। কিন্তু আমার বোধ হয় কোন বঙ্গবাসী তাঁহাদিগের একথার সমর্থন করিবে না। একালের বালকেরা শুনিতেছে কৈবর্ত্ত মাহিষ্য, নবশাখ বৈশ্য, কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং তাহারা বৈদ্য অপেক্ষাও বড়, উক্ত মহাশয়দিগের বাল্যশ্রুতিও তাদৃশ কোন সীমাবদ্ধ সংস্কার হইতে প্রসূত হইতে পারে, উহা সার্ব্বভৌম পদার্থ নহে। উহা রাজেন্দ্রলালের ডমরু ধ্বনিত হইবার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সদ্যোজাত কুফলমাত্র। প্রসন্নবাবু মাধাই-

"পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণৈর্বীর সেনস্য বংশে,
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ"

নগরের ফলকের এই যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা অনুমান করি, ইহা প্রকৃত পাঠ নহে। জঙ্কার পড়া খণ্ডিত অপাঠ্য অক্ষরের নিকট যে যে বর মাগে, সে সেই বরই পাইতে পারে ও পাইয়া থাকে। যে মেঘখণ্ড তোমার নিকট দুর্গ প্রতিমা, তাহাই অন্যে গির্জার চূড়া ভাবে। অপিচ এই ফলকের শ্লোকাবলীও বোধ হয় বৈদ্যকুলকেশরী মহামতি উমাপতিধরকর্ত্তৃকপ্রণীত এবং রাজসাহীর প্রস্তর ফলকের—

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী,
সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলোশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"

ইত্যাদি শ্লোক সমূহও তৎপ্রণীত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং বোধ হয় উমাপতি ধর মাধাই নগরের ফলকেও "সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং" কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বেশ দেখা যাইতেছে—"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে"র স্থলে "বীরসেনস্য বংশে"; ও "প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী" কথাটার বদলে "পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ"; ও "প্রথিতগুণগণৈঃ" এই উপলক্ষণ-পদদ্বয় ব্যস্তভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ফলতঃ পক্ষে জিনিশ ও ফলশ্রুতি একই। এখানে "কর্ণাট" শব্দটী "সব্রহ্ম" কথাটার স্থানাবরোধক মাত্র, প্রকৃত পাঠ স ব্রহ্মই ছিল। "কর্ণাট" ছিল না ও হইবে না।

যদি কর্ণাট শব্দই রাখিতে চাহ, যদি বল উঁহারা কর্ণাটদেশীয় ছিলেন

তাঁহাদিগের দাক্ষিণাত্য হইতে এতদ্দেশে আগমন বৃত্তান্ত ফলকেই বিদ্যমান আছে ?। রাখিতে চাহ রাখ, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন এরূপ বুঝিতে হইবে না. উহা ভাণ মাত্র। তাঁহারা রাজা বলিয়া ঐ সময়ে অন্যান্য ক্ষত্রিয় বা অর্দ্ধ ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত যৌন-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেন, আদিশূর নিজে কান্যকুব্জেশ্বরের কন্যা বিবাহ করেন, পালরাজগণের সহিতও সেনরাজগণের পরস্পর আদান-প্রদান ছিল, কাজেই তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ভাণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের ভাণের কথা নুলো পঞ্চানন অতি বিশদ ভাষাতেই বলিয়া গিয়াছেন। উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই নাই। বিচক্ষণ অক্ষয় বাবু এইসকল কারিকার সাক্ষাৎ পাইলে কখনই আপনার গঠিত মনকে কুপথগামী হইতে দিতেন না। তাঁহার লেখনী নিঃস্বার্থ ও অব্যাজ-মনোহর।

ফলতঃ সেনরাজগণ যে বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন না, পরন্তু ষোল আনাই ভাণ করিতেন, তাহা আমরা এইসকল তাম্রফলকাদির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাক্যাবলী হইতেও প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব। এবং বোধ হয় সম্পূর্ণ সফলকামও হইতে পারিব। কেন ?

পাঠকগণ উক্ত শ্লোকের গুটীকতক কথা লইয়া তলাইয়া দেখ। প্রথম দেখ তাঁহারা কোন স্থানে এমন একটী কথাও বলেন নাই যে উঁহারা বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়। "আমরা চন্দ্রবংশীয়" এ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা "চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়", এ কথা বলিতে কুত্রাপি সাহসে কুলায় নাই। বল্লাল স্বয়ংও তদীয় দানসাগরে স্পষ্টতঃ ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যবহার করিতে বিরত ছিলেন। শ্যামল বর্ম্মার ন্যায় তাঁহারা কুত্রাপি বর্ম্মা শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাই তাঁহারা "সেনদেব" লিখিতেন, পরন্তু "দেববর্ম্মা" নহে। যদি তাঁহারা প্রকৃতই ক্ষত্রিয় হইবেন, তাহা হইলে কেন তাঁহারা এই কথাগুলিও ব্যবহার করিবেন ?। যথা—"রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয়ঃ"—"ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা"

যে নিজে ক্ষত্রিয়, সে কেন বলিতে যাইবে যে আমরা রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয় ? উহার অর্থ কি ইহাই নহে যে আমরা বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় নহি, কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছি ?। কেননা আমরা রাজা ? রাজ্য শাসন করা রাজন্য বা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ? দানসাগরের উক্ত ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা শব্দের তাৎপর্য্যও

উহাই, আমরা ক্ষত্রিয় নহি, কিন্তু আমাদের চরিত্র বা আচরণ ও চর্য্যা ক্ষত্রিয়বৎ? ইহা, এই কথাদুইটীর প্রসাদ-গুণোপলব্ধ প্রাঞ্জলার্থ না ক্লিষ্টার্থ, তাহা সহৃদয় পাঠকগণই বিচার করিয়া বলুন।

দুঃখের বিষয় উল্লিখিত পংক্তি চতুষ্টয়ের প্রকৃতার্থের উন্নয়ন বিষয়ে এপর্য্যন্ত কেহই প্রকৃত পথ ও সারল্যের অনুসরণ করেন নাই। আমরা সর্ব্বাদৌ মাধাই নগরের পংক্তিদ্বয়ের কথাই ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি। মূল প্রস্তুত বিষয় কি? না "সামন্তসেনঃ অজনি"—সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিয়াছিলেন। কোন্ বংশে? না—বীরসেনস্য বংশে" বীরসেনের বংশে। তাহা হইলেই বুঝা গেল তাঁহাদের জন্ম যে ক্ষত্রিয় বংশে হইয়াছে একথা বলিতে ও বলাইতে চেষ্টা ও ইচ্ছা করা হয় নাই?। বিজয়সেন, চেনা লোক, তিনি ক্ষত্রিয়ই হউন আর বৈদ্যই হউন, কিংবা কায়স্থই থাকুন, সামন্ত সেন তাঁহার বংশে জন্মিয়াছেন এই মাত্র কথা। এইখানেই কিন্তু বংশের নিকাশ খতম হইয়া গেল?।

তৎপর কবি বলিতেছেন—স সামন্ত-সেনঃ কিম্ভূত? স কর্ণাট-ক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম—তিনি কর্ণাট-দেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের কুলের (বংশের) শিরো-মাল্য-স্বরূপ। এখন অবশিষ্ট থাকিল "পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণৈঃ"।

এই অংশটী বীরসেন ও সামন্তসেন, উভয়ের সহিতই তুল্যভাবে অন্বিত হইতে পারে। কিন্তু এখানে কবি সামন্তসেনের উৎকর্ষ বর্ণনা করিতেছেন, কাজেই উহার সহিত সামন্তসেনের অন্বয় ঘটানই সঙ্গত। তাহাতে অর্থ কিরূপ হইবে? অর্থ নানা প্রকার করা যায়। পৌরাণীভিঃ প্রাচীনাভিঃ কথাভিঃ প্রথিতা যে গুণগণাঃ তৈঃ উপলক্ষিতঃ অতএব কর্ণাট-ক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম কর্ণাট-ক্ষত্রিয়াণাং বংশ-মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ, এরূপ অর্থ হইবে। কিন্তু তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, কেন না সামন্তসেন কর্ণাট বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের বংশের শিরোমাল্য স্বরূপ ছিলেন বলিলে তাঁহাকে খাট করা হইল, তবে তিনি অন্যান্য দেশের রাজন্যবৃন্দ অপেক্ষা গরীয়ান্ কি লঘীয়ান্ তাহা বলা হইল না।

আমরা বলি, প্রকৃত পাঠ এখানেও "কর্ণাট" শব্দ না হইয়া সেই "সব্রহ্ম" কথাটী হইবে। এবং অর্থও এইরূপ করিলে চলিবে। স সামন্তসেনঃ পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ পুরাণাদিশাস্ত্রবিষয়িণীভিঃ কথাভিঃ উপলক্ষিতঃ অতএব স ব্রহ্মকুলশিরোদাম, ব্রহ্মণাং ব্রাহ্মণানাং কুলানাং সমূহানাং (কুলং জনপদে গোত্রে

সজাতীয়গণেহপি চ ইতি মেদিনী), :শিরোমাল্যমিব অতি শ্রেষ্ঠ ইতি যাবৎ। সপুনঃ কিম্ভূতঃ স প্রথিতগুণগণৈঃ কীর্ত্তিতশৌর্য্যাদিগুণসমূহৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম ক্ষত্রিয়সমূহানাং মধ্যেহপি শ্রেষ্ঠতমঃ আসীৎ ইতিভাবঃ।

পৌরাণী শব্দের অর্থ—প্রাচীন ও পুরাণসম্বন্ধীয় দুই হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ পুরাণসম্বন্ধীয় অর্থই বহু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য "পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং" ইত্যাদি স্থলে পুরাণ শব্দ পুরাতন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু উহা ভূরিপ্রয়োগ নহে। আমরা এখানে রাজসাহীর প্রস্তর ফলকোৎকীর্ণ পরবর্ত্তী পংক্তিদ্বয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা করিলেই সকলে আমাদিগের উক্তির গৌরব লাঘব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যথা—

তস্মিন্ সেনান্বয়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী।
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ সেনান্বয়ে সামন্তসেনঃ অজনি। স প্রতিসুভটশতোৎসাদন-ব্রহ্মবাদী অতএব ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম আসীদিতি শেষঃ।

ব্যাখ্যা—তস্মিন্ পূর্ব্বোক্তে পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিতে সেনান্বয়ে সেনানাং অন্বয়ঃ বংশঃ (বংশোহন্বয়ঃ সন্তান ইত্যমরঃ) তস্মিন্ সেনবংশে তর্হি নতু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিকুলান্তরে তত্র তত্র সেনোপাধে রসম্ভাবাৎ। এতেন সামন্তসেনস্ত ক্ষত্রিয়বংশপ্রভবত্বং অপাস্তমেব? সামন্তসেনঃ সামন্ত নামধেয়কঃ সেনোপাধিক শ্চ কশ্চিৎ জনঃ অজনি জজ্ঞে। স কিম্ভূতঃ? ইত্যাহ।

প্রতিসুভটশতানি প্রতিপক্ষীয়াণাং শতশত-সুযোদ্ধৃপুরুষাঃ (ভটা যোধাশ্চ যোদ্ধার ইত্যমরঃ) উত্তমোত্তম প্রতিযোদ্ধারঃ তেষাং উৎসাদনঃ উৎসাদয়তি বিনাশয়তীতি বিনাশকর্ত্তা, যদ্বা তেষাং প্রতি যোদ্ধৃণাং উৎসাদনং উচ্ছেদনং যস্মাৎ তথাবিধঃ—পুনঃ কিম্ভূতঃ? স সামন্তসেনঃ ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ব্রহ্মপরায়ণঃ স্বাধ্যায়রতঃ বেদাধ্যয়ন-পরো (বেদবক্তা বা ইতি জটাধরঃ)। (বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্ম ইত্যমরঃ) প্রতিসুভটশতোৎসাদনঃ চাসৌ ব্রহ্মবাদী চেতি প্রতিসুভটশতোৎ-সাদন ব্রহ্মবাদী।

স ব্রহ্মবাদী, অতএব স ব্রহ্মবাদিত্বাৎ ব্রহ্মণাং শর্ম্মণাং কুলশিরোদাম ব্রাহ্মণ

সমূহানাং শিরোমাল্যং স ব্রাহ্মণেভ্যঃ অপি পরং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ বেদজ্ঞো বা আসীৎ। স সামন্তসেনঃ প্রতিসুভটশতোৎসাদনঃ, অতএব স ক্ষত্রিয়াণাং কুলানাং ক্ষত্রিয় সমূহানামপি শিরোদাম শিরোমাল্যং শ্রেষ্ঠঃ অগ্রণীঃ শৌর্য্যাধিক্যাৎ ক্ষত্রিয়সমূহাদপি বরিষ্ঠ শ্চাসীৎ। ব্রহ্মণশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ ব্রহ্মক্ষত্রিয়াঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াঃ তেষাং ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম। কুলানি সমূহাঃ, শিরসাং দাম শিরোদাম কুলানাং কুলেষু বা শিরোদাম কুলশিরোদাম। স সামন্তসেনঃ সেনবংশপ্রসূত এব স্যাৎ নতু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াণাং কুলপ্রভবঃ। স তেভ্যঃ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়েভ্যঃ শ্রেষ্ঠ এব আসীদিতি ভাব॥ ব্রহ্মক্ষত্রিয়শব্দেন ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতা মূর্দ্ধাবসিক্তা অপি জ্ঞেয়াঃ পরং তে অম্বষ্ঠখ্যাতিবন্তো ন ভবন্তি তেন তদর্থো। নাত্র সঙ্গচ্ছত এব।

সামন্তসেন, প্রতিসুভটশতোৎসাদন ছিলেন (অর্থাৎ তিনি প্রতি পক্ষের শত শত উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃপুরুষের নিহন্তা ছিলেন) তজ্জন্য তাঁহাকে ক্ষত্রিয়দিগের (এখানে কুল, বংশ নহে সমূহ) মস্তকের মালাস্বরূপ ও সামন্তসেন ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ ঈশ্বরনিষ্ঠ বা বেদজ্ঞ ছিলেন? এজন্য তাঁহাকে ব্রহ্মকুলশিরোদাম বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি এতদূর ব্রহ্মপরায়ণ (বা বেদজ্ঞ) ছিলেন যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ও ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণগণহইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এখানকার ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়া-প্রভব মূর্দ্ধাবসিক্তাদি নহে। মাধাইনগরের ফলকের পাঠেও ঐ অর্থ সমর্থিত হইতে পারে। তিনি পৌরাণিককথাবিষয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রকথা-বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের ও প্রথিতশৌর্য্যাদিগুণবিষয়ে ক্ষত্রিয়দিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই আমরা বলি "কর্ণাট" না হইয়া এখানে "সব্রহ্ম" শব্দ হইবে।

তার পর দেখ উক্ত ফলকাবলীতেই রহিয়াছে—"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে", "সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ", "সেনকুলকমলবিকাশভাস্করসোমবংশপ্রদীপঃ"—"সেনজনন-ক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবনী", তথাহি—

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যো শ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।
সদ্‌ব্রহ্মক্ষত্রবর্গোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তান ধারা,
বন্দ্যো মুক্তাময়শ্রীনিরর্গমদবনে ভূষণং সেনবংশঃ॥ দানসাগর।

এখানে দেখা যাইতেছে যে উঁহারা পুনঃ পুনই "সেনান্বয়" ও "সেনবংশ" এবং "সেন-কুলের" কথা বলিতেছেন? উঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ই হইবেন, সেন যদি উঁহাদের ভীমসেন, শূরসেনাদির ন্যায় নামৈকদেশই হইবে, যদি উঁহারা চন্দ্রদ্বীপের দে রাজাদের ঠাকুর দাদাই হইবেন, তাহা হইলে কেন পুনঃ পুনঃ সেনবংশের নাম লইবেন? ভীম কি সেনবংশীয় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, না ব্যাস তাঁহাকে "সেনান্বয়জ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন? ভীমসেন, আষ্টিসেন, দ্যুমৎসেন প্রভৃতি নামের সেনভাগ নামৈকদেশ বটে, তাঁহারা কেহ সেনবংশ্য বলিয়া দাবিও করেন নাই, কিন্তু সেনরাজগণ, বোপদেবের ভিষক্ শব্দটীর ন্যায় আপনাদের প্রাণপ্রতিম সেন শব্দটীর কুত্রাপি পরিহার করিতে অভিলাষী হয়েন নাই? সেনবংশ অবনীর ভূষণস্বরূপ; সেনান্বয়—সুজ্ঞ, শ্রীমৎকেশবসেন-দেব-সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর নির্ণিক্ত সেনকুলভূপতি মৌক্তিকানাং, ইত্যাদি বাক্যে উঁহারা কি আপনাদিগকে সেনবংশপ্রভব বলিয়া প্রখ্যাতকরিয়া যান নাই? আপনাদের সেনবংশকে কি জগতে মহোচ্চবংশ বলিয়া দাবি করেন নাই? নিতান্ত কথামালার ব্যাঘ্রজাতীয় মহাত্মগণ ভিন্ন চেতস্বান্ সত্যপ্রিয় ধর্ম্মভীরু আর কোনও ব্যক্তি কি এই কথা গুলির সত্তা দেখিয়াও সেনরাজগণকে সেন-বংশীয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন বংশীয় লোক ভাবিতে পারিবে? যদি উঁহারা সেনবংশীয়ই প্রকৃত হয়েন, তাহা হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উঁহারা তাহা হইলে চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্যাদি কোনবংশীয় ক্ষত্রিয় সন্তানও ছিলেন না? কেননা সমুদায় ভারতবর্ষ খুঁজিয়া দেখ, রামায়ণ মহাভারত তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ কর, পুরাণগুলিতে ডিডেক্টিভ লাগাইয়া দাও, তথাপি কেহ সেনউপাধিধারী একজন ক্ষত্রিয়ও দেখিতে পাইবে না। ক্ষত্রিয়গণ, সাধারণতঃ সিংহ, রাণা, রাও, রায়, বর্ম্মা, ত্রাতা, খান্না, কর্পূর, টন্নন, মেহারা, নেহেড়া, তাড়োয়ার, মল ও ধাওন প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত। এবং তাঁহা-দিগের পুরোহিতগণও সারস্বত ব্রাহ্মণ ও তাঁহারা মিশ্র, তিক্কা, ঝিঙ্গরণ ও কালিয়া প্রভৃতি উপাধিবান্। সেনরাজগণ অথবা তাঁহাদের পুরোহিতেরা কেহই ঐরূপ উপাধিবিশিষ্ট ছিলেন না? অতএব উঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ কথাও সম্পূর্ণ অমূলক।

অবশ্য সেনবংশ বলিলে কায়স্থ, নবশাখ ও সোণারবেণে জাতিও উহাদ্বারা

অববোধিত হইতে না পারে তাহা নহে। কিন্তু সেনবংশীয় রাজারা, তামিলী, বারুই, গন্ধবেণে, সোণারবেণে বা কায়স্থ ছিলেন, এ প্রবাদ এ দেশে ঋজুপাঠের সেই বিলম্ব বাণীশ্রোতা শৃগাল মহাশয়ও শ্রবণ করেন নাই, কাজেই সেনোপাধিক উক্ত মহাত্মগণকে বৈদ্যজাতি ভাবাই বেশী যুক্তিসঙ্গত? প্রবাদও তাহাই?

তারপর বলিবে উঁহারা যে ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিতেন, তাহার প্রমাণ কি আছে? প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে। মহারাজ বল্লালের ব্যবহারে ব্রাহ্মণগণ বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা তজ্জন্য রাজকুলের পৌরোহিত্য পর্য্যন্ত করিতে ক্ষান্ত হয়েন। এ বিষয়ে বন্দ্যবংশের আদি কুলীন মহেশ্বর ও রাজা বল্লালের মধ্যে যে তর্কবিতর্ক হয়, বর্ত্তমান সময়ের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা চট্টোপাধ্যায় নুলো পঞ্চানন আপন গোষ্ঠীকথায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত কারিকাটী যে অতীব মান্য, তাহাতে সন্দেহ করিতে হইবে না। পূর্ব্বস্থলীর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত চূড়ামণি, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, উহা চুপীকঙ্কণীলা-নিবাসী হুগলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল শিবনাথ রায় মহাশয় হইতে লইয়া সম্বন্ধ নির্ণয়-প্রণেতা লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়কে প্রদান করেন। ঐ গ্রন্থের ২য় সং ৫৮৪—৮৯ দেখ। যথা—

পঞ্চ কান্যকুব্জসন্তানের বৈদ্যের
পৌরোহিত্যপরিত্যাগহেতু।

একদিন রাজা জিজ্ঞাসিল পঞ্চ গোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন, আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে ॥১
কহ, সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্য ছিলে পুরোহিত ॥২
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতী।
নিত্য যাজ্যে রত নহি, নৈমিত্তিকে ব্রতী ॥৩
অত্র হল দশকর্ম্মা, শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক্, নহি শূদ্রযাজী ॥৪
আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈদ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ জাতি ॥৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী, তবু বলায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ॥৬ *
রাজা হলে রাজন্য, সে না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥৭
ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট, ক্ষত্র নহে, ** রাজন্য প্রবল ॥৮
তারাও বিভা করিত তিন জাতি মেয়ে।
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাতশতী দেখ চেয়ে ॥৯
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদজ্ঞানহীন।
যাজক, পিণ্ডভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন ॥১০
বল্লাল লয় যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখিনা ॥১১
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে ॥১২
ইথে উভয় পক্ষের বৈশ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য ॥১৩
তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য যাজন না করে।
পূর্ব্বেও ত অগ্ন্যাধানে স্বধা মাত্র ধরে ॥১৪
পুরোধা যজ্ঞ-যাজক পিণ্ড-ভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্য মাত্র লয় ॥১৫
শ্রাদ্ধে সঙ্কল্প মৃতের স্বর্গোদ্দেশে দান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেয়, পুরোধা না খান ॥১৬
এ উদ্দেশ্য না থাকিলে যাজক পূজক।
ক্রিয়াকাণ্ডে লোভী হত সর্ব্ব-ভক্ষক ॥১৭
যজমানো স্বল্পমাত্র দক্ষিণা যে দিয়া।

---

* দেখ বৌদ্ধও, একালের ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানের ন্যায় জাতি মর্য্যাদা ভুলিতে নারাজ, সেও ক্ষত্রিয়ত্ব-কাম !!

** সুতরাং পালরাজগণও ক্ষত্রিয় ছিলেন না, পরন্ত প্রবলরাজা বলিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিতেন ?

উৎসৃষ্ট ভোজ্যে ঋত্বিকে দিত পুষিয়া ।১৮
অসৎ প্রতিগ্রহে দ্বিজ পতিত অগ্রদানী।
তাহা দেখি বৈদ্যে ত্যজে জ্ঞানী দ্বিজ মানী ॥১৯
পৈত্র্য কার্য্যে পিণ্ড-ভোজী পৌরোহিত্যে দোষ।
দৈবে আর্ষে পৈত্র্যে স্বধা করয়ে প্রতোষ ॥২০
সবন্ধু বল্লাল পতিত বৃষলে গণ্য।
বৈদ্য কুল পৈতা ত্যজি শূদ্রবৎ অধন্য ॥২১
সৎশ্রোত্রিয় আর যে কুলীন তনয়ে।
যাজন ত্যজে রাজার শূদ্রবলে ভয়ে ॥২২
যদবধি বৈদ্য কুল দ্বিজত্ব-বিহীন।
তদা পবিত্র দ্বিজ বৈদ্যে ত্যজে প্রবীণ ॥২৩
কন্দুপক্ক পয়ঃপক্ক আর ঘৃত পক্ক।
দ্বিজগ্রাহ্য শূদ্রপাকে এই মাত্র সম্পর্ক ॥২৪
শূদ্রের আমান্ন শ্রাদ্ধে পক্ক বলি গণ্য।
বৈদ্য ও বৃষল শ্রাদ্ধে আম মাত্র মান্য ॥২৫
নিবেদিল রাজা মম পূর্ব্ব পিতামহে।
বৈদ্য হলেও রাজন্য আচরণে রহে ॥২৬
মহানন্দীর পর হতে সব ক্ষত্রিয়।
বৃষলে গণ্য কিবা চন্দ্র সৌরবংশীয় ॥২৭
কেমনে করিল যজ্ঞ পঞ্চ ঋষি এসে ? (প্রশ্ন)।
তারা পঞ্চ মহাভূত দোষ হবে কিসে ?(উত্তর) ॥২৮
যাঁহার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়!
তৎকার্য্যে আর সর্ব্বভুকে দোষ কৈ রয় ? ॥২৯
তাঁরা সাগ্নিক দ্বিজ, চন্দন বিষ্ঠাসম।
আর ষড়ৈশ্বর্য্যে ধনী ইন্দ্রিয় সংযম ॥৩০
তাঁদের সাধ্য ছিল দোষের পরিপাকে।
জগৎ কুটুম্বী আত্মবৎ ভাল বাসে তাকে ॥৩১
যাঁদের কথায় দ্বিজ মুখে শূদ্র অন্ন।

দেয় পুরুষোত্তমে নাহি ভাবে সে ভিন্ন ॥৩২
দেখ ভস্ম তুচ্ছ বস্তু ভূষা কেবা বলে।
কাশীর শ্মশান-ভস্ম মাথে সর্ব্ব কালে ॥৩৩
হুতশেষ যজ্ঞভস্ম শান্তি হেতু ফোঁটা।
ছার কপালে বলে কে দিতে পারে খোঁটা ॥৩৪
স্থান ও কালমাহাত্ম্যে সব শোভা পায়।
আমরা অকৃতী সব দোষ পড়ে গায় ॥৩৫
ভূমিপ হলে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরবহেতু "রাজন্য" বলায় যত্র তত্র ॥৩৬
সবারি অভিলাষ, সে উচ্চ হয় নিজে।
দেবত্বপেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজে ॥৪১
কাশীমৃত্যু জীবের শিবত্ব নিদান।
তাই কি সে পায় গৌরীর শয্যায় স্থান ? ॥ ৪২
সারূপ্য পেলেও কভু ব্রহ্ম সম হয় ?।
স্বর্গে (বৈকুণ্ঠে) নর চতুর্ভূজ, লক্ষ্মী ত না পায় ॥ ৪৩
ঘটভঙ্গে মহাকাশে যে শূন্য মিশায়।
সেই ঘটাকাশে কি ত্রৈলোক্য দেখা যায় ? ॥ ৪৪
বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা. সত্বলভে ব্রাহ্মণ্য।
তেমনি বৈশ্যভাবে সে হয় রাজন্য ॥ ৪৫
শূদ্রের প্রার্থনা হয় সে বৈশ্যত্বে গণ্য।
তপোবীর্য্যে বিপ্র সপ্তজন্মে থাকে পুণ্য ॥৪৬
বৈশ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কার্য্যে মাতৃ-ব্যবহার ॥৪৭
রাজপুত ক্ষত্র বলতে বদ্ধ পরিকর।
আজি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই· বর্ণের সঙ্কর ॥৪৮
আদিশূর বৈশ্য বটে, ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজায়া, না লাগে অরত্নি ॥ (কুশণ্ডিকা)। ৪৯
তেজে, শাপে, স্বয়ংবরে জাতি কোথা থাকে ?।

দেবযানী শুক্রকন্যা বরে যযাতিকে ॥৫০
তৎসন্ততি পেয়েছে কি ব্রাহ্মণের জাতি।
উচ্চ মাতা, নীচ পিতা, অপকৃষ্ট ভাতি ॥৫১
কলির ক্ষত্র, বৈশ্য শূদ্র, সব সমান।
বিশেষতঃ রাজা হলে নাহি থাকে জ্ঞান ॥৫২
রাজায় রাজায় বিভা সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃ মাতৃ এক পক্ষ, রাজন্য গোত্রীয় ॥৫৩
রাজায় প্রজার কন্যা দেখে সদাচার।
প্রজায় রাজার কন্যা দেখে যে আকার ॥৫৪
ভূপের ক্ষত্রত্ব হয়, শৌর্য্যের প্রকাশ।
নৃপমাত্র ক্ষত্রাচার কলিতে সহাস ॥৫৫
নিঃক্ষত্রে সঙ্কুচিত, আর পলায়িত কোঁচ।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র চণ্ডাল, রাজবংশী খোঁচ ॥৫৭

হাত ঘুরায়ে নুলো কয়, সবাই ত উচ্চ হতে চায়,
দেখি কার আছে কত পুণ্যশক্তি।
ভাগ্যে কোলো হয় ব্রহ্মে গণ্য, ক্রব্যাদ অগ্নি নিন্দ্য অধন্য ;
উৎকট পাপ পুণ্যে আছে এ যুক্তি ॥ ৫৭ গোষ্ঠীকথা।

এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া বল, সেনরাজগণ প্রকৃতই ক্ষত্রিয় ছিলেন, না তাঁহারা নানা দায়ে ঠেকিয়া উহার ভাণ কবিতেন ? বল্লাল ডোমের কন্যার সমাহার নিবন্ধন, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইবেন তাঁহারা তাঁহাকে পতিত ও শূদ্র বলিবেন, ইহাতে কি বৈচিত্র্য আছে ? এই কারিকাতে ইহাও প্রস্ফুটিত হইতেছে যে আদিশূর ও বল্লালসেন বৈদ্য ছিলেন, শাস্ত্রানুসারে একতর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদিগের আচার মাতৃকুলের বৈশ্যাচার। এবং ইহাদ্বারা ইহাও প্রকটিত হইতেছে যে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ একই বস্তু ও যে সকল সন্ন্যাসী ও যুবাপুরুষ শাস্ত্র, কুলপঞ্জী ও দেশাচার, সর্ব্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও বৈদ্যদিগকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের জারজ বৈদ্য, মহাভারতের বিলোমজ বৈদ্য (বৈদেহক) ও যা তা বলিয়া গালি দিয়া, আত্মার সন্তর্পণ করেন, তাঁহারা একবার এই কারিকাটী পাঠ করিয়া আপনাদের জ্ঞানের গৌরব লাঘব নির্ণয় করিয়া লউন ? ইহা মড়ে-

ভাটা নয়, ফরিদপুরী ধ্রুবানন্দী কায়স্থ-কারিকা নয়, এবং ইহা রাঁণাঘাটের সাতকড়ি ঘটকের কারিকাও নহে। আমাদের সিংহ মহাশয় একবার চাহিয়া দেখুন তাঁহার জাতভাই বল্লালকে বৈদ্যগণ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত ডোমী-বিহারী বলিয়াছিল, কি রাজা বস্তুতই স্বখাত সলিলে ডুবিয়া বৈদ্যের পৈতার ব্যভিচার ঘটাইয়া গিয়াছিলেন?—এই কারিকা পাঠের পরও যদি কেহ সেনরাজগণকে বৈদ্য ভাবিতে শিরঃকণ্ডূয়ন করেন, তবে আমরা "মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং" এই কবিবাক্য পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বন করিব।

ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-শব্দের ব্যাপ্তি-ব্যাপকতা।

আমরা রাজসাহীর প্রস্তরফলকে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়া থাকি। প্রতিবাদিগণ, বিশেষতঃ মৈত্রেয়মহাশয় পর্য্যন্ত ইহার জন্যে সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিতে অভিলাষী। কেহ কেহ বা উঁহাদিগকে "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" বা মূর্দ্ধাবসিক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও প্রয়াসবান, আমরা কিন্তু ইহার অর্থ অন্যরূপ বুঝিয়া থাকি, এবং তাহা বলিয়াছি।

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী,
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।

এখানে রাজেন্দ্র বাবু এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন The latter describes Samanta Sena as "a garland for the head of the race of noble Kshatriyas"—Brahma Kshatrianam Knla sirodam; বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও এই অর্থের কতক সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থ সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য ও অনিদান। অবশ্য সংস্কৃত ভাষা সাক্ষাৎ কামধেনু, ইহার নিকট যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, কিন্তু ইহা বিদ্যাসুন্দরের কালীপক্ষে ব্যাখ্যা বা দয়ানন্দী বেদব্যাখ্যার ন্যায় সম্পূর্ণ কষ্ট কল্পনামাত্র।

ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা, পুরোহিতবিশেষ, বেদ, ও ব্রাহ্মণ। ইহার একটী অর্থ দ্বারাও মিত্রজ মহাশয়ের Head অথবা শ্রেষ্ঠ অর্থ সঙ্গত হইতেছে না, হইতে পারেও নহে। অবশ্য অনেক কষ্টে বেদদ্বারা উপলক্ষিত ক্ষত্রিয় এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাই কৈলাস বাবুর টানিয়া বুনিয়া ভিন্ন প্রসাদগুণোপলব্ধ প্রাঞ্জলার্থ নহে। বস্তুতঃ পক্ষে এখানে এই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—ব্রাহ্মণ এবং "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং" পদের অর্থ—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের।

ব্রহ্মক্ষত্রিয় অর্থ "শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়" এরূপ অর্থের দ্যোতনা কিছুতেই হইতে পারে না। ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দ শাস্ত্রের নানা স্থানে যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, আমর এখানে তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। যথা—

ব্রহ্মক্ষত্রবিশামেব মন্ত্রবৎ স্নান মিষ্যতে।
তূষ্ণীমেব হি শূদ্রস্য সনমস্কারকং মতং॥ ২৮ তত্ত্ব ৫০৪পৃষ্ঠা। রঘুনন্দন।
ব্রহ্মক্ষত্র মহিংসন্তস্তে কোশং সমপূরয়ন্ ১৩—৭সর্গ বলিকাণ্ড।
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ॥৩৯।১৭ স কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

তত্র—রামানুজঃ—ব্রহ্মক্ষত্রেণেতি সমাহার দ্বন্দ্বঃ।

অর্থাৎ ইক্ষ্বাকুর অমাত্যগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কোন হিংসা না করিয়াই রাজকোশ অর্থপূর্ণ করিতেন। অন্যত্র বলা হইতেছে, হে রাঘব! শল্যকাদি পঞ্চ পঞ্চনখ জন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য, উহা ভক্ষণ করিলে পাপ হয় না। রঘুনন্দন বলিতেছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, স্নানকালে মন্ত্রপাঠ করিবেন, শূদ্রেরা নহে। সুতরাং সহৃদয় পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন আমরা কষ্ট কল্পনার সাহায্যে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি, না উহা ব্যবহৃতপূর্ব্ব পরিজ্ঞাত প্রাঞ্জলার্থক শব্দই বটে?।

অবশ্য "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্তও হইতে পারে। আমরাও সে অর্থের প্রয়োগ পরিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহি। শাস্ত্রের বহুস্থলে উক্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দ, মূর্দ্ধাবসিক্তার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরশুরাম ও মহারাজ ক্ষেমক, উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। যথা—

ভৃগুবংশ সমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো।
জমদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করং॥ ৩
ব্রহ্মক্ষত্রং সদা জ্ঞেয়ং ইতি নিশ্চিত্য শঙ্কর!।
আরাধিতোঽসি তপসা ধনুর্ব্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে॥১৪-১৫ অ-উত্তরার্দ্ধ।
রেণুকা মাহাত্ম্য।

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥৪-২১অ
৪ অংশ-বিষ্ণুপুরাণ। ভাগবত-৯ স্কন্ধ-২২অ-৪৪ শ্লোক।

তথাহি—জয়দ্রথস্ত ব্রহ্মক্ষত্রান্তরালসম্ভূত্যাং পত্ন্যাং বিজয়ং নাম পুত্রমজীজনৎ। ৫—১৮অ—৪অংশ বিষ্ণুপুরাণ।

তত্র—বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধর স্বামী—ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং। শ্রীধর, শেষ অংশ ও পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রমাদের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন।

যাহা হউক "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থ যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াসম্ভব মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি তাহাও সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে অর্থ এখানে প্রসঙ্গাধীন সঙ্গত হইবে না কেননা সেনরাজগণ, সর্ব্বত্র অম্বষ্ঠশব্দে পরিচিত, অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্যা, সুতরাং তাঁহাতে ক্ষত্রিয়ের সংস্রব আদবেই নাই এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় গণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ভিন্ন কখন অম্বষ্ঠ বলিয়াও সমাখ্যাত হইতে পারেন না। সেন-রাজগণ তথাবিধ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াপ্রসূতি মূর্দ্ধাবসিক্ত হইলে আমরা তাঁহাদিগকে "অম্বষ্ঠ" বলিয়া প্রখ্যাত দেখিতে পাইতাম না। যাঁহারা প্রসঙ্গ ও শব্দের প্রসাদ গুণোপেত সরলার্থের অনুগামী নহেন, আমরা তাঁহাদিগের জন্য লেখনী ক্ষালন করিলাম না। ভিন্নপথবাহীদিগের পথ চিরকালই ভিন্ন থাকিবে ও থাকুক। শুদ্ধ আমরা যাহা বলিলাম, অভিজ্ঞপগোষ্ঠী তাহার গৌরব লাঘব প্রশস্তহৃদয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন। অপিচ সকলে ইঁহাও চিন্তা করিবেন যে যদি ফলক সমূহের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হইত তাহা হইলে হয় ত পরিপন্থিগণ এত কথা বলিবার পূর্ব্বেই স্ব স্ব ভ্রান্তির সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হইতেন। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীতে তাম্রফলকাদির প্রকৃত প্রকৃতি লক্ষিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় উমাপতি ধর গুপ্ত মহাশয় কেবল যে "বাচঃপল্লবয়িতা" ছিলেন, তাহা নহে, প্রসাদগুণোপেত প্রাঞ্জলার্থের সমালম্বন বিষয়েও তিনি অতিশয় কৃপণ ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ছিল, তিনি ব্যাকরণেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তৎকৃত কলাপকারিকা অতীব উপাদেয় বস্তু, কিন্তু তথাপি তিনি বর্ণনীয় বিষয়কে অকারণ জটিল করিয়া তুলিতেন। এখানে তাঁহাদিগেরও মতলব স্বতন্ত্র ছিল, জানা লোকেরা ত তাঁহাদের জাতি জানেই কিন্তু বাহিরের লোকে তাঁহাদিগকে সহসা ক্ষত্রিয়ই ভাবুক, একারণ তাঁহারা উমাপতি ধরের দ্বারা এইরূপ দ্ব্যর্থবৎ জটিলার্থের পদ প্রয়োগ করাইয়াছেন।

আমরা প্রস্তর ও তাম্রফলকের সকল কথার সমালোচনা করিলাম, সকলে ইহা হইতেই দেখিবেন সেনরাজগণ বিশুদ্ধ বৈদ্য সন্তান ছিলেন, ক্ষত্রিয় ছিলেন না। তদ্‌ঘটিত সমুদায় পদাবলী ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণাত্মক মাত্র। মুলা তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ সেনোপাধিক নহেন, বল্লাল কখন সেনবংশের ভিন্ন ক্ষত্রিয় বংশের প্রশংসা গান করেন নাই। প্রত্যেক ফলকেই সেনবংশের প্রশংসা কীর্ত্তি কীর্ত্তিত রহিয়াছে। সুতরাং এহেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় ভাবা সম্পূর্ণ বিমূঢ়তা মাত্র। ক্ষত্রিয় কখন আপনার বংশকে সেন বংশ, সেনান্ববায় বলে না। অতঃপর আমরা বাচস্পতি মিশ্রের কুলরমার এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়া ফলকবিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আসীৎ পুরা শক্রসমোঽপি রাজা,
বল্লালসেনঃ কিল বৈদ্যবংশঃ। *

মিত্রজ প্রকরণ।

এই প্রকরণে আমরা মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহাশয়ের মতের খণ্ডনার্থ কিছু বলিব। তিনি নিম্নলিখিত কারণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গের সেনরাজগণকে অবৈদ্য ও অনম্বষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়া অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় প্রতিপাদনে, অভিলাষী হইয়া আপন ইণ্ডোএরিয়ান গ্রন্থে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার সেই কথাগুলির কিয়দংশ এই। যথা—

There is one more circumstance in connection with the Senas to which I wish to allude, before I conclude,—it is with reference to this caste. The Universal belief in Bengal is, that the Senas were of the medical caste, and families of Vaidyas are not wanting in the present day who trace their lineage from Ballal Sen. There is, however, nothing authentic to justify this belief. It is well known that a great many of the pedigrees given in Burk's Landed Gentry are atterly worthless, and it is notorious that many families of abscure origin have their veins filled with blue blood of generations of

* ইহা বিক্রমপুর বিদ্‌গ্রামের, পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাশ কবিরত্ন ঘটকরাজ ঘটকবিশারদ মহাশয় হইতে প্রাপ্ত।

Kings by the opportune help of popular genealogists. and I feel strongly tempted to believe that the pedigree of the so called Ballal's descendants is no better.

The Kulapanjika of kulacharya Thakur describes Adisur as the Sun of the Kshatriya race (Kshatriya Vansa hansa) ; The Bakarganj and the Rajshahi inscriptions agree in calling the Senas, the descendants of the moon or Kshatryas of the Lunar race (Somavansa's) ; the latter describes Samanta Sen as "a garland for the head of the race of noble Kshatriyas"—Brahmo Kshatryanam. kulosirodama ; and their testimony can not be rejected in favour of modern tradition. In the Tarpandighi plate there occurs a verse which Mr. Westmacott thus renders into English : "The Kings of the race of Aushadhi Nath (moon) neutralize the sharp fever poisin of their enemies by the lustre of the nails of their feet, as with the juice of the creepers nurtured (as plants with water) by the lustre of the diadems of numbers of Kings, prostrate in homage".

The Sunderbon plate also ascribes the family to the race of the moon : Aushadhi Nath Vansa. Nor is it difficult to account for the mistake which has given rise to the tradition. There lived in former days in the North west a race of Kshatriyas of the name of Ambastha. The Vishnu Puran alludes to them when enumerating the several races of the north west provinces (মদ্রারামা স্তথাম্বষ্ঠাঃ পারশীকাদয়স্তথা) and Panini quotes Ambashtha as an example of the same word meaning a Kshatriya race and a country where they lived (Panini IV. I, 171.). The Mahabharat uses the word both as the name of a race of kshatriyas, and that of a kshatriya king, and the Medini, the Vishvaprakash and the Shabda ratnakar explain it as the name of a country.

It is very likely that the Senas belonged to this section of the military class, and in Bengal, in latter days, was confounded with the Ambashthas of manu were a mixed tribe of Brahmans and Vaishyas, and therefore taken to be of the medical caste. Such confounding of names and their meanings has been so common in India, that one need not be at all surprised at finding the Senas degraded from a military to a mixed caste, from a misapprehension of the meaning of their name. Abul Fazal, in the Ayini Akbari. and Pere Tieffentha-

ler make the Senas to belong to the Kayastha caste, and this may be explained by the fact that the Kayasthas in the north west are, even to this day, called by the name of Ambashthas. If this be not accepted, tradition shall have to be opposed to authentic inscription.

Exception, however, has been taken to the deduction by some of my contrymen, mostly Vaidyas of the Sena family, who claim themselves to be of the Royal race, and Several Bengali books have been written to prove my error. My critics all labour under the mistake that I wanted to make the Sena Kings members of the Kayastha caste, in order to gloryfy that caste, and enjoy the advantage of a ray of that glory, being myself a Kayastha; but as I have nowhere said any thing of the kind, I cannot but leave this part of their criticisms unnoticed. They have created this own frankenstein, and I leave them to lay it in the best way they can. P. 262–265

অর্থাৎ আমি, এই প্রবন্ধ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সেনরাজগণের জাতি-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। এদেশের জনসাধারণের ইহা একটী সাধারণ সিদ্ধ সংস্কার ও বিশ্বাস যে সেনরাজগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। এবং এই বঙ্গদেশে এরূপ বৈদ্য-সন্তানও বহু রহিয়াছেন, যাঁহারা বল্লালাদিকে আপনাদের সগন্ধ ও পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দান করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এহেন বিশ্বাস ও ধারণার কোন মূল্যই নাই। উহা সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন। তাঁহাদিগের এই দাবি সপ্রমাণ করিবার কিছুই নাই।

ইংলণ্ডের প্রখ্যাতনামা বাগ্মী মহামতি বার্ক সাহেবের একখানি "লেণ্ডেড জেণ্ট্রী" নামে গ্রন্থ আছে। উহাতে বিবৃত আছে, যে ইংলণ্ডের বহু যে সে বাজে লোকে আপনাদিগকে অকারণ রাজবংশীয় বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশেও যে সকল বৈদ্য সন্তান আপনাদিগকে বল্লালাদির সজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অবস্থা ইংলণ্ডের উল্লিখিত জনসাধারণের অবস্থা একই।

মহারাজ আদিশূর, কুলাচার্য্য ঠাকুরের কুলপঞ্জিকাতে স্পষ্টাক্ষরে ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছেন। যথা—"ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ"।

অপিচ বাখরগঞ্জ ও রাজসাহীর তাম্র ও প্রস্তর ফলক-সমূহ সেনরাজগণকে একবাক্যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, এবং রাজসাহীর প্রস্তর

ফলকে মহারাজ সামন্তসেন প্রধান ক্ষত্রিয়কুলের শিরোমাল্য বলিয়া বিবৃত রহিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম"

সুতরাং এই অকাট্য প্রমাণ দ্বয় কিছুতেই একালের উক্ত অকিঞ্চিৎকর অমূলক কিংবদন্তী দ্বারা খণ্ডিত হইবার নহে।

তপনদীঘীর তাম্রফলকেও বর্ণিত রহিয়াছে যে বঙ্গে সেনরাজগণ ওষধিনাথ বংশ-প্রভব। স্বয়ং ওয়েষ্ট মেকট সাহেব পর্য্যন্ত উহার অনুবাদও করিয়া রাখিয়াছেন। সুন্দর বনের তাম্র ফলকেও উঁহারা ঐরূপ ওষধিনাথ বংশপ্রসূতি বলিয়া সমাখ্যাত। সুতরাং এই সকল বলবৎ প্রমাণ অবিশ্বাস করিবার কোন হেতুই দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সাধারণ জনশ্রুতি অলীক হইবারই বহু সম্ভাবনা। অবশ্য এদেশে উক্ত রাজগণ, বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রখ্যাত রহিয়াছেন বটে, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ নামে একটা ক্ষত্রিয় বংশ বর্ত্তমান ছিল। বিষ্ণুপুরাণে যে স্থানে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় নানা জাতির কথা বিবৃত হয়, তথায় অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের পারগণনাও হইয়াছে। যথা—

মদ্রারামা স্তথাম্বষ্ঠাঃ পারশীকাদয়স্তথা।

এবং মহর্ষি পাণিনিও তদীয় অষ্টাধ্যায়ীতে ক্ষত্রিয় জাতি ও জনপদ বুঝাইতে অম্বষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—পাণিনি——৪—১—১৭১।

মহামান্য মহাভারত গ্রন্থেও উক্ত অম্বষ্ঠ শব্দ, ক্ষত্রিয় জাতি ও ক্ষত্রিয় নৃপ বিশেষের নাম বুঝাইতে প্রযুক্ত রহিয়াছে। এবং মেদিনী, বিশ্বপ্রকাশ, ও শব্দ রত্নাকর অভিধানেও উক্ত অম্বষ্ঠ শব্দ, অম্বষ্ঠ দেশ অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

ফলতঃ বঙ্গের সেনরাজগণ, অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় ছিলেন। মনুতেও ব্রাহ্মণ বৈশ্যা সম্ভব চিকিৎসা বৃত্তিক একটী মিশ্র অম্বষ্ঠ জাতির সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খুপ সম্ভব, তাই লোকে শব্দ সাম্যবশতঃ ভ্রমে পড়িয়া বঙ্গের বিশুদ্ধবর্ণ ক্ষত্রিয় সেনরাজগণকে চিকিৎসাবৃত্তিক উক্ত বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠজাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে! ফলতঃ সেনরাজগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন, অম্বষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন না।

আবুল ফাজেল তাঁহার আইন আকবরিতে এবং পেরি টিফেন থলার তাঁহার গ্রন্থে সেনরাজগণকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এখনও অম্বষ্ঠ কায়স্থ নামে একটী কায়স্থশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।

উঁহারা তদ্দৃষ্টে এই ধারণায় উপনীত হইয়া থাকিবেন। যদি কেহ এই সকল প্রমাণ, দৃঢ়তর বলিয়া মানিয়া লইতে না চাহেন, তবে কেবল তিনিই সেনরাজগণের বৈদ্য জনশ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিবেন।

ইহা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেকে শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে অভিলাষী। বিশেষতঃ সেনউপাধিধারী অধিকাংশ বৈদ্যপরিবার আপনাদিগকে রাজার জাতি ভাবিতেও বদ্ধপরিকর। কেহ কেহ বা আমার ভ্রান্তি প্রদর্শন জন্য কতকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক এরূপও আছেন, যাঁহারা আমার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন যে আমি নিজে কায়স্থ, তাই সেনরাজগণকে কায়স্থ বলিয়াও প্রমাণ করিতে পশ্চাৎপদ নহি। ফলতঃ তাঁহারা না জানিয়া শুনিয়াই এরূপ মিথ্যা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কি না, তাহা তাঁহারাই বিচার করিয়া বলুন।

মিত্রজ মহাশয়, তদীয় ইণ্ডো এরিয়ানে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার ভাবার্থ অনুবাদ করিয়াদিলাম। আমরা কিন্তু তাঁহার একটী মতও অভ্রান্ত ও একটী কথাও প্রামাণ্য বলিয়া প্রবোধ মানিতে পারিলাম না। তিনি নিঃস্বার্থহৃদয়ে প্রমাণের সমাহার করিয়া তাহার অনুগামী হইয়াছেন কি না, তিনি সরলহৃদয়ে প্রমাণের অর্থ-ব্যক্তি-বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন কি না, তিনি বল্লালকে আপনার জাত ভাই করিতে চান না, তথাপি জটিলা ধর্ম্মা অনভিজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে বৃথা গঞ্জনা দিতে অকারণ দোষারোপ করে কি না, আমরা একে একে এই বিষয়গুলির সমালোচনা করিব।

মিত্রজ মহাশয় প্রস্তর ও তাম্রফলকের খোদিত লিপির অনুবলে সেনরাজগণকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিতে অভিলাষী হইয়া বহু বাক্যব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণ করিয়াছি যে ঐসকল ফলকের উক্তি ভাণমূলক, সুতরাং অকিঞ্চিৎকর। দেশের প্রধান কুলাচার্য্য নুলো পঞ্চানন প্রভৃতি যখন বর্ত্তমান সময়ের ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বেই সেনরাজগণকে শাস্ত্রতঃ ব্রাহ্মণ ও ব্যবহারতঃ মাতৃধর্ম্মা বৈশ্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা যে যত্র তত্র ক্ষত্রিয়ত্বের বৃথা ভাণ করেন, তাহা পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, তখন সেই চর্বিতচর্বণ অমূলক ক্ষত্রিয়ত্বের কোন কথার

পুনরায় অবতারণা করা সম্পূর্ণ অবিচার মাত্র। উঁহারা ক্ষত্রিয় হইলে "দেববর্ম্মা" ব্যবহার না করিয়া "সেনদেব" পদের ব্যবহার করিতেন না। তৎকালে উড়িষ্যায় অশ্বপতি গজপতি বংশীয় মাহিষ্য (পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা বৈশ্য) রাজগণ রাজত্ব করিতে ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতির এক স্ত্রীও বৈশ্যকন্যা ছিলেন। বঙ্গের সেনরাজগণকে রাজপদের মর্য্যাদাসংরক্ষণজন্য উঁহাদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে হইত, মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জেশ্বরের বৈশ্যপত্নীজ কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিপীড়ন করেন, কাজেই তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ভাণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের পুঁথিগত ক্ষত্রিয় শব্দের যে কোন মূল্য ছিল, তাহা বিচারক্ষম কেহই স্বীকার করিবেন না। পঞ্জাবে মণ্ডী ও সুখেত রাজ্যে বল্লালের যে জ্ঞাতিগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও এ দেশের বৈদ্যের সহিত আদান প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া এইক্ষণে আপনাদিগকে "গৌড় ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচিত করিয়া তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয় সমাজে চল হইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সেদিনও জয়পুরে মাননীয় মহেন্দ্রনাথ সেন (মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা) মহাশয়ের নিকট আপনাদিগকে বঙ্গদেশীয় বৈদ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা প্রস্তর ও তাম্রফলকের উক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে পারি না। পালবংশীয় রাজগণ, জাতিতে বৈদ্য হইলেও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সেনরাজগণ পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের সহিতও যৌন সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়াছেন। আমি জাতিতত্ত্ব বারিধির ১ম ভাগে ভ্রান্তি ও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন পাল রাজগণকে মাহিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, ফলতঃ পক্ষে উঁহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, মাহিষ্য ছিলেন না। অনেকে উঁহাদিগকে ভূমিহর ব্রাহ্মণ বলিয়াও বিশেষিত করিয়াছেন, কিন্তু ভূমিহর ব্রাহ্মণগণ, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পালগণের উপাধি পাল নহে, উহা নামৈক দেশমাত্র। গোপাল ও ভূপাল নাম লইয়া তথ্য নির্ণয় করিতে গেলেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। গো ও ভূ কাহার নাম থাকে না ও হইতে পারে না।

বিলাত ফেরতা নয়, দেশী ষ্টেটুটারি সিবিলিয়ান ও দেশী মেডিকেল অফিসার ও বাঙ্গালী ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণ পর্য্যন্ত সাহেব শব্দে সমলঙ্কৃত হয়েন, সাহেবের মতন পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন, সাহেবের মতন "টুপি

টোম” করিয়া কথা কহেন ও ইংরাজীতে হাসেন, গাত্রশিরঃকণ্ডূয়ন করেন ও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখেন, এমত অবস্থায় দেশের প্রকৃত মূর্দ্ধাভিষিক্ত স্বাধীন রাজা বল্লালসেন প্রভৃতি কেন ক্ষত্রিয় সাজিতে পশ্চাৎপদ হইবেন? ক্ষৌরকার পত্নীর অঙ্কে লালিত পালিত মহারাজ অশোক পর্য্যন্ত কি আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিয়া যান নাই?। মিত্রজ মহাশয়, সেনরাজগণের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন জন্য তদীয় পিতৃদেবের ক্রিয়াযোগসারের একটী বচন অধ্যাহার করিয়া বলিতেছেন বঙ্গদেশের সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারের নিম্নোদ্ধৃত বচন দ্বারা রাজা সু-সেন (su-sena) চন্দ্রবংশ-প্রভব বলিয়া সমাখ্যাত। যথা—

"That the senas of Bengal were Kshatriyas of the lunar dynasty is borne out by the following extract from the Kriya yogsar of the Padma Puran, which makes "Su-sena" a Somvansi"—Page 265-66, Indo Aryan Vol, II। সে শ্লোকটী এই—

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ভবেৎ রাজা সুষেণাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বকাম ফলপ্রদ সেই শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্রে চন্দ্রবংশপ্রভব সুষেণ নামে এক রাজা আছেন।

আছেন ভালই? তাহাতে বঙ্গদেশের সেনরাজগণের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হই-তেছে? সেই সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ পুণ্যস্থান কোথায়? আমরা দেখাইব উহা সমুদ্র তীরবর্ত্তী কাঞ্চীনগর। বঙ্গের সেনরাজগণ কি কোন দিন সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন কাঞ্চী নগরের রাজা ছিলেন? কখনই নহে। সেনবংশে কি সুষেণ নামে কোন রাজা থাকার কথা ঐতিহাসিকগণ পরিজ্ঞাত আছেন? না, তাহাও দেখা যায় না। তবে মিত্রজ মহাশয় কি প্রকারে এই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া স্বমত সমর্থনে প্রয়াসী হইলেন?

অবশ্য দূরদর্শী মিত্রজ মহায়, সুষেণ শব্দটীকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া "সু—সেন" এই দুইটী অদ্ভুত পদার্থের সমাগম ঘটাইয়াছেন, কিন্তু সু নাম ও সেন পদটী উপাধি এরূপ ব্যাখ্যা-সঙ্গতি কি নিসর্গ ব্যভিচার নহে?। অবশ্য মিত্রজ মহাশয় বিজয় সেনকে শুকসেন বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই

শুকসেন যে এই পক্ষ পুরাণীয় সুসেন সহ অভিন্ন, তাহার কোন প্রমাণ আছে ?

আমরা মনে করি, এই সুষেণ শব্দটি নিত্য সমাস নিষ্পন্ন একটী অবিভাজ্য অচ্ছেদ্য পদার্থ। ইহার সহিত কোন সেনরাজার অথবা বিজয়সেনের কিংবা শুকসেন নামক কোন রাজান্তরের কোন সাগন্ধ্যই বর্ত্তমান নাই। বানর চমূর অগদঙ্কার মহামতি সুষেণ ও কলাপের কবিরাজ প্রণেতা সুসেণাচার্য্যও সুষেণ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ যেমন সেনান্তনামা বা সেনো-পাধিক ছিলেন না, তেমনই উদ্ধৃত শ্লোকের সুষেণ বেচারাও সেনরাজ-গণের কেহ ছিলেন, এরূপ ভাবনা ভাবিতে হইবে না। পদ্মপুরাণ একখানি অনধিক দিনের জঘন্য অনার্য গ্রন্থ, ভবিষ্যপুরাণে আদম, হবা, ও হুমায়ূন আরঞ্জিবের কেচ্ছা রহিয়াছে, পদ্মপুরাণেও না হয় সেনরাজগণের একটা আধটা কথা থাকিলই ? কিন্তু আমরা বলিতেছি পদ্মপুরাণের এ সুষেণের সহিত সেনরাজগণের কোন সংস্রবই নাই। এই সুষেণও কোন মূর্ত্ত চেতস্বান্ পদার্থ নহে, ইহা একটী উপকথার কল্পিত ব্যক্তি মাত্র। মিত্রজ মহাশয় নিজে পদ্মপুরাণ পড়িয়া দেখিলে কখনই এ ভ্রান্তির সমাশ্রয় করিতেন না। আমরা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত ক্রিয়াযোগসার হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা——

বিচেষ্ট উবাচ– সমুদ্রান্তরতীরস্থাং কাঞ্চীং নাম পুরীমিমাং।
পশ্য সর্ব্বত্র বিখ্যাতাং জনসর্ব্বসুখপ্রদাং ॥ ১৬৮

সুলোচনোবাচ—দৃঢ়ং কুরু মনো বীর, কন্যাহমবিবাহিতা।
মাং সমালিঙ্গ্য মোহেন কথং যাস্যসি দুর্ম্মতে ॥ ১৭৯

নিশাচ শিষ্টা নলিনী হিমাকরে, দূরীকৃতে চণ্ডকরেণ ভাস্বতা।
সুগন্ধ পুষ্প প্রকরা হতি সুন্দরী, নাপ্নোতি কিং ভৃঙ্গবরস্য সঙ্গমং ॥ ১৯৪
হৃদা বিচিন্ত্যেতি বরাঙ্গনা সা, সপ্তিং সমারুহ্য মহাজবন্তং।
তপ্তুং তপঃ সাগরবিষ্ণুপত্নোর্জগাম বিজ্ঞোত্তম সঙ্গমায় ॥ ১৯৫

তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ভবেৎ রাজা সুষেণাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ১৯৬
গন্তুং তস্য সভাং রাজ্ঞ শ্চেতসা সা ব্যচিন্তয়ৎ।
ময়া যুবত্যা কর্ত্তব্যং কথং ভূপাল দর্শনং ॥ ১৯৭—৫অ

এই শ্লোকগুলি বিচেষ্ট ও সুলোচনার উক্তিপ্রত্যুক্তিচ্ছলে বিরচিত। এই সুষেণ ও এই সোমবংশ, কোন পার্থিব পদার্থ নহে, ইহা পুরাণ প্রণেতার অন্তর্জগতের ক্রীড়া কন্দুকমাত্র। ঋজুপাঠের কাগা বগা, এই বিচেষ্ট, সুলোচনা ও সুষেণ, অভিন্ন পদার্থ। মিত্রজমহাশয় একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার অবতারণা করিলেই ভাল হইত। পুরাণ প্রণেতা "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে"র মতন এখানে উপদেশ প্রসঙ্গে এই পুস্তির গল্পের সৃষ্ট করিয়াছেন।

আর একটা দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এই যে মিত্রজ মহাশয় আপন উক্তির সমর্থন জন্য ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের শরণ লইয়াছেন। যথা—

Dr. Wise believes that there must have been a Ballal Sena reigning in Vikrampur or sonargan after Lakhmania, and Susena whose names I once took to be aliaes of Lakhmania, where probably those of other Successors. Page 257,

হাঁ একথা আমরাও বিশ্বাস করি যে আর একজন বল্লালসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু সুষেণ নামে যে কেহ সেন কুলে ছিলেন, ইহা কেহ জানে না এবং লক্ষণ সেনের নামান্তর যে সুসেন তাহাও দেশের লোক অজ্ঞাত। কুলপঞ্জিকা বা আইন আকবরিতেও সুষেণ নামের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, অবশ্য কেহ কেহ শুকসেনের নাম লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার বিকারে সুসেন নামের সম্ভব ধরিয়া লইলেও সে বিকৃত পদার্থ সহ পদ্মপুরাণের কাঞ্চী নগরের অবিকৃত সুষেণের কি সাগন্ধা থাকা কল্পনা করা যাইতে পারে ?। ডাক্তার ওয়াইজ কোন ভ্রান্ত দেশীয়ের পদানুসরণ করিয়াছেন অথবা তিনি স্বজাতি সুলভ চণ্ডীমণ্ডপের তলপ দিয়া বসিয়াছেন, তাহা কে জানে? এ যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাজনৈতিক কোন কূট নহে, জাতিতত্ত্ব ঘটিত ব্যাপারে কুলাচার্য্যগণকে দূরে পরিহার করিয়া ওয়াইজ সাহেবকে প্রমাণস্থলে খাড়া করা বিড়ম্বনা মাত্র। ফল কথা মিত্রজ মহাশয় এই বচন প্রমাণে যে সেনরাজগণকে সোমবংশ প্রসূতি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা এরূপ মনে করিতে পারিলাম না।

আমরা আরও দুঃখিত হইলাম যে মিত্রজ মহাশয়ের মতন লোকেও চন্দ্র বংশীয় রাজগণকে Lunar শব্দ দ্বারা সংখ্যাপিত করিতে প্রয়াসবান্। The Senas, the descendants of the moon or Kshatriyas of the lunar

race" এ কথাগুলি লেখা মিত্রজ মহাশয়ের পক্ষে বড়ই অনুচিত হইয়াছে। অবশ্য Lunar শব্দের অর্থ চন্দ্রসম্বন্ধীয়, কিন্তু সে জড়চন্দ্র কি আমাদিগের রাজ-বংশ প্রবর্ত্তক হইতে পারে? বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয়গণের আদি পুরুষ চন্দ্র, মহর্ষি অত্রির তনয়, তাঁহার ও অদিতিনন্দন সূর্য্যের রাজ্য ভৌম স্বর্গে বিদ্যমান ছিল, এই চন্দ্র সূর্য্য আকাশের জড় ও অচেতন পদার্থ নহেন। চন্দ্রের রাজ্য বা মণ্ডল, সূর্য্যের রাজ্যের দ্বিগুণ দূরে ছিল, জড় চন্দ্রমণ্ডল, জড় সূর্য্যমণ্ডলের দ্বিগুণ ছিলই না। "লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মং, ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধুঃ" ইহা জলন্ত পৌরাণিক প্রমাদ। দুঃখের বিষয় দেশের বহুলোক এই প্রমাদের নিকট অবনতমূর্দ্ধা।

যাহা হউক অতঃপর আমরা মিত্রজ মহাশয়ের "ক্ষত্রিয়বংশ হংসঃ" কথাটার মহিমার বেলোর্দ্ধ সীমা নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইব।

রাজেন্দ্র বাবু বলিতেছেন—The kulapanjika of kulacharya Thakura discribes Adisur as the "sun of the Kshatriya race" (Kshatriya vansa hansa).

কিন্তু আমাদিগকে ক্ষোভের সহিতই বলিতে হইতেছে যে শুধু—"ক্ষত্রিয় বংশ হংসঃ"—এই একটী বাক্য দ্বারা রাজেন্দ্র বাবু কেমন করিয়া স্থির করিলেন যে ইহা মহারাজ আদিশূর সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছিল? কোন্ কুলাচার্য্য ঠাকুর ভারতবর্ষের কোন্ কুলপঞ্জিকায় এ কথাটী বলিয়াছেন, মিত্রজ মহাশয় কেন তাহার নাম নিশিন্দা করিলেন না? অমুক কুলপঞ্জিকার অমুক পত্রে অমুক কুলাচার্য্য এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহা দেখাইয়া দিলেই কি ভাল হইত না? শ্লোকের একটীমাত্র চরণ উল্লেখ করিয়া কি কেহ কখন স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন? অবশিষ্ট চরণত্রয়ে কি আছে, কে কাহাকে উল্লেখ করিয়া এ কথা বলিতেছেন, ইহা কি মিত্রজ মহাশয়ের মনে স্বতঃ জাগ্রত হইল না? শত শত কুলগ্রন্থে আদিশূর বল্লালের নাম ধাম প্রসঙ্গ বিদ্যমান, শত শত গ্রন্থে উঁহারা বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়া সমাখ্যাত, মিত্রজ মহাশয়ের চক্ষে তাহার একটীও পড়িল না, অথচ চক্ষে পড়িল তাঁহার এই খণ্ডিত বাক্যটী, ইহারই হেতু কি?

আমরা কিন্তু বেশ জানি যে ইহা কোন কুলপঞ্জিকার বচন নহে। কোন কুলাচার্য্যও ইহার প্রণেতা বা সমাহর্ত্তা বলিয়া স্বপ্নেও জানে না। বস্তুতঃ ইহা

কায়স্থ কৌস্তুভের সেই পরিজ্ঞাতশীল হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের লীলা-বৈচিত্র্য বিশেষ মাত্র। তিনি উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের একত্র বলিয়াছেন—

ক্ষত্তঃ ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ সর্ব্বমহাধীশ্বরো গৌড়ে

শ্রীআদিত্য স্থরো নৃপতিঃ স্বয়ং তেজসা। ইতি—কুলাচার্য্যঃ।

যুধিষ্ঠির যেমন দুর্য্যোধনকে সুযোধন বলিতেন, তেমনই হলধরও আদিশূরকে যখন তখন আদিত্যসুর বলিয়া সমাখ্যাত করিতেন। এবং শাস্ত্র ও গ্রন্থকর্ত্তার নামেরও একটী মহান্ অক্ষয় তূণ তাঁহার নিকটে ছিল। সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাৎ পুরুষ যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া দশ অঙ্গুল বাড়িয়া আছেন, হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞানও তেমনই মা সরস্বতীর ভাণ্ডারকে অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি বাড়িয়া থাকিত। তিনি কায়স্থ-ভ্রাতৃগণকে নিরীহ পাইয়া উক্ত কৌস্তুভ গ্রন্থে অশেষ লীলাখেলা করিয়াছেন, আমরা কায়স্থ ভ্রাতৃগণের চৈতন্য ও জাগর্ত্তি সম্পাদন এবং সাধারণের অবগতির জন্য কয়েক পংক্তির অধ্যাহার করিতেছি। তাহাতেই সকলে বুঝিবেন, এতৎ সমুদায়ই তাঁহার নিজের তাঁতে বোনা। যথা—

১। পঞ্চজন ব্রহ্মকায়স্থ, বেদবিদ্যার্থী মহাশয়েরা রাজা আদিত্যসুরের যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণার স্বরূপ গ্রাম ও ভূমি বেদপাঠার্থে পাইয়াছিলেন। ইহার সপ্রমাণ ইহারদিগের সমাজ, ঘোষ মহাশয়েরা সমাজ আকনাবাসী।

ইত্যমরঃ অপিচ ত্রিকাণ্ডশেষশ্চ।

২। যথা শ্রীমান্ সুবুদ্ধি খাঁ, ক্ষত্রিয় পদবী, তস্য পুত্র শ্রীমন্ত রায় পদবীতে রাজন্য কায়স্থ, গোষ্ঠীপতি ছিলেন।

ইতি কুলাচার্য্য কারিকা ও নীলপুরাণ, নন্দিপুরাণ।

৩। পঞ্চ নকারান্ত শব্দে কায়স্থ ক্ষত্রিয়, অচ্যুত পদবাচ্য।

ইতি সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

৪। ভরতমল্লিক কায়স্থঃ। ভরতমল্লিক বসু বর্ম্মণঃ।

৫। কৃত্তিবাস ওঝা কায়স্থঃ। ওঝ কায়স্থকে অপভ্রংশ ভাষায় ওঝা শব্দে লোক মান্য করিয়া কহিত। ইনি কায়স্থ বংশজ হইয়া উপাধি পণ্ডিত ছিল। যথা ঐ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভাষা রামায়ণ আদ্যকাণ্ডে ৩৮ পত্রাঙ্ক ও সুন্দরাকাণ্ডে ৬৪ পত্রাঙ্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৬। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কায়স্থঃ। সর্ব্ববর্ম্মা বর্ম্মণঃ। ইতি কলাপ।

আমরা নিষ্প্রয়োজন বোধে আর সমাহার করিলাম না, ইহা হইতেই সকলে হলধরের লীলা বৈচিত্র্যের বেলোর্দ্ধ সীমা নির্ণয় করিয়া লও। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্যক্তি আপনাদিগকে শূদ্র ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কুলপঞ্জিকা সমূহেও উহার তুল্য প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান। বারেন্দ্র ঢাকুর গ্রন্থ ও উত্তর রাঢ়ীয় কুলজী স্পষ্টাক্ষরে উঁহাদের ভৃত্যত্ব ও শূদ্রত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, সে পাঁচের সন্তানেরাও অদ্যাপি সংস্কৃতাধিকার বিহীন শূদ্রই বটেন, অদ্যাপি তাঁহারা দাস শব্দ দ্বারা সেই শূদ্রত্বের চিহ্ন সজীব রাখিয়া আসিতেছেন, অথচ হলধর বলিলেন, উহারা বেদান্তেবাসী যাজ্ঞিক ঋত্বিক্ ছিলেন !!! শূদ্রপঞ্চকের সলজ্জ অনন্তরবংশ্যগণ কি ইহা প্রকৃত মনে করেন ?

"ইত্যমরঃ অপিচ ত্রিকাণ্ড-শেষশ্চ" এ কথা পড়িয়া কি মৃত ব্যক্তিরও আত্মাটা লম্ফ দিয়া উঠে না ? অমরকোষ ও ত্রিকাণ্ডশেষ, অভিধান, ইহাতে যে কান্যকুব্জ হইতে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন কথা থাকিতে পারে না, থাকিবার কথাও নহে. হলধর তাহা জানিয়াও কেমন দুঃসাহসে এই মিথ্যা কথার যোজনা করিয়া নিরীহ কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে ঐ সময়ে স্বয়ং হলধরও ত্রিকাণ্ড শেষটা কি জন্তু, তাহা জানিতেন কি না সন্দেহ, কায়স্থ ভ্রাতৃগণ ত অমর ও ত্রিকাণ্ডের নামেই গলিয়া গেলেন, ভাবিলেন বুঝিবা ইহা কোন বেদ বেদান্ত হইবে। নীলপুরাণ ও নন্দিপুরাণ নামে যে কোন গ্রন্থ আছে, তাহাও আমরা অদ্যাপি টের পাই নাই। ধরিয়া লও আছে, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধিমন্তখাঁর বাপপুতের কথা কেন থাকিবে ? "পঞ্চ নকারান্ত শব্দে কায়স্থ ক্ষত্রিয় অচ্যুত পদার্থ বুঝায়", পারিবেন কেহ ইহার পদার্থ গ্রহ করিতে ? সিদ্ধান্ত কৌমুদী এ কথার প্রমাণস্থল, ছি ছি ছি! ভরত মল্লিক, বৈদ্য, কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়) মুখটী, তাঁহার শ্বশুরকুল গাঙ্গুলি, সর্ব্ব বর্ম্মাচার্য্য শালিবাহন ক্ষত্রিয় রাজার দীক্ষাগুরু ও কলাপ ব্যাকরণ কর্ত্তা, ইঁহারাও কায়স্থ। ইহা কি প্রকৃত গোহত্যা ও জ্ঞানকৃত ষষ্ঠ মহাপাতক নহে ?। ধন্য আন্দুলের হরচন্দ্র রাজসভা।

এই হলধরই উক্ত ক্ষত্রিয়বংশহংসের কারিকর, আশ্চর্য্য এই মিত্রজ মহাশয় এ হেন অপদার্থের সমাহার করিয়াও স্বমত সমর্থনে অভিলাষী।

মাননীয় পার্ব্বতী বাবু উহা "ক্ষেত্রিয়-বংশ-হংসঃ" পাঠ পরিকল্পনা করিয়া অর্থান্তর সংঘটনের চেষ্টা পাইয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কোন সজীব বস্তু নহে ইহা ষোল আনা অভাব পদার্থ, সুতরাং ইহা আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা অম্বষ্ঠ শব্দের পদার্থগ্রহ বিষয়ে দুচার কথা বলিব। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে—

শতদ্রু চন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ॥ ৯
বেদস্মৃতি মুখাদ্যাশ্চ পারিযাত্রোদ্ভবা মুনে।
নর্ম্মদাসুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ॥ ১০
তাপীপয়োষ্ণীনির্বিন্ধ্যাপ্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ।
গোদাবরীভীমরথীকৃষ্ণবেণ্যাদিকা তথা॥ ১১
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ।
কৃতমালাতাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ॥ ১২
ত্রিসামাচার্য্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা কুমার্য্যাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ॥ ১৩
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চাল মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ॥ ১৪
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১৫
তথা পরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূদ্রাভীরা স্তথার্বুদাঃ।
কারূষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্র নিবাসিনঃ॥ ১৬
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামা স্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয় স্তথা॥ ১৭
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগ হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥ ১৮—৩অ—২ অংশ।

অর্থাৎ হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত সম্ভব শতদ্রুপ্রভৃতি এই সকল নদীর তীর দেশে এই সিন্ধু সৌবীর মদ্র-অম্বষ্ঠ-পারসীক প্রভৃতি দেশবাসিগণ বাসকরে ও তাহারা ইহাদের জল পান করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া এই সকল শ্লোকের আর

কোন অর্থই অধিগম্য নহে, এবং এই অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ যে ক্ষত্রিয় বুঝিতে হইবে এরূপ কোন হেতুও দেখা যায় না। যেমন হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী এবং বাঙ্গালী বলিলে তত্তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি যে কোন জাতিরই অববোধ হইয়া থাকে ও হইতে পারে, তেমনই এই অম্বষ্ঠাদি শব্দেও তদ্রূপ জাতি সাধারণ অববোধিত হইতেছে। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের অম্বষ্ঠ শব্দ দেশবাচী ভিন্ন ক্ষত্রিয়ার্থবাচী এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মিত্রজ মহাশয় তলাইয়া দেখিলে কখনই বিষ্ণুপুরাণের নাম করিতে প্রস্তুত হইতেন না। পাণিনির নামও তিনি বৃথা লইয়াছেন—তাঁহার উক্তি ও পাণিনির তদুদিত সূত্রটী এই—

And Panini quotes Ambastha as an example of the same word meaning a Kshatriya race and a country where they live. Panini—IV. 1 171.

উক্ত ৪—১—১৭১ সূত্রটী সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে এই ভাবে লিখিত আছে। যথা—

১১৮। বৃদ্ধেৎ কোশলাজাদঞ্যঙ্। ৪-১-১৭১ (১১৫৭)

এই সূত্রে অম্বষ্ঠ শব্দের কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না, অম্বষ্ঠ অর্থ ক্ষত্রিয়, এরূপ কোন আভাসও এই সূত্র হইতে পাওয়া যায় না, সুতরাং মিত্রজ মহাশয় কেন যে এই সূত্রের অঙ্ক সংখ্যার অধ্যাহার করিয়া— তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন তাহা দুরধিগম্য। ফলতঃ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে গেলে আরও ৩।৪টী সূত্রের উল্লেখ করা আবশ্যক। মহামতি বামন বলিতেছেন,—

বৃদ্ধাৎ চ প্রাতিপদিকাৎ ইকারান্তাৎ চ কোশলাজাদশব্দাভ্যাঞ্চ অপত্যে ঞ্যঙ প্রত্যয়ো ভবতি। অর্থাৎ বৃদ্ধ সংজ্ঞক শব্দ, ইকারান্ত শব্দ, কোশল শব্দ ও অজাদ শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঞ্যঙ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। বৃদ্ধ সংজ্ঞক শব্দ কাহাকে কহে?

বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্‌বৃদ্ধং। ১—২—৭৩

অচাং মধ্যে যস্য বৃদ্ধিসংজ্ঞক আদিভূত তচ্ছব্দরূপং বৃদ্ধসংজ্ঞং ভবতি। বহুস্বর থাকিলেও তন্মধ্যে যাহার মাত্র আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়, সেই শব্দ বৃদ্ধসংজ্ঞক। কিন্তু যে কোন শব্দের উত্তর যে কোন অর্থে কি ঞ্যঙ হইবে?

না, তাহা নহে—বামন বলিলেন "জনপদ শব্দাৎ ক্ষত্রিয়াৎ ইত্যেব" উহা ১৬৮ সূত্রের অনুবৃত্তির ফল। সেই সূত্রটী এই—

জনপদাৎ ক্ষত্রিয়া দঞ্। ১৬৮ (৫৯৪পৃ)

জনপদশব্দো যঃ ক্ষত্রিয়বাচী তস্মাৎ অপত্যে অঞ্ প্রত্যয়ো ভবতি।—তত্ত্ববোধিনী টীকাকারও বলিলেন—জনপদবাচী সন্ যঃ ক্ষত্রিয়বাচী, অর্থাৎ যে শব্দটী জনপদবাচী হইয়া ক্ষত্রিয়ার্থের দ্যোতনা করিবে, তাহার উত্তর অপত্যার্থে অঞ্ প্রত্যয় হইবে। কাত্যায়নও বলিয়াছেন জনপদক্ষত্রিয়য়োর্বাচকাৎ অঞ্ স্যাদপত্যে। কাজেই ১৭১ সূত্রে যে শব্দ জনপদবাচী হইয়া ক্ষত্রিয়ার্থের সূচনা করিবে সেই বৃদ্ধসংজ্ঞক শব্দাদির উত্তরই অপত্যার্থে ঞ্যঞ্ প্রত্যয় হইবে।

কাত্যায়ন, বৃদ্ধসংজ্ঞকের উদাহরণ স্থলে বলিলেন বৃদ্ধাৎ কিং—আম্বষ্ঠ্যঃ। এই আম্বষ্ঠ্য শব্দের অর্থ—অম্বষ্ঠ দেশভব যে ক্ষত্রিয় তাহার পুত্র। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে এই অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থই ক্ষত্রিয় বটে। কেন না ইহা বিবক্ষা মাত্র। অম্বষ্ঠ একটী দেশের নাম বটে, মেদিনী বিশ্বপ্রকাশ প্রভৃতি ভূরি ভূরি অভিধানে উক্ত অম্বষ্ঠ শব্দ, দেশ বিশেষ অর্থে গৃহীতও হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল অভিধানে অথবা পৃথিবীর কোন অভিধানেই একথা নাই যে উহার অর্থ ক্ষত্রিয় বিশেষ। অম্বষ্ঠ দেশের যে কোন জাতিকে অম্বষ্ঠ বলা যাইতে পারে, যেমন বাঙ্গালী বলিলে বঙ্গদেশের যে কোন জাতি বুঝাইয়া থাকে, তেমনই অম্বষ্ঠ বলিলেও সেইরূপ অম্বষ্ঠ দেশের যে কোন জাতি বুঝাইবে মাত্র। শুধু ক্ষত্রিয় বুঝাইবে না। কিন্তু সূত্রকার পাণিনি বলিলেন যদি জনপদবাচী কোন শব্দ (যেমন পঞ্চাল, সিন্ধু, সৌবীর, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি) সেই দেশের ক্ষত্রিয় বুঝাইতে (বিবক্ষা বশতঃ) প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সূত্রানুরূপ কার্য্য হইবে। অতএব এই সূত্রের এমন কোন মহিমা নাই যে উহা অম্বষ্ঠ শব্দে ক্ষত্রিয়ার্থের সমাগম ঘটাইতে পারে! তত্ত্ববোধিনীকার মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী, বলিতেছেন,—

কেবলং ক্ষত্রিয়বাচী অয়ং। ক্ষত্রিয়াদিতি কিং? ব্রাহ্মণস্য অপত্যে পাঞ্চালিরিতি বৃত্তিকারাদয়ঃ। তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল পঞ্চাল দেশের যে ব্রাহ্মণ, সে পাঞ্চাল, তাহার যে অপত্য—সে পাঞ্চালি। এখানে ক্ষত্রিয় নয় বলিয়া অঞ্ প্রত্যয় হইল না, ফিন হইল। অতএব জনপদ বাচী পঞ্চাল শব্দ

বিবক্ষা বশতঃ যেমন এখানে কেবল তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ জাতির অববোধক হইতেছে, তেমনই অম্বষ্ঠ দেশের ক্ষত্রিয়, ইহা বুঝাইতে বিবক্ষা বশতঃ অম্বষ্ঠ শব্দও ক্ষত্রিয়ার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু অম্বষ্ঠ শব্দ প্রকৃত পক্ষে মূলতঃ জনপদবাচী ভিন্ন ক্ষত্রিয়বাচী বা ব্রাহ্মণাদি কোন জাতি বাচী নহে। এখানেও মিত্রজ মহাশয় তলাইয়া না দেখাতে ভ্রান্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাণিনি তাঁহার মতের কোন সমর্থনই করিতেছেন না।

মিত্রজ মহাশয় স্থলান্তরে বলিয়াছেন,—The Mohabharat uses the word both as the name of the race of Kshatriyas and that of a Kshatriya King. কিন্তু তাঁহার এ উক্তিও অদোষ সম্পৃক্ত নহে। তিনি মহাভারত হইতে কোন উদাহরণ তুলিয়া দিয়া আত্মমতের সমর্থন করেন নাই। অগত্যা আমরা নিজেই কতিপয় স্থল অধ্যাহৃত করিয়া তাঁহার উক্তি, খণ্ডন করিতে বাধ্য হইলাম। ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

শিবীন্ ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্॥ ৭
তথা মধ্যমকেয়াংশ্চ বাটধানান্ দ্বিজানথ।
পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্যবাসিনঃ॥ ৮
গণান্ উৎসবসঙ্কেতান্ ব্যজয়ৎ পুরুষর্ষভঃ।
সিন্ধুকূলাশ্রিতা যে চ গ্রামণীয়া মহাবলাঃ॥৯
শূদ্রাভীরগণাশ্চৈব যে চাশ্রিত্য সরস্বতীং। ৩২ অধ্যায় সভাপর্ব্ব।
কৈরাতা দরদা দর্ব্বাঃ শূরাবৈ যমকাস্তথা।
ঔদুম্বরা দুর্ব্বিভাগাঃ পারদা বাহ্লিকৈঃ সহ॥ ১৩
কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকা হংস কায়নাঃ।
শিবি ত্রিগর্ত্ত যৌধেয়া রাজন্যা মদ্রকেকয়াঃ॥ ১৪
অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরা তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।
বশা তলাশ্চ মৌলেয়াঃ সহ ক্ষুদ্রক মালবৈঃ॥ ১৫
পৌণ্ড্রিকাঃ কুকুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাংপতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শানবত্যা গয়াস্তথা॥ ১৬
সুজাতয়ঃ শ্রেণীমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
আহার্ষুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥ ১৭॥ ৫২ অ—সভাপর্ব্ব

শাল্বা মৎস্যা স্তথাম্বষ্ঠা ত্রৈগর্ত্তাঃ কেকয়াস্তথা।
সৌবীরাঃ কৈতবাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যোদীচ্যবাসিনঃ॥ ১৩
দ্বাদশৈতে জনপদাঃ সর্ব্বে শূরা স্তনুত্যজঃ।
মহতা রথবংশেন তে ররক্ষুঃ পিতামহং॥ ১৪—১৮ অঃ ভীষ্মপর্ব্ব।
শ্রুতায়ু রপিচাম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াণাং ধুরন্ধরঃ।
চরন্নভীতবৎ সংখ্যে নিহতঃ সব্যসাচিনা॥ ১৮—৫ অঃ
অম্বষ্ঠস্য সুতঃ শ্রীমান্ মিত্রহেতোঃ পরাক্রমন্।
আসাদ্য লক্ষ্মণং বীরং দুর্য্যোধন সুতং রণে॥ ১১
সুমহৎ কদনং কৃত্বা গতো বৈবস্বত ক্ষয়ং।—৬অঃ—কর্ণপর্ব্ব।

এখন পাঠকগণ, সভাপর্ব্বের দুইটী স্থান লইয়া চিন্তা কর, উহার অর্থ অম্বষ্ঠ দেশীয় ক্ষত্রিয় বটে। কেন ক্ষত্রিয় বুঝাইতেছে? মহর্ষি ব্যাসের বিবক্ষা বশতঃ। পাণ্ডবেরা দিগ্‌বিজয় করিয়া ছিলেন তাহাতে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, যুদ্ধ কাহারা করে? ক্ষত্রিয়গণ, তাহা এখানে অম্বষ্ঠ শব্দে, প্রকরণ সাহচর্য্য বশতঃ ক্ষত্রিয় বুঝাইতেছে। এখানে সভাপর্ব্বের ৩২ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে শূদ্র ও আভীরগণের নামও দেখা যাইতেছে। ইহার অর্থও শূদ্র ও আভীর দেশীয় ক্ষত্রিয়, জাতি শূদ্র বা গোপ বংশ নহে। কেন না শূদ্র ও গোয়ালাগণ যুদ্ধার্হ জাতি নহে। ৫২ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ক্ষত্রিয় শব্দটী সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল শ্লোকের সকল শব্দই জনপদ বাচক মাত্র, শুদ্ধ বিবক্ষা বশতঃ ক্ষত্রিয় বাচী হইতেছে।

ভীষ্ম পর্ব্বের—১৮ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকেও অম্বষ্ঠ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। ১৪শ শ্লোকের জনপদ শব্দের সাহচর্য্য বশতঃ বুঝা যাইতেছে যে অম্বষ্ঠদেশীয় জানপদবর্গও ভীষ্মের রক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, ক্ষত হইতে ত্রাণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তজ্জন্য এখানে প্রকরণ সাহচর্য্যে অম্বষ্ঠ শব্দ অম্বষ্ঠ দেশীয় ক্ষত্রিয় বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহাতেও এমন ভাবিতে হইবে না যে অম্বষ্ঠ শব্দের এমন কোন ঐশী শক্তি আছে যে সে স্বয়ংই ক্ষত্রিয়ার্থের দ্যোতক হইতে পারে। ইহা শুধু বিবক্ষা ও প্রকরণ সাহচর্য্যের ফলমাত্র। অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ ক্ষত্রিয়, এরূপ কোন শিষ্ট প্রয়োগ কুত্রাপি নাই, তাই কোন কোষেও উহা তদর্থে গৃহীত হয় নাই।

অপর কর্ণপর্ব্বের দুই স্থানে অম্বষ্ঠশব্দের অবতারণা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথম অম্বষ্ঠ শব্দটী শ্রুতায়ুর বিশেষণ পদ। ২য় অম্বষ্ঠশব্দেও শ্রুতায়ু লক্ষিত হইয়াছেন। এখানেও প্রকরণসাহচর্য্যে অম্বষ্ঠ' অর্থ অম্বষ্ঠদেশীয় ক্ষত্রিয় বুঝাইতেছে। যদি ইহা যুদ্ধ ব্যাপার না হইয়া শ্রাদ্ধ কাণ্ড হইত, তাহা হইলে এই অম্বষ্ঠ পদে অম্বষ্ঠ দেশীয় ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইত, যদি উহা বাণিজ্য ঘটিত কোন ব্যাপার হইত, তাহা হইলে এই অম্বষ্ঠ শব্দ বৈশ্যার্থের দ্যোতনা করিত।

কিন্তু পক্ষান্তরে সেনরাজগণ অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগকে লোকে "অম্বষ্ঠকুলনন্দন" বলিত। অবশ্য পঞ্চাল, অঙ্গ, বঙ্গ ও পাঞ্চাল, আঙ্গ ও বাঙ্গ প্রভৃতি শব্দেও তত্তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয় বুঝাইতে পারে। কিন্তু কেহ যদি কোন পঞ্চাল বা অম্বষ্ঠ দেশীয় ক্ষত্রিয়কে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কোন্ বংশজাত? তবে কি সে বলিয়া থাকে যে সে জাতিতে পাঞ্চাল বা অম্বষ্ঠাদি কিছু? আমি বাঙ্গালী, আমি মহারাষ্ট্রী, আমি পঞ্জাবী, অথবা আমি উড়িয়া এ কথা বলিয়া পরিচয় দিলে সকলেই বুঝিয়া থাকেন যে এ লোকটা আপনার ভৌগোলিক জাতির নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু কেহ কাহাকে তাহার বংশ ঘটিত জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই বলিয়া থাকেনা যে আমি জাতিতে—পাঞ্চাল, নেপালী বা মহারাষ্ট্রী। তখন সে নিশ্চয়ই বলিবে "হাম ব্রাহ্মণ, হাম ছত্রী, হাম বৈশ্য, বা হাম শূদ্র। ব্যাসদেব এখানে অম্বষ্ঠ দেশীয় ক্ষত্রিয়ের কথা বলিতেছেন তাই অম্বষ্ঠ শব্দ এখানে শুদ্ধ বিবক্ষা বশতঃ ক্ষত্রিয়ার্থের অববোধক হইয়াছে। কিন্তু এই. ব্যাসদেব কিংবা তাঁহার পিতা পরাশর বিষ্ণু পুরাণে যে অম্বষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা তথায় প্রকরণ সাহচর্য্য বশতঃ চারিবর্ণের লোকেরই সংসূচনা করিয়াছে, সুতরাং অম্বষ্ঠ শব্দ জনপদবাচী ও ক্ষত্রিয়বাচী উভয়ই এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। কি বিষ্ণু পুরাণ, কি মহাভারত ও কি পাণিনি সর্ব্বত্রই উহা জনপদবাচী, বলিয়া ব্যবহৃত। মিত্রজ মহাশয় নিজে গ্রন্থ দেখিলে কখনই তাঁহার এ সকল স্খলন ঘটত না।

বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ শব্দ নিত্য বৈদ্যার্থবাচী। মহামতি রঘুনন্দন, অম্বষ্ঠ শব্দ বৈদ্যজাতির বিনিময়ে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের জনসাধারণও তাহাই জানেন। প্রত্যেক কুলপঞ্জিকায়ই যে সেন-রাজগণ অম্বষ্ঠ শব্দে সূচিত হইয়াছেন তাহারও হেতু উহারা বৈদ্য ছিলেন বলিয়াই, তবে যাঁহারা

কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সে পরিজ্ঞাত সত্যের বিলোপসংসাধনে বদ্ধ-পরিকর তাঁহারা সেজন্য প্রত্যবায়ী। বঙ্গের সেনরাজগণ আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ সেনবংশপ্রভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথনেভূর্ষণং সেনবংশঃ” বল্লাল নিজে পর্য্যন্ত এ কথা বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। সেন উপাধি কোন ক্ষত্রিয় কুলে নাই এবং উঁহারা ক্ষত্রিয় হইলে “অবনেভূর্ষণং ক্ষত্রবংশঃ” বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িতেন না। আরও দেখ আদিশূরকে তোমরা দরদা-গত বল, মিথ্যা ধ্রুবানন্দীতে আবার অম্বষ্ঠ দেশাগত বলিয়া ক্ষত্রিয় বলিতে চাহ, ইহা অবিচার বটে কি না? তথাস্তু আদিশূর যেন অম্বষ্ঠ দেশবাসীই ছিলেন, কিন্তু সেন রাজ বল্লালাদি ত তোমাদের মতেই দাক্ষিণাত্য কর্ণাট ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের অম্বষ্ঠ খ্যাতি হইল কেন? ইহা বৃথা কুতর্ক করা নয় কি? অম্বষ্ঠদেশ সিন্ধুনদ তট সংস্থ, না নর্ম্মদাসলিলাবগাহী? ।

যাহা হউক মিত্র মহাশয় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে পাড়ার পোড়া লোকেরা তাঁহাকে বৃথা গঞ্জনা দেয়, ফলতঃ তিনি সেনরাজগণকে কখনই কায়স্থে পরিণত করিতে অভিলাষী বা সচেষ্ট নহেন। সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিতে মাত্র ইচ্ছুক, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় ত এক নয়? বল্লাল ক্ষত্রিয় হইলে তাহাতে কায়স্থের কি ইষ্টাপত্তি আছে? উপরে উপরে দেখিতে গেলে কথা ত ইহাই বোধ হয়, কিন্তু তিনি ইণ্ডো এরিয়ান প্রকাশ করিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ফরিদপুরের কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে কি ভাবে সম্বোধন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়া গিয়াছেন পাঠকগণ একবার তাহা প্রত্যক্ষ করুন। যথা—

8, Manik tolla Road
Dee 13—90.

Babu Brajendra Kumar Ghosh Barma and
Babu Chaitanya Krishna Nag Barma
Arya Kayastha Samiti Faridpur.

Dear Sirs.

Owing to ill health, I have not been able to answer your query of the 4th Sept. last. I have now examined the Agnipurana and find that the slokas you have cited are not

found in any standard M. S. infact I have not seen them any where, and the onus of proving their authenticity lies with your antagouists and not with you. It is easy enough to write out Sanskrit anustop verses on any conceivable subject, but citations of such questionable character are not worth refuting. They cannot be subject of proof.

Yours truly

(Sd) Rajendra Lall Mitra.

প্রকাশ থাকে যে, ফরিদপুরী, কায়স্থ প্রতিভা মিত্রজমহাশয়, ও অভিনব জাতিতত্ত্ব-প্রণেতা গিরিশ বাবু (৭৩ পৃষ্ঠায়) যে বলিয়াছেন যে এই "আদৌ প্রজাপতের্জাতা" শ্লোকগুলি গৌরীচরণ দ্বিজ বা অন্য কোন কায়স্থ বিদ্বেষীর কৃত্রিম করা, তাহা সম্পূর্ণ অন্যায় ও উহা উঁহাদের গ্রন্থ অনধ্যয়নের ফলমাত্র। শব্দকল্পদ্রুমই সর্ব্বাদৌ উহা বঙ্গজ ঘটক কায়স্থ কারিকার বচন নামে প্রকাশ করিয়াছেন। সে সময়ে খাঁটী শূদ্র হইতে পারিলেই কায়স্থ ভ্রাতৃগণ বর্ত্তিয়া যাইতেন, তাই তাঁহাদিগের অন্নদাস কোন ব্রাহ্মণতনয় উহার প্রণয়ন করেন, ও উহা কল্পদ্রুমে বহুমূল্য প্রমাণ স্বরূপ সাদরে স্থান পায়।

এখানে মিত্রজ মহাশয় আপনার জাতভায়া দিগকে অম্লান বদনে ক্ষত্রিয় বিশেষণে বিশেষিত করিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কেন? অবশ্যই তিনি আপন জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতে অভিলাষী? অবশ্যই তিনি একজন নির্ব্বোধ ক্ষত্রিয়ম্মন্য পুরুষ ছিলেন? যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এ কথা মনে করা অসঙ্গত নহে? জমিদারেরা যে জলডোবা জমির পাট্টা কবুলিয়ত বিশ বৎসর পূর্ব্বে রেজিষ্টারী করিয়া রাখে তাহা ও ইহা কি একই কথা নহে?। আজ আমি সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় করিয়া রাখিলাম, দশবছর পরে আমরা ক্ষত্রিয় হইয়া রাজবংশ্য হইব, মিত্রজ মহাশয়ের মনে এ কথা না থাকিলেও, বদ্ লোকে উহা নিজেও ভাবিতে পারে কি না? মিত্রজ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্তি ও এই পত্র, পরস্পর বিরোধী কি না, বৈদ্যের ন্যায় কায়স্থগণও সেনরাজগণকে আপন জাতভাই করিতে লোলুপ কি না তাহা

সাধারণে বিচার করিয়া স্থির করিবেন। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা ও কৈলাস বাবু কি সে মত অভিব্যক্ত করেন নাই?।

আমরা দুইটী কারণে মিত্রজ মহাশয়ের কথার অনুমোদন করিতে পরাঙ্মুখ প্রথম তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, অন্যের দ্বারা চালিত হইতেন, তাই দেশের প্রকৃত প্রমাণগুলির কতক ক্লিষ্টার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় কারণ তাঁহার মনে বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিধ্বংসের অভিসন্ধিপূর্ব্বক বাসনা সজাগ থাকা। আমরা কেন এরূপ শক্ত কথা ব্যবহার করিলাম, নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি তাহার উত্তর দান করিবে। যথা—

একজন সুদূর রুশিয়া দেশবাসী পণ্ডিত কি বলিয়াছেন, প্রথমে তাহাই দেখ

ভূপ্রদক্ষিণ ৪২৩-৩৩ পৃষ্ঠা — "ডাক্তার রয়টার (Dr. Reuter) ও ডাক্তার মিত্র। জাহাজে ডাক্তার রয়টার আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। ইনি হেলসিংফোর্সের বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাষা তত্ত্বের অধ্যাপক। পরিচয়ের পর কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার দেশের পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোধ হয় সংস্কৃত খুব ভাল জানেন না? গবেষণাদি বোধ হয় পণ্ডিত গণের সাহায্যে করিয়া ইংরাজী ভাষায় নিজে প্রকাশ করেন। তাঁহার লেখা দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অপরের মধ্য দিয়া প্রাপ্ত। আপনি এ বিষয়ে কি জানেন?। আমি ত অবাক্। ফিন্‌লাণ্ডে বসিয়া এ ব্যক্তি এসকল বিষয় অধ্যয়নান্তর মনে মনে এরূপ আলোচনা করিয়া আবার ঠিক্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? এ ত সহজ ব্যাপার নয়?। উত্তর আর কি দিব? বলিলাম হাঁ তাঁহার অধীনে পণ্ডিত অনেক আছেন। এবং নিজে বেতন দিয়াও এক জনকে রাখিয়া আসিতেছেন। গবেষণাদি বিষয়ে তাঁহারা অনেক সাহায্য করেন সন্দেহ নাই।"

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত।

আমরাও এ বিষয়ে একটি প্রমাণ দিতেছি—"On account of it, together with a transcrept prepared by Pandit Gobinda Ram revised by Pandit Kamala Kanta, an English Translation by Babu Sarada Prasad Chakrabarti, accurs in the Journal of the society, Indo aryan Vol II, Page 40, F.

মিত্রজ মহাশয়ের ভক্ত কৈলাস বাবুর কথা।

ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং,
শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্র মদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

কৈলাস বাবু তদীয় সেনরাজগণগ্রন্থে যে মিত্রজ মহাশয়ের নামে দশা পড়িয়াছেন সেই মিত্রজ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াই নব্যভারতে (১২৯.—ভাদ্র) বলিতেছেন—"যখন বিজয় সেনের পূর্ব্বপুরুষকে মিত্র মহোদয় বঙ্গের রাজা বলিয়া অবধারণ করতঃ বিজয় কর্ত্তৃক গৌড় বিজয় প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলেন তখন তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিলেন।

"Thou hast no hero to conquer"—Said the bards. On hearing it, through a misconception (the words being susceptible of the meaning thou hast conquered no hero) the King overthrew the King of Gouda, subjugated the hero of Kamrup and quickly conquered him of Kalinga.

J. A. S. B. XL VII. I. 401.

মিত্র মহোশয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রোক্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলেন, কিন্তু ইহার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই শ্লোকের কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন—

"Thou hast no hero to Cenquer" said the bards, On hearing it through a misconception (the words being Susceptible of the meaning "thou hast conquered no hero) a deep anger rose and assailed the king of Gouda who overcame the king of Kamrupa, and forthwith conquered him of Kalinga.

এই অনুবাদ দ্বারা মিত্র মহোদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমবারে মেটকাফ অনুবাদক, মিত্র মহোদয় সংশোধন কর্ত্তা। মিত্র মহাশয় এই শ্লোকের অনুবাদ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

The latter part of the Sloka may mean that the king (not he anger) assailed the king of Gouda, subjugated the king

of Kamrupa and quickly Conquered him of kalinga; or he assailed the king of Gauda who had Sudjugated the king of kamrupa, and quickly conquered him of kalinga; or he quickly conquered the king of kalinga, who had overcome the king of kamrupa without the intervention of the king of Gouda.

প্রথমোক্ত অনুবাদ দ্বারা নির্ণীত হয় যে রাজা (বিজয়সেন) গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গ দেশীয় রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়োক্ত অনুবাদের মর্ম্ম যাহাই হউক না কেন মিত্র মহাশয় গৌড়ের রাজা (বিজয়সেন) কর্ত্তৃক কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ই সেই সময়ে স্থির করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে বিজয়সেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে—

He is related to have invaded Assam (Kamrupa) and the Karamandal coast between the chilka Lake & Madras (Kalinga)

ইহা দ্বারা দৃঢ় ভাবে বলা যাইতে পারে যে মিত্র মহোদয় তৎকালে শ্লোকের বিকৃত অর্থ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন"।

আমরা এ কথা বলিনা যে মিত্রজ মহাশয় জিগীষা বা অসারল্য অবলম্বন পূর্ব্বক সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব নিরসন বিষয়ে কোন কথা বলিয়াছেন। তিনি সরল মনে মনের কথা বলিয়াছেন মাত্র। কিন্তু কৈলাস বাবু তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াও তাঁহাকে কি ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন? রাজেন্দ্র বাবু প্রয়োজন মত এক একবার এক এক অভিনব অর্থের অবতারণা করিয়াছেন ও করিতে পারেন এ কথা তাঁহার প্রতিকূলে উত্থিত হওয়া কি বড়ই গুরুতর কথা নহে। মৈত্রেয় মহোদয় বলিতেছেন?

"বঙ্গদেশে কি রূপে কোন্ সময় হইতে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছিল এই তাম্র শাসনে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অথচ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় সুপণ্ডিত ইহার কিয়দংশের পরিবর্জন ও কিয়দংশের পরিবর্ত্তন করিয়া যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ঐতিহাসিক সমাজে ভ্রান্তমত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে"। ঐতিহাসিক চিত্র ২৭৫পৃ। স্থানান্তরে (২৭২পৃ) বলিয়াছেন—"সমগ্র তাম্র শাসন খানী ধৈর্য্যাবলম্বনে পাঠ করিতে পারিলে সকলেই দেখিবেন ইহাতে "সহস্রাক্ষ" শব্দ

পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দানাংশের যে রূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

Be it known unto you that in the village of Kalasapota, where Narayanpal Deva himself has established Thousands of temples, and where he has placed the honourable Siva Bhatta and Pashupati Acharya, I, Naraynpal deva, for purposes of due worhip, for the offering of oblasious (Charu and yajnas) for tho performance of new ceremonies, and for the dispensation of medicines, beddings and seats to diseased persons, and for the purpose of enabling them to enjoy without let for hindrance the village as difined, I have given the above named Village,

এই অনুবাদে তাম্রশাসনোল্লিখিত "অন্যেষা মপি স্বাভিমতানাং স্বপরি কল্পিত বিভাগেন" এই কয়েকটী কথা অনুবাদিত হয় নাই। এবং অনুবাদে যে শিবভট্ট ও পশুপতি আচার্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, মূল ফলকে তাহা নাই। তৎস্থানে "ভগবতঃ শিবভট্টারকস্য পাশুপত আচার্য্যপরিষদশ্চ" রহিয়াছে। অনুবাদ কালে শিবভট্টারক, শিবভট্ট হইয়াছেন, পাশুপত আচার্য্য পরিষৎ পশুপতি আচার্য্য হইয়াছেন। পরিষৎ শব্দ একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা পরিত্যক্ত না হইলে রাজেন্দ্রলাল কৃত ব্যাখ্যা আদৌ যুক্তি যুক্ত হয় না। কিয়দংশের পরিহার করিয়া কিয়দংশ ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তিত করিয়া মিত্র মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন বটব্যাল মহাশয় (স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যারত্ন মাজিষ্ট্রেট) তাহাকেই প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন"।

"দানকালে কোনরূপ কামনা করিয়া বা কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া দান করিবার রীতি আছে। তজ্জন্য দাতার ইচ্ছানুসারে কেহ লিখিয়াছেন— 'ভগবন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ।"—ইত্যাদি। সেই রীত্যনুসারে এই তাম্রপট্টে নারায়ণ পাল দেব লিখিয়াছিলেন "ভগবন্তং শিবভট্টারক মুদ্দিশ্য" ইহা শিবো-দ্দেশে দান, শিবভট্ট নামক মনুষ্যোদ্দেশে নহে। তাহা হইলে শিব ভট্টাচার্য্য ও পশুপতি আচার্য্য নামক দুই ব্যক্তিকে দান করিয়া শেষাংশে আচার্য্য মহাশয়কে

বিস্মৃত হইয়া কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া "শিব ভট্টারক মুদ্দিশ্য" বলিয়া দান পত্র প্রদত্ত হইত না। ঐতিহাসিক চিত্র—২৭২—৭৩ পৃষ্ঠা।

তাই আমরা বলিতে চাই যেখানে মিত্র রাজেন্দ্র লাল ও বটব্যাল মহাশয়ও স্বার্থের নিকট অৰ্দ্ধ আত্মবলি দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথায় আর কাকে খাতির করিব? আমার মতে তাম্রশাসন কামধেনু বা দেবপাদপকল্পতরবিশেষ উহার নিকট যিনি যে বর মাগিয়াছেন তিনি তাহাই পাইয়াছেন। তাই গোপী বাবু পাইয়াছেন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ধারা ও ব্যঞ্জনান্ত আয়ুর্ব্বেদ শব্দ, আর প্রসন্ন বাবু পাইয়াছেন কর্ণাট-ক্ষত্রিয়? মানুষ Prejudiced হইলে সে প্রহ্লাদের ন্যায় শুধু "ক"ই দেখে। রাধা দেখিতেন "শ্যাম যেন নয়নের কোণে"।

নগেন বাবুর কথা।

নগেন বাবু সেনরাজগণকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ, করণ কায়স্থ, দে-কায়স্থ ও চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের পূর্ব্ব পুরুষ প্রভৃতি নানা উপকথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন—

১। বল্লালের পিতা বিজয়সেনের শিলালিপি পাঠে জানা যায় তিনি দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনবংশীয় সামন্তসেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের পুত্র, যশোদেবীর গর্ভজাত। অতএব যখন দেখা যাইতেছে, শিলালিপি ও দান সাগরের পরস্পর ঐক্য হইতেছে, তখন অপরাপর আধুনিক প্রমাণ অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

২। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব এবং তৎপুত্র কেশবসেনদেব, স্ব স্ব তাম্র শাসনে "ওষধিনাথবংশ" ও "সোমবংশপ্রদীপ" এই রূপ পরিচয় দিয়াছেন। কোন শিলালিপি তাম্রশাসনে সেনরাজগণ "অম্বষ্ঠ বৈদ্য" আখ্যায় অভিহিত হন নাই। সুতরাং উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেন দেব যে চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩। দানসাগরের প্রারম্ভে বল্লালও ক্ষত্রিয় চরিত্রের আভাস দিয়াছেন।

৪। বিজয়সেনকর্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ হয় তাহাতে খোদিত আছে বল্লাল সেনের প্রপিতামহ সামন্ত সেন ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত। ৬০১ পৃষ্ঠা "কায়স্থ" শব্দ বিশ্বকোষ।

সেনরাজগণ যে বীরসেনের অনন্তরবংশ্য ও দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী সে বিষয়ে আমাদিগেরও কোনও মতদ্বৈধ নাই। নগেন বাবু দেশের কুল-

পঞ্জিকা গুলিকে আধুনিক প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন; কিন্তু শিলালিপি ও কুলগ্রন্থ সমূহ সম সাময়িক এবং কতগুলি বা শিলালিপি সমূহের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। ঐ সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন আর বিদ্যমান নাই; কিন্তু যাহা আছে তৎসমুদায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীন পঞ্জিকাসমূহেরই প্রতিকৃতি বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। উহার প্রত্যেক খানিতেই সেনরাজগণ অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ স্বাধীন চিত্তে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সেন-রাজগণের মিথ্যা ক্ষত্রিয়ত্বের কোনও উল্লেখ বা সমর্থনই করেন নাই। পক্ষান্তরে শিলালিপি ও তাম্র-শাসন-সমূহ উক্ত রাজগণেরই মতানুসারে স্বকীয় দ্বার পণ্ডিত দ্বারা লিখিত ও বেতন ভূক শিল্পী দ্বারা খোদিত। কাজেই উহাতে তাঁহারা স্বাধীনভাবে মিথ্যার স্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বকই ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিয়াছেন, কাজেই শিলালিপি প্রভৃতিতে বা দানসাগরে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ শব্দ গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা যে বৈদ্য হইয়াও ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা ভাণ করিয়াছেন তাঁহাদের সম সাময়িক মহেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ও নুলো পঞ্চানন প্রভৃতি তাহা তার স্বরে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। সে আজ বহু দিনের কথা। সর্ব্বাপেক্ষা যবিষ্ঠ নুলোও বর্ত্তমান সময়ের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। নগেন বাবুর এই সকল কারিকা অধ্যয়ন করিয়া তবে লেখনী ধারণ করা উচিত ছিল।

সেনরাজগণ যে মিথ্যা করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্র বংশীয় বলিয়াছেন আমরা তাহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছি, উহার একটী বর্ণও সত্য নহে। বল্লাল সেন দান সাগরে বোপদেবের প্রাণপ্রতিম ভিষক্‌শ্বের ন্যায় সেনবংশত্বের দাবিই করিয়াছেন পরন্তু ক্ষত্রিয়ত্বের নহে। বিজয় সেনের শিলালিপিতেও সামন্ত সেন সেনবংশ প্রভব (তস্মিন্ সেনান্ববায়ে সামন্তসেনঃ অজনি) ভিন্ন ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশ প্রভব বলিয়া কথিত হয়েন নাই। উহার অর্থ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমূহের শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নগেন বাবু তাম্র ফলক ও শিলালিপির সাহায্যে যে সেনরাজগণের বৈদ্যত্ব বিধ্বংসের চেষ্টা পাইয়াছেন উহা তাঁহার একালের গতানুগতিকতা ও বক্রমার্গ সমাশ্রয় মাত্র।

তিনি কায়স্থপত্রিকায়, (১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা)। আমাদের এই গ্রন্থের

৮৬ পৃষ্ঠায় ধৃত ১।২ সংখ্যক বচন সমূহের অধ্যাহার করিয়াও আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে ইহা আমি বংশীবদন বিস্তারত্ন ঘটক ও এডুকেশন গেজেট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বচনগুলির অকর্ম্মণ্যতা আমরা ৮৬।৮৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করিয়াছি। আজ ১৮ বৎসর হইল, মহিম বাবু ইহা বংশীবাবুর নিকট প্রাপ্ত হয়েন। ২ নং প্রমাণ তিনি ৩৭ সংখ্যক এডুকেশন গেজেট হইতে গ্রহণ করেন। আমরাও উহা সর্ব্বাদৌ তাঁহারই গ্রন্থে দেখিতে পাই, সেও আজ ১৭ বৎসর কি কিছু বেশী। মহিমবাবু লিখিয়াছেন—

"ঘটকদিগের নিকট হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ও ঘটকদিগের উপদেশ লইয়া কুল বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী ঘটক শ্রেষ্ঠ বংশীবদন বিস্তারত্ন রাঢ়ীয় কুলবিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাহার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের লিখিত, তাহা লিখেন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিস্তারত্ন ঘটকের মৃত্যু সংবাদ শুনা গিয়াছে, সুতরাং তৎপ্রেরিত ঐতিহাসিক বিবরণ কোন্ গ্রন্থ সম্মত এবং তাঁহার প্রেরিত বচনসকল কোন্ গ্রন্থের তাহা জানিবার আর উপায় নাই"। গৌড়েব্রাহ্মণ ১১।১২। ৫২। ৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল মহিমবাবুর সহিতও বিস্তারত্নের দেখা হয় নাই; লোকমারফত বচন প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, কাজেই দুষ্ট লোকে মহিমবাবুকে বিস্তারত্নের নাম দিয়া ঠকাইয়া থাকিবে?। বচনগুলি যে ভুইফোড়, তাহা নিশ্চয়ই?। যাহা হউক আশ্চর্য্য এই যে এই বচনগুলি নগেন বাবু বংশীবদন ও এডুকেশন গেজেট হইতে নিজেই পাইয়াছেন এরূপ ভণিতায় লেখনী সঞ্চালিত। কিন্তু তিনিও ইহা আমাদের ন্যায় গৌড়ে ব্রাহ্মণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিলেই শোভিত ভাল। যদি তিনি নিজ চক্ষেই ৩৭ সংখ্যক এডুকেশন গেজেট দেখিয়াছিলেন, তবে সে সৌবর্ণবণিকী বচনটী সম্পূর্ণ অধ্যাহার না করিয়া মহিমবাবু যে টুকুমাটুকু তুলিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল গ্রহণ করিলেন কেন? গেজেটে কি সমগ্র বচনটী নাই?। গেজেটখানী কোন সনের তাহাও নির্দ্দেশ করিলেন না কেন? নিজে দেখিয়াও সেই গৌড়ে ব্রাহ্মণবৎ অসম্পূর্ণতা রাখিয়া দিলেন?।

সেনরাজগণের কায়স্থত্ব নিরসন।

সেনরাজগণ, ক্ষত্রিয়, সেনরাজগণ, অম্বষ্ঠদেশবাসী বলিয়া অম্বষ্ঠ নামে প্রথিত, ফলতঃ তাঁহারা অম্বষ্ঠদেশীয় ক্ষত্রিয়, মাননীয় মিত্রজমহাশয়ের এই বিষ বিসর্পিণী উক্তি কতদূর অব্যাজমনোহর ও কতদূর নৈসর্গিকী আমরা তাহা প্রদর্শন করিলাম, এইক্ষণ আমরা সেনরাজগণের তথাবিধ অলীক কায়স্থাপবাদের নিরসনে প্রয়াসবান্ হইব।

সেনরাজগণ, বৈদ্য, সেনরাজগণ, অম্বষ্ঠ, সেনরাজগণ-সেনকুলকমল-বিকাশভাস্কর, ইহা ছাড়া তাঁহারা কায়স্থ, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এ কথা জগৎ জানিত না, জগৎ জানিত না যে একদিন তাঁহাদিগের সিদ্ধ বৈদ্যত্বের অপলাপ হইবে, বিলয় ঘটিবে বা কোন অন্তরায় আসিয়া লোকের হৃদগত পরিজ্ঞাত সত্যের উন্মূলনে চেষ্টা পাইবে। মিত্রজ মহাশয়ের ভেরী গভীরে বাজিয়া উঠিয়া শনৈঃ শনৈঃ নীরব হইল, "সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়", লোকের মন এ সন্দেহদোলায় দোলায়িত হইতে লাগিল, এবং সে কাঁপুনি না থামিতে থামিতেই আবার নেপথ্যে ধ্বনিত হইল সেনরাগণ, "কায়স্থসূনু," সেনরাজগণ "অম্বষ্ঠকায়স্থ," "অবৈদ্য" ও "অসেনবংশ," এবং তাঁহারা "দেকায়স্থ,"। সেন তাঁহাদিগের নামৈকদেশ, উপাধি নহে, এবং তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের দে কায়স্থরাজগণের পূর্ব্বপিতামহ ও সগন্ধ !!!

কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

কাল অনন্ত, পৃথ্বীও মহাবিপুলা, কাল নিত্য নূতন মুহূর্ত্ত আনিয়া দেয়, জগৎকে নিত্য নূতন কুসুমাস্তরণে সমাবৃত করে, নিত্য নূতন শ্রুতি আসিয়া কালের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে কর্ণগত হয়, নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন, নিত্য নূতন দৃশ্য আসিয়া কালের অনন্তমহিমা বিঘোষিত করে। কাল, ক্রমে আনিয়া ভটিল শূদ্রের নাম কায়স্থ, কায়স্থের নাম ক্ষত্রিয়, সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এবং জ্যামিতির ১ম স্বতঃ সিদ্ধান্তানুসারে সেনরাজগণ ও কায়স্থের জাতি পদার্থটী পরস্পর সমীকৃত বস্তু।

ভারতে ভারতী তার কে শুনেছে কবে?

কিন্তু সেনরাজগণ যে কায়স্থ এ কথা কে কবে শুনিয়াছিল? কিন্তু যুগও নূতন, ইহার আমদানী রপ্তানীর আগম নির্গমও নানা নূতন বস্তু লইয়া। নতুবা

"ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্য বড়, বৈদ্য অপেক্ষা কায়স্থ বড়, কায়স্থ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত খাঁটি সোণাওয়ালা সোণার বেণেরা বড়, সোণার বেণে অপেক্ষা শুঁড়ি বড়, শুঁড়ি অপেক্ষা মুচি বড়" আনন্দের এ আনন্দের সংবাদ, এ অদ্ভুতত্তত্ত্বের সুমধুর মর্ম্মস্পৃক্ ধ্বনি কেন কর্ণকুহরিত হইবে? সিংহ কৈলাসচন্দ্র, তদীয় সেনরাজগণগ্রন্থে অম্লানবদনেই বলিয়া বসিলেন, যে সেনরাজগণের কায়স্থত্ব প্রবাদ, তিনি বাল্যকালহইতেই শুনিয়া শুনিয়া আজি বার্দ্ধক্যে সমাগত। যাহা হউক সন্দেহ স্রোতোরোধ করা কর্ত্তব্য, নাইদিলে-মিথ্যা যাইয়া সত্যের মাথায় চড়িয়া বসিবে, তাই আমরা সেনরাজগণের অমৃত কায়স্থাপবাদের নিরসনে চেষ্টা পাইব। জগতে বিঘ্ন বিপত্তির অভাব নাই। কোন বস্তুই নির্ব্বাধ ও নিরাপদ নহে। কতকগুলি বাধতি যেন সংসারে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছে, সেগুলি যেন সত্য পছন্দ করে না। সেনরাজগণের কায়স্থাপবাদ তন্মধ্যে একটী জলন্ত ও জীবন্ত বাধতি। ভগবান্ করুন যেন আমরা এ শরন্মেষ খণ্ডকে অচিরে দূর করিতে সমর্থ হই।

আইন আকবরি।

দেশের চন্দ্রসূর্য্য অস্তাচলের চূড়াদেশ অবলম্বন না করিতে করিতেই যবনের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আইন আকবরি নামে একটী ক্ষুদ্র জ্যোতিরিঙ্গণ, আপনার ক্ষুদ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দেখা দিল। সে ক্ষুদ্রালোকে আলোকিত হইয়া সুযোগপ্রয়াসী কায়স্থ ভ্রাতৃগণ গম্ভীর গরজিয়া উঠিলেন, বঙ্গের সেনরাজগণ, তাঁহাদিগের নেদিষ্ঠ সগন্ধ, পালরাজগণ ঘনিষ্ঠ দায়াদ, উঁহারা কায়স্থ, ইঁহারা কায়স্থ, সমস্ত জগৎই যেন কায়স্থময়। একে বিনা বাতাসেই গাছ নড়িতেছিল, তাহার উপর আইন আকবরির এমন প্রবল হিল্লোলে কায়স্থ মহাসাগরে কেন একটী মহান্ উত্তাল তরঙ্গ দেখা না দিবে? একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

কিন্তু আমরা দৃঢ়প্রাণ গার্লিলিওর মতন ভূমে সজোরে পদাঘাত করিয়া শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলিব ও বিশ্বাস করিব, সেনরাজগণ অক্ষুণ্ণ বৈদ্যসন্তান, এবং অদাসজীবী অক্ষুণ্ণ আর্য্যপ্রকৃতি। উঁহারা কায়স্থ হইলে যবনের আইন আকবরি পড়িবার বহু পূর্ব্ব হইতেই কি তাহা দেশের জনসাধারণ পরিজ্ঞাত থাকিতেন না? যাহা দেশের আবাল বৃদ্ধ, বনিতা জানে না, যাঁহা দেশের

পরম্পরাগত কুলাচার্য্যগণ অবগত নহেন, তাহা দেশের অবস্থানভিজ্ঞ, হিন্দুর জাতিতত্ত্ব বোধবিরুদ্ধ যবনগণ জানিবে, অভ্রান্তভাবে তাহার একটা নিকাষ দিবে, ইহা কি অসম্ভব ব্যাপার নহে ?। সেনরাজগণ ও পালরাজগণ, কায়স্থ ছিলেন, এ প্রবাদ সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব্ব, ও অননুভূতপূর্ব্ব। উহার কোন ভিত্তি আছে, একথা বঙ্গদেশ জানে না। ইতিহাসও অবগত নহে।

কেন সেনরাজগণ কায়স্থ নহেন ? তাঁহারা কায়স্থ হইলে দেশে তাঁহাদিগের কায়স্থত্বের একটা জনরব থাকিত, তাহা যখন নাই তখন তাঁহাদিগের কায়স্থত্ব সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহারা কায়স্থ নহেন এবং কোনদিন কায়স্থ ছিলেনও নহে।

সেনরাজগণ গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় নিত্যাধিকারী ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন দানসাগর ও বেদার্থ স্মৃতিসংগ্রহাদি নানা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার এ বেদ বেদার্থ বাহিরের পণ্ডিতে প্রণয়ন বা অনুবাদ করিয়া দেয় নাই, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারতের ন্যায় বল্লাল তদীয় গ্রন্থ নিচয় ধাবকাদির সাহায্যে গড়িয়া লইয়া ছিলেন না। পক্ষান্তরে কায়স্থগণ ক্ষুদ্র বৃহৎ ধনী নির্ধন ও ভদ্র অভদ্র ভেদে সকলেই সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় চির প্রতিবিদ্ধ, সুতরাং সংস্কৃত গ্রন্থের স্বয়ং প্রণেতা এ হেন বল্লালসেন শূদ্রধর্ম্মা কায়স্থ হইতে পারেন না ও কায়স্থ ছিলেন না।

আমরা মুসলমান ও ইংরেজ আমলের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতির সামাজিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। পার্থিব উন্নতিও প্রশস্ত ছিল বলিয়া কেহ সাক্ষ্য প্রদান করে না, সুতরাং তাহাদিগের এই পূর্ব্ব দুর্গতিই তাঁহাদিগকে রাজার জাতি বলিয়া সংস্থচিত করে না। যদি সেনরাজগণ কায়স্থ হইতেন তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম, তাঁহাদিগেরই সম্মান সংবর্দ্ধিত ঘোষ বসু, গুহ মিত্রগণ, তাঁহাদিগের সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, কেহ পাত্র, কেহ মিত্র, কেহ মন্ত্রী, কেহ যন্ত্রী, কিন্তু আমরা কোন কায়স্থ প্রভৃতিকেই সেনরাজ সভাতে কোনপ্রকার উচ্চাসন সংস্থ দেখিতে পাই না। সুতরাং এহেন সেনরাজগণ কখনই কায়স্থ হইতে পারেন না, ও কায়স্থ ছিলেন না।

অথচ কেহ কেহ উমাপতিধর, ধোয়ী কবিরাজ, শরণদত্ত, বটুক দাশ, মহাকবি শ্রীধর দাশ ও নারায়ণ দত্ত প্রভৃতিকে গোত্রান্তর করিতে বিশেষ চেষ্টা

পাইয়া থাকেন ও পাইয়াছেন, কিন্তু উহা তাঁহাদিগের চিত্ত দৌর্ব্বল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বনাথ কবিরাজের পিতা চন্দ্রশেখর কবীন্দ্র, আদিশূর-তনয় ভানুদেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, স্বয়ং বিশ্বনাথ, সেনরাজ সংসারে মহাপাত্র ও প্রধান সান্ধিবিগ্রহিকের পদগৌরব সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন, চক্রপাণি পিতা মহামহোপাধ্যায় নারায়ণ দত্ত নয়পাল রাজার প্রধান অমাত্য ছিলেন, উল্লিখিত প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সকলেই চিহ্নিত বৈদ্য সন্তান, তাঁহারাও সেনরাজ-ভবনে অনুচ্চপদ সংস্থ ছিলেন না। কায়স্থ জাতিতে না দেখা যায় কোন সংস্কৃত বাঙ্গালা ভাষাবিৎ কবিকল্পতরু, না দেখা যায় কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সুতরাং এহেন অনুন্নত জাতিকে একটী সমুন্নত রাজার জাতি বলিয়া মনে স্থান দান করা বিমূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজা কায়স্থ হইলে নিশ্চয়ই আপনার জাতিটাকে শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত করিয়া লইতেন।

সেনরাজগণ বৈদ্যই ছিলেন, পরন্তু কায়স্থ ছিলেন না, তাহার অন্যতর প্রবল হেতু এই যে আমরা একটী কায়স্থ বংশকেও সেনরাজগণের সহিত কোনপ্রকার যৌন সম্বন্ধে সংবদ্ধ দেখিতে পাই না। যদি উহারা কায়স্থ হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই স্বয়ং সংবর্দ্ধিত ঘোষ বসু গুহ মিত্রাদি কুলীনগণকে সাদরে কন্যাদান করিতেন ও সকলেই কুলীনগণের কন্যা গ্রহণ করিতেন। তাহা যখন দেখা যায় না, পরন্তু পক্ষান্তরে যখন বহুল বৈদ্য পরিবারকেই সেনরাজগণের সহিত বিবাহাদি সূত্রে মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এহেন বৈদ্যবিনোদী রাজগণ কখনই কায়স্থ হইতে পারেন না ও কায়স্থ ছিলেন না। আমরা যদি মুসলমান ও ইংরাজ আমল ভুলিয়া যাইয়া কায়স্থের তৎপূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করি, তাহা হইলে আমরা কখনই সে অনুন্নত জাতিকে সেনরাজগণের সগন্ধ বলিয়া ভাবিতে পারি না। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ জাতিকে যে নানা মিথ্যা কথা ও শাস্ত্র-রচনা করিয়া দিয়া প্রতারিত করিয়াছেন ও এই মুহূর্ত্তেও করিতেছেন, তাহা-তেই সকলে অনুমান করিতে পারিবেন এহেন কায়স্থ জাতি সংস্কৃতবিৎ বল্লাল সেনের সহিত এক কি অভিন্ন ছিলেন।

ঢাকুর বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলগ্রন্থ, এবং উহা সর্ব্বত্র প্রামাণ্য বলিয়াও স্বীকৃত ও সমাদৃত। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত রহিয়াছে যে বল্লালের দোলা বাহী ৬২ জন বেহারা কায়স্থকুলে গৃহীত হইয়া ৭২এর ঘর পূরণ করিয়াছে। যথা—

বাহাত্তর ঘরের কথা শুনদিয়া মন॥
সন সন বত্রিশ ঘর চাকর রাজার।
চল্লিশ ঘর ভাবান্তরে হইল স্বতন্তর॥
ইহার বিস্তার লিখে আদি কুলজীতে।
কিঞ্চিৎ লিখিব আমি উদ্দেশ জানিতে॥
এই বাহাত্তর ঘর নহে সমাজিত।
বারেন্দ্র শ্রেণীতে কিন্তু হইল উপনীত॥
তাহার কারণ কথা করহ শ্রবণ।
সর্ব্বদা করিত রাজা তাম্বূল চর্ব্বণ॥
তাহাদের কান্ধে চড়ি যায় সোওয়ারীতে।
চলিতেন রাজা পান খাইতে খাইতে॥
তাহা দেখি সভাসদ নিষেধ করিল।
সেই সে কারণ শূদ্র, কাহারে হইল॥
অক্ষম অকৃতবন্ত নীচ শূদ্র যত।
ধনহীন গুণহীন নীচ কর্ম্মে রত॥
নিলা নন্দী কাড়ি যার বাদা ঘাড়ে ছিল।
কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল॥
তা সবার বাড়াইতে রাজার হইল মন।
প্রধান কায়স্থ সঙ্গে ঘটায় করণ॥ ৩০—৩২ পৃষ্ঠা।

সুতরাং যে রাজা আপন বেহারাদিগকে উত্তম কায়স্থসহ কুটুম্বিতা করাইয়া কায়স্থ জাতিতে উন্নমিত করিয়া ছিলেন, সেই রাজাকে সেই কায়স্থের সজাতি ভাবা কতদূর অবিমৃশ্যকারিতা তাহা প্রধান কায়স্থ ভ্রাতৃগণ চিন্তা করিয়া দেখুন। কায়স্থগণ যে বল্লালের বেহারা ছিল, সে বিষয়ে আর একটী কারিকাও শ্রুত হইয়া থাকে। যথা—

চন্দ্র, নন্দী, ব্রহ্ম, ভড়, এষ, আইচ পৈতকর।
দেব দোহা হাড় তোড়, ভদ্র, ভুইয়া গুইয়া হোড়।
বোল কাহারে করিয়া জোর, দোলামিয়া দিল লোড়॥

অবশ্য চন্দ্র, নন্দী, ব্রহ্ম, আইচ, কর ও দেব প্রভৃতি উপাধি ভদ্র কায়স্থ-

দিগের মধ্যেও রহিয়াছে। উঁহাদিগকে আমরা ভূতপূর্ব্ব বৈশ্য বা মাহিষ্যাদি কোন উচ্চ জাতি বলিয়াই মনে করি, কিন্তু গোলাম নফর শ্রেণীতেও ঐসকল উপাধি প্রচলিত আছে, ও এখনও রহিয়াছে। বল্লাল ঐসকল নীচ শ্রেণীর লোকদিগকে নিজে কায়স্থ হইয়া আপন জাতিতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, ইহা স্বপ্নে দেখাও যষ্ঠ মহাপাতক। মহারাজ বল্লাল নিত্যানন্দ শূরের গোপপত্নী গর্ভজ সন্তানদিগকেও কায়স্থ জাতিতে প্রোমোশন দিয়াছিলেন, সুতরাং এ হেন বল্লালকে এ হেন কায়স্থ ভাবা যাইতে পারে না। ধ্রুব বসুর বংশ পত্রিকা লেখক বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় উক্ত গ্রন্থে ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "কায়স্থ-গণ গৌড়রাজ্যে আগমনাবধি বহুকাল দ্বিজাতির আচরণপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের সে ব্যবহারটী বল্লালসেনের সহ্য হয় নাই। এজন্য তিনি নিয়ম করেন যে কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ ও একমাস অশৌচ গ্রহণ করিবেক" সুতরাং এহেন কায়স্থদ্বেষী রাজা বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন না, ইহা বিনা ওজরেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য ?

বলিবে তিনি ত কায়স্থের কৌলীন্য বিধান করিয়াছেন ? না সে কথাও ষোল আনা মিথ্যা। ঢাকুর এ বিষয়েও সরলভাবে সত্য বলিয়া ফেলিয়াছেন। যথা—

১। বারেন্দ্র কায়স্থ বৈশ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা তিনজন॥
২। উৎপাত করিয়া রাজা, না থুইল দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥
৩। বল্লাল যেমন করে, তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি, নীচকে বাড়ায়॥
৪। শূদ্রকে দিলা কুল, কায়স্থ নিন্দিত। *
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত॥ ২০ পৃষ্ঠা।

---

* বাবু কৃষ্ণবল্লভ রায় কায়স্থ পত্রিকাতে এই পংক্তিদুটী মুদ্রিত না করিয়া * * * চিহ্ন দিয়াছেন ও ৩য় পংক্তির প্রথম ভাগ বদলাইয়া "কায়স্থ পুত্র বল্লাল, যা করে তা হয়" করিয়াছেন ও ২৪ পৃষ্ঠায় "ইহা শুনি ভূতনন্দী কায়স্থ প্রধান" কাটিয়া "মন্ত্রীর প্রধান" করিয়াছেন। ইহা স্বাধীনতা নহে স্বেচ্ছাচার।

সুতরাং বুঝা গেল বল্লাল শূদ্রভৃত্য পঞ্চককে কুল দিয়াছিলেন, কায়স্থগণকে নহে? কায়স্থগণ রাগ করিয়া চলিয়া গেল? রাজা নিজে কায়স্থ হইলে কথনই শূদ্রকে কুল দিতেন না, ও কুল দিয়া কায়স্থের উপর চড়াইয়া রাখিতেন না?। শূদ্রকে কুল দেওয়াতে কায়স্থের রাগ কেন? না তিনি নীচ শূদ্রদিগকে কায়স্থের কুলীন বানাইয়া ছিলেন। কায়স্থগণও সমাজে শূদ্র বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। নতুবা কাহারেরা কায়স্থ সমাজে স্থান পাইল কেন? বৈদ্যের মধ্যে ঢুকিলেই ত পারিত? যে ৩২ ঘর কাহার আজি ৭২ ঘর কায়স্থের কুক্ষিগত হইয়াছে, তাহারা কি আমূল কায়স্থ জাতির বিশুদ্ধি বিধ্বংস করে নাই? ইহার মূল রাজা বল্লালসেন, সুতরাং তিনি কায়স্থ ছিলেন না, ইহাই প্রকৃত কথা। নন্নদাশ ও ভৃগুনন্দি প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান, লিপিবৃত্তিক হেতু স্বকর্ম্ম ত্যাগে কায়স্থীভূত, করাতিয়া ব্যাসসিংহপ্রভৃতিও ভূতপূর্ব্ব মাহিষ্য সন্তান, সুতরাং বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান ছিলেন। তাঁহারা কায়স্থ জাতিতে পরিণত ও কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু রাজা যখন তাঁহাদিগকে (কায়স্থকে) কৌলীন্য না দিয়া শূদ্রদিগকে কৌলীন্যে বিভূষিত করিয়া কায়স্থ জাতির বড় করিয়া দেন, তখন সেই রাজাকে কায়স্থ ভাবা সম্পূর্ণ অবিচার মাত্র।

কান্যকুব্জাগত ভৃত্যপঞ্চক যখন রাজা আদিশূরের নিকট আত্মপরিচয় দান করেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—"কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে, কিঙ্করা ভূসুরাণাং"—কিন্তু যদি তাঁহারা রাজার জাতি হইতেন তাহা হইলে কি তারস্বরে বলিতেন না যে "মহারাজ হামলোগন ত মহারাজকা জাতভাই হায়, বরাবর হায়?"। আপবি কায়েত, হাম লোগন ভি কায়েত হায়? ভৃত্যপঞ্চক যদি রাজার জাতি হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয় এ কথা বলিতেন ও তাঁহারা বেদবিদ্যার্থী নিষ্ঠাবান্ মহাপণ্ডিত মহাবীর অধ্বর্য্যু হইলেও শূদ্র ও কিঙ্কর বলিয়া নামনির্দ্দেশ করিতেন না ও সেই দাসত্বের জের আজি পর্য্যন্ত সজোরে চলিয়া আসিত না। সুতরাং এইসকল অবস্থার যাথার্থ্য স্বীকার করিলে, সেনরাজগণকে কায়স্থ ভাবা উচিত কি না, তাহা শিক্ষিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণই বিচার করিয়া দেখুন। কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা ও কায়স্থের ঢাকুর বৈদ্যপ্রণীত নহে?।

মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক ছিলেন না, তিনি নিজে কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়া দোষগুণের বিচার করেন ও এক প্রকার মেলবন্ধন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বৈদ্যের কৌলীন্য এত অক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্য সহজেই নষ্ট হয়, কিন্তু বৈদ্যের কুল কিছুতেই একবারে যায় না। একারণ এ দেশের জনসাধারণ আবহমান কাল বলিয়া আসিতেছেন যে বল্লাল স্বজাতির পক্ষপাত করিয়াছেন। যদি বল্লাল কায়স্থ হইতেন, তাহা হইলে বৈদ্যের কৌলীন্য অবিনশ্বর করিতেন না, এ প্রবাদও প্রচলিত দেখা যাইত না।

তবে বলিতে পার, তাহা হইলে আইন আকবরি সেনরাজগণকে কি কারণে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ইহার হেতু অতি সামান্য, সম্ভবতঃ দিল্লী হইতে একজন আফিম খোর খাঁ সাহেব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বা এদেশের ভারপ্রাপ্ত কোন মূর্ত্তআলস্য মুসলমান কর্ম্মচারীর উপর এবিষয়ের ভারার্পণ হইলে তিনিই সেনরাজগণের জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে দেশের জনসাধারণ একবাক্যেই বলিয়া থাকিবে সেনরাজগণ জাতিতে "অম্বষ্ঠ।"

যদি তখন উঁহারা অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক, অম্বষ্ঠগণ এ দেশে বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। উঁহারা চিকিৎসাবৃত্তিক, এতগুলি কথা খোলষা করিয়া লইতেন তাহা হইলে আজি আমরা এ সঙ্কটে পতিত হইতাম না। নিযুক্ত মুশলমান কর্ম্মচারী কথাটা সোজা ভাবিয়া আকবরের নিকট উহা লিখিয়া পাঠাইলেন। খুব সম্ভব তৎপরে মহামতি আবুল ফাজেল দিল্লীর ছাতুখোর মণ্ডলীতে উহার তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা অম্লানবদনে বলিয়া থাকিবেন। হুজুর!—

অম্বষ্ঠ? "ওত অম্বষ্ঠ কায়েত হায়"। অমনি উহা পাষাণে উৎকীর্ণ হইয়া গেল। তাই আইন আকবরি সেন ও পালরাজগণকে, বঙ্গের দুইটী প্রধান বৈদ্য সন্তানকে কায়েত বলিয়া মার্কা মারিয়া দিলেন। শুধু আমরা নই ঢাকুর প্রচারয়িতা বারেন্দ্র কায়স্থবর্য্য বাবু কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয়ও এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। যথা—

"সুপ্রসিদ্ধ আবুলফাজেল সেনরাজগণকে "কায়স্থ" বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, "আকবরের দরবারের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ

"অম্বষ্ঠ" ও কায়স্থকে অভিন্ন বলাতেই তিনি সেন রাজগণকে কায়স্থ উল্লেখ করিয়া থাকিবেন"। ৭৯ পৃষ্ঠা।

ফলতঃ কথা এই রূপই বটে মুসলমানগণ নিশ্চয়ই হিন্দুর জাতির কথা হিন্দুর নিকটই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষের বিবেচনার ত্রুটিতে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। যাহা হউক বঙ্গদেশের ৩৬ জাতি যে রাজগণকে অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্য বলিয়াই জানেন; দেশের কুলপঞ্জিকা-সন্দোহও যাঁহাদিগের বৈদ্যত্ব তারস্বরে বিঘোষিত করিয়া আসিয়াছেন, বৈদ্যজাতির সহিত যাঁহাদিগের আদান প্রদান ষোলআনা বর্ত্তমান সেই বৈদ্যসন্তান সেনরাজগণকে একজন যবনের কথায় জাত্যন্তর করা সুবিচার নহে।

সকলেই জানেন মহামহোপাধ্যায় মোক্ষমূলর সংস্কৃতে একজন অতি বড় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার এ দেশের জাতি তত্ত্ব বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না, তিনি চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে রাধাকান্ত দেবের পুত্র ভাবিয়া এইরূপ পত্র লিখিয়া ছিলেন। যথা—

Are you the Son of my old friend Raja Radha Kanta Deba ?

চন্দ্রকান্তও দেবশর্ম্মা, রাধাকান্তও দেবান্তক, উভয়েই সংস্কৃতজ্ঞ, সুতরাং একে অন্যের পিতাপুত্র কেন হইবেন না? জর্ম্মাণের একজন সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। যথা—

Dr Rajendra Lall Mitra is a highest Class Brahman of Bengal.

আমরাই আমাদের সকলের জাতির কথা জানি না, তাহাতে বিজাতীয়গণ কি প্রকারে আমাদের কথা জানিবেন? আমরা তাই বলি যাঁহারা দেশের পণ্ডিত মণ্ডলীর লিখিত কুলপঞ্জিকা অগ্রাহ্য করিয়া যবনাদির শরণাপন্ন হয়েন তাঁহারা সরল কি অসরল বুদ্ধির লোক তাহা সকলে বিচার করিবেন।

এইরূপ জনশ্রুতি যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজগণ ভূমি হার ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার পত্রের উত্তরে তত্রত্য প্রধানামাত্য মহাশয় আমাকে লিখিয়া জানান যে উঁহারা বিশুদ্ধ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে লেথব্রিজ সাহেব বঙ্গদেশে জীবন কর্ত্তন করিলেন, যিনি দ্বারভাঙ্গার রাজগৃহে অন্ততঃ বিংশতিবার নিমন্ত্রিত হইয়া

গিয়াছেন, যাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ ব্যয় উক্ত রাজ সরকার হইতেই সমাহৃত, তিনি আপনার সেই গোলডেন বুকে অম্লানবদনে লিখিয়া বসিয়াছেন যে উক্ত রাজগণ জাতিতে রাজপুত জাতি। যথা—

Darbhanga Moharaja Sir Lachhmeswar Singh Bahadur K. C. I. E. born 1856. succided to the godi as a minar, 20th October 1860. Belongs to an ancient Rajput family, whose ancestor Mohesh thakur, obtained the title of Raja and the grant of the Darbhanga Raj from the Mughal Emperor of Dilli Akbor the Great early in the 16th Century. Page—107.

The Golden Book of India

Sir Roper Lethbridge K. C. I. E.

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি. আই, ই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ সালের ২০এ অক্টোবর নাবালক অবস্থায় গদী প্রাপ্ত হন। ইঁহারা একটী প্রাচীন রাজপুত বংশজাত, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহেশঠাকুর মোগলবংশসম্ভূত দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজ উপাধি ও দ্বারভাঙ্গার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজপুত জাতির উপাদান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, উঁহারা বর্ণসঙ্কর, কেহ বলেন উঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, ফলকথা ব্রাহ্মণ নয় ইহা ঠিকই, পক্ষান্তরে দ্বারভাঙ্গার রাজগণ বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, সুতরাং একজন এদেশবাসী প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য বাঙ্গালীঘেষা ইংরেজই যখন এত ভুল করিতে পারেন, তখন সেই তিনশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকের যে বিচমোল্বাতেই গলদ হইবে তাহা ধ্রুবই। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজগণ বিশুদ্ধ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, আমি বহুকাল ময়মনসিংহ থাকিয়া ও তাঁহাদিগের সহিত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছি কিন্তু সেই মহামান্য ব্রাহ্মণ রাজবংশকে দিল্লীর লর্ডলিটনি দরবারহইতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছিল। তজ্জন্য উক্ত মহারাজগণ এইক্ষণ সিংহশর্ম্মা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের রাজগণ শুধু সিংহ বলিয়া উপাধি লিখিয়া থাকেন, তাই লেথব্রিজ মহোদয়ের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবে।

ইংরাজগণ, বিচক্ষণ, প্রতিভাশালী ও সর্ব্বতত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাঁহারাই যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হিন্দুর জাতির মারপেচ বুঝিতে অসমর্থ, যখন বিলাতের সাহেবেরা পর্য্যন্ত মহাত্মা কেশবচন্দ্রসেনগুপ্তকে কুলীন কায়স্থ বলিয়া ঠাহরাইয়া বসিয়াছিলেন, তখন আইন আকবরির মুসলমান লেখক, ৪।৫ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশের জাতিতত্ত্ব লিখিতে প্রমাদগ্রস্ত হইবেন, ইহাতে কি বৈচিত্র্য থাকিতে পারে ?।

আমাদিগের কালিয়া ও সেনহাটী সম্পূর্ণ বৈদ্যপ্রধান স্থান। এই দুই গ্রামে কায়স্থ নাই বলিলেও চলে, অথচ যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন সেনহাটী কালিয়া গ্রাম কায়স্থপ্রধান স্থান। তৎপর সেনহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনমুন্সী মহাশয় পত্রদ্বারা প্রতিবাদ করিলে সাহেব মহোদয় পত্রদ্বারা আত্মত্রুটি স্বীকার করেন। ঐ পত্রখানি কৈলাসবাবু আমাকে মুদ্রণার্থ প্রদান করিয়াছিলেন, হারাইয়া যাওয়াতে গ্রন্থস্থ করিতে পারিলাম না। ফলতঃ এইরূপ অসতর্কভাবে সংগৃহীত অযথার্থ বিবৃতি উত্তর কালে আইন আকবরির মতন সত্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিত। উক্ত সাহেব মহোদয় না কি শেষে রিপোর্টের ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। সংশোধন না করিলে নিশ্চয়ই উহা গরল উদ্গিরণ করিত।

এ ত গেল ম্লেচ্ছ যবনের কথা, আমাদিগের দেশের লোকেরাও যখন এই বিংশ শতাব্দীর পূর্ণ সভ্যতার যুগেও আপনাদের দেশের লোকের জাতিতত্ত্ব বিষয়ে নানা গোল ঘটাইয়া থাকেন, তখন, সেই অনুন্নত যুগের একজন অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমান, হিন্দুর জাতি লিখিতে যাইয়া কেন গোল না ঘটাইবেন !।

লালা উদয় নারায়ণ রায়, একজন বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি জিলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত মৃজাপুর নিবাসী মাননীয় দুর্গাদাস রায় শর্ম্ম মহাশয়ের বংশের জামাতা। তিনি এইক্ষণ মুরশিদাবাদ নবাব স্কুলে কার্য্য করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে গয়াজিলাস্কুলের ৩য় শিক্ষক ছিলেন, ও তৎপূর্ব্বে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ৩য় শিক্ষকের কার্য্য করিতেন আমিও তখন ময়মনসিংহে মোক্তারি কাজ করিতেছিলাম, এবং একত্র বসবাস নিবন্ধন তাঁহার সহিত আমার আলাপ ও বিশেষ বন্ধুতা হয়। ঐ সময়ে তিনি আমাকে জানান যে মুরশিদাবাদ

কাহিনীর লেখক উক্ত উদয় নারায়ণ রায় মহাশয়কে লালা উপাধি সন্দর্শনে ভ্রমে পতিত হইয়া কায়স্থ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। অনেকের ধারণা যে লালা উপাধি একমাত্র কায়স্থত্ব সংসূচক, কিন্তু তাহা নহে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ যে কোন জাতিতে উক্ত উপাধি বর্ত্তমান আছে? যাহা হউক দুর্গাদাস বাবু এবিষয়ে আমাকে কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ প্রদর্শন করেন। সে আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা। মুরশিদাবাদ কাহিনী ও বাঙ্গালা ইতিহাসের লেখকগণ দুর্গাদাস বাবু হইতে সেই সকল দলিলের নকল লইয়া স্বস্ব ভ্রমের সংশোধন করিয়াছেন। এখন সকলে ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারেন যে যখন এ কালের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ভ্রমের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন, তখন দিল্লীর খাস তক্তে শায়িত একজন মুসলমান লেখকের পক্ষে অতীত পদার্থ বল্লালের জাতিনির্ণয় কতদূর কঠিন কথা?। আমরা উদয়নারায়ণের কথাগুলি নিম্নে বিন্যস্ত করিলাম।

লালা উদয়নারায়ণ রায়, ঘনশ্যামরায়ের কন্যা শ্রীমতী দেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্রের নাম সাহেবরায়। উক্ত উদয়নারায়ণ রায়, আপন শ্বশুর ঘনশ্যাম রায়কে গঙ্গাতীরে একখানি বাটী প্রস্তুত করাইয়া দেন, তাহা নিয়া কালে তাঁহার শ্যালক পুত্র রাজারাম রায় ও ঘনশ্যামের অন্য পুত্র শ্যামসুন্দর রায়ের দৌহিত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রাজসরকারে নালিশবন্ধ হয়েন, সে বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা নিম্নপ্রদত্ত দলিলের নকলে প্রকাশিত হইবে। প্রিয় বন্ধু দুর্গাদাস রায় শর্ম্মা এখনও সে স্বত্ব উপভোগ করিতেছেন। তিনি নিখিল বাবুর নিকট ও সাহিত্যপরিষদেও এবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, সম্ভবতঃ উহা আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

লালা উদয়নারায়ণ রায় ব্রাহ্মণ হইলেও তৎকালোচিত লালা উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন, জমিদারী তালুকদারী থাকিলেই ঐ উপাধি হইয়া থাকে। উহা যে কেবল কায়স্থত্ব সংসূচক তাহা নহে। উহা আশামের বড়ুয়া উপাধির ন্যায় হিন্দুস্থান প্রচলিত সাধারণ উপাধি মাত্র। এই উদয়নারায়ণের রাজত্বই এখন বর্ত্তমান (রাণী ভবাণীর বংশে) নাটোর রাজত্বে পরিণত হইয়াছে। আমরা দুর্গাদাস বাবু প্রদত্ত দলিলের নকল ও বংশাবলী এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

বর্ত্তমানকালে লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে. লোক কৃতবিদ্য ও অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও যখন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থের হাতে পড়িয়া একজন বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থে পরিণত হইয়াছেন, তখন হাজার বৎসরের আগের আদিশূর বল্লাল, মুসলমান কাজীর হাতে পড়িয়া কেন কায়স্থ না বনিবেন ?। উক্ত দলিলাদি এই—

৺শ্রীশ্রী রামজী

হকীকত শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মার নিবেদন আমার মাতামহ ৺শ্যামসুন্দর রায়ের ব্রহ্মোত্তর গড়বাড়ী পরগণে গণকরের তরপে লঙ্কাহারের মধ্যে আছে। ইস্তক নাগাইদ রায় মজকুর ভোগ করিতেছিলেন। সন ১১৫৫ সালে ৺প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি অপুত্রক, আমি তাঁহার দৌহিত্র। বালক কালাবধি তাঁহার নিকট তাঁহার গার্হস্থালী এবং বিত্তবিধান যে আছে সকল দফার মালিক আমাকে করিয়া গিয়াছেন। এবং মাতামহী ঠাকুরাণী অদ্যাবধি আমার নিকট আছেন। আমার মাতামহ বর্ত্তমানে আমি খাজানাপত্র লইতাম, পরে আমার বর্দ্ধমান যাওয়া হইল। এ মতে আমারদিগের সকলে সেখানে গিয়াছিলেন। গড়বাড়ী শ্রীগৌরীকান্ত রায়ের জিম্বা করিয়া গিয়াছিলাম। তিন বৎসর বর্দ্ধমানে থাকা হইল। আমার মাতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা রাম রায় খামখা জোর করিয়া রাইয়তের স্থানে খাজানা লইয়াছেন। গৌরীরায়কে দখল দেন নাই। সন ১১৬২—সন ১১৬৩ দুই সনের খাজনা লইয়াছেন। তসরুফ্ যে যে করিয়াছেন তাহার ফর্দ্দ দৃষ্ট-করিবেন।

দুই সনের খাজনা লইলে পর গৌরীরায় আমার নিকট গেলেন, কহিলেন তুমি গড়বাড়ী আমার জিম্বা রাখিয়াছিলে, রাজারাম রায়জী জোর করিয়া খাজনা লইলেন। তোমার বিত্ত, তোমাকে কহিলাম। আমি ফারগ। যে কর্ত্তব্য হয় করহ। ইহা শুনিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে আইলাম আমার সহিত বিরোধ করিয়া কহেন তুমি বিত্তের কেহ নও। অতএব নিবেদন তজবীজ করিতে আজ্ঞা হইবেক। মাফিক তজবীজ যে হয় আমার এলাকা বুঝিয়া দেওয়ান, নিবেদন ইতি সন ১১৬৫ সাল তাং ১৫ আষাঢ়।

শ্রীশ্রীরাম

লিখিতং শ্রীরাজারাম শর্ম্মা ও শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মা—

মুচলিকা পত্র মিদং সন এগার শ পয়ষট্টী আবেদ লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমারদিগের দুইজনের পৈতৃক খানাবাড়ী ও লঙ্কাহারের গড়বাড়ী ও খনিত পুষ্করিণী দিগরের বিরোধ। এজন্য শ্রীশ্রী৺মহারাজ সরকারে পরগণে গণকরের কচহারিতে নালিশ করিয়া উভয় কোহিল পরে শ্রীঅভয়চরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণরাম রায়কে মধ্যস্থ মানিয়া যাইতেছি। ইহারা তজবিজ করিয়া যে অবধি করিয়া দেন সেই মঞ্জুর। ইহাতে যে অন্যমত করে সে ন্যায়ভঙ্গী, দাওয়া হইতে বেদাওয়া এবং সরকার হইতে গুণাগার। এতদর্থে মুচলিকা পত্র দিল ইতি ১১৬৫। ২২ ভাদ্র। মোঃ চড়কা।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

লিখিতং শ্রীরাজারাম দেবশর্ম্মণঃ। ভাষোত্তর পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে গণকরের তরফ গণকরের মধ্যে মহিধর বাটী ও তরফ লঙ্কাহার এই দুই তরফের আমেজে আমাদিগের পৈত্রীকী নিজ খনিত গড় সমেত খানাবাড়ী ও গোহালী বাড়ী মায় আমলা আছে। পিতামহ ঠাকুর ঘনশ্যাম রায় মহাশয় পরগণে গণকর ও গয়রহ চারি পরগণার জমিদারি বহিতে বাহাল দৌলতে ৺গঙ্গাবাস কারণ করিয়াছিলা। বাড়ির চৌগির্দ্দে গড় খনিত করিয়া পিতামহ ঠাকুর উৎসর্গ আপুনি করিয়াছেন। গড় খোদাইতে ইমারত কচ্চা বাড়ি বাশ ও গড়প্রতিষ্ঠা গয়রহতে ৮০০০ আট সহস্র টাকা খরচপত্র সকল নিজ সরকারে। বাড়ি মজকুরে থাকিয়া প্রত্যহ ৺গঙ্গাস্নান ব্রাহ্মণভোজন পুরাণ শ্রবণ এইসকল কার্য্য পরকালের করিতেন। গড়বাড়ির জন্য লালা উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের দত্ত ব্রহ্মোত্তর। তাহার বিবরণ যে কালে পিতামহি ঠাকুরাণি অন্তিমকালে ৺গঙ্গাতীরে লঙ্কাহারে পাঁচু মণ্ডল নামে পুড়া জাতি চাসার বাড়িতে বাস করিয়া থাকেন। তাহাতে সাহেব রায় মহাশয় আপন মাতা ঠাকুরাণি সহিত বড় নগর হইতে আপন মাতামহিকে দেখিতে আসিয়াছিলা। তাহাতে অনেক লোকের জনতা স্থানাভাবে দুঃখ হইল। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আপন মাতামহকে কইলেন মহাশয়ের শেষকালে ৺গঙ্গাতীরে একখানি বাড়ি করিতে

হয়। অভাব কি?। তাহাতে পিতামহঠাকুর কইলেন আমার সে মনস্ত আছে, কিন্তু আমার নিজ তালুকের ভোম এথাতে নাই। সকল আপনকার খাস্ তালুক। তাহাতে কইলেন আমার তালুক, মহাশয়ের নয়? সকলি মহাশয়ের, যে স্থান মস্তত করেন, তাঁই সেইখানে দেওয়া যায়। তারপর আপনে সকল সমেত ঘোড়ায় সওয়ারি করিয়া খাড়া হইলা। ঠিকানা জস্তিপুর নামে বরজ ছিল। উচ্চস্থান ডিহি, সেই স্থান মন্যত করিলেন। ৺গঙ্গাতীর হইতে ১৫০ দেড় শত হস্ত অন্তর। নাপ করিয়া বাড়ি চিহ্নিত করিয়া দিয়া পর দিবসই বড় নগর গেলা। তারপর গড় খনিত ও বাড়ি প্রস্তুত হইলে, গড় প্রতিষ্ঠার কালে ৺ঠাকুর বড় নগর মোকামে কর্ত্তা উদয় নারায়ণ রায় মহশয়কে সংবাদ জ্ঞাত করিলা। ৺ গঙ্গাতীরে লঙ্কাহার গ্রাম সমিপে নাতি একখানি বাড়ি দিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে একখানি ধর্ম্ম কর্ম্ম করা উপস্থিত হইয়াছে। বাড়ির চৌগির্দ্দেই গড় খনিত হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবেক, ভৌম মহাশয়ের আত্মসত্ত উপাদান পরসত্ত ত্যাগ ইহা নহিলে দান উৎসর্গের অধিকার হয় না। তাহা শুনিয়া কহিলেন জামাতা দৌহিত্র ইহার দ্রব্যে মহাশয়ের অধিকার নাই?। ঠাকুরান আজ্ঞা হইতেছে, তাহাতে কইলেন কেবল বাশ করা হইলে যে আজ্ঞা করিতেছেন সেই প্রমাণ ধর্ম্ম কর্ম্ম করাতে এমত নহিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না। অতএব বাড়ির প্রকৃত মূল্য লইয়া খরিদ্‌গি দেন। তাহাতে কইলেন এমত বিষয় মহাশয়ের সহিত অনুচিত। সে বাড়ি মহাশয়ের খনিত গড় সমেত চতুঃসিমা সারদে আমি আপন সত্ত ত্যাগ করিয়া দিল। মহাশয়ের সত্তা হইল যে বাসনা হয় তাহা করুন গা। পরে বড় নগর হইতে পিতামহ ঠাকুর আসিয়া গড় প্রতিষ্ঠা করিলেন। আপন জামাতা স্থানে প্রতিগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। এক দফা পৈত্রিকীর এই বিবরণ মহাশয়ের ৺স্বরূপ বিচার করিবেন। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চাড়ৈয্যা ভাসাতে লিখিয়াছেন আমার মাতামহ শ্যামসুন্দর রায় একখানি বাড়ি করিয়া গড় খোদাইয়া দিলা। তাহা আপন পিতাকে দিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন। পিতার ধনে ঐশ্বর্য্যে এবং জমিদারি আদিতে উপষ্টম্ভ ছিল। তাহাতে পুত্র কর্ত্তা ছিল কি পিতা গ্রহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলা। পুত্রটী উপযুক্ত হইয়া তালুক চৌধুরাই ধন উপার্জন করিয়া পিতার ভরণ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন

ইহাতে বুঝায় পুত্রের উপষ্টম্ভে পিতা কর্ত্তা ছিলা পুনশ্চ লিখেন তখন সকলি একত্র ছিলা। আপনারা সুন্দর বিবেচনা করিবেন।

তদনন্তর সমাচার কয়েক বৎসর পরে সন ১১২০ সালের আখেরি সন ১১২১ একইস সালের প্রথম লালা উদয় নারায়ণ রায় জাফর খাঁ সুবা সহিত পাতসাহিতে কমরবন্দি করিয়া গালিম হইলা। সে জনিত তাহাদিগের রাজ্য গেল। আমার পিতামহ ঠাকুর তাহার শ্বশুর নিগূঢ় কুটুম্বিতা সে সাত্ত্ব তিহ আত্মভয়ে গোষ্ঠি সমেত তালুক ভৌম গৃহ বাটী আদি সকল ছাড়িয়া সেই হাঙ্গামে পলায়ন পর হইয়া সুলতান বাদের মাহনাপুর অবধি একত্র ছিলা।

সাহেব রায় যুদ্ধে পরাজয় হইয়া গোষ্ঠি সহিত কয়েদ হইয়া গেলা, আমরা উদয় নগর পাথড়িয়া মোকাম হইতে কর্ত্তার দিগের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া আমরা আত্ম ভয়ে পলাইয়া বনের পথে বিরভোম পাঠানের অধিকারে থাকিলাম। এথাতে জমিদারী তালুক স্বত্ববিত্ত আদি গোবৎস খনিত পুষ্করণী শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন রায় মহাশয়ের ভ্রাতা রাজা রামজীবন রায় মহাশয়ের নামে উদয় নারায়ণ রায়ের জমিদারী হইল। তাহার তরফ শিকদার বা গণকর গএরহ পাঁচ পরগণার শিকদার রামেশ্বর রায় হইল। তিহ সকল দখল করিলেন। (১১৬৫ বাঙ্গালা সন)।

ঘনশ্যাম রায়ের বংশাবলী এই—

শর্ম্মা গোবিন্দ রায়

- পরিক্ষিৎ রায়
- শর্ম্মা বিনোদ রায়
  - শর্ম্মা ঘনশ্যাম রায়
    - কন্যা শ্রীমতী—জামাতা উদয়নারায়ণ রায়—শর্ম্মা লালা
      - দৌহিত্র সাহেব রায় শর্ম্মা
    - শর্ম্মা কৃষ্ণপ্রসাদ রায়
      - শর্ম্মা রাজা রাম রায়
        - শর্ম্মা গঙ্গাধর রায়
          - শর্ম্মা হরিশঙ্কর রায়
            - কন্যা—ব্রহ্মময়ী
              - দৌহিত্র—রামরতন রায় শর্ম্মা
                - শর্ম্মা দুর্গাদাস রায় (ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের বর্ত্তমান ৩য় শিক্ষক) এখন তিনি মুরশিদাবাদের ৩য় শিক্ষক)।
    - শর্ম্মা শ্যামসুন্দর রায়
      - অজ্ঞাত নামা কন্যা
        - দৌহিত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
          - রামলোচন চট্ট
            - মৃত্যুঞ্জয় চট্ট
              - বামাসুন্দরী দেবী
- গোপাল রায়
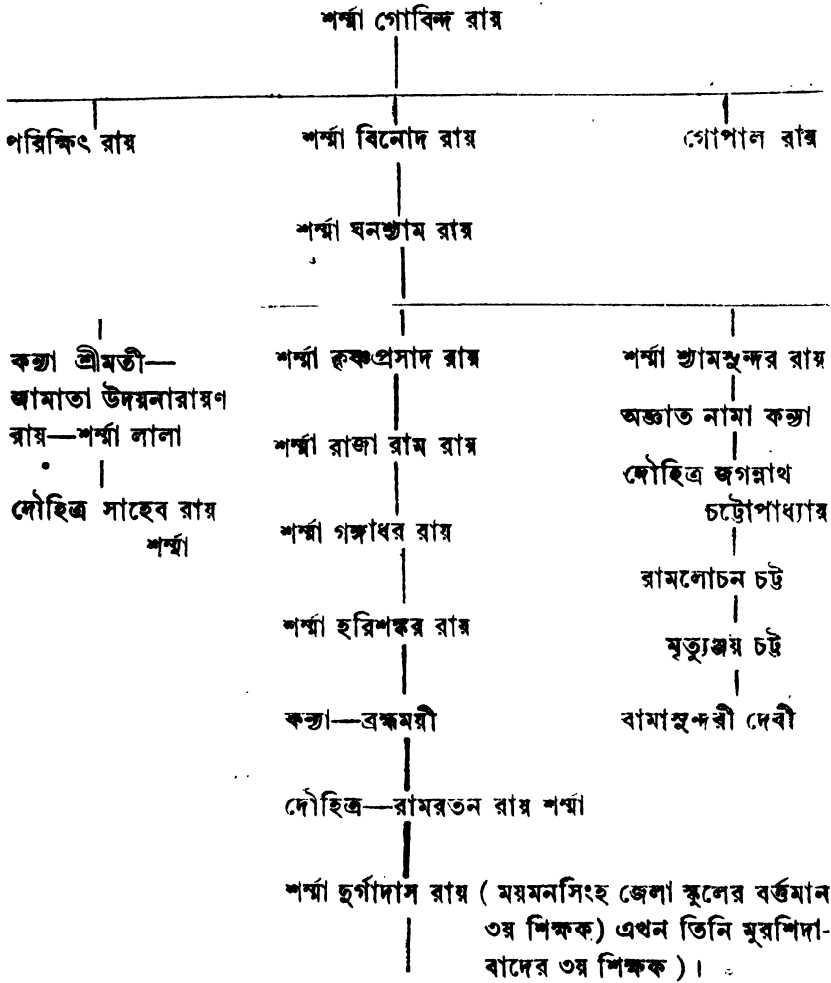
পাঠক আমারা যে কেবল ব্রাহ্মণ উদয় নারায়ণকে লালা উপাধিতে বিশেষিত দেখি তাহা নহে, তৎকালে বৈদ্য কায়স্থ সকলেই লালা উপাধিতে বিভূষিত হইতেন। জমিদারী তালুকদারী থাকিলেই রাজভক্তদিগকে বাদসাহ ও নবাবেরা লালা উপাধি দান করিতেন। পশ্চিমাঞ্চলের লালাগণ যে সকলই কায়স্থ তাহা মনে করিতে হইবে না। পুলিশ ডিঃসুঃ জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের

পূর্ব্ব-পুরুষ একজনও লালা উপাধিক ছিলেন। জপসার বৈদ্য বাবুদিগের অনেকে লালা উপাধিতে বিভুষিত ছিলেন, তন্মধ্যে লালা রামগতি রায় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বৈদ্যের মধ্যে ইঁহারা অত্যুচ্চ বংশ সম্ভূতও বটেন। যথা—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর॥
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ শ্রেণী বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তথাতে।
বৈদ্য শ্রেষ্ঠ লালাখ্যাতি পেল নিজামতে॥
জপসা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়।
রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয়॥

নব্যভারত ৬ সংখ্যা ১৩০৪ সাল ২৯২ পৃষ্ঠা।

আমরা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, যে সকল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হইল, তাহাতে অতঃপরও যে কেহ আইন আকবরীর উক্তি প্রকৃত মনে করিয়া সেনরাজগণকে কায়স্থ ভাবিতে ইচ্ছা করিবেন আমরা এরূপ বোধ করি না। লোকের রুচি ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্য কখন দুই হইতে পারে না। অতঃপর আমরা দুই জন কৃতবিদ্য মান্য ব্যক্তির দুইটী মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এখানেই আইন আকবরির পালা শেষ করিব।

রাজসাহীর খ্যাতনামা উকিল প্রখ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নানা শাস্ত্র পারদৃশ্বা বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম এ বি এল মহোদয় তদীয় ঐতিহাসিক চিত্রের একত্র বলিয়াছেন—

"কুলজ্ঞ মহাশয়দিগের হস্তলিখিত গ্রন্থ, বংশানুক্রমে সঙ্কলিত, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে। মোসলমান লিখিত ইতিহাসের মধ্যে "তবকাত ই নাশেরি", বক্তিয়ারের বঙ্গাগমনের ৫৭ বৎসর পরে লিখিত। আইন আকবরি তাহার তুলনায় আধুনিক। ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের শ্লোকানুসারে লক্ষ্মণসেন দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আইন

আকবরি গ্রন্থে এতদ্ বিপরীত যাহা লিখিত আছে, তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করা সুসঙ্গত নহে। তাম্রশাসনাদিতে যে বংশমালা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত আইন আকবরীধৃত বংশমালার সামঞ্জস্য না থাকায় আবুল ফাজেলের গ্রন্থে আস্থাস্থাপন করা নিরাপদ নহে। ২৯৩ পৃষ্ঠা।

"রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন" আত্ম-জাতি গৌরবান্ধ মিথ্যাবাদী হিন্দুদ্বেষী মুশলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। ঐ ২৯৫ পৃষ্ঠা।

স্বর্গত পুজনীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় নব্যভারতে লিখিয়াছেন "পালরাজগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতীয় ইতিহাসবিৎদিগের মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও তাঁহাদের জাতিসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। আবুল ফাজেলের মতে তাঁহারা কায়স্থ ছিলেন। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের লেখকগণ, বিগ্রহপালের পত্নী লজ্জাদেবী যে হৈহয় বংশীয় রাজতনয়া ছিলেন, তাহা জানিতে না পারিয়া পালরাজগণকে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী অস্পষ্ট জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়া কানিংহাম ও ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাঁহাদিগকে ভুঁইহার বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন। ডাক্তার হরণলি তাঁহাদিগকে গহড় বংশীয় ক্ষত্রিয় কল্পনা করিয়া রাঠোর বংশীয় কনোজরাজ চন্দ্রদেবকে পালবংশীয় বৌদ্ধ মহীপালের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ডাক্তার হরণলীর এই স্বকপোল কল্পিত অনুমানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বীয় পুচ্ছগ্রাহিতা ও অনুকরণ প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। পালরাজগণের শাসনপত্রে যদিও তাঁহাদের জাতিসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, তথাপি বলভী হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের এবং রাজ্যকুটাধিপতির সহিত তাঁহাদের সংবদ্ধ বন্ধন দৃষ্টে পালবংশের ক্ষত্রিয়ত্বে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছেনা। নব্যভারত—৩২৪ পৃষ্ঠা ১২৯৭ সন।

আমাদের মতে ভুমিহর ব্রাহ্মণগণ, ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অভিন্ন পদার্থ, উশনা অম্বষ্ঠের কৃষিকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং একদিন উঁহারা ভূমিকর্ষণ করিয়া ভূমিহর উপাধি পাইয়া থাকিবেন, পালরাজগণও প্রকৃত পক্ষে ভূমিহর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তজ্জন্য সেনরাজগণের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান হইত।

উঁহারাও বৈদ্য ছিলেন বটে। তবে সেকালের রীতি অনুসারে ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিতও আদান প্রদান চলিত, উহা একটা রাজোচিত ধর্ম্ম ছিল। বল্লালের বংশীয়গণ এখন মণ্ডী ও সুকেতে থাকিয়া গৌড় ক্ষত্রিয় পরিচয়ে ক্ষত্রিয় বংশের সহিত ক্রিয়া করিতেছেন। এতৎ সমুদয়ই ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ মাত্র।

নগেন্দ্র বাবুর কথা।

নগেন বাবু বিশ্বকোষ, কায়স্থ পত্রিকা ও এসিয়াটিক জর্ণেলে নানা খণ্ড প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে অভিলাষী সেনরাজগণ কায়স্থ, এবং মহারাজ বল্লালসেন প্রভৃতি "দে" কায়স্থ এবং তাঁহারা দে-বংশীয়. সেনবংশীয় নহেন। এবং তিনি ইহাও বলিতে সমুদ্যত যে চন্দ্রদ্বীপের আদি ভূম্যধিকারী "দে" রাজগণ বল্লালের অনন্তর বংশ্য ও বল্লালের প্রপৌত্র দনুজ মাধবসেন ও চন্দ্র-দ্বীপের আদিরাজ দনুজমর্দ্দন দে অভিন্ন ও একই ব্যক্তি। তিনিই বিক্রমপুরের শেষ রাজা, এবং তিনি তথা হইতে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজ্য গ্রহণ করেন। এবং তিনি ইহাও বলিতে অভিলাষী যে দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশীয় কায়স্থ রাজা বীরসেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং মহারাজ আদিশূরও কায়স্থ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম জয়ন্ত ছিল, তিনি কাশ্মীররাজ কায়স্থ জয়াদিত্যের শ্বশুর ছিলেন, জয়াদিত্যের প্রভা-বেই তিনি পঞ্চগৌড়ের আধিপত্যে বদ্ধমূল হয়েন। ইহা ছাড়া তিনি আপন উক্তির বিরোধীও অনেক কথা বলিয়াছেন সে সব উক্তি শৃঙ্খলাশূন্য ও সম্পূর্ণ বিপ্রলাপ-বিশেষ। ফলতঃ জানা বৈদ্য সেনরাজগণকে অবৈদ্য করিতে হইবেই, তাই তিনি নিরুদ্দাম হইয়া যখন যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়াছেন। একবারও আপন উক্তির সাম্য ও গৌরব রক্ষার দিকে চাহিয়া দেখেন নাই। আমরা একে একে এই সকল কথার উত্তর দিব।

তিনি বিশ্বকোষের কায়স্থ শব্দের ৫৮৩ পৃষ্ঠার ২য় কলমে বলিতেছেন—"রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় অশ্ব-ঘোষ-কায়স্থ বংশীয় ১৬ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে প্রথম দুর্লভ বর্দ্ধন। কায়স্থ দুর্লভ বর্দ্ধন ৫২০ শকে কাশ্মীরের রাজাসনে আরোহণ করেন। গোনন্দ বংশীয় শেষ রাজা বালা-দিত্যের কন্যা অনঙ্গ-লেখার সহিত দুর্লভ বর্দ্ধনের বিবাহ হয়। বালাদিত্য জামাতার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রজ্ঞাদিত্য নাম রাখেন। যথা—

হেতুং স্বরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অথাশ্বঘোষ কায়স্থং চক্রে দুর্লভবর্দ্ধনং ॥
মাতুঃ কর্কটনাগেন স্বস্রাতায়াঃ সমীয়ুষা।
রাজ্যাস্যৈব হি সঞ্জাতা রাজ্ঞা নাজ্ঞায়ি তেনসা।
অভূৎ সর্ব্বস্ত চক্ষুষ্যঃ সতু দুর্লভবর্দ্ধনঃ॥
প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাং॥ ৩ ত। ৪৮৮—৯০

এই প্রমাণ বলে নগেন বাবু দুর্লভ বর্দ্ধনকে কায়স্থ বলিতে সমুদ্গ্রীব!! কি কায়স্থ! কায়স্থ হইলেই ত তাহার একটা ঘোষ বোস্ হওয়া লাগে? তাই তিনি বদরিকাকে কচু ব্যাখ্যার ন্যায় নৈয়ায়িকী ব্যাখ্যা মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, দুর্লভ বর্দ্ধন "অশ্ব ঘোষ কায়স্থ জাতীয়" !! বৈদ্যের মধ্যে "অশ্বগুপ্ত" আছে, সুতরাং কায়স্থই কম কিসে! তাহার মধ্যেও "অশ্বঘোষ" দেখা দিল। বৈদ্যের অন্নে প্রতিপালিত সংবর্দ্ধিত ও সংপাঠিত ৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ বি এল মহাশয় সর্ব্বদাই ঠাট্টাচ্ছলে বলিতেন "বৈদ্যেরা সেন দেখিলেই জাতভাই ভেবে লাফাইয়া উঠেন" এহেন কৃতজ্ঞ মহাত্মা প্রবন্ধ বিশেষে লিপিবদ্ধ করেন—বিষ্ণুপুরাণের শুঙ্গবংশীয় রাজগণ কায়স্থ!! কেন? না তাঁহাদের উপাধি ঘোষ, বসু ও মিত্র॥ প্রমাণ কি? প্রমাণ স্থলে তিনি এই কথাগুলি বাছিয়া হাজির করেন। যথা—

"এবং মৌর্য্যা দশ ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরং তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি। ৮। ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি। ৯। অস্যাত্মজোঽগ্নিমিত্রঃ তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠঃ, ততো বসুমিত্রঃ তস্মাদপি আর্দ্রকঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ। ততো ঘোষ বসুঃ। তস্মাদপি বজ্রমিত্রঃ ততো ভাগবতঃ। ১০। তস্মাৎ দেবভূতিঃ ইত্যেতে দশ শুঙ্গা দ্বাদশোত্তরং পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি"। ১১। ২৪ অ—৪ অংশ—বিষ্ণুপুরাণ।

এবং বঙ্গের অভিনব প্রত্নতত্ত্ব-বিনোদী নগেন্দবাবুও এই মহাজনের মার্গানুসারী হইয়া বলিতে প্রবৃত্ত হয়েন যে শুঙ্গবংশীয়গণ কায়স্থ!!! যথা—

ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিনটা আদিশূরপ্রদত্ত উপাধি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে

শুঙ্গ বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়”। বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দ ৫৯৭ পৃষ্ঠার ১ম কলমের শেষ ফুটনোট।

মৃত্যুর পূর্ব্বে ত্রৈলোক্য বাবুকে কামলা রোগীর মতন কায়স্থ রোগে কামড়াইয়াছিল তিনি জগৎ কায়স্থময় দেখিয়া গিয়াছেন। নগেন বাবুও কিছু দিন হইতে এই দুশ্চিকিৎস্য মহারোগে সমাক্রান্ত। নতুবা শুঙ্গগণকে তিনি ঘোষ কায়স্থ, বসু কায়স্থ ও মিত্র কায়স্থ ঠাহরিবেন কেন?। অবশ্য পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র, বসুমিত্র, বজ্রমিত্র এই নামগুলি দ্বারা কেহ ঠেঠামি করিয়া এ অর্থের বিনিগমনা করিতে পারেন যে শুঙ্গগণ মিত্রজগণের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। কিন্তু “ঘোষ বসু” নাম দৃষ্টে তাহাকে কি মিত্র বলিতে পারিবে? বসু ও মিত্র এক নয়? বসুকে জোর তোমরা নগেন বাবুর কেহ কেটা অগত্যা তাঝিতে সমর্থ? কিন্তু তাহাতে এক বংশে দ্বিবিধ উপাধির সমাগম ঘটিয়া উপাধি-সাঙ্কর্য্যের আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে?। তথাস্তু, মিত্র ও বসু উপাধি পাইলাম, ঘোষ উপাধি কই? তবে কি পুলিন্দকের পুত্র “ঘোষ বসু” কোন নামধারী ছিল না? সে বংশে ঘোষও ছিল, বসুও ছিল? ঐরূপ বসু মিত্রও বংশে বসুও ছিল ও মিত্রও ছিল? সবই হরগৌরী মূর্ত্তি?

কিন্তু ৭।৮ স্তবকে আছে কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যে অভিষেক্ষ্যতি।৭। তস্যাপি পুত্রঃ বিন্দুসারো ভবিষ্যতি। তস্যাপি অশোক বর্দ্ধনঃ, ততঃ সুযশাঃ, ততো দশরথঃ, ততঃ সঙ্গতঃ শালিশুকঃ, তস্মাৎ সোমশর্ম্মা তস্মাৎ শতধন্বা তস্যাপ্যয়ু বৃহদ্রথনামা ভবিতা।

এখন কি ত্রৈলোক্য বাবু ও নগেন বাবুর মহাজনতা স্বীকার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে অধোরেখ সোম শর্ম্মার পূর্ব্ব পুরুষ নাপ্তিনী গর্ভ সম্ভব বিকৃত শূদ্র সুত চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে শর্ম্মা ছিলেন ও তাঁহারা ত্রৈলোক্য বাবুদের নেদিষ্ঠ দায়াদ? ফলতঃ ইহারা ও দুর্লভ বর্দ্ধন ইহার একজনও কায়স্থ জাতীয় নহে। দুর্লভ বর্দ্ধনের কায়স্থত্ব, দেবগণেরও অচিন্তনীয় পদার্থ।

অশ্বঘোষ কায়স্থ

একথারও কি কোন অর্থ আছে? না অর্থ হইতে পারে? অশ্বেন উপলক্ষিতঃ ঘোষঃ ইথং কায়স্থঃ! ছি ছি ছি!!! অনুস্বার বিসর্গগুলি বড়ই বালাই ইহাতে হাত দিতে নাই। বৌ ও যে মাও সে=বৌমা। ধৌর মা=বৌমা

(বেহাইন), বৌ হইয়াছে মা যার, সে বৌমা (নাতিনী), সমাস করিতে ভুল হইল কি ? কিন্তু বৌমার প্রতিপাদ্য বস্তু কি এই তিনটাই ? সেইরূপ কাঠ্যং মাঠ্যং করিয়া একটা পদ রাখিতে পারিলেই কি হইল ? হাঁ যদি দেখিতাম যে এখানে "দুর্লভবর্দ্ধনঘোষ"—এমন কোন কথা আছে, কায়স্থ কথাটাও রহিয়াছে (পাছে কেহ সদ্গোপ ভাবে ?), তাহা হইলেও না হয় আমরা দুর্লভ চন্দ্রকে গাভার ঘোষ দস্তিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতাম, কিন্তু এখানে কি সেরূপ অনুমান করিবার কোনও পন্থাও রহিয়াছে ?।

ফলকথা এখানে প্রকৃত পাঠ "অশ্বঘাসকায়স্থঃ" হইবে। আমাদিগের বোম্বাইর ছাপা রাজতরঙ্গিণীতে তাহাই রহিয়াছে। নগেন বাবুরও বুঝা উচিত ছিল যে "অশ্ব-ঘোষ" করিলে কোন পদার্থগ্রহই হয় না। তবে "অশ্ব ঘোষ কায়স্থ" কথাটা বজায় থাকিলে ও বজায় রাখিতে পারিলে উহা নগেন বাবুর পক্ষে একটা মেক্সিম কামানের কাজ করিতে পারে, তাই তিনি উহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি আপনার মতের সমর্থন জন্য বলিতেছেন—

"সোসাইটীর মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীতে "অশ্বঘাম কায়স্থ" লিখিত আছে (এই মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীর ৩৯ পৃঃ দেখ), কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর প্রাচীন হস্ত-লিপিতে "অশ্বঘোষ কায়স্থ" পাঠ আছ আছে"। ৫৮৩ পৃঃ টীকা বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দ।

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি কোন গ্রন্থে কোন কথা থাকিলেই কি উহা বেদবাক্যে পরিণত হইবে ?। অর্থ ও প্রসঙ্গসঙ্গতি হয় কি না, তাহা ভাবিতে হইবে না ?। "অশ্বঘাম-কায়স্থ" মুদ্রাকর প্রমাদ এবং অশ্বঘোষ কায়স্থ—লিপিকর প্রমাদ, নগেন বাবু কেন এইরূপ ভাবিয়া লইলেন না ?।

"ভুসি সে কাবল প্রভু, ভুসি সে কাবল"

এতদিনে দেখিলাম লোক শুধু বোঝার ভুলে নয়, স্বার্থ ও গরজের টানেও "তুমি সে কারণ প্রভু"র স্থলে ঐরূপ বিকৃতি, প্রকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। ইহারই নাম জাগিয়া নিদ্রা যাওয়া। এ ঘুম ত কামান দাগিলেও ভাঙ্গে না ?। ইহা নিদ্রা ও মহানিদ্রার ইণ্টার মিডিএট ষ্টেশন।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গ্রন্থের পাঠই সাধীয়ান্ ও সাধুসম্মত। হিন্দু দুরূহ

বৰ্দ্ধন, জাতিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা কায়স্থের কিছু না কিছু ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কায়স্থ শব্দটী জাতিপর নহে, বৃত্তিপর, ইহার অর্থ "লেখকঃ"। বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ কোনদিনই জাতিপর ছিল না, মধ্য যুগের সায়াহ্নকালে উহারা জাতিবাচক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখানে এ কায়স্থ শব্দের অর্থ লেখক। অর্থাৎ কেরাণী or writer.

মহামতি হলায়ুধও বলিয়াছেন "কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ" তজ্জন্য বুঝিতে হইবে "অশ্বঘাস কায়স্থ" শব্দের অর্থ অশ্বের ঘাসের কায়স্থ বা লেখক। রাজ সরকারে রোজ কতটী করিয়া ঘোড়ার ঘাস খরচ হইত, দুর্লভ বেচারী বসিয়া বসিয়া তাহাই লিখিতেন। ইহা ছাড়া এ কথার অর্থ আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের কণ্ঠহার ও চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি কুলগ্রন্থেও এইরূপ বহু কায়স্থ শব্দ আছে যাহার অর্থ বিশুদ্ধ লেখক মাত্র। যিনি জাতিতে বৈদ্যই রহিয়াছেন অথচ কায়স্থ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, তিনি কখনই জাতিতে কায়স্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না, সে কায়স্থ শব্দের অর্থও লেখক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যথা—

রামানন্দাদজায়েতাং রত্নগর্ভঃ সুতাপিচ।
জগদানন্দভাণ্ডারকায়স্থতনয়াসুতৌ॥ ৪২ পৃ—কণ্ঠহার।

অর্থাৎ শক্তি গোত্রীয় রামানন্দ সেনের ঔরসে জগদানন্দ ভাণ্ডার কায়স্থের কন্যার গর্ভে রত্নগর্ভ নামে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

জগদানন্দ কে? জগদানন্দ ধন্বন্তরি গোত্রীয় মহাকুলীন বৈদ্য। যথা—

দামোদরাদজায়ন্ত দ্বে কন্যে চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
জগদানন্দভাণ্ডারকায়স্থো যাদবস্তথা।
অপরো হৃদয়ানন্দো মাধবাধজাসুতাঃ॥ ৫১ পৃ—কণ্ঠহার।

ধন্বন্তরি গোত্রীয় বিনায়কসেনের সন্তান দামোদর সেনের ঔরসে মাধবদেবের কন্যার গর্ভে জগদানন্দ, যাদব, হৃদয়ানন্দ ও দুই কন্যা প্রসূত হয়।

এখন মনীষিগণ, রাজতরঙ্গিনীর "অশ্বঘাস কায়স্থ" ও আমাদের "ভাণ্ডার কায়স্থ" এই দুইটী শব্দের পদার্থ লইয়া আলোচনা করুন। জগদানন্দ সেন কোন রাজসরকারে ভাঁড়ারের লেখা পড়া করিতেন, রোজ কত টাকা ভাজ খরচ হইত, তিনি তাহার কায়স্থ অর্থাৎ লেখক ছিলেন, দুর্লভ বৰ্দ্ধন কেরাণীও

ঐরূপ ঘোড়ার ঘাসের লেখক ছিলেন। এখানে কণ্ঠহারের কায়স্থ শব্দ যেমন জাতিবাচী নহে, রাজতরঙ্গিণীর উক্ত কায়স্থশব্দও তেমনই জাতি বাচক নহে। কণ্ঠহারের কায়স্থ শব্দ যেমন জগদানন্দকে জাত্যন্তর করিতে পারে নাই, রাজতরঙ্গিণীর কায়স্থ শব্দও তেমনই দুর্লভকে দেব-দুর্লভ কায়স্থ জাতিতে পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই। কণ্ঠহারের জগদানন্দ চেনা বৈদ্য, রাজতরঙ্গিণীর দুলভ বর্দ্ধন অচেনা লোক, তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য কিংবা (তখন কায়স্থ একটী জাতি বলিয়া চলিত হইয়া থাকিলে) জাতি কায়স্থও হইতে পারেন। এরূপ সঙ্কট অবস্থায় নগেন বাবু যে দুর্লভকে একেবারে আঠি সমেত আস্ত গিলিয়া ফেলিলেন, আমূল কাশ্মীররাজপরিবারকে ঘোষ বসু মিত্রের নন্দন ঠাহরিয়া বসিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথা। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে লেখকার্থক কায়স্থ শব্দের কতিপয় উদাহরণ সমাহৃত হইল। যথা—

যে বৃহস্পতি গুপ্তোঽসৌ সংখ্যাতঃ সুমতিঃ শুচিঃ।
কায়স্থবিদ্যানিপুণঃ খণ্ডগ্রামে প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৪১২ পৃ
পরোনরহরির্নাম ভাণ্ডাগারলিপেঃ পতিঃ। ৩১১ পৃ
রূপদাশস্ত তনয়ঃ শ্যামদাশাভিধোঽভবৎ।
মজুন্দার ইতি খ্যাতঃ কায়স্থলিপিকর্ম্মকৃৎ। ২৭৩ পৃ
অসৌ মদনদাশোপি ভাণ্ডারলিপিকার্য্যকৃৎ। ২৭১ পৃ
সনাতনসুতোজাতো রামচন্দ্র ইতি শ্রুতঃ।
রোজনামালিপিকৃতো হিরণ্যস্ত সুতাসুতঃ॥ ২৪৩ পৃ
জ্যেষ্ঠপক্ষে চক্রপাণিঃ পুরকায়স্থবিশ্রুতঃ॥ ২০৪ পৃ—চন্দ্রপ্রভা।

বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ মূলতঃ জাতিবাচী নহে। ঐ দুইটী শব্দের মুখ্যার্থও জাতিবৈদ্য বা জাতিকায়স্থ হইতে পারে না। মন্বাদিতে বৈদ্যবৃত্তিক মুখ্য-ব্রাহ্মণের পাতিত্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সৌরপুরাণেও কায়স্থ (লেখক) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য (চিকিৎসক) ব্রাহ্মণ উভয়ই অপাংক্তেয় বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা—

সূত উবাচ। শ্রাদ্ধং দর্শে তথা কর্ত্তব্যং অষ্টকাস্বন্বয়ে।
বিষুবেচ ব্যতীপাতে তীর্থেষু চ বিশেষতঃ॥১

পরীক্ষ্য ব্রাহ্মণান্ সম্যক্ বেদবেদাঙ্গপারগান্।
বিশেষান্ শিবভক্তাংশ্চ রুদ্রজাপপরায়ণান্ ॥২
অভাবে শিবভক্তানাং সদাচাররতান্ দ্বিজান্।
ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধে শিববুদ্ধ্যা সমাহিতঃ ॥৩
ব্রতোপবাসনিরতাঃ সোমপাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
অগ্নিহোত্রপরাঃ শান্তা বহ্বৃচো গুরুপূজকাঃ ॥৪
ত্রিণাচিকেতাঃ শিষ্যাশ্চ ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণিকাঃ।
মন্ত্রব্রাহ্মণবেত্তারঃ পুরাণস্মৃতিপাঠকাঃ।
অধ্যাত্মশাস্ত্রনিরতা ব্রাহ্মণাঃ পংক্তিপাবনাঃ ॥৫
একং বা ভোজয়েৎ বিপ্রং শিবভক্তিপরায়ণং।
তেন পূতা ভবন্ত্যেব। যে কেচিৎ পক্তিদূষকাঃ ॥৬
বধবন্ধোপজীবিনো বৃষলাঃ শূদ্রযাজকাঃ।
বেদবিক্রয়িণশ্চৈব শ্রুতিবিক্রয়িণস্তথা ॥৭
বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে কোপিনঃ কুণ্ডগোলকৌ।
কায়স্থা লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ ॥৮
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষক্‌শাস্ত্রোপজীবিনঃ।
ব্যাধিনঃ কাব্যকর্ত্তারো গায়কাশ্চৈব গোত্রিণঃ।
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যা বিশেষতঃ ॥৯

১৯—অ। সৌর পুরাণ।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, নগেন বাবু তদীয় বিশ্বকোষে কায়স্থশব্দের ৫৭৯ পৃষ্ঠায় সৌরপুরাণের শেষ ৪ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই কায়স্থ শব্দটীকেও জাতি কায়স্থে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু কায়স্থকে শ্রাদ্ধে বর্জন করিবে, ইহার কোন অর্থ হয় না, পাঠ অসংলগ্ন হয়, তাই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে সৌর পুরাণের এ উক্তি গাঁজাখুরি ও অভিনব বলিয়া অগ্রাহ্য। যথা—

"সৌর পুরাণে কায়স্থ শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। এই পুরাণে মধ্বাচার্য্যের প্রসঙ্গে তাঁহাকে মধুদৈত্যপুত্র বলা হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য ১১১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব তাঁহার অনেক পরে

আধুনিক সময়ে ঐ উপপুরাণখানি রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য এই গ্রন্থোক্ত বচন প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না"। বিশ্বকোষ। (৫৭৮-৭৯ পৃ)

পাঠকগণ দেখিবেন ১ম হইতে ৫ম শ্লোক পর্য্যন্তে শ্রাদ্ধে কিরূপ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণীয় ও কিরূপ ব্রাহ্মণ পাংক্তেয় এবং কিরূপ সদাচারপূত শিবভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিলে, নিমন্ত্রণ কর্ত্তা পর্য্যন্ত পূত হইবেন, তাহার কথা বলিয়া ষষ্ঠের শেষাংশ হইতে ৯ম পর্য্যন্ত শ্লোকে কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জনীয়, পুরাণকর্ত্তা তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন যে যে সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অর্থাৎ লিপিকর্ম্মজীবী, যে সকল ব্রাহ্মণ, ভিষক্ অর্থাৎ চিকিৎসাজীবিক, ও যেসকল ব্রাহ্মণ রাজসরকারে স্ববৃত্তিক, ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণ, শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। সৌরপুরাণ কর্ত্তা, সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাঁহার লেখনী হইতে এখানে একটী অসংলগ্ন কথাও বিনির্গত হয় নাই। লোকে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকে, কিরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে পাংক্তেয় ও ভোজনীয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। সে ব্রাহ্মণভোজন ব্যাপারে জাতি কায়স্থের কথা কেন আসিবে? সে কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কায়স্থবৃত্তিক ব্রাহ্মণ পতিত, তাই পুরাণকর্ত্তা তাহার কথা উপস্থাপিত করিয়াছেন। নগেন বাবু পুরাণের বাক্যার্থাববোধে সমর্থ না হইয়া অকারণ পুরাণের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন।

অবশ্য সৌরপুরাণ, একখানী উপপুরাণ, সুতরাং অনার্ষ গ্রন্থ। কিন্তু গরুড়, পদ্ম, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৃহদ্ধর্ম্মাদিও আর্ষগ্রন্থ নহে। তবে আর্ষগ্রন্থ না হইলেই যে সর্ব্বত্র চণ্ডী অশুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা নহে। ভাগবত, পাণ্ডিত্যে ও অর্থগাম্ভীর্য্যে অনেক আর্ষ গ্রন্থকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে। সৌরপুরাণও ভাগবত ভিন্ন উল্লিখিত অন্যান্য সকল গ্রন্থ অপেক্ষা গরীয়ান্ ও প্রামাণ্য। উহাতে "সোমপা" ও "মন্ত্রব্রাহ্মণবেত্তা"—ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণীয়তার কথা বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সময়ে সমাজে সোমরসপান ও বেদাধ্যয়ন প্রচলিত ছিল, সৌরপুরাণ তাদৃশ কোন প্রাচীন কালের গ্রন্থ। ভেড়ায় ভেড়ায় ঢুসাঢুসীতে শিঙ্গের ছাল গেলে প্রায়শ্চিত্তে ক কাহন কড়ি লাগে, একালে উহা বলিতে পারিলে ও কায়স্থকে চিত্রগুপ্ত

সন্তান ক্ষত্রিয় বলিয়া পাতিদিবার ক্ষমতা জন্মিলে লোক মহামহোপাধ্যায় বলিয়া প্রখ্যাত হয়, সৌরপুরাণ এরূপ কোন আধুনিক কালের বস্তু নহে। জগতে মধ্বাচার্য্য যে গণ্য একজনই ছিল, এরূপ নহে। সৌরপুরাণের এ অংশ বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলাধ্যায়ের ন্যায় পরেও যোজিত হওয়া বিচিত্র নহে। ফলকথা পুরাণপ্রযুক্ত এই কায়স্থ শব্দ ব্রাহ্মণ কায়স্থপর, জাতি কায়স্থপর ভাবে উচিত হয় নাই।

নগেন বাবু কায়স্থ শব্দ ও দত্তাদি উপাধি দেখিলেই তথায় জাতি কায়স্থের সমাগম ও সঙ্গতি কল্পনা করিয়া লইয়া থাকেন, ইহা ঠিক নহে। চুলভবর্দ্ধন বেচারীকেও তিনি অকারণ জাতি কায়স্থ ভাবিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করিয়াছেন। সে বেচারী রাজসরকারে ঘোড়ার ঘাস খরচা লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত মাত্র। সে ঘোষ বসুর কোন তোয়াকাই রাখিত না। নগেন বাবু যে রাজতরঙ্গিণীর জলন্ত অশ্বঘাস শব্দকে অশ্বঘোষ শব্দে পরিণত করিয়া কাশ্মীর রাজকুলে জাতি কায়স্থের সংক্রম ঘটাইতে চেষ্টা প ইয়াছেন, ইহা হয় তাঁহার জ্ঞানকৃত মহাপাপ, না হয় তাঁহার পদার্থগ্রহবৈগুণ্য মাত্র। "এই আমি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিলাম," তাঁহার এই উক্তি যেমন শুধু আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে. কাশ্মীর রাজবংশের কায়স্থ প্রতিপাদন চেষ্টাও তাঁহার তদ্রূপ বিফল হইয়াছে।

এই গেল চুর্লভের পালা, এখন আমরা দেখাইব নগেন বাবু যে আদিশূরকে জয়ন্ত বানাইয়া জয়াদিত্যকে তাঁহার জামাই খাড়া করিয়াছেন, ইহাও নিদানশূন্য। জয়াদিত্য কায়স্থ নহেন, জয়াদিত্য কায়স্থ হইলেও তিনি বঙ্গীয় সেনরাজ আদিশূরের কেহকেটা নন্ বলিয়া আদিশূরকে কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করা বিড়ম্বনা মাত্র। নগেন বাবুর কথাগুলি এই।

"যদি ব্রাহ্মণ বংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশূর ও জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। বোধহয়, জয়ন্তরাজ সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়া "আদিশূর" উপাধি গ্রহণ করেন"। বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দ ৫৯৫ পৃষ্ঠা।

কোন্ ব্রাহ্মণবংশাবলীতে আদিশূর জয়ন্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন আমরা তাহা শ্যামকেশ শ্বেত করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনন্ত ধবদৌলতের

কৃপায় এখন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ অনেক ইদিলপুরী, ফরিদপুরী ও বামনডাঙ্গী বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন, জঙ্গীপুরেও না কি মায়াজালের একটা ভেন বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, রাঢ়ী বঙ্গজ বৈদ্য, রাঢ়ী বঙ্গজ বারেন্দ্র কায়স্থ, ইঁহাদের কোন কারিকাতেই আমরা এ পর্য্যন্ত এহেন বারতার অবতারণা অনুভব করিতে পারি নাই। মা সরস্বতীর ভাণ্ডার অনন্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত। ভবভূতিও বলিয়াছেন—

"কালোহয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী।"

কিন্তু যিনিই যে প্রমাণের সমাহার করুন, তাহা যাহাতে সাধুসামাজিকগণের মনঃপূত হয়, তাহা দেখাই অগ্রে কর্ত্তব্য। আমরা রাজতরঙ্গিণী খানীকে কাগা বগার গল্পপূর্ণ বিষ্ণুশর্ম্মার অস্তি ভাগীরথীতীরের কেচ্ছা অপেক্ষা গরীয়সী বলিয়া মনে করি না। ইতিহাসের মরুভূমি ভারতের তুষার-বিমণ্ডিত ছাতু-খোরের দেশে প্রকৃত ইতিহাসের জনন ব্যাপার ও বন্ধ্যার পুত্রপ্রসব সমান কথা। যিনিই রাজতরঙ্গিণী পড়িবেন, তিনিই ফলভারাবনত শাল্মলী বৃক্ষের নিকট সমাগত ক্ষুধার্ত্ত বিহঙ্গমকুলের মত—

"তিষ্ঠ নিঃস্বস্থ যামঃ"

বলিয়া সজোরে সোজাপথ দেখিবেন। জয়াদিত্য গৌড়ে আসিয়া সেই পুঁথির গল্পের ঠাকুর দাদার উপকথায়—সিংহ বধ করিলেন, রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজ্য লাভ করিলেন, এবং একটী ফাওও কপালের জোরে পাইলেন ইহা এ বিংশ শতাব্দীতে প্রকৃত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। সে কালের মিথ্যা গল্পের প্রকৃতিই এই ছিল, পাত্রপুত্র, উজীরের পুত্র ও রাজপুত্র বিদেশ ভ্রমণে গেলেই হয় সিংহ, না হয় রাক্ষস বধ করিতেন, ও রাজকন্যা পাইতেন, আর সামান্য মলমূত্র ত্যাগেও স্বর্গের ব্রহ্মা না আনিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইতনা, যে ইহা প্রকৃত ইতিহাস ভাবে সে দেশের ভীষণ শত্রু। এই বুদ্ধিতেই দেশ অধঃপাতে গিয়াছে। যাহা হউক নগেন্দ্র বাবু যখন সমুদ্র পতিত তৃণধারীর ন্যায় উঁহারই পদতলে অবনতমূর্দ্ধা, তখন আমরা সাধারণের নিকট উঁহা হাজির করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিব। তাঁহার প্রথম কথা এই—

"রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে একটী বিশেষ কথা জানিতে পারি" ১৩০৯ সন ২৬৩ পৃ—কায়স্থ পত্রিকা।

ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্ত রাঢ়ীবারেন্দ্রসাৎশতী॥

"শ্রীজয়ন্ত পুত্র রাজা ভূশূর, বিভিন্ন স্থানের নামানুসারে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সাতশতী, এই শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় কুল-গ্রন্থেই ভূশূর আদিশূরের পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে জয়ন্ত ও আদিশূর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, অথবা জয়ন্ত নামক কোন নৃপতির আদিশূর উপাধি ছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কহ্লণ পণ্ডিত বিরচিত রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে "পঞ্চ গৌড়াধিপ জয়ন্ত" নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসের নিকট তাঁহার বিবরণ সমধিক মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত হইবে, সেজন্য নিম্নে কহ্লণের উক্তি উদ্ধৃত হইল।

কায়স্থ পত্রিকা ২৯৫—৯৭ পৃ।

আমরা কহ্লণের কথার গৌরব লাঘব বিচার করিবার পূর্ব্বে নগেন বাবুর রাঢ়ীয় পঞ্জিকার কথা সম্বন্ধে দুকথা বলিব। আদিশূরের পুত্র যে ভূশূর আমরাও তাহা জানি ও মানিয়া থাকি,সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। আদিশূর যে নাম নয় উপাধি, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি করিবার নাই, তবে আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত না অন্য কিছু, আমাদের সেবিষয়ে আপত্তিও আছে, প্রমাণও আছে।

আদিশূরের নাম যে জয়ন্ত, ইহা রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা কোন কুলপঞ্জিকাতেই দেখা যায় না। জনশ্রুতি ও লোকপ্রবাদও এরূপ নহে যে আদিশূরের আদি নাম জয়ন্ত। জয়ন্ত কথাটী অতি অভিনব পদার্থ। হউক, ইহা অজ্ঞাতসত্যও ত হইতে পারে? কিন্তু সে প্রমাণ কোথায়? নগেন বাবু রাঢ়ী বারেন্দ্র বহু কারিকার পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কেন পৃষ্ঠা পত্রাঙ্ক ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম নির্দ্দিষ্ট বলিয়া আপন প্রমাণের বলবত্তা সংস্থাপন করিলেন না, তাঁহার নিজের নিকট নাই? কেন তিনি বলিলেন না যে এই প্রমাণটী অমুক স্থানের অমুকের প্রদত্ত? একটী চতুষ্পাদযুক্ত শ্লোক খাড়া করিলেই যে তাহা অবনত মস্তকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে সে দেশ ভারতবর্ষ নহে। নগেন বাবু নিজেই ত পাদ্মে পাতালখণ্ড, ভবিষ্যে দত্তাত্রেয়,

স্বয়ং রাজা রাধাকান্তদেবের আচারনির্ণয়-তন্ত্র, আপস্তম্বশাখা, মেরুতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের নামাঙ্কিত বচনাবলী, মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে মিথ্যা বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছেন? আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ, ভট্টপল্লীর পণ্ডিতাগ্রণী হলধর তর্কচূড়ামণি, মিথ্যার অনন্ত উৎস কায়স্থকৌস্তুভে আমাদিগকে সম্পূর্ণ সংক্ষোভিত করিয়াছেন, কাজেই আমরা কেহ কোন প্রমাণ হাজির করিলেই তাহা প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আমরা কায়স্থ-ভ্রাতৃগণদ্বারা পুনঃপুনঃ বঞ্চিত হইয়াছি, এখন কৃষ্ণদাসের পালে প্রকৃত বাঘ পড়িয়া গোহত্যা করিলেও আর আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বিশেষ তাঁহাদের উপস্থাপিত ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকা, ওরফে গৌড়কায়স্থ বংশাবলী, ওরফে ফরিদপুরী ঘটক কারিকা, ওরফে চন্দ্রদ্বীপ বংশাবলী কারিকা, ওরফে ইদিলপুরী ঘটক কারিকা, আমাদের আত্মাকে মিথ্যার জলন্ত হুতাশনে ঝলসিয়া রাখিয়াছে, কাজেই নগেন বাবুর উপস্থাপিত প্রমাণ, যতক্ষণ প্রমাণ বলিয়া সপ্রমাণ না হয়, আমরা ততক্ষণ উহা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইব। নগেন বাবু কোন কুলোকদ্বারা প্রতারিত হইতে পারেন?। ঋগ্বেদ কাটিয়া যাহারা সতীদাহ বৈদিকযুগের বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট, যে দেশের ব্রাহ্মণ রাজারা পর্য্যন্ত মিথ্যা দত্তকচন্দ্রিকা রচাইতে ও রচিতে পারেন, যে দেশের মহোচ্চ পণ্ডিতগণ "পতিরন্যো বিধীয়তে" কাটিয়া "পতিরন্যো ন বিদ্যতে" করিতে পারেন, যে দেশের মহামহোপাধ্যায়েরা কায়স্থদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান উল্লেখে ক্ষত্রিয় বলিয়া মিথ্যা পাতিদিতে লোলজিহ্ব, আমি সেই হতভাগ্য দেশের কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা নগেন বাবুর জ্ঞানকৃত মহাপাপ, কি কেহ তাঁহাকে সোজা লোক পাইয়া ঠকাইয়াছে, তাহা তিনি জানেন, আর জানেন যদি থাকেন তবে সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্?। নগেনবাবু শুক্রনীতির বচন লইয়া প্রীতির কার্য্য করেন নাই, নিজের কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় গ্রন্থে যাহা নিজে মিথ্যা বলিয়াছেন, আবার সেইগুলিই কায়স্থ পত্রিকায় দম্ভের সহিত প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, এইরূপ বহুত্র জিগীষার পরিচয় দিয়াছেন, তখন আমরা আর নামে ভুলিবার নহি। অপিচ তিনি যখন, এক পক্ষমাত্র, স্বয়ং বিচারক নহেন, তখন আমরা তাঁহার প্রমাণ অকাট্য মনে করিতে অসমর্থ? সকল

কুলগ্রন্থে আদিশূর ও তৎপুত্র ভূশূরের নাম আছে, কিন্তু পরিচিত কোন্ কোন্ রাঢ়ী বারেন্দ্র বা বঙ্গজ কারিকাতে আদিশূর ও জয়ন্ত এক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন, নগেন বাবু তাহার নাম লইতে পারিবেন ?

অগ্নিপুরাণোক্ত জাতিমালার বচন বঙ্গজ-কায়স্থ-ঘটক-কারিকার বচন বলিয়া স্বয়ং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর গ্রহণ করিয়াছেন, উহা মিথ্যা হইলেও কায়স্থ তাহার মূল, সত্য হইলেও কায়স্থ তাহার ফলভাগী। অথচ মাননীয় রাজেন্দ্রলাল ফরিদপুরের আর্য্য কায়স্থ সভায় পত্র লিখিলেন যে ওরূপ অনুষ্টুপ ছন্দের কবিতা মিথ্যা প্রণয়ন করা অতি সহজ ব্যাপার। দোষ দিলেন তিনি নিরপরাধ কায়স্থ কুলচন্দ্রিকা প্রণেতা গৌরীচরণ দ্বিজ বেচারার। কিন্তু উহা আছে কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমে ও তাহার পূর্ব্বে বঙ্গজ কায়স্থ করিকাতে ?। নগেন বাবুর এই প্রমাণটীও সাধারণ অনুষ্টুপ ছন্দে গ্রথিত, সুতরাং ইহা ১০।১৫ টাকা বেতনের একজন ছোকরা পণ্ডিতও অনায়াসে রচিয়া দিতে পারে ? নগেন বাবু না জানিতে পারেন ?। ফলকথা আমরা উহা কখনই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব না। পরে দেখাইব কায়স্থ ভ্রাতৃগণ এরূপ অনেক খেলা খেলিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের কথা পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া দিলেও কাণে ও পরাণে স্থান দিবার নহে।

তারপর নগেন বাবু বলিতেছেন জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন, আদিশূর উপাধি, জয়ন্ত তাঁহার আদত নাম। আমরাও ত বলি আদিশূর প্রকৃত নাম নহে।

অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতিবীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্তঃ,
তস্মাৎ নাম্নাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তোবভুব।

ধনঞ্জয় কৃত রাঢ়ীয় কুলপ্রদীপ। ২য় সং সম্বন্ধনির্ণয় ২১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

তবে আদিশূরের প্রকৃত নাম কি ? তাঁহার প্রকৃত নাম মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সেন এবং তাঁহার পুত্রের নাম মহারাজ বিমলসেন। যথা—

যেনানীতা দ্বিজাঃ পূর্ব্বং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ,
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্যকীর্ত্তিতঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণসন্তানো বিমলাখ্যো নৃপোমহান্,
কারিকাকুলকর্ত্তাসৌ মহাবংশস্থ সম্মতঃ॥

ইতি জয়বিশ্বাস কৃত কুলচন্দ্রিকা।

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরিসেনখ্যাতো বিখ্যাতো ধরণীতলে॥
রাঢ়োগৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা॥ দেবীবর।

সিমুলিয়া কাঁসারি পাড়াস্থ প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কবিরত্নমহাশয় আমাকে তাঁহার নিকটস্থিত পুথি হইতে প্রথম কবিতাটী ও আরও বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। শেষের প্রমাণটী আমি সেনহাটীর প্রথিতনামা বর্ষীয়ান্ ঘটক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড় ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীযুক্তপ্যারীমোহনদাশগুপ্ত রায়মহাশয়নিকটহইতে পাইয়াছি। উঁহারাও সশরীরে বর্ত্তমান। কাহার সন্দেহ হইলে উঁহাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিতে পারেন। শব্দকল্পদ্রুমে দেবীবরের যে বচনাবলী গৃহীত হইয়াছে, হড় ঠাকুর মহাশয়ের প্রমাণ তাহার সহিত অভিন্ন, কেবল দ্বিতীয় চরণটী অতিরিক্ত। বোধ হয় শব্দকল্পদ্রুমে গ্রহণকালে কোন কারণে উহা সংগৃহীত হয় নাই। লিপিকর-প্রমাদ, এরূপ অনেক অনৈক্য ঘটাইয়া থাকে। যাঁহাদিগের নিকট সমগ্র দেবীবরকারিকা আছে, তাঁহারা মিলাইয়া দেখিতে পারেন, কোন পাঠ প্রকৃত।

অবশ্য এখানে বিতর্ক হইবে যে আদিশূরের পুত্র ত ভূশূর। কিন্তু আমরা মনে করি এই আদিশূর বা ভূশূর প্রকৃত নাম নহে। তৎকালে রাজাদের বহু নাম উপনাম থাকিত। ছলিম, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করেন। রাজাদেরও ঐরূপ নাম হইত। আদিশূর তনয়, যামিনী ভানু ও ভানুদেব নামেও প্রথিত ছিলেন। নগেন বাবু নিজেও আদিশূরটী উপাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরাও তাহাই মনে করি। বস্তুতঃ উঁহাদের পিতাপুত্রের প্রকৃতনাম লক্ষ্মীনারায়ণসেন ও বিমলসেন। অনেকে (মধুসূদন বাবু প্রভৃতি) আবার উঁহাদিগকে "শূর" কায়স্থ বানাইবার জন্য শূরটী উপাধি বা পদবী বলিয়া ধরিয়া লইতে অতি লোলুপ। কিন্তু তাঁহাদের দেখা উচিত যে যদি শূরটী পদবী হয়, তবে আদি ও ভূ কি নাম ছিল? এরূপ অর্থ শূন্য খণ্ডিত নাম কি থাকে?। ফলতঃ উহা নাম নয় উপনাম মাত্র। পূর্ব্বে এক এক ব্যক্তির যে বহুনাম থাকিত তাহা সকলেই জানেন। আমরা এ বিষয়ে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। যথা—

শ্রীগর্ভদাশনামা যশচন্দ্রদাশ ইতি শ্রুতঃ। ২৭৭ পৃ
বাদলিকবিরাজস্থ নাম্না গণপতেরপি॥ ৪২৩ পৃ
আদ্যো নারায়ণঃ খানো যশোমন্ত ইতি শ্রুতঃ। ৭৩ পৃ
ক্ষেমানন্দ ইহ জ্যেষ্ঠো যো নিমায়িরিতি শ্রুতঃ॥ ১২১পৃ চন্দ্রপ্রভা।

বলিতে পার যে তবে যে পাল রাজবংশে ভূ-পাল, গো-পাল প্রভৃতি নাম রহিয়াছে? নাম ত ছিলই, কিন্তু ঐ সকল নামেও ভূ ও গো নাম ও পাল উপাধি নহে। বিদেশীয়গণ বুঝিতে না পারিয়া উহাদিগকে পালবংশ বলিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাহাই বুঝিয়াছি ও মুখস্থ করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে উঁহারাও ভূমিহর বা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ ছিলেন। আমিও পূর্ব্ব ঐতিহাসিকগণের কুপরামর্শে উঁহাদিগকে পালোপাধিক মাহিষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এবং তারপাল রভসপাল, মদনপাল, পালোপাধিক এবং তাঁহারাও মাহিষ্য এ কুসংস্কার পূর্ব্বে আমাদেরও ছিল,কিন্তু ডল্লনমিশ্রের পুর্ব্বপুরুষ জয়পাল ও ভরতপালপ্রভৃতি নাম-সন্দর্শনে আমাদের সে সংস্কার দূরে পলায়ন করিয়াছে। ডল্লনমিশ্র অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ, সুতরাং পালরাজগণ ও বৈদ্যকশাস্ত্রাদিকৃৎ মদনপালাদিও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হওয়ার খুপ সম্ভাবনা। উঁহাদের উক্ত পালভাগ, বিনয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নামের কৃষ্ণ ও ইন্দ্রনাথ ভাগের মতন নামৈক দেশ মাত্র। পালরাজগণ কোন দিন কোন স্থানে এমন কথা বলেন নাই যে আমরা পালোপাধিক। কিন্তু পক্ষান্তরে সেনরাজগণ তারস্বরে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন যে আমরা সেনবংশীয়। "সুক্তোহি সেনান্বয়ঃ" তস্মিন্ সেনান্ববায়ে"—"অবনেভূর্ষণং সেনবংশঃ"। নগেন বাবু এখন এই জ্বলন্ত সেনগণকে দে কায়স্থে পরিচিত করিতে সমুদ্গ্রীব! যাহা হউক আমরা নগেন বাবুর এ ভুইফোড় কারিকাটীকে সাদরে গ্রহণকরিতে সমর্থ হইলাম না। নগেন বাবুর এই রূপ আরও কতকগুলি ভুইফোড় কারিকার সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তাই আমরা তাঁহার প্রমাণ বলবৎ বলিয়া মানিয়া লইতে অসমর্থ?। নগেনবাবু এই বচনটীর আদিঅন্তের দুই চারিটী বচন দিলেন না কেন?

হাঁ বঙ্গদেশে জয়ন্তনামে যে একজন রাজা না ছিলেন তাহাও নহে। কিন্তু নগেন বাবু তাঁহার যে জয়াদিত্যকে আদিশূরের সমসাময়িক বলিতেছেন

তিনি কখন আমাদের এ নাবালক জয়ন্তের সগন্ধ হইতে পারেন না। আমাদের কুলগ্রন্থ চন্দ্রপ্রভাতে জয়ন্তের কথা এই ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। যথা

হাড়গুপ্তস্য তনয়ঃ কান্দুগুপ্ত ইতি স্মৃতঃ।
সেনভূমিকৃতাবাস জয়ন্ত ভূপসূনুজঃ॥ ৪৪১ পৃ

অর্থাৎ হাড়গুপ্তের পুত্রের নাম কান্দুগুপ্ত, তিনি সেনভূমির রাজা জয়ন্তের দৌহিত্র। এখন আমরা কান্দুগুপ্তের সময় নির্ণয় করিয়া দেখাইব এই জয়ন্ত, মহারাজ আদিশূরের অত্যধিক বয়ঃকনিষ্ঠ। এই সময়নিরূপণবিষয়ে অন্য কোন উপায় দেখা যায় না, তাই আমরা কাশ্যপগোত্রসম্ভূত বীজী পরমেশ্বর গুপ্ত হইতে একটী বংশমালা বিন্যস্ত করিব। যথা—

বাঢ়ীয় পঞ্জী।

১ পরমেশ্বর গুপ্ত (সূর্য্যগুপ্ত)
২ ত্রিপুর গুপ্ত
৩ কীর্ত্তি গুপ্ত
৪ তপস্বী গুপ্ত
৫ কেশব গুপ্ত
৬ ঈশান গুপ্ত
৭ অরবিন্দ গুপ্ত
৮ হাড় গুপ্ত
৯ কান্দু গুপ্ত

কাশ্যপান্বয় সম্ভূতঃ প্রধানং জ্যেষ্ঠ এব যঃ।
পরমেশ্বরগুপ্তোহয়ং বীজী গুপ্তকুলে পুনঃ॥
পরমেশ্বরগুপ্তস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো মহাযশাঃ।
শ্রেষ্ঠ স্ত্রিপুর গুপ্তোয়ং বীজী সৎকর্ম্মধর্ম্মকৃৎ॥
তস্য পুত্রো মহাকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিগুপ্ত উদারধীঃ॥
কীর্ত্তিগুপ্তস্য পুত্রোঽভূৎ তপস্বিগুপ্তসংজ্ঞকঃ॥
তপস্বিগুপ্ততনয়া স্ত্রয়োঽমী বিনয়ান্বিতাঃ।
কেশবঃ সৎপথাচারঃ সর্ব্বেঽমীসেনসূনুজাঃ॥
সুতৌ কেশবগুপ্তস্য জজ্ঞাতে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
ঈশানগুপ্তো ধলভূমাপতে স্তনুয়াভবঃ॥
ঈশানগুপ্তস্য সুতাঃ সপ্ত গোবিন্দ আদিজঃ।
হরিগুপ্তো মধুগুপ্তো মুরারি ররবিন্দকঃ॥
অরবিন্দস্য তনয়ৌ হাড়গুপ্তশ্চ তেকড়িঃ।
হাড়গুপ্তস্য তনয়ঃ কান্দু গুপ্ত ইতি স্মৃতঃ।
সেনভূমিকৃতাবাসজয়ন্তভূপসূনুজঃ॥ ৪৪১ পৃ

উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে দেখা যাইতেছে যে রাজা জয়ন্তের দৌহিত্র কান্দুগুপ্ত তাঁহাদের বীজপুরুষ পরমেশ্বরগুপ্তহইতে ৯ম পুরুষ। নগেন বাবু তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিয়া গণনা করিয়াছেন, সুতরাং পরমেশ্বরগুপ্তের প্রায়

২৭৫ বৎসর পরে মহারাজ জয়ন্ত ও কান্দু গুপ্ত বিদ্যমান ছিলেন?। নগেন বাবু বলেন বৈদ্য বল্লালসেন ১৩০০ সাকের লোক বটেন? এবং তিনিই বৈদ্যগণকে কৌলীন্য দান করিয়াছেন? সুতরাং তাঁহার গণনামতে পরমেশ্বরগুপ্ত ও বৈদ্য বল্লালসেন ১৩০০ শাকের লোক, আর কান্দুগুপ্ত ও মহারাজ জয়ন্ত ১৫৭৫ শাকের লোক হইতেছেন? এখন শাক ১৮২৪ অতএব নগেন বাবুর গণনা মতে বর্ত্তমান সময়ের ২৪৯ বৎসর পূর্ব্বে জয়ন্ত রাজা বিদ্যমান ছিলেন? কিন্তু মহারাজ আদিশূর নয়শত কি হাজার বছরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি? অতএব এ জয়ন্তকে আদি-শূর ভাবাও যায় না, এ জয়ন্তের কন্যাকে 'জয়াদিত্য বিবাহ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব? কেন না নগেন বাবু জয়াদিত্যকে ৫২০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াছেন

তৎপর যদি ধরা যায় যে পরমেশ্বরগুপ্ত নগেনবাবুর কায়স্থ বল্লাল (১ম বল্লাল) হইতেই কৌলীন্য পাইয়াছিলেন বা তাঁহারা সমসাময়িক ব্যক্তি, তবে তাহা হইলেও এ রাজা জয়ন্তকে আদিশূর ভাবা যাইতে পারে না। কেন না ইনি যখন ১ম বল্লালেরই ২৭৫ বৎসর পরের লোক তখন তিনিই ১ম বল্লালের ২।৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী আদিশূরের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। কি প্রকারে?। ফলতঃ মহারাজ আদিশূর যে জয়ন্ত নামে সমাখ্যাত ছিলেন ইহা যখন কোন দৃঢ়তর প্রমাণদ্বারা সপ্রমাণ হয় নাই এবং তুর্লভের জাতি কায়স্থত্বও যখন নগেন বাবু সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তখন আমরা আদি-শূরকে জয়ন্ত ও কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পাছে কেহ আপত্তি করেন, এই জন্য আমরা নগেন বাবুর রাজতরঙ্গিণীর শ্লোকগুলি এখানে অধ্যাহৃত করিলাম। এই সকল শ্লোক দেখিলেই সকলে বুঝিবেন ইহা বিষ্ণু শর্ম্মার কাগাবগার গল্প ও ঠাকুরদাদার উপকথার সিংহবধকারী রাজপুত্র পাত্রের পুত্রের গল্প অপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ নহে। যথা—

স্বদেশাগমনানুজ্ঞাং সৈন্যস্থাপ্ত মুখেন সঃ।
দত্বা নিশায়ামেকাকী নির্যযৌ কটকান্তরাৎ॥
মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানা মিবার্য্যমা।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূ-ভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনং।
তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ॥

লাস্যং স দ্রষ্টু মবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনং।
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ॥
ততো দেবগৃহদ্বারশিলামধ্যাস্ত স ক্ষণং।
তেজোবিশেষচকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকং॥
নর্ত্তকী কমলানাম কান্তিমন্তং দদর্শ তং।
অসামান্যাকৃতেঃ পুংসঃ সা দদর্শ সবিস্ময়া॥
অংসপৃষ্ঠেঽথ ধাবন্তং করং তস্যান্তরান্তরা।
অচিন্তয়ৎ ততো গূঢ়ং চরন্নেষ ভবেৎ ভুবং॥
রাজা বা রাজপুত্রো বা লোকোত্তরকুলোদ্ভবঃ।
এবং গ্রহীতু মভ্যাসঃ পৃষ্ঠস্থাঃ পর্ণবীটিকাঃ।
অংসপৃষ্ঠেন যেনায়ং লসৎপাণিঃ প্রতিক্ষণং॥
লোলশ্রোত্রপুটো মদোৎকমধুপাপাতাত্যয়েঽপি দ্বিপঃ,
সিংহঃ সত্যপি পৃষ্ঠতঃ করিকুলে ব্যাবৃত্য বিপ্রেক্ষিতা।
মেঘোন্মুখ্যশমেপ্য শান্তবদনোদ্গীর্ণস্বরো বর্হিণ,
শ্চেষ্টানাং বিরমেঽত্র হেতুবিগমে ঽপ্যভ্যাসদীর্ঘাস্থিতিঃ॥
ইত্যন্তশ্চিন্তয়ন্তী সা কৃত্বা সংক্রান্তসংবিদং।
সখীমভিন্নহৃদয়াং বিসসর্জ্জ তদন্তিকং॥
প্রাপ্য় পৃষ্ঠং গতে পাণৌ পূগখণ্ডান্ তয়ার্পিতান্।
বক্ত্রে ঽক্ষিপৎ জয়াপীড়ঃ পরিবৃত্য দদর্শ তাং॥
ভ্রূসং জ্ঞয়াসি কস্য ত্বং পৃষ্টায়া ইতি সুভ্রুবঃ।
দদস্ত্যা বীটিকা স্তস্যা বৃত্তান্ত মুপলব্ধবান্॥
তয়া জনিতদাক্ষিণ্য স্তৈ স্তৈ র্মধুরভাষিতৈঃ।
সখ্যাঃ সমাপ্তনৃত্যায়া নিন্যে স বসতিং শনৈঃ॥
অগ্রাম্যপেশলালাপা তথা তং সা বিলাসিনী।
উপাচরৎ পরার্দ্ধ্যশ্রীঃ সোপ্যভূৎ বিস্মিতো যথা॥
ততঃ শশাঙ্কধবলে সঞ্জাতে রজনীমুখে।
পাণিনালভ্য ভূপালং শয্যাবেশ্ম বিবেশ সা॥
ততঃ কাঞ্চনপর্য্যাঙ্কশায়ী মৈরেয়মত্তয়া।

তয়ার্থিতোঽপি শিথিলং বিদধে নাধরাংশুকম্॥
প্রবেশয়ন্নিব বৃহদ্বক্ষস্তাং সত্রপান্ততঃ।
দীর্ঘবাহুঃ সমাশ্লিষ্য স শনৈরিদমব্রবীৎ॥
ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয়হারিণী।
কিন্তু কালানুরোধোঽয়ং সাপরাধং করোতি মাম্॥
দাসস্তবায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোঽস্ম্যকৃত্রিমৈঃ।
অচিরাজ্জাতবৃত্তান্তা ধ্রুবং দাক্ষিণ্যমেষ্যসি॥
কার্য্যশেষমনিষ্পাদ্য সজ্জং মানিনি কঞ্চন।
অভোগে কৃতসংকল্পং সুখানাং ত্বমবেহি মাম্॥
তামেবমুক্ত্বা পর্য্যঙ্কং সাঙ্গুলীয়েন পাণিনা।
বাদয়ন্নিব নিঃশ্বস্য শ্লোক মেতং পপাঠ সঃ॥
অসমাপ্তজিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎসর্ব্বং নো সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ॥
শ্লোকেনাত্মগতং তেন পঠিতেন মহীভুজা।
সা কলাকুশলাজ্জাসীন্মহান্তং কঞ্চিদেব তম্॥
গন্তুকামঞ্চ তং প্রাতর্নৃপং প্রণয়িনী বলাৎ।
অর্থয়িত্বা চিরং কালমপ্রস্থান মযাচত॥
একদা বন্দিতুং সন্ধ্যাং প্রযাতঃ সরিতস্তটম্।
চিরায়াতো গৃহং তস্যা দদর্শ ভৃশ বিহ্বলাম্॥
কিমেতদিতি পৃষ্টাথ তমূচে সা শুচিস্মিতা।
সিংহোঽত্র সুমহান্ রাত্রৌ নিপত্যাহন্তি দেহিনঃ॥
নরনাগাশ্বসংহারঃ কৃতস্তেন দিনে দিনে।
ত্বয়ি দূরং চিরায়াতে তদ্ভয়েন সমাকুলাঃ॥
রাজানো রাজপুত্রা বা তদ্ভয়েন বিস্মৃত্রিতাঃ।
গৃহেভ্যো নাত্র নির্য্যান্তি প্রবৃত্তে ক্ষণদাক্ষণে॥
তামিতি ব্রুবতীং মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহস্য চ।
সব্রীড় ইব তাং রাত্রিং জয়াপীড়োঽত্যবাহয়ৎ॥
অপরেদ্যুর্দিনাপায়ে নির্গতো নগরান্তরাৎ।

সিংহাগমপ্রতীক্ষোঽভূন্মহাবটতরোরধঃ॥
অদৃশ্যত ততো দূরাদুৎফুল্লবকুলচ্ছবিঃ।
অট্টহাসঃ কৃতান্তস্য সঞ্চারীব মৃগাধিপঃ॥
অধ্বনাঽন্যেন যান্তং তমথ মন্থরগামিনং।
রাজসিংহো নদন্ সিংহং সমাহ্বয়ত হেলয়া॥
স্তব্ধশ্রোত্রো ব্যাত্তবক্ত্রঃ কম্প্রকূর্চ্চঃ প্রদীপ্তদৃক্।
তদন্তপূর্ব্বকায়স্তং সগর্জ্জঃ সমুপাদ্রবৎ॥
তস্যান্যস্যাননবিলে কফোণিং পততঃ ক্রুধা।
ক্ষিপ্রকারী জয়াপীড়ো বক্ষঃ ক্ষুরিকয়াভিনৎ॥
শোণিতং জগ্ধগন্ধৈভ সিন্দূরাভং বিমুঞ্চতা।
একপ্রহারভিন্নেন তেনাত্যজত জীবিতং॥
আমুক্তব্রণপট্টঃ স কফোণিমথ গোপয়ন্।
প্রবিশ্য নর্ত্তকীবেশ্ম নিশি সুস্বাপ পূর্ব্ববৎ॥
প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাং শ্রুত্বা সিংহং হতং নৃপঃ।
প্রহৃষ্টঃ কৌতুকাদ্ দ্রষ্টুং জয়ন্তো নির্যযৌ স্বয়ং॥
স দৃষ্ট্বা তং মহাকায় মেকপ্রকৃতিসংহতং।
সাশ্চর্য্যো নিশ্চয়ান্মেনে প্রহর্ত্তার মমানুষম্॥
তস্য দন্তান্তরাল্লব্ধং কেয়ূরং পার্শ্বগার্পিতং।
শ্রীজয়াপীড়নামাঙ্কং দদর্শাথ সবিস্ময়ঃ॥
স্যাৎ কুতোঽত্র স ভূপাল ইতি ব্রুবতি পার্থিবে।
জয়াপীড়াগমাশঙ্কি পুরমাসীদ্ভয়াকুলম্॥
ততঃ পৌরান্ বিমৃশ্যৈব জয়ন্তঃ ক্ষিতিপোঽব্রবীৎ।
প্রহর্ষাবসরে মূঢ়াঃ কস্মাদ্বো ভয়সম্ভবঃ॥
শ্রূয়তে হি জয়াপীড়ো রাজা ভুজবলোর্জ্জিতঃ।
কেনাপি হেতুনা ভ্রাম্যন্নেকাক্যেব দিগন্তরে॥
রাজপুত্রঃ কল্লট ইত্যুক্ত্বা কল্যাণদেব্যসৌ।
তস্মৈ নিয়মিতা দাতুং নিষ্পুত্রেণ সতা ময়া॥
সোঽন্বেষ্যশ্চেৎ স্বয়ং প্রাপ্ত স্তদ্রত্নাহরণেচ্ছয়া

রত্নদ্বীপং প্রতিষ্ঠায়ো নিধানাসাদনং গৃহাৎ ॥
অস্মিন্নেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবনশাসিনা।
ব্রূয়াদেনং সমন্বেষ্য যোঽস্মৈ দদ্যামভীপ্সিতং ॥
বাচি সপ্রত্যয়াঃ পৌরা ভূপতেঃ সত্যবাদিনঃ।
অন্বিষ্য কমলাবাসবর্ত্তিনং তং ন্যবেদয়ন্ ॥
সামাত্যান্তঃপুরোঽভ্যেত্য প্রযত্নেন প্রসাদ্য তং।
ততঃ স্ববেশ্ম নৃপতির্নিনায় বিহিতোৎসবঃ ॥
কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা।
রাজলক্ষ্ম্যা ব্যপাস্তায়া ইব সোঽভিগ্রহৎ করং ॥
ব্যধাৎ বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরং ॥
গতশেষং প্রভুত্যক্তং সৈন্যং সংবাহয়ন্ স্থিতঃ।
মিত্রশর্ম্মাত্মজো দেবশর্ম্মামাত্যস্তমাযযৌ ॥
নিজদেশং প্রতি ততঃ স প্রতস্থে তদর্পিতঃ।
অগ্রে জয়শ্রিয়ং কুর্ব্বন্ পশ্চাৎ তেঽপ্যসুলোচনে ॥
সিংহাসনং জিতাদাদৌ কান্যকুব্জমহীভুজঃ।
স রাজ্যককুদং রাজা জহারোদারপৌরুষঃ ॥

৪১৯—৪৭০—৪। রাজতরঙ্গিণী।

"(ভারত বিজেতা কায়স্থপ্রবর ললিতাদিত্যের পৌত্র) কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্য (নানাদিগ্‌দেশজয়পূর্ব্বক) গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া রাত্রি কালে একটী ভিন্ন দেশে উপনীত হইলেন। জয়ন্তনামক গৌড়রাজের অধিকার মধ্যে আসিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি সন্দর্শনে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এখানে কার্ত্তিকেয়দেবের এক অপূর্ব্ব মন্দির ছিল। নৃত্য দেখিবার অভিপ্রায়ে জয়াদিত্য সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নৃত্য-গীতাদি শাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া দর্শকমাত্রই চকিত হইলেন। দেবনর্ত্তকী কমলা জয়াপীড়ের অনুপম রূপ দেখিয়াই তাঁহাকে রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া লইল।

বং তাম্বূল দিয়া তাহার এক অন্তরঙ্গকে কাশ্মীর রাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। য়াপীড় সহাস্যবদনে সেই তাম্বূল গ্রহণ করিলেন ও নৃত্য শেষ হইলে কমলার হিত তাহার আলয়ে আসিলেন। কমলার আতিথেয়তায় কাশ্মীররাজ তুষ্ট আনন্দলাভ করিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় কমলার মুখে নিলেন যে, প্রতিদিন রাত্রিকালে একটা দুর্দ্দান্ত সিংহ আসিয়া বহু াকের প্রাণ নাশ করিতেছে। মনুষ্য, হস্তী, ঘোটক, কত মারিতেছে, হার ইয়ত্তা নাই। তাই নগরবাসী সকলেই বিষম চিন্তাযুক্ত। মহাবীর জয়া-ত্যের একবার সেই সিংহটীকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। পরদিন রাত্রিকালে াকী গুপ্তভাবে বাহির হইলেন। কায়স্থবীর সম্মুখযুদ্ধে সেই সিংহকে াশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গৌড়াধিপ শুনিলেন সেই ভীষণ সিংহ ৃত হইয়াছে। রাজা কৌতূহলপরবশ হইয়া দেখিতে আসিলেন। মৃত হের দেহ হইতে একটী কেয়ূর পাইলেন। তাহার উপর লেখা ছিল জয়াপীড়"। এইরূপে গৌড়াধিপ জয়ন্ত, সিংহহন্তার পরিচয় পাইলেন। পীড়ের নাম শুনিয়া সমস্ত নগর বিচলিত হইল। রাজা সকলকে শান্ত য়া জয়াপীড়ের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে চর পাঠাইলেন। কমলার গৃহে ীররাজের সন্ধান হইল। তখন গৌড়াধিপ অমাত্য ও অন্তঃপুরবর্গে বৃত হইয়া মহা জাঁক জমক করিয়া জয়াপীড়কে রাজধানীতে রাজভবনে নলেন। গৌড়াধিপের একমাত্র কন্যা কল্যাণ দেবী। কল্যাণনিলয় ীর পতি সম্মুখাগত রাজলক্ষ্মীর ন্যায় কমলা দেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন শষে তিনি অন্য কোন সাহায্য ব্যতীত নিজপ্রভাবেই অবলীলাক্রমে গৌড়ের রাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিলেন। কে মিত্রশর্ম্মার পুত্র দেবশর্ম্মা নামক তাঁহার অমাত্য, প্রভুপরিত্যক্ত সৈন্য-ক লইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। অগ্রে জয় শ্রী, তৎপশ্চাৎ াচনা কল্যাণদেবী ও কমলাকে তৎসঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্যাভিমুখে প্রধাবিত ান। পূর্ব্বে তিনি কান্যাকুব্জরাজকে পরাজয় করিয়া ছিলেন, গমনকালে ষ ও উদারতা প্রকাশ পূর্ব্বক সেই রাজার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন"। বাবুকৃত অনুবাদ।

উপরে যে ঐতিহাসিক বিবরণ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে জানা যাইতেছে

যে জয়ন্তনামে একজন গৌড়রাজ ছিলেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী থাকিলেও তিনি একজন সামান্য রাজা বলিয়াই প্রথমে গণ্য ছিলেন। তাঁহার জামাতা কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্যের কৌশলপ্রভাবেই তিনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।” ২৯৯ পৃ —কায়স্থ পত্রিকা।

পাঠকগণ দেখিবেন জয়াদিত্য একটা রাজা হইয়া প্রায় মাসাবধি একটা বেশ্যার বাড়ীতে থাকিলেন, কমলা, দেবনর্ত্তকীই হউক আর মানুষনর্ত্তকীই হউক নৃত্যকারিণী ভিন্ন খড়দর মাগোঁসাই ছিল না, কাজেই একটা রাজাধিরাজের বেশ্যালয়ে অতিথি ও তাহার আতিথ্যে পরিতুষ্ট হওয়া নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। অবশ্য লোকের বিশেষতঃ রাজাদের এরূপ চরিত্রভ্রংশ ঘটিতে পারে, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক তাহা পবিত্র গ্রন্থে স্থান দান করেন না। এবং কহ্লণ কাশ্মীরে বসিয়া সেই রাজবংশের একজন মহারাজের এ কলঙ্ককাহিনী গ্রন্থস্থ করিবেন ইহাও অসম্ভব ব্যাপার। ফলতঃ ইহা কোন ইতিহাসই নহে। ইহাতে ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাসী বা হিন্দু মুশলমান জাতিগণের ধারাবাহিক বিবরণ বিলসিত কোন বৃত্তান্ত বর্ত্তমান নাই। নির্লজ্জ কহ্লণ এই রাজতরঙ্গিণীতে, “পাণিনালভ্য ভূপালং শয্যাবেশ্ম বিবেশ সা॥ ততঃ কাঞ্চনপর্য্যঙ্কশায়ী মৈরেয়মত্তয়া। তয়ার্থিতোপিশিথিলং বিদধেনাধরাংশুকং। প্রবেশয়ন্নিবরূহদ্বক্ষস্তাং সত্রপাং ততঃ॥ দীর্ঘবাহুঃ সমাশ্লিষ্য স শনৈরিদ মপ্রবীৎ। দাসস্তবায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোহস্ম্যকৃত্রিমৈঃ”॥ ইত্যাদি অশ্লীল শ্লোকের অবতারণা করিয়া আপনার গ্রন্থের অধঃপাত ঘটাইয়াছেন। ইহা ছাতুখোরদিগের বিকৃত মস্তিষ্কের ও ভারতের মহাকলঙ্কের জলন্ত প্রদীপবিশেষ। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ের নয়শত বা হাজার বৎসর পূর্ব্বে ২।৪ টা সিংহ ছুটা ঘাস খাইত, সেগুলি আবার হাতী, ঘোড়া, উট ও মানুষ মারিয়া ফিরিত, ইহা ছাতুখোরদের গাঁজায়দম ভিন্ন আর কিছুই নহে। হাঁ এক আধটা নেকড়ে নেকড়ে বাঘ গরু বাছুর কি মানুষ মারিতে ছিল জয়াদিত্য সেটাকে সেরসাহার মতন আঁচড় কামড়ে বধ করিয়াছিলেন, ইহা হইলেও সে কথাটায় একবার আত্মাকে রাজী করা যাইত, কিন্তু বঙ্গদেশের রাজধানীতে উলুবন না হয় ইক্ষুক্ষেত্রে সিংহ ও হাতী হন্ হন্ করিয়া জোঁক পোকার মতন বেড়াইত, আর জয়াদিত্য সেই সিংহটাকে হা, মা কা,

করিলেন, ইহা বিষ্ণুশর্ম্মার কাগাবগার গল্প অপেক্ষা কেন মূল্যবান্ ভাবিব ?।

আমরা আলিবাবার গল্পে পড়িয়াছি যে গৃহিণী, দস্যুদের ভাণ্ডারহইতে সমাহৃত মাণিক্যগুলি অন্য বাড়ীর পাল্লায় ওজন করিয়াছিলেন, তাহাতে পাল্লা ফেরত দেওয়া কালে একটা মাণিক, দাঁড়িতে খই মুড়ির মতন লাগিয়া থাকে। উহা দেখিয়া পাল্লাওয়ালী প্রথম মাণিকসমাহর্ত্তাদের ধনসমাগম অনুমান করে। রাজা জয়ন্তও সিংহের শরীরোপরি "জয়াপীড়" নামাঙ্কিত কেয়ূর পতিত দেখিয়া তাঁহাকে কাশ্মীররাজ বলিয়া চিনিতে পারেন। হে আলাদিনের প্রদীপ, তুমি কহ্লণের কুশক্ষত হস্তে পড়িয়া শূন্যে কি অট্টালিকাই গড়িয়া দিয়াছ!

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সহ অত সৈন্য সামন্ত ছিল তাহারা গৌড়ে পদার্পণ করিল অথচ তাহাতে রাজা বা রাজপুরুষগণ কেহ তাঁহাদের দেশে একটা রাজার সসৈন্যে প্রবেশ টের পাইলেন না, টের পাইলেন পাল্লার মাণিক দেখিয়া, ইহাও আবার কাগা বগার গল্প নহে ?।

জয়াপীড়ের সন্ধান হইল কমলার পবিত্র গৃহে। রাজা সামাত্য ও সান্তঃপুরবর্গ পরিবৃত হইয়া বেশবাসিনী কমলার গৃহে যাইয়া জয়াদিত্য ওরফে জয়াপীড়কে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। অন্তঃপুরবর্গের অর্থ কি রাজভবনস্থ রাজমহিষী রাজ-কন্যা ও রাজার মাসী পিসী প্রভৃতি নহে ? রাজা তাঁহাদিগকে বেশ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন ? রাজমহিষীগণকে পুরুষ রাজবিশেষের আনয়ন জন্য সঙ্গে লইয়া যাওয়ার কোন হেতু ছিল কি ? দেশের রীতিনীতি কি এইরূপই ছিল ? রাজা ত দূরের কথা, সামান্য লোকের পরিবারবর্গও কি পুরুষ আনিতে আগুয়াইয়া যাইয়া থাকেন ? আর কি হইল ? গৌড়াধিপ জয়ন্ত জয়াদিত্যকে আপন কন্যা কল্যাণদেবী সমর্পণ করিয়া উক্ত কন্যা ও উক্ত বেশ্যা কমলাকে একসঙ্গে কাশ্মীরে পাঠাইয়া দিলেন !!! ধন্য রুচি কহ্লণের !! ঐগুলি বিশুদ্ধ ছাতুর বিকার মাত্র।তাই ত ভারতের দশা এইরূপ।

তৎপর জয়াদিত্য অন্য কাহারও সাহায্য না লইয়া জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিয়া দিলেন। ইহাও উক্ত বগা কাগার গল্পের লেজার দিক্‌টা মাত্র। কেন না একজন লোক পাঁচজন সশস্ত্র সসৈন্য রাজাকে পরাভূত করিতে পারে

ইহা উপকথা ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবে না। যেন আলাদ্দিনের প্রদীপের ঘসায় দৈত্য আসিয়া অট্টালিকা গড়িয়া দিল!!! কহ্লণ জয়াদিত্যকে একটা মহাবীরে পরিণত করিতে তাঁহাকে দিয়া সিংহ বধ করাইলেন, আবার একক পাঁচটা রাজাকে পরাজিত করাইলেন! তাঁহার সেনাপতি দেবশর্ম্মা ও সৈন্যেরা উহার পরে আসিল, নতুবা পাছে কেহ মনে করেন যে জয়াদিত্য সৈন্য সামন্ত সাহায্যে পঞ্চগৌড়াধিপ জয় করিয়াছেন? কহ্লণের বর্ণনাটী কেমন সুন্দর—ব্যধাৎ বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্। যেন অর্জ্জুন বা ভীম ভীষ্ম!! একি সেই সত্যযুগ যে একজন একজনের সহিত যুঝিত?।

যাহা হউক এই পঞ্চগৌড়াধিপ কে কে, তাহাও কহ্লণ বলেন নাই। নগেন বাবু বলিতেছেন "তাঁহার জামাতা কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্যের কৌশল প্রভাবেই তিনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ২৯৯ পৃ কায়স্থ পত্রিকা।

অতঃপর আমরা নগেনবাবুর অনুবাদ ও অর্থগ্রহ বিষয়েও সামান্য দুই একটী কথা বলিব। তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন "(জয়াদিত্য) গমন কালে পৌরুষ ও উদারতা প্রকাশ পূর্ব্বক সেই রাজার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন ইহা প্রমাদসন্দুষ্ট! মূলে আছে—

স রাজ্যককুদং রাজা জহারোদারপৌরুষঃ

ইহার অনুবাদ, ঐরূপ হইতে পারে না। উদারতা প্রকাশপূর্ব্বক পরের রাজ্য গ্রহণ করিলেন, এরূপও কোন অর্থ হইতে পারে?। উহার প্রকৃত অর্থ উদারপৌরুষঃ স রাজা জয়াদিত্যঃ রাজ্যককুদং জহার। এখানে উদার অর্থ মহা বা গম্ভীর। উদারপৌরুষ অর্থ মাহাপৌরুষ। সেই মহাপৌরুষ রাজা জয়াদিত্য শ্রেষ্ঠরাজ্য হরণ করিলেন।

অন্যত্র বলা হইয়াছে—'কায়স্থবীর সম্মুখযুদ্ধে সেই সিংহকে বিনাশ করিলেন" "এখানে মূলে কায়স্থবীর এরূপ কোন কথা নাই। যথা—রাজসিংহোনদন্ সিংহং সম্যাহ্বয়ত হেলয়া। এখানে জয়াদিত্যকে কায়স্থবীর বলা অকারণ মাত্র। নগেন বাবু ললিতাদিত্যকেও কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্লভবর্দ্ধন কায়স্থ কিনা তাহাই অগ্রে ভাবা উচিত ছিল। তাই ত বলি নগেন বাবু জগৎ কায়স্থময় দেখিতে সমভ্যস্ত।

অপর তিনি পঞ্চ গৌড়াধিপ ও পঞ্চ গৌড় বুঝাইতে এই বচনটীর অধ্যাহার করিয়াছেন। যথা—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তর বাসিনঃ। স্কন্দপুরাণ।

"সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকলদিগের বাসভূমিই পঞ্চগৌড়। রূপ স্থলে কান্যকুব্জও গৌড়াধিপের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল"। কায়স্থ ত্রিকা ২৯৯ পৃ

নগেন বাবুর এই পঞ্চগৌড়ের পদার্থগ্রহ. অতীব হাস্যজনক হইয়াছে। আমরা রাজতরঙ্গিণীর একটী বাক্যও প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করি না। তথাস্তু য়াদিত্য যেন সত্য সত্যই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের একজন জয়ন্ত নামক রাজাকে শ্বশুর নাইয়া তাঁহাকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বরপদে প্রতিষ্ঠাপিতই করেন। কিন্তু তনিই যে আদিশূর সে কথা নামঞ্জুর। তারপর সেই জয়ন্তও যে কান্যকুব্জ, সারত, উৎকল ও মিথিলা প্রভৃতির রাজা হইয়াছিলেন তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। জতরঙ্গিণীর শ্লোকের অর্থ এই যে জয়াদিত্য স্বপ্রভাবে আপন শ্বশুর জয়ন্তকে ৌড়দেশীয় পাঁচ জন রাজার অধিরাজ করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে এই পঞ্চ শব্দ ৌড়ের বিশেষণ নহে, পরন্তু গৌড়াধিপের বিশেষণ। "পুরাতন পুস্তকের দোকান" থানেও পুরাতন শব্দটী পুস্তকের পরন্তু "পুস্তকেরদোকানের" বিশেষণ হইতে ারে না। বাঙ্গালা দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজা ছিলেন, জয়াদিত্য তাঁহাদের মধ্যে ান পাঁচ জনকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন! এখানে স্কন্দপুরাণের বচন অধ্যার, লক্ষ্মীপূজায় জয়দুর্গার পুথি আনা হইয়াছে মাত্র। কেন না উক্ত বচনের অর্থ ঞ্চগৌড় দেশ নহে। উহার অর্থ পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণগণ এই দেশবাসী। অর্থাৎ রস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী কতিপয়স্থান, কান্যকুব্জ, গৌড়, বঙ্গ, মিথিলা, উৎকল ও ন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরস্থ কতিপয় দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। ফল কথা কতকগুলি ব্রাহ্মণের গৌড়দেশে বাস নিবন্ধন, গৌড় সংজ্ঞাহয়, ত বৌদ্ধ ভয়ে গৌড়ত্যাগ করিয়া সেই গৌড় সংজ্ঞাবিশেষিত ব্যক্তিগণ ঐ ল দেশ আশ্রয় করিয়া থাকিবেন।? নগেন বাবু নিজেও কায়স্থ পত্রিকার ১৭৬ ায় এই অর্থের পরিগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কেন যে এখানে এরূপ স্খলনের কট আত্মসমর্পণ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বোধ হয় তাঁহার অধীন

কোন পণ্ডিতের প্রতি ভার দেওয়ায় এই বিরোধ ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক আমরা দুর্লভবর্দ্ধনকে জাতিকায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। দুর্লভবর্দ্ধন কায়স্থ না হইলে জয়াদিত্য ও ললিতাদিত্যপ্রভৃতিরও কায়স্থত্ব নিদানশূন্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। এবং জয়াদিত্যের কল্পিত বা প্রকৃত শ্বশুর জয়ন্তও ঐ কারণে অকায়স্থ বলিয়া বিবেচনীয়। এবং জয়ন্ত ও আদিশূর যে অভিন্ন ব্যক্তি ইহাও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অগ্রাহ্য করিলাম। তাঁহার রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকা, মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রমহাশয়ের কুলাচার্য্য ভণিতার কারিকাংশের ন্যায় অবিশ্বাস্য ও কৃত্রিম বলিয়া অনুমেয় এবং অনাদেয়। তবে নগেনবাবু কোন বঞ্চকের নিকট প্রতারিত হইয়া থাকিবেন। আজ ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ কায়স্থ ভ্রাতৃগণ বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। ওবারও ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা পাতি নিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। কায়স্থেরা খোলাম কুচি কুড়াইয়া কুঠিয়াল সাজিয়াছেন। কায়স্থেরা সব বুঝেন, বুঝেন না কেবল ব্রাহ্মণদিগের লীলামাহাত্ম্য।

যাহা হউক অতঃপর তিনি আদিশূরকে অম্বষ্ঠ কায়স্থে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি অসংলগ্ন উক্তির প্রয়োগ করিয়া মিশ্রকারিকার দোহাই দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই, সাধারণে তাঁহার কারিকার নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার বাক্যে আস্থা সংস্থাপন করিবেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় নগেন বাবুর সে আশা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, পুষ্পবতীও হয় নাই। তাঁহার উক্তি ও প্রমাণ এই—

'সংপ্রবৃত্তে কলৌ ঘোরে বৌদ্ধধর্ম্মসুরদ্বিষাং।
আদিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনা স্থিতঃ॥
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থপঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলাঞ্চসংজ্ঞকাৎ॥
চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অভবৎ তস্য বংশে চ আদিশূরোনৃপেশ্বরঃ॥
অগমৎ ভারতং বর্ষং দরদাংশ্চ রবিপ্রভঃ।
চণ্ডাসুরসমোযুদ্ধে প্রতাপে রাবণোপমঃ॥ মিশ্রকারিকা।

কায়স্থ—পত্রিকা—১৭৬।৭৭

ইহার তৎকৃত অনুবাদ—"ঘোর কলিকাল প্রবৃত্ত হইলে কান্যকুব্জ ব্যতীত ।ার সকল দেশেই দেবদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই ন্যই ভূপাল আদিশূরকর্ত্তৃক যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ ায়স্থ আনীত হইয়াছিল। চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থের উৎপত্তি, াহারই বংশে রাজাধিরাজ-আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন"। কায়স্থ পত্রিকা ১৭৬পৃ।

প্রথমতঃ নগেন্দ্রবাবু যে "মিশ্রকারিকা" কথাটীর ব্যবহার করিয়াছেন, ়ই কথাটীই যেন অভিসন্ধিপূর্ব্বক ব্যবহার করা হইবাছে। এটী কোন্ মিশ্র ারিকা, নগেনবাবু কেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না? এটী কি দক্ষিণ াঢ়ীয়, না উত্তররাঢ়ীয় কারিকা, না ইহা তাঁহার বংশীবদনের বদন বিনিঃসৃত রগরলখণ্ড, কেন তাহা বিশেষ করিয়া বলা হইল না? তিনি জানেন, এ ারিকার নাম লইলে তাঁহাকে পেচে পড়িতে হইবে, তাই সাদা কথায় শুধু মিশ্রকারিকা" বলিয়াই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ফলতঃ ইহা তাঁহা-ংগের কায়স্থ জাতির জীবন্ত কলঙ্ক ফরিদপুরী কৃত্রিম ধ্রুবানন্দী মিশ্র কায়স্থ ারিকার বচন। উক্ত গ্রন্থের ১২ শ পৃষ্ঠাতে এই কথাগুলি আছে। তবে হা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত মাত্র। তথায় আছে—

সংপ্রবৃত্তে কলৌ ঘোরে বৌদ্ধধর্ম্মসুরদ্বিষাং।
অধিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনাস্থিতঃ॥
যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণং পঞ্চ তথা কায়স্থপঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলাঞ্চসংজ্ঞকাৎ॥
চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠ নামকঃ।
অগমৎ ভারতং বর্ষং দরদাৎ স রবিপ্রভঃ।
চণ্ডাশূরসমোযুদ্ধে প্রতাপে রাবণোপমঃ॥

১২ পৃষ্ঠা ধ্রুবানন্দী কায়স্থ করিকা।

এই কারিকাখানী আদি অন্ত কৃত্রিম, তাহা আমরা জাতিতত্ত্ববারিধির ১ম াগে বলিয়াছি। এ ভাগেও এই প্রবন্ধে পুনরায় বলিব। স্বর্গত শশিভূষণ ্মিমহাশয় খিদিরপুরে অবস্থানকালে ইহার প্রচার করেন। তাঁহার নিবাস রিদপুরের অন্তর্গত ন পাড়ায় ছিল। গ্রন্থখানি মুদ্রাকর প্রমাদে পরিপূর্ণ। গেন বাবু আবার উহা সংশোধন করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

অনুস্বার বিসর্গ গুলি বড়ই বালাই জিনিশ। আমাদের বিবেচনায় উহার প্রকৃত পাঠ এই রূপ হইবে, নতুবা ব্যাকরণ ও অর্থবোধ ঠিক হইতে পারে না। যথা—

সংপ্রবৃত্তে কলৌ ঘোরে বৌদ্ধধর্ম্মসুরদ্বিষঃ।'
অধিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনা স্থিতাঃ॥

ঘোর কলি প্রবৃত্ত হইলে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ অসুরগণ (কিংবা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অসুরগণ) কান্যকুব্জ ভিন্ন অন্যান্য দেশ অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে। অর্থাৎ তৎকালে কান্যকুব্জ দেশ ভিন্ন অপর সকল দেশেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তজ্জন্য আদিশূর উক্ত কান্যকুব্জ হইতে যজ্ঞ সম্পাদনজন্যপাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠ কায়স্থের উৎপত্তি হয়। মহারাজ আদিশূর উক্ত অম্বষ্ঠ কায়স্থকুলে প্রসূত। তিনি দরদ-দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। রবিপ্রভ সেই আদিশূর যুদ্ধে চণ্ড-নামক অসুরের ন্যায়, ও প্রতাপে রাবণের সমান ছিলেন।

আমরা নগেনবাবুর এই সপ্রমাণ বাক্যাবলিতেও আস্থা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। তিনি নিজে যে পাতালখণ্ডের বচনাবলী ধূর্ত্ত ও বিট্-বিচেষ্টা বলিয়া ঘৃণার সহিত পদ-বিদলিত করিয়াছেন, আজি আবার তিনি স্বয়ংই সেই পাতালখণ্ডের নামীয় কৃত্রিম বচন পরম্পরা বিলসিত ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারি-কার পদতলে কেন গললগ্নীকৃতবাসে বিনতমূর্দ্ধা? আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কেনা বলে, কেনা জানে ও কেই বা তাহা অস্বীকার করে? কিন্তু রাজা যে যজ্ঞার্থ পাঁচজন কায়স্থও আনিয়াছিলেন, ইহা কি অভিনব বিবৃতি নহে? ঘোষোপাধিক কোন কোন কায়স্থবর্য্য, এবং প্রখ্যাতনামা সতীশবাবু, স্ব স্ব ইংরাজী ইতিহাস ও বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থে ব্রাহ্মণসহ পঞ্চ নিষ্ঠাবান্ মহাপণ্ডিত কায়স্থের আগমন বিবৃত করিয়াছেন, উহা কি ডাহা সত্যাপলাপ নহে? বঙ্গদেশের কোন কুলপঞ্জিকায় কি শূদ্র ভৃত্য ভিন্ন কায়স্থ আগমনের কথা বর্ণিত আছে? কায়স্থভ্রাতৃগণ, এইরূপে স্ব স্ব গ্রন্থে কায়স্থ কায়স্থ লিখিয়া শূদ্রভৃত্যাগমের কথা চাপা দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা কি সাধুজন সমাদের মার্জিত শৈলী? কুতব উদ্দিন দাস ছিলেন, তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা কি দাসরাজশ্রেণী বলিয়া ইতিহাসে বিশেষিত হয়েন নাই? তবে পঞ্চদাস ভৃত্য সন্তানগণের আজি এ বহিঃপ্রালেপপ্রদান ও বহিরাস্তরণপ্রদান

চেষ্টা কেন ?। বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুল-পঞ্জিকা কি পঞ্চ ভৃত্য সন্তানকে—

বল্লাল যেমন করে, তাহার তাহা হয়,
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়।
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত,
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত। ২০পৃষ্ঠা।
বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চ ভৃত্যপঞ্চজন"।
ত্রিপঞ্চেতে আগমন আদিশূর ভবন॥ উঃ রাঃ

নীচ শূদ্র ও অকায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই ? তবে আবার সে পরিজ্ঞাত সত্যের অপলাপ চেষ্টা কেন ?। ফলতঃ পঞ্চ শূদ্রকে কায়স্থ, দ্বিজ ও বেদজ্ঞ উপবীতী জীবে পরিণত করিবার জন্যই ধ্রুবানন্দী মিথ্যা কারিকার জন্মপরিগ্রহ। খুপ সম্ভব ইহা হলধরেরই লেখনীলীলাবৈচিত্র্য ?। যাহা হউক আমরা এই মিথ্যা বচনপ্রমাণে আদিশূরকে দরদের পূর্ব্বনিবাসী ও অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কায়স্থকৌস্তুভে যখন রাজা রাজনারায়ণ মিত্র-সনাথ, হলধরতর্কচূড়ামণি পঞ্চভৃত্যকে বেদবিদ্যার্থী পঞ্চ ক্ষত্রিয় অন্তে-বাসী বলিয়া বিশেষিত করেন, তখন কি মহারাজ আদিশূরকে তাঁহারা অকায়স্থ অক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠ সুতরাং বৈশ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন না ? তবে আজি আবার এ কাথামালিক ব্যাঘ্রলীলা কেন ? আমি কায়স্থভ্রাতৃগণকে ও একা-লের বাদালঙ্কার ও নয়চঞ্চুপ্রভৃতিকে কিঞ্চিৎ কশাঘাত করি বলিয়া সকলে আমার প্রতি খড়্গহস্ত, কেন না আমার ভাষা অসংযত, কিন্তু যাহারা মিথ্যা বলিতে, মিথ্যা লিখিতে ও মিথ্যা বচন সৃজিতে ও সত্যবচনের পাঠপরিবর্ত্তন করিতে বৃহস্পতি, যাহারা জানিয়া শুনিয়াও কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা খ্যাতিদিতে লোল জিহ্ব, তাহারা কি আমা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী নহে ? দেথস্তীর অপরাধই বেশী হইল ? সেই স্বদেশদ্রোহী জীবগুলিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া না দিলে যে তাহাদের স্বৈরাচার কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে ? কায়স্থেরা যে প্রথমে মূলচতুর্থ বর্ণ শূদ্র হইবার জন্য বহ্নিপুরাণের জাতিমালোক্ত মিথ্যা বচন হাজির করেন, পঞ্চম বর্ণ হইবার জন্য মিথ্যা আচার নির্ণয়তন্ত্রের অবতারণা করেন, ক্ষত্রিয় হইবার জন্য এই মিথ্যা

ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকা, পাদ্মে পাতাল খণ্ড, ভবিষ্যে দত্তাত্রেয় সংবাদে, পুলস্ত্য প্রসঙ্গ ও ব্যোম বিরাট সংহিতাদির জনম ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ইহা কি ভারতকলঙ্ক ব্রাহ্মণবন্ধুবর্গ ও স্বদেশদ্রোহী সমাজদ্রোহী কায়স্থবর্গের সমবেত চেষ্টারই একমাত্র কুফল নহে ? কায়স্থের কড়ি ও ব্রাহ্মণের বদ আক্কেলই কি এইসকল মিথ্যা প্রমাণের একমাত্র জনয়িতা নহে ?। "গুণাঃ পূজাস্থানং" গুণ থাকিলে লোকে পূজা করে, কিন্তু যেখানে কতকগুলি লোক শুদ্ধ জিগীষা পরিণোদিত হইয়া নক্তন্দিব কেবল মিথ্যারই স্থষ্টি, সত্যের অঙ্গবিকৃতি ও সত্যাপলাপ করিতেই বদ্ধপরিকর, তথায় কি তাহারা অবগীত হওয়া নৈসর্গিক বিধি নহে ? একালের শিক্ষাদীক্ষাসমুন্নত কায়স্থভ্রাতৃগণও কি এইরূপ, উন্মার্গগামী ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে প্রীতির চক্ষে ও ভক্তির চিত্তে দেখিতে সমর্থ হইবেন ?।

প্রকৃত কথা কি ? প্রকৃত কথা আদিশূর ও বল্লাল জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, তাই তাঁহারা কুলপঞ্জিকা সমূহে কচিৎ বৈদ্য, কুত্রাপি বা অম্বষ্ঠ বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বলিলে যে বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু অববোধিত ও সংসূচিত হয় না, তাহা বোধ হয় যে কোন ন্যায়বান্ চেতস্বান্ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বিশেষতঃ নগেনবাবু স্বয়ং বিশ্বকোষের প্রচারয়িতা, তাহাতেও অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য অভিন্ন বলিয়া সমাখ্যাত। এবং তাঁহারাও স্ব স্ব কোষে পশ্চিমদেশে ভিন্ন বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ কায়স্থ থাকার কথা বলেন নাই। অবশ্য পশ্চিমে অম্বষ্ঠ কায়স্থ আছে, কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। আগরা বা স্বয়ং নগরে প্রচারিত শব্দার্থ চিন্তামণিও বঙ্গদেশের চিকিৎসাবৃত্তিক বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ বলিতে বিমুখ হয়েন নাই। তথাপি সেই স্বীকৃত সত্যের অপলাপ চেষ্টা কেন ? কথামালার ব্যাঘ্রধর্ম্মা কারিকাকর্ত্তারা দেখিলেন যে আদিশূরাদির অম্বষ্ঠখ্যাতি সহজে অপনেয় নহে, অতএব উহা বজায় রাখিয়াই উঁহাদিগকে কায়স্থ বানাইবার চেষ্টা করা যাউক, তাই আদিশূরকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা। কিন্তু বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া কায়স্থের কোন শ্রেণী ভেদ আছে, ইহা কেহ জানেন কি ? বাবু কৈলাসচন্দ্রসিংহ, চৈনা বৈদ্য বারভূঞার অন্যতম চাঁদ রায়কে পর্য্যন্ত কায়স্থ বানাইবার জন্য তাঁহাকে ভারতীতে ঐরূপে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সত্য

পরায়ণ কায়স্থভ্রাতৃগণ নিঃস্বার্থহৃদয়ে অপক্ষপাতচিত্তে বলুন, এ গুলি কি সেই কথামালার বিশুদ্ধ ব্যাঘ্রলীলা নহে? বৈদ্যগুলিকে কায়স্থে পরিণত করিতে হইবে, তাই এই সকল কুমার্গপ্রস্থিতি!! আমরা পরে দেখাইব, এই ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকাতে যে বল্লালসেনকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া ছাপমারা হইয়াছে, নগেনবাবু আবার তাঁহাকেই করণকায়স্থ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে এক কুলাচার্য্য বচনের সমাহার করিয়া বসিয়াছেন!!! অম্বষ্ঠকায়স্থ ও করণ কায়স্থ কি এক জিনিশ? দেশে এত নূতন কুলাচার্য্য দেখা দিল কোথা হইতে? রাজেন্দ্রবাবু কি অশুভক্ষণে কুলাচার্য্য কথাটীর আমদানী করিয়া গিয়াছেন!! যাহা হউক আদিশূর বৈদ্য ছিলেন, তাই কুত্রাপি বৈদ্য, কুত্রাপি বা অম্বষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, সেই চেনা বৈদ্য চেনা অম্বষ্ঠ আদিশূরকে কায়স্থ করিবার জন্য এই মিথ্যা বচনের সৃষ্টি, ইহার বলে তিনি কায়স্থ বলিয়া আখ্যাত বা বিবেচিত হইতে পারেন না।

চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠ নামক একজন কায়স্থের উৎপত্তি হয়, ইহা হিন্দুর কোন শাস্ত্রেই নাই। অবশ্য ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাগর্ভে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যের উৎপত্তি সমুদায় শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অম্বষ্ঠ কায়স্থের উৎপত্তি যে চিত্র হইতে হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অভিনব পদার্থ। জাতিগত কোলাহল সমুত্থিত হইবার পরে কায়স্থ ভ্রাতৃগণের কড়ি ও ব্রাহ্মণবন্ধুদিগের অসৎবুদ্ধি হইতে এই মিথ্যা চিত্রগুপ্ত কাহিনী সমাগত।

শাস্ত্রে সাধ্যদেব, বিশ্বেদেব, মরুদ্‌গণ, ঋভুগণ, তুষিত, আভাস্বর ও আদিত্যাদি তেত্রিশ কোটী দেবতার কথা বিবৃত হইয়াছে। বেদেও ঐহিক যমযমীর কথা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু বেদাদি কোন প্রামাণ্যগ্রন্থেই চিত্রগুপ্ত প্রসঙ্গ পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার প্রথম বিশ্বকর্ম্মা যাজনিক ব্রাহ্মণগণ। তাঁহারা পারলৌকিক স্বর্গ, পারলৌকিক নরক, প্রেতলোক, পারলৌকিক পিতৃলোক উহার আবার রাজা পারলৌকিক যম, ইত্যাদি মিথ্যা কল্পনা করিয়া জগৎকে বিমোহিত ও ভারতকে রসাতলে লইয়া যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন এবং তাঁহারাই উহা মহাভারতাদি পবিত্র গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবেন। এই সময়ের একদল লোক যম ও চিত্রগুপ্তকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাহারই ফলে এই মিথ্যা স্তবস্তুতির সৃষ্টি হয়। যথা—

যমায় ধর্ম্মরাজায়, মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায়, সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔডুম্বরায়, দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥ তর্পণ মন্ত্র।

যে সময়ে ঐহিক মানুষ দেবতা যম, পারলৌকিক যম ও মৃত্যুর অধিপতি বলিয়া কল্পিত বা অনুমিত হয়, তখনই এই মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বস্তু। পারলৌকিক স্বর্গ, পারলৌকিক নরক ও সে নরকের রাজা পারলৌকিক যম,ইহা মিথ্যা কল্পনামাত্র। যাহাহউক ইহাতে জানা গেল যে যম ও চিত্র গুপ্ত একই ব্যক্তি। যেমন রেবতীরমণ ও রাম একই পদার্থের দ্যোতক, তেমনই এই যম ও চিত্রগুপ্ত শব্দও একই পদার্থের প্রতিপাদক। কিন্তু ইহারই বহুকাল পরে আবার আর এক কারিকর গরুড়পুরাণ নাম দিয়া একখানা অসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাহাতে বর্ণিত হয় যে যম ও চিত্রগুপ্ত একব্যক্তি নয়, দুই ব্যক্তি এবং তাঁহারা এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কি যমজ ভ্রাতা না ভিন্নমাতৃক ও ভিন্নপিতৃক অথবা তাঁহাদের মাতা কে কে তাহার কোন কথা বিবৃত হয় না। যথা—

বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজো বিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজ স্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥

৮—৭অ। উত্তর খণ্ড' গরুড়।

তৎপর সর্ব্বগামী বায়ু ও তেজোময় সূর্য্য সৃষ্ট হইল। চিত্রগুপ্তের সহিত ধর্ম্মরাজ যম উৎপন্ন হইয়াছেন।

কিন্তু ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐহিক পিতৃলোকের রাজা যম ও তদ্ভগিনী যমী, অদিতিনন্দন বিবস্বানের ঔরসে সরণ্যুর গর্ভে প্রসূত। তিনি প্রেত বা নরকলোকের রাজা বা মৃত্যুপতি, ইহার কোন প্রসঙ্গও তথায় পরিব্যক্ত হয় নাই। যথা—

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতিদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহোজায়া বিবস্বতোমনাশ॥ ১॥
উতাশ্বিনৌ অভরৎ যৎতদাসীৎ অজহাদুদ্বামিথুনা সরণ্যুঃ॥ ২

১৭ সূক্ত ১০ম।

যমস্য যম্যাশ্চ মাতা বিবস্বতো জায়া সরণ্যুঃ দ্বামিথুনা দ্বৌমিথুনৌ যম যম্যৌ অজহাৎ জনিতবতীত্যর্থঃ। সায়ণাচার্য্যঃ। এখানে ভাষ্যের এক দেশ মাত্র গ্রহণ করা গেল। বিবস্বৎপত্নী সরণ্যু, যম ও যমীনামে দুই যমজ সন্তান প্রসব করেন। এখানে চিত্রগুপ্তের কোন কথাই অবতারিত হয় নাই। এবং এই যম যে পারলৌকিক পদার্থ বা নরকের রাজবিশেষ, এরূপ কোন ভাবও অভিব্যক্ত দেখা যায় না। একত্র বর্ণিত হইয়াছে—

উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্ মো অহংরিষাং।

এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তে ত্রাযমঃ সাদনাতে মিনোতু॥ ১৩-১৮স্থ ১০ম

হে অস্থিকুম্ভ! ত্বৎপরি তবোপরি তে ত্বদীয়েন কপালেন পৃথিবীং উৎস্তভ্নামি প্রতিবধ্নামি যথা পৃথিবী তবোপরি মা গচ্ছতি তথা পিদধামীত্যর্থঃ। ইমং লোগং কপাললক্ষণং লোষ্টং নিদধৎ উপরি স্থাপয়ন্ অহং মোরিষং মা হিংসিষং। কিঞ্চ এতাং ময়ানিহিতাং স্থূণাং তে ত্বদীয়াং পৃথিব্যাধারয়িত্রীং কপাললক্ষণাং পিতরো ধারয়ন্তু নিশ্চলাং কুর্ব্বন্তু। ততঃ তে ত্বদীয়ে অত্র অস্মিন্ স্থানে যমঃ পিতৃপতিঃ সদনা সদনানি স্থানানি মিনোতু করোতু। সায়ণঃ।

তোমার উপর পৃথিবী যেন উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপর একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূণা অর্থাৎ খুঁটীকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন। দত্ত সাহেব।

এখানে দেখা যাইতেছে যে বৈদিক ঋষি মৃতব্যক্তির সমাধির কথা বলিতে যাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। পিতৃলোকগণ অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষেরা বা মানবের আদি জন্মভূমির মরীচ্যাদি সপ্ত পিতৃলোক তোমার উক্ত স্থূণা ধারণ করুন। যে সময়ে এই ঋক্ প্রণীত হয় তখন আমাদের মধ্যে শবদাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল না, তখন মৃত্তিকাতে প্রোথিত করা হইত। এবং বোধ হয় এখন যেমন সকলে শ্মশান বা সমাধির উপর ইষ্টক পাষাণাদিময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে, তখন সেইরূপ একটী স্থূণা বা খুঁটী পুতিয়া রাখা হইত। যমও উক্ত ঐহিক পিতৃলোক আদি জন্মভূমির একজন পুণ্যাত্মা রাজা ছিলেন। আশীর্ব্বাদ স্থলে বলা হইতেছে যে তিনি এখানে (কবর মধ্যে) তোমার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া

দিন। এখানেও এমন কথা নাই যে যম নরকের রাজা বা মৃতলোকদিগের নিয়ন্তা। তবে এই বর্ণনার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া পৌরাণিক যুগের লোকেরা উক্ত বিবস্বান্ পুত্র মানুষ দেবতা মানুষ যম রাজাকে এখন পারলৌকিক পিতৃলোক বা নরকের রাজা বানাইয়া ফেলিয়াছেন। যম যে পিতৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, তাহারও অর্থ এরূপ নহে যে তিনি মৃত পিতৃপুরুষদিগের অধিপতি। উক্ত পিতৃপতি অর্থ মরীচ্যাদি সপ্তপিতৃলোকের অধ্যুষিত মানবের আদিজন্মভূমি পিতৃলোকের (Father Land) রাজা। ইন্দ্রাদি অষ্ট মানুষ দেবতা আটদিকের রাজা ছিলেন। যথা—

ইন্দ্রোবহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ॥
কুবেরঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ॥ অমরকোষঃ।

ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের, বহ্নি বা অগ্নি দক্ষিণ পূর্ব্বকোণের, পিতৃপতি যম দক্ষিণ দিকের, নৈর্ঋত দক্ষিণ পশ্চিম কোণের, বরুণ পশ্চিমস্থ আপগানিস্থান প্রভৃতি (তজ্জন্য পশ্চিমদিককে বারুণী বলে), বায়ু দেবতা উত্তর পশ্চিম কোণের (স্বাধীনতার অঞ্চলের) কুবের যক্ষপতি উত্তরদিকস্থ কৈলাস পর্ব্বতের ও ঈশান বা শিব উত্তর পূর্ব্ব কোণস্থ কৈলাস পর্ব্বত সনাথ ভূমির রাজা ছিলেন। আমরা মনে করি যে এই পিতৃলোক পতি যম দক্ষিণদিকের রাজা। অতএব তাঁহার বাড়ী লঙ্কারও দক্ষিণে ছিল (যমের দক্ষিণ দুয়ার ?) কিন্তু তাহা নহে। এই বিবৃতি যাঁহার লেখনী হইতে সমুদ্ভূত তিনি খুব সম্ভব তখন ব্রহ্মার রাজ্য সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকে (উত্তর কুরু) অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাই তিনি আদিজন্মভূমি পিতৃলোকের রাজা যমকে দক্ষিণ দিক্‌সংস্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আলটাই পর্ব্বত বা মেরু পর্ব্বত আদি জন্ম ভূমি, উহা উত্তর কুরুর দক্ষিণ হইলেও ভারতের দক্ষিণে নহে। যম যে তথাকার রাজা ছিলেন, তাহা সিদ্ধান্ত শিরোমণির বর্ণনা হইতেও সপ্রমাণ হয়। যথা—

মেরৌ মুরারিকপুরারিপুরাণি তেষু
তেষা মধঃ শতমখজলনাস্তকানাং।

মেরুর কাঞ্চনময় শৃঙ্গত্রয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের বাড়ী, তার নিম্নে ইন্দ্র, বহ্নি ও যমরাজার ভবন। সুতরাং যমের বাড়ী নরকে বা লঙ্কার দক্ষিণে, ইহা প্রকৃত

কথা নহে। যাহাহউক পৌরাণিক কল্পনা বা অমরের এই বর্ণনাহইতেই দক্ষিণ দুয়ারি পারলৌকিক যমের কল্পনা হইয়াছে। ফলতঃ যম, মানুষরাজা ভিন্ন মৃতের নিয়ন্তা ছিলেন না। এবং বেদে এই ঐহিক মানুষদেবতা রাজা যমেরই বর্ণনা রহিয়াছে। যম যে চিত্রগুপ্ত সহ সঞ্জাত এবং চিত্রগুপ্ত যে তাঁহার নামান্তর কিংবা প্রধান জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টার, তাহাও বেদের কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। এই সকল কথা সম্পূর্ণ কল্পিত ও অলীক। এবং লোকে যে রবিসুতযম বলিলে যমকে আকাশের সূর্য্যতনয় বুঝিয়া থাকে উহাও মধ্যযুগের লোকদিগের পৌরাণিক ভ্রান্তি হইতে সমাগত, এই সূর্য্য, অদিতিনন্দন ও তিনি সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ। কঠোপনিষদাদিতেও নচিকেতা ও যমের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তিনিও ঐহিক পিতৃলোকপতি ভিন্ন বৈতরণীনদীরদক্ষিণতীরবাসী কোন পারলৌকিক পদার্থ নহেন।

তৎপর আমরা বৃহদারণ্যকে যম ও মৃত্যুর নাম দেখিতে পাইয়া থাকি। কিন্তু উক্ত যম ও মৃত্যুও মানুষ দেবতাদিগের মধ্যে দুইজন ক্ষত্রিয়বিশেষ ভিন্ন কোন নরকের রাজা বলিয়া কথিত হয়েন নাই। যম ও মৃত্যু যে এক ব্যক্তি তাহাও বৃহদারণ্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন না। যথা—

তচ্ছ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং যানি এতানি দেবতাক্ষত্রাণি ইন্দ্রোবরুণঃ সোমোরুদ্রঃ পর্জন্যোযমো মৃত্যুরীশান ইতি।

শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি ভারতীয় বিবৃতিকারগণের সনাতন বিধিঅনুসারে ভাষ্য ও টীকা, মূল হইতে সমধিক জটিল ও দুর্ব্বোধ করিয়াছেন ভিন্ন সুখবোধ্য কিছুই করেন নাই। ফলতঃ দেবতারা যে মানুষ ও আমাদের জ্ঞাতিবান্ধব এবং তাঁহারা যে আমাদের ন্যায় জাতিবন্ধনে সংবদ্ধ ছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃ বলিতে ভাষ্যকারদের সাহসে কুলায় নাই। "মৃত্যু"ও যে একটা লোকের নাম ছিল ইহা তাঁহারা ঠাহরাইতেই পারেন নাই। যাহা হউক উহার অর্থ এই—

ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সেই মঙ্গলাত্মক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা দেব ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রথিত। সে কে কে? তাঁহারা ইন্দ্র, বরুণ, সোম (চন্দ্রবংশের প্রবর্ত্তয়িতা), রুদ্র (লোদীবংশের বীজপুরুষ), পর্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। যম অসুর বা পার্শীগণের শাস্ত্রমতেও একজন (যিম) পুণ্যবান্ রাজা বলিয়া কথিত। আমরা তাহার বিপরীত করিতে যাইয়া তাঁহাকে শঙ্কার জনক নরকের রাজা

করিয়াছি। ফলতঃ তিনি পিতৃপতি অর্থাৎ আদিজন্মভূমি পিতৃলোকের (Father Land) রাজা ছিলেন, এই পিতৃলোকগণ ঐহিক ভৌমস্বর্গের মরীচ্যাদি সপ্ত পিতৃলোক, যমও ঐরূপ ঐহিক ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ আমরা পিতৃলোক ও যম এখন পারলৌকিক করিয়া বসিয়াছি। পরলোক বলিয়া কোন মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন নাই। পুনর্জন্ম আছে, মানুষ মরিয়া পুনরায় যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে, উহাই তাহার পরলোক। কঠোপনিষদে মৃত্যু ও যম, একই বলিয়া বিবৃত। এবং উহাতে যমের প্রেত লোক পতিত্বের যেন কিছু কিছু আভাস দেখা যায়। হয় ত মৃত্যু যমের উপনাম ছিল।

আমরা বেদ ও উপনিষদের কথা বলিলাম, তাহাতে চিত্রগুপ্ত বলিয়া কোন পদার্থ বর্ণিত হয় নাই। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি বৈদিকযুগের পুরাণবিশেষ ও উহা নানা জল্পনা কল্পনায় পরিপূর্ণ। পুরাণের আবর্জনারাশি উক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতেই সমাহৃত। শতপথ-ব্রাহ্মণে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর অতি অদ্ভুত অভিনব বর্ণনা আছে। উহাতে আছে ঈশ্বর এক এক বার সৃষ্টি করেন, আর মেহনতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, বাইবেলের সৃষ্ট্যন্তে বিশ্রাম উহারই ২য় সংস্করণ মাত্র। আমরা নানা কারণ বশতঃ বহু ব্রাহ্মণ গ্রন্থই নয়ন গোচর করিতে সমর্থ হয় নাই, সুতরাং কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, চিত্রগুপ্তের আদি স্রষ্টা কি না তাহা জানি না। কিন্তু প্রামাণ্য কোন পুরাণে চিত্রগুপ্ত আখ্যান দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াও স্মরণ হয় না।

মহাভারত, উশনা ও অগ্নিপুরাণপ্রভৃতি নানাগ্রন্থে চিত্রগুপ্ত কাহিনী পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল বিবৃতি কুত্রাপি প্রক্ষিপ্ত, কুত্রাপি বা পুরাণ প্রণেতার কুসংস্কার বা বোধবৈক্লব্যহইতে সমুত্থ। যাহা হউক যম, নরকের রাজাই হউন আর চিত্রগুপ্ত তাঁহার মুহুরীর কাজই সরবরাহ করুন্, কোন চেতস্বান্ ব্যক্তি যে উহা প্রকৃত বলিয়া মনে স্থান দিবেন, আমরা তাহা মনে করি না। স্বর্গ আছে, নরক আছে, নরকের রাজা যম আছে, তার প্যাদা পাইক আছে, এ বিংশ শতাব্দীতেও যে এ কথা বিশ্বাস করে আমরা তাহাদিগকে ভারতীয় পাদ্রী সাহেব বলিয়া সমাখ্যাত করি। তথাস্তু, যদি পারলৌকিক যম ও তাঁহার মহুরি চিত্রগুপ্ত প্রকৃত পক্ষেও আকাশ প্রসূন না হইয়া পাষাণ রেখার ন্যায় কোন কল্পান্তস্থায়ী পদার্থও হয়, তথাপি কায়স্থ ভ্রাতৃগণ যে

সেই চিত্রগুপ্তের সন্তান, তাহা যখন কোন হিন্দু শাস্ত্রে নাই, তখন, আদিশূর, চিত্রগুপ্ত বংশপ্রভব অম্বষ্ঠ কায়স্থ, এ কথা সম্পূর্ণ অনিদান ও অলীক'।

গরুড় পুরাণে বলে যে যম ও চিত্রগুপ্ত উভয়েই দেবতা ও এক অঙ্গের সহ জন্মা। যমতর্পণে বলে যে যম ও চিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি, প্রভাসখণ্ডে (উহাও কৃত্রিম গ্রন্থ, কেন না নারদঋষি স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ড বলিয়া কোন খণ্ড থাকার কথা পরিগণনা করেন নাই, উহা বর্ত্তমান কোলাহলের পরে সৃষ্ট, উহাতে) আছে, চিত্রগুপ্ত, মিত্রনামক এক কায়স্থের পুত্র, * তিনি দক্ষিণ সমুদ্র তীরে স্নান করিতে গেলে যমের দূতেরা তাঁহাকে আক্কেলবন্ধ দেখিয়া ধরিয়া সশরীরে যমালয়ে লইয়া গিয়া যমাদেশে জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টারের পদে নিয়োজিত করেন, সুতরাং তিনি নির্জলা মরণধর্ম্মশীল মানুষ। এখন ঋজুপাঠের গন্ধকর্ণের আত্মা না লইয়া মানুষের আত্মা লইয়া ভাবিয়া দেখ ইহা বিশুদ্ধ ভ্রান্তি ও অকৃত্রিম গাঁজাখুরি নহে কি না? মেদিনী ও ত্রিকাণ্ডশেষও চিত্রগুপ্তকে যমের মুহুরি বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সেদিনের নাবালক ছোকরা বিশেষ। পক্ষান্তরে প্রাচীন কোষ অমরে উহার কোন নাম গন্ধও নাই। চিত্রগুপ্ত কোন প্রকৃত বস্তু হইলে কখনই তাঁহাকে নিয়া এত ঐতিহ্য বিসংবাদ ঘটিত না। একত্র যম ও চিত্রগুপ্ত অভিন্ন বস্তু, অন্যত্র যম ও চিত্রগুপ্ত, দুই সহজন্মা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা, স্থলান্তরে যম নরকের রাজা ও দেবতা, এবং চিত্রগুপ্ত মানুষ ও ভারতবাসী কায়স্থ, ইহা কি বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ নহে?।

* মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মাভূৎ ধরাতলে॥ ২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং হ্যয়ং যজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ॥ ৩
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাননে।
তথা চিত্রাহ্ ভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডলা॥ ৪
ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ।
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতঃ॥ ৩৪
চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোয়ং ভবেৎ যদি।
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিস্তু পরা ভবেৎ॥ ৩৫
এবং চিন্তয়ত স্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি।
অগ্নিতীর্থ গতশ্চিত্রঃ স্নানার্থং লবণাম্ভসি॥ ৩৬
স তত্র প্রবিশেন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ।
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ॥ ৩৭
সচিত্রগুপ্তনামাভূৎ বিশ্বচারিত্রলেখকঃ। ১২৩ অ। প্রভাসখণ্ড।

বলিবে কেন পাদ্মে পাতালখণ্ড ও সৃষ্টিখণ্ডে, ভবিষ্য পুরাণে ও অগ্নিপুরাণোক্ত জাতিমালায় কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তসন্তান বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন? কিন্তু কায়স্থগণই বলিয়াছেন যে শব্দকল্পদ্রুমে বঙ্গজ কায়স্থ ঘটক কারিকা বলিয়া অগ্নি পুরাণের যে বচন তোলা হইয়াছে উহা কৃত্রিম। এবং পাদ্মে পাতাল সৃষ্টিখণ্ড ও ভবিষ্য পুরাণের বচনও কায়স্থবর্য্য নগেন বাবু নিজে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিবে নগেনবাবু অনভিজ্ঞ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন? কিন্তু পদ্মপুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণ ছাপা হইয়াছে, পড়িয়া দেখ পৃষ্ঠ শাদা, উক্ত পুরাণ দ্বয়ের নামে যে সকল কায়স্থোৎপত্তি ঘটিত প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার একটি বর্ণও উক্ত পুরাণদ্বয়ে বিদ্যমান নাই। বঙ্গবাসীহইতে যে পাতালখণ্ড ছাপা হইয়াছে, পড়িয়া দেখ উহাতেও কায়স্থ ঘটিত একটী বর্ণ দেখিতে পাইবে না। নগেন বাবুর কথা গুলি এই —"কমলাকরভট্ট "শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে" ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গাগাভট্ট "কায়স্থধর্ম্ম-প্রদীপে" পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের দোহাই দিয়া এই কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াৎবিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীং॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥

উক্ত বিবরণটী ভারতবর্ষের নানাস্থানহইতে সংগৃহীত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের ৫ খানা হস্তলিপিতে পাওয়া গেল না। উক্ত শ্লোকগুলি মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত অথবা প্রক্ষিপ্ত কি না? তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিল"। কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ৩৫।৩৬ পৃষ্ঠা।

সন্দেহ থাকিবে কেন? আমরা পদ্মপুরাণ বিশেষ সতর্কতার সহিত পড়িয়াছি, তাহার পাতালখণ্ড বা সৃষ্টিখণ্ডে, কায়স্থের উৎপত্তি, বিস্তৃতি বা স্থিতি সংহারাদি বিষয়ে কোন একটী বচন বা প্রসঙ্গও নাই! আছে এই বচনটী—

কায়স্থা দাসবর্গাশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং।
তস্মাদেতৈ রধিক্ষিপ্তঃ সহেৎ নিত্য মসংজ্বরঃ॥ ১৪অ

এই কায়স্থ শব্দের অর্থ লেখক, জাতি কায়স্থ নহে। নগেন বাবুও ইহা ৩৮ পৃষ্ঠায় গ্রহণ করিয়াছেন ও ৩৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"সৃষ্টিখণ্ডে যে প্রকৃত বচন পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে (৩৮ পৃ) উদ্ধৃত করিয়াছি"। নগেনবাবু কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়ের ২৯ পৃষ্ঠায় পাতালখণ্ডের বচন ও ৩৫।৩৬ পৃষ্ঠায় সৃষ্টিখণ্ডের বচন মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিয়াছেন, অথচ ছোকরা বাবুগণ ইহা লইয়াই মদোন্মত্ত! কি অগ্নিপুরাণোক্ত জাতিমালার বচন, কি পাদ্মপাতালখণ্ড বচন, কি ভবিষ্যে দত্তাত্রেয় সংবাদ, কি ব্যোম বিরাট সংহিতা, বর্ণসংবিজ্ঞান তন্ত্র, আচারনির্ণয় তন্ত্র, আপস্তম্ব শাখা বা বৃহদ্ব্রহ্মখণ্ডাদি, সকলই ডাহা মিথ্যা। তোমরা মুদ্রিত গ্রন্থ পড়িয়া দেখ তবেই টের পাইবে? তবে যে গুলির আদবেই জন্ম হয় নাই, কেবল সেই গুলিই (ব্যোমবিরাটাদি) নয়ন গোচর হইবে না। সুতরাং আর কোন্ প্রমাণ বলে আমরা কায়স্থদিগকে চিত্রগুপ্ত সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করিব? পাতিদাতারা কেন এক প্রকস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করুন না? শুধুই কি সিন্নি খাওয়া উচিত? নগেন বাবু মিশ্রকারিকা নামের যে যে বচনবলে আদিশূরকে অম্বষ্ঠকায়স্থ ও চিত্রগুপ্ত সন্তান বলিয়া প্রমাণ করিতে অভিলাষী, সে মিশ্রকারিকা বচনগুলি তিনি হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে দেখিতে পাইয়াছেন?। উক্ত মিশ্রকারিকার আরম্ভশ্লোকে অবশ্য কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তপ্রভব বলিয়া প্রখ্যাত, কিন্তু উহাই কি পাদ্মেপাতালখণ্ড নামধেয় মিথ্যা বচন নহে! নগেন বাবু নিজে যাহা (কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়ের ২৯পৃঃ ফুটনোটে) মিথ্যা বলিলেন, যাহার জন্য আপন বন্ধুদিগকে প্রতারক ডাকিলেন, তিনি কি সেই মিথ্যা বচনবলেই আবার আদিশূরকে চিত্রগুপ্তপ্রভব অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিতে চাহেন? মিশ্রকারিকা কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে। উহা কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রহইতে ঐতিহাসিকতত্ত্ব সমাহারকরিয়া এ কথা লিখিয়া থাকিবে ও লিখিতে পারে, সে ধর্ম্ম শাস্ত্রখানি কি? নগেন বাবু কি তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন?। নগেন বাবু মিশ্রকারিকার নাম লয়েন নাই কেন? লোকে যদি মনে করে যে তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকা, গৌড়কায়স্থবংশাবলী, ইদিলপুরীঘটককারিকা বা ফরিদপুরীঘটককারিকা নাম না দিয়া হত ইতি গজ ভাবে শুধু "মিশ্রকারিকা" নামটী ব্যবহার করিয়াছেন, তবে তিনি কি তাহাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবেন? পাঠকগণ দেখুন নগেন বাবু যে পাতালখণ্ডের বচন ডাহা মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মিশ্রকারিকার স্বস্তিবাচন

সেই নির্জলা মিথ্যা দ্বারাই হইয়াছিল কিনা? প্রতারণাই যাহার ভিত্তি, তাদৃশ মিশ্রকারিকাও কি লোকে সাহস করিয়া প্রমাণস্থলে হাজির করিতে পারেন? আমরা মিশ্রকারিকার বচন ও নগেনবাবু তদীয় কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে যাহা মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশকরিয়াছেন, উহা ঠিক পাশাপাশী রাখিয়া দিতেছি। তাহাতেই সকলে বুঝিবেন, উহা এক বস্তু কি না এবং যাহা একদিন কৃত্রিম বলিয়া অবগীত হইয়াছিল, তাহাই এখন আবার দুগ্ধধবল পবিত্র বলিয়া প্রখ্যাত ও সমাদৃত হইতেছে কি না?

ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকা	কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ধৃত পাদ্মেপাতালখণ্ডবচন।
কায়স্থোৎপত্তি মাহ পাদ্মে পাতাল খণ্ডে। সূত উবাচ।	"পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের দোহাই দিয়া অনেকে এই বিবরণটী উদ্ধৃত করিয়াছেন"। নগেনবাবু

বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদ্রূপবোপি বৈ চিত্রং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রোবিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তৌ উভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থ বাদিনৌ স্যাতাং শাস্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥

ধ্রুবানন্দী মিশ্র কায়স্থ কারিকা প্রারম্ভ ও
কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ২৯ পৃষ্ঠা।

আমরা অনাবশ্যক বোধে দ্বিরুক্তি করিলাম না, কেন না উভয় গ্রন্থস্থ শ্লোকই এক ও অভিন্ন। দেখ পাঠক! এখানে (পাদ্মে পাতাল খণ্ড ও সৃষ্টি খণ্ড নামীয় বচনে। চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র ৪র্থ প্রকারে স্বয়ং ব্রহ্মার খাস মহল দেহটা হইতে উৎপন্ন হইতেছেন! হে আলাদিনের প্রদীপ! তুমি কায়স্থের কড়িতে ভর করিয়া কি না প্রসব করিলে?। নগেন বাবু এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"আমাদের কোন বন্ধু একখানী জাল পাতালখণ্ডের পুথি দেখাইয়া আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বিশ্বকোষে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন পুণার আনন্দাশ্রমহইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণ ও নানা স্থানের ১২ খানি পুথি অনুসন্ধান করিয়াও ঐ বচন গুলি বা বিবরণটীর সন্ধান পাইলাম না। অথবা নারদ পুরাণে যে পাতালখণ্ডের বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে. তন্মধ্যেও উক্ত বিবরণটীর কিছু মাত্র আভাস নাই। ইত্যাদি নানা কারণে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। ২৯ পৃষ্ঠা। অপিচ কেবল ইহাই নহে, তিনি ১৮ পৃষ্ঠায়ও বলিয়াছেন—

নানা পুরাণহইতে কায়স্থ বা লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়. তাহা পাঠ করিলে কায়স্থজাতির প্রকৃতবর্ণনির্ণয়সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকিবে না। তবে পুরাণের বচন লইয়া অনেকে অনেক খেলা খেলিয়াছেন। পুরাণের দোহাই দিয়া কত শত বচন রচিত হইয়াছে. তাহার ইয়ত্তা নাই। কমলাকর ভট্টের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আন্দুলের রাজা রাজ-নারায়ণ ও রাজা রাধা কান্ত দেবের সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল শ্লোকের প্রাদুর্ভাব. তৎপরে যজ্ঞোপবীত প্রার্থী কতিপয় কায়স্থের আগ্রহেও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দুই একটী শ্লোক গড়িয়াছেন ও উপবীতপ্রিয় কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন সে সকল কথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।"

এখন সকলে বিচার করিয়া বলুন, যে মিশ্রকারিকার আরম্ভ শ্লোক প্রবঞ্চনা পূর্ণ ও সম্পূর্ণ অলীক. যাহা পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থে নাই. আসল পদ্মপুরাণে নাই; বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী কায়স্থপ্রধান বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রবসুপ্রকাশিত পাতাল খণ্ডে নাই. তাহা যিনি পাদ্মে পাতালখণ্ডের বচন বলিয়া আপন গ্রন্থের শীর্ষ দেশে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার তথাবিধ মিথ্যাপূর্ণ মিশ্রগ্রন্থ কি সভ্যজগতের নিকট অনাদরণীয় ও অনাদেয় নহে ?! এই ধিক্কারজনক মিথ্যা গ্রন্থের প্রমাণ কি কোন চেতস্বান্ ব্যক্তি সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন ? ইহাই গভীর দুঃখ যে অধীয়ান নগেন বাবু এই অবদ্য গ্রন্থের আবর্জনা রাশিদ্বারা আপনার বহুমূল্য বিশ্বকোষের দেহ কলঙ্কিত করিয়াছেন ও কায়স্থপত্রিকাও কলঙ্কিত করিয়েছেন।

অবশ্য কৌতূহলপরতন্ত্র কেহ কেহ নিশ্চয়ই এপ্রশ্ন করিতে চাহিবেন যে,

তবে ধ্রুবানন্দী কায়স্থকারিকা. ওরফে গৌড়কায়স্থবংশাবলী, ওরফে ইদিলপুরী ঘটককারিকা, ওরফে ফরিদপুরী ঘটককারিকা, ওরফে চন্দ্রদ্বীপবংশপত্রিকা নামধেয় এই মিথ্যা গ্রন্থখানার আবির্ভাব হইল কেন? তাহা না হইলে যে পরিচিত পঞ্চশূদ্র ভৃত্যের কায়স্থত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বেদজ্ঞত্ব, ও উপবীতিত্ব সপ্রমাণ হয় না?। তাই ত খূপ সম্ভব হলধর কিংবা তথাবিধ কোন বুভুক্ষু জলধর, কেহ কড়ি খাইয়া এই বাঘের দুগ্ধ দোহন করিয়া দিয়াছেন!!

ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ, দ্বিজন্মানৌ, মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ॥ ৩ পৃষ্ঠা

ইহাও পাদ্মের পাতাল খণ্ডের বচনের ছাপ মারা. বক্তা স্বয়ং ব্রহ্মা। শিক্ষিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ কি মনে করেন. তাঁহাদিগের উৎপত্তিকালে বর্ষীয়ান্ লোক পিতামহ ব্রহ্মা জীবিত ছিলেন? তাঁহারা চিরশূদ্র তাঁহাদিগকে কি এইসকল মিথ্যা বিশেষণের প্রকৃত আধার বলিয়া মনে করেন?। ২১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—

বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥

কান্যকুব্জহইতে কি প্রকৃতপক্ষে পাঁচজন দ্বিজ ও পাঁচজন শূদ্রভৃত্য আগমন করেন না? কুলীন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ কি আপনাদের পূর্ব্বপিতামহগণকে ভৃত্য বলিয়াই অবগত রহিয়াছেন নহে? এখনও কি তজ্জন্য দাসশব্দের জের চলিয়া আসিতেছে না?। কুলাচার্য্যগণ কি বলিয়া গিয়াছেন?—

তস্মাদানয়দাদিশূর নৃপতিঃ পূর্ব্বন্তু পঞ্চ দ্বিজান্,
তানানীয় বিশিষ্টপঞ্চনগরং তেভ্যো দদৌ গৌড়তঃ॥ এড়ু মিশ্র
কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নিকাঃ॥ হরিমিশ্র

তবে আবার মিথ্যা করিয়া পঞ্চের বদলে দশদ্বিজাগমনবার্ত্তা কেন বল? পঞ্চ ভৃত্য ও পঞ্চ দ্বিজ, মোট এই দশজনই কি আগমন করিয়াছিলেন না? ইহাই কি সর্ব্বজনবিদিত পরিজ্ঞাত সত্য নহে? শিক্ষিত কায়স্থভ্রাতৃগণ কি এইরূপ সত্যাপলাপ হইতে দেখিয়া ম্রিয়মাণ হয়েন না? ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত ও সাধারণ ভদ্রমণ্ডলীর সহিত কি ভৃত্য যাওয়ারই নিয়ম প্রচরদ্রূপ নহে?। উত্তর রাঢ়ীয়গণ কি বলিয়াছেন?—

বিপ্র পঞ্চ, করণপঞ্চ, ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চেতে আগমন আদিশূর ভবন॥

এ দেশের রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ, এই পঞ্চ বিপ্রের, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ এই পঞ্চ করণের এবং বাঙ্গালার বঙ্গজ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণ কি এই ভৃত্য পঞ্চের অনন্তরবংশ্য নহেন? নগেনবাবু নিজেও কি তদীয় বিশ্বকোষে (কুলীন শব্দ ৩৪৬ পৃ-২ কলম) উত্তর রাঢ়ীয়দিগের উক্তি এইরূপ বলিয়াই স্বীকার করেন নাই? "উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলাচার্য্যগণের মধ্যে কাহার মতে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ভৃত্য সহ ৫ জন কায়স্থ আনয়ন করেন"। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ প্রণেতা কাশীদাস কি বলিয়াছেন?

যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ শূদ্র আইলা॥ প্রাচীন ঢাকুর

দেশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলপঞ্জিকাসমূহে কি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ শূদ্র-ভৃত্যাগমনের কথা বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায় না?—

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ,
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং।

বঙ্গজগুহবংশের পরিচয় স্থলে কায়স্থবংশাবলী প্রণেতা রত্নেশ্বর বলিয়াছেন।

বিরাট্ দাশরথি শ্রীহর্ষের কিঙ্কর।

মহামতি দেবীবরও লিখিয়া গিয়াছেন—

কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমাখ্যগোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতঃ ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভ মুনিস্বয়ং।
তস্য দাসো মিত্রবংশ্যো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ॥
কালিদাস ইতিখ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ॥

বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূত শ্ছান্দড় শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্‌গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ॥

রাঢ়ীয় ঘটককারিকাতে কি উক্ত রহিয়াছে?

শূদ্রস্যাপি চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ।
উদগ্‌দক্ষিণরাঢ়ৌচ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা॥

সুতরাং বেশ বুঝা গেল, মোট পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন শূদ্র ভৃত্য আগমন করেন, দশ দ্বিজ কিংবা পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আগমনের কথা সম্পূর্ণই অলীক। নব্য ঢাকুর প্রণেতা যতুনন্দন কি বলিয়াছেন?

বল্লাল যেমন করে, তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি, নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলা কুল, কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত॥ ২০ পৃষ্ঠা

সুতরাং বল্লাল যে কান্যকুব্জাগত শূদ্র ৫ জন ভৃত্যসন্তানকে কৌলীন্য প্রদান করেন, তাহাতে কোন আপত্তির দরখাস্ত পেশ করার কথাই নাই? বারেন্দ্র কায়স্থগণ, তাঁহাদিগকে (ঘোষ—বসু—গুহ—মিত্র—দত্তকে) নীচ শূদ্র ভিন্ন কায়স্থ বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কায়স্থকারিকা যে এই শূদ্র ভৃত্য সন্তানদিগকে দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, উপবীতী ও বেদজ্ঞ বলিয়া প্রখ্যাত করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহা কি প্রকৃত কথা নহে? অবশ্য হরিমিশ্র একত্র বলিয়াছেন—

পঞ্চ শুশ্রূষকাঃ পূর্ব্বং কায়স্থা ইহ চাগতাঃ।

কিন্তু যখন শূদ্রসন্তানেরা কৌলীন্য পাইয়া, কায়স্থজাতিতে প্রবেশলাভ করে, হরিমিশ্র তাহার পরে এই কারিকা প্রণয়ন করেন, কাজেই তিনি শূদ্র না লিখিয়া কায়স্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজশুশ্রূষা, দ্বিজেতর শূদ্রেই করিয়া থাকে, সুতরাং দশ দ্বিজার কথা সম্পূর্ণ অলীক। এখন বিবেকশীল কায়স্থ ভ্রাতৃগণ বলুন, যে মিশ্রকারিকা গ্রন্থ এহেন মিথ্যা বহনকরে, যাহার উদ্দেশ্যই সত্যাপলাপ, ও হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করা, তাদৃশ গ্রন্থের প্রণেতা নিঃস্বার্থচেতাঃ সত্যাবিনোদী, কি আদেশবাহী কোন পরবান্? এবং এইরূপ

গ্রন্থ কতদূর প্রামাণ্য ও ইহা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা কতদূর সারল্যামৃত প্রাণিত পবিত্রশৈলী ও অব্যাজমনোহর সাধুমার্গ?।

কায়স্থপুরাণপ্রণেতা স্বর্গগত শশিভূষণনন্দিমহাশয়, এই গ্রন্থের প্রচারয়িতা। তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কিরূপে কোথায় পাইয়াছিলেন, ভূমিকায় তাহার একটী কথাও অবতারিত করেন নাই। অথচ "না আমি কলা খাই না" এই সুরে বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যকুলোদ্ভূত ধ্রুবানন্দমিশ্র-সংরচিত এবং মিশ্রকারিকা বলিয়া অভিহিত। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেম-নারায়ণের সভাপণ্ডিত। ঐ নামে ব্রাহ্মণদিগের একজন ঘটক ছিলেন, এই দুই ব্যক্তি এক কি না? জানিবার উপায় নাই"।

কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস নন্দিমহাশয়ের ইহা জাগ্রৎস্বপ্ন। * বঙ্গদেশে দুইজন ধ্রুবানন্দ মিশ্র বন্দ্যবংশীয় ছিলনা ও নাই, এবং প্রেমনারায়ণের সভা-তেও যে এই নামের কোন কায়স্থকুলাচার্য্য ছিল না, ইহা নন্দিমহাশয়ও জানিতেন, আমরাও জানিয়া আসিতেছি। দুইজন রঘুনন্দন, দুইজন দেবীবর ও দুইজন চৈতন্য থাকার কথাও যেমন আকাশপ্রসূনবিশেষ, বঙ্গদেশে বন্দ্যঘটীয় দুইজন ধ্রুবানন্দমিশ্রের সত্তার কথাও তেমনই বন্ধ্যাপুত্রের কর্ণ-ব্যামোহকারী রোদনধ্বনিবিশেষ। প্রেমনারায়ণের সভার ঐরূপ এক ব্যক্তি এরূপ কোন অমূল্যগ্রন্থের প্রণয়ন করিলে চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসপ্রণেতা সত্যপ্রিয় বিচক্ষণ ব্রজসুন্দর উহার পরিহার করিয়া যাইতেন না। রাজা প্রেম-নারায়ণ বা চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের এমন কোন বেশী সৎকার্য্যপরম্পরা ছিল না, যাহার তালিকা দিতে গিয়া মিত্রমহাশয় ধ্রুবানন্দ ও তদীয় মিশ্রগ্রন্থের কথাটা ভুলিয়া যাইবেন। ফলতঃ বন্দ্যঘটীয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এক ব্যক্তিমাত্রই ছিলেন, তিনি মহাবংশাবলীগ্রন্থের প্রণেতা। বিদ্যানিধি মহাশয় ও মহিমবাবু তাঁহাদের সম্বন্ধনির্ণয় ও গৌড়ে ব্রাহ্মণে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন, নগেন্দ্র-বাবু নিজেও তাঁহার নামকামের কথা—বিশ্বকোষের কুলীন শব্দে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় মূল ও টীকায় বলিয়াছেন। যথা—

* নন্দি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচারয়িতা, অথচ তিনিই আপন কায়স্থপুরাণের ১৫২ পৃষ্ঠায় এই মিথ্যা কারিকার ৪৪ পৃষ্ঠার "বল্লালসেন মিত্রসেনের" পুত্র এই বচনটী ইতি "দেবীবর বচন" বলিয়া ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। ধন্য ইহাদের শৈলীকৈতব।

"শাণ্ডিল্য গোত্রে বীজ-পুরুষ ক্ষিতীশ, তৎপুত্র প্রখ্যাতনামা ভট্টনারায়ণ তৎপুত্র আদিবরাহ, তৎপুত্র সুবুদ্ধি, সুবুদ্ধির পুত্র বৈনতেয়, তৎপুত্র বিবুধেশ, তৎপুত্র গাউ, গাউর পুত্র গঙ্গাধর, গঙ্গাধরের পুত্র শিশু, শিশুর পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র প্রখ্যাতনামা মহেশ্বর বন্দ্য (আদি কুলীন), তৎপুত্র মহাদেব, মহাদেবের পুত্র দুর্ব্বলি, দুর্ব্বলির পুত্র হরি, হরির পুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র মুরারি, তৎপুত্র ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও পৃথ্বীধর, পৃথ্বীধরেব পুত্র গঙ্গাধর, গঙ্গাধরের পুত্র হরিহর, হরিহরের পুত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।" নগেনবাবু টীকাতে ইহাও বলেন যে "দেবীবরের মেলবন্ধনকালে ইনিই কুলীনদিগের পরিচয়ার্থ মহা-বংশাবলী রচনা করেন।"

সুতরাং ইহাই প্রকৃত কথা যে জগতে ধ্রুবানন্দ মাত্র একজনই ছিলেন, তিনিও দেবীবরের সমসাময়িক ব্যক্তি। গৌড়ে ব্রাহ্মণপ্রণেতা মহিমবাবুও বলিয়াছেন।

"ঘটকদিগের উক্তি এই যে দেবীবরঘটকবিশারদ মেলবন্ধন করেন, দেবী-বরের উপদেশ মত ধ্রুবানন্দ মিশ্র গ্রন্থ লিখেন। দেবীবরও বন্দ্যবংশীয়'। গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৫ পৃষ্ঠা। দেবীবর ও চৈতন্য যে সমসাময়িক, তাহার প্রমাণ এই—

চৈঁয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘোবেটা মোটা বুদ্ধি ঘটেকরে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধি দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষ ধর, যারে করে সাথ॥
এইকালে রাঢ় বঙ্গে পড়িলেক ধুম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধুম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥ গৌড়ে ব্রাহ্মণ—২০৯ পৃ।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শাকে ভূমিষ্ঠ হয়েন (চৌদ্দশত সাত শক মাস ফাল্গুন, অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন)। সুতরাং সে হিসাবে প্রকৃত ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বর্ত্তমান সময়েরও ৪১৮ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পক্ষান্তরে মিথ্যা ধ্রুবা-

নন্দ প্রেমনারায়ণের সমসাময়িক ও ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী (ধ্রুবানন্দ প্রায় দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বিশ্বকোষ ৫৯৮পৃ কায়স্থ শব্দ)। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতও ইহাই। সুতরাং বন্দ্যবংশীয় ধ্রুবানন্দ ও এই ধ্রুবানন্দ একব্যক্তি নহেন? নগেন বাবু বন্দ্যবংশের যে বংশমালা দিয়াছেন (কুলীন শব্দ ৩৩৫ পৃষ্ঠা বিশ্বকোষ) তাহাতে এই বংশে ২য় কোন ধ্রুবানন্দের নাম গৃহীত হয় নাই। সুতরাং এ নামও মিথ্যা, এগ্রন্থও মিথ্যা, প্রথম ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়াতেই দুর্জনেরা অবসর পাইয়া তাঁহার পবিত্র নাম দিয়া এই মিথ্যা ধ্রুবানন্দী গ্রন্থ খাড়া করিয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেম নারায়ণের কোন সভাসদ্ এই নামের ছিলেন না, তিনি কায়স্থজাতির গৌরবসংবর্দ্ধক এরূপ কোন গ্রন্থের প্রণয়নও করেন না তাহা হইলে চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ একথা অবশ্যই জানিতেন ও তাঁহাদিগের বংশের ইতিহাসলেখক স্বর্গীয় ব্রজসুন্দরমিত্রমহাশয়ও সে কথাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। ফলতঃ পক্ষে ধ্রুবানন্দ একজন ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শুধু ব্রাহ্মণ জাতির কৌলীন্যাদির কথা আপন গ্রন্থাবলীতে বিবৃত করিয়া যান, বৈদ্য বা কায়স্থ কিংবা নবশাখাদি অন্য কোন জাতির কোন কথা তাঁহার গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ ভিন্ন মূলতঃ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই এবং তিনিও কায়স্থকে শূদ্রই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

পঞ্চ পঞ্চ গোত্র পঞ্চ সহ ভৃত্য পঞ্চ। ধ্রুবানন্দ—
হাত ঘুরায়ে মুলো কয় কলিতে ব্রাত্য।
ক্ষত্রবীর্য্যে শূদ্রাগর্ভে শূদ্রই ত সত্য॥
হরিমিশ্র, এড়ু মিশ্র আর ধ্রুবানন্দ।
জাতিবিচার করিয়া হয়েছিল সানন্দ॥
তাই তাঁরা লিখেছেন কায়স্থ সৎশূদ্র।
শূদ্রজাতি হলেও ব্যবহারে সুভদ্র॥ গোষ্ঠীকথা।

প্রকৃত ধ্রুবানন্দের গ্রন্থের নাম মহাবংশাবলী, সারাবলী ও কুলদীপিকা প্রভৃতি। গদ্য বাঙ্গালা প্রথম পংক্তি বোধ হয় সারাবলী গ্রন্থের বচন হইবে। মহাবংশাবলী সংস্কৃত লিখিত উহার প্রারম্ভ শ্লোক এই—

নত্বা তাং কুলদেবতাং খলুসদা সন্মানসে হংসতাং,
জাতাং ভক্তিবিশেষতঃ কুলসভামধ্যে সদা মোদিতাং।
শ্রীমদ্‌বন্দ্যঘটীয়কাদিকমহাবংশাবলীং ব্যক্ততো,
বক্ষ্যে তৎপরিবর্ত্তবর্ত্তনবিধিং মিশ্রোধ্রুবানন্দকঃ॥

সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এখানে আরও দুইটী শ্লোক অধ্যাহৃত হইল। যথা—

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরত্বাভিমতস্য চ।
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলং॥ কুলদীপিকা।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলীনের সার।
যাঁহা হইতে সেই কুল হইল উদ্ধার॥ সারাবলী।

এখন সকলে তুলনা করিয়া বুঝুন কায়স্থভ্রাতৃগণের ধ্রুবানন্দী কারিকা আর এই সকল বচনাত্মকগ্রন্থে কত বিভিন্নতা?। পাদ্মে পাতাল খণ্ডে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে একটী বর্ণও নাই, স্বয়ং নগেন বাবুও উক্ত পাতাল খণ্ডের বচনে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং যে গ্রন্থের স্বস্তি বাচনই মিথ্যা বচন পরম্পরা দ্বারা, যে বচনাবলীর জন্যই শূদ্রকে কায়স্থ, ক্ষত্রিয় ও বেদবেদান্তজ্ঞে পরিণত করার জন্য, উহাও কি সত্য ও প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়?। নগেন বাবু এই মিথ্যা গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগে পাতাল খণ্ডের বচনাবলী দেখিয়াও যখন ইহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া ইহা দূরে পরিত্যাগ করেন নাই, তখনই জানিতে পারিয়াছি স্বার্থ তাঁহাকেও অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ জগতে ধ্রুবানন্দের গ্রন্থাবলী নাই, তাই দুর্জনেরা অবসর পাইয়া এই মিথ্যা গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছে। প্রকৃত গ্রন্থের অভাববশতই গোপাল শর্ম্মা তদনুকৃতিতে গ্রন্থান্তর প্রণয়ন করেন। যথা—

নত্বা রামপদদ্বন্দ্বং গুরুঞ্চ কুলদেবতাং।
ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা কৃতা গোপালশর্ম্মণা॥
বর্গীকেন হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ।
ততোপি বহুকালেন কৃতাবিপ্রপ্রসাদতঃ॥ গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৫পৃ।

পাঠক আরও একটী আশ্চর্য্য দেখ, যে মিশ্রগ্রন্থে কান্যকুব্জাগত ভৃত্যপঞ্চ প্রধান, উপবীতী, উপযুক্ত দশদ্বিজায় পঞ্চ দ্বিজা ও বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয় বলিয়া

সজোরে সমাখ্যাত, সেই গ্রন্থেই আবার তাঁহারা গায়ত্রীহীন, যজ্ঞসূত্রহীন ও ক্রিয়াহীন শূদ্র বলিয়া বিশেষিত !! গ্রন্থকর্ত্তা দেখিলেন সিন্নি খাইয়াছি, দ্বিজ বলা গেল ? কিন্তু ইহারা ত প্রকৃত দ্বিজ নয়, শেষটা হয় ত ইহাদের পৌরোহিত্য করিতে বলিবে, প্রতিগ্রহ লইতে বলিবে ? অমনি ২।৩ পৃষ্ঠার পরেই সিন্নি খাইয়া ভরা ডুবাইলেন, "তোমরা দ্বিজ বেদজ্ঞ ও ক্ষত্রিয় বটে, কিন্তু তোমরা এখন শ্রুতিচোদনাৎ শূদ্র হইয়াছ"।

হাঁ যদি বুঝিতাম যে একগ্রন্থে ভৃত্যগণ দ্বিজ বলিয়া কথিত হইয়া উহার ৩।৪ শত বর্ষের পর আর এক গ্রন্থে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক আচারভ্রংশবশতঃ শূদ্র বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছেন, তাহা হইলেও মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম যে ভৃত্য ও ভৃত্য সন্তানেরা ঐ কয়েকদিন দ্বিজধর্ম্মা ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা হাতের পাঁচটী বজায় রাখিয়া কেমন কৌশলে দ্বাদশ দণ্ড না যাইতে যাইতেই পরের কড়ি দিয়া ফলার করিয়া সোজাপথ দেখিয়াছেন !! পাঠক দেখ উক্ত মিশ্র গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় যাঁহারা দ্বিজ ছিলেন, ২৮ পৃষ্ঠায় তাঁহারা কেমন মসীকৃষ্ণ শূদ্র বলিয়া বিবৃত—

> গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থাবিপ্র মানদাঃ।
> তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
> ক্রিয়াহীনাৎ চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাৎ গতাঃ।
> তথাহি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিচোদনাৎ॥

কেমন রহস্যপূর্ণ বিবৃতি ? কায়স্থগণ, ব্রাহ্মণের মানসম্ভ্রমরক্ষার্থ যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী ত্যাগ করিলেন. কেন ? যদি হস্ত্যারূঢ় প্রধানেরা, নরযানারূঢ় উপযুক্ত পঞ্চ দ্বিজেরা ব্রাহ্মণের মানের দায়েই উপবীত ও গায়ত্রী ত্যাগ করিবেন, তবে কান্যকুব্জে ও পথে উহা ত্যাগ করিলেন না কেন ? ক্ষত্রিয়গণ কি কুত্রাপি এই হেতুতে যজ্ঞসূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন ? বাঙ্গালায় আসিয়া কি কায়স্থগণের শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল ? তর্কচূড়ামণি হলধর কিন্তু কায়স্থকৌস্তুভের তৃতীয়খণ্ডে বিশদাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

"রাজা আদিশূর অম্বষ্ঠ, কায়স্থ পঞ্চ ক্ষত্রিয়, যজ্ঞসূত্রধারণ ও দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিলে তাঁহার লঘুতা হয়, তজ্জন্য কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ, যজ্ঞসূত্রাদি ক্ষত্রিয়চিহ্ন ত্যাগ করিলেন।"

তবে আবার এখানে এ পাঠান্তর ভাবান্তর ও অবস্থান্তর কেন? একবার বল ব্রাহ্মণের মানের জন্য, আবার বল অম্বষ্ঠ রাজার মানের জন্য সূত্র ত্যাগ, ইহার কোন সামঞ্জস্য আছে কি?। অপিচ ব্রাহ্মণ বা অম্বষ্ঠ রাজার মানের জন্যই উক্ত রাজার স্বজাতি কায়স্থক্ষত্রিয়গণ যুগপৎই উপবীত ও গায়ত্রী ত্যাগ করিলেন, তবে আবার "ক্রমাৎ" ক্রিয়াহীনত্ব ও ক্রমাৎ বৃষলত্ব প্রাপ্তির অবতারণা কেন?। এখানে শ্রুতিচোদনাটাই বা কি হইল? কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণ বা স্বজাতি রাজা দেখিলে পৈতা ফেলাইয়া গায়ত্রী ত্যাগ করিয়া ফিলফোর শূদ্র হইবে, কোন শ্রুতিতে কি এরূপ কোন বিধি ব্যবস্থাপিত আছে? এই মিথ্যা মিশ্রকারিকার ১৭ পৃষ্ঠাতে বিবৃত আছে—

অহঞ্চ ক্ষত্রভূপালঃ শূরশ্চৈক চমূপতিঃ।

আদিশূর বলিতেছেন আমি ক্ষত্রিয় রাজা, একমাত্র শূর ও চমূপতি। আদিশূর কেন অকারণ একথা বলিবেন? কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ও করিতে হইবে, তাই এ প্রলাপোক্তি, একত্র বলা হইল, আদিশূর অম্বষ্ঠ কায়স্থ, অন্যত্র বলা হইল তিনি ক্ষত্রিয়ও বটেন। তাই ত আমরা বলি শূদ্র ভৃত্যের কায়স্থত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব ও সর্ব্বদেবময় হরিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই এ মিথ্যা গ্রন্থের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। কেবল ইহাই নহে, গ্রন্থের আরও বৈচিত্র্য আছে। যথা—

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥

অর্থাৎ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ও দত্ত, এই প্রধানপঞ্চ, গজ, অশ্ব, নরযান সংস্থ ছিলেন, আর অপ্রধান ব্রাহ্মণ পঞ্চ আসিয়াছিলেন; গো-যানে। নগেনবাবু আবার একটী মহামূল্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকা কোথায় কুড়াইয়া পাইয়া বিশ্বকোষে স্থান দিয়াছেন। যথা—

গোয়ানারোহিণো বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদয়স্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

আমরা কিন্তু অধোরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় পাইয়াছি, আবার এই বচন দুইটী। যথা—

ঘোষ উষ্ট্রে বরাহে চ বসুর্ব্যাঘ্রে চ মিত্রকঃ।
গোধায়াং শ্রীগুহপ্রাপ্তো গাধায়াং বিপ্রপঞ্চকাঃ॥

উষ্ট্রপৃষ্ঠে দত্তরাজো "নাহং ভৃত্য" ইতি ব্রুবন্।
যো ভক্ত্যা সম্মিতৌ রাজ্ঞঃ শ্রীগড়াগড়ি দত্তবান্॥

ফলতঃ একালের উপবীতসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণেরা এমন কি যাঁহারা কায়স্থদিগকে এই সকল শ্লোক রচিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ্য বিক্রয় করিয়া খাইয়াছেন, তাঁহারাও কিন্তু গোযানে আরোহণ করিতে চাহেন না, তাহাতে সে কালের সেই দীপ্ততেজাঃ মূর্ত্তিতপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা যে গোপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। শূদ্র ভৃত্য মহাশয়দিগকে প্রধান মহাপুরুষে পরিণত করিতে হইবে, তাই এই মিথ্যা শ্লোকময় হুঙ্কারজনক পূতিগন্ধময় গ্রন্থের অবতারণা। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু এই—

আরুহ্য পঞ্চতুরগানসিবাণতূণকোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতাহিগৌড়ে, রাজাদিশূরপুরতো জলদগ্নিতুল্যাঃ।
বাচস্পতিমিশ্র।

এখন সকলে বলুন, যে মিথ্যা ধ্রুবানন্দনামধেয় গ্রন্থে মিথ্যা বচনাবলী বিদ্যমান, সেই মিথ্যা গ্রন্থের মিথ্যা বচন-সাহায্যে আদিশূরের অম্বষ্ঠকায়স্থত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে কি না?। ফলতঃ আদিশূর ও বল্লালসেন উভয়েই অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্য ছিলেন, তাই তাহার ব্যতীপাত সাধনজন্যই এই মায়া-জালবিস্তার। সেনরাজগণ চেনা অম্বষ্ঠ ছিলেন; এ অম্বষ্ঠ শব্দটীর বিলোপ সাধন করিয়া উঁহাদিগকে কোন নূতন আখ্যায় সমাখ্যাত করিলে, সাধারণ তাহাতে উৎকর্ণ হইবে, তাই মিত্রজ মহাশয় বলিলেন উঁহারা "অম্বষ্ঠ-ক্ষত্রিয়" এই মিথ্যা কারিকা বলিল "অম্বষ্ঠকায়স্থ"! বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নাশের চেষ্টা দেখিতেই হইবে, তাই এই সকল বিসংবাদের অবতারণা। কিন্তু পাঠক দেবীবর প্রভৃতি 'অম্বষ্ঠকুল সম্ভূত আদিশূর নৃপেশ্বরঃ" এই সকল কারিকাতে যে অম্বষ্ঠ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি একমাত্র বঙ্গদেশীয় বৈদ্যজাতি-অববোধক নহে?। রঘুনন্দন আপন শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বে শূদ্র শব্দের পরিগণনা স্থলে ঘোষ বসু শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, আর শুদ্ধিতত্ত্বে অম্বষ্ঠ জাতিকে অতিদিষ্ট শূদ্র বলিতে চাহিয়াছেন। এখানেও কি তিনি বৈদ্য বুঝাইতে এই অম্বষ্ঠশব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন না?। দেবীবর ও রঘু-নন্দনের সময়ে কি এদেশে কায়স্থ ছিল না? এ দেশে অম্বষ্ঠ কায়স্থ থাকিলে

ও রাজগণ সেই অম্বষ্ঠ কায়স্থ হইলে তাঁহারা কি সে কথা বলিতে পারিতেন না ?। ও তাহা হইলে কি সে অম্বষ্ঠের কথা ঘোষ বসুদের একসঙ্গে এক প্রকরণে গৃহীত হইত না ?।

বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বলিলে যে বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ সংসূচিত হয়, তাহা কি কেহ জানেন ? শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি অভিধান সমূহে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ স্থলে কি বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণই একমাত্র অববোধিত হয়েন নাই ?—"পশ্চিম দেশে কায়স্থজাতিবিশেষ"—ইহা বলা হইয়াছে ভিন্ন বঙ্গদেশের কায়স্থবিশেষ এমন কোন কথা কি নগেনবাবুও বিশ্বকোষে অবতারিত করিয়াছেন ? তিনি কি অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ ব্যক্তিস্থলে বলেন নাই—

"তাঁহারই (গালববীরভদ্রাজ অম্বষ্ঠ) বংশধরদিগকে আমরা অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য কহি"। রঘুনন্দন যে অম্বষ্ঠকে শূদ্র বলিয়াছেন তদুল্লেখে নগেন বাবুও কি উক্ত অম্বষ্ঠ শব্দে এ দেশের বৈদ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বকোষে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই ?। সুতরাং নগেনবাবু নিজেও যাহা সত্য বলিয়া জানেন, কোন মিথ্যা প্রমাণের সহায়তায় তাহার অপলাপ করিতে চেষ্টা পাইলে লোকে তাঁহার কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে। যাহা হউক আমরা এই-সকল কৃত্রিম প্রমাণ বলে জয়ন্তকে আদিশূর ও আদিশূরকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

অতঃপর আমরা নগেনবাবুর বল্লালসেনী পালা লইয়া তাহার গৌরব লাঘবের কথা বলিব। তিনি তদীয় বিশ্বকোষের কায়স্থ ও কুলীন শব্দে এবং কায়স্থ পত্রিকার যত্র তত্র মহারাজ বল্লালসেন সম্বন্ধে অনেক আঁচাভুয়া নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। উহার অনেকগুলি কথাই অশ্রুতপূর্ব্ব অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ও অনুদ্ভাবিতপূর্ব্ব। উহার একটী কথা এই যে চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের আদি নিদান রাজা দনুজমর্দ্দনদে ও বল্লালসেনের প্রপৌত্র মহারাজ দনুজমাধবসেন এক এবং অভিন্ন পদার্থ। এবং উক্ত দনুজমর্দ্দনদেই বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া নূতন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহার আর একটী কথা এই যে চন্দ্রদ্বীপের দে-রাজগণ (চন্দ্রদ্বীপের প্রথম ৫ জন রাজা দে বংশীয়, মাঝের কজন বসু বংশীয় এবং শেষের রাজগণ মিত্রকুলপ্রসূত) বঙ্গদেশে প্রখ্যাতনামা সেনরাজগণের এক বংশীয়, একজাতীয়, একমূলজ ও

নেদিষ্ঠ অনন্তরবংশ্য। তাঁহার আর একটী কথা বড়ই সুন্দর ও বড়ই শ্রুতি-মধুর, সে কথাটী এই যে বঙ্গের সেনরাজগণ, বংশে সেন ছিলেন না তাঁহারা বংশে "দে" কায়স্থ ছিলেন। সেই দে-বংশই চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া উপনিবেশিত হয়েন। তাঁহার আর একটী কথা এই যে এ দেশে বল্লালনামে দুইজন রাজা ছিলেন, উঁহার একজন কায়স্থ, তিনিই ব্রাহ্মণকায়স্থের কৌলীন্যবিধাতা এবং তিনিই আদি বল্লাল বটেন। দ্বিতীয় বল্লাল, নামে, কামে, সুখসৌভাগ্যে সর্ব্বাংশেই অবরজ, এবং তিনিই জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, বৈদ্যদিগের কৌলীন্য তাঁহা হইতেই সমাগত। পরন্তু উক্ত আদি বল্লাল কায়স্থ ছিলেন, ক্ষত্রিয় ছিলেন ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন, অম্বষ্ঠ কায়স্থ ছিলেন, করণ কায়স্থ ছিলেন, সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা ছিলেন, সর্ব্বদেবময় হরি ছিলেন, ছিলেন না কেবল হৃদি-শল্য মিবার্পিতং বৈদ্য !! এবং অম্বষ্ঠকায়স্থ মিত্রসেন তাঁহার পিতা ছিলেন। এবং এ বিষয়ের প্রমাণ জন্য তিনি নানা গ্রন্থের প্রমাণ ও ঘটককারিকা উপস্থাপিত করেন। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ বিশ্বকোষ, কায়স্থ পত্রিকা এবং এসিয়াটিক জার্ণেলে প্রকাশিত। ক্রমে এইসকল কথার উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

নগেনবাবু তদীয় বিশ্বকোষের চন্দ্রদ্বীপ শব্দের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-লেখকের মতে বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দ্দনদেই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি। ইনিই মুসলমান ইতিহাসে দনুজ রায়, বা নৌজা ও প্রাচীনতম কুলাচার্য্য কারিকায় দনৌজা মাধব নামে বিখ্যাত"। "ইনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের প্রপৌত্র। তারিখ-ই ফিরোজসাহী নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, দনুজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন"। "ইনি অবশেষে সুবর্ণ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন"।

আমরা কিন্তু দেখিতেছি, নগেনবাবুর এ কথাগুলির একটীও প্রকৃত নহে। আমরা ব্রজসুন্দর মিত্র ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কৃত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস পড়িয়াছি, কিন্তু উহার কুত্রাপি এমন একটী কথাও নাই যে দনুজমর্দ্দনদে, বিক্রমপুর হইতে সমাগত বা তিনি লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র, কিংবা দনৌজা মাধবসেন ও দনুজমর্দ্দনদে এক ব্যক্তি এবং এই দে মহাশয় কোনদিন সুবর্ণ গ্রামের

মৃত্তিকায় পাদস্পর্শও করিয়াছেন। নগেনবাবু যে গ্রন্থের নাম করেন, সে গ্রন্থের সেই প্রাসঙ্গিক স্থানটী যে কেন উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা আমরা বুঝিতেই অসমর্থ! দনুজমাধবসেন ও দনুজমর্দ্দনদে, এই দুইটী নামে যে কি পার্থক্য আছে তাহা বঙ্কিমবাবুর গোখাদক ঐতিহাসিকেরা বুঝিবেন দূরে থাকুক, স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মোক্ষমুলর পর্য্যন্ত বুঝেন নাই যে রাধাকান্তদেব ও চন্দ্রকান্ত দেব শর্ম্মায় কতদূর তফাৎ?

কলিক্যতা অঞ্চলবাসী বাবু নীলরতন মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহের সব-রেজিষ্টার থাকা কালে আমার "দাশগুপ্ত" উপাধি শ্রবণে আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনারা বুঝি রাঢ়ীয়?"—তাঁহার জ্ঞান, দাসঘোষ, দাসবসুও যে জিনিষ, দাশগুপ্ত টাও সেই জিনিষ!! ময়মনসিংহের প্রখ্যাতনামা ম্যাজিষ্ট্রেট ফিলিপ সাহেবের জিজ্ঞাসানুসারে তত্রত্য মোক্তার সাহেবালী মুন্সী সাহেব, উক্ত সাহেবকে নোটবুকে লেখাইয়া দিয়া-ছিলেন যে "দাশগুপ্ত" অর্থ Hidden slave"। খুপ সম্ভব সাহেব উহা কোন মহামহোপাধ্যায়ের থ্রুতে এসিয়াটিক জর্নালে লিখিয়া গিয়াছেন, আর কায়স্থভ্রাতৃগণ ১০০ বছর পরে বলিবেন "দেশের দুইটা বাদশার জাত (সুতরাং মহাকুলাচার্য্য) যখন বলিতেছেন দাশগুপ্ত অর্থ "হিডেন-শ্লেব" তখন এ কথা নিশ্চয়ই প্রকৃত?। ফলতঃ যাঁহারা টুমিটোমবাদী ভট্টাচার্য্য ও হুল্‌ফা-চুন্নন-কেলা-ভাষী মেয়া ছাহেবদের কথামত হিন্দুর জাতি-তত্ত্বাদি নির্ণয় করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগের আক্কেলকে ধন্যবাদ দি। সেনরাজবংশের একটী রাজধানী সুবর্ণ গ্রামেও ছিল, খুপ সম্ভব দনৌজা মাধব সেন তথায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর ভৃত্য দনুজ-মর্দ্দনদেনামক ভুইফোঁড় একটা ন বন্ধু ন বান্ধব লোক যে মুসলমানের কোন্ আক্কেলে সুবর্ণ গ্রাম বা বিক্রমপুরের সেনরাজবংশের কেহকেটা বলিয়া অনুমিত হইল, আমরা তাহা বুঝিতে মহান্ অসমর্থ!! ব্রজসুন্দর বাবু চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের প্রকাণ্ড একটা বংশমালা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি একবারও এ দুঃস্বপ্ন দেখেন নাই যে দনুজমর্দ্দনদে, লক্ষ্মণসেন দেবের পৌত্র!! কিন্তু হরিমিশ্র বরং দনৌজা-মাধবসেনকেই লক্ষ্মণসেনের পৌত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূৎ মহাশয়ঃ।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥

মতিং চাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্থ ভয়াৎ ততঃ।
নং শক্নুবন্তি তে বিপ্রা স্তত্র স্থাতুং যদাপুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরং।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥ বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ.
৩২৬পৃ। সম্বন্ধনির্ণয়—৫৬১ পৃষ্ঠা

দনুজমর্দ্দনদে ও দনৌজামাধব সেন এক হইলে অবশ্যই ব্রজসুন্দরবাবু সে কথা লম্ফ ঝম্প সহকারেই লিখিতেন ও দনুজমর্দ্দনদের বাপ দাদার নামের কোঠায় বল্লাল লক্ষ্মণসেনের নাম বসাইয়া দিতেন। কিন্তু ভুইফোড় দনুজদে কার পুত্র, কার পৌত্র, কার দাদা, কার নানা, ইহার একটী কথাও মিত্র মহাশয় মুখে আনেন নাই। যে ব্যক্তি সুবর্ণ গ্রামের একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী চন্দ্রশেখরের শিষ্য বা ভৃত্য ছিলেন, ইহা বিকার গ্রস্ত রোগীর প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঘটকেরাও চন্দ্রদ্বীপের কুলগ্রন্থে এমন একটী কথার আঁচড় পাড়েন নাই যে দনুজমর্দ্দনদে সেনরাজগণের সহিত কোন সাগন্ধ্যবান্। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনজন্য কায়স্থ সতীশ বাবু ও ব্রাহ্মণ অক্ষয় বাবুর কথা যথাক্রমে অধ্যাহার করিব। যথা—

"মহামতি রাজেন্দ্রলালের অভিপ্রায় যে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করার জন্য কাশ্মীরের কায়স্থ রাজা জয়াপীড়ের সহিত জয়ন্ত বা আদিশূরের কন্যার বিবাহ ঘটাইয়াছেন (ঘটাইয়াছেনই বটে!!)। এই সূত্রে সেনরাজাদিগকে "সেনদেব" উল্লেখে কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এবং বিক্রমপুর যবনহস্তে পতিত হওয়ার পরে সেন বংশীয় বিক্রমপুরের শেষ রাজা মহারাজা দনুজমর্দ্দনদেব বা মুসলমান ঐতিহাসিকের উল্লিখিত দনৌজামাধবকর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপরাজ্য স্থাপন অবধারিত করিয়া অবশেষে এই দেববংশীয় শেষরাজা জয়দেবের দৌহিত্র বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত বসু বংশীয় রাজা পরমানন্দরায়কে চন্দ্রদ্বীপের প্রথম বসু বংশীয় রাজা স্থির করিয়াছেন। * * * কিন্তু ঘটকদিগের পুথিতে মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের পূর্ব্ব পুরুষ, কোন কায়স্থ রাজবংশের উল্লেখ নাই। ৩৫পৃষ্ঠা বঙ্গীয় সমাজ।

পূজনীয় অক্ষয় বাবু বলিতেছেন, তিনি (নগেন বাবু) ফরিদপুরের কোন ঘটক মহাশয়ের পুস্তকে—

চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো সেনবংশসমুদ্ভবঃ

উক্ত বচন দেখিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের বংশ মালা মুদ্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত রাজবংশের আদি পুরুষ দনৌজামাধব, বসু ও মিত্র মহাশয়দিগের নিকট কুটুম্ব। কিন্তু এই দনৌজামাধব যে কাহার পুত্র, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তিনি সেনবংশোদ্ভূত বা কোন বিখ্যাত রাজ বংশজাত হইলে তাঁহার সযত্ন প্রতিপালিত ঘটক মহাশয়গণ তাঁহার পিতা, পিতা মহের নাম ছাড়িয়া দিয়া বংশমালা রচনা করিয়াছিলেন কেন, তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না"। ঐতিহাসিক চিত্র ২৯৭ পৃষ্ঠা।

এখন সকলে চিন্তা করুন, হরিমিশ্র যে দনৌজমাধবসেনের বাপদাদার নাম নিশিন্দা দিলেন, সেই দনৌজামাধব'সন ও চন্দ্রশেখরের ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দে এক ব্যক্তি হইলে চন্দ্রদ্বীপের রাজঘটকেরা কেন হরিমিশ্রের পদানুসরণ করিতে বিরত থাকিবেন? বিরত থাকার কারণ ইহাই যে তাঁহারা এই দুই লোককে পৃথক্ দুই জন লোকই জানিতেন এবং দনুজমর্দ্দনদের পিতাও কোন পরিচয়দানযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, কোন সামান্য লোক ছিলেন, তাই তাঁহারা দনুজমর্দ্দনদেকে শিববৎ নকুল অবস্থাতেই রাখিয়া দিয়াছেন?। একটা রাজার বাপ অমুক তমুক বা অমুক সরকার ফরকার লেখা যাইবে, তাহা দেখিতে শুনিতে ভাল হইবে না, তাই তাঁহারা স্বনামধন্য দনুজমর্দ্দনের বাপ দাদার নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক দনুজমর্দ্দনদে ও দনৌজা মাধব সেন কখনই এক ব্যক্তি নহেন এবং চন্দ্রদ্বীপের দে-কায়স্থ রাজাদিগের সহিতও বিক্রমপুর বা সুবর্ণ গ্রামের সেনরাজগণের কোন সম্পর্ক বা সংস্রব থাকার কথাও সম্পূর্ণ অলীক।

নগেন বাবু বিশ্বকোষে কুলীনশব্দের ৩২৯।৩৪৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন ইদিল-পুরের প্রাচীন ঘটক কারিকা পাঠে জানা যায় দনৌজা যৌবন কালেই পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতটে চন্দ্রদ্বীপনামকস্থানে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। ৩২৯ পৃঃ। "ইদিলপুরের প্রাচীন ঘটক কারিকায় লিখিত আছে, দনৌজার পুত্রের নাম রমাবল্লভ রায়"। ৩৪৩ পৃঃ। তিনি এই পৃষ্ঠার স্থানান্তরে বলিতে-ছেন—"চন্দ্রদ্বীপ ও ইদিলপুরস্থ প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকাপাঠে ও বৈবাহিক সূত্রে স্পষ্ট জানা যাইতেছে বল্লালসেনদেবপ্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণ, দেব

উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা যদি অপর কোন জাতি হইতেন তাহা হইলে সেনবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা (চন্দ্রদ্বীপ পতি) জয়দেব (দে) কখনই কায়স্থের সহিত (পরমানন্দ বসুর) নিজ কন্যার বিবাহ দিতেন না”।

যদি নগেন বাবু ইদিলপুরের প্রাচীন কারিকাতে এরূপ কথাই লেখা দেখিয়াছিলেন, তবে কেন তিনি কারিকার সেই স্থানটী নিজগ্রন্থে উদ্ধৃত করিলেন না? যে বিষয়ের লিখিত প্রমাণ থাকে, সে বিষয়ের মৌখিক প্রমাণ যে অগ্রাহ্য, তাহা কি নগেন বাবু অবগত নহেন? চন্দ্রদ্বীপের কোন্ প্রাচীন কারিকাতে তিনি পাইয়াছেন, যে বল্লালসেনপ্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণ দেব উপাধি ধারী কায়স্থ ছিলেন? জয়দেবদে নির্জ্জলা কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ দনুজমর্দ্দন দে সন্ন্যাসী চন্দ্রশেখরের পরিচিত ভৃত্য, সুতরাং তিনি কায়স্থ ছিলেন বলিয়াই কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করিয়াছেন। জয়দেব বা দনুজমর্দ্দনের সহিত সেনরাজগণের কোন সম্পর্কই ছিল না। চন্দ্রদ্বীপের স্বাধনী রাজা জয়দেব দে, তৎপিতা হরিবল্লভ দে, তৎপিতা কৃষবল্লভ দে, তৎ পিতা রমাবল্লভ দে, তৎপিতা দনুজমর্দ্দন দে। আমরা ব্রজসুন্দর বাবুর চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসপাঠে ইহা জানিতে পারিতেছি। সত্যভীরু ব্রজবাবু তাঁহার লেখনীহইতে এমন একটী কথাও বাহির করেন নাই, যে দনুজমর্দ্দনদে বা জয়দেবদে সেনরাজগণের কেহ কেটা কিংবা, উঁহারা সেনদেব উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। নগেন বাবু কিন্তু বিনা প্রমাণেই দনুজমর্দ্দনসেনদেব বা জয়দেব সেনদেব প্রভৃতি অসম্ভব কথা লিখিতে আজি বদ্ধপরিকর এবং বঙ্গীয়সমাজ রচনাকর্ত্তা সতীশবাবুও নগেন বাবুর এই প্রমাদের অনুগামী!!.

যদি প্রাচীন কুলজীতে এইরূপই লেখা থাকে যে দনুজমর্দ্দনদের পিতা বিশ্বরূপসেন বা কেশবসেন, পিতামহ লক্ষ্মণসেনদেব, তাহা হইলে বাবু অক্ষয়কুমার-মৈত্রেয় ও বাবু সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী কেন চীৎকার করিলেন যে কুলজী গ্রন্থে দনুজমর্দ্দনদের বাপাদাদার কোন নাম নাই? নগেনবাবু নিজেই বা কেন এশিয়াটিক জারনেলে লিখিলেন যে—

I have not been able to ascertain from the genealogies of ancient families whose son Danuja madhab was—G. A. S. B, LXV. Part 1.

নগেনবাবু একত্র বলিতেছেন দনুজের বাপদাদার নাম জানি না, আবার বলিতেছেন দনুজের পিতা কেশবসেন বা বিশ্বরূপসেন, বিশ্বরূপের পিতা লক্ষ্মণ সেন, লক্ষ্মণের পিতা বল্লাল সেন, ইহা কি ঘোরতর বিতর্কের কারণ নহে?। এরূপ বিপ্রলাপবহুল প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি একটা চেনা বৈদ্য জাতীয় রাজ পরিবারকে কায়স্থ বানাইতে সমুৎসুক, ইহা কি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসমীচীনতা নহে?। সতীশ বাবু ও উকিল জানকীনাথমিত্রও নগেনবাবুর দেখা দেখি দনুজমর্দ্দনের পিতার স্থানে বিশ্বরূপসেনকে খাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কি এ জন্য ঐতিহাসিক জগতের নিকট দায়ী নহেন?।

পাঠক তোমরা ধীরচিত্তে স্থিরমনে ভাবিয়া দেখ হরিমিশ্রের কারিকা মতে দনুজমাধবসেনের পিতা কেশবসেন, পিতামহ লক্ষ্মণসেন, প্রপিতামহ বল্লাল সেন, আবার দনুজ মর্দ্দনদেব কে পিতা কে মাতা তাহা না জানেন ঘটকগণ, না জানেন নগেন বাবু নিজেও, সুতরাং এই সবাপ ও নির্ব্বাপ সবান্ধব এবং নির্ব্বান্ধব, ভর্ত্তা ও ভৃত্য পরস্পর বিরুদ্ধ দুই ব্যক্তি কি প্রকারে এক বলিয়া অনুমিত হইতে পারেন। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন দুই সহোদর ভ্রাতা। নগেন বাবুর স্থলান্তরের কথামত বরং দনুজ মাধব সেন ও দনুজমর্দ্দনদে দুই খুড়তাত ভাই হইতে পারেন, উঁহাদের সাম্য বিঘোষণারও ত কোন হেতুই দেখা যায় না। আর দে দনুজ যে সেন বিশ্বরূপের কোনপ্রকার পুত্র, নগেনবাবু কি তাহার সমর্থন জন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন?। যদি দ্বাদশ যুগ সময় দেওয়া যায় তাহা হইলেও কি উপস্থিত করিতে পারিবেন।

সেকালের মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বভাবতই প্রতিভাশূন্য। সপ্রতিভ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও হিন্দু মুসলমানের নাম ধাম লইয়া নানা গোলযোগ করেন। এখনও অনেক সিভিলিয়ান চণ্ডীমণ্ডপ তলপদিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় মুসলমানের কথায় দুইটী পরিপন্থী বস্তুকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্তই হাস্যজনক ব্যাপার। দনুজমাধবসেন ঘরোয়া ডাকনামে দনৌজা বলিয়া আহূত হইতেন। কুলাচার্য্যগণ তাই দানৌজা মাধব বলিয়া গিয়াছেন। নৌজাও দনৌজার বিপরিণতি মাত্র। নৌজা, দনুজ মাধব ও দনৌজা মাধব একই ব্যক্তি। দনুজমর্দ্দনদে, উহাহইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। দনুজ ভাগের সাম্যবশতঃ একদেশদর্শীরা এই প্রমাদ ঘটাইয়া গিয়াছেন। নগেনবাবুর

আত্মাটা সেই প্রমাদের নিকট নতমূর্দ্ধা ?। কেননা তিনি প্রয়োজনের দাস ?।

নগেনবাবু উক্ত ৩৪৩ পৃষ্ঠায় (বিশ্বকোষ) আবার বলিয়াছেন "প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকায়, দনৌজামাধব, লক্ষ্মণসেনদেবের প্রপৌত্র ও কেশবসেনদেবের পৌত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইদিলপুরের প্রাচীন ঘটক কারিকায় লিখিত আছে দনৌজার পুত্রের নাম রমাবল্লভরায়, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ রায়, তৎপুত্র জয়দেব রায়"—

যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা ইহা হইতে এইমাত্র সত্য উদ্ধার করিতে পারিতেছি যে, দনুজমাধবসেন ও দনুজমর্দ্দনদেব উভয়ই ঘরোয়া মতে "দনৌজা" বলিয়া আহূত হইতেন, মাধব ও মর্দ্দন ভাগ উহ্য থাকিত, কাজেই উভয়ের নাম দনৌজা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তাহাতে রাজা সেনদনৌজা ও চন্দ্রশেখরের ভৃত্য দে দনৌজার সমীকরণ ব্যাপার কি সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতাবিশেষ নহে ?। যদি কেহ সরলভাবেও এরূপ বিকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তথাপি তাঁহার সে বিকার প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণতর, ইহাই বুঝিতে হইবে। হরিমিশ্রের দনৌজা ও ইদিলপুরীঘটকের দনৌজা দুই সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। নগেনবাবু কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া লেখনী সঞ্চালন করিলে তাঁহাকে এ প্রমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইত না। আর একটী আশ্চর্য্য এই যে নগেনবাবু পুনঃপুনঃ ইদিলপুরী প্রাচীন কারিকার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, অথচ উহার কোন বচন অধ্যাহার করেন নাই, ইহার নিগূঢ় কারণ কি ? আমরা ত জানি যে একদল কায়স্থযুবা মিথ্যা ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকাকেই কখন মিশ্রকারিকা, কখন ইদিলপুরীকুলাচার্য্য-কারিকা, কখন ফরিদপুরী ঘটককারিকা কিংবা কখনও বা গৌড়কায়স্থবংশাবলী বলিয়া সংসূচিত করেন। চন্দ্রদ্বীপের বংশাবলীকারিকাও ঐ একই পদার্থের দ্যোতক মাত্র। আমরা মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কারিকাই দেখিয়াছি, কায়স্থভ্রাতৃগণ বাকীগুলির নাম শ্রাবণ ভিন্ন কিণ্ডার-গার্টনপ্রণালী-অনুসারে বস্তু প্রদর্শন করেন নাই, কাজেই এবিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ ?। যাহা হউক আমরা এ যাত্রা এই অনভিজ্ঞতা লইয়াই যাইব, দনুজমাধবসেন ও দনুজমর্দ্দনদেকে কখনই এক ভাবিব না। ফলতঃ চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দনদে আদিঅন্ত চন্দ্রদ্বীপের ভূম্যধি-

কারী ও রাজা ছিলেন, তাঁহার সহিত সুবর্ণগ্রাম বা বিক্রমপুরের মহোচ্চ রাজসিংহাসনের কোন সংস্রবই ছিল না। পক্ষান্তরে, বৈদ্যসেনরাজগণের গৌড়, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামে রাজধানী ছিল। মহারাজ দনৌজা মাধবসেন যবনভয়ে সুবর্ণগ্রামে যাইয়া গৃহ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানগণ "দনৌজা" এই নামগত সাম্যসন্দর্শনে রাজা ও ভৃত্য উভয়কেই এক ভাবিয়া গিয়াছেন। দনুজ দে রাজা নহে, ভূতপূর্ব্ব ভৃত্যই ছিলেন। তবে নগেনবাবু সে ছিদ্রেরও রিপু করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তিনি আপন বিশ্বকোষে ভৃত্যকে শিষ্য বলিয়া সনন্দ প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"প্রবাদ এই—চন্দ্রশেখরচক্রবর্ত্তীনামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন, দনুজমর্দ্দনদে নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন। সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া বেড়াইতেন। ১৪৩—৪৪ পৃ। চন্দ্রদ্বীপ শব্দ বিশ্বকোষ।

আমরা জানি পঞ্চভৃত্য, শূদ্রভৃত্য ছিলেন, কোন নিষ্ঠাবান্ মহাপণ্ডিত কায়স্থবীর ছিলেন না, দনুজমর্দ্দনদেও শিষ্য ছিলেন না, সোজাসুজী ভৃত্য ছিলেন। তথাপি যদি শিষ্যও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে যাযাবর গুরুর সহিত ভ্রমণশীল যাযাবর দনুজমর্দ্দনদে ও রাজসিংহাসনসংস্থ দনুজমাধবসেন কি প্রকারে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন? নগেন বাবু "সহসা বিদধীত নক্রিয়াং'' নীতি বাক্যটী ভুলিয়া যাইয়া নানা গল্পদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। ভৃত্য কথাটীকে এত না পছন্দ করিলে চলিবে কেন?। পাঠক দেখ একালের পঞ্চম বেদ এসিয়াটিক জার্ণেলে দনুজমর্দ্দনদে কি বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছেন -

An other legend connected with chandradwip is in formar days a holy ascetic by name Chandrashekhar Chakrabarti, was in the habit of travelling about with is servant Danuj mardan De. One night the goddess Bhagabati appeared to him in a Vision, and told him that in the river near his boat were several images which he must secure. The following morning he made his servant dive for them, and each time he brought up a stone image, unfortunatly, he did not try

a third time or he would have found Lakhmi, the goddess of prosperity. The two images he found in the river Sonda, and they are still shown by the Chandradwip Family.

Chandrashekhar then predicted to his servant that the sea would soon become dry land, and that he would be the Raja of it. He also told him to call it Chandradwip after the name of his master.

J. A. S. B. Val XLII Page 206—208.

এখন সকলে ধীরমনে স্থিরচিত্তে বল, নগেনবাবু, দনুজমৰ্দ্দনদেকে যে শিষ্য বলিয়াছেন, আর ঐতিহাসিক ঘোষমহাশয়গণ ও সতীশবাবু বঙ্গীয় সমাজে যে পঞ্চভৃত্যকে নিষ্ঠাবান্ পঞ্চ মহাপণ্ডিত কায়স্থবীর বলিয়াছেন, আর মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কারিকাতে যে উক্ত পঞ্চভৃত্যকে উপযুক্ত দশ দ্বিজার পঞ্চ দ্বিজা বলা হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যগত কোন সাম্য আছে কি না?। যে ব্যক্তি জার্ণেলে পুনঃপুনঃ ভৃত্য বলিয়া বিশেষিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি প্রভুর আদেশে অতল জলে ডুব দিয়া পাষাণ প্রতিমা উত্তোলন করিয়াছিল, সেই ব্যক্তির সহিত রাজা দনুজ মাধবসেনের সাম্য বিঘোষণা করিয়া বৈদ্য সেনরাজগণকে কায়স্থে পরিণত করার চেষ্টা কি অগরীয়সী নহে?। সোন্দা বা সুগন্ধা নদী শুষ্ক হইয়া স্থলে পরিণত হইলে চন্দ্রশেখরভৃত্য দনুজমৰ্দ্দনদে, তথায় নূতন রাজা হয়েন। এখনও ত অনেকে সুন্দরবনে জমি রাখিয়া লাল হইয়া যাইতেছে? যে প্রতাপাদিত্যকে লইয়া আজ কলিকাতার লোক নানা লম্ফ ঝম্প দিতেছেন, নেমকহালাল ভারতচন্দ্র যাঁহার দ্বারদেশে বায়ান্ন হাজার ঢালী খাড়া দেখিয়াছেন, সেই প্রতাপাদিত্যও কি সুন্দরবনের জমিদারী পাইয়া আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়া ছিলেন না? দনুজমৰ্দ্দনও ঐরূপ কপালে পুরুষ ছিলেন মাত্র, সুতরাং অভিষিক্ত রাজা দনুজমাধবসহ সেই ভৃত্য দনুজার সাম্য বিঘোষণা ঠিক নহে।

অতঃপর আমারা দেখিব নগেনবাবু যে চির পরিচিত সৰ্ব্ববাদিসুসম্মত সেনরাজগণকে "দে" কায়স্থ ও "দে-বংশীয়" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহা কতদূর সনিদান ও প্রকৃত। তিনি কুলীন শব্দে ৩৪৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—"চন্দ্র-

দ্বীপ ও ইদিলপুরস্থ প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকাপাঠে ও বৈবাহিকসূত্রে স্পষ্ট জানা যাইতেছে বল্লালসেনদেবপ্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণ দেবউপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন"।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থগণ আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠতর; বঙ্গদেশে ইহা একটী প্রচরদ্রূপ জনশ্রুতি যে বল্লালাদি সেনরাজগণ কায়স্থ ছিলেন; এবং বঙ্গদেশের সেনরাজগণ বংশে সেন নহেন. বংশে—"দে-কায়স্থ" ছিলেন। হায় হায় কালমাহাত্ম্যে এ সব কথাও আমাদিগকে জীবিতাবস্থাতেই শুনিতে হইল! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি?। কিন্তু আমরা তারস্বরে গগনমেদিনী বিকম্পিত করিয়া বলিতেছি, ইহার একটী কথাও প্রকৃত নহে। বৈদ্য কায়স্থের কে বড় কে ছোট, তাহা আমরা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে বলিয়াছি, সেনরাজগণের বৈদ্যপ্রবাদ কি কায়স্থ প্রবাদ, তাহা ইণ্ডোএরিয়ানে মাননীয় রাজেন্দ্র বাবুও বলিয়াছেন।

The universal beleif in Bengal is, – that the Senas were of the medical caste.

অর্থাৎ আমাদের বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের সার্ব্বভৌম বিশ্বাস ও অবগতি যে সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন। সুতরাং সিংহমহাশয় তদীয় সেনরাজগণ গ্রন্থে সেনরাজগণের কায়স্থপ্রবাদ থাকার কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য। এবং আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব যে নগেনবাবুও যে সেনরাজ গণকে "দে" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাও সম্পূর্ণ প্রমাদপূর্ণ। নগেন বাবুর এতদূর সাহস ও বুকের পাটা হইবে, ইহা ভাবনারও অতীত পদার্থ।

"ভারতে ভারতী তার কে শুনেছে কবে"?—এই ভারতবর্ষে কেহ কোন দিন কি এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা কর্ণগত করিয়াছেন, যে সেনরাজগণ 'দেকায়স্থ' ছিলেন? এ কথা লিখিতে নগেনবাবুর হৃৎকম্প হইল না? তাঁহার বিবেক তাঁহাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিল না? লোকলজ্জা তাঁহাকে একবারও সতর্ক করিয়া দিল না?। ইহা কি তাঁহার সম্পূর্ণ কুসংস্কার নহে? ইহা কি তাঁহার প্রমাণাদির অক্ষরার্থপরিগ্রহ ও পদার্থগ্রহের সম্পূর্ণ বৈক্লব বলিয়া মনে করিতে হইবে না?। ইহা তাঁহার জাগ্রৎসুষুপ্তি বা জ্ঞানকৃত মহাপাতক বলিলে কি তিনি দ্বিরুক্তি করিবেন?।

সত্যভীরু ব্রজসুন্দরবাবু চন্দ্রদ্বীপের রাজপরিবারের অনুমোদন ও নিদেশ ক্রমেই চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস প্রণয়ন করেন, সে আজ প্রায় ২০।৩০ বৎসরের কথা। তাঁহার গ্রন্থে রাজবংশের একটী সুদীর্ঘ বংশমালাও গ্রথিত রহিয়াছে। রাজগণও তাহা আজ এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনুমোদন করিয়া আসিতেছেন। উহাতে এমন একটী কথা নাই যে দনুজমর্দ্দন দে, বল্লালসেনপ্রভৃতিও দে এবং তাঁহাদের নামের শেষাংশ সেনশব্দ সনাথ অর্থাৎ তাঁহারা দনুজমর্দ্দনসেন দেব, রমাকান্তসেনদেব, জয়দেবসেনদেবপ্রভৃতি ভণিতাযুক্ত নামে৹ প্রখ্যাত। দনুজমর্দ্দন বা তাঁহার বংশধরগণ, বল্লালসেনের কোন ধার ধারেন, এক রৌদ্রে ধান শুকাইয়া খান, এরূপ একটী আশাজনক দুঃস্বপ্নের কথাও উহাতে বিদ্যমান নাই। উক্ত রাজবংশও আজপর্য্যন্ত এ কুস্বপ্ন দেখিতে অভ্যস্ত হয়েন নাই যে, তাঁহারা বঙ্গীয় সেনরাজগণের অনন্তরবংশ্য কিংবা বিক্রমপুর অথবা সুবর্ণগ্রামের রাজসিংহাসনের সহিত তাঁহাদের কোন কাক-কোকিলবৎ সম্পর্কও ছিল ?। ব্রজবাবু দনুজমর্দ্দনাদি পাঁচ জনকে সোজা কথায় “দে” বিশেষণে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নামে যে সেন বলিয়া একটা (ইন্দ্রনাথ ইন্দ্রকৃষ্ণবৎ) ভণিতা আছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, রাজগণও তাঁহার গ্রন্থে সেন না দেওয়াতে কোন ভুলভ্রান্তি হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। তথাপি আজি নগেন বাবু ও সতীশ বাবু প্রভৃতি যুবকবৃন্দ দনুজমর্দ্দনসেনদেব, জয়দেবসেনদেব, প্রভৃতি লিখিতে বদ্ধপরিকর !! নগেনবাবু তাঁহার বিশ্বকোষে যতবার সেনরাজগণের নাম লইয়াছেন, তাহার একবারও তিনি একটী নাম ‘সেনদেব’ এই যুগল শব্দাত্মক ভিন্ন শুধু সেন বলিয়া প্রখ্যাপিত করেন নাই !! পাছে সেন বা দেব কথাটী ছুটিয়া যায় !!! কিন্তু আমরা দেশের শিক্ষাদীক্ষাসমুন্নত জানপদবর্গকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, নগেনবাবুর এই নবোদ্ভাবিত প্রত্নতত্ত্ব কি অদোষ-সমাঘ্রাত হইতেছে ?। সেনরাজগণ কি বস্তুতই দে-কায়স্থ ছিলেন ?। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা কি একমাত্র ‘দে’ কথাটী লইয়াই ভবলীলা সাঙ্গকরিয়া চলিয়া যান নাই ?

যদি সেনরাজগণের দেত্বই প্রকৃত হইবে, তাহা হইলে মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র কেন সে কথা একবারও মুখে আনয়ন করিলেন না ? যিনি বৈদ্য নাম

শ্রবণে আজন্ম কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিয়া আসিলেন, সেই সিংহমহাশয়ই বা কেন একবারও উহা স্বপ্নে দেখিলেন না? তাঁহারা কি স্ব স্ব গ্রন্থে একবারও "সেনরাজ" ভিন্ন "দেবরাজ" শব্দের অবতারণা করিয়াছেন? তাঁহারা কি একবারও চন্দ্রদ্বীপের "দেরাজ" বংশের সহিত বঙ্গের "সেনরাজ" বংশের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকার কথা মুখেও আনিয়াছেন? বস্তুতই ইহা কি আজ ভারতে নূতন ভারতী নহে যে, সেনরাজগণ প্রকৃতই রামা শ্যামা-দের মতন দেকায়স্থ ছিলেন?। অবশ্য নগেনবাবু তাঁহার এই মতেব পোষণজন্য নানা প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তারস্বরে বলিতেছি, বঙ্গের একটী অপোগণ্ড শিশুও নগেনবাবুর এই উদ্ভাবনীশক্তির লীলাবৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। চিরদিনের পরিচিত সেনবংশ, আজি নূতন প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর হাতে পড়িয়া দে হইয়া গেল। সেনরাজগণের "সেন" কথাটা যদি উপাধিই না হয়, যদি উহা তাঁহাদিগের নামৈক দেশই এতদিনে সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাক, তাহা হইলে উঁহাদিগকে কেন তোমরা তবে এত দিন "সেনবংশ" বলিয়া সমাখ্যাত করিলে? দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ, কই ইঁহাদিগকে ত তোমরা কেহ কোন-দিন ঠাকুর ও দেববংশ ছাড়া ইন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রকৃষ্ণ বংশ বলিয়া ডাক না ও জান না? তবে সেনবংশীয়দিগকে কেন নামৈক দেশ ধরিয়া তদ্বংশীয় বলিতে সমুদ্যত হইলে? বলিবে পালবংশীয়গণকেও ত পালবংশীয় বলিয়া সংসূচিত কর? উঁহারাও ত পালোপাধিক নহেন? তা ঠিক্, উঁহারা পালোপাধিক ছিলেন না, পাল উঁহাদের নামৈকদেশ মাত্র। কিন্তু সে দোষ আমাদের নহে। বিদেশীয় জাতিহীন জাতিতত্ত্বানভিজ্ঞেরাই উঁহাদিগকে পালবংশীয় বলিয়া মিথ্যা আখ্যাত করিয়াছেন। কোন তাম্রফলক বা কোন কুলজীতে উঁহাদের বংশ পাল বিশেষণে বিশেষিত হয় নাই এবং উক্ত রাজকুলও কোন দিন আপনাদিগকে পালবংশীয় বলিয়া পরিচিত করেন নাই। কিন্তু সেনরাজগণের কথা কখনই তথাবিধ নহে?। তাঁহারা আদি অন্ত সেনবংশীয় বলিয়া সমাখ্যাত! "সুজোহি সেনান্বয়ঃ"—"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে"—"সেনকুলকমল-বিকাশ ভাস্করঃ"—এই কথাগুলির অর্থ তলাইয়া দেখ, তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উঁহারা বংশে সেন ছিলেন, এ সেন কথাটী, ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রকৃষ্ণ ও পাল কথার

ন্যায় নামৈকদেশ নহে। মহারাজ বল্লালসেন তদীয় দানসাগরে কি স্বয়ংই লিখিয়া যান্ নাই যে—

"অবনেভূর্ষণং সেনবংশঃ"।

মহারাজ বল্লাল, দে হইলে কি লিখিতে পারিতেন না যে—

"অবনেভূর্ষণং দেববংশঃ"?।

নগেনবাবু কি এত কথার পরও তাঁহার চিত্তবিকারের পদার্থগ্রহে অসমর্থ হইবেন?। এই বল্লালোক্তি কি তাঁহার বিকারের জলন্ত রসায়ন নহে?। তবে বলিতে পার, উঁহারা সেনদেব বলিয়াও বিশেষিত হয়েন কেন? সেন যদি উপাধিই হয়, তাহাহইলে দেবটাকে কি বলিয়া ঠাহরিতে হইবে? এই দেবটী উপাধি নহে, অভিষিক্তরাজগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ভট্টারক ও দেবপ্রভৃতি শব্দে আখ্যাত হইতেন। সেনরাজগণ এদেশে ছত্রধারী রাজা ছিলেন, তাঁহারা বান্দর তাড়াইয়া সুন্দরবন বা জল ছেঁচিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া ছিলেন না, অভিষিক্ত রাজা ছিলেন; তাই উঁহাদিগের উপাধি সেন শব্দের অন্তে দেব শব্দ সংযোজিত হইয়া আসিতেছিল। যথা—

রাজা ভট্টারকো দেব স্তৎসুতা ভর্ত্তৃদারিকা।
দেবী কৃতাভিষেকায়া মিতরাসুচ ভট্টিনী॥ অমরকোষঃ।

এই দেব শব্দের অর্থ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা। ইহা বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ সোণারবেণে কিংবা ভাণ্ডারী কায়স্থদিগের উপাধি সংসূচক দেবপদ নহে। সে "দেব" শব্দও এই আকার বিশিষ্ট, কিন্তু এই প্রকৃতি বিশিষ্ট এরূপ ভাবিতে ও বুঝিতে হইবে না। শ্যামলবর্ম্মদেবের নামেও এইরূপ দেবশব্দের সংযোজনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তিনিও চন্দ্রদ্বীপ বা অন্য কোন দেববংশীয় কায়স্থ বলিয়া অববোধিত হইবেন না। তিনি ক্ষত্রিয় বা মাহিষ্য ছিলেন, তাই আপনাকে ক্ষত্রিয়চিহ্ন বর্ম্মাউপাধিতে বিশেষিত করেন। বর্ম্মা তাঁহার উপাধি, দেব তাঁহার ছত্রধারিত্ব সংসূচক সম্মানার্হ পদবিশেষ। আগরতলার মহামান্য রাজগণও এই দেববর্ম্মা বিশেষণে বিশেষিত। বল্লালসেনদেবের বেলাও সেন তাঁহার উপাধি এবং দেব তাঁহার অভিষিক্তরাজত্বসংসূচক পদবী মাত্র। সুতরাং নগেনবাবু এস্থলে সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কুপথগামী

হইয়াছেন, অভিন্নরূপগোষ্ঠী অবশ্যই তাহাই সিদ্ধান্ত করিবেন। নগেনবা এসিয়াটীক জর্ণেলে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন।—

After I had finished the above article, I obtained from a old. Ghataka of Faridpur, a Vangshabali of the Kings o Chandra-dwipa. This Vangshabali in a verse clearly describe Jaydeva the fifth king of Chandradwipa, as descended from the Sen dynasty. The Sloka runs thus:—

তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো সেনবংশসমুদ্ভবঃ॥

From the above, there can be no dubt of Danuja and his descendants being descended from the Sen dynasty. More over I have heard from the old Ghataka, that Danuja and his successors styled themselves Rajas of Chandradwipa.

Asiatic journal. Vol-LXV : part I ; page 37.

কিন্তু আমরা এই কারিকা পাঠ ও ফরিদপুরী বর্ষীয়ান্ ঘটকের নাম শ্রবণ করিয়া একবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। নগেনবাবু এই বুড়া ঘটকপঞ্চানেনর নামটী, বাড়ীঘরের ঠিকানাটী আপন প্রবন্ধে স্থান দান করিলেন না কেন? নগেনবাবুর আজকাল কুলাচার্য্য ও ফরিদপুরী, ইদিলপুরী ঘটকচূড়ামণিদিগের সহিত এত বেশী দেখা সাক্ষাৎ হইবার কারণ কি?। বৃদ্ধ ঘটকটীর কি কোন নাম ধাম ছিল না? তিনি কোন্ গ্রন্থহইতে ইহা অধ্যাহার করিয়া দিলেন, কেন তাহা বিতং দিয়া বলা হইল না? এরূপ ভূইফোড় অজনিসম্ভবা কারিকা কি সাধারণের মনঃপ্রসাদনে সমর্থ হইতে পারে?। কায়স্থভ্রাতৃগণ, তাঁহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি প্রতিপাদনজন্য যেন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কখন বলিতেছেন, আমরা প্রজাপতির পাদপদ্মজ চতুর্থবর্ণ শূদ্র; কখন বলিতেছেন আমরা ব্রহ্মপাদপদ্মপ্রসূত শূদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মস্তকে কুশাসনবাহী পঞ্চম বর্ণ, কখন বলিতেছেন, আমরা ব্রহ্মকায়প্রভব কায়স্থ, কখন বলিতেছেন আমরা চিত্রগুপ্তপ্রভব কায়স্থ ক্ষত্রিয়!! আবার সম্প্রতি দুইটী দল হইয়াছে, একদলের নেতা টাকি শ্রীপুরের জমিদার মাননীয় বাবু বিভূতিকাব্যতীর্থ ও

ভূপতি কাব্যতীর্থ (গুহবংশীয়) মহাশয়দ্বয় (দুই সহোদর)। ইঁহারা বলিতেছেন আমরা ক্ষত্রিয়ও নহে, উপবীতীও নহি, আমরা "কায়স্থ"। আর একদল বলিতেছেন, আমরা চিত্রগুপ্তপ্রভব ক্ষত্রিয় এবং উপবীতী; আবার নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ একদল বলিতেছেন, আমরা ক্ষত্রিয়; কিন্তু উপবীতার্হ নহি * !! এখন "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"। ব্যবস্থা মন্দ নয়, ক্ষত্রিয় হইব, কিন্তু সাজিব—

ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, পেলারাম সর্দ্দার।

কেন বাবা ? ক্ষত্রিয় হইলে তাহার লওয়া জিমা পৈতেটী থাকিবে না কেন ? ঘোড়ায় চড়িব, কিন্তু লাগাম দিব না, হাতীতে চড়িব, কিন্তু হাওদা ব্যবহার করিব না, তা কেন ?। ফলতঃ কায়স্থভ্রাতৃগণ, স্বজাতির উৎকর্ষ সংস্থাপন জন্যও যেমন দিশাহারা হইয়াছেন, বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নাশের জন্যও তেমনই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, নতুবা আজ কেন সেনরাজগণের জাতিগত প্রশ্ন লইয়া এত উন্মার্গপ্রস্থিতি ?। আমরা একে একে দুই চারিটী উদাহরণ প্রদর্শন করিব, তাহাতেই সকলে বুঝিবেন কায়স্থভ্রাতৃগণ বস্তুতই কুপথ সমাশ্রয় করিয়াছেন কি না। যথা—

নগেন বাবুর ফরিদপুরী ঘটক কারিকা	মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকা।
১। তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী।	তস্য মাতামহকৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো সেনবংশ সমুদ্ভবঃ॥	চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশসমুদ্ভবঃ॥
I. A. S. B. Vol LXV. Part i	৬৯।৭০ পৃষ্ঠা।

এখন চক্ষুষ্মান্, চেতস্বান্ ও বিবেকবান্ ন্যায়পরায়ণ পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন, এই দুইটী জিনিশ, একই কারিকরের হাতের বস্তু কি না ?। তফাৎ কি ? তফাৎ, দক্ষিণদিকের শ্লোকের ৪র্থ চরণের "দেব" শব্দটী ফেলিয়া তথায় শিবের ঝোলা হইতে তণ্ডুলাপহারী নন্দীর মতন অতিসন্তর্পণে "সেন" শব্দটী বসাইয়া দিয়া বামদিকের শ্লোকটী খাড়া করা হইয়াছে, এই দেব ও সেনে যা তফাৎ ?। বঙ্গীয়সমাজগ্রন্থেও এই শ্লোকটী (সেন সনাথ) গৃহীত হইয়াছে।

---

* উপরের মন্তব্য পড়িয়া কেহ মনে না করেন, যে আমি কায়স্থের উপনয়নের পক্ষপাতী।
৶৹ পৃষ্ঠা—কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়।

তৎপরে যজ্ঞোপবীত প্রার্থী কতিয় কায়স্থের আগ্রহেও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দুই একটী শ্লোক পড়িয়াছেন ও উপবীতপ্রিয় কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন। ঐ—১৮ পৃষ্ঠার শীর্ষদেশ।

দৃষ্টি মাত্রই কি সকলে একস্বরে বলিবেন না যে দক্ষিণ দিকেরটী আদর্শ. বাম দিকেরটী প্রতিলিপি। তবে অবিকল নহে, বিকল। নগেনবাবু বলিতেছেন, বামদিকেরটী তাঁহাকে একজন ফরিদপুরী বৃদ্ধ ঘটক সম্প্রদান করিয়াছেন। ঘটকটীর কি নাম নক্ষত্র নাই ?। লালমোহন বিদ্যানিধি, কখন কাহা হইতে কি পাইলেন, তাহার সূক্ষ্ম হিসাবটী পর্য্যন্ত দিয়াছেন, আর মিত্রজমহাশয়, ও নগেনবাবু একি আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা শুধু "ইতি কুলাচার্য্য," ইতি ফরিদপুরী বৃদ্ধঘটক"—"ইতি বংশীবদনীঘটককারিকা" ?। তাঁহাদের এহেন বায়ুভূতনিরাশ্রয়নির্দ্দেশে লোকে যদি বোকামিবশতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মনে কোন প্রকার বিরুদ্ধ মত পোষণ করে, সন্দেহ করিতে চাহে, তবে কি নগেন বাবু, প্রভৃতি তাহাদিগকে মন্দ বলিতে পারিবেন ?। ঘটকটী যুবা কি বৃদ্ধ হ্রস্ব কি দীর্ঘ, পাংশু কি বামন, তাহা জানিলেন, অথচ তাঁহার নিজের সাফাইর জন্য তাহার নাম ধাম ও গ্রন্থের ঠিকানা জানিয়া যে প্রবন্ধে ব্যবহার করা অতি কর্ত্তব্য ছিল, তাহা নগেন বাবুর মনে জাগিল না ?।

পাঠক, নগেনবাবু, দক্ষিণের মিশ্রকারিকাখানির একজন পোকাবিশেষ। তাঁহার বিশ্বকোষে, যত্র তত্র উহার জয়বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন। ইটী তাঁহার চেনা বামুণ। সুতরাং তিনি কেন বৃদ্ধকে বলিলেন না—"ওগো ঠাকুর মশাই। এযে ধ্রুবানন্দী কায়স্থ-কারিকার বচন ?।

অবশ্য তোমরা বলিবে, আচ্ছা দেব কাটিয়া সেন করা হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি ?। পাঠান্তর কি থাকে না ? উহা পাঠান্তর। না তাহা নহে, চন্দ্রদ্বীপের রাজগণকে (দেকায়স্থ দিগকে) সেনরাজগণের অনন্তরবংশ্য বানাইবার জন্যই এ পরিবর্ত্তবর্ত্তনবিধি ?। ইহা পাঠান্তর কখনই নহে, ইহা রূপান্তর ও জাল। কেন না যিনি এ শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, তিনি জানেন যে

ভূপালঃ + দেব = ভূপালোদেব।

কিন্তু যে এই দেব ফেলিয়া দিয়া সেন শব্দ বসাইয়াছে, সে কখনই সংস্কৃতজ্ঞ বা সামান্য ব্যাকরণজ্ঞও নহে। কেন না—

ভূপালঃ + সেন = ভূপালোসেন।

কখনই হইতে পারে না। স পরে থাকিলে অকারের পরবর্ত্তী বিসর্গস্থানে ওকার হয়, ইহা মহাত্মা পাণিনিরও জ্ঞানের অতীতপদার্থ। নিশ্চয়ই কোন

গোলালোকে এই বিকার ঘটাইয়াছে। সে কে ?। তাহা ভগবান্ জানেন। হাঁড়ী খেগো মেয়েগুলির গলায় মাছের কাঁটা বিন্ধিয়া থাকে, এখানেও "ভূপালো সেন-বংশ" অংশটীতে ভূপালের "ওকার" রূপ কাঁটাটী শ্লোকবিকৃতকারীর গলায় বিন্ধিয়া গিয়াছে। জগতে এইরূপ করিয়াই চোর ধরা পড়িয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে চক্ষুষ্মান্ নগেনবাবু ইহা না দেখিয়াই আপন প্রবন্ধস্থ করিয়াছেন। তিনি বা সোসাইটীর পণ্ডিতমণ্ডলীও যে কেন ইহা ধরিলেন না, তাহা ভগবান্ জানেন!

যে কারণেই হউক আমরা বলিতে বাধ্য, নগেন বাবু এই বিকৃত মিথ্যা প্রমাণের বলে চন্দ্রদ্বীপের রাজাদিগকে সেনরাজগণের সগন্ধ বানাইতে অসমর্থ হইয়াছেন। নগেনবাবু নিজেও ত দক্ষিণদিকের শ্লোকটী বিশ্বকোষের কুলীন শব্দের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ এই সেন ও দেব গত বিকারের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই !!

তৎপর দেখ—নগেনবাবু কায়স্থপত্রিকার ৪০৫পৃষ্ঠাতে নিম্নলিখিত দুই নম্বর কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ৺ বংশীবদন বিদ্যারত্নঘটকের সংগৃহীত প্রাচীনকুলগ্রন্থে পাইয়াছি",—

২। ধরাবেদব্যোমক্ষৌণীমিতে সিংহস্থভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীমদ্‌বল্লালভূপতিঃ॥

নগেন বাবুর বংশীবদনী কারিকা।

বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থ ভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোৎভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ॥

১৫২—পৃষ্ঠা কায়স্থপুরাণে নন্দীবাবু।

৩। জয়ধরান্বয়ে জাতো মিত্রসেনোমহামতিঃ।
চকার রাজ্যবিস্তারং লৌহিত্যাৎ স্বর্ণপুরকং॥
বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্করে।
অভবৎ তস্য পুত্রশ্চ শ্রীমান্ বল্লালভূপতিঃ॥

মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কারিকা ৪৪ পৃষ্ঠা।

এবারও সকলে ভাবিয়া বল দেখি, উপরের কবিতা দুইটী নিম্নস্থ কবিতা-দ্বয়ের শৃঙ্গপুচ্ছব্যবচ্ছেদজ নহে কি না ?। ব্যবচ্ছেদকর্ত্তা কে ? কে, তাহা ভগবান্ জানেন, কিন্তু যিনি ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহার অপরাধও সামান্য

নহে ?। বলিবে এ পরিবর্ত্তনের হেতু বা প্রয়োজন কি ? প্রথম হেতু "কায়েতি ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকার প্রতি অনেকেরই ঘোরতর সন্দেহ ও তীব্র ঘৃণা, তাই ইহা কোন নূতন নামে বিশেষিত হউক। জিনিশ এক, কেবল লেবেল খানার একটু যা পরিবর্ত্তন। তবে জিনিশেও যে কিঞ্চিৎ জল না মিশিয়াছে তাহা নহে। আসল শ্লোকে বল্লালের প্রাচুর্ভাব কাল ১১১৪ শকাব্দ ; নন্দীবাবুর শ্লোকেও তাহাই, ২য় কৃত্রিমটীতে উহা ১০৪১ শকাব্দ বলিয়া বিবৃত। বল্লালকে যাহারা ১০৪১ শকাব্দের লোক বলিয়া স্থির রাখিতে চাহে ও তাহাতে যাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনাও আছে, এ বিকার তাহারাই ঘটাইয়াছে। এই উর্দ্ধদিকের শ্লোক দুটী যে কৃত্রিম ও অধোদিকৃস্থটীর বিকৃতি তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। নগেন বাবু কৃত্রিম বস্তু ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে অসতর্ক জ্ঞানে নিন্দা করিতে চাহি ?। তিনি একজন অধীয়ান যুবা, আমাদের অপেক্ষাও তিনি বেশী জানেন যে কোন্ গ্রন্থের কোথায় কি আছে, সুতরাং তিনি কেন যার তার মিথ্যা কথায় বিমোহিত হয়েন ? যদি বংশীবদনের গ্রন্থেই নিজে পাইয়াছিলেন, তবে কেন সে গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা পত্রাঙ্ক প্রবন্ধস্থ করিয়া আপনার পথ পরিষ্কৃত রাখিলেন না ?। তিনি বলিলেন, ইহা বংশী-বদনের বদন সমাগত, নন্দিবাবু কায়স্থপুরাণে বলিয়াছেন, ইতি দেবীবর মিশ্র। আদত কিন্তু ইহা মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার সমুদ্রমন্থনজ মহারত্ন মাত্র ?। তাই আমরা একটু থতমত খাই। তারপর দেখ—

৩। চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অভবৎ তস্য বংশেচ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥ ১২ পৃষ্ঠা।

" ধ্রুবানন্দী মিথ্যা কারিকা

৪। অহঞ্চ ক্ষত্রভূপালঃ শূরশ্চৈক চমূপতিঃ।
হিড়িম্বী তাম্রলিপ্তাখ্যৌ কোচশ্চ বিজিতো ময়া॥ ১৭ পৃষ্ঠা

৫। অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশপ্রসিদ্ধকং।
তৎকুলেষু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতিঃ॥ ৪২ পৃষ্ঠা
জয়ধারন্বয়ে জাতঃ মিত্রসেনামহাকৃতিঃ।
অভবৎ তস্য পুত্রশ্চ শ্রীমান্ বল্লালভূপতিঃ॥ ৪৪ পৃষ্ঠা

ধ্রুবানন্দী মিথ্যা করিকা

৬। গতে শাকে পঙ্কাম্বুধিখকমিতে করণকুলে।
শ্রিয়া বল্লালনামা অজনি বিজয়াৎ ব্রহ্মজনুষা॥

কায়স্থ পত্রিকা ৪০৫ পৃষ্ঠা ধৃত রাণাঘাটী ৺সাতকড়ি ঘটক সংগৃহীত কুলগ্রন্থ বচন।

এখন সকলে বিচার কর, একই আদিশূর অম্বষ্ঠও কায়স্থও বটেন, আবার ক্ষত্রিয়ও বটেন, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এক ইহা কি কেহ প্রমাণ করিয়াছেন? কেহ প্রমাণ করিতে পারিলে আমি তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা দিতে প্রস্তুত আছি। তৎপরে একত্র বল্লাল অম্বষ্ঠকায়স্থ, অন্যত্র আবার করণকায়স্থ বলিয়া সমাখ্যাত। পশ্চিমে কি এই দুই শ্রেণীর কায়স্থ পরস্পর আদান প্রদান ও আহার বিহার শূন্য পৃথক্ দুইটী কায়স্থ শ্রেণী বলিয়া পরিজ্ঞাত নহেন? তবে একই ব্যক্তিকে এক একবার এক এক বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা কেন? পাঠক দেখিতে পাইবে নগেন বাবু বল্লাল বংশকে দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। তবে কি বল্লাল কেবল বৈদ্য ছাড়া আর সর্ব্বজাতিময়ই ছিলেন?। এখানে বল্লাল মনুক্ত ব্রাত্য অন্ত্যজ করণই হউন বা মনুক্ত বৈশ্য শূদ্রাজ করণই হউন, উহার একটীও অম্বষ্ঠ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের সহিত সমীকৃত পদার্থ নহে। সুতরাং যদি এই সকল ব্যাপারসন্দর্শনে কোন কুলোক মনে করে যে কায়স্থভ্রাতৃগণ সেনরাজগণকে অবৈদ্যে পরিণত করিতেই অভিলাষী তাঁহারা বৈদ্য ছাড়া আর যাহাই হউন, তাহাতে কায়স্থ ভ্রাতৃগণের কোন ইষ্টাপত্তি নাই। যদি কেহ বলে যে বল্লালসেনের জাতিটা রাজদ্বারবিশোভী নৈয়ায়িকদিগের অভাবপদার্থ কৃষ্ণমতঙ্গজ, তবে তাহাতেও আমূল কায়স্থ কুল "তথাস্তু" বলিতে লোলজিহ্ব, কিন্তু সর্ব্বথা বৈদ্য না হওয়াটাই চাই। এ হৃদিশৈল্যমিবার্পিতং বৈদ্যকথাটা কিছুতেই তাঁহারা শ্রুতিগত করিতে প্রস্তুত নহেন। ৬ নম্বরের এ সাতকড়ি ঘটক আবার কে এলেন? কায়স্থ ভ্রাতৃগণের যে দেখিতেছি, ঘটকের অক্ষয় তূণে অংসপৃষ্ঠ সংনদ্ধ?। আমরা পুনঃপুনঃ এইরূপ ভুইফোড় ঘটক ও ভুইফোড় কারিকা দেখিতেও সম্পূর্ণ নারাজ। গোলামনবি বলিয়াছেন—

"দুটো টাকা দিলে দুটো লিখে দেয় শ্লোক।"
"হিন্দু রাজা থাকিলে ধরিয়া দিত ফাঁশী"।

যদি কেহ দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া মনে করে যে কায়স্থভ্রাতৃগণই এই-সকল কারিকার আমদানী কর্ত্তা, তাঁহাদের কড়িই এই বাঘের দুধ সমাহর্ত্তা, সাত-

কড়ির প্রসবিতা তাহা হইলে কি কেহ তাহাকে ষোল আনা দোষ দিতে পারেন?। হাঁ এ কথা ঠিক যে ঘটকেরা যাহা দিয়াছেন, কায়স্থভ্রাতৃগণ নির্ব্বিচারচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজে সংস্কৃত জানেন না, কাজেই অনেক সময়ে অনেকে তাঁহাদিগকে প্রতারিত করে। আমরাও তাহাই ভাবি, যত দিন তাঁহারা অনুস্বারবিসর্গের মারপেচগুলি ঠাহরিতে না পারিবেন, ততদিন একটু গোলই বটে, কিন্তু কোন কোন কায়স্থের ব্যবহারে যে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই? দেখ জঙ্গিপুরের একজন প্রধান উকিল বারেন্দ্র কায়স্থ কৃষ্ণ বল্লভ-বাবু কি করিয়াছেন—(কায়স্থ পত্রিকা ৩৯৮ পৃষ্ঠা)

কায়স্থ পুত্র বল্লাল যা করে তা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥

বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত॥

নব্যভারত ১৩০৯ অগ্রহায়ণ ৪১৬ পৃষ্ঠা।

মূল ঢাকুর ২০ পৃষ্ঠা বাবু মধুসূদন সরকারস্ত সাংহাং জঙ্গিপুর।

ইহা দেখি ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান। কায়স্থ পত্রিকা ৪০০ পৃষ্ঠা

এখন পাঠক একবার প্রথম পংক্তিটির দিকে তাকাইয়া দেখ, কি দেখিতেছ? নীচের পংক্তিটী বিকার গ্রস্ত হইয়া উহা—বল্লালকে কায়স্থ পুত্র বলিয়া বিশেষিত করিতেছে? আর কি দেখিতেছ? কায়স্থ প্রধান স্থলে মন্ত্রীর প্রধান করা হইয়াছে। ইহাও কি ঘটকের দোষ? না ইহা পাঠান্তর? একই জঙ্গিপুরে দুই প্রকার পাঠান্তর? আমাদের নিকট যে মুদ্রিত (কায়স্থ কর্ত্তৃক) ঢাকুর আছে তাহাতেও ত ঐ ২০।২৪ পৃষ্ঠার চিহ্নিত পাঠের অনুরূপ কথা গুলিই দেখা যায়? সুতরাং মূর্খলোকেরা কি ইহা মনে করিতে পারে না যে বল্লালকে জাতভায়া বানাইতে মতলব আঁটিয়াই কেহ এই বিকারের পয়দা করিয়াছেন? সে কে? তাহা ভগা জানে? কৃষ্ণবাবু উকিল, আইনজ্ঞ লোক

তিনি কি জাল করিতে পারেন ? অবশ্য কোন নীচাশয় বদ্‌লোকেই করিয়াছে, কৃষ্ণবাবু শুধু নিমিত্তভাগী মাত্র। কিন্তু এরূপ পাঠভেদ কোন গ্রন্থে থাকিলেও কৃষ্ণবাবুর তাহা চিন্তা করা উচিত ছিল যে বারেন্দ্রকায়স্থ কৃষ্ণচরণ মজুমদার যাহা ছাপাইয়াছেন, উহা সকলের ঘরে ঘরে আছে, বিশেষ ঘোরতর বৈদ্যবিদ্বেষ্টা কাকিনীয়ার ৺ গোবিন্দমোহনবিদ্যাবিনোদ বারিধি এই ঢাকুরের যে সমালোচনা করিয়া একখানি গন্থ প্রতি ঢাকুরও ছাপাইয়াছেন, তিনিও—

"কায়স্থপুত্র বল্লাল"—"ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান"

এরূপ কোন পাঠ জানা থাকা বলেন নাই ও "বল্লাল যেমন করে, তাহার তাহা হয়"—এ পাঠের কোন অলীকত্ব খ্যাপন করিয়াও যান নাই। ভৃগুনন্দী যে বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন, এ কথাও তিনি অনবগত ছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণবল্লভ বাবুর এ অভিনব পাঠ, পাঠকের চক্ষে পড়িতে দেওয়াই ভাল হয় নাই। সকল লোক ত আর পণ্ডিত নয়, মূর্খ ও দুষ্ট লোকও ত জগতে বহু আছে, কেহ যদি তাঁহার বিরুদ্ধে মন্দ কল্পনা করে ?। আচ্ছা এ * * * ই চিহ্নগুলি বা কেন ? কৃষ্ণ বাবু বড় উদারচেতাঃ ?

"পাছে শ্যামাঙ্গে পায় বেদনা,
তাই বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি"র

মতন দুইটী কঠিন বোঁটা দুইটী পংক্তি ফেলিয়া দিয়াছেন। পাছে পঞ্চভৃত্য সন্তানের কাহার মনে বেদনা লাগে ?। চাই ত এইরূপ পরহৃদয়গ্রাহিতাই চাই, কিন্তু ঘরের ঢেঁকী বাবু মধুসূদনসরকারমহাশয় কায়স্থের পৈতার মহান্ উদ্যোক্তা হইলেও নব্যভারতে এই বোঁটাদুটী আরও মোটা করিয়া চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন ও "শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত" ইহার সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণ বাবুর সদুদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন। এবং তিনি বল্লালকে কায়স্থ পুত্র না করিয়া আরও গুরুতর অপরাধী হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি কায়স্থ জাতির রন্ধ্রগত শনি ও মহান্ সজাতিদ্রোহী। কৃষ্ণবাবু কেন এলোকটার কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা করুন না ?। রিপু না করিয়া গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ ?

এখন পাঠকগণ বুঝ, হাগন্তীর অপেক্ষাও দেখন্তীর লজ্জা বেশী কি না ? কায়স্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে আজ বহু যুবা শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত, আমি তাঁহাদের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে বিচারপ্রার্থী হইলাম, তাঁহারাই বলুন, যাহারা এইসকল বিকারের

উদ্ভাবয়িতা তাহারা কিরূপ দণ্ডার্হ ?। যাহা হউক আমরা যাহা লিখিলাম ও যাহা যাহা দেখাইলাম, তাহাতেই সকলে বুঝিয়া লইবেন, সত্য কতদূর অক্ষত রহিয়াছে। এবং বল্লালসেন দেকায়স্থ ও দনুজমাধবসেন ও দনুজমর্দ্দনদে এক না পৃথক্ এবং সর্ব্বজাতিপরিচিত চেনা বৈদ্য সেনরাজগণকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বা দেকায়স্থ ভাবা উচিত কি না ?। পাঠক দেখ, চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ তৎকালে ঐতিহাসিক গণের নিকট আপনমুখে যে বংশবিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা কি বলিয়াছেন—

The history of the chandradvip Family as given by themselves is as follows :—

It is curently belived that the sons of the five kayasthas who accompanied the five Brahmans from kanoj in the reign of Ballal sen (বোধ হয় আদিশূর হইবে) settled in Bakla chandradvip, a Pargona which included the whole of the modern zilla of Bakargange with the exception of Maholl Silimabad. The first of the chandradvip family was Donuj mordon De.

He is styled by the Ghatak as "Raja", and he was the first samajpati or president of the Bangaja kayasthas,

He leved according to the pedigree, in the fourteenth century The Ghatak enumerated Seventeen Rajas of ehondradvip up to the present day, while they name twenty three generations since the immigration of the kayasthas from kanoj.

I. A. S. B. Vol XL II Part I Page 206—208.

পাঠকগণ ইহা হইতেই ভাবুন, যদি চন্দ্রদ্বীপের রাজারা সেনরাজগণের কোন ধার ধারিতেন, তবে তাঁহারা এখানে তাহা না বলিয়া ছাড়িতেন কি না ?। তাঁহারা পঞ্চ ভৃত্যকেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অভিব্যক্ত করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে বল্লালের কেহ কেটা ভাবা বিড়ম্বনামাত্র। ইহারই নাম "মা অপেক্ষা মাসীর দরদ বেশী" ?। নগেনবাবু কি ইহার পরও সেন রাজগণকে দে ও দে রাজগণকে সেন বানাইতে চাহেন ?। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা টের পাইলে তাঁহাকে কি ভাবিবেন ?।

আমরা এখানে আশিয়াটীক জার্ণেলহইতে নগেন্দ্রবাবুর লিখিত সেনরাজ-

বংশের একটী বংশমালা এখানে বিন্যস্ত করিলাম। এবং চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস রচয়িতা সত্যভীরু স্বর্গগত ব্রজসুন্দরমিত্র ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট মহাশয়প্রদত্ত বংশক্রমও এখানে পাশাপাশী বিন্যস্ত হইল। তাহা দেখিয়া সকলে স্থির করিবেন, প্রকৃত রহস্য কি। যথা—

নগেনবাবু নিজেই লিখিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশলেখকের মতে বিক্রমপুরহইতে সমাগত দনুজমর্দ্দন দেব চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা (চন্দ্রদ্বীপ শব্দ ১৪৫পৃ বিশ্বকোষ)। তবে তিনি এখন "দনুজমাধবদেব" পাইলেন কোথায় ? উহা কি এক জিনিশ ? এবং এক পাল সেনরাজা যে দনুজদের পূর্ব্বপিতামহ রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, উহা কি সম্পূর্ণ অমূলক ব্যাপার নহে? নগেনবাবু না নিজেই এশিয়াটিক জার্ণেলে লিখিয়াছেন যে দনুজমর্দ্দনদের কে মাতা কে পিতা তাহা জানি না ? "সদাসেনের" বেটা "দনুজদে" এটী কি অদ্ভুত ব্যাপার নহে ?। সতীশবাবু আবার সদাকে পছন্দ না করিয়া বিশ্বরূপের গলায় বরমাল্য দান করিয়াছেন। যার গরু সে বলে বাঁজা, আর পাড়াপড়শীও নয় আর এক রাজ্যের নগেনবাবু বলেন যে ওটা "বরিষ বিয়ানী" !!! কিন্তু অদ্যাপি

চন্দ্রদ্বীপের রাজারা জানেন না যে তাঁহারা বল্লালসেনের কেহ কেটা ও এত দিনে তাঁহাদিগের বংশরূপ নীল নদের লেজার দিক্‌টা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় নগেনবাবু বহুমূল্য বিশ্বকোষখানিকে একটী সার্ব্বজনীন মহারত্নে পরিণত করিলেন না, উহা একখানী সাম্প্রদায়িক কায়স্থকোষে পরিণত হইল। তাও মূর্ত্তিধরা ছেলের মত একবার এ কথা, আর একবার সে কথা। মানুষ স্বাধীন, কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। ব্রজবাবু কি দনুজকে সুবর্ণগ্রাম বা বিক্রমপুর হইতে সমাগত ও মাধবান্ত বলিয়াছেন ?। অপিচ হরিমিশ্র কি দনুজমাধবকে কেশবের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই ? নগেনবাবু কাহাকে আদর্শ করিয়া এই বংশমালা রচনা করিলেন ?। সেনের বেটাও দে, হইয়া থাকে ?

নগেনবাবু সেনরাজগণকে একবার ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমরা তাহার খণ্ডনার্থ যাহা বলিবার তাহা যথাস্থানে বলিয়াছি, এইক্ষণ তিনি যে স্থলান্তরে আবার ঐ একই ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের সাহায্যে উঁহাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ বা মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহার কথা বলিব। তিনি বলিতেছেন—

"ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের প্রধান কায়স্থগণ, অদ্যাপি ব্রহ্মক্ষত্রিয়নামে পরিচিত, এবং তাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বীরসেনকে "দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র" বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাহা ঐ শিলালিপির বচনদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তাঁহারাও যে দাক্ষিণাত্যকায়স্থের ন্যায় আপনাদিগকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" আখ্যায় অভিহিত করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে"।

৬০১ পৃষ্ঠা বিশ্বকোষ, কায়স্থশব্দ।

স্থলান্তরে বলিয়াছেন—"বাস্তবিক স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ব্রহ্মক্ষত্রিয় দাক্ষিণাত্য রাজগণের মধ্যে—বীরসেনের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে"। যথা—

সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্যঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতিখ্যাতঃ ততোঽভূৎ ভুবশঙ্করঃ ॥ ২৫
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোঽপিচ ॥ ২৬—৩৪অঃ।

"শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সৌমিনীদেবতাভক্ত, এই বীরসেন রাজাই সম্ভবতঃ সেন-বংশের আদিপুরুষ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন"। ৩১০পৃষ্ঠা কুলীন শব্দ বিশ্বকোষ।

নগেনবাবু একত্র বলিয়াছেন যে "জয়ন্ত বা আদিশূরকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলে যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না"। (৫৯৭ পৃ—১ম কলম-কায়স্থ শব্দ)। স্থলান্তরে বলিয়াছেন "দেবীবর, বাচস্পতি ও ধ্রুবানন্দপ্রভৃতি কুলাচার্য্য-গণের মতে বল্লালসেন, অম্বষ্ঠ কুলজাত মিত্রসেনের পুত্র। ৬০০পৃষ্ঠা কায়স্থশব্দ বিশ্বকোশ। আবার এখন বলিতেছেন, উঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় কায়স্থ, অন্যত্র বলিয়াছেন, বল্লাল "করণ কায়স্থ" অর্থাৎ কেবল বৈশ্য নহে। দেবীবর ও বাচ-স্পতি মিশ্র কোন্ গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় বল্লালকে মিত্রসেনের নন্দন বলিয়াছেন, নগেনবাবু কি তাহা বলিতে ও দেখাইয়া দিতে পারিবেন?। প্রকৃত ধ্রুবানন্দও ত উহা কুত্রাপি বলেন নাই, এ তাঁহাদের জাল প্রেমনারায়ণী ধ্রুবানন্দের উক্তি বটে। যাহা হউক নগেনবাবুর এই সকল উক্তি যদি যুক্তিবিরুদ্ধ বিপ্রলাপ না হয়, তাহা হইলে জগতে আর কোন্ বাক্য বিপ্রলাপের উদাহরণ ভূমি হইবে?। দাক্ষিণাত্যে এক শ্রেণীর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের বা মূর্দ্ধাবসিক্তের বিপরিণতি, তাহাতে আমরাও দ্বিরুক্তি করি না। আমাদেরও ত ইহাই মত যে কায়স্থ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট জাতি নহে, জাতিহারাণ নানা জাতির সমাহারে জাতি কায়স্থ গঠিত। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও সম্বন্ধ-নির্ণয়ে যে মুলোর কারিকা দিয়াছেন, উহাতেও কায়স্থ জাতি, ক্ষত্রশূদ্র প্রভৃতি আগুরির বিপরিণতি বলিয়া বিবৃত। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ যদি কিছু পড়াশুনা করিয়া তাঁহাদের ঐহিক আত্মতত্ত্বের খপরটা নেন, ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে বারুদ বপনের পাতিটা গ্রহণ না করেন, কুবুদ্ধিতে প্রতারিত না হন, তাহা হইলেই ত সকল কোলাহল থামিয়া যায়। যাহা হউক দাক্ষিণাত্যের উল্লিখিত সৌমিনী-দেবতাভক্ত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বীরসেন ও বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেন যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহার কোন অব্যাহত প্রমাণও কি প্রদর্শিত হইয়াছে? অবশ্য দাক্ষি-ণাত্যের কতকগুলি কায়স্থ (পাঠারীয় প্রভু) যে আপনাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ বলেন, আমি তাহাতে নারাজ নহি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াজাত জাতির নাম ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা মূর্দ্ধাবসিক্ত। ঐ মূর্দ্ধাবসিক্তগণ পিতৃকুলের ব্রাহ্মণ্য ও মাতৃকুলের ক্ষত্রিয়ত্ব নিবন্ধন একতর গৌণব্রাহ্মণ ও গৌণক্ষত্রিয়ও বটেন, পরন্তু তাঁহারা

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও উচ্চ জাতি। ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরেই তাঁহাদিগের সিংহাসন সংস্থাপিত, পরশুরাম প্রভৃতি* এই বংশের উদাহরণ ভূমি। এবং উক্ত মূর্দ্ধাবসিক্ত বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ স্বকর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক লিপিবৃত্তিঅবলম্বন করাতে যে কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, তাহাও আমরা অজ্ঞাত নহি। আমরা সূর্য্যধ্বজ কায়স্থদিগকেই এই শ্রেণীতে স্থানদান করিয়া থাকি, পাঠারীয়গণও এই শ্রেণীর হইতে পারেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে উঁহাদের লিপিবৃত্তিতে কায়স্থ হইয়া যাওয়ার কথাও বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

> ত্বং চেৎ শরণমাপন্নো বংশবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।
> ত্বদ্বংশজাশ্চ রাজানো নিঃশৌর্য্যা রাজ্যহীনতঃ॥ ১৩
> অদ্যপ্রভৃতি তেষাং বৈ লিপিকা জীবনং ভবেৎ।
> পৈঠনে পত্তনে শপ্তা ময়া কোপবশাৎ কিল॥ ১৪
> পাঠারীয়াঃ প্রসিদ্ধান্তে পত্তনাখ্যা ভবন্তু নঃ।
> প্রভূত্তরপদং তেষাং পত্তনপ্রভবাশ্চ যে॥ ১৫

এই স্বকর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক লিপিকর্ম্মগ্রহণনিবন্ধনই ইঁহারা কায়স্থ (লেখক) নামে আখ্যাত হয়েন। তজ্জন্যই আমরা কায়স্থকে নানাজাতির সমবায়সমুত্থ মিশ্র পদার্থ, বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র বলিয়া থাকি। কেন? ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা মূর্দ্ধাবসিক্ত কিংবা অম্বষ্ঠকরণাদি কেহই বর্ণসঙ্কর নহেন, কিন্তু সেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা অম্বষ্ঠ প্রভৃতি স্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া যখন বৈশ্যশূদ্রাজ করণের বৃত্তি লিপি গ্রহণ করিলেন, তখনই তাঁহারা স্বকর্ম্মত্যাগে ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়া গেলেন। এবং তজ্জন্যই আর্য্য কায়স্থগণও সংস্কৃতে প্রতিষিদ্ধ ও শূদ্রাশৌচী। যথা—

> ব্যভিচারেণ বর্ণানাং অবেদ্যাবেদনেন চ।
> স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ২৪—১০অ মনু।
> শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ। ৪১—১০অ মনু।
> শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ। আদিপুরাণং

* ভৃগুবংশ সমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো।
জমদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করং॥ ১৩
ব্রহ্মক্ষত্রং সদাজ্ঞেয়ং ইতি নিশ্চিত্য শঙ্কর।
আরাধিতোসি তপসা ধনুর্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৪—১৫অ উ রেণুকা।

এই পাঠারীয়গণ, ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে লিপিবৃত্তিগ্রহণবশতঃ কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত কথা। এই জন্যই ত সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় কায়স্থগণ, উপাদানে শ্রেষ্ঠ হইলেও জাতিতে অম্বষ্ঠ অপেক্ষা হীন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেননা ক্রিয়ালোপে তাঁহাদের অতিদিষ্ট শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে। এবং ইহা হইতেই সকলে বুঝিয়া লইবেন, যে, কায়স্থ, ব্রহ্মকায়ভব কোন একটী নূতন জাতি, না জাতিহারাণ নানা জাতির সমবায়সমুত্থ মিশ্র পদার্থ ?। এবং স্বজাতিধর্ম্মসংস্থ বৈধজন্মা অম্বষ্ঠগণ বর্ণসঙ্কর, না কায়স্থগণই প্রকৃত বর্ণসঙ্কর (স্বকর্ম্মত্যাগে ক্রিয়াগত) ও প্রকৃত শূদ্র ? যাহা হউক এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশে যে বীরসেননামে একজন দাক্ষিণাত্যবাসী রাজা ছিলেন, তাহাও প্রকৃত কথা। কিন্তু নগেনবাবু যে তাঁহাকে বাঙ্গালার বীরসেনের সহিত এক করিতেছেন, ইহা অবিচারবিশেষ। আমরা নগেনবাবুর একথায় সায় দিতে অসমর্থ। সৌমিনীদেবতাভক্ত এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশীয় বীরসেন ও সেনরাজকুলনিদান বীরসেন এক ব্যক্তি নহেন। ° নগেনবাবু ২৭ শ্লোকটী অধ্যাহৃত করিয়া এই ২৫।২৬ শ্লোকের সহিত মিলাইয়া মন দিয়া দেখিলে এই ভ্রান্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন না। সপ্তবিংশ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এই—

অর্চিষ্যাদ্যা স্ততো জাতা ভূমণ্ডলসুরক্ষকাঃ। ২৭—৩৪অ—সহ্যাদ্রি।

এখন আমরা উভয় পার্শ্বে উভয় বংশের নামমালা সংস্থাপিত করিয়া দেখাইব, নগেন বাবুর কোন বিষয়ের পদার্থগ্রহে কতদূর পুচ্ছগ্রাহিতা।—

আমরা মাননীয় রাজেন্দ্রবাবুর মতানুসারে সেনবংশের নামমালা বিন্যস্ত করিলাম। এখন দেখ এ দুই বংশে কোন মিল আছে কি না। সেনবংশ, শাণ্ডিল্য ঋষির অনন্তরবংশ্য, একথা অশ্রুতপূর্ব্ব, সে বংশে ভুবশঙ্কর ও দ্যুমৎসেন নামে কেহ ছিল, এ কথাও কেহ জানে না। তথাস্তু ধরিয়া লইলাম, থাকিতেও পারে, কিন্তু সেনবংশে কান্তিমালী ও অচিষ্যপ্রভৃতি কেহ ছিল, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা। অর্চিষ্য, বীরসেনের পৌত্র, সে মতে হেমন্তসেন ও অর্চিষ্য এক, এবং কান্তিমালী ও সামন্তসেন অভিন্ন। কিন্তু ইহা অপরিজ্ঞাত তথ্য। সুতরাং এ দুই বংশ এক নয়। একটী নামে মিল থাকিতে পারে, তাহাতে উভয়ের অভিন্নতা খ্যাপন অবিচারবিশেষ। বামভাগের নামের সেনভাগ, নামৈক দেশ, কিন্তু দক্ষিণের সেনভাগ, উপাধি। আরও দেখ, সেনরাজগণের অম্বষ্ঠ খ্যাতি আছে, পক্ষান্তরে বামদিগের বংশ, ব্রহ্মক্ষত্রিয়নামে প্রথিত। ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের কোন কারণে অম্বষ্ঠখ্যাতি হইতে পারে না। বলিবে উঁহারা অম্বষ্ঠ দেশবাসী বলিয়া অম্বষ্ঠাখ্যাবান্? কিন্তু প্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠদেশ সিন্ধুতীরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে কি সেনবংশ, কি ভুবশঙ্করপ্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ, ইঁহারা উভয় দলই দাক্ষিণাত্যবাসী রাজবংশ। সুতরাং যে সেনরাজগণ, অম্বষ্ঠদেশীয় নহেন, অথচ অম্বষ্ঠাখ্যাসংযুক্ত, তাঁহারা কখন অম্বষ্ঠাখ্যাহীন ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশীয় ভুবশঙ্কর, বীরসেন ও কান্তিমালি প্রভৃতির সহিত তুল্য পদার্থ হইতে পারেন না। অতএব নগেনবাবু যে সেনরাজগণকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বানাইয়া শেষে কায়স্থে পরিণত করিতে অভিলাষী, সেটী তাঁহার যথাযথ কার্য্য হয় নাই। তিনি কখন বলিলেন, বল্লাল, ক্ষত্রিয়, কখন বলিয়াছেন, বল্লাল, ব্রহ্মকায়স্থ, অম্বষ্ঠকায়স্থ, করণকায়স্থ; কিন্তু এই পদার্থগুলি কি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বস্তু নহে?। নগেন বাবু নিজেও কি আপনার উক্তি ও যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারিয়া বল্লালের বৈদ্যত্ব মনে মনে মানিয়া লয়েন নাই? তিনি কি বুঝেন নাই যে একটা লোক কখন সর্ব্বদেবময় হরি হইতে পারে না?। কিন্তু কাথামালিক যুক্তিসর্ব্বস্ব নগেনবাবু ইহাতেও বল্লালের মায়া পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। তিনি অতঃপর বলিয়াছেন যে, হাঁ বৈদ্যদিগের কৌলীন্যদাতা একজন বৈদ্য রাজা বল্লালও ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্যদাতা বল্লাল, কায়স্থই ছিলেন এবং তিনিই আসল বল্লাল। যথা—

"বৈদ্যকুলজী পাঠে জানা যায় যে বিনায়কসেনপ্রভৃতিহইতে বর্ত্তমানকালে

বৈদ্যকুলীনমধ্যে ১৬৷১৭ পুরুষ হইয়াছে। ঐতিহাসিকদিগের প্রথা অনুসারে ৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিলে, ১৬৷১৭ পুরুষে ন্যূনাধিক সাড়ে পাঁচশত বর্ষ হয়। এরূপ স্থলে ১৮২৪ শাকের সাড়ে পাঁচশত, বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১২৭৪ শাকে (১৩৫২ খৃষ্টাব্দে) বিনায়কসেনপ্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন। ইতি-পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বিজয়নন্দন মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৪১ শক হইতে ১০৯১ (১১১৯ হইতে ১১৬৯ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে বিনায়কসেনপ্রভৃতি প্রথমবৈদ্যকুলীনদিগের দুইশত বর্ষেরও পূর্ব্বে মহারাজ বল্লালসেনদেব, বিদ্যমান ছিলেন! সুতরাং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-দিগের কৌলীন্যপ্রতিষ্ঠাতা বল্লালসেনদেব, বিনায়কসেনপ্রভৃতিকে যে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদানকরেন নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে"।

"গোপালভট্টরচিত, বল্লালচরিতপাঠে জানা যায়, বৈদ্যরাজ বল্লাল, ১৩০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। সম্ভবত ঐ সময়ে বিনায়কসেনপ্রভৃতি বৈদ্যদিগের বীজপুরুষগণ কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন"।

"এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে গৌড়েশ্বর মহারাজ বল্লালসেনদেব ন্যূনাধিক ১০৪১ হইতে ০৬৪ পর্য্যন্ত শকের মধ্যে কোন সময়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ এবং বৈদ্যরাজ বল্লাল তাহার বহু পরে ১২৬৪ হইতে ১৩০০ শকের মধ্যে বৈদ্য সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রচারিত করিয়াছেন"।

"বল্লালসেনদেবের সময়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে যাঁহারা প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন, সেই সকল ব্যক্তিহইতে তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের মধ্যে ২৩ হইতে ২৬ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে পূর্ব্বগণনানুসারে ন্যূনাধিক সাড়ে আটশত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১০৪১ হইতে ৫০ শকের মধ্যে বল্লালীমর্য্যাদা প্রাপ্ত প্রথম কুলীনগণ বিদ্যমান ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। ৩৫১ পৃষ্ঠা কুলীন শব্দ বিশ্বকোষ।

এদেশে দুইজন বল্লাল ছিলেন, বাবুকৈলাসচন্দ্রসিংহও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব ও মিত্রজ মহাশয়ও সেইরূপ মত অভি-ব্যক্ত করিয়া থাকেন। আমরাও তাহাই বিশ্বাস করি. এবং আমরাও উঁহাদিগের

সহিত একমত হইয়া ইহাও বলি যে, উক্ত বল্লালসেনদ্বয়, একই বংশপ্রসূত। তবে উভয়েই কায়স্থ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কি না, সে বিচার সাধারণে করিবেন, কিন্তু নগেনবাবু যে তোদ্ধং মোদ্ধং ভাবে সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, আমরা তাহাতে সম্মত নহি। আমরা ছেলে চিরিয়া দুজনে দুভাগ নিতে রাজী হইতে পারি না, হয় আস্তটাই তাঁহাদের, না হয় আমাদের হইবে, তথাপি দুভাগ করিতে দিব না। এবং এদেশে দুই জাতির দুইজন রাজা বল্লালসেন ছিলেন, এ কথাতেও আমরা সায় দিতে অসম্মত। নগেনবাবু এখানে দুইটী ভুল করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, বল্লালসেন আমাদের কৌলীন্য বিধান করিয়াছেন, সে কথা প্রকৃত নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতে এ দেশে বৈশ্যের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বল্লাল, নবাগত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগকেই নূতন কৌলীন্য দান করিয়াছিলেন। তবে ঐ সময়ে তিনি একটা মেলবন্ধন ও দোষাদোষ নির্ণয় করেন কেহ তাহা স্বীকার করে, কোন কোন বৈশ্য তাহা স্বীকার করেন না। উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণও উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। যথা—

কাহাকে কুলীন পদ, দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল॥
পুত্রান্তে কন্যাতে কুল বান্ধিতে লাগিল।
এই ত অধর্ম্ম বীজ সঞ্চয় হইল॥
কেহ কেহ রাজআজ্ঞা করিলা গ্রহণ।
কেহ নবকৃত পদ করিলা নিন্দন॥
বারেন্দ্র কায়স্থ বৈশ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা তিনজন॥
উৎপাত করিয়া রাজা না থুইল দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥
বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত॥ ২০ পৃষ্ঠা ঢাকুর।

ঠাকুরের এই উক্তি, আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল। যদি পূর্ব্বে কুলীন না থাকিত, তবে কুলীনপদ কাড়িবার কথা হইবে কেন? পঞ্চকোটনিবাসী মহারাজ শ্রীহর্ষসেনের পুত্র বিমলসেন, বল্লালের এই মেলবন্ধনে সম্মত হইয়া কুলচ্ছত্র লইয়া রাঢ়স্থ মালঞ্চে আগমন করেন। যথা—

সেনভূমৌ অভূৎ রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষ স্তস্য তনয়ঃ কমলো বিমলস্তথা॥১
পিতৃরাজ্যে হ্যভিষিক্তোভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্র মুপাদায় রাঢ়দেশ মুপাগতঃ॥২ ৪৬ পৃ কণ্ঠহার

এই শ্রীহর্ষ ও বিমল এবং তৎপুত্র বিনায়ক (বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা বিমলস্য সুতোহভবৎ ৪৭ পৃ) মহারাজ আদিবল্লালের সমসাময়িক এবং বিমল আপন পুত্র বিনায়ককে নিয়া রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। নগেন্দবাবু শ্রীহর্ষ ও বিমলকে পরিত্যাগ করাতেও দুই পুরুষের তফাৎ ঘটিয়াছে। আবার তিনি রাঢ়ীয় বৈদ্য পঞ্জী দেখিয়া বংশমালা স্থির করিতে যাইয়াও আর এক ভুলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মহামতি ভরতসেনমল্লিক, ভ্রান্তিবশতঃ ধন্বন্তরি ও রোষসেনকে দুই ভাই বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন, বস্তুতঃ উঁহারা পিতাপুত্র। ইহাতেও আর এক পুরুষ পাওয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের বংশমালা গণনা করিয়া দেখিয়াছি, কাহার ২২, কাহার ২৪ কাহারও বা ২৫ পুরুষ হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে যে ২৬।২৭ পুরুষের লোকও পাওয়া যাইতে না পারে তাহা নহে।

অপিচ এই সকল পুরুষগণনাদ্বারা কাল নির্ণয়করাও সমীচীন নহে। জীবনের দীর্ঘতা, ও বিবাহবয়সের অতিক্রম এবং সন্তানজননের ক্রম পার্থক্যও এ পুরুষ সংখ্যার বৈষম্য ঘটাইয়া থাকে। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে দুই ভ্রাতার সন্তান মধ্যে একজন আর একজনের পিতামহ, হয় ত কখন বা পিতামহই বয়সে কনিষ্ঠ। বিদ্যানিধিমহাশয়, তদীয় সম্বন্ধনির্ণয়ে এ বিষয়ে ২।৩টী উদাহরণ দিয়া লোকের ভ্রম দূর করিয়া দিয়াছেন। অতএব এই পুরুষসংখ্যার পার্থক্য কোন কার্য্যকর নহে। তথাপি আমরা নিম্নে কতিপয় বংশমালা বিন্যস্ত করিলাম।

* রায় কালীশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় জয়শঙ্কর, তাঁহার পুত্র রায় পার্ব্বতীশঙ্কর ও হরশঙ্কর রায় বিএ এবং রাজা শ্যামাশঙ্করের সহোদর রায় প্রাণশঙ্করের বংশাবলী স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

১৮। ভৈরবচন্দ্র	তারিণীশঙ্কর	২০। বিষ্ণুদাস
১৯। ঈশানচন্দ্র	রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় বাহাদুর	২১। গোবিন্দপ্রসাদ
২০। কালীচন্দ্র †	বিজয়শঙ্কর	২২। শিবশঙ্কর
২১। সীতানাথ	২৪ বিনয়শঙ্কর	২৩। রাজকুমার
২২। অকৃত নাম	(তেওতা—ঢাকা)	২৪। বসন্তকুমার সেন বি এ
(কালিয়া—যশোহর)		২৫। স্মরজিৎ কুমার
		সাং—দাশর্ত্তা (ফরিদপুর)

আমরা অনাবশ্যক বোধে আর বংশমালা দিলাম না, ইহাহইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, নগেনবাবুর গণনা স্খলনবহুল। নগেনবাবু যে বৈদ্যের ১৬৷১৭ পুরুষের বেশী দেখিতে পান নাই, উহা তাঁহারই দোষ ভিন্ন আমাদিগেব নহে। তৎপর নগেনবাবু যে কায়স্থ বল্লালের সত্তার কথা অবতারিত করিতেছেন, তাহা বোধ হয় তিনি ও কৈলাস বা [illegible] প্রভৃতি কতিপয় নবীন কায়স্থ ভ্রাতা ভিন্ন, আর কেহ শ্রুতিগোচর করিয়াছেন বলিয়াও দাবি করিবেন না। এবং এদেশে কৌলীন্যদাতা দুইজন বল্লাল রাজা ছিলেন, তাহাও বোধ হয় লোকে জ্ঞাতপূর্ব্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এতৎসমুদায়ই আঁচা ভুয়া ও নূতন তাঁতে বোনা। বল্লাল দুইজন ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই এক বংশ প্রভব ছিলেন, ও তাঁহারা কেহ বৈদ্য ভিন্ন জীবান্তরও ছিলেন না। তবে তন্মধ্যে একজন শূদ্র ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্যদাতা ও জ্ঞাতিসাধারণের ভূতপূর্ব্ব কৌলীন্যের নববিধানকর্ত্তা এবং অন্য বল্লালই বায়াদমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা কে কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা আমরা যথাসময়ে বলিব।

ঘুগী ও সোণারবেণেদের বল্লালচরিত দুখানি অশ্রদ্ধেয় মিথ্যা গ্রন্থ। সুতরাং উহার কোন কথা প্রামাণ্য নহে। বিজয়সেনতনয় বল্লালসেন ১৩০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন ও তিনিই সার্বজনীন কৌলীন্য বিধানকর্ত্তা, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব

* মধ্যম কৃষ্ণচন্দ্র, কনিষ্ঠ আমি উমেশচন্দ্রের এবং ঐরূপ বংশের অন্যান্য কনিষ্ঠদিগের বংশ বিবরণ স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

ব্যাপার। যাহারা এই বল্লাল চরিতদ্বয়ের প্রণেতা, তাহারা ঐতিহাসিক জগতে অপোগণ্ড শিশু, তাই এরূপ অসংবদ্ধ প্রলাপ করিয়াছে। ফলতঃ ২য় বল্লাল সেনও ৬।৭ শত বৎসরের বেশী পূর্ব্ববর্ত্তী লোক নহেন। যুগীকে ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য অপেক্ষা কায়স্থ উত্তম, কায়স্থ অপেক্ষাও সোণারবেণে উত্তম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই উক্ত উভয় গ্রন্থের আবির্ভাব, নগেনবাবু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নাম করিয়া উহাদের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন মাত্র। কোন নিঃস্বার্থ ভদ্রলোকের মুখে ঐসকল ঘৃণাকারজনক গ্রন্থের নাম না আনাই সুব্যবস্থা।

নগেনবাবু বিশ্বকোষের কায়স্থ শব্দের ৬০১ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন যে "বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন, ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদমর্য্যাদা স্থাপন করিয়া ছিলেন"।

আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে কায়স্থগণই নগেনবাবুর এ কথার তীব্র প্রতিবাদী। বারেন্দ্র কুলজী ঢাকুর জলদগম্ভীরস্বরেই বলিয়াছেন যে—

বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত॥ ২০ পৃষ্ঠা

এখানে ঢাকুর ভৃত্য সন্তানদিগকে "নীচ শূদ্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সেনরাজগণ, ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থকে পদমর্য্যাদা দিয়া উন্নমিত করেন, একথা যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং শূদ্র পঞ্চ ভৃত্যকে কুল দেওয়াতে প্রকৃত কায়স্থগণ নিন্দিত হয়েন, ও অন্যত্র যাইয়া নিজেরা নিজের কৌলীন্য বিধিবদ্ধ করেন, ইহাই ত প্রকৃত কথা? তবে একথা সত্য যে বল্লাল আপন ৩২ কাহার বেহারা ও পঞ্চশূদ্র-ভৃত্য-সন্তান-বর্গকে কায়স্থ জাতিতে প্রবেশিত করিয়া দেন। কায়স্থ একটা জাতিবাচক শব্দ নহে। অনুলোমজ, বিলোমজ, নানা জাতি, চতুর্থবর্ণ শূদ্র, উপকায়স্থ ও কৈবর্ত্তাদি নানা জাতির সমবায়ে কায়স্থজাতি গঠিত, সুতরাং অষ্টধাতুময় পদার্থকে যেমন কোন এক ধাতু বলা যায় না, তেমনই কায়স্থও না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শাক্ত, না বৈষ্ণব। অবশ্য মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও মাহিষ্য এই তিন আর্য্য জাতি. জাতি হারাইয়া, আর্য্য কায়স্থ হইয়াছেন, এবং প্রথম ও তৃতীয়

টীতে ক্ষত্রিয় সংস্রবও রহিয়াছে। কিন্তু স্বকর্ম্মত্যাগে ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অতি-দিষ্ট শূদ্র হওয়াতে উঁহাদের সে ক্ষত্রিয়ত্ব গোমূত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের শাখাও নয়, প্রশাখাও নয়, পাতিতে কড়ি খরচ হইয়াছে বটে, কিন্তু জাতি পাওয়া যায় নাই। কায়স্থভ্রাতৃগণ কেন পাতিদাতৃগণের নিকট কায়স্থের চিত্রগুপ্তসন্তানত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ তলপ করুন না? কেন তাঁহারা বুদ্ধি থাকিতে প্রতারিত হয়েন? ও সীসাকে সোণা ভাবেন।

যাহা হউক নগেনবাবু যে কাশ্মীরের রাজকুল ও সেনরাজগণকে কায়স্থ বানাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন. তাহার অলীকত্ব প্রমাণজন্য যাহা বলিবার তাহা বলা গেল, মনীষিগণ তথ্য নির্ণয় করিবেন। এবং তিনি যে সেনরাজগণকে "দে" কায়স্থ বলিয়া পাতিদিতে তীব্র লালসা করিয়াছেন, বোধ হয়, অতঃপর তাহারও প্রশমন হইবে। এবং আমরা মনে করি, যে সেনরাজগণ, বহুবিধ ইতর-শ্রেণীর লোককে কায়স্থজাতিতে উন্নমিত করিয়া কায়স্থ জাতির বিশুদ্ধিবিধ্বংস ঘটাইয়াছেন, কায়স্থজাতিকে সংস্কৃতের পঠনপাঠনাহইতে দূরে রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের আমূল বৈদ্যজাতি, যাঁহাদের কেহ শ্বশুর, কেহ জামাতা, কেহ নপ্তা, কেহ জ্ঞাতিবান্ধব, সেই প্রখ্যাত বৈদ্যাম্বষ্ঠ সেনরাজগণকে, নগেনবাবু অতঃপর আর বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বৃথা শিরঃকণ্ডূয়ন করিবেন না।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"

কৈলাসবাবুর সেনরাজগণ।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ, "সেনরাজগণ" গ্রন্থের প্রণেতা, তাঁহার মত এই যে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়, কায়স্থগণও ক্ষত্রিয়, অতএব সেনরাজগণ কায়স্থ। তিনি তদীয় গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন—

"আহা কি সুখের সংবাদ, আমাদের জাতীয় রাজবংশের রাজপতাকা এখনও পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশে, উড্ডীন হইতেছে। মণ্ডী ও সুকেতরাজ্য বিদ্য-মান থাকিয়া বঙ্গীয় সেনরাজগণের নাম জগতে জাগ্রত রাখুক। মণ্ডী ও সুকেতের সেনরাজগণ, আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন"। ৫৪ পৃষ্ঠা সেনরাজগণ। (পাঠক! ভেক ও মাতঙ্গের গল্প মনে পড়ে?)।

সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়, কায়স্থও ক্ষত্রিয়, শুধু এই কারণে যদি সেনরাজগণকে কৈলাসবাবু আপন সজাতি ভাবিয়া থাকেন, তবে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন সেনরাজগণের সহিত বঙ্গদেশের বৈদ্য ভিন্ন কায়স্থ জাতির সহিত কোন আদান প্রদান দেখা যায় না, সুতরাং তাঁহারা কায়স্থ জাতির সজাতি কেন হইবেন, তাহা ভাবনারও অগোচর পদার্থ। কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক, আমার বোধহয় অবিকৃত মস্তিষ্ক কোন কায়স্থসন্তান তাহা মনে করেন না। স্বর্গত রাজেন্দ্র বাবু দেখুন, বৈদ্যেরা সেনরাজগণকে সজাতি বানাইতে লোলুপ, না তাঁহার জাতভায়ারাই লোলজিহ্ব। বোধ হয় কৈলাসবাবুর অজুহত কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি প্রকৃত বলিয়া মনে স্থান দিবেন না।

মণ্ডী কি সুকেতের রাজগণ, বল্লালসেনের দায়াদবান্ধব, তাঁহারা যবন উৎপীড়নে এ দেশ হইতে পঞ্জাবে চলিয়া যান। তন্মধ্যে একজন মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, অন্যেরা স্বধর্ম্মেই আছেন। যখন মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন (মিরার) মহাশয়ের ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রনাথসেন মহাশয় জয়পুরে ছিলেন, তখন উক্ত রাজগণ মণ্ডী কি সুকেতহইতে তাঁহার নিকট জয়পুরে লোক প্রেরণ করেন। এবং তাঁহারা মহেন্দ্রবাবুকে জানান যে তাঁহারাও বৈদ্য ও তাঁহারা বঙ্গদেশের বৈদ্যদিগের সহিত আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত। দিল্লীর দরবারের সময় * * * বাবুর নিকটও উঁহারা ঐরূপ কথা বলেন। কিন্তু সম্প্রতি উঁহারা উক্ত মহোদয়ের নিকট উর্দ্দুতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে "গৌড়ক্ষত্রিয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌড় ব্রাহ্মণ আছে, কিন্তু গৌড় ক্ষত্রিয়ও আছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না।

চট্টগ্রামের কায়স্থতত্ত্ব তরঙ্গিণীতে এই পত্র খানি প্রচারিত হইয়াছে। যথা—

"মহাশয় (চট্টগ্রামের বান্দেলরোডস্থিত বাবু পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরি)!

আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তদুত্তরে আপনাকে লিখিতেছি যে, আমি, হিমালয় পর্ব্বতের সমীপে ভ্রমণকালীন মণ্ডীনামকরাজ্যে গমন করি, তথাকার রাজা শ্রীযুক্তবিজয়সেনের সহিত আমার বিশেষ আলাপ হয়, তিনি বলিলেন, আমি বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের বংশধর, জাতিতে ক্ষত্রিয়। আমি ইহাও জানি, উক্ত রাজা বিজয়সেন, তাঁহার দুই কন্যা বশের রামপুররাজ্যে ৺রাজা সমসেরসিংহের পুত্রকে দান করেন। সেই

সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। রাজা বিজয়সেনের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গহইতে গিয়াছেন বিধায় বাঙ্গালিকে বিশেষ সম্মান করেন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে আমি ভারত পর্য্যটন সময়ে অবলোকন করিয়াছি, বঙ্গ ভিন্ন বৈদ্য জাতি কোন স্থানে নাই। বিশেষতঃ বৈদ্য একটী জাতি আছে বলিয়াও কেহ স্বীকার করেন না।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এই চল্লিশ বৎসর কাল আমি ভারত পর্য্যটনে ছিলাম। ইহার অধিক আমি লিখিতে ইচ্ছা করি না। আমার শিষ্যগণের নাম জানিয়া আপনার কি হইবে?।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীআনন্দনাথসরস্বতী—(৬২ পৃষ্ঠা)।

মণ্ডীর রাজগণ যদি আপনাদিগকে বৈদ্যই না জানিবেন, তবে কেন জয়পুরে লোক পাঠাইয়া আদান প্রদানের কথা পাড়িবেন? কেনই বা মাননীয় * * * বাবুর কাণে ওরূপ কথা যাইবে? ফলতঃ উঁহারা কেন এখন ক্ষত্রিয় বলেন,তাহা আমরা জানি না। আর কেন মাঝে স্বজাতিপ্রেম জাগ্রত হইয়াছিল তাহাও আমরা জানি না। এখন যে কেন ক্ষত্রিয়বাদ পুনরুদ্দীপ্ত, তাহারও হেতু ভগবান্ জানেন। তবে এই পরিব্রাজক মহাশয় ইহার কোন কারণ বলিতে পারেন কি না, তাহা তিনি জীবিত থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতাম। এরূপ জনশ্রুতি যে পরিব্রাজক মহাশয়ের তৎপূর্ব্বনাম পণ্ডিত গোলাপচন্দ্রশাস্ত্রী তিনি ঐ নামে নব্যভারতাদিতে নানা প্রবন্ধও লিখেন। পরে তিনি আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গবাসী হইয়াছেন। এইক্ষণ ইঁহার প্রেতাত্মা প্রেত-লোকে থাকিয়া বৈদ্যজাতির আর কোন শুভ কামনা না করেন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রাসঙ্গিক না হইলেও কৈলাসবাবু বৈদ্যজাতিকে নীচ বর্ণসঙ্কর ও মহা-রাজ রাজবল্লভকে নরাধম, পাষণ্ড ও নরকুলগ্লানিপ্রভৃতি নানা সাধুভাষায় বিশেষিত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় কৈলাসবাবু এখনও বুঝিতে পারিলেন না যে বর্ণসঙ্কর কাহাকে কহে। ত্রিপুরা তাঁহার জন্মভূমি, তথায় তিনি বৈদ্যের সহিত আদান প্রদান করিয়া আপ্যায়িত হয়েন, বৈদ্যকে কুলীন বলিয়া মর্য্যাদা করেন, সুতরাং বৈদ্য জাতিটা নীচ জাতি হইয়া গেলে, তাঁহার নিজের কায়স্থ

জাতিটা কতদূর নীচতর হইয়া পড়ে? বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ যে একই জিনিষ, ইহা আর ৫।৭ পুরুষ না গেলে কায়স্থভ্রাতারা বুঝিতে পারিবেন না। যাহা হউক কৈলাসবাবু তাঁহার গ্রন্থের ৮।৯ম পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

"ডাক্তার বকনান সাহেব বলেন, চোলরাজ আদিত্যসেন, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ছিলেন। * * কোন চোলনরপতি যে গঙ্গাসৈকতে বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য। রাজসাহী ও মন্দর-গিরির প্রস্তর লিপি এবং কুলতুঙ্গার শাসনপত্র বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে বিজয়সেন, চোলরাজবংশের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র"। ৯।১০ পৃঃ।

রাজসাহীর প্রস্তরফলকে এমন কোন কথা নাই যে, বিজয়সেন চোলরাজ বংশের কোন দায়াদ বা অনন্তর বংশ্য, কিংবা সেনাপতি। অন্য দুইখানিতে কি আছে তাহা জানি না। কৈলাস বাবুও তাঁহার উক্তির সমর্থন জন্য তাহা স্বগ্রন্থে অধ্যাহৃত করেন নাই। সেনে সেনে মিল থাকিলেও আমরা ভীমসেন ও কেশবসেনকে এক ভাবি না, সুতরাং আদিত্যসেন ও বিজয়সেন একই বংশপ্রভব, ইহাও ঐ কারণে ভাবিতে সমর্থ হইলাম না। সামাজিকগণও ভাবিবেন বলিয়া মনে হয় না। মহারাষ্ট্রীয় বর্গীরাও বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিল, মঘেরাও নিত্য আক্রমণ করিত, কিন্তু যখন তজ্জন্য বাঙ্গালার কোন পরিবার বর্গী বা মঘদের জ্ঞাতিবান্ধব বলিয়া প্রখ্যাত হয় নাই, তখন আদিত্য সেন আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাকে বঙ্গের সেনরাজগণের কোন পূর্ব্বপিতামহ ভাবিতে হইবে? এরূপ কোন মুখ্য বা গৌণহেতু দেখা যায় না। আষ্টিসেন, ভীমসেন ও শূরসেনপ্রভৃতি নাম সেনান্তক, কিন্তু বল্লালাদির নাম কখনই সেনান্তক নহে। তাঁহার এতদুভয়ের সমীকরণ চেষ্টা অহম্মুখতা মাত্র। কৈলাস বাবু স্থানান্তরে বলিতেছেন—

"তদ্দ্বারা ও অন্যান্য গ্রন্থ সমালোচনা করায় বোধ হয় বিন্ধ্যপর্ব্বতের অপর পার্শ্বে নর্ম্মদাসান্নিধ্যে অম্বষ্ঠদেশ অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ পূর্ব্বে সেইদেশে বাস করিতেন, এই জন্যই তাঁহারা লোকসমাজে অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন"। ৫০ পৃ

সেনরাজগণ. অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় কি না, সে কথা বহুবার বলিয়াছি, আর বলা

নিষ্প্রয়োজন, বঙ্গদেশে কবে তাঁহারা বৈদ্য, বা অম্বষ্ঠ ভিন্ন ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন, তাহা কৈলাস বাবুই জানেন। যাহাহউক আমরা কৈলাস বাবুর নূতন কথাতে কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইলাম। তৎপর অম্বষ্ঠ দেশ সিন্ধুতটে আফগানিস্থানের নিকটে নয়, উহা নর্ম্মদাতটবিহারী, ইহাও এক অদ্ভূত তত্ত্বাবব্যাপার।

মদ্রারামা স্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয় স্তথা।

বিষ্ণুপুরাণের একথাগুলি সিংহমহাশয়ের চক্ষু বা কর্ণের অতিথি হইলে তিনি এ দিনেডাকাতির ব্যবস্থা করিতেন না। ফলতঃ সেনরাজগণ বৈদ্যাম্বষ্ঠ ছিলেন, অম্বষ্ঠদেশবাসী ছিলেন না, অম্বষ্ঠদেশে বসবাসনিবন্ধনও তাঁহাদের এ অম্বষ্ঠখ্যাতি হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণেও অম্বষ্ঠদেশ, সিন্ধুতীরে। এদিকে সেনরাজগণের দাক্ষীণাত্যহইতে বঙ্গাগম চির প্রসিদ্ধ, কৈলাসবাবুও তদীয় গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় তাহা সজোরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথাপি চক্ষুষ্মান্ কাথামালিক শৈলীপরায়ণ কৈলাস বাবু, সেই পশ্চিমের অম্বষ্ঠদেশকে একদমে নর্ম্মদাসলিলে আনিয়া হাজির করিলেন। এখন সকলে বুঝুন, কায়স্থভ্রাতৃগণ, সত্যান্বেষী না স্বার্থান্ধ জিগীষু এবং সত্যাপলাপী। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞাভিমানী কৈলাসবাবু স্থলান্তরে বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বে সেনরাজগণ আমাদের দেশে কায়স্থ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। এই জন্যই আবুল ফাজল ও যোজেফটিপিন থলার তাঁহাদিগকে কায়স্থ লিখিয়াছেন"। ১৮পৃষ্ঠা টীকা।

যদি "আমাদের দেশ" কথার প্রতিপাদ্য বস্তু বঙ্গদেশ হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে কৈলাসবাবুর একথা সত্য নহে। কেন না সেনরাজগণ বঙ্গদেশে কোন দিন কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। সেনরাজগণ বৈদ্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন, তাহা রাজেন্দ্রলালের ডমরুধ্বনির পূর্ব্বে কেহ জানিত না। এখনও বঙ্গের সত্যভীরু কায়স্থগণ বৈদ্যই জানেন ও বৈদ্যপ্রবাদ থাকার কথাই বলেন।

স্বয়ং রাজেন্দ্রবাবুও বৈদ্যপ্রবাদের কথাই বলিয়াছেন। আমরা এখানে একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কতকগুলি কথা অধ্যাহৃত করিয়া দেখাইব, কৈলাস

বাবু জিগীষান্ধ হইয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন এবং তাঁহার সজাতি সতীর্থগণও করিয়া থাকেন। যথা—

"কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদননিমিত্ত অনেকেই সুচেষ্টিত আছেন। তাঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থকুলপঞ্জিকার ঐ মতকে (শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত) নিতান্ত অসার ও অসমীচীন স্বরূপ বোধ করিতে পারেন, কেবল মাত্র আমাদিগের কুলগ্রন্থ নহে, দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজকায়স্থগণের কুলগ্রন্থেও আদিশূরসমানীত পঞ্চ কায়স্থ, শূদ্রসংজ্ঞায় বর্ণিত হইয়াছেন। পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণের কুলগ্রন্থেও পঞ্চভৃত্য, শূদ্রজাতীয় বলিয়াই পরিচিত। ঘটকগণ কায়স্থজাতিকে শূদ্রভাবে বর্ণনা করায় ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদনকারীরা বলেন যে ঘটকগণ নিতান্ত মূর্খ ছিলেন, তাহাতেই কোন বিষয় বিচার না করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছেন। আধুনিক ঘটকগণ মূর্খ বটেন, কিন্তু যখন বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপনকরেন, তাহার পর হইতেই কয়েক শতাব্দী যাবৎ যে ঘটকগণ মূর্খ ছিলেন, এমত অনুমান করা অসঙ্গত। কেন না শাস্ত্রজ্ঞ ও সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণের প্রতিই কুলকাহিনী রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইত"।

১৩ পৃষ্ঠা ঢাকুর উপক্রমণিকা।

"আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কার এই যে, সেনরাজগণ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। তার পর রাজেন্দ্রলালমিত্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ, সেনবংশীয় রাজগণকে ক্ষত্রিয়প্রতিপাদনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন"। ৭৭ পৃষ্ঠা।

"আমাদিগের ঘটকগণের গ্রন্থ কিন্তু বল্লালসেনের অব্যবহিত পরেই রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল গ্রন্থ, এবং জনশ্রুতি, বিশেষতঃ মুসলমান ইতিহাসবেত্তা মেনহাজ উদ্দিন যে সকল কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াদেন, তাহা কিছুতেই অবিশ্বাস যোগ্য নহে। তিনি সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়াই উল্লেখ করেন"। ৭৮—৭৯ পৃষ্ঠা ঐ।

যদুনন্দনের ঢাকুরপ্রচারয়িতা মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণমজুমদার মহাশয় একজন উচ্চ শ্রেণীর বারেন্দ্র কুলীন কায়স্থ। তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমার বোধ হয়, ইহার পর আর কেহ, কৈলাস বাবুর চীৎকারে কর্ণপাত করিবেন না। যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ যমও করিতে পারে না। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, মনে মনে বল্লালকে বৈদ্য জানিয়াও শুদ্ধ জিগীষাপ্রণোদিত হইয়া

বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনাশের নিমিত্ত উঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব ও কায়স্থত্বাদির সমর্থনচেষ্টা করেন। তাঁহারা শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত হইয়াও যে এইরূপ করেন তাই দুঃখ ও তাই দুকথা শক্ত বলিতে হয়।

কৈলাস বাবু ৪৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—"সমস্ত খোদিতলিপিতে এই রাজ বংশকে চন্দ্রবংশজ বলা হইয়াছে। ইঁহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই রাজবংশ শ্রেষ্ঠকুলহইতে উদ্ভূত। ভারতের রাজন্যবর্গ ইঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা বলা যাইতে পারে যে সেনরাজগণ চন্দ্র-বংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ফলে বর্ণসঙ্করজাতিহইতে এই রাজবংশের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে, তাঁহারা কখনই এইরূপ সম্মান লাভকরিতে পারিতেন না। এবং খোদিতলিপিতেও "চন্দ্রবংশ" "ওষধিনাথবংশ" ও "সোমবংশ" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত না। কারণ, ক্ষত্রিয়ব্যতীত অন্যের এরূপ পরিচয়ের অধিকার নাই। মিত্রমহোদয় পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থহইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন. তাহাতে রাজা সুষেণকে সোমবংশীয় লেখা হইয়াছে"।

আমরা ক্ষত্রিয়ত্বনিরসনপ্রকরণে একথাগুলির উত্তর দিয়াছি, সুতরাং পুনরায় কোন কথা বলা অনাবশ্যক। তবে বৈদ্যগণ যে বর্ণসঙ্কর নন্, তাঁহারা যে আভিজাত্যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অনেক উপরে, ইহা বুঝিবার শক্তি যার তার থাকিবার নয়। যাহা হউক রাজেন্দ্রবাবু নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, কাজেই ক্রিয়াযোগসারের বচন প্রাসঙ্গিক না হইলেও অকারণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কৈলাস বাবুও যদি নিজে কখন পদ্মপুরাণ চক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে উক্ত বৃথা শ্লোকের বৃথা উল্লেখ করিতেন না। বৈদ্যগণ, অম্বষ্ঠ, বর্ণসঙ্কর নহেন। আমরা প্রথমভাগ জাতিতত্ত্ববারিধিতে তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রমাণ করিয়াছি। পক্ষান্তরে আমূল কায়স্থজাতির কেহ ক্রিয়াগত, কেহ বা উৎপত্তিগত বর্ণসঙ্কর ও কেহ বা অতিদিষ্ট ও কেহ কেহ বা জন্মশূদ্র, উঁহারা কি সমাজে কোন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন না? যাহারা বস্তুতঃ কায়স্থ ছিলেন না, কায়স্থের কুলগ্রন্থমতেও শূদ্র ও ভৃত্য ছিলেন, তাঁহারা কি এখন ভদ্রশ্রেণীতে উন্নমিত হইয়া ভদ্রজনোচিত উচ্চ সম্মান লাভ করিতেছেন না? আমাদের

চক্ষের উপর যাঁহারা * * ও * * * বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের কোন কোন বংশধরেরা কি এখন বাদশা প্রভৃতি মহোচ্চ সম্মান লাভ করিতেছেন না? সম্মানলাভ ধনে হয়, অভিজাত হইলেও হয়। সেনরাজগণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য ছিলেন, রাজাও ছিলেন, কাজেই তাঁহারা সম্পৎ ও আভিজাত্যগরিমা, উভয়কারণেই সর্ব্বত্র পূজা পাইয়া গিয়াছেন। এখন যে বৈদ্যগণ নিরন্ন, তথাপি কি তাঁহারা কায়স্থাদি শূদ্রের মর্য্যাদা ভাজন নহেন? না কায়স্থগণ, এখনও তাঁহাদিগের শুশ্রূষা না করিয়া পারিতেছেন?। সকল দেশের কায়স্থ নেমকহারাম হয় নাই, এখনও বনেদি ঘরের লোকেরা বৈদ্যজাতিকে উচ্চ ও সম্মানার্হই জানেন।

কায়স্থপুরাণ '

আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা।

আমরা আমাদিগের এই গ্রন্থের বহুস্থানে কায়স্থভ্রাতৃগণকে কথামালার ব্যাঘ্রধর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহা সভ্যতানুমোদিত প্রশস্ত পন্থা নহে, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত পূর্ণমাত্রায় উপমা দিতে পারি, এরূপ আর একটী বস্তুও আমারা এ জগতে খুঁজিয়া পাইলাম না। কি প্রকারে ও কোন্ কোন্ সুবিধার বলে, সেই নিরপরাধ মেষশাবকের ব্যাপাদনব্যাপার সমাহিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। কায়স্থভ্রাতৃগণও আজি সেই বৈয়াঘ্র ন্যায় মার্গানুসারী হইয়া সেনরাজগণের সিদ্ধ বৈদ্যত্বের নিরসন, নিকৃন্তন ও ব্যতীপাত সংসাধনে বদ্ধপরিকর। 'শস্ত্রেণ শাস্ত্রেণ বা" বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিধ্বংস যেন ঘটাইতেই হইবে, বৈদ্যেরা যে বল্লালাদিকে আপনার জাত ভাই ভাবিয়া একটু উৎফুল্ল হয়, কিঞ্চিৎ গর্বিত হইতে চাহে, এটা নিতান্তই অশনি সম্পাতবিশেষ। কি দিগন্তবিশ্রুত মিত্রপ্রবর, কি যঃ কশ্চিৎ কায়স্থাঙ্গজ, কেহই এ বিষয়ে উদাসীন ও অজাগ্রৎ নহেন। প্রত্যেক কায়স্থভ্রাতাই শতদ্বার বিলবিহারী হিরণ্যকো নাম মূষিকরাজের ন্যায় যাবৎ দন্তা ন ত্রুট্যন্তি তাবদেব বৈদ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, প্রভাব ও প্রাধান্য সংচ্ছেদনে আজ প্রয়াসবান্ ইহাতে সত্যেরই অপমান ঘটুক, আর ন্যায়েরই মর্য্যাদা টুটুক, তাহাতে তাঁহারা

দৃক্‌পাতও করিতে প্রস্তুত নহেন। ফলকথা যেন তেন প্রকারেণ বৈদ্যকে খাট করা চাই। এ বিষয়ে তাঁহারা যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে কটিবদ্ধ ও কুশহস্ত। যদি তাহাই প্রকৃত না হইবে, তাহা হইলে কেন সেনের বেটা দে, দের বেটা সেন, ও বিজয়ের বেটা বল্লাল, মিত্রসেনের নন্দন হইবেন? কেনই বা প্রখ্যাত নন্দী শশিভূষণ, আদিশূরকে জীবন্ত ও জলন্ত ভাষায় বৈদ্য বলিয়া অবিলম্বে তাহার প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাহার করিবেন?। নন্দীবাবু কায়স্থ পুরাণের দ্বিতীয় ভাগে ৩৪।৪১।৫৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

"আদিশূর, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য, বর্ণসঙ্কর জাতি। বঙ্গের আদিম নিবাসী"। আদি-শূর নিজে বর্ণসঙ্কর, অসভ্য, বঙ্গবাসী জাতি, বিদ্যা, বুদ্ধিবিহীন"। "ইঁহারা (পঞ্চ শূদ্রভৃত্য, কাজেই সম্ভ্রমার্থে চন্দ্রবিন্দু!!) আদিশূরের সভায় সমাগত হন। ইঁহাদের পাদস্পর্শে বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতি পবিত্র হইল"।

বেশ বুঝা গেল নন্দীবাবু এখানে বৈদ্য কনেষ্টাবেল দ্বারা বাধিত ও তাড়িত না হইয়াই সজ্ঞানে স্বাধীনচিত্তে রাজীরগবতেই আদিশূরকে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতেছিলেন। আদিশূর যে বৈদ্যকুলে জন্ম লভিয়া ছিলেন বলিয়াই অসভ্য, বর্ব্বর আদিম নিবাসী ও অসভ্য বর্ণসঙ্কর জাতি বলিয়া বিশেষিত হইতে ছিলেন, তাহাও সকলে বেশ বুঝিতে সমর্থ হইলেন?। যেন বৈদ্যজাতিটাকে গলা টিপিয়া মারিতে পারিলেই নন্দিমহাশয়ের কায়েতিআত্মাটার কিঞ্চিৎ সোয়াস্তি হইত?। পঞ্চ শূদ্রের পদার্পণে, বৈদ্যরাজা আদিশূরের ভবন পবিত্র হইয়াছিল, বৈদ্যজাতি অসভ্য বর্ব্বর, বুদ্ধিহীন, বিদ্যাহীন, এ কথাগুলি লিখিতে নন্দীবাবুর হৃৎকম্প হইল না? বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কে আর্য্য, কে অনার্য্য, কে দ্বিজ, কে শূদ্র, কে ভদ্র, কে ইতর, কে ভর্ত্তা, কে ভৃত্য, কে পণ্ডিত, কে মূর্খ কে সদাচারী, কে কদাচারী, তাহা কি নন্দী-বাবুর সজাতিগণ মনে মনে বুঝেন না?। এডুকেশন কমিশন; প্রত্যেকবারের ছেনছাচ রিপোর্ট কি এ কথা তারস্বরে বিঘোষিত করে না? বৈদ্যকে নীচ ও মূর্খজাতি বলিতে পারে, এরূপ ব্রাহ্মণ সন্তানও কেহ দণ্ডায়মান হইতে পারেন? চাণক্যের লঘ্বী মাত্রা কায়স্থজাতিপ্রভব নন্দীবাবু কি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এই গরলরাশি উদ্গিরণ করিয়াছিলেন? কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, কি সাহিত্যজগৎ, কি অধ্যাত্মজগৎ, একমাত্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্যদ্বারাই, কি এখনও

সমুজ্জ্বলিত রহিয়াছে নহে ? কিন্তু এহেন কথামালার ব্যাঘ্রাচার্য্য নন্দী মহাশয় ইহার পরক্ষণেই নিজে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া আপনার প্রচারিত সঞ্চালিত আপনারই চক্ষু ও কর্ণের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ফরিদপুরী আর্য্যকায়স্থপ্রতি-ভারূপশিখণ্ডিপ্রমুখাৎ স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষে ধ্বনিত হইতে দিলেন——

"এ স্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক, বঙ্গদেশস্থ সমস্ত জাতি ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কায়স্থ পুরাণ যদিও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, তথাপি মহারাজা আদিশূরের জাতিত্ব সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তৎসহ আমরা ঐক্য হইতে পারিলাম না। ঐ গ্রন্থে অন্যান্য সকল বিষয়ই শাস্ত্রীয় বচন সহ আধুনিক ও প্রাচীন অবস্থা সম্মিলন করিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু আদিশূরের জাতি বিষয়ক মীমাংসা সম্বন্ধে গ্রন্থকার (নন্দীবাবু) কোন প্রমাণই দেন নাই। গ্রন্থকার, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত অবৈধ সন্তান অর্থাৎ বৈদ্য উপাধিসম্পন্ন চিকিৎসাব্যবসায়ী শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকন্যাজাত বৈদ্য উপাধিসম্পন্ন বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—"আদিশূর এই বৈদ্য কি অম্বষ্ঠ বৈদ্য, জানা যায় না"। (কায়স্থ পুরাণ—১ম ভাগ ৯৫ পৃঃ দেখ)।

"কায়স্থগণের মধ্যে অম্বষ্ঠ পদবীধারী কায়স্থ আছে, দেশবিভাগ অনুসারে ঐ আখ্যা প্রচলিত হইয়াছে। এই কারণবশতঃ আদিশূরকে অনেকে কায়স্থ বলিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশের প্রাচীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে ঐ রূপ বিবেচনা হয় না। যাহা হউক তিনি সাধারণতঃ অম্বষ্ঠ জাতীয় বলিয়া পরিচিত"। (কায়স্থপুরাণ ১ম ভাগ—৯৬ পৃঃ)।

ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া কামড়াইতেছে দেখিয়া আর্য্যপ্রতিভা (খুপ সম্ভব নন্দীবাবুর সম্মতি মতেই) বলিলেন—

"উল্লিখিত লেখার দ্বারায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কায়স্থ পুরাণকার, আদিশূর প্রকৃতার্থে কোন্ জাতি ছিলেন, তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না। এই নিমিত্ত কায়স্থপুরাণের কোন স্থানে আদিশূর বৈদ্য বংশীয়, কোন স্থানে তিনি বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠবংশীয় নীচজাতি বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং আদিশূরের জাতি সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত অবস্থা না জানার ফলমাত্র"। বস্তুতঃ আদিশূর কায়স্থবংশীয় অম্বষ্ঠকুলজ ক্ষত্রিয়। এই

নিমিত্ত তিনি কোন গ্রন্থে ক্ষত্রিয়, কোন গ্রন্থে অম্বষ্ঠ, এবং কোন গ্রন্থে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন"। আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা—১৮৪—৮৫ পৃঃ।

পাঠক! আমরা ১ম ভাগ কায়স্থ পুরাণ, দেখিতে পাই নাই, আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় যে নন্দিমহাশয়, আদিশূরকে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ ত বলিয়াছেনই, পরন্তু অন্যেরা যে আদিশূরকে কায়স্থ বলিয়াছেন, তিনি তাহারও প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে অম্বষ্ঠ জাতীয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারই চালিত আর্য্যকায়স্থপ্রতিভায় আবার তাঁহার সেই উক্তিরই প্রত্যাহার ও বিরুদ্ধাচরণ হইল, তখন ইহা কি কথামালার সেই ব্যাঘ্রাচার্য্যেরই অভিনয়ান্তর বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নহে?। নন্দীবাবু আর্য্যকায়স্থপ্রতিভার জন্মদাতা ও চালয়িতা, অথচ সেই পত্রিকাতেই তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বৈদ্যাম্বষ্ঠ আদিশূরের জাতি "কায়স্থ" বলিয়া বিবৃত হইল, ইহা কি জীবন্ত সত্যাপলাপ বলিয়া অভিহিত হইবে না? অবশ্য নন্দীবাবু নিজে তাহা বলেন নাই, অন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, কিন্তু বলার ভঙ্গি ও রকম দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, কি প্রকারে স্বীকৃত সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। আইন ই আকবরিতে আদিশূর ও বল্লাল কায়স্থ, তাম্রফলকাদিতে তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং কুলজী গ্রন্থে অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ইহা ইহাদের বিশুদ্ধ অনভিজ্ঞতা মাত্র। তাম্রফলকাদির উক্তি যে অলীক, সেনরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্ব যে সম্পূর্ণ ভ্রাণমূলক, তাহা আমরা স্থানান্তরে প্রদর্শন করিয়াছি। বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বলিলে যে বৈদ্য ভিন্ন কায়স্থ অম্বষ্ঠ (পশ্চিমের) অববোধিত হয় না, তাহাও আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। আইন আকবরী, অম্বষ্ঠ নাম শ্রবণে কায়স্থ ভাবিয়াছেন, তাই তাঁহার গ্রন্থে বিকারের সমাগম ঘটিয়া ছিল। ফলতঃ পক্ষে আদিশূরাদি বৈদ্য ছিলেন, এদেশে এখনও সেই প্রবাদ প্রচররূপ উহার অপলাপ চেষ্টা, সম্পূর্ণ জিগীষান্ধতা মাত্র। যাহা হউক নন্দীবাবুর আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা আদিশূরের কায়স্থত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন জন্য বলিতেছেন।

"এক্ষণে দেখা আবশ্যক, আদিশূর, বল্লালসেন ও শ্যামল বর্ম্মভূপতিগণ, কোন্ জাতীয় ছিলেন? আমাদিগের কুলাচার্য্যগ্রন্থে আদিশূর, ক্ষত্রিয় বলিয়া

পরিচিত। ধ্রুবানন্দমিশ্রের কায়স্থকারিকায় বিবৃত হইয়াছে, তিনি কায়স্থ বংশীয় অম্বষ্ঠ কুলধর ক্ষত্রিয়”। ১৮৩ পৃষ্ঠা। যথা——

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠ নামকঃ।
অভবৎ তস্য বংশেচ আদিশূরোনৃপেশ্বরঃ॥

“দেবীবরও মহারাজ অদিশূরকে কেবল অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত বলিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে বৈদ্য অম্বষ্ঠ বলেন নাই।” যথা——

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়ো গৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরোযথা॥

“কায়স্থ সংহিতাকার বলেন, ইনি বামন' উপাধিতেও পরিচিত ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি রাজাবলি, পতাকা, জৈনরাজতরঙ্গিণী ও আর্য্যাবর্ত্তঅন্বেষণ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, সম্রাট্‌নামা ও ছয়রাল মৌতাক্ষরীণ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তিনি পারস্যদেশের রাজা দারদবাদসাহের সেনাপতি ছিলেন ও তৎপরে গৌড়ের বাদসাহ হন। কুণকুনানি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তিনি কনোজের ক্ষত্রিয়বংশধর রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন। অতএব এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের দ্বারা সপ্রমাণ হয় আদিশূর কায়স্থবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন”।

আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার এই প্রবন্ধের লেখকের নাম শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য, নিবাস বীরদিল, উহা ফরিদপুরের অন্তর্গত। এবং যখন তিনি এই প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন, তখন তিনি কলিকাতা বহুবাজারে ছিলেন (আর্য্য প্রতিভা ২০৩ পৃষ্ঠা দেখ)। সুতরাং তিনি যে ব্রাহ্মণ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তিনি বলিতেছেন—

“আমাদিগের কুলাচার্য্যগ্রন্থে আদিশূর, ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত”। ১৮৩পৃঃ।

কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের যত কুলাচার্য্যবচন ও কুলগ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার কোন স্থানে আদিশূর ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাখ্যাত হয়েন নাই। এই প্রবন্ধটী ব্রাহ্মণের নামে প্রচারিত ও ব্রাহ্মণের লেবেলে পরিচিত, কিন্তু লিখিত নিশ্চয় কায়স্থগণের কাহারদ্বারা। তাঁহাদের কোন কুলগ্রন্থেও আদিশূর ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন ইহা অধীয়ানগণ অজ্ঞাত। অবশ্য নন্দিমহাশয়ের প্রকাশিত

ধ্রুবানন্দমিশ্র কায়স্থকারিকাগ্রন্থে আদিশূর চিত্রগুপ্তবংশীয় অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও প্রমাণ করিয়াছি যে, এই নামধেয় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ জাল, কৃত্রিম ও ষোলআনা মিথ্যা পদার্থ, ইহার একটী বর্ণও প্রকৃত নহে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসিত, পৃষ্ঠপরিপোষিত ও সঞ্জীবিত সৌবর্ণবণিকী বল্লালরচিত ও এই গ্রন্থখানি, একই হামকালেকের। দেবীবর বৈদ্য বলেন নাই, অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন, বটে কিন্তু বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ বলিলে যে একমাত্র বৈদ্যগণই অববোধিত হইয়া থাকেন, পশ্চিম ভিন্ন বঙ্গদেশে কোন দিন যে কেহ অম্বষ্ঠ বলিলে কোন কায়স্থশ্রেণীবিশেষ বুঝিয়াথাকেননা, ইহা কি স্বীকৃত ও পরিজ্ঞাত সত্য নহে?। এই পরিজ্ঞাত সত্যের অপলাপ করিতেছেন বলিয়াই আমরা কায়স্থভ্রাতৃগণকে কথামালার ব্যাঘ্রাচার্য্য বলিতে সমুদ্যত। তাঁহারা মিথ্যার কর্ত্তা ও সমর্থয়িতা, অথচ সভ্য ও সভ্রান্ত, আমরা দেখন্তী ও কথয়ন্তী, তাই বর্ব্বর ও অসভ্য!!

কায়স্থসংহিতাকার বাবু বৃন্দাবনচন্দ্রমিত্র নিজে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহার বাড়ী বাগবাজারে ছিল, পরে রাজবল্লভের গলিতে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০।৬৫ ও আমার বয়ঃক্রম ২১।২২ বৎসর হইবে, তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি কায়স্থকৌস্তভের আবর্জনা রাশি কুড়াইয়া নিয়া আপন গ্রন্থের দেহপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, উহার একখানিও এ জগতে কোন দিন ছিল না, মৌতাক্ষরিণপ্রভৃতি আছে, তাহাতে আদিশূর কখনই ক্ষত্রিয় বলিয়া আখ্যাত হয়েন নাই। রাজাবলিতে সেনরাজগণ স্পষ্টাক্ষরে বৈদ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। আদিশূর যে কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা অমূলক মিথ্যা কথা মাত্র। আদিশূর পারস্যরাজের সেনাপতি ছিলেন, ইহা ভূষণ্ডীকাকও পরিজ্ঞাত ছিলেন না। কায়স্থভ্রাতৃগণ হলধরের মিথ্যা মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ কুপথগামী হইয়াছেন। এবং তাঁহারা অসংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া হলধর জলধর অনেকেই তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিয়া জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক যে কোন ন্যায়বান্ বিবেকশীল ব্যক্তি বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে, আদিশূর প্রকৃতই অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। নন্দী মহাশয়ও কায়স্থপুরাণে সরলভাবে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। বল্লাল ও আদিশূরকেও যে সজাতি বানাইতে হইবে

এ মনোরথেরও অগম্য দুরাশা, তখন কায়স্থ জাতির হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল না। নন্দী বাবুও কায়স্থ পুরাণ প্রণয়ন কালে এ দুরাশা গ্রস্ত ছিলেন না। পরে সজাতীয়দিগের কুহকে পড়িয়া উহার ব্যতীপাত করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু পাঠকগণ অবশ্যই এই বিবৃতি হইতে উন্নয়ন করিতে সমর্থ হইবেন যে আদিশূর প্রকৃত পক্ষে বৈদ্য ছিলেন কি কায়স্থ ছিলেন ?।

এই গেল আদিশূরের কথা, বল্লালের সম্বন্ধে কায়স্থ পুরাণ ও আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা এই কথা গুলি বলিয়াছেন—

কায়স্থ পুরাণ…"ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আর্য্যদিগের কৌলীন্য মেলবন্ধকারী বল্লালভূপতি, জাতিতে কায়স্থ, বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহেন। তিনি ১১১৪ শকে ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লাল সেনের পরবর্ত্তী রাজা"। এতৎসম্বন্ধে দেবীবরের এই বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—

বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ॥ ইতি দেবীবর।

প্রথম ভাগ কায়স্থ পুরাণ ১৫২। ৫৬ পৃঃ ২য় ভাগ ৩৮পৃঃ।

"কিন্তু আইন আকবরি মতে কায়স্থ বল্লাল সেনই সম্রাট্। তিনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এতদ্দর্শনে কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি দেবীবরের উল্লিখিত বচনের নিম্নলিখিত অর্থ ও যুক্তি স্থাপন করিয়া নিশ্চয় করিতেছেন, ইনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লাল সেনের পরবর্ত্তী লোক নহেন, বরং তাঁহার বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন"। ৩৮ পৃষ্ঠা। ২য় ভাগ কায়স্থ পুরাণ।

"বৈদ্যঅম্বষ্ঠ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন অতিভীরুস্বভাব ছিলেন, ৬৭৬ বৎসর হইল ১৭ জন মুসলমান কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। কায়স্থ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন" (কায়স্থপুরাণ ২য় ভাগ)। তাঁহারা আরও বলেন "সম্রাট না হইলে বল্লাল সেন কদাচ কৌলীন্য প্রথার মেলবন্ধ করিতে পারিতেন না। অতএব আইনআকবরির লিখিত কায়স্থ বংশজ বল্লালসেনই দেবীবরের বর্ণিত মিত্রসেনের পুত্র ও কৌলীন্যমেলবন্ধকারক বল্লালসেন জাতিতে কায়স্থ ছিলেন ; বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহেন"। ৩৯পৃষ্ঠা। ২য় ভাগ।

অবশ্য রাজা বল্লাল যে দুই জন ছিলেন, তাহা আমরাও অনবগত নহি। একজন বল্লাল কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক, আর একজন বল্লাল বায়াদমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া অনলে আত্মাহুতি প্রদান করেন। কিন্তু এই দুইজনের একজন কায়স্থ ও ২য় জন বৈদ্য, একথা বঙ্গদেশে এই নূতন আমদানী হইল। খুব সম্ভব নন্দিমহাশয় এখানে যাঁহাকে কৃতবিদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তিনি বিশ্বকোষের প্রচারয়িতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুই হইবেন। কেননা তিনিই তদীয় বিশ্বকোষে সর্ব্বাদৌ এই অভিনব মতের অবতারণা করেন। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত স্বীকৃত সত্য নহে। "ভারতে ভারতী তার কে শুনেছে কবে?" এ বঙ্গদেশে কে কবে একথা শ্রুতিগোচর করিয়াছেন যে একজন কায়স্থ বল্লাল ছিলেন? জাতিহীন আইন আকবরী, বঙ্গের জাতিতত্ত্বানভিজ্ঞ কোন মূর্খের মিথ্যা কথায় কুপথগামী হইয়া বৌদ্ধপালরাজগণ ও বৈদ্য সেনরাজগণকে কায়স্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৈলাসবাবুও উভয় বল্লালকে একবংশ প্রভব বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং হয় উভয় বল্লালই বৈদ্য, নাহয় উভয় বল্লালই কায়স্থ ছিলেন ইহাই প্রকৃত কথা। আমরা কিছুতেই এ ভাগাভাগী বন্দোবস্তে রাজী নহি। আমরা আমাদের কুল-পঞ্জিকার বচন হইতে দেখাইয়াছি যে, মণ্ডীরসেনের সমসাময়িক আদিরাজা বল্লালও বৈদ্য ছিলেন। ঐসকল কুলপঞ্জিকার বচনে বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও মাধবসেন, বৈদ্যদিগের কেহ শ্বশুর, কেহ মাতামহ ও কেহ বা অন্যতর সগন্ধ বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। মণ্ডীরসেনের সমসাময়িক বিজয়নন্দন এই বল্লালসেনই কি কৌলীন্যসংস্থাপক আদি বল্লাল নহেন? মণ্ডীরসেন যে বল্লালের ডোমপত্নীর পাকস্পর্শে অন্নপ্রাশন করিয়া "স্বর্ণপীঠ" লাভে স্বর্ণপীঠী বলিয়া সমাখ্যাত ও অতি হীন বৈদ্য হইয়া যান্, তিনি কি কখনই ২য় বল্লাল হইতে পারেন?। এবং যে বল্লাল উদ্ধরণের মাতামহ, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম দাশের মাতামহ, তিনি যে ২য় বল্লালসেন তাহাও কি আমরা প্রদর্শন করি নাই? সুতরাং ১ম বল্লাল অর্থাৎ কৌলীন্যপ্রবর্ত্তক বল্লাল "কায়স্থ" একথা কিপ্রকারে প্রকৃত হইতে পারে?। শুধু খোদাবক্‌স আইন আকবরির কথায় তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া অবধারণ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সামাজিকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

পাঠকগণ, ইহাও ভাবিয়া দেখুন, কৌলীন্য প্রবর্ত্তক বল্লাল যদি মিত্রসেনের নন্দন ও কায়স্থ জাতীয় হয়েন, তাহা হইলে যে বল্লাল, সামন্তসেন, হেমন্তসেন ও বিজয়সেনের প্রপৌত্র, পৌত্র ও পুত্র, তিনি কখনই আদি বল্লাল ছিলেন না ও কায়স্থও ছিলেন না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে?। কিন্তু দানসাগরপ্রণেতা আদি বল্লাল কি আপনাকে বিশদভাবে বিজয়সেনের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই ও আদি বল্লাল অর্থাৎ কৌলীন্যপ্রবর্ত্তয়িতা বল্লাল যে, বিজয়নন্দন তাহা কি তাম্র ও প্রস্তরফলকসমূহেও সংকীর্ত্তিত হয় নাই? সুতরাং মিত্র সেনের নন্দন এক অভিনব বল্লাল কায়স্থ ছিলেন. তিনিই কৌলীন্যের প্রবর্ত্ত-য়িতা ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অভিনব পরিকল্পনা। ফলতঃ কায়স্থ পুরাণ প্রণেতা নন্দিমহাশয় ও অন্যান্য কায়স্থ ভ্রাতৃগণ যাহা দেবীবরের বচন বলিয়া উপস্থাপিত করিতেছেন, এই বচনটী আদবেই কিছু নয়, ইহা হয় ভট্টপল্লীর হলধর, না হয় জনাঞীর অভয়াচরণ জলধরের লীলালহরী মাত্র। দেবীবর কুত্রাপি এরূপ মিথ্যা কথার অবতারণা করেন নাই। ইহা দেবীবরের বচনও নহে। ইহা স্বয়ং নন্দিমহাশয়ের প্রচারিত ষোল আনা মিথ্যা সতর আনা মায়াজাল ন্যক্কার জনক মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার ৪৪ পৃষ্ঠার বচন। আশ্চর্য্য এই যে নন্দিবাবু উক্ত গ্রন্থের প্রচারয়িতা, অথচ তিনি জানেন না যে এ বচনটী উহাতে রহিয়াছে!! অনুস্বার বিসর্গগুলি হজম করিতে পারা চাই ত? আর এক আশ্চর্য্য এই যে, 'যে নগেনবাবু উক্ত কায়স্থকারিকায় দাসানুদাস, তিনিও উক্ত বচনটী, দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক বংশীবদন বিদ্যারত্ন হইতে প্রাপ্ত বলিয়া ভণিতা দিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, আদি বল্লালসেন বিজয় সেনের পুত্র, তিনি মিত্রসেন কায়স্থের কোন ধারই ধারিতেন না, মিত্রসেন নামে কোন জীববিশেষ যে এ মরজগতে ছিল, তাহাও আমরা মনে করি না। হলধর, মিথ্যা নাম ও মিথ্যা শাস্ত্র বচনের অবতারণা করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কায়স্থভ্রাতৃগণও সত্য মিথ্যা বুঝিয়া লইবার ক্ষমতাবান্ ছিলেন না। একালের চক্ষুষ্মান্ কায়স্থভ্রাতৃগণই পণ্ডিতদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা পাতিতে মুগ্ধ হইয়া আকাশের পূর্ণচন্দ্র ধরিয়াছি ভাবিয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন, সুতরাং সেকালের নিরীহ কায়স্থ ভ্রাতৃগণের কথা আর বেশী কি বলিব?। পাঠকগণ দেখুন, মিথ্যা ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকায় ঐ বচনটী কিভাবে বিরাজমান—

জয়ধরান্বয়ে জাতো মিত্রসেনো মহাকৃতিঃ।
চকার রাজ্যবিস্তারং লৌহিত্যাৎ স্বর্ণপুরকং॥
বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্করে।
অভবৎ তস্য পুত্রশ্চ শ্রীমান্ বল্লালভূপতিঃ॥ ৪৬ পৃষ্ঠা।

সুতরাং উক্ত বচন দেবীবরের, না নন্দীবাবুর প্রকাশিত কায়স্থ কারিকার, তাহা সকলে বিচার করুন?। নন্দীবাবু টাইটেলপেজে লিখিতেছেন "কায়স্থ কারিকা—মহাত্মা ধ্রুবানন্দমিশ্রকর্ত্তৃক প্রণীত—খিদিরপুর হইতে শ্রীশশিভূষণ নন্দী বর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত"। এবং এই গ্রন্থের ভূমিকাও তাঁহারই লিখিত। অথচ তিনি জানেন না যে এই বচনটী দেবীবরের কি ধনিবরের!! বস্তা খুলিলে ত টের পাইবেন? ফলকথা কথামালার বাঘেরা বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তিনাশে ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়া বসিয়াছেন, কাজেই "শস্ত্রেণ শাস্ত্রেণ বা" বাঞ্ছাপূর্ণ করিতে যত্ন পাইতেছেন। কায়স্থান্নভোজী কায়স্থান্নদাস কায়স্থপ্রত্যাশী কোন কোন বৈদ্যবালক ইহাতে দোষ দেখিতে পান না!! আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা স্থলান্তরে বলিতেছেন—"সাধারণের মধ্যে জনশ্রুতি এই আছে যে বৈদ্য বল্লালসেনকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণ ও কায়স্থদিগের কুলবন্ধন হইয়াছে। দৃষ্টহীন লোকে তাই বিশ্বাস করিয়া বল্লাল বৈদ্যের বংশধরদিগের মানমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হয়। অনেক অনভিজ্ঞ কায়স্থ, তাহা কর্ণে স্থান প্রদান করিয়া হীনগৌরব হইয়া পড়েন। এই ভ্রম দূরকরিবার জন্য বাবুশশিভূষণনন্দী বর্ম্মা এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে অবারিতরূপে প্রতিপন্ন হয়, আর্য্যকায়স্থ বল্লাল সেনকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মেলবন্ধন হয়। কায়স্থ বল্লাল, বৈদ্য বল্লালের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। আইন আকবরির লেখক মহাত্মা আবুলফজেল সেনরাজবংশকে কায়স্থ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন"। ১৫—১৭ পৃ।

"মহারাজ বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন, প্রাচীনগ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ধ্রুবানন্দমিশ্রের কায়স্থকারিকায় লিখিত হইয়াছে, তিনি অম্বষ্ঠকায়স্থ সেনবংশধর, তাঁহার আদিপুরুষ গৌড়দেশে বসবাসপূর্ব্বক গৌড় কায়স্থসহ মিশ্রিত ও গৌড়কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন"। যথা—

অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশপ্রসিদ্ধকং।
অম্বষ্ঠাৎ গৌড়মাসাদ্য ততোগৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তৎকুলেষু সমুদ্ভূতো জয়ধরো মহাকৃতিঃ। ৪২পৃ—

জয়ধরান্বয়ে জাতো মিত্রসেনো মহাকৃতিঃ।

অভবৎ তস্য পুত্রশ্চ শ্রীমান্ বল্লালভূপতিঃ॥ ৪৪পৃ।

"অন্যান্য ঘটককারিকায় বিবৃত হইয়াছে, তিনি অম্বষ্ঠ বংশীয়"। যথা—

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।

কুরুতেঽতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥ ১৮৫ পৃষ্ঠা

এখন মনীষিগণ, আর্য্যকায়স্থপ্রতিভার কথাগুলি তলাইয়া দেখুন। আইন আকরির উক্তি, কতদূর সাধীয়সী, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি। কোন প্রজ্ঞাবান্ চেতস্বান্ ব্যক্তি মুসলমান ও ইংরেজ জাতিকে আমাদের জাতি তত্ত্বের মীমাংসক বলিয়া মনেও স্থান দিতে পারেন, আমরা তাহা মনে করি না। কোন্ প্রাচীনগ্রন্থে প্রবন্ধলেখক সেনরাজগণের কায়স্থত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। কেন তিনি ভূরি ভূরি প্রমাণের একটীও কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিলেন না? যদি তিনি ধ্রুবানন্দী কায়স্থকারিকাকে প্রাচীনগ্রন্থ বলিয়া ঠাহরাইয়া থাকেন, তবে তিনি নিম্বের নিকট মধু প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইয়াছেন। কেননা উহা তাঁহাদের মতেও দুইশত বৎসরের গ্রন্থ মাত্র। কিন্তু আমাদের মতে উহা ১২৫৩ সালের পরে কোন একসময়ে বিরচিত, সুতরাং উহার বয়ঃক্রম—৫৬।৫৭ বৎসরের এক মিনিট বেশীও নহে। এই সময়ে ভট্টপল্লীর হলধর কায়স্থ কৌস্তভ প্রণয়ন করেন। উহাতে—

বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।

তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥

এই শ্লোকটী স্থান পায়। কিন্তু উহা "কবিভট্টধৃত শালিবাহনবচন" বলিয়া সূচিত হয়। এই বচনটী এখন ধ্রুবানন্দী কায়স্থকারিকার ২১ পৃষ্ঠাতেও সশরীরে বিদ্যমান আছে। সুতরাং বোধ হয়, হলধর এই বচনটী নিজেই তাঁতে বুনিয়া উহাতে উক্ত মিথ্যা লেবেল লাগাইয়া দেন, ঐ সময়ে ধ্রুবানন্দী কারিকার জাতকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকিলে হলধর অবশ্যই সে নাম ব্যবহার করিতে বিরত থাকিতেন না। বঙ্গীয়সমাজপ্রণেতা আবার এই বচনটী "মড়েভাট্টার" বচন বলিয়া সমাখ্যাত করিয়াছেন। মড়েভাট্টা টা যে কি জানো-

য়ায়, তাহা আমরা শ্যামকেশ শ্বেত করিয়াও পদার্থ গ্রহ করিতে পারিলাম না। কেবল বাল্যকালের সেই খট্টাঙ্গপুরাণের নামটা মনে পড়িল মাত্র। শব্দকল্পদ্রুমে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকার বচন বলিয়া যে—

স্থকৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যো বসুবংশ সম্ভবঃ॥

প্রভৃতি বচন অধ্যাহৃত হইয়াছে, ঐ সকল বচনও উক্ত ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার ২৪।২৫ পৃষ্ঠাতে বর্ত্তমান দেখা যায়। কায়স্থ ভ্রাতারা বিশেষতঃ নন্দিমহাশয় ও কৈলাসবাবুপ্রভৃতি সকলেই বলেন যে এই কারিকাখানী চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সময়ে তদীয় সভাসদ ২য় ধ্রুবানন্দমিশ্র প্রণয়ন করেন। সুতরাং ইহা বঙ্গজঘটককারিকানামে আখ্যাত হওয়ারই যোগ্য?। শব্দকল্পদ্রুমে কিন্তু উহা দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা বলিয়া সংসূচিত? সুতরাং বুঝা গেল, ভৃত্য ও শূদ্র বসুকে বসুধাধিপচক্রবর্ত্তীর অনন্তরবংশ্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্যই হয় হলধর, না হয় জলধর অভয়াচরণপ্রভৃতি কেহ, উহা রচনা করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার পবিত্রনামের দোহাই দিয়া রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের নিকট হাজির করিয়া দেন। কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণরাঢ়ীয় কোন ঘটককারিকাতে বিদ্যমান নাই। উহা বিদ্যমান আছে প্রেমনারায়ণীনামাখ্যাত বঙ্গজকায়স্থঘটককারিকা বা ধ্রুবানন্দীমিশ্রকারিকার ২৪।২৫ পৃষ্ঠাতে। কেন এরূপ হইল?

এরূপ হইবার কারণ এই যে যখন হলধর, পঞ্চভৃত্য পঞ্চশূদ্রকে দশদ্বিজের পঞ্চ দ্বিজে পরিণত করিতে অভিলাষী হয়েন. তখনই তিনি উপযুক্ত দশদ্বিজার শ্লোকটীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। আবার যখন ভৃত্য ও শূদ্র ঘোষ বসু প্রভৃতিকে রাজপুত্র বানাইতে ইচ্ছা হয়, তখন খুপ সম্ভব হলধরের তাঁতেই এই "স্থকৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতী" প্রভৃতিশ্লোকাবলী জন্মপরিগ্রহ করে, এবং উহাতে "ইতি দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা" বলিয়া লেবেল মারিয়া দেওয়া হয়। প্রথম শ্লোকটী হলধরের বার্দ্ধক্যে এবং শব্দকল্পদ্রুমের শ্লোকগুলি যৌবনে প্রণীত হইয়া থাকিবে। কেন না শব্দকল্পদ্রুম ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়, উহা আজ ৮১।৮২ বৎসরের কথা এবং প্রথম শ্লোকটী যে কায়স্থ কৌস্তুভে বিরাজমান, উহা ১২৫৩ সনে বিরচিত হইয়াছিল, সেও আজ ৫৬।৫৭ বৎসরের কথা

বটে। আমরা এইক্ষণ এই উভয় শ্লোকই প্রেমনারায়ণী ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকাতে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং বুঝিতে হইবে বর্ত্তমান সময়ের ৫৭ বা ৮১ বছর আগে ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার জাতকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া ছিল না। তাহা হইলে রাজা বাহাদুর কেন সে নাম ব্যবহার না করিবেন? কেনই বা তিনি এমন উপযুক্ত দশদ্বিজার মহারত্ন বচনটী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবেন? এমন ব্রহ্মাস্ত্র থাকিতে কায়স্থকে শূদ্র বলিবেন?।

ফলতঃ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হলধর প্রথমে বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তীর শ্লোকগুলি রচিয়াছেন, পরে যখন আন্দুলের রাজনারায়ণের কড়িতে বাঘের দুধ মিলাইয়া দেন, তখন উপযুক্ত দশদ্বিজার শ্লোকটীকে খাড়া করেন। তৎপর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে পাদ্মের পাতালখণ্ডের বচনবিলসিত নানা আবর্জ্জনা রাশীর অদ্বিতীয় ধাপা কায়স্থজাতির কলঙ্কের জলন্তভারা ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার দেহ প্রতিষ্ঠা করেন। কোন মিথ্যা কথা বলিতে, মিথ্যা বচন রচিতে ও মিথ্যা শাস্ত্রের নাম করিতে হলধরের সমান জীব এ জগতে আর কেহ ছিলেন না। উক্ত সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ হলধরই বল্লাল আদিশূরকে একই কায়স্থকৌস্তভে বৈদ্যাম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় কায়স্থ বলিয়া, পরে ২য় পালাতে ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকাতে সেই একি আদিশূরকে অম্বষ্ঠকায়স্থ, ও বল্লালকে মিত্রসেনের নন্দন বলিয়া মিথ্যা শ্লোকের জয়বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দেন। আদি বল্লাল বিজয়সেনের পুত্র, ইহা বল্লালসেন স্বয়ংই দানসাগরে বলিয়া গিয়াছেন, দানসাগরের বল্লালই যে কৌলীন্যপ্রবর্ত্তয়িতা আদিবল্লাল, তাহাতেও কোন সন্দেহই নাই। তাঁহাকে, যিনি কায়স্থ মিত্রসেনের নন্দন বলিয়া সংস্থচিত করিতে পারেন, তিনিই একমাত্র জগজ্জয়ী। তখন তাম্রফলক, প্রস্তরফলক বা দানসাগরের খপর কেহ পাইয়াছিল না, নির্ভয়ে যা তা লিখিয়া গিয়াছিল, কাজেই এখন ধরা পড়িতে হইয়াছে।

তোমরা বলিতে পার যে দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় যে বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী ভণিতার শ্লোক নাই, তাহা কে বলিল? যদি থাকে, তবে তোমর তাহা দেখাও না কেন?। "প্রমাণের ভার কার কান্ধে?" শব্দকল্পদ্রুমে—

"আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাৎ বিপ্রাঃ সদারকাঃ"

ইত্যাদি শ্লোকাবলী, বঙ্গজকায়স্থঘটককারিকাধৃত অগ্নিপুরাণোক্ত জাতিমালার বচন বলিয়া বিশেষিত। কিন্তু এখন কায়স্থেরাও বলিতেছেন, উহা

জাল, উহা না আছে, অগ্নিপুরাণে, না আছে উহা কোন বঙ্গজকায়স্থঘটক কারিকায়। তবে উহা আসিল কোথা হইতে ?।

আসিল এইরূপে, ঐ সময়ে কায়স্থেরা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় আঠীসমেত আস্ত গিলিবার লোক ছিলেন না, তখন তাঁহারা সত্যভীরু ও ন্যায়পরায়ণ কৃতজ্ঞ লোক ছিলেন, তখন চতুর্থবর্ণ শূদ্রকুলে স্থান পাইতে পারিলেই শ্লাঘা মনে করিতেন ও আপনাদিগকে চতুর্থবর্ণ শূদ্র বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু যখন প্রমাণ তলপ হয়, তখন তাঁহারা দেখেন, তাঁহারা যে শূদ্রবর্ণ, উহার কোন প্রমাণ শাস্ত্রে নাই। ফলতঃ পক্ষে কায়স্থজাতি, একটী মূল বা বিশুদ্ধ মিশ্রজাতি নহে। আর্য্য, অনার্য্য; অনুলোম বিলোম নানা জাতির সমাহারে কায়স্থ জাতিটী গঠিত, কাজেই হলধরের ন্যায় কোন ব্যক্তি সে কথা গোপন করিয়া উঁহাদের ৪র্থ বর্ণ শূদ্রত্বের পরিপোষক এই শ্লোকগুলি রচিয়া দেন। রাজাবাহাদুরও উহা সত্য ভাবিয়া অভিধানে মুদ্রিত করেন। বসুধাধিপ ভণিতার শ্লোকগুলিও এইরূপ কৃত্রিম পদার্থ। কায়স্থকে এক দমে ক্ষত্রিয় করিবার নিমিত্তই ঐসকল শ্লোক ও আরও নানা মিথ্যা কথার সমাহারে বর্ত্তমান ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার জন্ম হয়। তবে বলিবে হলধর কেন ইতিহাসের সহিত মিল রাখিয়া এ কাজ করিলেন না ? হলধর জানিতেন না যে, একদিন এ দেশে অসংখ্য মুদ্রাযন্ত্র দেখা দিবে, সব বই ছাপা হইবে, তাঁহার কারসাজী ধরা পড়িবে ? ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না, সে বিষয়ে কোন কথা ভাবিতেনও না, তাই গলদ ঘটিয়া গিয়াছে ?। যদি অত বোধই থাকিবে, তবে তিনি কেন চেনা বৈদ্য ভরতমল্লিক ও চেনা বামুণ কৃত্তিবাসওঝাপ্রভৃতিকে নানা মিথ্যাগ্রন্থের দোহাই দিয়া কায়স্থ বলিতে সাহসী হইবেন ?।

পাঠক ! শ্লোকরচকের সতর্কতার আরও চরমোৎকর্ষ দেখ, বল্লাল অম্বষ্ঠ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, অতএব তাঁহাকে লোকে আর বৈদ্যাম্বষ্ঠ না ভাবে এজন্য তিনি, অম্বষ্ঠ শব্দ বজায় রাখিয়া বল্লালকে অম্বষ্ঠ দেশবাসী অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ, কখনই অম্বষ্ঠ দেশবাসী বলিয়া উক্ত নামে সমাখ্যাত হয়েন নাই। অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণমধ্যে যাঁহারা চিকিৎসা পরিত্যাগপূর্ব্বক লিপিবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্কর

ও অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়া জাত হারাইয়া উক্ত অম্বষ্ঠকায়স্থ নামে বিশেষিত হয়েন। এবং তজ্জন্যই অমর তাদৃশ বৃষলীভূত অম্বষ্ঠগণকে বর্ণসঙ্কর ও বৃষল বলিয়া শূদ্রবর্গে স্থান দান করেন। বল্লালসেনের পূর্ব্বপিতামহগণ পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ দেশবাসী ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অলীক কথা। কেন না তাঁহারা যে দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা তাম্র ও প্রস্তর ফলকের কবিতাসমূহে বিশদ ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে। অম্বষ্টদেশ সিন্ধুসৈকতসংস্থ ভিন্ন দাক্ষিণাত্য সংস্থিত নহে। ফলতঃ কায়স্থভ্রাতৃগণ যেন তেন প্রকারে সত্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়াছেন, ভবিষ্যৎচিন্তা আদবেই করেন নাই। তাই তাঁহাদিগের প্রমাণে এত তীব্র গলদ, যদি তাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন শাস্ত্রজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণেরা এই সকল মিথ্যা বচন রচিয়া ঠকাইতে ও মিথ্যা পাতি দিতে সাহসী হইতেন? এখানে আর একটু মজা এই যে প্রবন্ধলেখক আপন জাতভাইদিগকে বল্লালের জাতভাই বৈদ্যদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিয়া বড়ই হতাশ হইয়াছেন ও বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছেন। এবং তাঁহাদিগের হতাশপ্রাণে আরাম দিবার জন্যই একজন বল্লালকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে এত উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহা প্রমাণ করিতে যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার একটী বস্তুরও সমাহার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আইন আকবরী, অহিফেন সেবী স্তিমিতনেত্র মুসলমানের প্রমাদপূর্ণ প্রলাপোক্তি, ধ্রুবানন্দী কায়স্থকারিকা ষোল আনা মিথ্যা মায়াকরণ্ড, সুতরাং ইহার বলে আমরা সেনরাজগণের পরিজ্ঞাত বৈদ্যত্বে সন্দিহান হইতে পারিলাম না।

সতীশবাবুর বঙ্গীয়সমাজ।
ও বান্ধবপত্রিকা।

আত্মোন্নতি ও আত্মমর্য্যাদালিপ্সা, মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক। জগতের কেহই আপনাকে হীন ও ক্ষুদ্র মনে করে না, ও আপনাকে খাট ভাবিতে ও খাট রাখিতে চাহে না। কিন্তু প্রকৃতি কি জগতে দুইটী বস্তু সমান করিয়া গড়িয়াছে? সে তাহা গড়িতে জানে না এবং কোন দিন যে গড়িতে পারিবে তাহাও ভাবনার অগোচর পদার্থ। সবই সমান, মানুষমাত্রই এক, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই বিরাজমান, বক্তৃতা ও পুথিগত কথা

এই রূপই বটে, কিন্তু আমরা কার্য্যক্ষেত্রে কি তাহা দেখিতে পাইয়া থাকি? তাহা হইলে কি জগতে আমরা উত্তম অধম, ধনী দরিদ্র; সুন্দর কুৎসিত; পণ্ডিত মূর্খ, সুখী দুঃখী, প্রবল দুর্ব্বল, এই দ্বন্দ্বপদার্থগুলি দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে কি অভিধানে প্রভু ভৃত্য, ভৃত্য ভর্ত্তা; সেব্য সেবক, রাজা প্রজা, দাতা গ্রহীতা ও পাপী পুণ্যাত্মা, এই বিরুদ্ধ পদার্থ গুলির সমবায় পরিদৃষ্ট হইত?

ঠিক এক সময়ে সমান আকারের দশ খানা নৌকা পাল দিয়া একই দিকে রওয়ানা হইলেও কি সবগুলি নৌকা একই সময়ে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া থাকে?। কোন খান মাঝীর দোষে, কোন খান মাল্লার ত্রুটিতে পাছে পড়ে, কোন খান কাঠের দোষে, কোন খান বা ছাটের দোষে সমান যায় যায় করিতে করিতে পেছিয়ে পড়ে, কোন খান বা অদৃষ্টপূর্ব্ব আবর্ত্তে পড়িয়া নাকানি চোবানি খাইতে খাইতে এত পাছে পড়িয়া যায় যে, সেখানা যে সেই একই বহরের নৌকা, তাহা কেহ অনুমানও করিতে পারে না। ফলতঃ জগতে বাধাবিপত্তির অন্ত নাই। সেই গুলিই জগতে সাম্য আসিতে দেয় না। অপিচ সংসারে স্বাধীনতা আছে বলিয়াই সাম্য নাই, সাম্য নাই বলিয়াই আমরা সর্ব্বত্র হ্রস্ব হইতে সুদীর্ঘ, অনুদাত্ত হইতে উদাত্ত, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম প্রভৃতি অসমান বস্তু গুলি দেখিয়া থাকি ও চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবৎ দেখিব।

অবশ্য উজানের নৌকাগুলিও লগি ফেলাইয়া ছল ছল করিয়া বাহিয়া যাইয়া থাকে, কিন্তু অনেক একটানা নদীর উজান উজাইতে পারা যায় না। লগী ফেলিতে ফেলিতে দশহাত পিছু হটিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তা বলিয়া কি কেহ উজানে নৌকা দেয় না, না উজান কাটাইয়া গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে চেষ্টা করে না? সকলের চেষ্টাই কি জগতে বিফল হইয়া থাকে?। তাহা হইলে আজি আমরা কান্যকুব্জাগত ভৃত্যসন্তানদিগকে সমাজের মহোচ্চসোপানে সমারূঢ় দেখিতে পাইতাম না। তাঁহারা কেহ লগী মারিয়া, কেহ গুণে নামিয়া কেহ কেহ বা বাদামে সুবাতাস পাইয়া আজি গন্তব্যস্থানে সমাগত। ঝড় ঝটকি, তুফান, তরঙ্গ, তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাই আজি তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, যশ ও প্রতিভায় সমুদ্ভাসিত। প্রজাপতির সৌন্দর্য্য গরিমায় বিমণ্ডিত ও সমলঙ্কৃত।

কিন্তু তা বলিয়া একদিন যে তাঁহারা কেটার পিলার ছিলেন না, শূদ্র ও

ভৃত্য ছিলেন না, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সুখ সম্পদ ও পাণ্ডিত্যাদি লইয়াই জগতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, একথা ভাবা ও বলা ষোল আনা অবিচার। একদিন যাহারা যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল ও পূতিগন্ধময় শটিত আম নরমাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত, আপন আপন ভগিনীতে উপগত হইত, পরের প্রাণ বধ করিয়া পরান্ন কাড়িয়া খাইত, বর্ত্তমান সত্য-যুগের জর্ম্মন্, শর্ম্মন্ ও অন্যান্য সভ্য ভব্য জাতি নিচয় কি তাহাদিগেরই অনন্তর বংশ নহেন। অর্জ্জুনসমযোধী অঙ্গাধিপতি মহাবীর কর্ণ কি সর্ব্বত্র সূতনন্দন বলিয়া পরিচিত ছিলেন না?। দিল্লীর মহাশুভসিংহাসনসংস্থ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কুতপপাতসাহ ও বুলবন কি ঐতিহাসিক জগতে দাসরাজশ্রেণী বলিয়া বিশেষিত হয়েন নাই? তাঁহারা কি ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসের সন্তানসন্ততি ছিলেন না?। কেনা জানে যে মহামূল্য হীরকেরও পূর্ব্বনিদান তুচ্ছাতিতুচ্ছ মৃদঙ্গার? কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের ভৃত্যসন্তানগণ যে ভূতপূর্ব্ব ভৃত্য শব্দটীও আজি কর্ণগত করিতে পরাঙ্মুখ ও ষোল আনা নারাজ। তাঁহারা মহান্ অধ্যবসায় ও প্রভূতউদ্যমশীলতাবলে আপনাদিগকে ক্ষুদ্রহইতে বৃহত্তর হ্রস্ব হইতে সুদীর্ঘ, অনুদাত্ত হইতে উদাত্ত পদার্থে পরিণত করিয়া জগৎকে জলন্ত শিক্ষা দান করিয়াছেন, সামান্য ভৃত্যহইতে সুমহান্ ভর্ত্তায় উন্নীত হইয়াছেন, এ কথা শুনিতে ও শুনাইতেও কত মহত্ব ও কত আত্ম-শ্লাঘা। কিন্তু তাঁহারা আজি সে পুরাতন "ভৃত্য" কথাটী শুনিতে ও শুনাইতে বড়ই নারাজ। তাই "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা মহিম বাবু বলিয়াছেন।

"সম্প্রতি কান্যকুব্জাগত ভৃত্যসন্তানেরা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন"। ২৪১ পৃষ্ঠা। "ব্রাহ্মণগণের সহিত আগত ভৃত্যসন্তানেরাই ঘোষ, বসু, গুহ ও দত্তউপাধিধারী গণ্য মান্য কায়স্থ বটেন"। ২৪৩ পৃষ্ঠা। "কায়স্থগণের চারিটী শ্রেণীতেই এদেশীয় আদিম শূদ্র প্রবেশ করিয়াছেন"। ২৪৩ পৃষ্ঠা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজি শিক্ষিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণও আপনাদিগের শূদ্রত্ব ও ভৃত্যত্ব না পছন্দ করিয়া উহার অপলাপের জন্য নানা মিথ্যা বাগ্জালের অবতারণা করিতেছেন এবং সে বিষয়ে কেহই পশ্চাৎপদ নহেন, পরন্তু বঙ্গীয়সমাজ প্রণেতা সতীশবাবু একজন ন্যায়মার্গসংস্থ ব্যবহারাজীব হইয়াও বলিয়াছেন—

"বৌদ্ধবিপ্লবের পর বঙ্গে যে হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কান্যকুব্জের ছাঁচে গঠিত। এবং কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ তাহার প্রবর্ত্তক"। ২১ পৃষ্ঠা। যে দশ মহাপুরুষের আগমনে বঙ্গের, ব্রাহ্মণ্য পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রভাবে বঙ্গবাসীগণ ক্রমে নিষ্ঠাবত্তা ও ক্রিয়াশীলতা লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের আদর্শ চরিত্র বলে লোকে নীতিশিক্ষা করিয়াছিল, উল্লিখিত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ তাঁহাদেরই বংশধর"। ৩৭ পৃষ্ঠা। "এবং তাঁহাদিগের শরীর ও যজ্ঞের হবি-পরিরক্ষণার্থ পঞ্চজন বিক্রমশালী সুপণ্ডিত নিষ্ঠাবান্ কায়স্থবীরকেও তৎসহ গৌড়গমনে আদেশ করেন"। ২৪ পৃষ্ঠা। এবং পাঁচটী নিষ্ঠাবান্ সুপণ্ডিত কায়স্থবীর আসিয়াছিলেন, তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত সর্ব্বতোভাবে অত্যাজ্য"। ৩৩ পৃষ্ঠা।

নগেন বাবু বলিয়াছেন, বল্লালসেনেরা "দে-কায়স্থ," আর সতীশবাবু বলিলেন, কান্যকুব্জাগত ভৃত্যপঞ্চক, "পাঁচজন সুপণ্ডিত কায়স্থ বীর ছিলেন" ইহা জলন্ত ও জীবন্ত মিথ্যা নয় কি? কায়স্থব্রাহ্মণের সমুদায় কুলপঞ্জী সমস্বরে ভৃত্যবংশের শূদ্রত্ব বিঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। উত্তর রাঢ়ীয়গণ অভিমানে গড়াগড়িদত্তবান্ দত্তকেও ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঢাকুর বলিয়াছেন।

উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়।
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত। ২০ পৃষ্ঠা।

সুতরাং ভৃত্যপঞ্চের তথা তাঁহাদিগের অনন্তর বংশগণের শূদ্রত্ব ও ভৃত্যসন্তানত্ব নির্ব্যূঢ় সত্য?। ঢাকুর, বিশদাক্ষরেই ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রকে অকায়স্থ ও নীচশূদ্র বলিয়া বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। উঁহারা বল্লালের কৃপায় কৌলীন্য পাইয়া কায়স্থজাতিতে উন্নমিত হয়েন। সুতরাং এই পরিজ্ঞাত সত্যের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া সতীশবাবু যে আপনার পূর্ব্বপ্রিতামহদিগকে "কায়স্থ" বলিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যাচরণ হয় নাই?।

বঙ্গদেশ কেন? বিতস্তিপ্রমাণ ভারতবর্ষ কেন? একদিন সমুদায় জগৎ, ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া সমুন্নত হইয়াছে। সুতরাং যে ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া যে বঙ্গে হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কান্যকুব্জের সুকৃতিতে যে বঙ্গের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, একথা ষোল আনা সত্য।

এবং উঁহারাই যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যের পুনরুজ্জীবনা সম্পাদন করিয়াছেন, উঁহারাই যে বঙ্গে নিষ্ঠাবত্তা, ক্রিয়াশীলতা ও সমুদয় সমুদাচারের একমাত্র আদর্শ ভূমি, তাহাও আমরা অম্লানহৃদয়ে স্বীকার করিয়া থাকি। উক্ত পঞ্চ মহাপুরুষ বঙ্গে আগমন না করিলে বঙ্গদেশ যে বর্ত্তমান সভ্যতা ভব্যতায় দরিদ্র থাকিত তাহাও আমরা অনবগত নহি। কিন্তু সতীশবাবু যে সেই কুঠারপ্রাপ্ত পথিক দ্বয়ের "আমার" কথাটীর ন্যায় দশ মহাপুরুষের নাম লইয়াছেন, আমরা তাহাতেই বড় ক্ষুব্ধ হইলাম। তাঁহার এই "দশমহাপুরুষ কথাটী" ও প্রবর্ত্তক গৌণক্রিয়ার কর্ত্তৃস্থলে যে "ব্রাহ্মণকায়স্থকে" যুগপৎ খাড়া করা হইয়াছে, ইহা কি লোকে সহসা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চাহিবেন?।

অবশ্য লাট, বলাট, কমিশনরগণ, টুরে যাইয়া নানা প্রাদেশিক মঙ্গলকর কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহাদের বাবুর্চী, খানশামা, আরদালী ও খিদমদগারগণ, সেই উন্নতি অবনতির কোন সহকারী সম্পাদক বলিয়া গেজেটিত হইয়া থাকে? যদি না হয়, তবে সতীশবাবু একজন উকিল হইয়া কি প্রকারে সামান্য ভৃত্যপঞ্চককে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে সদাচার সুনীতি ও ক্রিয়াশীলতাপ্রভৃতির আদর্শ, নিয়ামক ও প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন?।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতি, সাধারণের সুনীতির শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত্রের আদর্শ ভূমি, ইহাই কি প্রকৃত কথা নহে?। এখনও কি কায়স্থ জাতির আপামর লক্ষ বিধবা সলবণ আমিষ গলাধঃ করণ করিতেছে না? এখনও কি তাহাদের লক্ষ লক্ষ বিধবা একাদশী শব্দটার পদার্থগ্রহে পরাঙ্মুখ রহিয়া যায় নাই? এখনও কি কায়স্থ জাতি, ব্রাহ্মণবৈদ্যের দেখাদেখি সগোত্রপরিণয় শনৈঃ শনৈঃ পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিতেছেন নহে?। ব্রাহ্মণ বৈদ্য শিক্ষক, কায়স্থ ছাত্র ও অন্তেবাসী, ব্রাহ্মণ বৈদ্য অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী, শাস্ত্রস্পর্শ বিমূঢ় কায়স্থগণ উহার্থে চির অনধিকারী, ইহাই কি প্রকৃত কথা নহে?। এক্ষণে অহীনকর্ম্মা বৈদ্যের দেখাদেখিই কি ঘোষ বসু ও মিত্রাদি কায়স্থগণ শ্রমসাধ্য হীনকার্য্য করিতে আস্তে আস্তে বিরত হইতেছেন নহে? এখনও কি বাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন, কবিভারতী কবিডিমডিম সার্ব্বভৌম ও শিরোমণি উপাধিধারী বৈদ্যগণ, চরিত্র, সদাচার ও সুনীতির শিক্ষাদীক্ষার আদর্শক্ষেত্র নহেন?

না বিবাহের পাটধারী, নৌকার দাঁড়ি মাঝি, মুটে মজুর ও ফিরিওয়ালা ঘোষ বসু, লাঙ্গলা দত্তকায়স্থগণ, আদর্শ ভূমি ?। সতীশবাবুর লেখনী কি এই অলীক কথাগুলি, ন্যক্কার জনক সুসংবাদ বমন করিতে একবারও ইতস্ততঃ করিল না ? অবশ্য ভৃত্যবংশের কেহ কেহ এখন উচ্চপদসংস্থ হইয়া বঙ্গের কোন কোন হিতকর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের বহু সদ্‌গুণপরম্পরা আমাদিগের বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতেছে, কিন্তু তাহাহইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণবৈদ্যের আদর্শ ইহা কি ষোলআনা মিথ্যা কথা নহে ?। বিশেষতঃ স্বয়ং ভৃত্যরূপে সমাগত জননীতুল্য জন্মভূমিনির্ব্বাসিত টাটকাভৃত্যপঞ্চক আদর্শ ছিলেন, ইহা অপেক্ষা মিথ্যা কথা আর কি হইতে পারে !। বৈদ্যজাতি কায়স্থকে আদর্শ করিয়া মুদীদোকান, নৌকার মাঝিগিরি, বৌবাজারের ফিরিয়ালি ও বাসার বা বাড়ীর ভাণ্ডারি গিরি করিতেছে, পারিবেন সতীশবাবু ইহা দেখাইয়া দিতে ? কায়স্থের দেখাদেখি বৈদ্যবিধবারা সৈন্ধব খান, হবিষ্য করেন, একাদশী করেন, শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন ইহাও কি সত্য কথা ? তবে সতীশ বাবু কোন্ দুঃসাহসে এরূপ অলীক সংবাদ গ্রন্থস্থ করিয়া বসিলেন ? এই সময়ে পাঠ্যগ্রন্থসমূহেও কায়স্থভ্রাতৃগণ এই রূপ মিথ্যা কথা লিখিয়া পঞ্চ ভৃত্যের কায়স্থত্ব ও নিষ্ঠাবত্তার ভিত্তি সংস্থাপনে চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু ইহা ছাই দিয়া অমেধ্য বস্তু চাপা দেওয়ার মতন হেয় ভিন্ন সাধু বা সাধীয়ান্ পন্থা নহে। সতীশবাবুপ্রমুখ কায়স্থভ্রাতৃগণ কি এইরূপ অবৈধ উপায়েই পঞ্চভৃত্যের ভৃত্যত্ব ও শূদ্রত্ব চাপা দিতে পারিবেন ?। কুলপঞ্জিকাসমূহ কি উঁহাদের শূদ্রত্ব ও ভৃত্যত্বেরই অমোঘ ও অকাট্য প্রমাণ, না উঁহাদের নিষ্ঠাবত্তা ও সুপণ্ডিত কায়স্থত্বের সমর্থনকারী ?।

সতীশবাবু স্থলান্তরে বলিয়াছেন—"ধ্রুবানন্দমিশ্রের মতে এই কায়স্থ বা প্রধান পঞ্চক, হস্তী, অশ্ব ও পালকীতে আগমন করেন। আর ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিতবেশে গোযান-আরোহণপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন। দেবীবর ঘটক বলেন বিপ্রগণ গো শকটে, ঘোষ বসু মিত্র অশ্বে, দত্ত হস্তীতে এবং গুহ পালকীতে আসিয়াছিলেন"। ৪০ পৃষ্ঠা। প্রমাণ—

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পণ্ডিবেশসমন্বিতাঃ॥ ধ্রুবানন্দমিশ্র।

গোযানাদাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদয়স্ত্রয়ঃ।

গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥ দেবীবর।

কিন্তু আমরা নগেনবাবুর প্রকরণে এই উভয়শ্লোকের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছি। দেবীবর কোন গ্রন্থে এরূপ মিথ্যা শ্লোক স্থান দান করেন নাই। ব্রাহ্মণগণ উল্‌টা গাধায় ও তাঁহাদের ভৃত্যেরা হাতিঘোড়াতে আসিবেন, ইহা উন্মত্ত ভিন্ন প্রকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভাবিতেও পারে না। ভৃত্যদের প্রধান আখ্যা কোন কায়স্থের অন্নদাস আত্মবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকুলাঙ্গার প্রদানকরিয়া থাকিবে। উহা মিথ্যা বলিলেও উহার প্রশংসা করা হইল।

সতীশবাবু নগেনবাবুর চর্ব্বিত ইক্ষু বহু স্থলে কুড়াইয়া নিয়া পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই সকল কথা ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইল। কায়স্থগণ আদর্শ, কায়স্থগণ পণ্ডিত, কায়স্থগণ, সান্ধিবিগ্রহিক, একথা সম্পূর্ণ অমূলক। শ্রীধরদাস কবি, ধোয়ী কবিরাজ কবি, নারায়ণদত্ত কবি ইহারা সকলেই বৈদ্য, কেহই কায়স্থ ছিলেন না। এবং পঞ্চভৃত্য, বিশ্বামিত্রসহগামী রামবৎ হবীরক্ষী ছিলেন, ইহাও ষোলআনা মিথ্যা কথা।

উক্ত ভৃত্যপঞ্চক সুপণ্ডিত ছিলেন, এ কথাও আমরা সত্যের সিংহাসনে স্থান দিতে অনভিলাষী। পণ্ডিতের সহিত মূর্খ ভৃত্যই আসিয়া থাকে, পণ্ডিত কখন ভৃত্য হয় না। অবশ্য নির্লজ্জ হলধর উঁহাদিগকে বেদবিদ্যার্থী ক্ষত্রিয় অন্তেবাসী বলিয়াছেন, কিন্তু উহা আমরা তীব্র ঘৃণার সহিতই না মঞ্জুর করিয়া থাকি।

"যত বামুণ, তত কায়েত; যত বৈদ্য, তত কায়েত?

যত কায়েত, তত কায়েত"॥

বঙ্গদেশের এই সনাতনবিধি এখনও নিত্য প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট বস্তু। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতেরা বডিগার্ড বা মোসাহেব বা পেয়াদা লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া থাকেন একথা সমাজ জানে না। নিশ্চয় রাজা আদিশূর আপনার সেফাই শাস্ত্রী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা থাকা সত্বেও কান্যকুব্জেশ্বর কেন পাঁচ জন কায়স্থবীরকে ব্রাহ্মণগণের দেহরক্ষার্থ প্রেরণ করিবেন? বীর পাঠাইতে হইলে কি বীরের জাতি ক্ষত্রিয় পাঠাইবারই কথা হইত না? কায়স্থগণ, অক্ষরাজীব, তাঁহারা না বীরধর্ম্মা, না তাঁহারা ভৃত্যকর্ম্মা, সুতরাং ঢাকুরের কথা মতে

পঞ্চভৃত্য, অকায়স্থ ও শূদ্রছিলেন, ইহাই কি প্রকৃত কথা নহে? বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ কি আপনার সজাতিগণকে মিথ্যা করিয়া নীচশূদ্র ও ভৃত্য বলিয়াছেন? কই এই সহস্র বৎসরের মধ্যে কেহ ত এ কথার কোন প্রতিবাদও করেন নাই?।

উক্ত ভৃত্যপঞ্চক ও তাহাদের অধস্তন সন্তানসন্তানতিগণ যে বহুপুরুষপরম্পরা পর্য্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, সত্যাপলাপী ছিলেন না, একথা আমরাও প্রকৃত মনেকরি। এখনও বহু সম্রান্ত ভৃত্যসন্তানবংশ, বৈদ্যজাতিকে আপনাদের ব্যাঘ্রীভবনের নিদান ও সুখসৌভাগ্যের হেতু বলিয়াই অবগত আছেন ও বৈদ্যজাতিকে পূর্ব্ববৎই নমস্য জানিয়া আসিতেছেন। উঁহারা প্রাণান্তেও ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইয়া থাকেন না, যাকে তাকেও আপনাদের চারপেয়ে জাত বলিয়া দাবি করেন না। সুতরাং প্রথম সমাগত ভৃত্যপঞ্চক যে পরম নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, ইহা অব্যাজমনোহর ধ্রুবসত্য। কিন্তু উঁহারা যে সুপণ্ডিত ছিলেন, আমরা সতীশবাবুর এই কথাটী মিথ্যা বলিয়া মনে করি।

পণ্ডিতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকে, উপাধি থাকে, চতুষ্পাঠী থাকে, অন্তেবাসী থাকে, সমাজ কি ব্রাহ্মণবৈদ্য ভিন্ন বঙ্গের আর কোন জাতিকে তথাবিধ গুণসম্পন্ন বলিয়া অবগত আছেন?। এডুকেশন রিপোর্টে কি ইহাই অভিব্যক্ত হয় নাই যে, যে যে স্থানে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছিল, সেই সেই স্থানেই চতুষ্পাঠী ছিল, ও তথায়ই সংস্কৃতের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইত?। পক্ষান্তরে যে কায়স্থগণ, কেহ অতিদিষ্ট শূদ্র, কেহ বা জন্মশূদ্র বলিয়া সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় প্রতিষিদ্ধ, যাঁহাদের অনন্তরবংশ্যগণ বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার লাভে বঞ্চিত ছিলেন ও কাশীপ্রভৃতি স্থলে অদ্যাপি বঞ্চিত রহিয়াছেন, তাঁহারা সুপণ্ডিত ছিলেন, একথা লেখা আর মিথ্যা প্রমাণ উপস্থাপিত করা কি একই কথা নহে?। তাঁহাদের উপাধি কি ছিল, তাঁহারা কোন্ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন? সতীশবাবু কি এই সকল পণ্ডিতের বাড়ীর নম্বর বলিয়া দিতে পারেন? কেন উদাহরণ স্বরূপ একটা কায়স্থ পণ্ডিতের নামও গৃহীত হইল না?। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণবৈদ্যে অসংখ্য পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন ও এখনও রহিয়াছেন কেন?। কায়স্থ পণ্ডিতগুলি কি উবে গেল?

মহাত্মা রামগতি ন্যায়রত্ন ও বাবু দীনেশচন্দ্রসেন, স্ব স্ব বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

নামকগ্রন্থে প্রায় ৩।৪ শত বাঙ্গালা কবির নাম লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ভৃত্যসন্তান দত্ত, পাল, পালিত, বল, সিংহ ও শূর প্রভৃতি উপাধধারী একজন কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তা বা কবির নামও গৃহীত হইয়াছে ?। ইংরাজ আমলেও দত্ত মাইকেল ও দত্ত অক্ষয়কুমার (তাঁহারা ভৃত্য দত্ত সন্তান নহেন পরন্তু ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য) ভিন্ন কি কোন ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রাদি কায়স্থ সন্তান সংস্কৃত বা বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন ? রাজা রাধাকান্ত দেব, ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান, সিংহ কালীপ্রসন্ন, ভুতপূর্ব্ব মাহিষ্যপ্রস্থৃতি, কিন্তু তাঁহারাও কি ধাবকাদিদ্বারা স্বস্ব কোষ ও মহাভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন* নাই ?। পণ্ডিতের ষোল আনা সাহায্য ও নিজের অর্থ ও নাম, ইহাই কি কায়স্থভ্রাতৃগণের বেদ, উপনিষদ্, গীতা ও মহাভারতপ্রভৃতি গ্রন্থের প্রচারনিদান নহে ?। সুতরাং এহেন কায়স্থ বা অকায়স্থ ভৃত্যগণকে, কি তাহাদের অস্বাধ্যায় সন্ততিবর্গকে পণ্ডিতবিশেষণে বিশেষিত করা কি প্রকৃত সত্যাপলাপ নহে ?।

১। "সমতট বা বিক্রমপুরের হিন্দু রাজবংশীয় কায়স্থ মহারাজ আদিশূর মহাপ্রতাপশালী নরপতি ছিলেন"। ২৩ পৃ। ২। "ঐতিহাসিক মিনহাজ প্রভৃতি স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্বীপের সংস্থাপক দনুজমর্দ্দন, বিক্রমপুরে সেনবংশীয় শেষরাজা। এখন দনুজের পূর্ব্বপুরুষ রাজাধিরাজ বল্লাল কায়স্থ ছিলেন না, বলা যায় না" ৩৫ পৃষ্ঠা। ৩। "বিশ্বকোষসঙ্কলয়িতা পণ্ডিতপ্রবর বসুমহাশয়, চন্দ্রদ্বীপরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেবকে বিক্রমপুরের শেষ রাজা প্রতিপন্ন করিয়াছেন"। ৫৬ পৃষ্ঠা। ৪। "দিল্লীর দাসবংশীয় সম্রাট বলবন যখন ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী বঙ্গাধিপ মঘীসুদ্দিন তুগ্রলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন বিশ্বরূপের পুত্র বিক্রমপুরের সেনবংশীয় শেষ রাজা মহারাজ দনুজমর্দ্দনসেনদেব, অথবা মুসলমান ঐতিহাসিকের দনৌজামাধব তাঁহার সহায়তা করেন"। ৭০—৭৫ পৃষ্ঠা। (৫)। বল্লালের সমাজে তাঁহাদের আচারপদ্ধতি যেরূপ ছিল, বল্লালের বংশজাত চন্দ্রদ্বীপাধিপ-গণের অধিনেও তাহা অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। ঘটকদিগের

* আমরা সিংহ, বল, পাল, পালিত, সেন, দাশ, দেব, চন্দ্র, ধর, কর, নন্দিপ্রভৃতি উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত (এই উপাধির গোলাম নকর নয় কিন্তু) কায়স্থগণকে ও ভৃত্যবংশকে পৃথক্ পদার্থ বুঝাইবার জন্য বাধ্য হইয়া ভৃত্য ও ভৃত্যবংশ কথাটার ব্যবহার করিলাম।

কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেব, ভরদ্বাজগোত্র দে-বংশীয় মৌলিকআখ্যাযুক্ত বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন (ব্রজসুন্দর মিত্র কৃত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস)"। ৭৬ পৃষ্ঠা। ৬। "বলবনের সহায়তা করিয়া মহারাজ দনুজ মর্দ্দন মুসলমানের স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছিলেন। যবনের বিক্রম হইতে বিক্রমপুর রক্ষা করা দুষ্কর বিবেচনায় এবং মঘদস্যুর উৎপাতপরিহার মানসে মহারাজ, চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন"। ৭৭ পৃষ্ঠা। ৭। "রাজা পরমানন্দরায়, দনুজের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা জয়দেবরায়ের দৌহিত্র। প্রমাণ ঘটক কারিকা। যথা—

"তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্থ ভূপালো সেনবংশসমুদ্ভবঃ॥

নিম্নে সেনরাজগণের বংশাবলী প্রদত্ত হইল। যথা—

বীরসেন বা আদিশূর।
|
সামন্ত সেন
|
হেমন্ত সেন
|
বিজয় সেন
|
বল্লাল সেন দেব
|
লক্ষ্মণ সেন দেব
|
- মাধব সেন দেব
- কেশব সেন দেব বা লাক্ষ্মণেয়
- বিশ্বরূপ সেন দেব
  |
  দনুজমর্দ্দনদেব বা দনৌজামাধব
  |
  রমাবল্লভদেব রায়
  |
  কৃষ্ণবল্লভদেব রায়
  |
  হরিবল্লভদেব রায়
  |
  জয়দেব রায়

৭৯ পৃষ্ঠা।

৮। মহামতি রাজেন্দ্রলালের অভিপ্রায় যে সেনরাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু নগেনবাবু তাঁহাদিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাশ্মীরের কায়স্থ রাজা জয়াপীড়ের সহিত জয়ন্ত আদিশূরের কন্যার বিবাহ ঘটাইয়াছেন। এই সূত্রে সেনরাজাদিগকে "সেনদেব" উল্লেখে কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এবং বিক্রমপুর যবন হস্তে পতিত হওয়ার পরে সেনবংশীয় বিক্রমপুরের শেষ রাজা মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেব বা মুসলমান ঐতিহাসিকের উল্লিখিত দনৌজা মাধব কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন অবধারিত করিয়া অবশেষে এই দেববংশীয় শেষ রাজা জয়দেবের দৌহিত্র রাজা পরমানন্দ রায়কে চন্দ্রদ্বীপের প্রথম বসু বংশীয় রাজা স্থির করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসলেখক ব্রজসুন্দরমিত্র মহাশয়ও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রজবাবু বলেন, বাকলা সমাজের সমাজপতি মাধবপাশার বর্ত্তমান মিত্রবংশীয় রাজারা উল্লিখিত বসুবংশের দৌহিত্রবংশসম্ভূত। কিন্তু ঘটকদিগের পুথিতে মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেবের পূর্ব্বপুরুষ কোন কায়স্থ রাজবংশের উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও যখন আইনআকবরী এবং মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজপ্রভৃতি স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্বীপরাজ্যসংস্থাপক দনুজমর্দ্দন, বিক্রমপুরের শেষ রাজা সেন বংশীয়, তখন দনুজের পূর্ব্বপুরুষ রাজাধিরাজ বল্লাল, কায়স্থ ছিলেন না, বলা যায় না"। ৩৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গীয়সমাজ।

আদিশূর একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তাহা একটী সার্ব্বজনীন অবাধসত্য। কিন্তু তিনি যে কায়স্থ ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গদেশের লোকেরা তাঁহাকে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়াই জানেন, কুলপঞ্জিকা সমূহও তদুক্তির সমর্থন করে। মুলোর কারিকাও জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছে।

আদিশূর রাজা, বৈদ্য বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা, তাই ক্ষত্রবৎ ভাতি॥

কায়স্থকৌস্তুভ ও কায়স্থপুরাণও তাঁহাকে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সতীশবাবু কেন যে এই পরিজ্ঞাতসত্যের অপনয়ন করিতে অভিলাষী, তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করিতে পারেন? তিনি উকিল, স্বপক্ষ সমর্থন জন্য যে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হয়, তাহা কি তিনি জানেন না?।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি যে কোন বিজাতীয় লোক

আমাদিগের জাতিতত্ত্বের নিয়ামক বা প্রমাণস্থল হইতে পারেন না। লেথব্রীজ্ সাহেব যে দ্বারভাঙ্গাতে পঞ্চাশ বার যাইয়া খানা খাইলেন, তিনিও যখন তত্রত্য ব্রাহ্মণমহারাজকে আপন গোলডেনবুকে প্রাচীন রাজপুতবংশ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন, মোক্ষমূলার পর্য্যন্ত যখন চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কারমহাশয়কে রাধাকান্তদেবের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন, শর্ম্মাভিমানী জর্ম্মাণেরা যখন রাজেন্দ্রলালমিত্রমহাশয়কে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাহরাইয়া বসিলেন, তখন কি আর অহিফেন স্তিমিত নেত্র প্রতিভাশূন্য ঐতিহাসিকগবেষণাপরিহীন মুসলমানের কথা অনুসারে সেনরাজগণের জাতি নির্ণয়করা সমীচীন? দেশের কুলাচার্য্যগণ অপেক্ষাও যবনের লেখনী গরীয়সী হইবে, ইহা কি সম্পূর্ণ অবিচার নহে? । কাজীর নিকট দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা লওয়া কি ঠিক হইতে পারে?। দনুজমর্দ্দনদে, চন্দ্রশেখরচক্রবর্ত্তী সন্ন্যাসীর শিষ্য বা ভৃত্য। উভয়ই যাযাবর, উভয়ই তিনকুলশূন্য। দনুজের কে বাপ, কে মা, ঘটকেরা তাহা জানে না, সুতরাং সেই দে-দনুজকে, সেনবংশীয় বলা কি নির্লজ্জের কার্য্য নহে? সেনবংশ ও দে-বংশ কি পৃথক্ দুইটী বস্তু নহে? প্রকৃত কথা এই, বিক্রমপুরের সেনবংশে দনুজমাধবসেন ও চন্দ্রদ্বীপে দনুজমর্দ্দনদে এই পৃথক্নামের পৃথক্ জাতীয় ও পৃথক্ অবস্থার দুই ব্যক্তি ছিলেন। লোকে কালীশঙ্কর ও কালীচরণ উভয়কেই যেমন কালীবাবু ডাকে, তেমনই উভয় দনুজই ঘরোয়া ডাকনামে দনুজ্ বলিয়া আহূত হইতেন। তাই একদেশদর্শী বিচারবিমূঢ় মেনহাজ উভয়কে এক জিনিশ ভাবিয়া বসিয়াছেন। দেশের বিশেষতঃ দনুজমর্দ্দনদের নিজ কুলাচার্য্যগণও কি তাঁহাকে বিক্রমপুরের সেনের বেটা বলিয়াছেন? নগেনবাবুও কি এশিয়াটীক জার্নেলে বলেন নাই যে, দনুজের কে পিতা, কে মাতা, তাহা ঘটকেরা বলেন নাই? অতএব মুসলমানের কথা শুনিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, হয় সতীশবাবুর বিবেচনার ত্রুটি, না হয় জাগিয়া নিদ্রা যাওয়া মাত্র। বৈদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তিনাশই যখন মূলমন্ত্র, তখন এরূপ ভ্রান্তের ভ্রান্তির অনুগমন না করিলে চলিবে কেন? সতীশবাবু নিজেও কি ৩৫ পৃষ্ঠাতে ঘটকদিগের কথা উপস্থাপিত করেন নাই? তবে কেন নগেনবাবুর পুচ্ছগ্রাহিতার পুচ্ছধারণ করা? নগেনবাবু সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠকায়স্থ করণকায়স্থ, সব করিয়াছেন ও করিতে চাহিয়াছেন, চাহেন নাই কেবল বদি-

শৈল্যং মিবার্পিতং বৈশ্য করিতে। ন্যায়পরায়ণ কায়স্থভ্রাতারা কি নগেনবাবু ও সতীশবাবুর এই ব্যবহারে লজ্জিত হইবেন না?। একবার বলিলেন, দনুজের বাপ মা ঠিক নাই, আবার বলিলেন, নানা দনুজের বাপ বিশ্বরূপ সেন বা সদাসেন। কিন্তু হরিমিশ্র কি বল্লালের বংশাবলী লিখিতে যাইয়া দনুজ-মর্দ্দনদের নাম লইয়াছেন?। আইন আকবরী ও মিনহাজ আর খোদাবকশ ও কিফাতুল্লা ইহাদিগকে জয়দুর্গার পূজার পদ্ধতি প্রণয়নে নিযুক্ত করিলে কি ইহারা তথায় লক্ষ্মী পূজার আয়োজন করিয়া বসিবে না? এই নিয়োজন কি ঠিক হইবে?।

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা নগেনবাবু বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন যখন যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন, সেন ও দেবের সমীকরণ ঘটাইয়াছেন, সেনরাজ-গণকে দে কায়স্থ বানাইয়াছেন। সতীশবাবু একজন বিধিবিধানজ্ঞ শিক্ষিত লোক হইয়াও কেন কুপথগামী হইতেছেন?। দনুজমর্দ্দনদে কখন আপনাকে দনুজ-মর্দ্দন সেনদেব জানিতেন না। চন্দ্রদ্বীপের রাজারাও তাহা অবগত নহেন। সত্যভীরু ব্রজসুন্দর বাবুও চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে উঁহাদিগকে নির্জলা "দে" লিখিয়া গিয়া-ছেন। দনুজ যে বিক্রমপুরহইতে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া নূতন রাজ্য পাইয়াছিলেন এ দুঃস্বপ্নও তিনি তাঁহার গ্রন্থের কুত্রাপি দেখেন নাই। নগেনবাবু এ সব জাগিয়া নিদ্রা গিয়াছেন ও ন্যায়ের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছেন কি না তাহা তিনিই জানেন। ঘটকেরা কুলতত্ত্বজ্ঞ, বিশেষ তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহারা যদি জানিতেন যে দনুজদে একটা রাজপুত্র, তাহাহইলে তাঁহারা কি তাঁহাকে সসাগরার অধিপতি মহারাজ নন্দন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না? তাঁহারা লিখিলেন, দনুজ, ভরদ্বাজগোত্রীয় দে ও শিববৎ নকুলবিশেষ। আর নগেনবাবু বিনা বাতাসে গাঙটা লড়াইয়া দিলেন দনুজদে, সদাসেনের বেটা! সাধে কি ঘন ঘন ভূমিকম্প হইতেছে? সর্ব্বংসহা পৃথিবী আর এ গুরুভার সহিতে পারেন না। দনুজ, মুসলমানের স্বভাব টের পাইয়া বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপে গেলেন, সতীশবাবু এ দুঃস্বপ্ন দেখিলেন কেন? কিমত্র প্রমাণং?।

কায়স্থভ্রাতৃগণ প্রকৃতশ্লোকের "দেব" ফেলিয়া দিয়া নিজেই "সেন" বসাইয়া দিয়াছেন, কি তাঁহাদের কোন অন্নদাস, এই মহাপাতক করিয়া থাকুক, ইহা যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম বস্তু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভূপালঃ+দেব=ভূপালো

দেব হইতে পারে, ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার ৬৮—৬৯ পৃষ্ঠাতে তাহাই আছে। কিন্তু "ভূপালোসেন" কি হইয়া থাকে? পাণিনিও ত এরূপ সন্ধিবিগ্রহে অনভিজ্ঞ?। কায়স্থ ভ্রাতারা এতদিনে লোকলজ্জাও ভুলিয়া গেলেন?। বল্লাল সেনদেব, লক্ষ্মণ সেনদেব বিশ্বরূপ সেনদেব, কিন্তু দনুজমর্দ্দনের বেলা শুধু দেব কেন? সেনের বেটা দে হয়, ইহা কি আত্মারাম সরকারের ভেলকী বাজী নহে?

বান্ধবের কথা।

সতীশবাবু, অল্পবয়স্ক যুবক, তিনি ভৃত্যপঞ্চকে নিষ্ঠাবান্ 'কায়স্থবীর ও মহাপণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা বড় একটা দোষের বিষয় ছিল না, কিন্তু বান্ধবের কিশোর গৌরাঙ্গের লেথকও যে বালকের দলে প্রবেশ করিলেন, ইহাই মহাক্ষোভের কথা। প্রবন্ধলেখকের দুইটী বিষয় আমাদিগের আপত্তিজনক, প্রথম তিনি বল্লালকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি কায়স্থজাতিকে ব্রাহ্মণবৈদ্যবৎ সংস্কৃতব্যবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বল্লালের ক্ষত্রিয়ত্ব আমরা বহুত্র খণ্ডিত করিয়াছি, সুতরাং সে বিষয়ে আর পুনরুক্তি করিব না, কেবল কায়স্থের সংস্কৃত বেত্তৃত্ববিষয়ে দু কথা বলিব। বান্ধব বলিতেছেন—

"সেই সময়ে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য, এই তিনজাতিই বিশেষ আগ্রহের সহিত সংস্কৃত শিথিত, এবং যদিও ব্রাহ্মণের সহিত কোন বিষয়েই কাহারও তুলনা নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুকরণে কায়স্থ ও বৈদ্যেরাও তখন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিত, সংস্কৃতে পত্র লিখিত, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃতে আলাপকরিয়া নিজ নিজ শিক্ষাসম্পদের পরিচয় দিত। মুকুন্দসঞ্জয়ের পুত্র কায়স্থ হইয়াও এই নিমিত্তই গৌরাঙ্গের টোলে প্রসিদ্ধ ছাত্র।

"মুকুন্দসঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান্।
যাহার আলয়ে বিদ্যাবিলাসের স্থান॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনি পড়ায়।
তাহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্ব্বদায়॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তাঁর ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তায় পড়ে॥

গোষ্ঠী করি তথায় পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ॥ চৈতন্য ভাগবত।
১১২ পৃষ্ঠা। ১৩১০ সন আষাঢ়।

বান্ধবের প্রবন্ধলেখকের এই কথাগুলি আমরা সত্যাপলাপ বলিয়া মনে করি। মহামনা চৈতন্যদেব ঔদার্য্যবশতঃ সোণারবেণে উদ্ধরণদত্তের পাচিত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে কায়স্থকে বিদ্যা দান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। বিশেষ নবদ্বীপে তাঁহারা নবাগত, অবস্থাও ভাল ছিল না, মুকুন্দের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছেন, কাজেই চক্ষুলজ্জায় পড়িবাও নিসর্গের ব্যতীপাত ঘটাইয়া থাকিবেন। মুকুন্দ, জাতি কায়স্থ না লেথক, সদ্গোপ কি গন্ধবেণে, তাহারও কিন্তু কোন নিদর্শন নাই। প্রবন্ধলেখক শুদ্ধ সঞ্জয় উপাধিদর্শনে মুকুন্দের কায়স্থত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। কে জানে যে উহা নগেনবাবুর দুর্লভবর্দ্ধনের কায়স্থত্বের ন্যায় বিভ্রমসঙ্কুল নহে? যাহাহউক মুকুন্দনন্দনকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও ইহাই বুঝিতে হইবে যে উহা চৈতন্যদেবের প্রীতান্নভোজনের ন্যায় অসামাজিক ব্যাপার মাত্র।

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ

মনু ও বিষ্ণুর এই শাসনানুসারে সেই মান্ধাতার আমল হইতেই অতিদিষ্ট শূদ্র আর্য্য কায়স্থও জন্মশূদ্র করণাদি,সকলেই সংস্কৃতের পঠনপাঠনায় প্রতিষিদ্ধ,সুতরাং মুকুন্দনন্দনের হাতে খড়িটা ছাগীর মুখে দাড়ির ন্যায় ব্যভিচার বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। আমরা বাল্যকালে কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, প্রত্যেকের টোলেই নাপিত বা এক আধটা যুগীর ছেলেকে পড়িতে দেখিয়াছি, ইহাও প্রীতান্ন ভোজনের ন্যায় বিশেষবিধি মাত্র। প্রবন্ধলেখক শুদ্ধ মুকুন্দের ছেলের অধ্যয়নসন্দর্শনে আমূল কায়স্থজাতিকে যে নবদ্বীপের তর্কাচার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অবিচারই বটে। বান্ধবের মতন পত্রিকাতে মিথ্যা কথা স্থান দিলে তাঁহাতে বিদ্বৎ কুলের গৌরব নষ্ট হয়।

কোন্ কায়স্থ সংস্কৃত পড়িয়াছেন, কোন্ কায়স্থ কোন্ সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক কোন্ কায়স্থকে সংস্কৃতে স্বপন দেখিতে দেখিয়াছেন, তিনি কি তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন? যাহা লোকে সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, যাহার সত্যতার বিন্দুমাত্র নিদানও নাই, তাদৃশ অসত্যের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধলেখক আপনার গৌরব আপনিই খর্ব্ব করিয়াছেন, সংস্কৃত দূরে থাকুক, কায়স্থ জাতির কোন বাঙ্গালাকবি কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বা দীনেশবাবু তাহাও বিবৃত করেন নাই। তথাপি প্রবন্ধলেখকের এত দূর অমূলক উক্তি লইয়া আসরে অবতীর্ণ হওয়া অল্প সাহসের কথা নহে। প্রবন্ধলেখক কি ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র সিংহ, বল, পাল ও পালিতউপাধিধারী কোন কায়স্থের কোন বাঙ্গালা গ্রন্থও দেখাইতে পারিবেন?। জিগীষা তাঁহাকে কুপথগামী করিয়াছে, নতুবা তাঁহার এত দূর স্খলন ঘটিত না।

আমরা ভূয়োদর্শনবলে জানিতে পারিয়াছি, কোন দিন কোন কায়স্থ সন্তান টোলে অধ্যয়ন করেন নাই, শিকদার, সরদার, তরপদার, দস্তিদার, মাঝী, ঘরামী ও ছইয়াল উপাধি ভিন্ন কোন কায়স্থ সন্তানকে আমরা কোন সংস্কৃত উপাধিধারী দেখিতে পাই নাই, ছিলও না। এরূপ এ হেন অবস্থায় অসত্যকথা লিখিয়া লোকের চিত্তব্যামোহ জন্মান প্রশস্ত শৈলী নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের প্রণীত গ্রন্থ আছে, কায়স্থকৃত গ্রন্থ নাই। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরই টোল ছিল, কিন্তু কোন কায়স্থের নহে। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা রিপোর্টও তাহাই বলিয়াছেন যে পূর্ব্বে যে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছিল, সেই সেই গ্রামেই সংস্কৃতের পঠন পাঠনা হইত, কায়স্থের টোল থাকা বা অধ্যয়ন অধ্যাপনার কথা সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব্ব বারতা। বর্ত্তমান সময়ের আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে কমলাকর ভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন—

মাহিষ্যবনিতা সূনুং বৈদেহাৎ যং প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তঃ তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে॥
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটীপ্রভেদতঃ॥
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সেবাহি লিপিলেখনসাধনং॥
ব্যবসায়ঃ শিল্প কর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতং।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্ত মস্তসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জয়েৎ॥ ৭৫ পৃষ্ঠা।

সুতরাং বুঝা গেল, কায়স্থ, চতুর্থবর্ণ শূদ্রহইতেও অবরজ ও দেশজাত লিপি লেখনে অধিকারী। দেশজাতলিপিসাধন অক্ষরের নাম কায়েতী নাগরী, বৈষ্ণা নাগরী নহে। কাজেই কায়স্থ, দেবনাগরাক্ষর ও সংস্কৃত স্পর্শ করিবে, একথা. সপ্রমাণ হইল না? কায়স্থগণ যে অতিদিষ্ট ও জন্মশূদ্র, তাঁহাদের শূদ্রত্ব যে স্বীকৃতসত্য, তাহা সত্যপরায়ণ রাজা রাধাকান্তদেববাহাদুরও নিজে কায়স্থ হইয়াও শব্দকল্পদ্রুমে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ"

এই স্মার্ত্ত বিধি অনুসারে কায়স্থ যে সংস্কৃতের পঠনপাঠনায় বঞ্চিত ছিলেন, ইহাই পরিজ্ঞাত সত্য। আমরা ব্যবহারতও কায়স্থজাতিকে সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় অনধিকারী ও অলিপ্তই দেখিয়া থাকি. তথাপি প্রবন্ধলেখক কেন যে অসত্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

কেবল কমলাকর ভট্ট নহেন, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি ভৃত্যসন্তানগণকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে শূদ্রেরা অমন্ত্রক স্নান করিবেক। যথা—

শূদ্রাদীনাং নামকরণে বসুঘোষাদিকপদ্ধতিযুক্তনামকরণস্য চ প্রতীতে বৈদিককর্ম্মণি শূদ্রাণাং পদ্ধতিযুক্ত নামাভিধানং ক্রিয়তে ইতি।

ব্রহ্মক্ষত্রবিশামেব মন্ত্রবৎ স্নান মিষ্যতে।
তূষ্ণীমেব হি শূদ্রস্য সনমস্কারকং মতং॥ ৫০৪ পৃষ্ঠা।

সুতরাং এহেন মৌনাবলম্বী শূদ্রগণ, কোন্ শাস্ত্রের কোন্ বিধি অনুসারে সংস্কৃত পড়িতেন তাহা আমরা জানি না। প্রবন্ধলেখকও অধীয়ান লোকহইলে নিশ্চয়ই না জানিবার কথা। তবে বলিবে যে বড় বড় পণ্ডিতেরা কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের পুত্র উল্লেখে ক্ষত্রিয়ত্বের পাতি দিলেন কেন? দিলেন

অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে?

পাতিদাতারা কায়স্থগণকে চিত্রগুপ্তসন্তান ও ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিতে পারিলে আমরা তাঁহাদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করিতে কুশহস্ত হইয়া আছি ও রহিলাম। প্রায় দেড়শত বৎসর হইল, ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন —

চলে রায় পাছে করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদঅধ্যয়ন।
ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি, দরশন॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসাকরয়ে পড়ে কাব্য, আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজ গারি। বিদ্যাসুন্দর।

সুতরাং বুঝা গেল একালের বেলেঘাটা ও বউবাজারের রোজগারি ঘোষ বসু গুহ মিত্রাদি-ফেরিওয়ালাদের ন্যায় সেকালের কায়স্থগণও রোজগারি ছিলেন, পরন্তু মা সরস্বতীর খেদমদগার ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতলেথক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রবিদ্যারত্নমহাশয় লিখিয়াছেন যে—

"তৎকালে সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। শূদ্রবালকের পক্ষে কলেজে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল"। ৯০ পৃষ্ঠা। কায়স্থ গোলাপশাস্ত্রীও তদীয় হিন্দুলগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে) শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে অধিকারী ছিল না।

সুতরাং যাহারা মনুর সময়ে, কমলাকরভট্টের সময়ে, ভারতচন্দ্রের সময়ে ও বিদ্যাসাগরের কলেজে প্রবেশের পূর্ব্ব সময়েও শূদ্র বলিয়া অধ্যয়নে বারিত ছিল, এহেন শূদ্রসন্তান কায়স্থগণকে নবদ্বীপের নদীয়ার চাঁদ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা সত্যাপলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বান্ধবের সুযোগ্যসম্পাদক এ মিথ্যা প্রবন্ধ কেন যে আপনার গৌরবান্বিত পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় প্রবন্ধলেথক কলিকাতার জাতিকোলাহলের তরঙ্গে পড়িয়া বক্‌শিশের লোভে এই প্রলাপ বকিয়াছেন।

অবশ্য ভট্টপল্লীর হলধর, বহু ব্রাহ্মণবৈদ্য সন্তানকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ প্রবন্ধলেথকের পরিচিত বৈদ্য ভরত মল্লিকও হলধরের কাছে রেহাই পান নাই। সারগর্ভ প্রবন্ধলেথক প্রত্নতত্ত্বকেশরী নগেন বাবুও বটুকদাশ ও শ্রীধরদাশপ্রভৃতি চেনা বৈদ্য গুলিকে কায়স্থ বলিয়া দাগিয়া দিয়াছেন। কি করিবেন? কায়স্থ পণ্ডিত যে পাওয়া যায় না? কাজেই পরের পাকা ধানক্ষেত, পরের গরুবাছুর ও পরের ঘরবাড়ী নিজের বলিয়া

দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন ? প্রবন্ধলেখক নিশ্চয়ই কোন শ্যামকেশ যুবক হইবেন, তাই তিনি "ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা"—এই মহাজনবাক্যের অনুসারী হইয়া কায়স্থের ধন দেখিয়া তাহাকে শ্রোত্রিয় ও রাজা বলিয়া মনে ভাবিয়াছেন। বস্তুতঃ কায়স্থ কোন দিন সংস্কৃতের আঁচড় পাড়িতে অধিকারী ছিলেন না। মৃচ্ছকটিকের কায়স্থ 'বেঞ্চক্লার্ক কায়েতীতে জবানবন্দী ও হুকুম লিখিয়াছেন আর মুদ্রা রাক্ষসে শকটদাসকে দিয়া গ্রন্থকার যে সংস্কৃত বলাইয়াছেন, উহা তাঁহার স্বৈরাচার বা বিবক্ষাবিশেষ মাত্র। উক্ত গ্রন্থেই চাণক্যশর্ম্মা শকটদাসের জাতিকে "লম্বী মাত্রা" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। যদি কাতেয়ের সংস্কৃতেই অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তাহার জন্য কায়েস্থী নাগরীর আমদানী করিতে হইত না।

প্রবন্ধলেখক স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে ক্ষত্রবীর বল্লাল, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্যসংবিধান করিয়াছেন। কিন্তু প্রমাণ এ কথারও অননুকূল। বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ঢাকুর বলিতেছেন—

> বারেন্দ্রকায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
> বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা তিনজন॥
> বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়
> উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
> শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
> আপন প্রভুত্ববলে করে অনুচিত॥ ২০ পৃষ্ঠা

কেবল শত্রু আমরা নহি, ইলুহারনিবাসী জঙ্গীপুরপ্রবাসী বাবু মধুসূদন সরকারও নব্য-ভারতে ভৃত্যসন্তানদিগকে এই প্রমাণবলে অকায়স্থ ও নীচশূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ বারেন্দ্রকায়স্থ ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ কেহই বল্লাল মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। শুদ্ধ ভৃত্যসন্তানেরা কৌলীন্য লাভ করেন, তাহাতেই দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ বল্লাল মর্য্যাদাবিভূষিত নহে। কিন্তু ঢাকুরের মতে ভৃত্যসন্তানেরা আদবেই কায়স্থ ছিলেন না। প্রবন্ধলেখক বোধ হয় নূতনব্রতী, তাই তাঁহার প্রবন্ধ স্খলনবহুল। দশটা দেখিয়া শুনিয়া তবে কলমের মুখে কালি দিতে হয়।

প্রবন্ধলেখক স্থানান্তরে—"ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য" এই ভাবে পদবিন্যাস

করিয়াছেন। বহুদিন পরে আমাদের আবার সেই গোপালভাঁড়ের রসপ্রস্রবণের কথাটা মনে পড়িল। উহাতে ছিল, এক কায়েত বলিল, দেখ বাপু বামুণ লোকে বলিয়া থাকে——

কায়েত বামুণ।

অতএব আমরা বামুণ থেকে শ্রেষ্ঠ। বামুণ বলিলেন বাপু হে আগে থাকিলে ও আগে রাখিলেই শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ হয় না। যেমন

গু-গোবর।

লোকে গোবরগু বলে না, গু-গোবরই বলিয়া থাকে, তাহাতে কি গোবরের বিশুদ্ধি নষ্ট হয়, আর গুর গুত্ব লয় পায়?। প্রবন্ধলেখক যদি কায়স্থ হন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই জানেন যে বৈদ্যজাতি ভর্ত্তা, কায়স্থ জাতি ভৃত্য বৈদ্য নমস্য, কায়স্থ নমস্কর্ত্তা, বৈদ্য চড়নদার, কায়স্থ মাঝীমাল্লা, বৈদ্য ক্রেতা মুদীকায়স্থ বিক্রেতা, বৈদ্য কেরাণী, কায়স্থ পীয়ন, বৈদ্য বিদ্যাভূষণ, বৈদ্য বাচস্পতি কায়স্থ ব্যাপারী ও শিকদার। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায়, কায়স্থ আড়াই অক্ষরের অগুরু গুরুমহাশয়। প্রবন্ধলেখক নিশ্চয় শিশুবোধের শিশু, তাই লঘু পদার্থ শোলাকে বলপূর্ব্বক জলে ডুবাইয়া ভারী দেখাইতেছেন। শোলা জলে ডোবে না ভাসে, কায়স্থও বৈদ্যের আগে বসিতে পারে না, জোর করিয়া বসাইলে কি উহা গু-গোবরের মতন যথৈবাস্তে তথৈবাস্তেই থাকিবে না? আনন্দের বল্লাল সোণারবেণের সোণাদেখে বৈদ্যকে ছোট বলিয়াছেন, আর এ প্রবন্ধলেখক নিতান্ত জিগীষায় পড়িয়া এই মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। লেখক বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ বুঝি?

বল্লালচরিতের কথা।

এই নামের দুই থানি গ্রন্থ আজি লোকলোচনের বিষয়ীভূত। উহার এক খানি গোপালভট্ট ও আনন্দভট্টের এজমালীতে বিরচিত, অন্যখানি আনন্দ ভট্টের নিজ খাস্ সম্পত্তি। গোপাল ভট্ট বলিতেছেন—

বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভং॥১৬৩

গোপালভট্টনাম্না তদ্রাজস্য শিক্ষকেণ চ
তস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদার্থং সুযত্নেনার্পিতং ময়া ॥ ১৬৪
অব্দরাজজমানৈর্বসুভির্বাণৈরধিকশাকেষু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মাসসম্মিতৈঃ ॥ ১৬৫।
উত্তর খণ্ড —৫৭ পৃষ্ঠা।

বল্লালনৃপতে রাদিচরিতং কথিতং ময়া।
উত্তরং চরিতং যত্তু ইদানীং কথ্যতে তথা ॥ ১
কালেন স মহারাজো নীতিজ্ঞো ধর্ম্মপালকঃ
অধর্ম্মাচরণং রাজ্যে দদর্শ লোকমণ্ডলে ॥ ২
সুবর্ণবণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবং ॥ ৭
এতস্মিন্নন্তরে কালে রাজ্যে দ্বিজাতিভিঃ সহ।
বভুব বৈরভাবশ্চ যোগিনাং রাজ্যবাসিনাং ॥ ১১— ২২পৃষ্ঠা ঐ।

মহারাজ বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভট্ট, ১৩০০ শাকে রাজনিদেশানুসারে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সন্তোষার্থ তাঁহার করে সমর্পণ করেন। মহারাজ বল্লাল, বৈদ্যজাতির অলঙ্কারস্বরূপ, অতিনীতিজ্ঞ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার রাজ্যে নানারূপ অধর্ম্মাচরণ হইতেছে, সুবর্ণ বণিকেরা ধনগর্ব্বে প্রমত্ত হইয়া কি রাজা কি ব্রাহ্মণগণ কাহাকেও আর মান্যগণ্য করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া বেড়ায়। ঠিক্ এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত দেশ-বাসী যোগীদিগেরও বৈরভাব উপস্থিত হইল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশে একজন বৈদ্য রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম বল্লালসেন। এই গ্রন্থখানী যে কোন কারণেও অকৃত্রিম, আমরা তাহাও বলি না। ইহা যোগিজনমনোরঞ্জনকারী কোন ব্রাহ্মণকুলগ্লানির কলঙ্কধ্বজা, তাহা আমরা বেশ বুঝিতেছি,তথাপি এই ভস্মস্তূপ হইতে ইহা পাইতেছি যে এই গ্রন্থখানি যখনই কেন বিরচিত হউক না তখন পর্য্যন্ত দেশের লোক যে রাজা বল্লালের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে কোন কুবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল না ইহা ঠিকই। গ্রন্থের বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় যে গ্রন্থকার কৌলীন্যদাতা প্রথম বল্লালসেনের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং কৌলীন্যদাতা বল্লাল, কায়স্থ, আর

একটা কাণা খোঁড়া বল্লালসেন বৈদ্য ছিলেন, যাঁহাদিগের মস্তিষ্ক হইতে এই বিকারের স্রোত প্রস্রুত হইয়াছে, তাঁহারা বুঝিবেন. তাঁহাদের হইয়া সাক্ষ্য দেয়, তাঁহাদিগের মিথ্যার-সমর্থন করে এমন স্বাধীনচেতা লোক এ বঙ্গদেশে একদিন একজনও ছিল না।

পূজ্যপাদ শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপাল ভট্টের বল্লাল চরিতের ভূমিকায় বলিতেছেন—

"কারণ বল্লাল চরিতোক্ত বল্লাল, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন এবং বৈদ্য বল্লালই এই মহাব্যাপারের সম্পাদনকরেন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং ইনি বৈদ্যবংশীয়"। ভূমিকা ১ম পৃষ্ঠা।

অতএব কৌলীন্যদাতা বল্লালসেনের বৈদ্যত্ব বিষয়ে কোন দ্বিধা করিবার হেতুই দেখা যায় না। দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণেরই মত এবংবিধ এবং এখনও অনেকে পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগে সম্পূর্ণ অনভিলাষী। অনেক প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ কায়স্থকেও দেখিতে পাইতেছি যে তাঁহারা বল্লালকে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বাদী কায়স্থ শিশুদিগের উপর তীব্র খড়্গহস্থ।

যাহাহউক গোপালচন্দ্র আমাদের অনুকূল মতের অবতারক ও সমর্থক হইলেও তাঁহাকে আমরা সত্যের সিংহাসনে উপবেশিত করিতে প্রস্তুত নহি। তিনি বলিতেছেন তিনি ১৩০০ শাকে বল্লালের আদেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু কৌলীন্যদাতা বল্লাল কখনই এত আধুনিক যুগের হইতে পারেন না। যদি লিপিকর বা সংশোধকগণের কোন প্রমাদ বা স্খলনবশতঃ এই সময়গত বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা গোপালকে এই ধারার অপরাধে বেকসুর খালাস দিতে পারি। এখন শকাব্দা ১৮২৬, সুতরাং কৌলীন্যদাতা বল্লাল এই গণনানুসারে বর্ত্তমান সময়ের ৫২৬ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। বল্লাল ১০৯১ শাকে দানসাগর প্রণয়ন করেন * ১০৬১ শাকে তাঁহার পাকস্পর্শ ঘটিত গোলযোগে বৈদ্য অনন্তদত্ত পলাইয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। তিনি যাঁহাদিগকে কৌলীন্য দান করিয়াছিলেন

* নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥

তাঁহাদিগের এখন ২২।২৩।২৪ কি ততোঽধিক পুরুষ পশ্চাদ্গত, সুতরাং এহেন সময়নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ দোষসমাক্রান্ত হইতেছে।

প্রকৃত কথা এই যোগীদিগকে উচ্চ জাতি গড়াইতে হইবে, তজ্জন্য বল্লালের নিরপরাধস্কন্ধে একটা দোষ চাপাইয়া দিয়া এক খানা বই খাড়া করা। কাজেই আন্দাজে কাজ সারিতে যাওয়ায় ও গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক জ্ঞানের লাঘববশতও এই বিসংবাদ ঘটিয়া পড়িয়াছে। ১৩০০ শকাব্দে ভারতে যবন রাজ্যের যৌবন কাল সমুপস্থিত। তখন আদি বল্লালের বিদ্যমান থাকা অসম্ভব ব্যাপার। যদি সময়ের পাঠ বিকৃত হইয়া থাকে, যদি গোপালভট্ট নামে একজন লোকের সত্তা প্রকৃতই ধরিয়া লইতে চাহ, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে এ গ্রন্থে যোগী ও স্বর্ণবণিক্‌দিগের বিষয়ে যাহা যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা তাহা সর্ব্বৈব অলীক। গোপালভট্টও আকাশকুসুম ও অশ্বডিম্বহইতে অভিন্ন পদার্থ নহে। কোন ব্যক্তি "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতি স্তদিহ কথ্যতে" র ন্যায় গোপালের নাম দিয়া যোগী ও সোণারবেণেদের তৃপ্ত্যর্থ ছুকথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থের নাম বল্লালচরিত, কিন্তু অন্যান্য চরিতাখ্যায়কেরা চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া স্ব স্ব গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া থাকেন, এ গ্রন্থে তাহার কিছুই নাই, আছে মাত্র সুবর্ণবণিক্ ও যোগীদিগের মত সমর্থক দুইচারিটী অপ্রকৃত কথা। এই গ্রন্থের নাম "যোগিসুবর্ণবণিক্‌চরিত" রাখিলেই গ্রন্থ অন্বর্থনামা হইত, গ্রন্থকর্ত্তাও সুবর্ণের ঋণহইতে নির্ম্মুক্ত থাকিতে পারিতেন। প্রকৃত কথা এই, ১২৩৪ শকাব্দে প্রথম বল্লালসেনের সজাতীয় দ্বিতীয় বল্লালসেন বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তিনি কৌলীন্যদাতা বা সুবর্ণ বণিক্‌দিগের সহিত বিবাদকর্ত্তাও নহেন। টাকা না দেওয়াতে প্রথম বল্লালের সহিত সুবর্ণ বণিক্‌দিগের মনোমালিন্য ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমূল সুবর্ণ বণিকের পতন ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। "যার খুন তার গর্দ্দান" বল্লালসেন বিতস্তি ভূমির রাজা ছিলেন, রামের রাজত্ব ক্ষুদ্র অযোধ্যাব্যাপী, কুরুপাণ্ডবের রাজত্বও ৫।৭ খানা গ্রাম লইয়া, এরূপ অবস্থায় বল্লালের জয়বৈজয়ন্তী যে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপিয়া উড্ডীন হইতেছিল তাহা নহে। তখনও পাল বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। ফলতঃ এখন এক বাঙ্গালায় যেমন মণিপুর, ত্রিপুরা, কোচবিহার, বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপপ্রভৃতির রাজারা রাজত্ব

করিতেছেন, বল্লালও ঐরূপ না হোক, না হয় উহা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদায় বাঙ্গালামুলুক ব্যাপী দুইটী প্রবল জাতির পতন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ সত্ত্বেও কৈবর্ত্তগণ সমুদায় বঙ্গদেশে চলিত হইতে পারিল না? ঐ সময় মণিপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, মণিপুররাজও একজন সাধারণ রাজা নহেন, তাঁহার রাজ্যও নিতান্ত ক্ষুদ্র হইতেছে না। বল্লাল যে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন তাহাও নহে, সুতরাং যোগী ও সোণার বেণেরা কেন মণিপুরে যাইয়া জাতিমান রক্ষা করিলেন না? মণিপুরের যোগী ও সোণার বেণেদের জাতি গেল কাহার কোপানলে পড়িয়া?। ফলতঃ জাতিহীন জাতিনাশক প্রবলপ্রতাপ মুসলমান রাজগণ যে দেশের কাহার জাতিনাশে সমর্থ হয়েন নাই, সেই দেশে যে একজন সামান্য রাজা সুবর্ণবান্ সুবর্ণবণিক্ ও ব্রাহ্মণকল্প যোগীর জাতি নষ্ট করিতে পারিয়া ছিলেন ইহা পুস্তির গল্পমাত্র।

যাহাহউক এই সকল গ্রন্থ প্রণয়নকালেও যে এই দেশের লোকেরা সেনরাজগণকে বৈদ্যই জানিতেন, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বা বৌদ্ধ জানিতেন না, এই আন্ধার হইতে তাহাই পাওয়া গেল। আর কি পাওয়া গেল? আর পাওয়া গেল—

তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রকগোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥ ৭৩ পৃষ্ঠা।
শূদ্রাবিশোস্তু কায়স্থোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ।
নিস্তেজশঃ কলৌ ক্ষত্রা শ্চেত্রিনাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ।
অনাচারাৎ তু বৈশ্যা যে বণিজঃ শূদ্রবৎ কলৌ॥ ৭১ উত্তরখণ্ড।

অর্থাৎ যে মিত্রনন্দনেরা এখন বর্ম্মা ও উপবীতী হইতে লোলজিহ্ব তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আদিভৃত্য কালিদাস নির্জলা শূদ্রকুলসমুদ্ভব! আর কি? না বৈশ্যপুরুষ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করাতে যে ষষ্ঠ অনুলোমজ করণ জন্মিয়াছিল, বিদ্যাদিগ্‌গজ গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ যাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর ভাবিয়া নিরপরাধ ভরতকে গালি দিয়াছেন, কায়স্থগণ সেই করণ-পদার্থের সহিত অভিন্ন। কথাও তাহাই, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণও উক্ত করণকেই আদিকায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশকরিয়াছেন এবং ভরতের বহুপূর্ব্বে রায়মুকুটও "করণ্যাং

কায়স্থ্যাং” বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তথাপি করণকুলপ্রসূত বকাণ্ডপ্রত্যাশী ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র মহাশয়েরা বর্ম্মাবর্ম্মে সংবৃত হইতে পণ্ডিতপুঙ্গবদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুশাসন মাথায় করিয়া ধাবমান!

এই গেল গোপালের পালা, এখন আমরা শিশুশিক্ষার বেণীমাধব আনন্দ ভট্টের কথা লইয়া অবতীর্ণ হইতেছি। নিরানন্দের অনন্তউৎস আনন্দচন্দ্র অশিষ্টভাষাবহুল তদীয় পরিশিষ্টের বেলাভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া কায়স্থ বুদ্ধিমন্তখাঁনামক নবদ্বীপের জমিদারবিশেষের লবণঋণপরিশোধার্থ ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে গদ্‌গদস্বরে বলিতেছেন—

অসম্পূর্ণঞ্চ বল্লালচরিতং যত্তু বর্ণিতং।
গোপালভট্টেন রাজদণ্ডাশঙ্কিতচেতসা॥ ১
সেনবংশধরো রাজা বল্লালো নাম বিশ্রুতঃ।
সংক্ষেপেণ তদিদানীং চরিতং রচিতং ময়া॥২
আমরণং যথা সত্যং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতং।
অজ্ঞাতপিতৃনামাসৌ নানা বাদ স্তথা শ্রুতঃ॥৩
কেচিৎ বদন্তি বল্লালো বিষক্‌সেনদ্বিজাত্মজঃ।
শুকসেনাত্মজঃ কে বা আদিশূরাত্মজ স্তথা॥ ৪
কেবা বিজয়সেনস্য ব্রহ্মপুত্রনদস্য বা।
নিশ্চিতং জারজঃ সোপি দুষ্কর্ম্মা মন্দধীশ্চ বৈ॥ ৫
চণ্ডালডোমকন্যাদৌ রতোঽসৌ সাধুপীড়কঃ।
পরস্ত্রীকাতরো দ্রোহী পররাজ্যধনেষু চ॥ ৬
পরিশিষ্টমিদং পূর্ণং বল্লালচরিতস্য চ।
গোপালভট্টবংশধৃগানন্দভট্টবর্ণিতং॥ ৩৯
সেনভূপালবংশস্য নিধনে নিরুপদ্রবে।
সুগুপ্তং পরিশিষ্টে তচ্চরিতং রচিতং ময়া॥৪০
মানৈ, রাজপুত্রৈ দর্শনৈশ্চ নবাধিকৈঃ।
শাকেষু দর্শনৈর্মাসে তারান্তি দর্শিতে দিনে॥৪১
নবদ্বীপপতে রাজ্ঞাং ময়া বিধৃত্য মূর্দ্ধনি।
অস্য চিত্তপ্রসাদার্থং তৎপাণিকমলার্পিতং॥

৪২—৭৫ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট।

রাজার ভয়ে গোপালভট্ট সত্য বলিতে পারেন নাই। যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অসম্পূর্ণ, এখন সেনরাজবংশ নির্ম্মূল হইয়াছে, তাই আমি নির্ভয়ে রাজীরকবতে স্বাধীনচিত্তে অতিসংক্ষেপে গোপালের বল্লালচরিতের পরিশিষ্ট বর্ণনা করিতেছি। আমি গোপালভট্টের অনন্তরবংশ্য॰।

সর্ব্বত্র ইহাই প্রসিদ্ধ যে রাজা বল্লাল, সেনবংশপ্রভব। ক্ষত্রিয়, কায়স্থ বা কর্ণবংশ কিংবা ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব নহেন। আর আমরা বাল্যাবধি ইহাও শ্রুত হইয়া আসিতেছি যে উক্ত রাজা বল্লালের বাপের নাম অজ্ঞাত। এ বিষয়ে নানা কথা শোনা গিয়া থাকে। কেহ বলে বিষক্‌সেন দ্বিজ, কেহ শুকসেন; কেহ বলে মহারাজ আদিশূর, কেহ বলে বিজয়সেন, কেহ বা বলে ব্রহ্মপুত্র নদ পিতা। ফলকথা বল্লাল নিশ্চয়ই জারজ সন্তান। একে ত তার বাপের ঠিক নাই, তাহাতে আবার তাহার স্বভাবচরিত্রও অতি মন্দ, বুদ্ধিটাও অতি কদর্য্য। সৎকার্য্য কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না, সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্ম নিয়াই রহিয়াছে। সে অতি পরস্ত্রীকাতর, পররাজ্য ও পরধনলোলুপ এবং সাধুপীড়ক ছিল। চণ্ডাল ও ডোমের মেয়ে গুলি নিয়াই প্রমত্ত থাকিত, আমি ১৫০০ শত শাকে এই পরিশিষ্ট লিখিয়া অসম্পূর্ণ বল্লালচরিত পূর্ণ করিলাম। নবদ্বীপাধিপতির আদেশে তাঁহারই সন্তোষণার্থ ইহা রচনাকরিয়া তাঁহার করে সমর্পণ করিতেছি।

কেমন সুন্দর বল্লালচরিত খানী? কেমন সুন্দর অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করাটী? গোপাল বলিলেন, রাজা বল্লাল বড়ই ধার্ম্মিক, নীতিজ্ঞ ও সুশাসক, আর আনন্দ বলিলেন, সেটা লম্পট, চোর ছেঁচোড়,ডাকু ও বেজন্মা!!! কেমন সুন্দর চরিতাখ্যায়ক ও চরিতাখ্যায়িকা!!! এ মেহনত স্বীকার কেন? না একখানা বই অসম্পূর্ণ থাকে, এও এক কথা, আর একটা কায়স্থসুমু বুদ্ধি মস্তখাঁর আত্মাটার তৃপ্তি সংজননও মুখ্য প্রয়োজন বটে। আর যবনিকার অন্তরালে যে অস্ত দগ্ধোদরস্বার্থেও কিঞ্চিৎ না ছিল.তাহাও নহে। লেখক যিনিই হউন, তিনি দেখিলেন বল্লাল যে বৈদ্য. তার ত আর খণ্ডন করা সম্ভব নয়, তবে প্রাণ ভরিয়া আশমিটাইয়া বৈদ্যজাতিটাকে একটু মিষ্টমুখ করিয়াই লই।

পূজ্যপাদ শশীবাবু এখানে নবদ্বীপাধিপতিশব্দে নবদ্বীপের নিরপরাধ রাজা কাশীনাথকে ধরিয়া টানাটানি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এটা ভুল। মহা-

রাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বৈদ্যেরা বহুবার নাকাল করিয়াছিল, তাঁর রাজ্য পর্য্যন্ত যায় যায় হইয়াছিল, তিনি রাজবল্লভের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া আরাধনায় ধর্ণা পাতিয়া ছিলেন, কিন্তু নিরাপদ হইয়াই তিনি বিশেষতঃ পরমোপকারী রাজাধিরাজ রাজবল্লভকেই দংশন করিতে ফণা ধরেন। রাজবল্লভ যে তাঁহার বিধবা শিশুকন্যার বিবাহদান ও বৈদ্যের পৈতাপ্রচলনে সম্যক্ কৃতকার্য্য হয়েন না, কৃষ্ণচন্দ্রই তাহার প্রধান হেতু। কৃষ্ণচন্দ্র বৈদ্যদিগকে পৈতা গলায় দিয়া তাঁহার সভা পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কাশীনাথ ১৫০০ শকে বিক্রমপুরের সন্নিহিত কাঁকদিগ্রামে বাঙ্গাল মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে ছিলেন। ফলতঃ আনন্দভট্টের এই নদীয়ার চাঁদ ছিলেন, কায়স্থস্থসু বুদ্ধিমন্তখাঁ। উপকারক বৈদ্যমুনিকে তখন হইতেই নবসম্পৎপ্রমত্ত ভৃত্যসন্তনেরা বিষনয়নে দেখিতে আরম্ভ করেন। তাই বল্লালকে "জারজ" বলাইয়া শৌদ্রআত্মাটার সন্তর্পণ জন্মাইয়া লন। ফলতঃ বৈদ্যবল্লালকে আঠীসমেত আস্ত গিলিতে হইবে, মণ্ডী ও সুখেতের রাজগণকে সজাতি বলিয়া বকের কান্না কান্দিতে হইবে, এ সূক্ষ্মবুদ্ধি ও দুঃসাহস তখন পর্য্যন্ত প্রাণে গজাইয়া ছিল না। তখন বুকের পাটাটা একটু অপ্রশস্ত ছিল। এই বুদ্ধিমন্তই যে আনন্দচন্দ্রের "নবদ্বীপাধিপতি" ও শাস্ত্রিমহাশয়ের "Lord of Nabadvipa" তাহা শাস্ত্রি মহাশয়ই আনন্দের খাশ বল্লালচরিতের ভূমিকায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

Ananda Bhatta by disclosing the past history of the caste system in Bengal, did a service at this time of agitation, the value of which can scarcely be overrated. He waa strongly supported by the most influencial Bengal Raja of his time, namely, Vudhimanta Khan, a Kayastha by barth. His high position is attested by the fact that he is always called Navadvipadhipati Ananda Bhatta's book was presented to him on the anniversary of his birth.

December January 1509–10 A. C.

অতএব বোঝা গেল, এ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কাশীনাথ নহেন। শশীবাবুর বোঝা উচিত ছিল যে, রাজা কাশীনাথের সময়ের ব্রাহ্মণদিগের আত্মার এতদূর

অধোগতিও তখন হইয়া ছিল না যে, একটা রাজাকে জারজপ্রভৃতি বলিয়া গালি দেওয়ার নিমিত্ত কড়ি দিয়া বই লিখিতে বা লেখাইতে হইবে ?। যাহা হউক এজমালী বল্লালচরিতের পালা এই খানেই শেষ করিয়া আমরা আনন্দ-ভট্টের খাশ গ্রন্থ খানির কথা লইয়া দুচার কথা বলিব।

পূজ্যপাদ হরপ্রসাদশাস্ত্রী এম্ এ মহামহোপাধ্যায় মহাশয় আজি সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের (Sanskrit College) সর্ব্বাধ্যক্ষ। তাঁহাকে আমরা পূজার্হ মনে করি ও যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তিও করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহার মতন একজন পদস্থ লোক যে কি প্রকারে এহেন মিথ্যা গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে, ইহারই সত্যতাসংস্থাপনজন্য বক্তৃতা দিতে ও প্রবন্ধপাঠ করিতে সমর্থ হইলেন, আমরা তাহা ভাবিয়াই ব্যাকুল। তিনি ত আর তৈলবটবিনোদী নহেন ? তিনি ও পঞ্চানন তর্করত্নমহাশয়ইত ক্ষত্রিয়ত্বের পাতিতে দস্তখত না করিয়া দেখাইয়াছেন, যে এখনও সকলের অধঃপাত ঘটে নাই। তৈলবটবিনোদীরা কি করে ? তাহারা শিশুশিক্ষার সর্ব্বঙ্গিল গোপালের মতন যা পায় তাই খায়। কলিকাতার এক তর্কাচার্য্য মহাশয়ই চোরবাগানের এক মল্লিকের পোষ্যপুত্রগ্রহণ ও সিদ্ধাসিদ্ধত্ব ব্যাপারে হাজার টাকা নিলেন প্রাতে "বৈধ" ব্যবস্থা দিয়া ও বিপক্ষের নিকট হইতে আর এক হাজার টাকা মারিলেন "এ পোষ্যপুত্র অবৈধ", ব্যবস্থা দিয়া, সেই বৈকাল বেলা। "নৈকাদিত্যে দ্বিভোজনং" শাস্ত্রটা, পেটের জ্বালায় উড়িয়া গেল, দুটী হাজার টাকাই একই সূর্য্যদেবের চক্ষের সামনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিরাপত্তিতে গলাধঃকরণ করিলেন, একটী পাকের বড়ীরও দরকার হইল না। ব্রজ বিলাসের নদীয়ার চাঁদ, ইহা অপেক্ষাও সাহসী পুরুষ ছিলেন। কেন না চৈতন্যের পূর্ণব্রহ্মত্বপ্রতিবাদক অনন্তসংহিতা নামে যে একখানি জাল গ্রন্থের নাম শ্রুত হয়, চৈতন্যভক্ত তিনিই উহার কারিকর ও মূর্ত্ত বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। সকলে এই সর্ব্বঙ্গিল মহাত্মার কাণ্ডখানা একবার বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে দেখ।

ময়মনসিংহের স্বর্গীয় রামকিশোরআচার্য্যচতুর্ধুরীণবাহাদুর (মাননীয় শ্রীযুক্ত জগৎকিশোরআচার্য্যচতুর্ধুরীণমহাশয়ের পিতা) ও তত্রত্য অন্যতর জমিদার স্বর্গীয় শ্রীধর আচার্য্য চতুর্ধুরীণ মহাশয়দিগের মধ্যে এক দত্তকপুত্রের সিদ্ধাসিদ্ধত্ব লইয়া একটী বৃহৎ মোকদ্দমা দায়ের হয়। ঘোলঘরের স্বর্গত নবীনচন্দ্রঘোষ সবজজমহাশয়ের ধর্ম্মাধিকরণে মোকদ্দামা দায়ের থাকে।

বিচারের দিন সাক্ষ্যদানার্থ বিদ্যারত্নমহাশয়ের ডাক হইলে তিনি শপ
পূর্ব্বক বলিলেন "হাঁ উপস্থাপিত এই ব্যবস্থাপত্র আমার প্রদত্ত, ইহা ঠি
ইহা আমিই দিয়াছি, এই দস্তখত আমারই নিজকৃত"। অনন্তর বিপক্ষে
জেরার সময়ে আর একখানি বিপরীত ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপিত হইলে, বিদ্যার
মহাশয় বেদমাতাগায়ত্রীস্মরণপূর্ব্বক বলিলেন যে "হাঁ এ খানিও আমিই দিয়াছি
এখানিও সম্পূর্ণ ঠিক ও শাস্ত্রসম্মত"।

তাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রবীণবিচারপতি নবীনবাবু বলিলেন "সে কি বিদ্যার
মহাশয়! দুই বিরুদ্ধমতসমর্থনকারী একই বিষয়ের দুই খানী পাতি কি প্রকারে
ঠিক হইতে পারে?।

অমনি অকলঙ্ক নদীয়ার চাঁদ বলিলেন "আজ্ঞে একখানি কলিপর, আর
একখানি ত্রেতাপর"।

তখন নবীন বাবু উভয় হস্ত যুক্ত ও টাকার মোচার মতন করিয়া বলিলে
"ঠাকুর তোমার নিকট কি কুম্ভকর্ণ ব্যবস্থা নিতে গিয়াছিল, তুমি ত্রেতাযুগে
ব্যবস্থা দিলে? এই বাদী বিবাদী উভয়ই কি কলিযুগের লোক নহে।

অমনি গলদ্‌ঘর্ম্ম পণ্ডিতজীউ শিরঃকণ্ডূয়ন ও এঁ উঁ করিতে করিতে
মসীকৃষ্ণ মুখখানী যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত করিলেন। একজন পণ্ডিত
"পতিরন্যো বিধীয়তে" কাটিয়া "পতিরন্যো ন বিদ্যতে" করিয়াছেন, একজন
পণ্ডিত ঋগ্‌বেদের "অগ্রে" শব্দকে "অগ্নেঃ" করিয়া সহমরণের শাস্ত্রসিদ্ধ
প্রমাণ করিয়াছেন, একজন পণ্ডিত মিথ্যা দত্তকচন্দ্রিকা লিখিয়া প্রাচীন
কুবেরপণ্ডিতের নামে তাহা বিকাইয়াছেন। হলধরপ্রভৃতি আরও কত জন
যে কত কি করিয়াছেন, তাহার আর কত নিকাশ দিব। ফলতঃ তৈলবটগৃধ্নু
লোকেরা করিতে না পারে এমন কাজ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই। আমরা এই
সকল লোককে চিনি ও ইহাদের কার কত মূল্য, তাহাও আমরা
জানি। যাঁহারা বলিয়াছেন "বঙ্গদেশের কায়স্থগণ, মূলতঃ ক্ষত্রিয়, যাঁহারা
বলিয়াছেন, আরব্যউপন্যাসের সেই নিরাকারভোজন ও আচমনের ন্যায়
নিরাকার অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভাবপদার্থ কল্পনাপ্রসূন চিত্রগুপ্তই, পারলৌকিক
কল্পিতনরকের জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টার ও তিনিই বঙ্গের কেমিকেল বর্ম্মাদিগের
আসন্ননিদান, আমরা তাঁহাদিগকেও চিনিতে বাকী রহিয়াছি, তাহাও

কেহ মনে করিবেন না। অহো এ পোড়া দগ্ধোদর কাকে না পাতালগামী করিল? বিদ্যাসাগর! তুমি গিয়া ভারত শূন্য করিলে?

কিন্তু আমরা শাস্ত্রিমহাশয়কে এরূপ তরল পদার্থ বলিয়া জানি না। তিনি মহাসদ্বংশপ্রভব, প্রগাঢ়সংস্কারসম্পন্ন ও পাশ্চাত্যভাষা এবং নানা প্রত্ন তত্ত্বেও অসাধারণ ব্যুৎপন্ন, তাঁহার কেন এ প্রবৃত্তি হইল, আমরা তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। এত দয়া ত ভাল নয়?। তাঁহার প্রশংসিত এই গ্রন্থখানি সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, যখন ইহাতে জাতি নিয়া বিবাদের কথা রহিয়াছে, তখন এমন গ্রন্থে কি তাঁহার মতন লোকের সম্পর্ক রাখা উচিত ছিল? তিনি কোন প্রকার জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া এই বল্লাল চরিতের সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আমরা মনেও আসিতে দিতে পারি না, মনে আসেও না। আসিবেওনা। কিন্তু তিনি এই মিথ্যাগ্রন্থের সহিত যে আপনার মহামান্য পবিত্রনাম যোগ করিতে দিয়াছেন, তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি। উহা আমাদের বুকে শক্তিশেলের ন্যায় বিঁধিয়াছে। তিনি ঘোষ ভবনের অমন রুধিরাক্ত পাতিতেই দস্তখত করিলেন না, অথচ এহেন শুভ্রপত্র-বিলসিত সামান্য বল্লালচরিতে আপন পবিত্রনাম যোজনা করিতেদিলেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কাল ভাল নয়, কুলোকে যদি মনে কোন কুচিন্তা স্থান দেয়? জগৎ স্বাধীন?

কেন? এ আনন্দভট্টি বল্লালচরিত মিথ্যা বুঝিলে কি প্রকারে? শাস্ত্রি মহাশয় কি না জানিয়া শুনিয়াই ফাঁদে পা দিয়াছেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় ও মূল সুসংবদ্ধ। নতুবা কি তিনি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করাইতে এত প্রয়াসী হইতেন?। এগ্রন্থ সম্পূর্ণ পবিত্র ও সম্পূর্ণ অব্যাজমনোহর। হাঁ একথা অবশ্যই মনে আসিতে পারে, কিন্তু আমরা যখন এই গ্রন্থের প্রত্যেক কথাটী লইয়া ভাবিয়া দেখি, তখন আমরা সকলই ভুলিয়া যাই। স্বর্গের টাটকা সুধা ঢালিয়া দিলেও যেমন নিম নিমই থাকে, সুস্বাদু রসাল হয় না, তেমনই শাস্ত্রি মহাশয়ের পবিত্রনামের সংযোগেও এই পূতিগন্ধময় মুক্তাক্রন্দনক গ্রন্থও সুস্বাদু হইতে পারে নাই। শাস্ত্রিমহাশয় ইহার ভূমিকাপ্রণয়ন ও যাথার্থ্যবিষয়ে শতধা সুযুক্তিপ্রদর্শন করিলেও ইহা আপনার যাথার্থ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং হইবে না। ঋজুপাঠের একটা কর্ণদ্বয়রহিত নষকর্ণকে

জিজ্ঞাসা করিলেও সে বলিবে ইহা ষোল আনা কৃত্রিম ও সতর আ
মিথ্যা। কেন?—

দেখ এই অভিবন আনন্দভট্ট আজ জগৎকে কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব অনাস্বাদিত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব-বারতা শুনাইতে দণ্ডায়মান!! নির্লজ্জ ভট্টের নন্দ কহিতেছেন—

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য নবদ্বীপনৃপাজ্ঞয়া।
ব্রাহ্মণানাং সমুৎপত্তিং তদ্‌ভেদাদিসমন্বিতং॥
রাঢ়ীয়াণাং বারেন্দ্রাণাং গোত্রগাঞিসমন্বিতং।
বল্লালচরিতাখ্যং তদ্‌রাজচরিত মুচ্যতে॥ ১ পৃ
সৎশূদ্রশ্চৈব শূদ্রশ্চ শূদ্রস্তু দ্বিবিধোমতঃ।
আদ্যো বিপ্রবিশোঃ শূদ্র্যাং দ্বিতীয়ঃ পাদজঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রাষু বিপ্রাৎ মৌলকাম্বষ্ঠবংশজাঃ।
ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রকণ্যায়াং মৌলোনাম প্রজায়তে॥
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠস্তনয়ঃ স্মৃতঃ।
অম্বষ্ঠাৎ বৈশ্যকন্যায়াং বৈদ্যোনাম প্রজায়তে॥
শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাৎ করণ্যাঞ্চ ততঃ পুনঃ।
স্থিতঃ করণকায়েষু ততঃ কায়স্থ উচ্যতে॥
পাদজাঃ সন্তি কায়স্থা স্তথৈবাম্বষ্ঠজা অপি।
যে তু কিরাতকায়স্থাস্তে সর্ব্বে নিন্দিতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭৭ পৃষ্ঠা।
বয়ং শ্রেষ্ঠাহি বর্ণানাং জাত্যা চৈব কুলেন চ।
সুবর্ণবণিজোদর্পাৎ এবং বদন্তি সর্ব্বদা॥
দাসীবংশজ ইত্যেবং বদন্তো মনুজেশ্বর।
ব্রাহ্মণান্ সদ্বংশজাতান্ অস্মানুপহসন্তি তে॥
যজ্ঞোপবীতিনোদেব সুবর্ণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তান্ ভ্রান্তবুদ্ধ্যা নমস্কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা॥ ৯৮ পৃষ্ঠা।
সুবর্ণান্বেপনয়াৎ বণিজো ব্রাত্যতাং গতাঃ॥
গোপোমালী চ তাম্বূলীকাংসারতন্ত্রিশাঙ্খিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্যঃ সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সৎশূদ্রাণাস্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তমঃ স্মৃতঃ॥ ১০৯ পৃষ্ঠা।

পাঠক! আমরা প্রথমতঃ উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির অক্ষরার্থ লইয়া আলোচনা করিব। দেখাইব, ভট্টজীউ শুদ্ধ প্রলাপ বকিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্তা, নবদ্বীপেশ্বর বুদ্ধিমন্ত খাঁর আদেশে এই গ্রন্থের প্রণয়ন করিতেছেন। কেন? তিনি ত বুদ্ধিমন্তের আদেশে গোপালভট্টের গ্রন্থের পরিশিষ্ট একবার লিখিয়াছেন, আবার কেন? বুদ্ধিমন্ত ত সেবার বল্লালকে জারজ বানাইয়াছেন, কিন্তু তিনি ত একথা বলেন নাই যে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক নয়, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য পৃথক্ উপাদানে সমুৎপন্ন এবং তাহারা উভয়েই যুগীজোলার সহিত তুল্যভাবে সৎশূদ্র! শাস্ত্রিমহাশয় কি বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠ কোন্ হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ বচন অনুসারে সৎশূদ্র? মনু ও ব্যাসাদি কি উঁহাকে দ্বিজ, পিতৃসদৃশ ও ব্রাহ্মণ বলিয়াই নির্দ্দেশকরেন নাই? অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুসংহিতা কি উঁহাকে অগত্যা মাতৃধর্ম্মা বৈশ্য বলিয়া জানাইতে বিস্মৃত হইয়াছেন? বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অশাস্ত্র ও অপ্রমাণ পদার্থ। শাস্ত্রিমহাশয় যখন দেখিলেন যে এ গ্রন্থ মন্বাদি সংহিতার বিরুদ্ধমতবাহী, তখন কেন তিনি ইহার ছায়ামাত্রও পরিত্যাগ করিলেন না?।

ব্রাহ্মণবৈশ্যাসম্ভব অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যে এক, তাহা কি শাস্ত্রিমহাশয় হাতে খড়ি ধরিবার পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন না? সংস্কৃত বাঙ্গালা কোন অভিধান এ পর্য্যন্ত বলিয়াছে যে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক নয়? অশাস্ত্র বৃহদ্ধর্ম্মও কি বলে নাই যে—

আয়ুর্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলং।
ততোঽসৌ পাপশূন্যোঽভূৎ অম্বষ্ঠ খ্যাতিসংযুতঃ॥?

পরন্তু যে গ্রন্থে লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণবৈশ্যাসম্ভব অম্বষ্ঠ ও অম্বষ্ঠবৈশ্যাসম্ভব বৈদ্য," শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমানী শাস্ত্রিমহাশয়, কেন ঢাক ঢোল বাজাইয়া এহেন মিথ্যাগ্রন্থের সমর্থন করিতে গেলেন? কোন লোক তাঁহাকেও ইহাতে স্বার্থযুক্ত ভাবিলে তিনি কি তাহাতে রাগ করিতে অবসর পাইবেন?।

অবশ্য ব্রাহ্মণবৈশ্যাসম্ভব অম্বষ্ঠগণ, কচিৎ বৈশ্যকন্যা ও মাহিষ্যকন্যাবিবাহ না করিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে কি তদুৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠ না হইয়া বৈদ্য নামে প্রথিত হইয়াছিল, শাস্ত্রিমহাশয় কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ে

এহেন মিথ্যা বারতার সত্তা দেখিতে পাইয়া ছিলেন ? বঙ্গের বৈদ্য শব্দ কি কোন জাতিবাচক পদার্থ ? ইহা কি অম্বষ্ঠের বৃত্তিঘটিত নাম নহে।

ব্রাহ্মণেরাই লিখিয়াছেন যে "বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠঃ" ব্যাস নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি ধীবরীগর্ভপ্রভব কানীনপুত্র। অন্যতর বশিষ্ঠঋষিও শূদ্রী অক্ষমালাকে বিবাহ করেন, বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ কি ঐ সকল ব্যাসবশিষ্ঠের নাতিপুতি নহেন ? ব্রাহ্মণ সত্যকামজাবালের বংশ কি একবারেই নির্বংশ হইয়া গিয়াছে ? পরশুরাম কি "যেন জাতঃ স এব সঃ" এই বিধি অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণেতর অন্যজাতিতে গৃহীত হইয়াছেন ? যদি তাহা না হইয়া থাকেন তবে ঐ কারণে অম্বষ্ঠপুত্রগণ বা বৈদ্যনামে একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া আখ্যাত হইবে কেন ? এই গ্রন্থের এই সকল কথা সম্পূর্ণ কল্পিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অলীক। শাস্ত্রিমহাশয় ইহা দেখিয়াও যখন জলদগম্ভীরস্বরে ইহার সত্যতায় স্বস্তিবাচন করিয়াছেন, তখন দুষ্টবুদ্ধির লোকেরা তাঁহাকে "স্বার্থযুক্ত" ভাবিলে তিনি কি বলিয়া তাহাদের স্বাধীনমনের উত্তালতরঙ্গে তৈলবিন্দুসেক করিবেন ?। তাঁহার মতন বিদ্বান্ ও মহোচ্চপদসংস্থ লোকের কি এই ন্যক্কার জনক গ্রন্থে সংস্রব রাখা ভাল হইয়াছে ?

ব্রাহ্মণ এখন বেদবর্জ্জিত, ষট্‌কর্ম্মবর্জ্জিত, শ্ববৃত্তিক ও শূদ্রধর্ম্মা। এ কালের ব্রাহ্মণম্মন্য বেয়াল্লিশকর্ম্মা ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র মানিলে নিশ্চয়ই শূদ্র হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে কালের ব্রাহ্মণেরা খাঁটী ব্রাহ্মণই ছিলেন। সুতরাং সেই খাঁটী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাহইতে অর্থাৎ আর্য্যহইতে আর্য্যাতে জাত অম্বষ্ঠ কোন্ শাস্ত্রানুসারে পাদজ বা শূদ্র হইতে পারে ? মনু কি বলিয়া যান্ নাই "তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার মর্হতি" শাস্ত্রিমহাশয় অতবড় প্রধান পণ্ডিত হইয়াও কেন এ মিথ্যার স্তুতি গান করিলেন ? তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, কিন্তু সর্ব্বতোমুখী প্রবীণতা নাই, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। সে দিনও (৭।৭।০৩) তিনি নিজমুখে বলিলেন যে এ গ্রন্থের যাথার্থ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না ! আমরা কিন্তু দেখিতেছি, ইহার একটী বর্ণও কূপজলস্নাত ভিন্ন গঙ্গোদকপূত নহে। ইহার প্রত্যেক বর্ণ মিথ্যা বলিলেও যেন ইহার কিছু প্রশংসা করা হয়। শাস্ত্রিমহাশয় বোধ হয় মিথ্যাসত্যের প্রকৃতি ও পরিভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে রহিয়াছে

"কামার, কুমার, তেলী, মালী, বৈশ্য ও কায়স্থ সবই সৎশূদ্র। তবে তন্মধ্যে একালের বেদবর্জিত শ্বৃত্তিক নাম্না ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈশ্য উত্তম. বৈশ্য অপেক্ষা কায়স্থ উত্তম !!! কায়স্থ অপেক্ষা ছায়াবান্ সোণারবেণে উত্তম" !!! কেন? তাহার সোণা বেশী আছে বলিয়া? ছি ছি ছি! শাস্ত্রিমহাশয় কি সত্য সত্যই জানেন ও বিশ্বাস করেন যে বৈশ্য অপেক্ষা কায়স্থ উত্তম? তবে অধীয়ান তাঁহাদিগের সময়ে ইতিপূর্ব্বে শ্রেষ্ঠকায়স্থজাতির সন্তানেরা সংস্কৃত কলেজে ঢুকিতে পারিত না কেন? তাঁহার অধ্যাপকগণ নিকৃষ্ট অধম বৈশ্য জাতিকে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক গাড়িঘোড়াচড়া জামাজোড়াপরা তাঁহার ব্রতানাং ব্রত মূর্ত্তিমং কায়স্থার্ভকদিগকে শৃগালকুক্কুরের ন্যায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন কেন? কেন শাস্ত্রিমহাশয়ের পূর্ব্বপিতামহগণ "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" বলিয়া তাঁহার বুকের মাংস কায়স্থ জাতিকে অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইতে দূরে রাখিয়া বৈশ্যদিগকেই কোলে করিয়া ছিলেন? ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মা, কায়স্থ ৪২ কর্ম্মা, যদি এ জন্য তাহাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাহাকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উত্তম বলিলে ভাল হইত?। বেদবর্জ্জিত শ্বৃত্তিক অনন্তকর্ম্মা ব্রাহ্মণ কি শূদ্র নহে? সুবর্ণবণিকের স্বর্ণমণ্ডিত কড়ির মুখ দেখিয়া বুভুক্ষিত আনন্দভট্ট যখন আপনাদিগকে "দাসীপুত্র" বলাইতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, তখন বৈশ্যকে কায়স্থ অপেক্ষা ছোট বলিবেন, ইহা তাঁহার নির্লজ্জ আত্মার পক্ষে বেশী কি বল?। শাস্ত্রিমহাশয় শাস্ত্রদ্রষ্টা, সমাজের আচার ব্যবহারদ্রষ্টা, তিনি কেন? বিবাদপ্রিয় কায়স্থেরাও মনে মনে জানেন যে তাঁহারা বৈশ্য অপেক্ষা ॥৵০ আনা ছোট। কিন্তু যে আবর্জ্জনাপূর্ণগ্রন্থে এই মিথ্যা কথা রহিয়াছে, তাহাতে নিঃস্বার্থ শাস্ত্রিমহাশয়ের পবিত্রনাম যুড়িয়া দেওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে মহিমা বিক্ষত হয়। এ চেনা নৌকাতে কি তাঁহার পবিত্রনামের নিশান উড়িতে দেওয়া সঙ্গত হইতে পারে? ফলতঃ সোণারবেণে ও কায়স্থকে বৈশ্যঅপেক্ষা বড় দেখাইবার জন্যই এই গ্রন্থের পয়দা। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় জানিবেন, সীসাবান্ধা বড়শী যেমন লঘু ফাতনাকে লইয়া জলের তলে ডুবিয়া যায়, তেমনই তাঁহার গুরুভার নামের নিশান লইয়াও এই ন্যক্কার জনক মিথ্যা গ্রন্থ অতলজলে ডুবিয়া যাইবে। অথবা ডুবিয়া গিয়াছে

পাঠক। দেখ, ভট্টনন্দনের লীলাবৈচিত্র্যের প্রসর কত ? তিনি সুবর্ণবণিক্ ও কায়স্থের সুবর্ণে বর্ণজ্ঞানহীন হইয়া বলিতেছেন——

১। বল্লালচরিতং পূর্ব্বখণ্ডীয়ং কথিতং ময়া।
শ্রূয়তা মুত্তরে খণ্ডে বিস্তরাৎ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১
সেনবংশধরো রাজা বল্লালো নাম বিশ্রুতঃ।
পুরেমামভুনক্ পৃথ্বীং প্রভাবাক্ষতশাসনঃ ॥ ২
স রাজপুঙ্গবো গ্রন্থং বাৰ্দ্ধক্যে দানসাগরং।
অনিরুদ্ধোপদেশেন প্রণিনায় শ্রুতং ময়া॥১৩—১অঃ উত্তর খণ্ড।

২। সুবর্ণবণিজোরাষ্ট্রে দুঃশীলা ধনগর্ব্বিতাঃ।
ব্রাহ্মণান্ তে তুলয়ন্তি ব্রহ্মক্ষত্রিয়জঞ্চ মাং ॥ ১৯ পৃষ্ঠা।

৩। আচক্ষ্ব মৈব মবনীশ্বর মাং কুমারীং,
বংশঃ ক তে বিধুভবঃ কচ সম্ভবো মে।
চর্ম্মারকোরিতনয়া বিদিতাস্মি লোকে,
জানীহি নাস্মি ভবতা পরিণেতু মর্হা ॥২১ পৃষ্ঠা।

৪। ব্রহ্মণো মানসাদত্রিঃ সোমস্তৎ পুত্রতাং গতঃ।
তস্য বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোসি পার্থিব ॥ ৪৪ পৃষ্ঠা।

৫। তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গা বঙ্গাঃ সুহ্মকাঃ।
কলিঙ্গাঃ পুণ্ড্রকাশ্চৈব ত্বঙ্গস্য শৃণুত প্রজাঃ ॥
অঙ্গপুত্রো মহানাসীৎ রাজেন্দ্রো দধিবাহনঃ।
দধিবাহনপুত্রস্তু রাজাদিবিরথোঽভবৎ ॥
বিদ্বান্ ধর্ম্মরথো নাম তস্য চিত্ররথঃ সুতঃ।
অথ চিত্ররথস্যাপি পুত্রোদশরথোঽভবৎ ॥
তস্য দাশরথির্বীর শ্চতুরঙ্গো মহাযশাঃ।
চতুরঙ্গস্য পুত্রস্তু পৃথুলাক্ষ ইতি শ্রুতঃ ॥
পৃথুলাক্ষসুতোরাজা চম্পোনাম মহাযশাঃ।
পূর্ণভদ্রপ্রসাদেন হর্য্যক্ষোঽস্য সুতোঽভবৎ ॥
হর্য্যক্ষস্য তু দায়াদো রাজা ভদ্ররথঃ স্মৃতঃ।
পুত্রো ভদ্ররথস্যাসীৎ বৃহৎকর্ম্মা প্রজেশ্বরঃ ॥

বৃহদর্ভঃ স্মৃত স্তস্য যস্মাৎ জজ্ঞে বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মনাস্তু রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বৈ সুতং॥
নাম্না জয়দ্রথং বীরং যস্মাৎ দৃঢ়রথোনৃপঃ।
আসীৎ দৃঢ়রথস্যাপি বিশ্বজিৎ কুলনন্দনঃ॥
দায়াদস্তস্য কর্ণস্তু বিকর্ণস্তস্য চাত্মজঃ।
তস্য পুত্র শতস্ত্বাসীৎ অঙ্গানাং কুলবর্দ্ধনং॥
বৃহদর্ভসুতো যস্তু রাজ্ঞা নাম্না বৃহন্মনাঃ।
তস্য পত্নীদ্বয়ঞ্চাসীৎ বৈনতেয়সুতে শুভে॥
যশোদেবী চ সত্যাচ তাভ্যাং বংশস্তু বিদ্যতে।
জয়দ্রথস্তু রাজেন্দ্রো যশোদেব্যাং ব্যজায়ত॥
সত্যায়াং বিজয়ো নাম ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরঃ স্মৃতঃ
বিজয়স্য ধৃতিঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো ধৃতব্রতঃ।
ধৃতব্রতস্য পুত্রস্তু সত্যকর্ম্মা মহাযশাঃ।
তস্য পুত্রস্ত্বধিরথঃ সূত ইত্যপরাভিধঃ
যঃ কর্ণং প্রতিজগ্রাহ তেন কর্ণস্তু সূতজঃ।
কর্ণস্য বৃষসেনস্তু পৃথুসেন স্তদাত্মজঃ॥
পৃথুসেনান্বয়ে বীরো বীরসেনো ভবিষ্যতি।
গৌড়ব্রাহ্মণকন্যাং যঃ সোমটা মুদ্বহিষ্যতি॥
তদন্ববায়জন্মানো রাজানোঽমিতপৌরুষাঃ।
সপ্তদ্বীপপতীন্ বীরাঃ করিষ্যন্তি বশানুগান্।
তদ্বংশে সামন্তসেনো ভূত্বা পালয়িতা বলী।
আবিন্ধ্যাৎ আসেতুবন্ধাৎ ধরিত্রীং সাগরাম্বরাং॥ ৫৩-৫ পৃষ্ঠা।

সিংহগিরি রুবাচ

তস্মাৎ হেমন্তসেনোঽভূৎ রাজন্ তব পিতামহঃ।
ধাম ধাম্নাং মহিম্নাংচ দ্বিষদ্বলহুতাশনঃ॥
তস্য পুত্রস্তু বিজয়শ্চোড়গঙ্গসখোনৃপঃ।
যোঽজয়ৎ পৃথিবীং কৃৎস্নাং চতুঃসাগরমেখলাং॥
তস্য পুত্রোঽসি বল্লাল সার্ব্বভৌমমহীক্ষিতঃ

প্রত্যর্থি পৃথিবীপালা যস্য তে শরণং গতাঃ॥
ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনি র্বংশঃ ক্ষত্রিয়পূর্ব্বজঃ।
সেনবংশ স্ততো জাতো যস্মিন্ জাতোঽসি পাণ্ডবঃ॥ ৫৫পৃঃ
আহূয় লক্ষ্মণং রাজা প্রাহেদং বচনং ততঃ।
আমন্ত্রয়স্ব যজ্ঞায় গত্বা ত্বং বিক্রমং পুরং॥
শ্রীসুখসেনং পিতৃব্যং কুমারঞ্চ ধ্রুবং তথা।
আগচ্ছন্তু তু সর্ব্বাণি তয়োরন্তঃপুরাণি চ॥ ৯০।৯১পৃষ্ঠা।
ততো বিপ্রা যথা কালে বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ।
দীক্ষয়ামাস নৃপতিং বল্লালং মলহনাত্মজং॥ ৯২ পৃষ্ঠা।

পাঠক। এখন ইহার এক একটী স্তবক লইয়া তুমি পদার্থ নির্ণয় কর। ২নং স্তবকে বল্লাল বলিতেছেন যে, রাজ্যে ধনান্বিত সুবর্ণবণিকেরা বড়ই দুঃশীল হইয়াছে, উহারা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশপ্রভব আমাকে পর্য্যন্ত তুলনা দিয়া কথা কয়, আমাকে গ্রাহ্য করে না।

এটী একটী মিথ্যা কথা। কেন না যে আনন্দভট্ট গোপালের পরিশিষ্টে ও এখানে ১নং স্তবকে, বল্লালকে সেনবংশধর বলিতেছে, সেই সেনবংশপ্রভব বল্লাল আবার কেমন করিয়া ব্রহ্মক্ষত্রিয়জ বা মূর্দ্ধাবসিক্ত হইতে পারে?। সেন বংশ ও মূর্দ্ধাবসিক্ত কখনই এক নহে। উহার পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা ক্ষত্রিয়, সুতরাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় জাতিতে বৈশ্যোচিত সেনউপাধি থাকিতেই পারে না। ভারতের কোন স্থানে বৈশ্যসম্পর্কহীন কোন জাতিতে সেনোপাধি নাই। অতএব ইহা সেই আনন্দভট্টের লেখা নহে ইহা কোন কৃত্রিম আনন্দভট্টের কৃত্রিম কথা। অপিচ বল্লাল ও আদিশূরকে কুলাচার্য্যগণ যত্র তত্র বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকুলনন্দন বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইতে পারেন না। কেন না ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের অম্বষ্ঠাখ্যা হয় না। বল্লাল বা আদিশূর পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ দেশবাসী ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা অম্বষ্ঠনামে প্রখ্যাতি লাভ করেন, এ অনুমানও সম্পূর্ণ অলীক, কেন না তাহার কোন প্রমাণ নাই। বিশেষ, বল্লালবংশ দাক্ষিণাত্যহইতে বঙ্গাগত ইহাই পরিজ্ঞাত সত্য। বল্লাল অঙ্গাধিপ কর্ণের নাতি হইলেও তাঁহার সহিত অম্বষ্ঠ দেশের কোন সংস্রব থাকিতে পারে না। সূর্য্যপুত্র কর্ণবংশও কোন দিন অম্বষ্ঠ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ বলিয়া প্রথিত ছিল না।

৩৪ নং স্তবকে বল্লাল চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত। উহাও যে মিথ্যা তাহা প্রবন্ধান্তরেই দেখান হইয়াছে। কোন বালিকার মুখহইতে "বিধুভব" কথাটা বাহির হইবারই নহে, উহা নিরঙ্কুশ গ্রন্থকারের নিজোক্তি মাত্র। অপিচ আনন্দভট্ট, গোপালভট্টের পরিশিষ্টে বলিয়াছেন চণ্ডাল ও ডোম কন্যার কথা, এখন বলিতেছেন চর্ম্মকার কন্যা, ইহাও অলীকত্বের কারণান্তর। সে পরিশিষ্টে বল্লাল জারজ ও মন্দধী আর এখানে তিনি সুজন্মা ও রাজপুঙ্গবঃ। ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

৫ম স্তবকের মাহাত্ম্যবর্ণনে একজিহ্ব আমি অপারগ। কতক গুলি প্রকৃত নামের সহিত মিথ্যার যোজনা করিয়া একটা মিথ্যা প্রমাণ খাড়া করা হইয়াছে মাত্র। "কর্ণ" সেনরাজগণের "আদিপুরুষ" এ কথা শুনিলে যে পৃথিবী, পাহাড়, পর্ব্বত ও সলজ্জ মানুষগুলি লইয়া রসাতলসহ রসাতলে যাইতে চাহিবে?। পাহাড়পর্ব্বতগুলি যাইবে কেন! পাছে এই মিথ্যার ভারে তাদের পাষাণ হৃদয়টা ফাটিয়া যায়। পাঠক মিথ্যার দৌড়টা দেখ, ভট্টনন্দন, বংশাবলী বলিতে যাইয়া অঙ্গহইতে বৃহন্নলা পর্য্যন্ত বলিয়া বলিতেছে, যে তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী সত্যার গর্ভে বিজয়, বিজয়ের পুত্র ধৃতি, তৎপুত্র ধৃতব্রত, তৎপুত্র সত্যকর্ম্মা সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ, তৎপুত্র কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষসেন, তৎপুত্র পৃথুসেন, পৃথুসেনের পুত্র বীরসেন, বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন, সামন্তসেনের পুত্র হেমন্ত সেন, হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন!!!

ধন্য ধন্য ধন্য! "ভারতে ভারতী তার কে শুনেছে কবে"? বাঙ্গালার সেনরাজগণ কর্ণের বংশধর, তাঁহারা পাণ্ডব, তাঁহারা কৌরব, এ কিংবদন্তী ত ঋজুপাঠের সেই সুপক্কলাঙ্গুল শিবাই পণ্ডিতমহাশয়েরও কর্ণগত হয় নাই?। ৫ হাজার বছরের পর মিথ্যার অনন্তউৎস মিথ্যাআনন্দভট্টের মিথ্যা বাণী আর ত ফৌজদারীর সাক্ষীদিগকেও পরাজিত করিল?। শাস্ত্রিমহাশয় কিন্তু জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—

Ananda Bhatta by disclosing the past history of the caste system in Bengal, did a service at this time of agitation the Value of which can scarcely be overrated.

কিন্তু আমরাও তাঁহার পদে মস্তক রাখিয়া তীব্রঘৃণার সহিতই বলিতেছি

যে আনন্দভট্টের এ স্তুতিগান, সম্পূর্ণ অহেতুগর্ভ, শাস্ত্রিমহাশয়ের শাস্ত্রদৃষ্টি ও জাতিতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকিলে তিনি কখনই এরূপ অপপ্রশংসা করিতেন না। আনন্দ, এ জাতিকোলাহলের দিনে জাতিগততর্কের কোনই সুমীমাংসা করেন নাই, বরং মিথ্যা কথা লিখিয়া বিবাদ আরও ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বল্লালচরিত খানির এক সচ্ছিদ্রকপর্দ্দকও মূল্য নাই। এ দেশের লোক যত কেন বর্ব্বর ও অন্ধ হউক না, তাহারা শাস্ত্রিমহাশয়ের এই মাথার কিরায় কখনই কর্ণপাত করিবে না, তাহারা কখনই তাঁহার নিশান দেখিয়া ভুলিবে না ও ভাবিবে না যে সেনরাজগণ বৃষকেতুর পুত্র ষাঁড়কেতু ও সূতের পুত ভূত !!! আর এই গ্রন্থের মিথ্যা ন্যক্কার জন জাতিতত্ত্ব, খজুপাঠের সেই কর্ণদ্বয়রহিত লম্বকর্ণও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

পরধনহরা হীরার বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া নিসর্গসুন্দর সুন্দরের প্রাণ চমকিয়া গিয়াছিল, জোবেদীর গণ্ডক্ষতের নিদান শুনিতে যাইয়া তাহার স্বামীর ভেবা-চেকা লাগিয়াছিল, আর আজ আমাদিগকে শাস্ত্রিমহাশয়ের আনন্দভট্টের হাতে পড়িয়া কিম্ভূতকিমাকার হইতে হইল ?। বাঁচিয়া থাকিলেই তার জ্বালা অনেক, যন্ত্রণাও বেশী। "ধন্য ধন্য গৌড় এদেশ"।

নিঃস্বার্থ আনন্দভট্ট এ বইখানা কেন লিখিতে গেল ? না সে দেখিল যে কথামালার বাঘেরা কিছুতেই চেনাবৈদ্য বল্লালকে অত করিয়াও কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বানাইতে পারিল না, তাই তার এ নূতন লীলাখেলা ! উই আর ইন্দুর কি কোন স্বার্থের জন্ত শাল দোশালা কাটিয়া অকর্ম্মণ্য করে ? ওটা তাদের জাতীয় স্বভাব, ওটা না হইলে তাদের আত্মার আরাম হয় না। বৈদ্যমেষ শাবককে বধিতে পারিলে যে রুধিরপানের আশাটা আছে ?।

পাঠক ! সেনরাজগণের কথা হাজার বছর পাছে পড়িতে চলিল, কিন্তু তোমরা রাজেন্দ্রলালের অভ্যুত্থনের পূর্ব্বে আর কখনও কি শ্রীকর্ণে শুনিয়া ছিলে যে শূদ্রের আর এক নাম কায়স্থ, বা সেনরাজগণ অবৈদ্য ? তোমরা কি কখনও শুনিয়াছিলে যে চন্দ্রদ্বীপের দে-রাজগণ সেনরাজগণের নপ্তা বপ্তা ? তোমারা কি শুনিয়াছিলে যে কান্যকুব্জাগত ভৃত্যপঞ্চক উপযুক্ত দশ দ্বিজার পঞ্চ দ্বিজাঃ ? তোমরা কি শুনিয়াছিলে যে ভারতসমরসাগরমহাকর্ণধার মহেষ্বাস কর্ণ, সেনরাজগণের পূর্ব্বপিতামহ ? কেন শাস্ত্রিমহাশয়, ইহা দেখিবা

মাত্রই ছল্লীরপত্নীকরকলিত রক্তাক্ত মুক্তাফলের ন্যায় এই আবর্জনারাশি-পূর্ণ গ্রন্থ দূরে ত্যাগ না করিলেন? পারিবেন তিনি বঙ্গদেশের স্বার্থান্ধ কোন কায়স্থকুমারকেও ইহা বিশ্বাস করাইতে যে সেনরাজগণ পাণ্ডুকুলসম্ভব কর্ণ বিকর্ণ-প্রসূতি? এবং তাঁহারা দাক্ষিণাত্য নয়, কিন্তু পূরা অঙ্গ (মগধ) দেশ হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন?

পুরুষোত্তমদত্ত এক জন সামান্য ভৃত্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সন্তানেরা সগর্ব্বে বলিয়া থাকেন, আমরা বালীর দত্ত,কোকাই দত্তের সন্তান, পুরুষোত্তমের অনন্তরবংশ। আর যদি সেনরাজগণ যথার্থই কর্ণপ্রভব হইতেন, তবে কি তাঁহারা সে কথাটা বুক ফুলাইয়া লম্ফ ঝম্ফ দিয়াই তারস্বরে বিঘোষণা করিতেন না? কেন উহা মাতৃজারের মতন গোপন করিয়া রাখিলেন, চাপিয়া গেলেন?। শাস্ত্রিমহাশয়ের এই নিশান উড়িবার আগে, করিয়াছেন ভারতের কেহ এহেন কথা কর্ণগত যে সেনরাজগণ কর্ণের অনন্তরবংশ?। কেন সেন-রাজগণ সর্ব্বদা নাসিকাবেষ্টন করিয়া "রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়" ও ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যপ্রভৃতি হত ইতি গজ করিয়া আজন্ম মরিলেন? কেন বল্লাল বলিলেন "অবনে ভূষণং সেনবংশঃ," অবনে ভূষণং কর্ণবংশঃ বলিতে কি লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন? উহাতে ত ছন্দোভঙ্গ দোষও ঘটত না? কেন উমাপতি গগন-মেদিনী বিকম্পিত করিয়া গাহিলেন না যে, আমাদের মহামান্য রাজকুল পাণ্ডবতনয় কর্ণের আসন্ন সগন্ধ?। ক্ষুদ্র মণিপুর এখনও অর্জ্জুন অর্জ্জুন করিয়া সগর্ব্বে মেদিনী ফাটা-ইয়া ফেলিতেছে, আর সেনরাজগণ অর্জ্জুনের তুল্যধন্বা প্রতিযোদ্ধা কর্ণের অনন্তরবংশ্য হইয়া চুপ করিয়া নীরবে মরিলেন? কর্ণ ও বৃষকেতু কি কখনও সেনবংশ্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন? ব্যাস কি কর্ণকে সূতপুত্র ভিন্ন পাণ্ডুনন্দন ও সেনের বেটা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন? দ্রৌপদী কি লক্ষ্যভেদোদ্যত কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত করিয়াছিলেন না? কেন তাঁহারা একজনও সেনবংশজ বলিয়া প্রখ্যাত হইলেন না? কেন জগৎ একদিনও সেনরাজগণকে কর্ণবংশপ্রভব বলিয়া গালিও দিলেন না? অবশ্য বিষ্ণু-পুরাণেও লিখিত রহিয়াছে যে "ধৃতব্রতাৎ সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মণস্তু অধিরথঃ। যোঽসৌ গঙ্গাং গতো মঞ্জুষাগতং পৃথাপবিদ্ধং কর্ণং পুত্রমবাপ। কর্ণাৎ বৃষসেন ইত্যেতে অঙ্গাঃ"। ৭—১৮ অ, ৪ অংশ।

শ্রীধরস্বামীও বলিলেন "ইত্যেতে অঙ্গা অঙ্গবংশ্যাঃ"। সুতরাং বুঝা গেল বৃষসেনপর্য্যন্তই অঙ্গবংশের শেষ হইল, কীর্ত্তন ফুরাইয়া গেল। বায়ু বল, ব্রহ্মাণ্ড বল, হরিবংশ বল, মহাভারত বল, আর কুত্রাপি দেখা যায় না যে বৃষসেনের কোন বংশধর পৃথুসেননামে ছিল। ইহা কি সম্পূর্ণ দক্ষযজ্ঞীয় ব্যাপার নহে? নগেনবাবু দাক্ষিণাত্যে এক স্বতন্ত্র ব্রহ্মক্ষত্রিয় বীরসেনকে বাঙ্গালার বীরসেনের স্কন্ধে আনিয়া যুড়িয়া দিয়াছেন, আর শাস্ত্রিমহাশয়ের এ মানবকুলগ্লানি আনন্দভট্টও আবার উদোর পিণ্ডী আনিয়া বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া দিল!! অগতির গতি ভট্টপল্লীর কোন্ জলধর আসিয়া আবার দেখা দিলেন? ভট্টপল্লী ভিন্ন ত হলধর জলধর অন্যত্র বড় গজায় না? এ গ্রন্থের কারিকর্রকে কে আবার ।৹ খাওয়াইয়া এ সীতার উদ্ধার করিলেন? হে ঝনৎকার! ধন্য তোমার অঘটনঘটনপটীয়সী এই মহীয়সী শক্তিকে, ধন্য তোমার অনন্ত মহিমা, ধন্য সুবর্ণের সুবর্ণপ্রভাব!!! লজ্জায় রসাতলও যেন রসাতলে যাইতে চাহে, আর বলিব কি? মহাভারত তারস্বরে বলিতেছেন, কর্ণ ও বৃষসেন যমালয়ে চলিয়া গেল, তাহাদের কেহ আর রহিল বলিয়া একটী কথাও ব্যাসদেব মুখবিনির্গত করিলেন না।

> সমঃ কর্ণস্য সমরে যঃ স কর্ণস্য পশ্যতঃ।
> বৃষসেনো মহাতেজাঃ শীঘ্রাস্ত্রো দৃঢ়বিক্রমঃ॥ ২৪
> 'অভিমন্যোর্বধং শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞা মপি চাত্মনঃ।
> ধনঞ্জয়েন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনং॥ ২৫—৫অ কর্ণপর্ব্ব।

এবং ভীষণ লোমহর্ষণ ভারতযুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, মহামতি ব্যাসদেব উভয় পক্ষের কে কে রহিয়া গেলেন, তাহার যে নিকাশ দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি ঘুণাক্ষরেও একথা বলেন নাই যে, কর্ণের কোন পৌত্রাদি বিদ্যমান রহিল। কর্ণ অন্য কেহ নন্, তিনি যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার বংশে কেহ থাকিলে ব্যাসদেব কথনই তাঁহার নাম লইতে বিরত থাকিতেন না। বিশেষ তখন কুরু পাণ্ডববংশ নির্ব্বংশপ্রায়, কুরুক্ষেত্র, মহাশ্মশানে পরিণত? ফলতঃ এই পৃথুসেনের নাম শয়তানের সৃষ্টি এবং যিনি সেনরাজগণকে কর্ণের নাতিপুতি বলিয়াছেন, তিনিও জলন্ত ভারতকলঙ্ক, দেশের অনস্তরবংশ্যগণের ভীষণ শত্রু ও নরাধম। নির্লজ্জ আনন্দ বলিতেছে, ব্যাসপুরাণকর্ত্তা ভবিষ্যবৃত্তান্ত বিবৃতিস্থলে পাঁচ

হাজার বর্ষের পরের কথা গ্রন্থস্থ করিয়াছেন। ইহা মিথ্যা কথা। কাহারই ভবিষ্যগণনার ক্ষমতা থাকিতে পারে না। উহা বর্ব্বরতামূলক অলীক বিশ্বাস মাত্র। সকল পুরাণেই ভবিষ্যাধ্যায় দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও মিথ্যা রাসলীলা ও অন্যান্য মিথ্যা ভবিষ্যবর্ণনা আছে, উহা গ্রন্থপ্রণেতার নহে, পরবর্ত্তী চৌরগণের আবর্জনাপ্রক্ষেপ। উহাতেও কিন্তু বৃষসেনের বংশধর বলিয়া বৃষকেতু, পৃথুসেন বা ষাঁড়কেতুপ্রভৃতি কোন ভবিষ্যসন্তানের নাম লওয়া হইল না, থাকিলে কি পরাশর বাদ দিতেন? ঐসকল প্রক্ষেপও (নন্দবংশবর্ণনাদি) বল্লালবংশের বহু পূর্ব্বের। আনন্দভট্টের ব্যাসপুরাণ শয়তানের সৃষ্টি, উহার বিবরণও শয়তানের। কোন চেতস্বান্ ব্যক্তিই উহাতে তীব্র ঘৃণা ভিন্ন সপর্য্যা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

শাস্ত্রিমহাশয় বলিতেছেন যে দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থদৃষ্টে তিনি এই মুদ্রিত বল্লালচরিতের মুদ্রাঙ্কণব্যাপার সম্পাদন করেন। উহার একখানার বয়ঃক্রম ১৯৬ বৎসর। অন্যখানার বয়স ১১২ বৎসর। তিনি আসল মূলগ্রন্থ দেখেন নাই, উহার বয়স ৩৯২ বৎসর। কৃত্রিম করিতে ইচ্ছা হইলে বয়সের কথাটা মিথ্যা লিখিতে কি আলস্য হইতে পারে? আর কৃত্রিম বস্তুও এমন করিয়া খাড়া করা যাইতে পারে যে ঠাহরান দায় হয়। নতুবা জালনোট, জাল দলিল দেখিয়া বুদ্ধিমান্ হাকিমেরাও ভুলিবেন কেন? সরলচেতা ভাল মানুষ শাস্ত্রিমহাশয়ও ঐরূপ কুলোকদ্বারা প্রতারিত হইয়া ভুলিয়া ভ্রমবশতঃ অন্যায় জিদ করিতেছেন। এমন মিথ্যা বই সত্য বলিয়া প্রচার করা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখায় না। শুনিলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি ইহার ২য় সংস্করণ বাহির করিতেছেন। সোসাইটীর কি এটাকা গুলি কাণা খোঁড়াকে দিলে ভাল হইত না?

শাস্ত্রিমহাশয় বলিতেছেন কোন বিশেষ বন্ধুর প্রয়োজনার্থে তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বন্ধুটীতে যে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে, তাহা সুতরাংই। নতুবা কি তিনি এতে মিশিতেন? কিন্তু বন্ধুটীর নাম বলিয়া দিলেই কি ভাল হইত? নবদ্বীপের কোন রাজা প্রয়োজনবশতঃ রঘুমণিপণ্ডিতের দ্বারা কুলতত্ত্বচন্দ্রিকা সম্পাদিত করেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের ভদ্রলোকটী কি উক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপের রাজবংশহইতেও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি? এ অজ্ঞাতনামা বন্ধুটীর

অজ্ঞাতনামা রঘুমণিটী কে? নগেনবাবু, শোভাবাজারের রাজবাটীতে পর্য্যন্ত মিথ্যা আচারনির্ণয়তন্ত্রের কৃত্রিমপাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন। উহার বয়ঃক্রমও দ্বাদশাধিক শত বৎসর হইবে। ক্রিয়াবিশেষে ২৫ বৎসরের কাগজকেও দুশ বছরের পুরাতন করিয়া পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে ও যাইতেছে। নিমতলার কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাসগুপ্তমহাশয় বলিয়াছেন যে পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের মুদ্রিত একখানি বটতলার পুথি তাঁহার নিকট ছিল, উহার নাম আনন্দভট্টের বল্লালচরিত, এবং উহা নাকি শাস্ত্রিমহাশয়ের এই প্রশংসিত বল্লালচরিতের সহিত অভিন্ন। একটী সম্ভ্রান্তঘরের সোণারবেণের ছেলে পড়িব্বার নামে লইয়াগিয়া উহা আর তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করে নাই। কে জানে যে সেই গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া এই বর্ত্তমান তুলটের পাণ্ডুলিপি খাড়া করা হয় নাই? স্ত্রীলোকের চরিত্র, পুরুষের ভাগ্য ও শয়তানের লীলার কথা, দেবতারাও বুঝিতে অসমর্থ; মানুষ আমরা কোথায় লাগি? শাস্ত্রিমহাশয় সরলচেতা ভালমানুষ লোক, তাই সহজে ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন? কিন্তু এটা যে জাতির কথা, যাহার জন্য কায়স্থেরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া পাঁতি লইয়াছেন ও সোণারবেণেরা ফকীর রাখিয়া বই লেখাইতেছেন, এ সব বিষয়ে সহসা বিশ্বাস করা কি শাস্ত্রিমহাশয়ের মতন পদস্থলোকের উচিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলি সোসাইটীতে না কোথায়? ফলতঃ যে দেশে পণ্ডিতনামধারী আত্মসম্মানবর্জিত লোকেরা বেদ কাটিয়া মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করে, মিথ্যাদত্তক চন্দ্রিকা রচনা করিয়া দেয়, অন্যকে বিচারে পরাস্ত করিবার জন্য "পতিরন্যো বিধীয়তে" প্রকৃত পাঠ কাটিয়া "পতিরন্যো ন বিদ্যতে" করিতে পারে, সে দেশের দুর্ভাগ্যেরা আনন্দের নামে তুলটের মিথ্যা পুথি খাড়া করিতে পারিবে না কেন? ইংলণ্ডে কি হইয়াছিল? তথায়ও বহু লোকে বহু মিথ্যা গ্রন্থ চালাইতে যাইয়া অবগীত হইয়াছে। আমরা তাহার নমুনাস্বরূপ কয়েকটি লোকের নাম ও গ্রন্থের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

Instances of literary imposture.

1. Let readers, who are not acquainted with the controversy imagine a Frenchman, who has acquired English enough to read the genuineness against Malone.

2. Thomas Chatterton forged some documents.

3. James Macpherson's *Osian.*

অতঃপর আমরা শাস্ত্রিমহাশয়ের অভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ব্যাসপুরাণের কথা বলিব। এক দিন পূজ্যপাদ শাস্ত্রিমহাশয় আমার প্রশ্নে বলিয়াছিলেন যে "না আমি আর কখন ব্যাসপুরাণের নাম শুনি নাই, এই নামের কোন গ্রন্থও আমার নয়নপথে পতিত বা হস্তগত হয় নাই। তবে আনন্দের বল্লালচরিতেই উহা প্রথম দেখিয়াছি। এই গ্রন্থে যতটুকুন আছে, এই পুরাণের ততটুকুনেরই খপর রাখি, এই পুরাণ খানি বল্লালের তান্ত্রিক গুরু সিংহগিরি প্রোক্ত"।

আনন্দের বল্লালচরিত্র খানী পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। গোটা পূর্ব্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ডের ৭ম অধ্যায় পর্য্যন্তে কোন কথার সহিত ব্যাসপুরাণের দেখা সাক্ষাৎ নাই। ৮ম হইতে ২০শ অধ্যায় পর্য্যন্ত স্থান লইয়া ব্যাস পুরাণের সীমাসরহদ্দ। শাস্ত্রিমহাশয় বলিতেছেন,ইহা বল্লালগুরুসিংহগিরিণা প্রোক্তং, কিন্তু আমরা একবিংশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই——

এতত্তে কথিতং ব্যাসপুরাণং মনুজেশ্বর।
রাজর্ষিভ্যো যথাপ্রাহ পুরা ব্যাসোমহামুনিঃ॥

সুতরাং বুঝা গেল, ব্যাসপুরাণখানি অতি পুরাতন বস্তু, স্বয়ং ব্যাসদেব ইহা পুরা রাজর্ষিদিগের নিকট বলিয়াছেন। কিন্তু এই সাহিত্যজগতের কেহ ব্যাসপুরাণের নাম আর কখনও শ্রুতিগত করিয়াছেন? অষ্টাদশপুরাণ ও বহু উপপুরাণ এ পর্য্যন্ত আছে বলিয়া প্রচারিত। নারদীয়পুরাণেও ব্যাসপুরাণের নামগন্ধ দেখা যায় নাই। গ্রন্থকীট স্বয়ং শাস্ত্রিমহাশয়ও বলেন, এ নাম এই সবে প্রথম তাঁহার কর্ণকুহরিত হইল, সুতরাং ইহা যে ভট্টপল্লীর কোন অভিনব হলধর জলধরের তাঁতে বোনা, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? বৃষকেতুর পুত্র ষাঁড়কেতুর নামও যেমন জগতে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, এই ভ্যাসপুরাণম খানিও তেমনই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব। শাস্ত্রিমহাশয় কেন যে ইহাতে নাম লেখাইয়া কলঙ্কী হইলেন, আমরা তাহা বুঝিতেও অসমর্থ। জঙ্গলের শিয়ালাচার্য্য বলিয়াছিলেন——

বিলস্য বাণী নকদাপি মে শ্রুতা

আমরাও বলিতেছি এমন সুধামাখা মধুর নাম আর কখনও কেহ জিহ্বাতে

দি নাই। কোন্ নিতাই আবার এ মধুমাখা হরিনাম সুবর্ণবণিক্‌মহলে আনিল? ধন্য সুবর্ণ তোমার মহিমা। ধন্য ঝনৎকারের অসাধ্যসাধনা! তুমি গাধাকে ঘোড়া কর, খোঁড়াকে ঘোড়া কর, শূদ্রকে কায়েত কর, পতিতকে উত্থিত কর। হে পতিতপাবন ঝনৎকার তোমার চরণে দণ্ডবৎ। জিতং তে।

এমন অব্যাজমনোহর মিঠানাম ত আর কখন শ্রুতিকুহরিত হয় নাই?। ধন্য আনন্দভট্টের পুরাণে নূতনবিদ্যা, ধন্য তাঁহার বিদ্যার সমর্থনকারিগণে!! আমরা কালিদাসের বাপের কল্যাণে "রাভণ" নামটী গলাধঃকরণ করিয়াছি, স্বয়ং কালিদাসের কল্যাণে মহাপুরাণ"খট্বাঙ্গের"নামটী দাঁতে না ঠেকাইয়া আঠাসমেত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছি, ব্যোমপুষ্প ব্যোমবিরাটসংহিতার মধুমাখা সুনীনাম, মরণভয়নিবারণ "মড়েভাট্যার" সুধামাথা মধুনামরসামৃতপান করিয়াও তৃপ্তিহীন নামে আখ্যাত হইয়াছি, আর এখন আনন্দের নিরানন্দসন্দেহবিধ্বংসী পবিত্র ভ্যাসপুরাতননাম শ্রবণ করিয়া মরিবার আগেই সংসারদাবানল-ঝলসিত আত্মাটাকে আরামিত করিয়া লইলাম। সাধে কি অচেতন মৃদঙ্গ বলিয়া থাকে।

ধিক্‌তান্ ধিক্‌তান্ ধিগেতান্ হরি হরি কড়িতে যে মিলায় বাঘদুগ্ধং।

শাস্ত্রিমহাশয়ের ভট্টজী, কেবল ইহাই নহে আরও একটী শ্রুতিরসায়ন নূতন সংবাদ আনিয়া লোকের ত্রিতাপদগ্ধহৃদয়ের প্রশান্তি জন্মাইয়াছেন। বল্লালের একজন তান্ত্রিকগুরু ছিলেন, এ ব্যাসপুরাণ তাঁহারই সংপ্রোক্ত এবং তাঁহার নাম, গোবিন্দঅধিকারীর সেই উদয়গিরির পুত্র সিংহগিরি!!! ফলতঃ সিংহগিরি ও ব্যাঘ্রগিরিপ্রভৃতি নামে বল্লালের কি কোন গুরু ছিল? কখনই নয়। থাকিলে বল্লাল আপন দানসাগরে এই সিংহের মামা ভব্বলদাসের নিকাশ দিতেন না? তিনি কি উহাতে আপন প্রকৃত গুরু বারেন্দ্রব্রাহ্মণ অনিরুদ্ধের নামমাত্র লইয়াই তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করেন নাই? তিনি যখন অনিরুদ্ধের নাম লইয়া অন্য কোন কথা মুখেও আনয়ন করেন নাই, তখন নিশ্চয়ই উহা কৃত্রিম ভট্টজীর কৃত্রিমপুরাণের নূতন আমদানী। বল্লাল, দানসাগরপ্রারম্ভে বলিয়াছেন——

ছন্দোভিশ্চতুর্ভির্বেদো শ্রুতিনিয়মগুরুঃকত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।

সদ্বৃত্তস্বচ্ছবংশে জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা
বৃন্দৈর্মুক্তামরস্ত্রীনিরগমদবনেভূর্ষণং সেনবংশঃ ॥ ১
তত্রালঙ্কৃতসৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং,
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগসুলভঃ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ স্যন্দস্যনৈঃসন্ধিকৈ
রুদ্গীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমো হেমন্তসেনোঽজনি ॥ ২
তদনুবিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ নরেন্দ্রো,
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখরবিনিহতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ,
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ ॥৩
সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্ প্রচিতশ্রীদানবারাং ঘনৈঃ,
আসারৈ রভিষিক্তনির্ম্মলযশঃ শালেয়ভূমণ্ডলঃ।
দৈন্যোত্তাপভৃতা মকালজলদঃ সর্ব্বোত্তরঃ ক্ষ্মাভৃতাং,
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাবগর্ব্বেশ্বরঃ ॥ ৪
বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে,
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মা ভবদার্য্যশীলমলয়প্রখ্যাতসত্যব্রতঃ,
বৃত্রারে রিব গীষ্পতির্নরপতে রস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ ॥৫
বিদ্বৎসভাকমলিনীরাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্‌বল্লালসেনেন কৃতোঽয়ং দানসাগরঃ ॥ ৬

পাঠক! উঠিও না, কিঞ্চিৎ গব্যও আছে, এ ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ব্যাসপুরাতনের ফলশ্রুতিটা শুনিয়া লও। যে ব্যক্তি ইহা বিনা কমিশনে নগদমূল্যে ক্রয় করিয়া ঘরে রাখে, তার আর কাশীবৃন্দাবনে যাইতে হয় না, ঘরে বসিয়াই সে পরাংগতি লাভ করে। অতঃপর আর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সোণারবেণেদের কাহার ঠাকুর মা ঠাকুর দাদার গয়াকাশী করিতে হইবে না। শাস্ত্রিমহাশয়ের অনুমোদিত আনন্দভট্টের গদিত, ও সোণারবেণেদের পুনরুজ্জীবিত এক একখানা বল্লাল চরিত ঘরে রাখিলেই আর ধর্ম্মকামমোক্ষের জন্য ভাবিতে হইবে না। অর্থ না কেন? অর্থ ত খরিদ করিতেই লাগিল?। যথা—

যস্ত্বেদং বিন্দতে গেহে, বল্লালচরিতং শুভং।
ইহ পুণ্যং স লভতে, পরত্র চ পরাং গতিং॥

কিন্তু আমাদের নিকট এই আনন্দভট্টের রচিত ৪ শত বৎসরের পুরাতন যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহাতে ফলশ্রুতির শ্লোকটীর কিঞ্চিৎ পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

যো বিশ্বসিতি খাটীদং খট্বাঙ্গপুরণাম্বুজং।
ঘোড়াং ডিঙ্গীয় ঘাসত্তি ন ভয়ং উন্দুরস্য চ॥

ইহাও আবার "খিল উপনিষৎ, "ইহাও আবার পরাংগতিপ্রদায়ী সিদ্ধকবচ! ছি ছি ছি! একখানা অকর্ম্মণ্য অকেজো অগণ্য নগণ্য বই ঘরে রাখিলে পরাং গতি লাভ হয়, ইহা লিখিতে হলধরের নপ্তা জলধরের আত্মাটা শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল না? দেশের লোকগুলি কি এতদূরই অধঃপাতে গেল? দু-চার টাকা পেয়েও কি কেহ মানুষের আত্মা নিয়া এ হেন মিথ্যা গ্রন্থের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে? সোণারবেণে ও কায়স্থকে বৈদ্যথেকে বড় করিবার জন্যই না এই সপুচ্ছ মহাধূমকেতুর সমুদ্গম? ব্যাসপুরাণনামেও কোন পুরাণ আছে? বল্লালচরিতনামেও আনন্দের কোন বই ছিল? আনন্দভট্টনামেও কোন দ্বিপদ জীব ছিল কুত্রাপি? পৃষ্ঠ শাদা! পৃষ্ঠ শাদা! পৃষ্ঠ শাদা!

কায়স্থকে শূদ্র, শূদ্রেতর পঞ্চমবর্ণ; ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও পুরাক্ষত্রিয় বানাইবার জন্য কত মিথ্যা তন্ত্র মন্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানী হইল। বৈদ্যের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং চেনা বৈদ্য বল্লালাদির বৈদ্যত্ব বিধ্বংসজন্য রাজেন্দ্রলাল, কৈলাস চন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রপ্রভৃতি, কত পাশুপাতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আমরা তারস্বরে বলিতেছি, কায়স্থ যে সর্ব্বদেবময়োহরি মিশ্র শূদ্র ছিলেন, তাহাই রহিয়াছেন, আর বল্লাল যে বৈদ্য ছিলেন, সেই বৈদ্যই রহিয়া গেলেন। কেবল চেনা গেল কে কতদূর সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও অসত্যাপলাপী! আর কে কতদূর কারিকর!!!

এখন সকলে দেখ, এখানে বল্লাল নিজে বলিতেছেন যে তাঁহার গুরুর নাম (৫ শ্লোক) অনিরুদ্ধ এবং তাঁহার বংশের পদবীটী সেন (১ শ্লোক), সুতরাং অতঃপরও যাঁহারা বলিবেন যে তিনি ক্ষত্রিয় বা ছত্রিয় ছিলেন ও তাঁহার গুরু ছিলেন সিংহের মামা ভব্বলদাস সিংহগিরি,আমরা তাঁহাদিগের চরণে ক্ষমাপ্রার্থী।

বল্লাল ক্ষত্রিয় হইলে কেন তিনি "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্য" বলিতে প্রস্তুত হইবেন!? পূরাদমে ক্ষত্রিয় বলিলে কি কেহ তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদ করিত! কেন তিনি এখানে "অবনেভূর্ষণং কর্ণবংশঃ" বলিয়া আস্ফালন করিলেন না। কেন তিনি দানসাগরে বলিলেন না যে আমার তান্ত্রিক (বেল্লিক-তন্ত্র ?) গুরুর নাম্ হর্সিনোওপাফস্ * ? ফলতঃ এ সব সর্ব্বৈব মিথ্যা। বৈদ্যকে ছোট জাত,কায়স্থ ও সোণারবেণেকে বড় জাত বানান ও বল্লালের বৈদ্যত্বনিরসনের নিমিত্তই কোন অভিনব হলধর জলধরের এ লীলাখেলা। পূজনীয়-শাস্ত্রিমহাশয়ের ইহাহইতে দূরে থাকাই ভাল ছিল। কাল যে কদর্য্য, সকলের মন যে সমান নয়?। হায় হায় আজ যদি হনুমান্ জি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ ঠ ঠ ঠং ছ-বাদী ব্যাসপুরাণপ্রণেতাকে প্রস্তরাঘাতে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করিয়া জগৎকেও শিক্ষাদান করিতে পারিতেন।

সেনরাজগণের বংশাবলী।

বঙ্গের সেনরাজগণ, জাতিতে যে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য ছিলেন, তাহা আমরা যথাসাধ্য সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, এইক্ষণ তাঁহাদিগের বংশসম্বন্ধে কিছু বলিব। বলিব বটে, কিন্তু বলিবার উপায় কিছুই নাই। রাজগণ মূর্খ ছিলেন না, তাঁহাদিগের সভামণ্ডপ অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা নিত্য সমলঙ্কৃত থাকিত, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার পরই বঙ্গের সেনরাজগণের সভা দ্বিতীয় স্থান লাভ করিবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত ছিল, কিন্তু সেই সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী কেহই ইতিহাস ও ভূগোল রচনা করিবার মস্তিষ্ক লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন না। মহারাজ বল্লাল, দানসাগরের ন্যায় অতবড় একখানা অকর্ম্মণ্য গ্রন্থ লিখিয়া জীবন কর্ত্তন করিয়া গেলেন, অথচ তাঁহার বা তাঁহাদিগের পণ্ডিতমণ্ডলী এমন একটা কালির আঁচড় পাড়িয়া যান নাই, যাহাতে প্রবোধ মানা যাইতে পারে যে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে কি ও কার দাদা কার নানা। আজ যে আমরা কেহ মৌলবীরামমোহন, কেহ পাদ্রীরামমোহন ও কেহ আচার্য্যরামমোহন করিয়া হয়রান হইতেছি,ইহা তাঁহাদিগেরই অবিবেচনার একমাত্র ফল। আমরা কোন্ বস্তুকে আদর্শ করিয়া বংশাবলী রচনা করিব?

* আত্মাআনার আমলে এক জনের হাতে এই মৈশরীয় আত্মাটী ভর করেন।

ইতিহাস নাই, কুর্চ্ছিনামা নাই, সাহনামা নাই। অবশ্য প্রস্তর ও তাম্রফলকাদি এবং কুলপঞ্জিকারূপ ক্ষুদ্র জ্যোতিরিঙ্গণের ক্ষীণালোকসাহায্যে আমরা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিব, কিন্তু উহা নিতান্তই সূক্ষ্ম সূত্রমাত্র। ফলক অথবা কোন কুলপঞ্জিকাতেও রাজগণের কোন বংশাবলী যথাযথ ভাবে বিবৃত থাকা পরিদৃষ্ট হয় না। কোন পঞ্জিকাপ্রভৃতিতে থাকিলেও তাহা গৃহদাহাদি নানা কারণে মহাকালের কুক্ষিগত হইয়াছে। কতক বা কাহার গৃহকক্ষে অযত্নে পতিত থাকিয়া কীটগণের জঠরজ্বালানিবৃত্তির কারণ হইতেছে। আমরা অগত্যা যাহা পাইয়াছি ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যাহা যাহা লিখিয়াগিয়াছেন, বিসংবাদপূর্ণ সেই সকল আবর্জ্জনারাশিহইতে যথাসাধ্য উপকরণসংগ্রহ করিয়া সেনরাজগণের একটা বংশাবলী খাড়া করিতে চেষ্টা পাইলাম।

আমরা এতদিন জানিতাম যে বঙ্গের সেনরাজগণ দুইটী বংশে বিভক্ত, একটী আদিশূরবংশ, আর একটী বল্লালবংশ, কিন্তু এইক্ষণ সম্প্রতিপ্রাপ্ত প্রমাণবলে জানিতে পারিতেছি, বল্লালদ্বয় একবংশপ্রসূত নহেন। মাননীয় রাজেন্দ্রলালমিত্রপ্রভৃতি কেহ কেহ তলাইয়া না দেখিয়া আদিশূর ও বল্লালকে একবংশপ্রভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আদিশূর ও বীরসেন একই ব্যক্তি। কেহ কেহ বা বল্লালসেনকে আদিশূরের পুত্র আবার অন্য কেহ বা দৌহিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কিন্তু এই তিনটী কথার একটীও অজটিল ও অনাবিল নহে। প্রথম ও আদি বল্লালবংশ দাক্ষিণাত্যহইতে বঙ্গদেশে সমাগত, কিন্তু আদিশূর ও দ্বিতীয় বল্লালবংশ বঙ্গদেশের পূর্ব্বাধিবাসী এবং রামপাল তাঁহাদের সাধারণ বাসভূমি ছিল! ইঁহারাও বংশে এক ছিলেন না। ১ম বল্লালসেন বৈশ্বানর গোত্রভাজী, মহারাজ আদিশূর ধন্বন্তরিকুলপ্রসূত সেনকুলপ্রসূতি। দ্বিতীয় বল্লালের গোত্র জানিতে পারা যায় নাই। যথা—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরোনৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরিসেনঃ খ্যাতো বিখ্যাতো ধরণীতলে॥
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈশ্চ।
এতেষাং নৃপতি শ্চৈব স্বর্ব্বভূমীশ্বরো যথা॥ দেবীবর।

অবশ্য শব্দকল্পদ্রুমে দেবীবরের যে কারিকা ধৃত হইয়াছে তাহাতে পাঠ এরূপ

নহে। কিন্তু সে দোষ কাহার, তাহা ঈশ্বর জানেন। যাঁহাদিগের নিকট দেবীবরের প্রকৃত গ্রন্থ আছে, তাঁহারাই পাঠ নির্ণয় করিতে পারেন। লিপিকর প্রমাদে,পুস্তক কীটদষ্ট হওয়াতে, কিংবা কদক্ষরত্ব নিবন্ধন বা কারণান্তরে পাঠের অযোগ্য হইলে অনেক স্থলে লোকে যাহা পড়িতে না পারে তাহা বাদ দিয়া নকল করিয়া থাকে, গ্রন্থান্তরে হয় ত সে দোষ না ঘটাতে কোন কথা বাদ পড়িতে পারে না, কাজেই হস্তলিখিত পুথিসমূহের এই কারণে পাঠগত বিসংবাদ ঘটা অসম্ভব নহে। সেনহাটীর প্রসিদ্ধ চন্দ্রকান্তহড় ঘটকমহাশয় আমাদিগেকে এই বচন দুটী দিয়াছেন, তত্রত্য শ্রীযুক্ত প্যারীমোহনরায় মহাশয়ের নোটবুকেও অবিকল এই সকল কথা পাওয়া গিয়াছে। উঁহারা উভয়েই জীবিত আছেন। যদি কাহারও ইচ্ছা হয় তবে তাঁহাদিগের কৈফিয়ত তলপ করিতে পারেন। আদিশূরবল্লালপ্রণেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী শঙ্কর রায়চতুর্ধুরীণ মহাশয়, তদীয় গ্রন্থে আদিশূরকে মৌদ্গল্যগোত্রজ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। বিদ্গ্রামের ঘটকবিশারদ শ্রদ্ধেয় আনন্দচন্দ্রদাশ গুপ্ত মহাশয়ও তদীয় ডাকের (ঢাকুর) গ্রন্থে—

মৌদ্গল্য গোত্রজ হয়, রাজা আদিশূর। ৮ পৃঃ

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কোন প্রমাণদ্বারা আপনার উক্তির সমর্থন করেন নাই। কাজেই আমরা হড়মহাশয়ের বচনেরই অনুবর্ত্তী হইলাম। ১ম বল্লালের বংশ, দাক্ষিণাত্যহইতে সমাগত, আদিশূরের বংশ কি বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী? কোন জাতিই বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী নহেন। অন্যান্য জাতির ন্যায় অম্বষ্ঠগণও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলহইতে ভারতের নানা দেশবিদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। একদল অম্বষ্ঠও ঐরূপ আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম প্রান্ত হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। আদিশূর ও দ্বিতীয় বল্লাল তাঁহাদিগেরই কাহার অনন্তরবংশ্য। যথা—

আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগম্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ।
অম্বষ্ঠা ন্যবসন্ রাজন্ স্বাধিপত্যং ব্যতন্বত॥ বৈদ্যকুলতত্ত্ব ৫ পৃঃ।

এই বচন কোন্ গ্রন্থের, কে কাহাকে রাজন্ সংবোধন করিয়া বর্ণনা করিতেছেন, শ্লোকে তাহার কিছুই নাই। বৈদ্যকুলতত্ত্বপ্রণেতাও এই বচনের প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই। যাহাহউক অম্বষ্ঠগণ যে আর্য্যা-

বর্ত্ত হইতে পঞ্চকোটে, পঞ্চকোটহইতে রাঢ়ে, রাঢ়হইতে বঙ্গে ও বঙ্গহইতে উপবঙ্গাদিতে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, সুতরাং এই বচনের বর্ণনা অতি রঞ্জিত বা অতিবাদসন্দুষ্ট কিংবা মিথ্যা পরিচালিত নহে। ইতিহাস নাই, সুতরাং কে কোথা হইতে কেন কোথায় আসিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে আমরা চতুর্ভুজ গ্রন্থের সাহায্যে বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে দেখাইব যে বৈদ্যগণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলহইতে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পরিয়াছিলেন, বঙ্গদেশেও ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমাগত হয়েন। আমরা মহাভারতে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেননামে দুইজন রাজার নাম দেখিতে পাই। যথা—

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজ মুপাদ্রবৎ॥ ২৩
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তংচ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা॥ ২৪
সুহ্মানা মধিপং চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ॥ ২৫ ৩০ অ সভা।

কিন্তু ইহারা ক্ষত্রিয় কি অম্বষ্ঠ, কায়স্থ কি নবশাখ, তাহার কোন বর্ণনা দেখা যায় না। এবং মহারাজ আদিশূরের পূর্ব্বপিতামহগণ এই সমুদ্রসেন বা চন্দ্রসেনের কোন অনন্তরবংশ্য বটেন কি না, তাহাও সর্ব্বথা অবিজ্ঞেয় বা অজ্ঞেয়। কিন্তু আমাদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস, আদিশূরবংশ ও দ্বিতীয় বল্লালবংশ এই উভয় বংশেরই অধস্তন পুরুষ। আমরা মহাভারতে দুইটী সেন বংশ, দেখিতে পাই, কুলপঞ্জিকাতেও বঙ্গে (প্রথম বল্লাল ভিন্ন) দুইটী সেনবংশের সত্তার কথা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং মহাভারতের সমুদ্র ও চন্দ্রসেন, বঙ্গের আদিশূর ও ২য় বল্লাল বংশের উর্দ্ধতন পুরুষ হওয়া বিচিত্র নহে। কোন কোন কুলপঞ্জিকাপ্রণেতা বলিতেছেন মহারাজ আদিশূরই বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠকুলের আদিরাজা। যথা—

অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতির্বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্তঃ।
তস্মাৎ নাম্নাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব।

ধনঞ্জয়কৃতরাঢ়ীয়কুলপ্রদীপ।

আদিশূর অম্বষ্ঠবংশের প্রথম রাজা। কিন্তু তিনি কি অন্যদেশহইতে আসিয়া

বঙ্গদেশের রাজা হইলেন, না এদেশেই ছিলেন, পরে নিজবাহুবলে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তাহার কোন কথা পঞ্জি-কার নির্দ্দেশ করিলেন না। তিনি মাত্র এই একটী নূতন কথা বলিলেন যে তিনি অতি বীর্য্যশৌর্য্যবান্ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার খ্যাতি "আদিশূর" বলিয়া হয়। তবে কি আদিশূর তাঁহার নাম নহে? আমরাও মনে করি তাঁহার নাম প্রকৃত পক্ষে আদিশূর ছিল না। কেবল তিনি নহেন, বহু রাজাই সাধারণতঃ নানা উপনামে পরিচিত হইতেন। জামনানিবাসী পণ্ডিতকুলকেতু জয়সেন বিশ্বাসমহাশয় তদীয় বৈদ্যকুল চন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

যেনানীতাদ্দ্বিজাঃ পূর্ব্বং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ।
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্যকীর্ত্তিতঃ॥
লক্ষ্মীনারায়ণসন্তানো বিমলাখ্যো নৃপো মহান্।
কারিকাকুলকর্ত্তাসৌ মহাবংশস্য সম্মতঃ॥

অর্থাৎ যিনি বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণ সেন, তাঁহার উপাধি আদিশূর এবং তাঁহার পুত্রের নাম মহারাজ বিমলসেন, তিনি বহু কারিকা প্রণয়ন করেন, কুলীনগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। খুপ সম্ভব, এই বিমলসেনই "ভূশূর" উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। তবে কথা এই, রাজা আদিশূরের কে পিতা কে পিতামহ? তাহা জানিবার কোন প্রকৃত উপায় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূগোলের সনাতন বিধি অনুসারে আমরা এতৎসর্ব্ববিষয়েই সভ্যজগতের নিকট খাট ও ছোট হইয়া আছি। এডুকেশনগেজেটে কোন এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

শুদ্ধ শ্রীচন্দ্রবংশে কবিশূর (ছন্দঃপতন) তনয়ো মাধবো মাধবেন
তস্য শ্রীলাদিশূরঃ ক্ষিতিতল বিজয়ী * * *। গৌড়ে ব্রাহ্মণ।
গৌড়েশ্বরো নরবরো ভবদাদিশূরো, নানাবিদেশিনৃপতে র্মুকুটাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিঃ।
জেতাসমুদ্দলিত বৈরিকুলঃ কুলীনঃ কুলাবদাতনৃপমাধবশূরসূনুঃ॥

কুলরমা।

আমরাও এডুকেশনগেজেটের ৩৭ সংখ্যা দেখিয়াও দেখি নাই। সমুদায় শ্লোকটী কি, তাহাও অবগত নহি। ৺ মহিমবাবু যে টুকরা টুকুন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ও বাচস্পতিমিশ্রের কবিতাদ্বারা এই মাত্র জানা যায় যে আদিশূরের

পিতার নাম মাধবশূর, তিনি মাধবতুল্য ছিলেন, তাঁহার পিতামহের নাম কবিশূর। আবার লঘুভারত বলিতেছেন—

শূন্যবহ্নিবিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।

তেজঃশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥ গৌড়েব্রাহ্মণ ৪৬পৃ

লঘু ভারত ২য় খণ্ড ১১০ পৃঃ।

কলির ৪১৩০ অব্দ গত হইলে অর্থাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ৪১৩০ বৎসর পরে তেজঃশেখরের বংশপ্রভব আদিশূর, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ইহাতে বোধ হয়, তেজঃশেখর, আদিশূরের পিতা ছিলেন। তর্ক করিবে মাধবশূর না পিতা? না, তিনি পিতা হইলেও নাম তাঁর মাধবশূর নহে। এই আদিশূর, মাধবশূর, কবিশূর প্রভৃতি উপনাম। আদিশূরের পিতার প্রকৃত নাম তেজঃশেখরসেন, উপনাম মাধবশূর। আদিশূরবংশে প্রত্যেক ব্যক্তিই এইরূপ শূরভণিতাযুক্ত এক একটী উপাধি ধারণ করিতেন। ছলিমের উপনাম জাহাঙ্গীর, আমাদের সম্রাটের উপনাম প্রিন্সঅবওয়েল্স্ ও ৭ম এডওয়ার্ড। অতএব আদিশূরের প্রকৃত নাম যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ সেন, উপনাম আদিশূর, তেমনই তাঁহার পিতার উপনাম মাধবশূর, প্রকৃত নাম তেজঃশেখরসেন এবং পিতামহের প্রকৃত নাম প্রতাপচন্দ্র, উপনাম কবিশূর ছিল। যথা—

আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপরিপালকঃ। ১
তদ্বংশে জনিত শ্চৈকঃ প্রতাপচন্দ্রভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিত শ্চান্যস্তেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ॥২
বিধুবাণ গ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ॥৩
বেদষট্‌ফণিমানাব্দে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহামতিঃ॥ ৪

বিপ্রকুলকল্পলতা।

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে বৈদ্যবংশে শালবান্ নামে একজন মহাবীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয়ধর্ম্মপরিপালনপূর্ব্বক বঙ্গদেশে সাম্রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশে প্রতাপচন্দ্রনামে এক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রতাপের বংশে রাজা তেজঃশেখর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ৯৫১ শকাব্দে (পাঠগত ভ্রমে অঙ্কগত ভ্রম) তাঁহার বংশে মহারাজ আদিশূর প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি ৮৬৪ শকাব্দে রাজাসনে আরোহণ করেন।

এখানে একটী বিতর্ক আসিয়া অনেকেরই হৃদয়কে সন্দেহ দোলায় দোলায়িত করিতে থাকিবে যে, শালবান্, প্রতাপচন্দ্র, তেজঃশেখর ও আদিশূরে, প্রকৃত পক্ষে সম্পর্ক কি ছিল? কিন্তু লঘুভারত যখন তেজঃশেখরকে আদিশূরের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আমরাও সাহ্লাদহৃদয়ে এই বলিয়া প্রবোধ মানিব যে উঁহারা পরস্পর পিতাপুত্রসম্পর্কান্বিত ছিলেন। শ্লোকে যে বংশ ও কুল শব্দ যোজিত রহিয়াছে, উহা শ্লোকপ্রণেতার রচনার প্রণালীভেদমাত্র, ফলতঃ উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই যে শালবানের পুত্র প্রতাপচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্রের পুত্র তেজঃশেখর, তেজঃশেখরের পুত্র মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণ সেন। তিনিই আদিশূর উপনামে বিশেষিত। অবশ্য রাঢ়ীয়ঘটক ধনঞ্জয়, তদীয় কুলপ্রদীপে আদিশূরকেই অম্বষ্ঠকুলের আদিরাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সে কথা প্রকৃত নহে। এখানে বিপ্রকুলকল্পলতা যে নামের লেখা দিতেছেন, ইহা প্রকৃত মনে করার কোন বাধাই দেখা যায় না। যদি এদেশে ইতিহাস লিখিবার প্রথা থাকিত। তাহা হইলে আমরা হয় ত দেখিতাম সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন, আদিশূর ও দ্বিতীয়বল্লালের নিশ্চয়ই কেহ কেটা। আদিশূরের বাপ পিতামহ অবশ্যই ছিল, ধনঞ্জয় তাহা জানিতেন না। লঘুভারতকর্ত্তা আদিশূরের পিতার নাম মাত্র অবগত ছিলেন, কুলকল্পলতাপ্রণেতা তদপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বিশেষজ্ঞ, তাই তিনি, ২।৩টী বেশী নাম করিয়াছেন, সুতরাং উহা অপ্রকৃত না হওয়াই খুপ সম্ভব। তবে আদিশূর বৌদ্ধ জয় করিয়া কিঞ্চিৎ বীরত্ববিশেষ প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন? তাই আদিশূর উপাধিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছেন। কেহ কেহ "শূর" কথাটী আদিশূরবংশের উপাধি বলিয়া অনুমান করিতে চাহেন। এবং তাঁহারা তৎপ্রমাণার্থ এই বচনটীর অধ্যাহার করেন। যথা—

তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্র স্ত্রিদিবং শশাস॥

৮৪ পৃ। ঐতিহাসিকচিত্রধৃত বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

কিন্তু "শূরবংশসিংহ" শব্দের অর্থ শূর-উপাধি-বিশিষ্ট কায়স্থবংশের সিংহ নহে। উহার অর্থ শূরসমূহের শ্রেষ্ঠ বটে। পালবংশের "ভূপাল" ও "গোপাল" নামের ভূ ও গো নাম, পাল যেমন উপাধি মনে করা ভুল, তেমনই ভূশূর প্রভৃতি নামের ভূভাগ নাম, শূরভাগ উপাধি মনে করাও ভুল। ফলতঃ মানুষের নাম কখন ভূ বা গো থাকে না। বাচস্পতি মিশ্রও, তদীয় কুলরমাতে আদিশূরকে মাধবশূরের তনয় বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহা বংশের উপনাম মাত্র। যথা—

গৌড়েশ্বরো নরবরোঽ ভবদাদিশূরঃ।
নানাবিদেশিনৃপতে র্মুকুটাঙ্কিতাং ঘ্রিঃ॥
জেতা সমুদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনৈঃ,
কুলাবদাতনৃপমাধবশূরসূনুঃ॥

পূর্ব্বকালে সকলেরই একাধিক নাম ও স্বস্ব বংশের উপনাম থাকিত। অর্জ্জুনের নাম দ্বাদশটী ছিল, কর্ণের প্রকৃত নাম ছিল বসুসেন। যথা—

প্রাঙ্ নাম তস্য কথিতং বসুসেন ইতি ক্ষিতৌ।
কর্ণো বিকর্ত্তন শ্চৈব কর্ম্মণা তেন সোঽভবৎ॥৩১—১১১ অঃ।
আদিপর্ব্ব।

অধিরথ আপন পালিত পুত্রের নাম বসুসেন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ গুণে কর্ণ প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়েন, কর্ণ নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত থাকেন। মহারাজ আদিশূর ও ভূশূর প্রভৃতিও ঐরূপ উপনামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। আমারা আইন. আকররী ও গৌড়েব্রাহ্মণ গ্রন্থে আদিশূরবংশকে এই রূপে বিভিন্ন নামে সমলঙ্কৃত দেখিতে পাই। যথা—

আইন আকবরী	দেশীয় লেখকগণ
১। আদিশূর	১। আদিশূর
২। জমেনি ভাঁন্ (যামিনীভানু)	২। ভূশূর
৩। আন্রুদ্ (অনিরুদ্ধ)	৩। ক্ষিতিশূর
৪। পরতাপ রুদর (প্রতাপ রুদ্র)	৪। ধরাশূর
৫। ভবদৎ (ভূদত্ত)	৫। প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর
৬। রেকদেও (রঘুদেব)	৬। অনুশূর।

৭। গিরধার (গিরিধারী)
৮। পরতিহিধর (পৃথ্বীধর)
৯। শিস্টিধর (সৃষ্টিধর)
১০। পিরভাকর (প্রভাকর)
১১। জয়ধর।

পূজনীয় মহিমবাবু গৌড়েব্রাহ্মণে এই কথা গুলি বলিয়াছেন। যথা—

"কুলাচার্য্যগ্রন্থে, আদিশূরের বংশাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু ধারাবাহিক রূপে লিখিত নাই। কুলাচার্য্যগ্রন্থে এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের কথানুসারে নিম্ন লিখিত বংশাবলী জানা যায়। কবিশূর, তৎপুত্র মাধবশূর, তৎপুত্র আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর, তাহার পর প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর। তাহার পরে অনুশূর গৌড়ে রাজা হন, অনুশূরের পরই বল্লালের পিতা বিজয় সেন রাজা হন"। ৪১ পৃঃ।

পূজ্যপাদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়মহাশয়ও তদীয় ঐতিহাসিকচিত্রের ৮৫ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন, "বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রগ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশূরের পর ভূশূর, এবং তৎপরে বরেন্দ্রশূর, ও প্রদ্যুম্ন শূর নামে দুই ভ্রাতা রাজা হন। তাঁহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটিত হইয়া বরেন্দ্র এক দেশে ও প্রদ্যুম্ন অন্য দেশে রাজ্য স্থাপন করায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের নামানুসারে বরেন্দ্রদেশ ও প্রদ্যুম্নের রাজ্য রাঢ় দেশ নামে খ্যাত। বাসস্থানের নামানুসারে কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা জনশ্রুতি মাত্র। কিন্তু ইহাতে কত টুকু সত্যসংস্রব আছে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

আমরা এই উভয় মতেরই আংশিক পরিপন্থী। ইঁহাদের কেহই কোন কুলগ্রন্থ বা কুলাচার্য্যের নাম করেন নাই। জনশ্রুতি, বহুশ্রুতির সংঘর্ষে সহস্র জাইলিউমনে শেষ যে কত টুকু সত্য আনিয়া শ্রুতি গোচর করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। বেশ দেখা যাইতেছে যে আইনআকবরির অধিকাংশ নাম প্রকৃত। মহিমবাবুর নামগুলি ঐ সকল নামের উপনাম মাত্র। আইনআকবরী যাহার নিকট নাম পাইয়াছেন, তিনিও একদেশদর্শী, বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণও ঐরূপ একদেশদর্শী ছিলেন। একদল প্রকৃত নাম জানিতেন, অন্য একদল উপনামগুলির খপর রাখিতেন, তাহাতেই এই নামগত বিরোধ ঘটিয়াছে। ফলতঃ আদিশূর-ভূশূর-প্রভৃতি উপনাম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অপিচ অক্ষয়বাবু ও মহিমবাবু যে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রশূরকে আদিশূরের বংশে স্থান দিতে অভিলাষী, আমরা উহাও প্রকৃত মনে করি না। বিপ্রকুলকল্পলতা উঁহাদিগকে আদিশূরের দৌহিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

দাক্ষিণাত্যবৈদ্যরাজ শ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিত শ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাধনঃ॥
তস্য বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনো জাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।
তস্য পুত্রঃ শুকদেবসেনঃ খ্যাতগুণোৎকরঃ॥
তৎপুত্রো নিভুজঃ সেনঃ শত্রুপক্ষবিমর্দ্দনঃ।
আদিশূরস্য তনয়াং সএব পরিণীতবান্॥
প্রদ্যুম্নশ্চ বরেন্দ্রশ্চ দ্বৌ পুত্রৌ নিভুজস্যচ।
প্রদ্যুম্নো দুর্ব্বলঃ শিষ্টো মিষ্টভাষী বিচক্ষণঃ॥
বরেন্দ্রো গৌড়দেশেন্দ্রো বভূব নিজকাম্যয়া।
বরেন্দ্রাধিকৃতত্বেন দেশো বরেন্দ্রসংজ্ঞকঃ॥
অদ্যাপি গীয়তে লোকৈ রাত্রেয্যাশ্চ তটদ্বয়ে।

অর্থাৎ অশ্বপতিসেননামে দাক্ষিণাত্যে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রকেতুসেন অতীবধনী, চন্দ্রকেতুর পুত্রের নাম বীরসেন, বীরসেনের পুত্র বিক্রমসেন। তিনিই আপনার নামে স্বাধিকৃত স্থানের নাম বিক্রমপুর রাখেন। তাঁহার পুত্র শুকদেবসেন, শুকদেবের পুত্র নিভুজসেন, তিনি আদিশূরের কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহার প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। প্রদ্যুম্ন বড়ই দুর্ব্বল কিন্তু শিষ্ট শান্ত ও মিষ্টভাষী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। বরেন্দ্র সেন আপন ইচ্ছানুসারে গৌড়দেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তদনুসারে তদধিকৃত দেশ বরেন্দ্রদেশ নামে খ্যাত হয়। উক্ত বরেন্দ্রদেশ আত্রেয়ীনদীর উভয়তটে বিদ্যমান।

আমারা বিপ্রকুলকল্পলতার এই উক্তিও যে সম্পূর্ণ প্রকৃত বলিয়া মনে করি তাহা নহে। কি বিপ্রকুলকল্পলতা, কি চতুর্ভুজ, কি গ্রন্থান্তর, কাহার মত অনবদ্য নহে। আমরা নানা কারণে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রকে আদিশূরের দৌহিত্র বলিতে

নারাজ। আমাদের বিশ্বাস এই প্রদ্যুম্নশূরই ১ম বল্লালের প্রকৃত নাম, বল্লাল তাঁহার উপনাম। আমারা যথাস্থানে যথাসময়ে ইহার আলোচনা করিব। সম্ভবতঃ প্রদ্যুম্ন রাঢ় ও বঙ্গদেশের রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই আদিশূরের বংশপ্রভব বা দৌহিত্র ছিলেন না। যদি ইঁহাদের নামও শূরান্তক হয়, তাহা হইলেও আমরা মনে করিতে চাহি যে এই শূর কথাটী বীর্য্যবত্তা সংসূচক উপাধি ভিন্ন বংশীয় নাম নহে, কেন না বিপ্রকুলকল্পলতার মতে আদিশূর ও প্রদ্যুম্নশূর, মাতামহ ও দৌহিত্র সম্পর্কবান্। ফলতঃ প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া না রাখাতেই প্রত্যেক বংশেরই নামগত বিসংবাদ ঘটিয়াছে, এবং বোধ হয় যেন একটী অবান্তর বংশ অন্য বংশের পালে মিশিয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রবাবুর ন্যায় দেশের কুলাচার্য্যগণও প্রমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ছিলেন।

আর এক বিপৎ এই যে মহিমবাবু আবার বলিতেছেন যে "অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিকবিবরণলেখক যে আদিশূরকে উল্লেখ করিতেছেন, তিনি ব্রাহ্মণআনয়নকর্ত্তা আদিশূর নহেন, তাঁহার প্রকৃত নাম "আদিত্যশূর"। গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪১ পৃঃ।

কিন্তু আমরা এ পরিগণনাও অভ্রান্ত মনে করি না। হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও তাঁহার কায়স্থকৌস্তুভে আদিশূর ও আদিত্যশূর, এই দুই নাম ব্যবহার করিয়াছেন, পরন্তু উহা নামের বিকার মাত্র। কোন গ্রন্থে বা মৌখিক বচন প্রমাণে কিংবা লোকপরিজ্ঞাতিতেও কেহ আদিত্যশূরনামে কোন রাজার সত্তার কথা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রকৃত কথা "আদিত্যশূর" আদিশূর নামেরই ভেঙ্গান নাম মাত্র। আদিশূরও উপনাম, প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন, ভূশূরও ঐরূপ উপনাম, প্রকৃত নাম বিমলসেন। তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যামিনীভানুও বিমলের উপনামান্তরবিশেষ। অপিচ মহারাজ বিমলসেন যে কেবল যামিনীভানু ও ভূশূরনামেই বিশেষিত ছিলেন, তাহা নহে, লোকে তাঁহাকে যামিনীভানুর সংক্ষেপ করিতে যাইয়া "ভানুদেব" বলিয়াও ডাকিত। আমরা সাহিত্য দর্পণে তাহার আভাস পাইতেছি। যথা—

"মম তাতপাদানাং মহাপাত্রচতুর্দ্দশভাষাবিলাসিনীভুজঙ্গমহাকবীশ্বরশ্রীচন্দ্রশেখর সান্ধিবিগ্রহিকাণাং—

দুর্গালঙ্ঘিতবিগ্রহো মনসিজং সম্মীলয়ন্ তেজসা,
প্রোদ্যদ্রাজকলো গৃহীতগরিমা বিষ্বগ্‌বৃতো ভোগিভিঃ।

নক্ষত্রেশকৃতেক্ষণো গিরিগুরৌ গাঢ়াং রুচিং ধারয়ন্,
গামাক্রম্য বিভূতিভূষিততনুং রাজত্যুমাবল্লভঃ॥

অত্র প্রকরণেন অভিধয়া উমানাম্নী মহাদেবী তদ্বল্লভভানুদেবনৃপতিরূপে অর্থে নিয়ন্ত্রিতে ব্যঞ্জনয়ৈব গৌরীবল্লভরূপঃ অর্থোবোধ্যতে"। ৫২।৫৩ পৃষ্ঠা সাহিত্যদর্পণ।

এখানে বৈদ্যকুলকেশরী মহামহোপাধ্যায় মহাকবি বিশ্বনাথকবিরাজ তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখরকবীন্দ্রের কথা বলিতেছেন যে তিনি চতুর্দশ ভাষায় মহাপণ্ডিত ও মহারাজ ভানুদেবের প্রধানামাত্য ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, রাজ মহিষীর নাম উমা ছিল। আমরা মনে করি, এই ভানুদেব, যামিনীভানু ভূশূর এবং বিমলসেন একই ব্যক্তি।

এখানে বিতর্ক হইবে, তবে বৈদ্যকুলপঞ্জিকাকার রামজয় এরূপ বলিলেন কেন? তাঁহার মতে ভূশূরের পরে আর কাহার সন্তার কথা উপলক্ষিত হয় নাই। যথা—

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির॥
ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজতনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥
তাঁহার তনয় দেখি যান স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির॥ সম্বন্ধ নির্ণয় ২৩০ পৃঃ।

কিন্তু আমরা এই প্রমাণও অব্যাহত বলিয়া মনে করি না। যে দেশে ধরা শূর, ক্ষিতিশূর প্রভৃতি নামগুলি প্রচররূপ, সে দেশে যে রামজয় কেন তাহা অজ্ঞাত ছিলেন, তাহার হেতু রামজয়েরই একদেশদর্শিতামাত্র। খুব সম্ভব ভূশূর প্রসূত হইবার পূর্ব্বেই মহারাজ আদিশূর উপরত হয়েন, তাঁহার মৃত্যুসময়ে রাজমহিষী অন্তর্বত্নী ছিলেন, কিন্তু কি সন্তান হইবে, বংশ থাকিবে কি না, এই জন্য তিনি আপন কন্যা লক্ষ্মীকে পুত্রিকাপুত্র করেন ও লক্ষ্মীর পুত্র অশোকসেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে বলিয়া যান। যাঁহারা এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ বা শ্রুতিগোচর করিয়াছিলেন, তাঁহারা উপরি লিখিত বৃত্তান্ত

গ্রন্থ বদ্ধ করিয়া থাকিবেন, এবং হয় ত রামজয় তাহারই অনুগামীহইয়াছেন। কিন্তু যখন রাজমহীষী আদিশূরের মৃত্যুর পর ভূশূর বা ভানুদেবকে প্রসব করিলেন, তখন, দায়াধিকারসম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা হইল। এখন যেমন পোষ্য পুত্র রাখার পর ঔরস পুত্র হইলে সম্পত্তির নূতন বিধান হইয়া থাকে, তখনও দৌহিত্র বর্ত্তমানে পুত্রের জন্ম হওয়াতে আদিশূরের রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়, পরে উভয়বংশই যুগপৎ রাজ্য করিতে থাকেন। রামজয়, ভূশূরের জন্ম ও বংশবিবরণপূর্ণ গ্রন্থ পান নাই, তিনি যাহা জানিতেন তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য এই নাম এবং বংশাবলিগত অসামঞ্জস্য ও বিভ্রাট ঘটিয়াছে। রাজা, ভূশূরকে না দেখিয়াই অর্থাৎ তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই স্বর্গপুরে চলিলেন, কিন্তু ভূশূর জন্মিয়া কতদিন ছিলেন,তাঁহার কোন বংশ ছিল কি না তাঁহাদিগের নাম কি, রামজয় তাহার কোন খপরই পায়েন নাই। আইনআকবরি যে নাম গুলি দিয়াছেন ও গৌড়েব্রাহ্মণ যে নামগুলির নাম লইতেছেন, ইহার মূলে যে নিশ্চয়ই কোন সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সকলেরই কিছু কিঞ্চিৎ গলদ আছে। আরও এক কথা এ দেশে যে দুইজন বল্লাল ছিলেন, একথা কেহই অবগত নহেন। তখন কেহ তাম্রফলক, প্রস্তরফলক ও দানসাগরের খপর রাখিতেন না, ইহাতেও কতক প্রমাদ ঘটিয়াছে। উজ্জয়িনীতে যে বিক্রমাদিত্যনামে একাধিক নৃপতি ছিলেন, তাহা যেমন পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিল না, দুই বল্লালের বিষয়ও তদ্রূপ ঘটিয়াছে। এবং একজন বিক্রমসেন ও রাম নামেও যে রাজা ছিলেন তাঁহাদের নামহইতেই যে বিক্রমপুর ও রামপাল নাম হইয়াছে, এ কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। শুধু তাহা নহে অনেক রাজার নাম ভুলিয়া যাওয়াতে লোকে বংশাবলী রচনা করিতে যাইয়া ঘোরতর খিচুড়ি পাকাইয়া বসিয়াছেন। আমরা যদি জয়দেবসেনকৃত রাঢ়ীয় কুল চন্দ্রিকা, চতুর্ভুজসেনকৃত বঙ্গীয় কুলচন্দ্রিকা প্রাপ্ত না হইতাম, যদি আমরা বিপ্রকুলকল্পলতা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমরাও গতানুগতিক বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রান্তির একটী ঘটো তুলিয়া তৃপ্ত হইতাম। উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহও যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তাহা নহে, তথাপি এগুলি মধ্যভাবে গুড়ের স্থানীয় মাত্র। যাহাহউক আমরা সকলমতের সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক আদিশূরবংশের একটী বংশাবলী রচনা করিলাম। কিন্তু ইহাই যে অভ্রান্ত

আমরা তাহাও বলিতে সমর্থ নহি। প্রত্যেক গ্রন্থই অসম্পূর্ণ ও লিপিকরপ্রমাদ-সম্পৃক্ত এবং হয় ত ভবিষ্যতে নূতন কোন কুলপঞ্জিকা করকলিত হইলে বংশাবলীগত দোষ আরও সম্মার্জিত হইবে। আমাদের রচিত বংশাবলি এই—

	প্রকৃত নাম		উপনাম
১।	মহারাজ শালবান্ সেন	...	+
২।	প্রতাপচন্দ্রসেন	...	কবিশূর
৩।	তেজঃশেখরসেন	...	মাধবশূর
৪।	লক্ষ্মীনারায়ণসেন	...	আদিশূর
৫।	বিমলসেন	...	ভূশূর, যামিনীভানু বা ভানুদেব
৬।	অনিরুদ্ধসেন	...	ক্ষিতিশূর
৭।	প্রতাপরুদ্রসেন	...	ধরাশূর
৮।	ভূদত্তসেন	...	+
৯।	রঘুদেবসেন	...	+
১০।	গিরিধারীসেন	...	+
১১।	পৃথ্বীধরসেন	...	+
১২।	সৃষ্টিধরসেন	...	+
১৩।	জয়ধরসেন	...	+

আমরা বাল্যকালে শালবান্ রাজার গল্প শুনিয়াছি। কিন্তু উহা বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। এবং উহা বেঙ্গমাবেঙ্গমীর কেচ্ছার মতন উপকথাই মনে করিতাম, কিন্তু এইক্ষণ শালবানের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়া এবং বঙ্গের ভূষণস্বরূপ ও গরিমার স্থান বিক্রমপুরের নিদান যে এই নিরন্ন বৈদ্য জাতি, তাহা অবগত হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলাম। আজি রাজেন্দ্র লালের প্রেতাত্মা ও কৈলাসবাবু দেখুন, যে বার্কের লেগেডজেণ্ট্রীর মিথ্যাবাদী দিগের ন্যায় বৈদ্যজাতিও মিথ্যা দাবী করে, না তাহাদের দাবি সম্পূর্ণ অক্ষত ও সম্পূর্ণ অব্যাহত। বিক্রমপুরের স্থাপয়িতা বৈদ্য জাতি, রামপালের স্থাপয়িতা বৈদ্যজাতি, গৌড়ের মহান্ শাস্তা বৈদ্যজাতি, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের শীর্ষস্থানীয় বংশসমূহের পালয়িতা, লালয়িতা ও মঙ্গলবিধাতা বৈদ্যজাতি, ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? এখন সকলে দেখুন, মণ্ডী ও সুকেত

রাজ্যের নাম লইয়া হর্ষগদ্‌গদচেতাঃ কৈলাসবাবু সুপথগামী, কি মহারাজ রাজবল্লভ ও তাঁহার সজাতিগণ সুপথগামী। আমরা আদিশূরের বংশের কথা বলিলাম। এইক্ষণ তাঁহার রাজধানীর কথা বলিব। ধনঞ্জয় বলিয়াছেন—

শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদিদেশে,
সল্লোকঃ সদ্‌বিচারৈ রিদিতি সুতপতিঃ স্বর্যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপু স্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা,
জিত্বা বুদ্ধান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি র্গৌড়রাজ্যাৎ নিরস্তান্॥

অর্থাৎ শ্রীমান্ রাজা আদিশূর বঙ্গপ্রভৃতি দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি অতি সৎলোক ও দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সদ্‌বিচারক। তিনি অতি তত্ত্ব-বেত্তা, মহাত্মা ব্যক্তি। তাঁহার প্রতাপে সমুদায় শত্রুকুল নির্ম্মূল প্রায় হইয়াছিল, তিনি স্বয়ংই বৌদ্ধদিগকে গৌড়রাজ্যহইতে দূরীকৃত করেন।

আমরাও বলিয়াছি, মহারাজ আদিশূর, মহারাজ শালবান্ হইতে সমাগত পৈতৃকরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, ধনঞ্জয়ও বলিতেছেন যে তিনি বঙ্গাদি-দেশের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং বুঝা গেল রাঢ় ও বঙ্গ উভয় দেশই আদিশূরের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, পরে তিনি বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিয়া গৌড়াধিকার করেন।

কোন্ দেশ গৌড় নামে প্রখ্যাত? আমরা মালদহের সন্নিকটে ভারতের মহাগৌরব ভূমি প্রাচীন গৌড়নগরীর অবস্থান বিন্দু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, এ নামের নিদান যে কি, তাহা অজ্ঞাত। আবার বিপ্রকুলকল্পলতা বলিতেছেন যে বরেন্দ্রসেন গৌড়রাজ্যে অধিপতি হয়েন, এবং উক্ত গৌড়দেশ তাঁহার নামানুসারে "বরেন্দ্রভূমি" বলিয়া সমাখ্যাতি লাভ করে। সুতরাং বোধ হয় পূর্ব্বে বর্ত্তমান বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন গৌড়দেশের এলাকাভুক্ত ছিল, তজ্জন্য উহা গৌড়ের মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া গৌড়নাম ধারণ করে, কালে রাঢ় বঙ্গ সকলই গৌড় বলিয়া অভিহিত হয়, বঙ্গদেশের ভাষাও গৌড়ীয় ভাষা নাম লইয়া গৌরবান্বিত হয়। বরেন্দ্রসেন, আদিশূরের দৌহিত্রবংশের সন্তান ও প্রথম বল্লালের সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃমাতামহের অধিকৃত দেশে দায়াধিকার লাভ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এই গৌড় ও বরেন্দ্রই পূর্ব্বে পুণ্ড্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ ইঁহারা

পাঁচ ভাই ছিলেন। তন্মধ্যে সুহ্মের রাজ্য এখন রাঢ়নামে প্রখ্যাত, পুণ্ড্রের রাজ্য গৌড়নামে খ্যাতি লাভ করে। আমরা বহু দানপত্রে দিনাজপুরপ্রভৃতি বরেন্দ্রভূমির বহুস্থান, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখিতে পাই.সুতরাং প্রাচীন গৌড়ই পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও বরেন্দ্র তাহার অধীন প্রদেশ এবং উহাও পুণ্ড্রদেশের অংশবিশেষ, ইহাই প্রকৃত কথা। যাহাহউক আমরা ধনঞ্জয়ের এই বচন হইতে ইহাই জানিলাম যে আদিশূরের পৈতৃকরাজ্য বঙ্গাদিদেশ ও স্বোপার্জ্জিত রাজ্য গৌড়। অতএব বঙ্গদেশে তাঁহার কোন পৈতৃক রাজধানী ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। লঘু ভারতও বলিতেছেন—

আদিশূর স্তদা তস্য সভাসন্মন্ত্রিণাং বরঃ॥
সহায়ঃ শ্বশুরস্যৈব বীরসিংহং নিরস্তবান্॥ (শুদ্ধ পাঠ নহে)।
গৌড়ে পালমহীপালবংশানুচ্ছিদ্য তৎপরে।
পালবংশাসনে গৌড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাং গতঃ॥ গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৬পৃ

অর্থাৎ সন্মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ আদিশূর তৎকালে আপন শ্বশুরের সহায় হইয়া বীর সিংহকে পরাভূত করেন। এবং তিনি পালরাজগণকে উচ্ছিন্ন করিয়া স্বয়ং গৌড়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েন। এখানে "তৎপরে" কথার দ্বারা কোন পূর্ব্ব কার্য্যের সূচনা অনুমিত হয়। সে কার্য্য বীরসিংহের পরাভূতি। কিন্তু সে পরাভব সাধন কালে তিনি বায়ু ভূত নিরাশ্রয় ছিলেন না, রাজাই ছিলেন, সেই রাজধানী নিশ্চয়ই ধনঞ্জয়ের বর্ণিত বঙ্গদেশৈকদেশ? সে স্থানটী কি এবং কোথায়?। আদিশূর প্রভাবশালী হইয়া গৌড় জয় করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতাপিতামহ প্রভৃতি রাজগণ কি কোন রাজধানীতে অবস্থিত ছিলেন না?। লঘুভারত বলিতেছেন—

আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে৷ রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
তত্রাসীৎ রামনামৈকো বৈশ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা॥ গৌঃ ব্রাঃ ২৬২পৃ

লঘুভারত ২য় খণ্ড, ১২৭—২৮ পৃষ্ঠা।*

* বর্ণিত মহিমবাবু বলিতেছেন "গ্রন্থকর্ত্তা আমাকে জানাইয়াছেন, বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার বচন তিনি আপন গ্রন্থে উঠাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে এই বচন, স্বপ্রমাণ বা আধুনিক নহে।

অতএব বেশ বুঝা গেল, বঙ্গদেশের রামপালনগরীই আদিশূরের আদি রাজধানী ছিল। এবং উহাই তাঁহার পিতৃপৈতামহিক অধিষ্ঠানভূমিও বটে। এখন কথা হইতেছে, আদিশূরের কোন্ রাজধানীতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন? বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ও পূজনীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়মহাশয় বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ্‌বিধৌতপাদ গৌড়নগরে সমাগত হইয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু স্বোক্তিসমর্থনজন্য তদীয় ঐতিহাসিকচিত্রের ৮৪ পৃষ্ঠাতে বারেন্দ্রকুলপঞ্জীর এই বচনটীরও অধ্যাহার করিয়াছেন। যথা—

সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ,
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং,
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥

এখন কাশীতলবাহিনী পবিত্র ভাগীরথী রাজমহলের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। কিন্তু পূর্ব্বকালে গঙ্গা মালদহের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল। সুতরাং গৌড় যে "সুরসরিদবধৌত" বিশেষণের সম্পূর্ণই উপযুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু যখন আমরা দেশের জনশ্রুতির নিকট তত্ত্বানুসন্ধায়ী হই, সামাজিকগণের নিকট প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি, তখন আমরা রামপাল ভিন্ন গৌড়ে ব্রাহ্মণসমাগমের কথা প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইতে সমর্থ হই না। আদিশূরের রাজধানী গৌড়েও প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু উহা তাঁহার গুণ্ডাবাড়ীর মতন ভিন্ন বৃন্দাবনের মতন নিত্যধাম ছিল, ইহা জনশ্রুতি বলে না। বংশপরম্পরাগত জ্ঞানও ইহার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত নহে। দেবীবর বলিয়াছেন—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়োগৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা॥

সুতরাং আদিশূর যখন বঙ্গদেশেরও রাজা ছিলেন, কেবল গৌড়ের নহে, তখন বঙ্গের রাজধানীতে ব্রাহ্মণসমাগম কেন সম্ভবপর হইবে না?। কেবল মৈত্রেয়মহাশয়ের উক্ত শ্লোকে নহে, আমরা আরও বহু শ্লোকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের কথা দেখিতে পাইয়া থাকি। কিন্তু আমরা মনে করি, উহা অতি-

বাদ বা স্তুতিবাদবিশেষ। কুমার সুন্দর, যখন বর্দ্ধমানে আসিয়া হাজিরহইলেন, তখন তিনি উহার সুষমাসন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিলেন——

দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান,
ধন্য গৌড়, যে দেশে এদেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর,
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥

বর্দ্ধমান কি গৌড়ের অন্তর্গত? না কখনই নয়. উহা রাঢ় বা সুহ্মদেশের বক্ষঃস্থলবিশেষ। দামোদর নদ উহার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত, সুতরাং সুদূর গৌড় নগরী হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সময়ে রাঢ় দেশও গৌড়ের অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বরেন্দ্র দেশও তৎপূর্ব্বে গৌড় বলিয়া বিশেষিত হয়, রাঢ় ও বঙ্গও গৌড় বলিয়া পরিচিত হইত। বঙ্গভাষাও গৌড়ীয় ভাষা বলিয়া প্রখ্যাতিলাভ করে। কেন? না একদিন "গৌড়" বলিলে সকলে উহার নাম শ্রবণমাত্রই চিনিতে পারিত। তজ্জন্য বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, সাধারণ্যে গৌড়নামে বিকাইয়া যায়। বারেন্দ্রকুলপঞ্জী-প্রণেতৃগণও রামপালকে উক্ত মর্য্যাদাকর গৌড়বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। রামপালও এক সময়ে বুড়ীগঙ্গার নিকট-বর্ত্তী ছিল, পদ্মাই কিন্তু প্রকৃত গঙ্গা, বুড়ীগঙ্গা উহার দেহৈকভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যেমন বড়গঙ্গা গৌড়হইতে সুদূর রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত, পদ্মা ও বুড়ীগঙ্গাও তদ্রূপ কালমাহাত্ম্যে রামপালহইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড় গঙ্গা) বা বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল, সুতরাং পণ্ডিতগণ উহাকেই "সুরসরিদবধৌতপাদ" বিশেষণে কেন বিশেষিত করিতে পারিবেন না, কবিজনসমুচিত নিরঙ্কুশতাও ত উহার নিদান হইতে পারে? রামপাল, পৈতৃকবাটী, সুতরাং গৌড় অপেক্ষা তথায়ই কি ব্রাহ্মণ আনিবার বেশী সম্ভাবনা নহে?। মানবদেবতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বহুবিবাহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক, সভৃত্য, অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আগমন করেন। চরণে চর্ম্মপাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজায়

নিকট আমাদের আগমন-সংবাদ দেও"। ১৮ পৃষ্ঠা। "রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদিগের সংবর্দ্ধনা করিবেন, এই স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্ডূষহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অনাগমনবার্ত্তাশ্রবণে করাস্থিত আশীর্ব্বাদবারি নিকটবর্ত্তী মল্লকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন। চির শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিল॥ ১৯ পৃষ্ঠা। "বিক্রমপুরের লোকে বলেন বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দীঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকাঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ, নাম গজারি বৃক্ষ॥ এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরে আর কোথায়ও নাই। ১৯ পৃষ্ঠা। বারেন্দ্রপঞ্জী ও দেবীবরও বলিয়াছেন——

ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
স্থাপয়ামাসুরর্ঘ্যং তৎ শুষ্ককাষ্ঠস্য মস্তকে॥
দূর্ব্বাতণ্ডুলপুষ্পাদিনির্ম্মিতং জলসংযুতং।
তদর্ঘ্যং মস্তকে ধৃত্বা শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ জীবিতং। বারেন্দ্রপঞ্জী।
কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন বিপ্রপঞ্চকান্।
বেদশাস্ত্রেষ্ববগতান্ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদান্॥
গোযানারোহিতান্ (বিকৃত পাঠ) বিপ্রান্ খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুক্তান্।
তদ্বিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হৃদি॥
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
আশীর্ব্বাদার্থনির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরি ধৃতং।
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতং॥ দেবীবর।

আশীর্ব্বাদের জোরে শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণই অতিবাদ। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যে বল্লালের রাজধানী রামপাল গিয়াছিলেন, ইহা হইতে এই সত্যটী গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে মালদহের গৌড়ে বা স্থানান্তরে ব্রাহ্মণসমাগমের কোন প্রবাদ বা কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায় না। অবশ্য এ কথাও মিথ্যা নয় যে চন্দ্রনাথতীর্থে ও মুঙ্গেরে যে সীতাকুণ্ডনামক উষ্ণপ্রস্রবণদ্বয় আছে উহাদিগের নামের সহিত সীতার কোন সংস্রবই নাই, এই সকল নাম অনিদান মিথ্যা কল্পিত এবং একটীর পার্শ্বে রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড-

যে অন্য কুণ্ডসমূহ রহিয়াছে, উহা যে মনুষ্যকৃত ও অস্বাভাবিক, এবং

এই সকল নামও যে কৃত্রিম, তাহা আমরাও অস্বীকার করি না, এ হতভাগ্য দেশ ভারতবর্ষে মিথ্যাপ্রবাদ ও মিথ্যা জনরব ত লক্ষ লক্ষই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে? এখন যে অযোধ্যায় ও পুরীতে রাম এবং জগন্নাথের নাম করিয়া নানা মিথ্যা প্রবাদের অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহাও আমরা অনবগত নহি, কিন্তু রামপালে ব্রাহ্মণআগমনের প্রবাদ উহাহইতে নিশ্চয়ই যেন কিছু স্বতন্ত্র।

সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন, কান্যকুব্জহইতেও ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ আগমন করেন। তজ্জন্য আমরা বিক্রমপুরে এই তিনটী জাতির যেমন অভ্যুদয় ও উপচিতি সন্দর্শন করিয়া থাকি, মালদহ অঞ্চলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। কালকাতা অঞ্চলের সমুদায় কুলীন ব্রাহ্মণগণ ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গাল ও বিক্রমপুরকে তাঁহারা তাঁহাদিগের আদি নিকেতন বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। পক্ষান্তরে মালদহে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের (ঘোষ, বসু গুহ মিত্রাদি ভৃত্যসন্তানবর্গের) সেরূপ প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য বল্লাল, রামপালে কৌলীন্য প্রদান করেন বলিয়া এখানে সকল জাতির সমাগম ও সন্নিবেশ অধিক হইবারই কথা, কিন্তু তা বলিয়া আদি স্থানে যে কিছুই চিহ্ন থাকিবে না ইহা একটা কথাই নহে। আদিশূরের ব্রাহ্মণআনয়নের প্রায় ২ শত বৎসর পরে, বল্লাল কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণকায়স্থেরা নিশ্চয়ই স্বস্ব বসতি স্থানে গৃহপ্রাকারাদিদ্বারা বদ্ধমূল হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা কৌলীন্যপ্রাপ্তির পর তাঁহাদের গৌড়এলাকাস্থিত পূর্ব্ববাস স্থানেই গমন না করিয়া কেন বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্রে নূতন বসতি গ্রহণ করিলেন?।

বলিবে ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়াই রাঢ়ে গঙ্গাসৈকতে বাস গ্রহণ করেন, এবং কৌলীন্যপ্রাপ্তির পর অনেকে তথায়ই প্রত্যাগত হয়েন। যদি এ কথাই প্রকৃত হয়, পূর্ব্ববঙ্গে গঙ্গা ছিল না বলিয়াই তাঁহারা রাঢ়ে বাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহারা প্রথম হইতেই সুরসরিদবধৌত গৌড়েই বাসগ্রহণ করিলেন না কেন? গৌড়ের গঙ্গা কি লোণা ছিল?

ব্রাহ্মণকায়স্থগণ যদি গঙ্গাতটবিহারী গৌড়েই শুভাগমন করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা তেমন টাটকা গঙ্গা ছাড়িয়া রাঢ়ের পূর্ব্বপ্রবাহিত পচাগঙ্গার তীরে আসিয়া কেন আড্ডা করিয়াছিলেন? রাঢ়নামে যে একটা দেশ আছে, উহা যে আবার গঙ্গাতীরে, তাহাই বা তাঁহারা সেই মান্ধাতার আমলে টের

পাইয়াছিলেন কেমন করিয়া? তখন গৌড় ও মালদহ কি বঙ্গ ও রাঢ়হইতে ছমাসের পথ ছিল না? কুলপঞ্জিকাসমূহে তাঁহাদিগের অধ্যুষিত আদিশূর-প্রদত্ত গ্রামপঞ্চক এই—

পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥

২য় সংস্করণ সম্বন্ধনির্ণয় ও বহুবিবাহধৃত কুলরমা।

শাণ্ডিল্যাদিকগোত্রেভ্যঃ শাসনং বিধিবৎ দদৌ।
কামটী ব্রহ্মপুরী চ, হরিকোটি স্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥ গ্রন্থান্তর-ধৃত কুলরমা।

বিদ্যানিধিমহাশয়, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া "পঞ্চকোটি" পাঠ পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উহা মানভূমে লইয়া যাইতে সমুদ্যত। কিন্তু ইহা জ্ঞানের অতীত পদার্থ। কান্যকুব্জেরা যে সাতসমুদ্র তেরনদী পারহইয়া মানভূমে গিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব কথা। বিদ্যানিধিমহাশয় বহু লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের কুত্রাপি যুক্তি বা তর্ক সপর্য্যা প্রাপ্ত হয় নাই। যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া বসিয়াছেন। বর্ণসঙ্কর কাহাকে বলে, মনুর এ বচন তুলিয়াছেন, অথচ উহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বৈধানুলোমজ অম্বষ্ঠাদিকেও বর্ণ সঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকা এক, আর পদার্থগ্রহে অধিকার থাকা এক। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ে গঙ্গা তীরে বাস গ্রহণ করেন, ইহাই প্রকৃত কথা। আমরা এইক্ষণ উক্ত গ্রামসমূহের অবস্থানবিন্দু নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। খুপ সম্ভব যবনসমাগমেই নামের রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি এ কথা ঠিক যে উক্ত পাঁচখানী গ্রাম রাঢ়দেশের গঙ্গাতীরেই ছিল। পঞ্চকোটি উক্ত গ্রাম পঞ্চের কোন নাম বিশেষ ছিল কি না, ইহা চিন্তনীয় বিষয়। থাকিলেও ইহা স্বতন্ত্র কোন স্থান হইবে।

পূজনীয় মহিমবাবু বলেন "মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমারঠাকুরের প্রযত্নে বেণী-সংহারনাটক মুদ্রাঙ্কণকালে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, যখন কান্যকুব্জহইতে ব্রাহ্মণেরা আইসেন, তখন আদিশূর রামপালনগরীতে ছিলেন। এবং ব্রাহ্মণেরাও তথায় উপস্থিত হন। বিদ্যাবাগীশ কোন্ প্রমাণের বলে ঐরূপ লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ

নাই। যদি প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণেরা বিক্রমপুরে যাইতেন, তাহা হইলে বারেন্দ্র অথবা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদিনিবাসের চিহ্ন বিক্রমপুরে লক্ষিত হইত"। ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা। মহিমবাবু একথা অন্যায় বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাতীরে বাস গ্রহণ করেন, কাজেই তাঁহাদিগকে গঙ্গাবর্জিত পূর্ব্বদেশ পরিহার করিতে হয়, আমরা পূর্ব্বদেশে এখন যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই, তাঁহারা রাঢ় ও বরেন্দ্র হইতে সমাগত। তজ্জন্য এখানেও তাঁহারা সেই পূর্ব্বনামে পরিচিত। যদি ব্রাহ্মণগণ্ খরস্রোতাঃ গঙ্গার তীরপাবিত গৌড়েই পূর্ব্বে বাস গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কেন রাঢ়ে আসিয়া "রেঢ়ো" নাম ক্রয় করিনে ?। এরূপ জনশ্রুতি যে উঁহারা পাঁচজনে প্রথমে বিক্রমপুরে যে পাঁচখানী গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহা এখন "পঞ্চসার" নামে প্রথিত। কিন্তু উক্ত গ্রামপঞ্চ রাজধানীর নিকট হইলেও তৎকালে বিক্রমপুর জলাভূমি ছিল বলিয়া উঁহারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর শুষ্কস্থানে ও পবিত্র ভূমি গঙ্গাতীরে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বদেশ পছন্দ না হওয়াতেই সকলে সদলে চলিয়া যান, সুতরাং তথায় পূর্ব্ববাসের চিহ্ন কেন থাকিবে ? মালদহের গৌড়ে কি কোন চিহ্ন আছে ? বঙ্গ ও পূর্ব্ব রাঢ় ভিন্ন কি অন্য কোন স্থানে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণকায়স্থের ঘনসন্নিবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ? তৎকালে বঙ্গ, রাঢ় (সুহ্ম) ও পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশসমূহ গৌড়ের নামে বিকাইত, গৌড় বলিলে সকলে চিনিত, তাই কুলপঞ্জিকাসমূহে গৌড়ের নাম বিদ্যমান্ ৷৹ এখনও বহু লোক নিজ গ্রামের নাম না দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পরিচিত গণ্ডগ্রামের নামে আপন বাসস্থান সূচিত করিয়া থাকে। সে কালের অবস্থাও ঐরূপ হইয়া ছিল, তাই ভারতচন্দ্র রাঢ়কেও গৌড় বলিয়া প্রখ্যাপিত করেন। যাহাহউক আমাদের যতদূর জ্ঞান তাহা বলিলাম, প্রকৃত কথা কি, তাহা ভগবান্ জানেন ও ভাগ্যবানেরা নির্ণয় করিবেন।

মহিমবাবু ৫৭ পৃষ্ঠার টীকায় লিখিয়াছেন "বরেন্দ্রদেশ, গৌড়ের একাংশ। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিমাংশ ভূমিখণ্ড বরেন্দ্রনামে অভিহিত। আদিশূরবংশীয় প্রদ্যুম্নশূর এবং বরেন্দ্রশূর এক সময়ে রাজা হইয়া গৌড়দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বরেন্দ্র শূরের অধিকৃত খণ্ডের নাম বরেন্দ্র-দেশ। অদ্যাপি ঐ দেশ "বরেন্দ্রী" শব্দে অভিহিত আছে"। প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র, "আদিশূরবংশীয়" ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। তবে আমরাও একথা

স্বীকার করি যে বরেন্দ্রশূরই "বরেন্দ্র" নামের নিদান। এবং উক্ত দেশ, কালে গৌড়ের অংশবিশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত স্থান প্রথমাবধি পুণ্ড্র বা গৌড়ের অন্তর্গত ছিল কি না, তাহা দ্রষ্টব্য। দেশে ইতিহাস ও ভূগোল নাই, তথাপি আমরাও বলিয়াছি মালদহ ও বরেন্দ্র ভূমি লইয়া পুণ্ড্রদেশ পরিগণিত। এবং যখন পুণ্ড্র দেশ গৌড়নামে সমাখ্যাত হয়, তখন বরেন্দ্রও উক্তনামে বিশেষিত হইয়াছে। গৌড়নগরী অতি প্রাচীন, তাহা ঠিক, কিন্তু পুণ্ড্র গৌড়েরও বৃদ্ধ প্রপিতামহ। পুণ্ড্রের নাম গৌড় হইয়াছে এবং পুণ্ড্রের অন্যাংশ বরেন্দ্রও শেষে গৌড় আখ্যা পাইয়াছে। এবং ক্রমে বঙ্গ ও রাঢ়ও গৌড় আখ্যা পাইয়াছিল, বঙ্গের ভাষা পর্য্যন্ত গৌড়ীয় সাধুভাষা নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব বরেন্দ্র যেমন প্রকৃত গৌড় নহে, সেই রূপ বঙ্গ ও রাঢ়ও প্রকৃত গৌড় নহে, কিন্তু বরেন্দ্রের ন্যায় বঙ্গরাঢ়ও গৌরবজন্য "গৌড়" বলিয়া সমাখ্যাত হইত। ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে নহে পরন্তু রামপালে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত কথা। যদি আদিশূর গৌড়েরই নিযুক্ত রাজা হইবেন, তবে তাঁহাকে বঙ্গদেশের রাজা বলিয়া পরে গৌড়বিজেতা বলিবে কেন ?।

আরও দেখ, মালঞ্চীয় সেনকুলপ্রসূত জনমেজয়মল্লিক বঙ্গের মুসলমান নবাব সরকারে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। উক্ত বঙ্গীয় নবাবও "গৌড়-ক্ষ্মাপতি" শব্দে বিশেষিত হইয়াছেন। যথা——

তৃতীয়ঃ সৎপথরতো মল্লিকো জনমেজয়ঃ।
গৌড়ক্ষ্মাপতিসেবাভির্বিহিতানেকপৌরুষঃ॥ ২৭পৃ চন্দ্রপ্রভা।

মল্লিক উপাধি মুসলমান রাজগণ প্রদত্ত, সুতরাং বেশ বুঝা গেল বঙ্গের নবাব এখানে "গৌড়ক্ষ্মাপতি" শব্দে সংসূচিত হইতেছেন। আরও দেখ বিমল ও বিনায়কসেন বল্লালসেনহইতে কুলমর্য্যাদা পাইয়া পঞ্চকোটহইতে রাঢ়ে (মালঞ্চে) আগমন করেন। কিন্তু ভরতমল্লিক মহাশয় রামপালের রাজা উক্ত বল্লালসেনকেও "গৌড়মহীপাল" বলিয়া সম্যাখ্যাত করিয়াছেন। যথা—

যো বিনায়কসেনোঽভূৎ বিনায়কইবাপরঃ।
রাঢ়ে বঙ্গেচ বিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
অনন্তগুণসংযুক্তো ধীরোদাত্তগুণোত্তরঃ।
মহাবংশাগ্রজন্মাহি সতীকুক্ষিসমুদ্ভবঃ॥

সচ গৌড়মহীপালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিজৈর্গুণৈঃ।
গজং কনকছত্রঞ্চ, ধনং বহুবিধং তথা॥
অসৌ ব্রাহ্মণবৈশ্যেভ্যো গজবাজিধনানিচ।
দদৌ বহূনি মালঞ্চে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ভিষক্‌কুলে॥ ৭পৃ রত্নপ্রভা।
সেনভূমৌ অভূৎ রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ঃ কমলো বিমল স্তথা॥
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্র মুপাদায় রাঢ়দেশ মুপাগতঃ॥
বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা বিমলস্য সুতোঽভবৎ॥ ৪৬পৃ। কণ্ঠহার।

সুতরাং রামপালের রাজা বল্লাল যখন "গৌড়মহীপাল" বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, তখন রামপালও যে গৌড় বলিয়া অভিহিত হইত, আদিশূরের সময়েও যে উহা গৌড়নামে বিকাইত, তাহা মনে করিতে কেন বৃথা শিরঃকণ্ডূয়ন করিব ?।

কান্যকুব্জহইতে বঙ্গদেশে দুইবার ব্রাহ্মণ আনীত হয়। প্রথমবার আদিশূর-পত্নী চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণব্রতসাধনজন্য ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, দ্বিতীয়বারে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগের জন্য আনীত হয়। মহারাজ আদিশূর কান্য-কুব্জেশ্বর মহারাজ চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণি গ্রহণ করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন চন্দ্রকেতু নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রমুখীর মাতা বৈশ্যকন্যা। পূর্ব্বকালে মাতৃকুলের সাম্যনিবন্ধন অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যে আদান প্রদান ছিল, তাই আদিশূর চন্দ্রমুখীর পাণি গ্রহণ করেন। কিন্তু পক্ষান্তরে বিপ্রকুলকল্পলতা-প্রণেতা বলেন, কান্যকুব্জেশ্বরও জাতিতে সদ্‌বৈদ্য ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রদেব। আমরা নিম্নে উভয় উক্তিরই সমর্থক প্রমাণ অধ্যাহৃত করিলাম। যথা—

নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলকশ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা।
সৎপুণ্যাশ্রয়কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যাচ পুণ্যার্থিনী॥
পত্নী গাঢ়তমপ্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ।
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রোরজতকৌশিকঃ॥

কৌণ্ডীল্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥ বারেন্দ্রকুলজী।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমানাদিশূরো মহীপতিঃ॥ ৩
কান্যকুব্জেশ্বরস্যৈব সদ্‌বৈদ্যকুলসন্ততেঃ।
শ্রীচন্দ্রদেবভূপস্য নাম্না চন্দ্রমুখীং সুতাং॥ ৪
উপযেমে স মহাত্মা যথাবিধি বিধানতঃ। বিপ্রকুলকল্পলতা।

বিদ্যানিধিমহাশয় চন্দ্রকেতু বা চন্দ্রদেব রাজার ক্ষত্রিয়ত্বের জোন্ প্রমাণ দেন নাই, কিন্তু বিপ্রকুলকল্পলতার প্রাচীন লেখক যখন তাঁহাকে সদ্‌বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সে কথা যে অনিদান তাহা শুধু মুখের কথায় কেন বিশ্বাস করিব ? অম্বষ্ঠজাতির প্রধানভাগ যে উপ অঞ্চলে রহিয়া গিয়াছেন তাহা কি প্রকৃত নহে ?। সুতরাং কান্যকুব্জরাজ বৈদ্য ছিলেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে। মহাকবি হরিচন্দ্রসেন ও বিশ্বপ্রকাশ অভিধান কর্ত্তা বৈদ্য মহেশ্বর কবীন্দ্র, গাধিরাজ (কান্যকুব্জ) সাহসাঙ্ককর্ত্তৃক বঙ্গহইতে তৎসভায় সাদরে নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে জাতিতে বৈদ্যভাবা অসমীচীন নহে। মধ্য-ভারতে যে গুপ্তরাজকুলের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহারাও অম্বষ্ঠ ভিন্ন পদার্থান্তর ছিলেন না। যাহাহউক মহারাজ আদিশূর যে আরও একবার ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার এই লিখনভঙ্গীদ্বারাও অনুমান করা যাইতে পারে। যথা——

নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ।
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোতিবীরঃ॥
ময়ি বরসখিতান্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্।
পুনরপি মম গৌড়ে প্রেষয়ত্বং নিতান্তং। শব্দকল্পদ্রুম।

যদি আর কখন ব্রাহ্মণ আনয়ন করা না হইত, তাহা হইলে এখানে কখনই "পুনরপি" কথাটীর ব্যবহার হইত না। আমরা এ পর্য্যন্ত আদিশূরের জাতি ও রাজধানীপ্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি, এইক্ষণ তাঁহার কালনির্ণয়সম্বন্ধেও দুচার কথা বলিব।

মহারাজ আদিশূর, বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের কাহার কাহার বংশপর্য্যায়সংখ্যা ৩৭।৩৮, অতএব যদি প্রতি তিন তিন পুরুষে এক এক

শতাব্দী গণনা করা যায়, তাহাহইলে মহারাজ আদিশূর বর্ত্তমান সময়ের ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ প্রতিভাত হয়। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কায়স্থ পত্রিকাতে প্রায় সেই রূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি আদিশূরের সময় ৭৩২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করেন এবং স্বোক্তির সমর্থন জন্যও যে কিছু না বলিয়াছেন, তাহাও নহে। কিন্তু আমরা আদিশূরকে ঠিক অত প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে চাহি না। কুলরমা বলিতেছেন—

শকাদিত্যোঽভবৎ রাজা বিক্রমাদিত্য এবচ।
ততঃ কালেন মহতা রাজাঽভূচ্চাদিশূরকঃ॥

শালিবাহন ও বিক্রমাদিত্যের বহু পরে মহারাজ আদিশূর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সুতরাং আদিশূর উঁহাদিগের পরবর্ত্তী ব্যক্তি হইতেছেন। লঘু ভারত বলিতেছেন—

শূন্যবহ্নিবিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজঃশেখরবংশৈক আদিশূরোনৃপোঽভবৎ॥

২য় খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা। গৌঃ ব্রাঃ ৪৬ পৃ।

অর্থাৎ মহারাজ আদিশূর ৪১৩০ কলিগতাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এখন কলির গতাব্দ ৫০০৫, অতএব মহারাজ আদিশূর বর্ত্তমান সময়ের ৮৭৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮২৬—৮৭৫=৯৫১ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিপ্রকুল কল্পলতায়ও বিবৃত রহিয়াছে—

তৎকুলে জনিতশ্চান্য স্তেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ॥
বিধুবাণগ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরোমহীপতিঃ॥ ৩
বেদষট্‌ফণিমানাব্দে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্ অভিষিক্তো মহামতিঃ॥ ৪

অর্থাৎ মহারাজ আদিশূর মহারাজ তেজঃশেখরের বংশে ৯৫১ শাকে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং সদ্‌গুণসাগর সেই রাজা আদিশূর ৮৬৪ শাকে গৌড়ের অভিষিক্ত রাজা হয়েন। এখানে লঘুভারত (বা বারেন্দ্র পঞ্জীবচন) ও বিপ্রকুল কল্পলতিকার বেশ মিল আছে। আদিশূরের পিতা ও জন্মকালসম্বন্ধেও বেশ ঐক্যই দেখা যায়। কিন্তু "বেদষট্‌ফণি" মানে যে আদিশূর অভিষিক্ত রাজা

হয়েন, ইহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি ত আর জন্মের পূর্ব্বে রাজা হইতে পারেন না ?। আর জন্মিয়াই যে রাজা হইয়াছিলেন তাহাও নহে। সুতরাং হয় তৃতীয়শ্লোকের প্রতিলিপিতে না হয় ৪র্থ শ্লোকের প্রতিলিপিতে গলদ ঘটিয়াছে। আমরা মনে করি আদিশূর ৮৬৪ শকাব্দা বা ৯৪২ খৃষ্টাব্দেই রাজা হয়েন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লঘুভারত বিপ্রকুল-কল্পলতার বচনদৃষ্টে প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন,লঘুভারত ও কল্পলতার ৩য় শ্লোকের পাঠই বিকৃত। তবে উহা যদি সংবৎ হয় তাহা হইলে বিষয়সঙ্গতি হইতে পারে। ৯৫১ সংবতে ৮১৬ শকাব্দ হয়। আদিশূর ৮১৬ শকাব্দে জন্মিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন। অথবা পাঠ অন্য এরূপ কিছু হইবে যাহাতে তাঁহার ৮৬৪ শাকে রাজা হওয়া সম্ভবে। আদিশূর যে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, এখন সেই সময়টী স্থির করিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রবীণ ঘটক মুলো পঞ্চানন তদীয় সারাবলীগ্রন্থে এই কুলার্ণববচনের অধ্যাহার করেন। অন্যান্যেরাও এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ পৃথক্ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

১। বেদবাণাহিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ। মুলো।

২। বেদবাণাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। কুলরমা।

৩। শাকে বেদকলঙ্কষট্ কবিমিতে রাজাদিশূরঃ স চ।
আনেতুং যতবান্ সুবেদবিদুষোহসৌ পঞ্চগোত্রান্ দ্বিজান্॥
৫০পৃ কায়স্থ পত্রিকা ধৃত বারেন্দ্রপঞ্জী।

৪। আদিশূরোনবনবত্যধিকনবশতশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস।
সম্বন্ধনির্ণয়ধৃতক্ষিতীশবংশাবলীবচন।

৫। আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস।
কৃষ্ণচন্দ্রচরিত। বহু বিবাহ ধৃত। ১৭পৃ।

অর্থাৎ এই প্রমাণনিবহমতে ৮৫৪, ৯৫৪, ৬৫৪ ও ৯৯৯ শকাব্দে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ৫ম প্রমাণে শাক কি সংবৎ তাহার কোন নির্দ্দেশ না হওয়াতে এই ৯৯৯ অঙ্ক শাক বা সংবৎ,উভয় বাচকই হইতে পারে। বিদ্যানিধি বলেন, আইনআকবরিমতে বল্লাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন। ৯৯৯ শক=১০৭৭ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং আদিশূর বল্লালের পরে ব্রাহ্মণ আনয়ন

করেন, ইহা অসম্ভব হইয়া উঠে,অতএব পাঠ, শকাব্দে না হইয়া শতাব্দে হইবে। বিদ্যাসাগরমহাশয়, তদীয় বহুবিবাহগ্রন্থে শতাব্দে পাঠ ধরিয়াছেন। বল্লাল যে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা হয়েন, আমরা তাহা কিছুতেই স্বীকার করি না। তবে বিদ্যানিধিমহাশয় যে সংবৎ বলিতেছেন উহা হইলেও হইতে পারে। ৯৯৯ সংবৎ ৯৪২ খৃষ্টাব্দ বা ৮৬৪ শকাব্দ, এ গণনা বিপ্রকুলকল্পলতার ৪র্থ শ্লোকের সহিত অভিন্ন! এই উভয় গণনামতে স্থির হয়, আদিশূর বর্ত্তমান সময়ের ৯৬২ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, বোধ হয় ইহাই প্রকৃত কথা। আমরাও ৯৯৯কে সংবৎ বলিতে অভিলাষী। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার উক্তির সমর্থনজন্য এই কয়েকটী কথাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

শুভক্ষণ, শুভতিথি, যে অঙ্কের নান্যাগতি, *
ত্রিরাবৃত্তি তার মাঘ মাসে।
শুক্রার পুষ্যায় আসি, পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ ঋষি,
প্রদীপ্ত করে রাজার বাসে॥
৩২৭—২৮ পৃষ্ঠা সম্বন্ধনির্ণয়।

এই অনন্যগতি অঙ্কটী ৯, উহার ত্রিরাবৃত্তি ৯৯৯। এই সংবতে মাঘ মাসে পঞ্চ ব্রাহ্মণ, পঞ্চ ভৃত্য (পঞ্চ দ্বিজ নহে) সহ আদিশূর ভবনে আগমন করেন। উহা যে সংবৎ তাহাও উক্ত কারিকার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। যথা—

দ্বিজবলে সেই মত, বিক্রম যে মতে গত,
গণনা করি সৌর সংবৎ। ৩২৮ পৃঃ সম্বন্ধনির্ণয়।

পূজনীয় মহিমবাবু তদীয় গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠাতে বিদ্যানিধিমহাশয়ের ৯৯৯ সংবৎ মতকে দোষিয়াছেন, কিন্তু দোষপ্রদর্শন সকারণ হয় নাই। তাঁহার বিশ্বাস পালবংশীয় রাজগণ আদিশূরের দ্বারা বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহার সময়ে বা পরে পালবংশ আর বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পালবংশের কোন এক ব্যক্তিকে আদিশূর রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশে তখন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, সুতরাং পালবংশের সকলের রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া ছিল না। পালবংশীয়গণ বরং সেনবংশের সমসাময়িকভাবেই

---

* স্বভাবেনৈব যঃ ক্ষুদ্রো দ্বিগুণাদন্যতোপি বা।
ন জহাতি নিজং ভাবং নবমাঙ্ক ইবেশ্বরঃ॥ ভাস্করাচার্য্য।

রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন ও তাঁহারা সেনবংশের নেদিষ্ঠ কুটুম্বও ছিলেন। একটী ভট্টের কবিতাতেও ব্রাহ্মণ আনয়ন ৯৯৪ শকাব্দে বলিয়া লিখিত, বোধ হয় লিপিকরপ্রমাদে এখানেও এরূপ হইয়াছে *। সংবৎ ও শকাব্দে ১৩৫ বৎসর তফাৎ। অতএব আদিশূর ৯৯৯—১৩৫=৮৬৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ছিলেন। বিপ্রকুলকল্পলতাতেও বর্ণিত আছে তিনি ৮৬৪ শকাব্দে অভিষিক্ত হয়েন। অতএব তিনি রাজা হইয়াই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া থাকিবেন।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সম্বন্ধনির্ণয়ধৃত বাঙ্গালাপ্রমাণসমূহই নির্দ্দোষ মনে করি এবং আদিশূর যে ৯৯৯ সংবৎ, ৮৬৪ শকাব্দ কিংবা ৯৪২ খৃষ্টাব্দে কান্য-কুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহাই প্রকৃত কথা। বিদ্যানিধিমহাশয় যে আদিশূরের শেষ সময় ৯৫২ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন, তাহাও শুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু আদিশূর যে ৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই বলিয়া উহা স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক আমরা আদিশূরের কথা বলিলাম, এইক্ষণ বল্লালবংশের কথা বলিব।

অনেক ঐতিহাসিক, বিশেষতঃ মিত্রজমহাশয়ের পর্য্যন্ত ধারণা যে আদিশূর ও বল্লাল এক বংশপ্রভব, এবং কেহ কেহ বা প্রমাদের মাত্রা আরও কিঞ্চিৎ চড়াইয়া উঁহাদিগকে পিতাপুত্র বা মাতামহদৌহিত্র বলিতেও উন্নতকন্ধর! এবং এই পূতিগন্ধময় পদার্থসমূহ বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসেও স্থান দিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা একবারও ইহা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, আদিশূর বল্লাল সমসাময়িক হইলে বল্লাল কি প্রকারে কৌলীন্যবিধাতা হইতে পারেন ?। আদিশূরসমানীত ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদিরে সঙ্গাগত ভৃত্যসন্তানেরা কেহ ১৩শ,কেহ ১০ম এবং কেহ কেহ বা ৮ম পুরুষে কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আদিশূর ও বল্লালের মধ্যে গড়ে যে অন্ততঃ ৯।১০ পুরুষ ও ২।৩ শত বৎসরের ব্যবধান হওয়ার কথা, তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?। অপিচ বল্লাল সেন, আদিশূরের "দৌহিত্রবংশ" এই প্রবাদ প্রচারথাকা সত্ত্বেও মিত্রজমহাশয় কেমন করিয়া যে সাহেবদিগের দেখাদেখি উঁহাদের বংশগতসমতা বিঘোষিত করিলেন, তাহাও সামাজিকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। মহারাজ আদিশূর

* শাক ব্যবধান, কর অবধান,ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা।
অঙ্কে অঙ্কে বামা গতি বেদযুক্ত তদা॥

এদেশের পূর্ব্বাধিবাসী, পক্ষান্তরে ১ম কৌলীন্যদাতা বল্লালবংশ দাক্ষিণাত্যহইতে সমাগত ? এবং আদিশূর ধন্বন্তরিগোত্রপ্রভব, বল্লালসেন বৈশ্বানরগোত্রপ্রসূত, সুতরাং ইঁহাদিগের সাম্যবিঘোষণা সম্পূর্ণ বিপ্রলাপবিশেষ। দেবীবর বলিয়াছেন, অথবা তাঁহার নাম দিয়া ঘটকচূড়ামণি চন্দ্রকান্তহড়মহাশয় এই বচনকয়টী প্রদান করিয়াছেন।—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূতআদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরিসেনখ্যাতো বিখ্যাতো ধরণীতলে॥
রাঢ়ো গৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা॥
বৈশ্বানর কুলোদ্ভূতো বল্লালখ্যাতি মীয়িবান্।
সম্বন্ধদোষদুষ্টোঽসৌ গর্হিতঃ কুলদূষণং॥

যদি এই সকল বচন কোন কারণে কৃত্রিম বা বিকৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উঁহারা উভয়ে যে ভিন্নগোত্রীয় ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। মাননীয় পার্ব্বতীবাবু আদিশূরকে মৌদ্গল্যগোত্রীয় বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার তদুক্তিসমর্থনজন্য কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নাই। বিক্রমপুরের মালপদীর বৈশ্বানরগোত্রীয় বৈদ্যগণ বল্লালকে আপনাদের জ্ঞাতি বলিয়া থাকেন, সুতরাং আমরা ঘটকমহাশয়ের বচন ও উক্ত ভদ্রমহাশয়গণের পত্রানুসারে বল্লালকে বৈশ্বানরগোত্রীয় বলিয়াই বিশ্বাস করিতে চাহি। বল্লাল যে আদিশূরের কন্যাকুলসঞ্জাত, সে বিষয়ে আমরা চতুর্ভুজকৃত বৈদ্যকুল-চন্দ্রিকাতে এই রূপ প্রমাণ পাইতেছি। যথা—

আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
সদ্‌বৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রকরগ্রহঃ॥
পুণ্যাত্মা পুণ্যকর্ম্মা চ দেবেন্দ্রশ্চ যথা দিবি।
তথা মহীপতে মূর্ত্তি র্নান্যেশ্চ যস্য তুলনা॥
তস্যাত্মজাকুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ।
গণসেনকুলোদ্ভূতশম্ভুসেনস্য সন্ততিঃ॥
মাতামহস্য রাজ্যেন নৃপত্বেনাভিষেচিতঃ।
অথণ্ডা তস্য বৈ কীর্ত্তি র্বিখ্যাতো সাগরান্তকে॥

অর্থাৎ মহারাজ আদিশূর গৌড়ে রাজা ছিলেন, তিনি অতি প্রতাপবান্ ও আসমুদ্রকরগ্রাহী অধিরাজ। তিনি অতি উচ্চশ্রেণীর বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ বল্লাল, তাঁহার কন্যার কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শম্ভুসেন, শম্ভুসেন, গণসেনের বংশে সমুদ্ভূত।

এখানে বহু বিতর্ক আসিয়া আমাদিগকে প্রতিহত করিতেছে। আদিশূর বৈদ্য, তাহা বুঝিলাম, যখন বর্ত্তমানসময়ের বহু পূর্ব্বে (কণ্ঠহারেরও আগে) চতুর্ভুজসেনও আদিশূর বল্লালকে বৈদ্য বলিয়া জানিতেন, তখন উঁহাদের বৈদ্যত্ব যে একটী নির্ব্যূঢ় সত্য তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু শম্ভুসেনের পুত্র বল্লাল সেন যে তাঁহার কন্যাকুলজাত বা দৌহিত্র, ইহা ইতিহাস স্বীকার করে না। প্রসিদ্ধ বল্লালসেন, বিজয়নন্দন; প্রস্তরফলকাদি ও দানসাগরে তিনি, বিজয়-নন্দন বলিয়াই সমাখ্যাত। অতএব চতুর্ভুজের এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? চতুর্ভুজসেন আপনার গ্রন্থারম্ভে বলিতেছেন——

> প্রণম্য বিশ্বেশ্বর মাদিদেবং সংস্তুত্য বাণীং কুলদেবতাঞ্চ।
> চতুর্ভুজোনাম কবিঃ সুরম্যং, কুলপ্রকাশার্থ মিদং তনোতি॥
> চতুর্ভুজঃ সেনকুলাবতংসঃ, বৈদ্যঃ শ্রিয়া সর্ব্বগুণানুরাগী।
> শাকেঽঙ্কষট্বাহুশশিপ্রমাণে, চকার পঞ্জীং ভিষজাং কুলস্য॥

অর্থাৎ সেনকুলপ্রভব চতুর্ভুজ ১২৬৯ শাকে বা ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে এই বৈদ্যকুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। "বল্লালসেন" সম্বন্ধীয় একখানী আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে (৫০।৬০ বৎসরের হইবে) লিখিত আছে।— চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বাদশশত-শকাব্দে বল্লালসেনো যৌবরাজ্যে অভিষিক্তঃ। তস্মাৎ পঞ্চত্রিংশদ্বৎসরে (১২৬৯ শাকে) রচিতা অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকা"। কিন্তু চতুর্ভুজসেনের এই অঙ্ক সংখ্যা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি কণ্ঠহারের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বটেন, কিন্তু এত প্রাচীন ছিলেন না, এত প্রাচীন হইতেও পারেন না। বোধ হয় এখানে "তস্মাৎ পঞ্চ-ত্রিশদ্বৎসরে" পাঠ না হইয়া "তস্মাৎ ত্রিশতপঞ্চত্রিংশদ্বৎসরে" পাঠ হইবে। তাহাতে মহামতি চতুর্ভুজ ১৫৩৪ বৎসরের লোক হইবেন ও কণ্ঠহার অপেক্ষা তিনি মাত্র ৪১ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন, খুপ সম্ভব তাহাই প্রকৃত কথা। কবি কণ্ঠহার ১৫৭৫শাকে তদীয় কুলগ্রন্থপ্রণয়ন করেন। তাহাতে লিখিত আছে——

দিবাকরোঽভূৎ শ্রীগর্ভাৎ তস্মাৎ জাতশ্চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজোতি বিখ্যাতো যৎকৃতা কুলপঞ্জিকা॥ কণ্ঠহার ৮৯পৃষ্ঠা।

অতএব বুঝাগেল, চতুর্ভুজ রামকান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী। কতদিনের পূর্ব্ববর্ত্তী? চায়ুদাশ ও বিনায়কসেন সমসাময়িক, অতএব রামকান্তদাশ ও চতুর্ভুজের বংশাবলী বিন্যস্ত করিলেই উভয়ের সময়গত অন্তর উহাতে প্রদর্শিত হইবে। চতুর্ভুজ, রামকান্তের মাত্র এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। যথা—

এই এক পুরুষে কখনই ৩০।৪০ বৎসরের বেশী তফাত হইতে পারে না। সুতরাং চতুর্ভুজ যে ১২৬৯ শকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ইহা অসম্ভব। তিনি ১৫৩৪ শাকেই কুলচন্দ্রিকা রচিয়া থাকিবেন। তবে তিনিও দুই বল্লালের সত্তা অবগত ছিলেন না, তাই উভয় বল্লালের বিষয়গুলি একত্র খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছেন। যে বল্লাল আদিশূরের কন্যা কুলজাত তিনি শম্ভুনন্দন নহে, পরন্তু বিজয়নন্দন ছিলেন। যাহাহউক বেশ বুঝা যাইতেছে যে চতুর্ভুজসেন যে

বল্লালের কথা বলিতেছেন, তিনি ১২৩৪ শকাব্দের বা ১৩১২ খৃষ্টাব্দের লোক। সুতরাং ইনি কখনই কৌলীন্যদাতা আদি বল্লাল নহেন। সুতরাং ২য় বল্লালের পিতা শম্ভুসেন হওয়াতে ১ম বল্লালের বিজয়সেনপিতৃত্বে কোন ব্যাঘাত হইতেছে না ?।

এ দেশের লোকে যেমন বিক্রমাদিত্য বলিলে একজন লোকই বুঝিয়া থাকেন, তেমনই বল্লাল বলিতে তাঁহারা একজন লোক্ই বুঝিয়া আসিতেছেন। এদেশে যে দুইজন বল্লাল ছিলেন একথা অনেকেই জানিতেন না। যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদিগের জ্ঞান, তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই এদেশের কুলপঞ্জিপ্রণেতৃগণ খিচুড়ি পাকাইয়া বসিয়াছেন। বিপ্রকুলকল্পলতায় লিখিত আছে—

আসীৎ বৈদ্যোমহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপরিপালকঃ॥ ১
তদ্বংশে জনিতশ্চৈকঃ প্রতাপচন্দ্রভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিতশ্চান্য স্তেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ॥ ২
বিধুবাণগ্রহমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ॥ ৩
বেদষট্‌ফণি মানাব্দে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহামতিঃ॥ ৪
কান্যকুব্জেশ্বরস্যৈব সদ্‌বৈদ্যকুলসন্ততেঃ।
শ্রীচন্দ্রদেবভূপস্য নাম্না চন্দ্রমুখীং সুতাং॥ ৫
উপযেমে স ধর্ম্মাত্মা যথাবিধি বিধানতঃ।
তদাদিশূরতনয়াং নিভুজো নাম ভূপতিঃ।
উদূঢ়বান্ গুণোপেতাং সদ্‌গুণোৎকর ভূষিতঃ॥ ৬
প্রদ্যুম্নশ্চ বরেন্দ্রশ্চ দ্বৌ পুত্রৌ নিভুজস্য চ।
প্রদ্যুম্নোদুর্ব্বলঃ শিষ্টোমিষ্টভাষী বিচক্ষণঃ॥ ১২
বরেন্দ্রো গৌড়দেশেন্দ্রো বভূব নিজকাম্যয়া।
বরেন্দ্রাধিকৃতত্বেন দেশো বরেন্দ্রসংজ্ঞকঃ।
অদ্যাপি গীয়তে লোকৈ রাঢ়্রেয্যাশ্চ তটদ্বয়ে॥ ১৩

বরেন্দ্রস্য কুলে জাতোম্ম্যজ্জসেনো মহাবলঃ।
তস্য ভাগ্যবতীনাম্নী কন্যৈকা সমজায়ত॥ ১৪
সাচ ভাগ্যবতী স্বপ্নে বরং লেভে দ্বিজন্মনঃ।
পিতৃরাজ্যাভিরক্ষার্থং পুত্রার্থং সমচিন্তয়ৎ॥ ১৫
ব্রহ্মপুত্রাংশসম্ভূতঃ সদ্বৈদ্যকুলসন্ততিঃ।
রামপালনিবাসী শ্রীবেদসেনো মহামতিঃ।
তস্যাঃ পাণিগ্রহং চক্রে ভাগ্যবত্যা বিশেষতঃ॥ ১৬
বিষক্‌সেনঃ শম্ভুসেনোঽপ্যস্য নামান্তরং মতং।
তৎপূর্ব্বপুরুষান্ বক্ষ্যে কুলজ্ঞগ্রন্থশাসনাৎ॥ ১৭

বিপ্রকুলকল্পলতাপ্রণেতাও এখানে দুই বল্লালের সত্তা অবগত ছিলেন না বলিয়া মহাগণ্ডগোল লাগাইয়া বসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন বৈদ্যবংশে শালবান্ নামে একজন বঙ্গাধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্র, তৎপুত্র তেজঃশেখর, তেজঃশেখরের পুত্র আদিশূর। তিনি ৯৫১ শকাব্দে (এ সংখ্যা ভূল) জন্মগ্রহণ করেন, ও ৮৬৪ শকাব্দে রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন।

যাহাহউক আদিশূর কান্যকুব্জেশ্বর বৈদ্যজাতীয় চন্দ্রদেবে (চন্দ্রকেতু)র কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কান্যকুব্জগণের পুত্রেষ্টি যাগফলে চন্দ্রমুখী বা অন্য কোন রাণীর গর্ভে আদিশূরের ভূশূর প্রভৃতি কোন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে কি না, বিপ্রকুলকল্পলতাপ্রণেতা, তাহা মুখেও আনয়ন করিলেন না। আদিশূরের কন্যাকে নিভুজসেন বিবাহ করেন। নিভুজের দুই পুত্র প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র। বরেন্দ্র গৌড়দেশের রাজা হয়েন, তাঁহার নামানুসারে উহা বরেন্দ্র নাম ধারণ করে। বরেন্দ্র-দেশ আত্রেয়ী নদীর উভয় তটে বিরাজ মান। বরেন্দ্রের পুত্র ম্যুজ্জসেন, ম্যুজ্জের কন্যা ভাগ্যবতীকে রামপালনিবাসী বেদসেন বিবাহ করেন, উক্ত বেদসেনের বিষকসেন ও শম্ভুসেন বলিয়াও আরও নাম আছে। কুলজ্ঞদিগের শাস্ত্রানুসারে তাঁহার বংশ বিবরণ বলিতেছি।

এই বেদ, বিষক বা শম্ভুসেনের পুত্র বল্লালসেনই কিন্তু ১৩১২ খৃষ্টাব্দের ২য় বল্লালসেন। অতএব বেশ বুঝা গেল, এই ২য় বল্লালসেন, আদিশূরের বংশের দৌহিত্রের দৌহিত্র। বিপ্রকুলকল্পলতা বলিতেছেন—

নিভুজসেনের বংশ।	২য় বল্লালপিতা শম্ভুসেনের বংশ।
নিভুজস্য পূর্ব্ববংশান্	বিম্বক্সেনঃ শম্ভুসেনোঽপ্যস্য নামান্তরং মতং।
নানাগুণসমাযুতান্।	তৎপূর্ব্বপুরুষান্ বক্ষ্যে কুলজ্ঞগ্রন্থশাসনাৎ॥ ১৭
সদবৈশ্যকুল সম্ভূতান্,	অম্বষ্ঠবংশভূপানা মগ্রোরাজা মহীশূরঃ।
অবেহি গদতো মম॥৭	পুলোমা নাম বুভুজে নিষ্কণ্টকং বসুন্ধরাং॥১৮
দাক্ষিণাত্যবৈশ্যরাজ	প্রাচ্যশাসনকর্ত্তারং শালবন্তং মহাভুজং।
শৈচকোঽশ্বপতিসেনকঃ।	বিজিত্য সমরে বীরো মহ্যাং শূরবদাস্থিতঃ॥ ১৯
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্র,	মহীশূরস্য দ্বৌপুত্রৌ রামদেবো মহাবলঃ।
কেতুসেনো মহাধনঃ॥৮	স্বয়মেব সমারোহাৎ আরুরোহ তদাসনং॥ ২০
তস্য বংশে বীরসেনঃ	সতদা বঙ্গভূপালং বিজিত্য যুদ্ধযাত্রয়া।
ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ	সুবর্ণগ্রামনিকটে রাজধানীং চকার সঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনো	রামপালাখ্য নগরী তৎকৃতাত্মাপি বর্ত্ততে॥ ২১
জাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥৯	বৈশ্যরাজরামদেববংশে জাতঃ শুভঃ সুতঃ।
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং	প্রজাপতিসেননামা তদ্বংশে বেদসেনকঃ।
স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।	অয়মেব ভাগ্যবত্যা জগ্রাহ পাণিমুত্তমং॥ ২২
তস্য পুত্রঃ শুকদেবসেনঃ	তস্যাগর্ভে জাত একো বল্লালসেননামকঃ।
খ্যাতো গুণোৎকরঃ॥১০	ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ ধনবান্ নীতিমান্ শুচিঃ।
তৎপুত্রো নিভুজসেনঃ	বৈশ্যরাজাধিরাজশ্চ গৌড়রাজ্যেধিরাট্ স্বয়ং॥ ২৩
শত্রুপক্ষবিমর্দ্দনঃ।	বেদবহ্নিবাহুচন্দ্রমিতে শাকাব্দকে পুরা।
আদিশূরস্য তনয়াং,	বল্লালো বৈশ্যভূপালোযৌবরাজ্যেভিষেচিতঃ॥ ২৪
সএব পরিণীতবান্॥ ১১	

এই উভয় পার্শ্বের শ্লোকাবলী দৃষ্টে বেশ বুঝা যাইতেছে যে বামদিগের নিভুজসেন বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া উপবিষ্ট হয়েন। তাঁহাদের বংশের বিক্রমসেনই বিক্রমপুরনগরের স্থাপয়িতা। তাঁহার পুত্র শুকদেবসেন, তৎপুত্র নিভুজসেন, তৎপুত্র (আদিশূরকন্যাগর্ভজাত) প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রসেন, বরেন্দ্রের পুত্র মৃ্যজসেন (খুপ সম্ভব এই মুজকেই মুসলমানেরা নৌজে বলিয়া গিয়াছেন) মৃ্যজসেনের কন্যা ভাগ্যবতীকেই শম্ভুসেন বা বেদসেন বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ২য় বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন।

এখানে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ১ম বল্লালের যে বংশ দাক্ষিণাত্যহইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই বামদিকের নিভুজসেনের বংশ বটেন। লোকে দুই বল্লালের কথা ভুলিয়া যাওয়াতে এবং প্রস্তরফলক ও দানসাগরপ্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া কেহ আর প্রথম বল্লালের বিশেষত্বগত কোন বিশেষ বাতাসও পান নাই, তদ্বিষয়ে যাহা কিছু উড়উড় খপর পাইয়াছেন তৎসমুদয় দুই বল্লালে যোড়া দিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া একটী দাক্ষযাজ্ঞিক বংশাবলী রচনা করিয়াছেন। বিপ্রকুলকল্পলতার বচনানুসারে দাক্ষিণাত্যহইতে সমাগত বীরসেনবংশ ও বেদসেন'হইতে ভাগ্যবতীগর্ভসম্ভূত বল্লালের এইরূপ বংশমালা বিরচিত হইতে পারে। যথা——

কিন্তু বামদিগের এই বংশমালা অনবদ্য ও অভ্রান্ত নহে। কেন এ গোল ঘটিল, কেন ১ম বল্লাল, সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন, ও কেশবসেন, মাধবসেন, বিশ্বরূপসেনপ্রভৃতির নাম কেহ লইলেন না, আমরা তাহা বলিয়াছি,

এইক্ষণ আমরা ফলক, কুলপঞ্জী ও দানসাগরের সাহায্যে ১ম বল্লালের বংশের ক্ষতি পরিপূরণে ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয়নে সচেষ্ট হইব। স্বয়ং বল্লাল দানসাগরে বলিতেছেন——

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যো শ্রুতিনিয়মগুরু ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা,
মর্য্যাদা গোত্রশৈলঃ কলিচকিত সদাচার সঞ্চারসীমা।
সদ্বৃত্তস্বচ্ছবর্ম্মোজ্জ্বলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা,
বৃন্দৈর্মুক্তামরন্ত্রী নিরগম দবনের্ভূষণং সেনবংশঃ॥ ১
তত্রালঙ্কৃতসৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং,
স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগসুলভঃ কল্পদ্রুমোজঙ্গমঃ।
হেমন্তে পরিপন্থিপঙ্কজসরঃস্যন্দস্য নৈঃসন্ধিকৈ,
রুদ্গীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি॥ ২
তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখরবিনিহতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ।
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ॥ ৩
সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্ পচিত শ্রীর্দানবারাং ঘনৈ
রাসারৈ রভিষিক্তনির্ম্মলযশঃশালেয়ভূমণ্ডলঃ।
দৈন্যোত্তাপভৃতামকালজলদঃ সর্ব্বোত্তরঃ ক্ষ্মাভৃতাং,
শ্রীবল্লালনৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাবগর্ব্বেশ্বরঃ॥ ৪

এখানে বল্লাল বলিতেছেন, যাহার আচার ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, যে বংশপরম্পরা অবিচ্ছিন্ন এবং যে সেনবংশ, পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ, সেই সেনবংশে হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র বিজয়সেন, তৎপুত্র বল্লালসেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বাধিবাস কোথায় ছিল? প্রস্তরফলক ও তাম্রফলক বলিতেছেন—

১। বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বিকধারা,
পারাশর্য্যেণ বিশ্বপ্রণয়পরিণয়প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥ ৪
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী,

স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ ॥ ৫
অভবদনবসানোত্তিন্ন নির্ণিক্ত তত্তদ্-
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ ॥ ১০
মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ,
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণ সরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তে সাধ্বী ব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশাঃ,
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥ ১৪
ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততঃ,
বিশিষ্ট জয়সাম্বয়ো বিজয়সেনঃ পৃথ্বীপতিঃ ॥ ১৫

রাজসাহী প্রস্তর ফলক।

২। পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণৈর্বীরসেনস্য বংশে,
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণা মজনিকুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ ॥

৭ পংক্তি, মাধাইনগর তাম্রফলক।

এই প্রমাণদ্বয়দ্বারা বেশ প্রতীত হইতেছে যে এই আদি বল্লালের বংশ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটবাসী ছিলেন। বিপ্রকুলকল্পলতার বামদিকের প্রমাণেও নিভুজসেন ও বীরসেনকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে এবং নিভুজসেন, আদিশূরের কন্যা বিবাহ করেন, সুতরাং ১ম বল্লাল আদিশূরের পুত্র বা দৌহিত্রাদি কিছুই নহেন, কন্যাকুলজাতমাত্র। চতুর্ভুজও তাহাই বলিয়াছেন, এবং উভয় বল্লালই আদিশূরের দৌহিত্রের কুল সম্ভূত বলিয়া মাতামহসম্পত্তির অধিকারী হওয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই প্রমাণে ইহাও পাইতেছি যে ১ম বল্লাল দাক্ষিণাত্যের বীরসেনের বংশে প্রসূত, উক্ত সেনবংশে সামন্তসেন, বিজয়সেন ও তৎপুত্র ১ম বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। ইহা পাথরের রেখা, সুতরাং লিপিকরপ্রমাদ নহে। আরও দেখ এই বংশে শুকদেবসেন, বীরসেন ও অশ্বপতিসেনের নাম আছে, আইনআকবরীতেও শুক সেন ও ফলকে বীরসেন ও রামজয়ের কুর্চ্ছিনামাতে ও মিত্রজমহাশয়ের তালিকায় অশোকপ্রভৃতির নামও রহিয়াছে, সুতরাং উক্ত বামদিগের বংশনামাই যে ১ম বল্লালের ও এই বংশেই যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তবে ইহার সর্ব্বাংশ নির্দ্দোষ নহে। অন্যান্য ফলকেও বিবৃত রহিয়াছে—

৩। পরীতোর্বীভর্ত্তাহজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥ ৫
সদ্‌গ্রামঃ শ্রিতজসমাকৃতিরভূৎ বল্লালসেনঃ শুভঃ ॥ ৬
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাজনি। ৭। লঃ সেঃ তাম্র।

৪। অবাতরদথান্বয়ে মহতি দেবঃ
স্বয়ং সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদঙ্ঘ্রিনখধোরণি স্ফুরিতমৌলয়ঃ,
ক্ষমাভুজো দশাস্যনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈক শেষঃ ॥ ৪
তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তি রভবৎ বল্লালসেনানৃপঃ। ৭
তস্মাল্লক্ষ্মণসেন ভূপতি রভূৎ ভূলোককল্পদ্রুমঃ ॥ ৮
এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ,
শ্রীমৎকেশবসেনদেবঃ প্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ ॥ ১৫ কে. সে।

৫। অরিরাজবৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমদ্‌বিজয়সেনদেবঃ,
অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমদ্‌বল্লালসেনদেবঃ,
অরিরাজমদনশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব,
অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমদ্‌বিশ্বরূপসেনদেবঃ।

বিশ্বরূপসেন তাম্রঃ।

অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং,
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া ॥
খেলৎখড়্গলতা মপার্জন কৃত প্রত্যর্থি দর্পজ্বরঃ।
তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবৎ বল্লালসেনোনৃপঃ ॥
তস্মাল্লক্ষ্মণসেনভূপতি রভূৎ ভূলোককল্পদ্রুমঃ।
পূর্ব্বং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যাজ্য মুক্তিগ্রহং ॥
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে হরঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্যবদ্ধব্রতঃ ॥
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপোনৃপঃ ॥ *

আমরা উপরে যে সকল প্রস্তর ও তাম্রফলকের বচনাবলি সমাহৃত করিলাম,

* কেশবসেনের তাম্রফলকে ইহা ১০ম শ্লোক এবং তথায় "শ্রীবিশ্বরূপোনৃপঃ" পদের পরিবর্ত্তে "শ্রীবিশ্বরূপোনৃপঃ" পদ আছে।

তদ্দর্শনে সুন্দররূপ প্রতীত হইতেছে যে, দাক্ষিণাত্যহইতে যে এক দল অম্বষ্ঠ রাজা বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহারা যথাক্রমে বীরসেন, সামন্তসেন, হেমন্ত সেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন এবং লক্ষ্মণের পুত্র কেশব ও বিশ্বরূপ সেন নামে সমাখ্যাত। কিন্তু বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেশবসেনের তাম্রফলকের ১৫ শ্লোক উপলক্ষে বলিতেছেন—

"কিন্তু ১৫ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনাদ্বারা কেশবসেনকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেশবসেনের তাম্রশাসনের লিখন, কেশব সেনের পিতার পরিচয়সম্বন্ধে সমধিক প্রমাণ। তাম্রশাসনের যে যে স্থানে মাধবসেনের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া কেশবসেন করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হইতেছে মাধবসেনের অনুজ্ঞাতে তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছিল। সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করার পূর্ব্বেই মাধবসেনের মৃত্যু হওয়াতে কেশবসেনের নাম যোগ করা হইয়াছে। মাধবসেন. কেশবসেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন"। ২৯০ পৃষ্ঠা টীকা।

এদিকে রামজয়, আইনআকবরি ও মিত্রজমহাশয়, মাধবকে কেশবের পিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার বর্ত্তমান সময়ের ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন কান্তিচন্দ্র, হলধর ও অভয়াচরণপ্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণ বল্লালের ক্ষত্রিয়ত্ব ও কায়স্থত্বপ্রতিপাদনজন্য নানা মিথ্যা মায়াজালের বিস্তার করেন, তখন পূর্ব্ব বঙ্গের কে একজন উঁহাদের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে লক্ষ্মণ-সেনের পুত্রের নাম মধুসেন। যথা—

অথ বল্লালসেনস্য বৈদ্যজাতিত্বপ্রমাণং।

নমশ্চিন্ময়রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
পরাৎপরায় শান্তায়াত্মনে সর্বার্থদর্শিনে॥
নব্যসভ্যমতদূষ্যচেতসাং, অল্পবুদ্ধি বলবীর্য্য শালিনাং।
চিত্তবৃত্তিপরিশোধনায় কিং সাধুবর্গ স্থিহ নো প্রবর্ত্ততে॥
অপরিণামদর্শিনা মলং কুপথযাতইহকো যতেত ভোঃ।
অধুনা কুসংস্কৃতে কলৌ, প্রথিতবুদ্ধিহেলনাং ত্যজেৎ॥
ভারতী যস্য দৌর্ভাগ্যা কুর্ম্মোন্মূলন কারিণঃ।
আসন্ বহুবিধা লোকে বৌদ্ধাত্মা বহবো জনাঃ॥

সোয়ং সনাতনো ধর্ম্মো বিলুপ্ত ইব লক্ষ্যতে।
অহো ভারতবর্ষস্য কিং দৌর্ভাগ্য মুপস্থিতং॥
হে ব্যাসদেব বিজিতাখিলশাস্ত্রসার!
যুষ্মৎপরিশ্রমচয়ৈশ্চিরসঞ্চিতো যঃ!
বেদেতিহাসপরিনির্ম্মিতনিত্যধর্ম্মঃ,
সোয়ং গুহাপরিসরে প্রবিশেদনাদিঃ॥
যদি মন্বাদি ভূপালা বর্ত্তেরন্নধুনা ভুবি।
তর্হি কিং বিমলো ধর্ম্মঃ প্রলয়ং প্রবিশেৎ কলৌ॥
দেশে দেশে প্রতিজনপদে পুণ্যতীর্থেষু বাটে,
হট্টে ঘট্টে যদি বুধবরৈর্বর্ণ্যতে নিত্যধর্ম্মঃ।
তৎ কিং লোকৈশ্চিরপরিচিত স্ত্যজ্যতে ধর্ম্মমার্গঃ,
চান্ধঃ কিং নো পততি নিতরা মন্ধকূপেঽম্বুবারং॥
যস্য বুদ্ধৌ যদায়াতি সচ তৎতৎ প্রকাশয়েৎ।
তেনৈব বঞ্চিতা লোকাঃ কুস স্কারেণ বিপ্লুতাঃ॥
তথাপি কোপি ভূদেবো * বল্লালস্য মহাত্মনঃ।
চিরপ্রসিদ্ধবৈদ্যত্বং খণ্ডয়ত্য বিচারয়ন্॥
তেনৈবাধুনিকা লোকা স্বপরিণামদর্শিনঃ।
পরানুকারণাত্মান স্তন্মতাকৃষ্টতাং গতাঃ॥
যদেতৎপ্রতিবাদেহি নাস্তি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং।
তথাপি তৎকুসংস্কারনিবৃত্ত্যৈ মম চোদ্যমঃ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি তথান্যশাস্ত্রজাতয়ঃ।
নাত্রপ্রমাণরূপেণ দৃশ্যন্তে সাধুভিঃ কিল॥
অতোত্র লৌকিকং বাক্যং কুলাচার্য্যাদিনিশ্চিতং।
শৃণ্বন্তু সাধবঃ সর্ব্বে বল্লালবিষয়ে স্ফুটং॥
তস্য বল্লালসেনস্য পুত্রো লক্ষ্মণসেনকঃ।
মধুসেন স্তস্য পুত্রো নানাগুণসমাবৃতঃ॥
পূর্ব্বপ্রমাণজাতেন, বল্লালস্য চ বৈদ্যতাং।

* ভূদেবোয়ং হলধরঃ কান্তিচন্দ্রো বা।

অক্ষুণ্ণাং সাধবঃ সর্ব্বে জানন্তু চ বুভুৎসয়া॥
বল্লালস্য চ বৈদ্যত্বে শঙ্কা চেৎ দূরতো গতা।
তদা তন্নামযোগার্থবিচারে কিং প্রয়োজনং॥ ইতি শিবং।

আমরা কতিপয় শ্লোকমাত্র অধ্যাহৃত করিলাম, কে বক্তা, তাহা গ্রন্থে লিখিত নাই। এই গ্রন্থকারই বিপ্রকুলকল্পলতার শ্লোকাবলী অধ্যাহার করিয়াছেন, সে গ্রন্থেরও রচয়িতার নাম ধাম প্রদত্ত হয় নাই। অনুলিপিকর-গণের দোষে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই প্রতিবাদকর্ত্তা লক্ষ্মণের পুত্রস্থানে মধুসেনের নাম লইয়াছেন, বোধহয় মধু ও মাধব একই বস্তু, তাম্র-ফলকে লক্ষ্মণের পুত্রস্থলে মাধবের নাম বিবৃত নাই। কেশব ও বিশ্বরূপের নাম আছে। কিন্তু আমরা যদি মহিমবাবুর কর্ত্তিত মাধব নামের সহিত এই প্রতিবাদ কর্ত্তার মধুনামের সম্মেলন করি, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে লক্ষ্মণের মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ, এই তিন পুত্রই ছিল। মাধব অকালে উপরত হওয়ায় তাঁহার নামে আর দানপত্র হয় নাই। হরিমিশ্র কেশবের পুত্রস্থলে যে দনুজমাধবের নাম লইয়াছেন তিনি পৃথক মাধব বটেন। যথা—

বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোভূৎ মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াৎ দোষাৎ কলঙ্কোহভূৎ অনন্তরং॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহম্।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥
মতিং নাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াৎ ততঃ।
ন শকুবন্তি তে বিপ্রা স্তত্র স্থাতুং তদাপুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশা দনন্তরং।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥ হরিমিশ্র

অর্থাৎ বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র দনুজমাধব। তাহা হইলেই তাম্রশাসন ও কুলপঞ্জীবচনে মাধবনামে কোন ব্যক্তিকে কেশবের পিতৃস্থলে অবস্থিত দেখা যায় না। কেশবের তাম্রশাসনে তিনি আপন পিতৃস্থলে লক্ষ্মণসেন ও মাতৃস্থলে বসুদেবীর নাম লইয়াছেন, মাধব তাঁহার পিতা হইলে তিনি সে নাম কখনই পরিত্যাগ করিতেন না। বিশ্বরূপের ফলকেও লক্ষ্মণ ও বিশ্বরূপের মধ্যে মাধবের নাম গৃহীত হয় নাই। লোকে বংশগণনায় ভ্রাতার

নাম ত্যাগ করিতে পারে, পিতৃনাম ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মাধবসেন কখনই কেশব বা বিশ্বরূপের পিতা ছিলেন না। মহিমবাবুর অনুমানই সত্য, মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ তিন সহোদর ছিলেন। বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর রায় মহাশয় তদীয় গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

"বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে সামন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন এবং মাধবসেন, এই পাঁচ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।" কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত কেশবতাম্রশাসনের যে বচন অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা কুত্রাপি মাধবের নাম দেখিতে পাই নাই। এইসকল কারণে আমরা মাধবকে কেশবের ভাই ও লক্ষ্মণের পুত্রই ঠিক করিলাম (উদ্ধৃত কারিকা স্খলন বহুল)। আমরা মৈত্রেয়বংশের যে মুদ্রিত তালিকা দেখিয়াছি, তাহাতেও প্রকাশক একটী স্থলে কে পিতা ও কে পুত্র, তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই যথা—

বীতরাগ (কাশ্যপ গোত্র)

দক্ষ ১ সুষেণমুনি কৃপানিধি

২ ব্রহ্মাণ্ড ওঝা

৩ দক্ষ

৪ পীতাম্বর } কোন কোন মতে শান্তনু পিতা

৫ শান্তনু } পীতাম্বর পুত্র

৬ হিরণ্যগর্ভ

৮ বেদগর্ভ

৯ মহামুনি (জৈমিনী নাম দেখা যায়। সহোদর কি ঐ নাম বলিতে পারা যায় না)।

সুতরাং যখন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরাই বিস্মৃতিবশতঃ আপনার বংশের বিবরণেই প্রমাদ ঘটাইতে পারিতেছেন, তখন অন্যের বাপদাদার নাম লইতে কেন সেকালের কেহ প্রমাদগ্রস্ত হইবেন না? বেশ বোধ হয় লোকে ভ্রান্তিবশতই মাধবকে কেশবের পিতৃস্থলে খাড়া করিয়াছেন। দনুজমাধব স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এবং

তিনি কেশবের পুত্রই বটেন। আমরা যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করিলাম তদবলম্বনে প্রথম বল্লালবংশের আর একটী অসম্পূর্ণ বংশাবলী খাড়া করিতে চাহি। যথা—

বীরসেন
|
সামন্তসেন
|
হেমন্তসেন
|
বিজয়সেন
|
বল্লালসেন
|
লক্ষ্মণসেন
|
মাধবসেন। কেশবসেন। বিশ্বরূপসেন
(মধুসেন) |
দনুজমাধবসেন

প্রস্তরফলক, তাম্রফলক ও হরিমিশ্রের কুল-পঞ্জিকা আমাদিগকে এই পর্য্যন্ত আনিয়া পৌছাইয়াছে। আমরা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে সমর্থ নহি। কেনই বা যাইব? মাননীয় পার্ব্বতীবাবু, পূজনীয় বিদ্যানিধি মহাশয়, মাননীয় রাজেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সকলেই বংশমালা বিরচিত করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখনী সঞ্চালন করা ঠিক নহে। বিদ্যানিধি মহাশয় রামজয়কে আদর্শ করিয়া তাঁহার বংশমালা বিরচনা করিয়াছেন, কিন্তু রামজয় কতক সত্য পথে যাইয়াও শেষটা কুপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আদিশূরের বংশের নামও করেন নাই, কিন্তু সে বংশ যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। শ্রীযুক্ত পার্বতীবাবু পত্রদ্বারা বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীরামপুরে মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ আদর্শ করিয়া বংশমালা রচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ এখন কোথায় তাহা জানা যায় না। কাজেই আমরা তাঁহাদের প্রদত্ত বংশমালা যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াও উহার অনুবর্ত্তী হইলাম না। উহা যে মিথ্যা তাহাও আমরা বলি না। নিশ্চয়ই উহাতেও কতক সত্য নিহিত আছে। কালে অন্য প্রমাণ হস্তগত হইলে উহাও স্বীকৃত হইতে পারে। এবং বিপ্রকুলকল্পলতালিখিত অশ্বপতিসেন, চন্দ্রকেতুসেন, বিক্রমপুরস্থাপয়িতা বিক্রমসেনপ্রভৃতির নাম না লইয়াই তিনি যে বীরসেনের পরই সামন্তের নাম লইয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। তাম্রফলকে মাধব, লক্ষ্মণের পুত্র বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই, সুতরাং মাধব যে লক্ষ্মণের পুত্র ও কেশবের পিতা ইহাও প্রকৃত কথা নহে। এবং ২য় বল্লালের পিতা বেদ বা শম্ভুসেনই বিষক্সেন্ পরন্তু বিজয়সেন বিষগুপাধিবান্ নহেন, ইহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। তিনি বলিতেছেন হেমন্তসেনই বিষকতাত

বলিয়া প্রখ্যাত, ইহাও অপ্রকৃত কথা। অতএব বিদ্যানিধিমহাশয় রামজয়ের মতানুসারে যে বংশমালা লিখিয়াছেন,তাহা নির্দ্দোষ হয় নাই। আমরা রামজয়ের বচন ও বিদ্যানিধি মহাশয়ের বংশমালা এখানে বিন্যস্ত করিতেছি। যথা—

সম্বন্ধনির্ণয়ের বংশাবলী।

আদিশূর (৯০০ খৃ-৯৫২ খৃ)
|
ভূশূর পুত্র (স্বতন্ত্র বংশ)
লক্ষ্মীকন্যা (৯৫২-৯৭০)
|
অশোকসেন (৯৭০-৮১)
|
শূরসেন (৯৮১-৯৪)
|
বীরসেন (৯৯৪-১০১২)
|
সামন্তসেন (১০১২-১০৩০)
|
হেমন্তসেন (১০৩০-১০৪৮)
|
বিজয়সেন (১০৪৮-১০৬৬)
(বিষক)
|
বল্লালসেন (১০৬৬-১১০১ খৃ)
|
১ম লক্ষ্মণসেন (১১০১-১১২১)
|
মাধবসেন (১১২১-২২)
|
কেশবসেন (১১২২-২৩)
|
লাক্ষ্মণেয় (১১২৩-১২০৩)
বা ২য় লক্ষ্মণসেন
ইঁহারই নাম লক্ষ্মণনারায়ণ।

রামজয়কৃতবৈদ্যকুলপঞ্জী।

ভূশূরনামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির॥
ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥
তাঁহার তনয় দেখি যান স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছুদূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদিনৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূরসেন বীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিষক তাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন রাজা॥
বল্লালনৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাঁহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধবতনয়।
তাঁর সুত নারায়ণ লক্ষ্মণ কে হয়॥
যাঁর গুণ গান দ্বিজ পঞ্চের সন্তান।
রাজবল্লভ তাঁহার করে ধ্যানজ্ঞান॥
পরগণে বিক্রমপুর রাজার নগর।
সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর॥

রামজয়, নিশ্চয়ই কোন প্রাচীন কুলপঞ্জী বা জনশ্রুতির কিংবা পরম্পরাগত জ্ঞানের অবলম্বনে এই বংশমালা রচনা করিয়াছেন। ইনি আদি বল্লালের কতক খপর রাখিতেন, কিন্তু ২য় বল্লালসম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া যান নাই। তবে হরিমিশ্রপ্রভৃতি যে তত্ত্বের সমাহার করিতে পারেন নাই, রামজয় তাহা কতক করিয়াছেন। কোন বিশুদ্ধ আদর্শের অবলম্বন না পাইলে কাহার সাধ্য যে প্রকৃত বংশাবলী প্রণয়ন করিতে পারে?। কি আইন আকবরি, কি মিত্রজমহাশয়, কি কুলাচার্য্যগণ, কি চতুর্ভুজ, কি বিপ্র-কুলকল্পলতা, কেহই প্রকৃত তথ্য সমাহারে সমর্থ হয়েন নাই। প্রথমতঃ দুইজন বল্লাল ছিলেন, একথা কাহার মনে স্থান না পাওয়াতে সব বিষয়ই খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। তারপর কেহই কোনবংশের প্রকৃত লেখা না দিতে পারায় গোলযোগ ঘটিয়া বসিয়াছে। বিপ্রকুলকল্পলতার সময়গত সামঞ্জস্য আদবেই নাই, তিনি যে সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেনের নাম গ্রহণ করেন নাই, ইহাতেও বুঝিতে হইবে তাঁহার গণনা ঠিক নহে। তৎপর তিনি যে নিভুজ সেনকে আদিশূরের জামাতা বলিয়া প্রত্যুম্ন ও বরেন্দ্রকে তাঁহার দৌহিত্র বলিয়াছেন, উহাও ঠিক নহে। আমরা বোধ করি নিভুজসেনের পুত্রই অশোক সেন, অশোকের পুত্র সামন্ত. সামন্তের পুত্র হেমন্ত, তৎপুত্র বিজয় বা ধীসেন, তৎপুত্র প্রত্যুম্ন বা বরেন্দ্রসেন। প্রস্তরফলকের লিপিদৃষ্টে সামন্তসেন যে বীর সেনের পুত্রই, এরূপ জানা যায় না, বীরসেন, পরিচিতনামা ছিলেন, তজ্জন্য প্রস্তর ফলকাদিতে বল্লালবংশ, বীরসেনের বংশ বলিয়া প্রখ্যাত। যেমন আদি মানব বিরাট বা ব্রহ্মার বহু পুরুষ পরম্পরা পরে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হইলেও মনুসংহিতা উক্ত মনুকেই বিরাটের পুত্র বলিয়াছেন, তেমনই বীরসেনের ৪।৫ পুরুষ পরবর্ত্তী সামন্তসেনকেও বীরসেনের বংশপ্রভব বলা হইয়াছে। তথায় যাঁহারা পুত্র বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎপর লঘুভারত বলিয়া-ছেন যে—

আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরে।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না ভাগ্যবতী শুভা॥
বেদোহি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাং কন্যাং স উদূঢ়বান্।
কালে তদ্গর্ভতো জাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ॥

ইহাও ঠিক নহে। বেদসেনের পুত্র এই বল্লালই ২য় বল্লাল। তিনি ১২৩৪ শাকে বা ১৩১২ খৃষ্টাব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি কখনই ৮৬৪ শাকে বা ৯৪২ খৃষ্টাব্দের আদিশূরের সপ্তম পুরুষ পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। সুতরাং বুঝিতে হইবে ১ম বল্লাল, ইহার পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার সপ্তম পুরুষ পরবর্ত্তী বটেন। শ্রদ্ধেয় মৈত্রেয়মহাশয় প্রদ্যুম্নশূর, বরেন্দ্রশূর ও অনুশূরের নাম লইয়াছেন, কিন্তু উঁহার কে, কাহার কি হয়েন ও কাহার সন্তান তাহা বলেন নাই। আমরা সময়ের ঠিক রাখিতে যাইয়া দেখিতে পাই, যদি প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূরকে বিজয়সেন বা ধীসেনের নন্দন করা যায়, তাহা হইলেই ২য় বল্লালের সহিতও সময়গত টক্কর লাগে না। আমাদের অনুমান এই যে এই প্রদ্যুম্নশূরই ১ম বল্লালসেন, তাঁহার প্রকৃত নাম প্রদ্যুম্ন, খ্যাতি, বল্লাল ও শূর। বিপ্রকুলকল্পলতা মিথ্যা জনশ্রুতিমূলে প্রদ্যুম্নকে আদিশূরের দৌহিত্র বলিয়াছেন। প্রদ্যুম্ন ও ১ম বল্লাল অভিন্ন, তাই বল্লালসেনই আদিশূরের দৌহিত্র, এই জনরব প্রচারিত হয়। এবং পূর্ব্বকালীন এতাদৃশ অনভিজ্ঞতা বশতই বল্লালসম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মতের প্রচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

কেচিদ্ বদন্তি বল্লালো বিষক্‌সেনদ্বিজাত্মজঃ।
শুকসেনাত্মজঃ কে বা আদিশূরাত্মজস্তথা॥
কে বা বিজয়সেনস্য ব্রহ্মপুত্রনন্দস্য বা।
নিশ্চিতং জারজঃ সোপি দুষ্কর্ম্মা মন্দধীশ্চ সঃ॥

গোপালভট্টবল্লালচরিত ৫৮ পৃ॥

যাহা হউক কি চতুর্ভুজ, কি দেবীবর প্রত্যেকেই তাঁহাকে বল্লালখ্যাতি-বিশিষ্ট বলিয়াছেন। যথা——

আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
তদাত্মজাকুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ॥ চতুর্ভুজ
বৈশ্বানরকুলোদ্ভূতো বল্লালখ্যাতি মীয়িবান্।
সম্বন্ধদোষদুষ্টোসৌ গর্হিতঃ কুলদূষণং॥ দেবীবর।

ইহাতে বেশ অনুমান হয় বল্লালের উপনাম বা খ্যাতি (যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের খ্যাতি আদিশূর) বল্লাল, প্রকৃত নাম, আর কিছু ছিল॥ কিন্তু যদি আমরা তাঁহাকে প্রদ্যুম্ন শূরনামে সমাখ্যাত করি, তবে কি কাল, কি বংশ,

কি আদিশূর সহ পুরুষগত ব্যবধান, সকল দিক্ রক্ষা পাইতে পারে। আমরা অতঃপর চতুর্ভুজ, বিপ্রকুলকল্পলতা ও রামজয়ের পঞ্জী এবং ফলকসমূহ আদর্শ করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এইরূপ বংশমালা খাড়া করিতে অভিলাষী। অভিরূপসংঘ অগ্রে সকল দিক্ দেখিয়া তবে আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন। বল্লালসেন কখনই আদিশূরের পুত্র বা দৌহিত্র হইতে পারেন না। কিন্তু তিনি তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীর কুলজাত মাত্র। তাঁহার ও আদিশূরের মধ্যে লঘুভারত যে ৭ পুরুষ ব্যবধানের কথা বলিয়াছেন উহাই ঠিক, কিন্তু ভাগ্যবতী আদিশূরের বংশের কন্যা নহেন। প্রথম বল্লালও তাঁহার গর্ভ-প্রসূত ছিলেন না। ভাগ্যবতী ১ম বল্লালের ভ্রাতা বরেন্দ্রশূরের বংশপ্রসূত। অর্থাৎ পৌত্রী বটেন। আমরা ভীতমনে ও সাশঙ্কচিত্তে এই বংশমালা রচনা করিলাম। যথা—

আমরা কেশবসেনকেই বক্তিয়ার খিলিজির পরাজিত ও পলায়িত "লাক্ষ্মণেয়" বলিয়া অনুমান করি। লক্ষ্মণের পুত্রকে অবশ্যই লাক্ষ্মণেয় বলা যাইতে পারে। তৎপর হরিমিশ্র যখন কেশবকে যবনভয়ে পলায়নপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন তিনিই যে নবদ্বীপহইতে পলায়মান লাক্ষ্মণেয়, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। হরিমিশ্রের কারিকাটী এই।

> বল্লালতনয়োরাজা লক্ষ্মণোঽভূৎ মহাশয়ঃ।
> তৎপুত্রঃ কেশবোরাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় সঃ।
> মতিং চাপ্যকরোৎ দ্বন্দে যবনস্য ভয়াৎ ততঃ॥
> ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ।

এই কারিকা বিশ্বকোষ ও সম্বন্ধনির্ণয় উভয় গ্রন্থেই অধ্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে বোধ হয় ইহার পাঠ বিশুদ্ধ নহে। কথা এই যে কেশবসেন, যবনের সহিত দ্বন্দ্বকরা সঙ্গত মনে না করিয়া তিনি যবনভয়ে গৌড় (নদিয়া) পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যান। কেন না তাহা না হইলে তিনি তথায় থাকিতে পারেন না। এ অর্থ না করিলে সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষা হয় না। এবং তাহা

হইলে "চাপ্যকরোৎ" কথাও রাখা যায় না, রাখিলে অর্থ হয় দ্বন্দ্ব করিতে মন করিলেন অথচ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। তাহাতেই বোধ হয় প্রকৃত পাঠ——

মতিং নৈবাকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।

হইবে। এবং ইহার পর আরও একটী পংক্তি হইবে, যাহাতে রাজার স্থানান্তরগমন প্রতিপাদিত হয়। পরের যে পংক্তি আছে, উহার অর্থ এই যে রাজা পলায়ন করাতে তদাশ্রিত ব্রাহ্মণগণও তথায় থাকিতে পারিলেন না। ইহার পরের আরও একটী পংক্তি প্রতিলিপিকালে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। মুসলমান ঐতিহাসিক ও হরিমিশ্রের এই কারিকা মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় সামাজিকগণ আমাদিগের কথাই প্রকৃত মনে করিবেন। আমরা নিতান্ত অতৃপ্তির সহিতই বল্লালবংশমালা শেষ করিলাম। বিষয়, সময় এবং পুরুষসংখ্যার উপযুক্ত অন্তর ঠিক্ রাখিবার নিমিত্ত আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বংশমালা রচনা-বিষয়ে স্বৈরগতির অবলম্বন করিতে হইল। যাহা হউক এই ক্ষণে আমরা প্রথমে অন্যান্য গ্রন্থের বংশতালিকা গ্রন্থস্থ করিয়া পরে বল্লালের সময়, দিল্লীর কাহিনী ও ১ম বল্লালের বৈদ্যত্ব ও ২য় বল্লালের অস্তিত্ব প্রমাণ জন্য আরও কিছু বলিব।—

১। আদিশূরবল্লালগ্রন্থধৃত বল্লাল বংশমালা।

নাম	রাজত্বকাল। বঙ্গে		দিল্লিতে	মোট।
ধীসেন (দিগ্বিজয়হেতু "বিজয়সেন")	৪	+	১৮	=২২
শুকসেন বল্লালসেন	১৫	+	১২	=২৭
	৩	+	৩	= ৬
লক্ষ্মণসেন	১২	+	১০	২২
কেশবসেন	১০	+	১৬	=২৬
সদাসেন মাধবসেন	১৬	+	১১	=২৭
জয়সেন শূরসেন	০	+	৮	=৮

উগ্রসেন — ভীমসেন ১

বীরসেন — কার্ত্তিকসেন

তেজসেন — হরিসেন ১ + ৩৩ = ৩৩

মুসলমান কর্ত্তৃক — শত্রুঘ্নসেন

বঙ্গে হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হয় — নারায়ণ

২য় লক্ষ্মণ ০ + ৩৬ = ৩৬

দামোদর ০ + ১১ = ১১

৬০ + ১৫৮ = ২১৮

ইঁহার সময়ে চোহানবংশ কর্ত্তৃক সেনবংশের দিল্লী হইতে উচ্ছেদ।

২। রাজাবলীধৃত বংশমালা

	বৎসর	মাস
ধীসেন	১৮	৫
বল্লালসেন	১২	৪
লক্ষ্মণসেন	১০	৫
কেশবসেন	১৫	৮
মাধবসেন	১১	২
শূরসেন	৮	২
ভীমসেন	৫	২
কার্ত্তিকসেন	৪	৯
হরিসেন	১২	২
শত্রুঘ্নসেন	৮	১১
নারায়ণসেন	২	৩
লক্ষ্মণসেন	২৬	১১
দামোদরসেন	১১	০

৩। আইন আকবরি।

কয়থ জাতীয় বীরসেনবংশ।

শুকসেন	৩
বল্লালসেন	৫০
লক্ষ্মণসেন	৭
মাধবসেন	১০
কায়শুসেন (কেশব)	১৫
সদাসেন	১৮
নওজে	১৬

৪। রাজেন্দ্রলালমিত্রজ ধৃত বংশমালা

বীরসেন (আদিশূর)	৯৯৪ খৃ
সামন্তসেন	১০১২
হেমন্তসেন	১০৩০
বিজয় বা শুকসেন	১০৪৮
বল্লালসেন	১০৬৬

সওয়ালাখ পর্ব্বতের রাজা দ্বীপসিংহ কর্ত্তৃক দামোদরসেন বিনাশ প্রাপ্ত হইলে দিল্লীতে বৈশ্যবংশীয় নৃপতি দিগের রাজ্য ধ্বংস হইয়া ছিল। মহা-প্রেম বৈরাগী সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে দিল্লীর সিংহাসনে বঙ্গদেশের রাজা বৈদ্য বংশীয় ধীসেন অধিষ্ঠিত হয়েন।

লক্ষ্মণসেন	১১০১
মাধবসেন	১১২৩
কেশবসেন	১১২২
লক্ষ্মণীয়া (অশোক)	
বা শূরসেন	১১২৩

J. A. S. Of B. Of 1866
Pa. 1——Page 139

১২০৩ খৃষ্টাব্দে শেষরাজা বক্তীয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন।

৫। রাজেন্দ্র বাবুর ইণ্ডোএরিয়ান ধৃত বংশমালা।

পূর্ব্ববঙ্গে

বীরসেন (আদিশূর)	৯৮৬ খৃ
সামন্তসেন	১০০৬
হেমন্তসেন	১০২৬

সমস্ত বঙ্গদেশে।

বিজয় ওরফে শুকসেন	১০৪৬
বল্লালসেন	১০৬৬
লক্ষ্মণসেন	১১০৬
মাধবসেন	১১৩৬
কেশবসেন	১১৩৮
লাক্ষ্মণ্য বা	
অশোকসেন	১১৪২

বিক্রমপুরে

বল্লালসেন ২য়

সুষেণ

শূরসেন

৫। নগেন বাবু ধৃত বংশমালা

বীরসেন
|
সামন্তসেন
হেমন্তসেন

বিজয়সেনদেব	১০৯৭ খৃ
বল্লালসেনদেব	১১১৯
লক্ষ্মণসেনদেব	১১৭০

মাধবসেন কেশবসেন বিশ্বরূপসেন সদাসেন
|
দনুজমাধব দে
(চন্দ্রদ্বীপ !!!)

উপরে যে সকল বংশমালা দেওয়া গেল, তাহা কতদূর প্রামাণ্য তাহা সাধা-

জ্ঞিকগণ নির্ণয় করিবেন। কেহই কোন প্রমাণ বা যুক্তিদ্বারা আপন মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পান নাই। তবে এগুলি সকলই "মিথ্যা" ইহাও বলা অসাধ্য। সেনরাজগণপ্রণেতা কৈলাসবাবু ও সতীশ বাবু এইরূপ বংশমালা দিয়াছেন। যথা——

বল্লালসেনদ্বয়ের সময় নির্ণয়।

গোপালভট্টের বল্লালচরিতানুসারে একজন বল্লালসেন ১৩০০ শাকে বিদ্যমান থাকা সপ্রমাণ হয়। বিপ্রকুলকল্পলতার প্রমাণেও বেদসেনতনয় ভাগ্যবতীসুত বল্লাল ১২৩৪ শাকে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বিবৃত। সুতরাং ইহা ২য় বল্লালের সময়নির্দ্দেশক সংখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১৩০০ শাকে ও ১২৩৪ শাকে খৃষ্টাব্দ ১৩৭৮ ও ১৩১২, সুতরাং বুঝাগেল তখন এ সময়ে ১ম বল্লাল কখনই বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না। তাঁহার সময়ে যবন বঙ্গে আসিয়া ছিল না।

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতি আইন আকবরির নাম লইয়া ১ম বল্লালকে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশের কোন কুলপঞ্জিকা, প্রথম বল্লালের অস্তিত্বই যেন জানিতেন না, তাহাতে তাঁহার সময় নির্ণয়সম্বন্ধে তাঁহারা কেন বাক্যব্যয় করিবেন? আমরা দানসাগরে বল্লালের সময়ের কথা পাইতেছি, বল্লাল ১০৯১ শাকে দানসাগর রচনা করেন।

এদিকে আমরা ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্ত মহাশয়দিগের কুর্ছিনামার উপর এই শ্লোকটী দেখিতে পাইয়া থাকি—

চন্দ্রর্ত্তুশূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গং॥

অর্থাৎ শ্রীমান্ অনন্তদত্ত ১০৬১ শাকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে বল্লালের ভয়ে আপন গুরু শ্রীকণ্ঠশর্ম্মাকে লইয়া বঙ্গে পলায়ন করেন। সুতরাং দানসাগর ও এই কুর্ছিনামার কথা প্রকৃত হইলে বল্লাল কেমন করিয়া ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের লোক হইতে পারেন? তিনি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচনা করেন। উহা কখনই মিথ্যা কথা নহে। ১১৬৯—১০৬৬=১০৩। বল্লাল এত দীর্ঘজীবী ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের কথা কোন নির্ব্যূঢ় প্রমাণদ্বারাও দৃঢ়ীকৃত হয় নাই; সুতরাং আমরা বল্লালকে ১১৩৯ ও ১১৬৯-খৃষ্টাব্দের লোকই মনে করিব। এই ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে অনন্তদত্ত বল্লালভয়ে পলায়ন করেন। কেন করেন, শ্লোকে তাহা পরিব্যক্ত হয় নাই। দুইটী কারণে তখন সামাজিকগণ দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, একটী বল্লালের পদ্মিনীস্ত্রীর পাকস্পর্শ,

অন্যটী বল্লালের কৌলীন্য ব্যাপার। যখন বল্লাল কায়স্থ ভদ্রলোকদিগকে উপেক্ষা করিয়া শূদ্রকে কুল দেন, তখন কায়স্থগণ পলাইয়া যান।

উৎপাত করিয়া রাজা না থুইল দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥

কিন্তু অনন্তদত্ত পাকস্পর্শের গোলমালে পলায়ন করেন, ইহাই আমরা মনে করি। পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত শ্লোকই অনন্তের বৈদ্যত্বের অমোঘ প্রমাণ। ঐ সময়ে প্রায় সমুদয় বৈদ্যই বিক্রমপুর ত্যাগ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি সুতরাং অনন্তদত্ত বৈদ্যই ছিলেন। এবং তিনি পাকস্পর্শ ব্যাপার ভয়েই পলাইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, বল্লাল ১১৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই প্রাদুর্ভূত ও রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়সমর্থক আর কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে, বল্লালসেন ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃতির গর্ভে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা উভয় বল্লালের যে সময় নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ২য় বল্লালের ১৩১২ খৃ— ১১৬৯ খৃ=১৪৩ বৎসর কি প্রায় ১৫০।১৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বল্লাল বর্ত্তমান ছিলেন। বল্লাল কোন্ সময়ে কৌলীন্য দান করেন, তাহার সময় সমর্থক কোন বস্তু আমাদের হাতে নাই, মিনহাজ ও আইন আকবরি যেসকল সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য নিতান্তই অল্প, কাজেই আমরা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের অনুসরণে অসমর্থ হইলাম।

আমরা সময়ের সংখ্যা দ্বারা উভয় বল্লালের সময় ও পৌর্বাপৌর্য্য বিষয়ে যথাসম্ভব কিছু বলিলাম ; এইক্ষণ আমরা কতকগুলি অবান্তর বিষয় এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের বংশাবলী বিন্যস্ত করিয়া উঁহাদের সময়পরিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। আমাদের কণ্ঠহারে লিখিত আছে—

স্থানদোষাৎ রাজদোষাৎ তথা সম্বন্ধদোষতঃ।
সিদ্ধবংশোদ্ভবা যে যে সাধ্যভাব মুপাগতাঃ।
তথাকষ্টত্ব মাপন্না স্তানত্র প্রবিচক্ষ্মহে॥
গুপ্তবংশে মহৎস্বল্পৌ উভাবপ্যধিকারিণৌ।
তথৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ॥

গয়িসেনোঽঙ্কসেনশ্চ ভসেনো মীনসেনকঃ।
স্বর্ণপীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তিগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
বল্লালস্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যত্ব মাগতাঃ॥ ৪ পৃষ্ঠা।

বল্লাল, আপন পদ্মিনী স্ত্রীর পাকস্পর্শে এইসকল বৈদ্যকে খাওয়াইয়াছিলেন, তজ্জন্য ইঁহারা কুলভ্রষ্ট হয়েন। কে কে?। গুপ্তবংশে মহাধিকারী ও স্বল্পাধিকারী উপাধির দুইজন। তাঁহাদের নাম ভীমগুপ্ত ও মহাদেব গুপ্ত। যথা——

পরমেশ্বরগুপ্তস্য মহৎস্বল্পা ধিকারিণৌ।
সুতৌ ভীমমহাদেবৌ রাঢ়ে বঙ্গেচ বিশ্রুতৌ॥
মহাধিকারী যঃ পুত্রো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
বঙ্গে হতিষ্ঠৎ স তত্রৈব তস্য বংশ্যা বসন্তিচ॥
স্বল্পাধিকারী যঃ পুত্রো মহাদেবো মহাবলঃ।
তস্য পুত্রৌ বিধিবশাৎ খাড়িগ্রামং সমাশ্রিতৌ॥
৪৪২ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ মহারাজ বল্লালের সরকারে পরমেশ্বর গুপ্তের পুত্র ভীম ও মহাদেব গুপ্ত কাজ করিতেন। ভীম মহাধিকারী ও মহাদেব স্বল্পাধিকারী উপাধিবান্ ছিলেন। উঁহারা বল্লালের অন্ন গ্রহণ করিয়া কষ্ট সাধ্য হইয়াছিলেন। উঁহারা ভোজন দক্ষিণা স্বরূপ অশ্ব লাভ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের বংশধরেরা অদ্যাপি অশ্ব গুপ্ত উপাধিতে বিভূষিত। যথা——

উত্তমো মহীগুপ্তশ্চ তপস্বী অধমস্তথা।
অধম শ্চাশ্ব গুপ্তশ্চ অধিকারী চ মধ্যমঃ॥
মহীগুপ্তো গতঃ পূর্ব্বং চন্দ্রদ্বীপে নৃপাশ্রয়াৎ।
স্থানভ্রষ্টাৎ রাজদোষাৎ সাধ্যত্ব মপি যাতবান্॥
স্বল্পদোষাৎ মহীগুপ্ত উত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নিত্যং নৃপান্ন ভোজনাৎ ধনাধিকারলোভতঃ।
অধিকারীতি বিখ্যাত স্তৎ কুলাৎ প্রচ্যুতোঽভবৎ॥
অশ্বলোভাৎ ক্রিয়ালোপাৎ নৃপান্নভক্ষণাৎ সদা।
অশ্বগুপ্তেতি বিখ্যাতঃ সিদ্ধঃ সাধ্যেঽধমঃ স্মৃতঃ॥

চতুর্ভুজ।

চন্দ্রপ্রভার কথামতে ভীমগুপ্তের সন্তানেরা বঙ্গাগত ও অশ্বগুপ্ত। পাঠমাত্র মনে হয় যেন চতুর্ভুজ মহীকেই অশ্বগুপ্ত বলিতেছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে,ভীমের সহিত বঙ্গের মহী বা মহীপতি গুপ্তের কোন সম্পর্ক থাকা জানা যায় না। কণ্ঠহারও মহাধিকারী ও স্বল্পাধিকারীর বল্লালান্ন-ভক্ষণ-দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, মহীপতি উহার কিছুই নহেন। মহাদেব ও মহীর নামে আংশিক মিল আছে। কিন্তু মহাদেবের সন্তানেরা বঙ্গে আগমন করেন নাই। তাঁহারা খাড়িগ্রামে গিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে মহীগুপ্ত শ্রেষ্ঠ ও তাঁহার অশ্বগুপ্ত প্রবাদ নাই, সুতরাং এখানে শেষের ৫ পংক্তির সহিত মহীর কোন সম্পর্ক নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। এই শেষের ৪ পংক্তির সহিত ২য় পংক্তির অশ্বগুপ্তই সম্পৃক্ত। বোধ হয় মধ্যে আরও কিছু ছিল। লিপিকর প্রমাদে ছাড় পড়িয়াছে।

অপিচ শক্তিগোত্রীয় গয়ীসেন, অঙ্কসেন, ভসেন, মীনসেন ও স্বর্ণপীঠ, বল্লালান্নভক্ষণদোষে কৌলীন্যভ্রষ্ট হয়েন। স্বর্ণপীঠ কে? উহা মল্লভূমিনিবাসী মণ্ডীরসেনের উপাধি। শক্তিগোত্রীয় রামসেনও স্বর্ণপীঠ আখ্যা ধারণ করেন। বরিশালের অন্তর্গত শোলোক ও আঠক গ্রামে বহু স্বর্ণ পীঠের বাস। তাঁহারা বল্লালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া সোণার পীড়ি পাইয়াছিলেন। যথা——

যোঽসৌ মণ্ডীরসেনোঽভূৎ গৌড়ক্ষ্মাপতিসেবয়া।
স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতঃ কুলকার্য্যপরায়ণঃ॥ ২৪৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।
একো মণ্ডীরসেনোসৌ স্বর্ণপীঠী নৃপাশ্রয়াৎ।
স এব স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতো মল্লভূভবঃ॥ ১০ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।
শক্তি-বংশে রামসেনঃ স্বর্ণপীঠী নৃপাদভূত।
মণ্ডীরসেনবংশান্তর্গতবীজী য ঈরিতঃ॥ ২৪৭ পৃষ্ঠা ঐ

এইক্ষণ আমরা উক্ত অশ্বগুপ্ত ও মণ্ডীরসেনের বংশাবলী বিন্যস্ত করিতে পারিলেই আদি বল্লালের কাল সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতাম।

যাঠসেন
|
উমাপতিসেন
|
ভীমসেন
|

ভরত লিখিয়াছেন, কণ্ঠহারিও সমর্থন করিয়াছেন যে ত্রিপুরগুপ্তবংশীয় ভীম ও মহাদেবগুপ্ত ও তদ্বংশীয়গণ অশ্বগুপ্ত সংজ্ঞায় বিশেষিত। কিন্তু ভীম ও মহাদেবের সন্তান যে কে কে তাহা জানি-

বনমালী
:
মণ্ডীরসেন
:
সূর্য্যসেন
:
বিনায়ক প্রভৃতি
:

বার উপায় দেখা যায় না। অপিচ মণ্ডীরের বংশধরদিগের মধ্যেও বামপার্শ্বে লিখিত কয়েকটী মাত্র নাম পাওয়া যায়। অন্যান্যেরা যে কে কোথায় অবস্থিত তাহাও আমরা জানি না। জানারাও স্বর্ণপীঠত্বাদি স্বীকার করেন না, তজ্জন্য আমরা তাঁহার সমসাময়িক * শ্রীবৎস বা শক্তিধর সেন ও কায়ুত্রিপুর উভয় গুপ্তবংশের দুইটীবংশমালা বিন্যস্ত করিলাম।

ত্রিপুর ও কায়ুগুপ্ত বংশাবলী

ত্রিপুর	কায়ু
১ সূর্য্য বা পরমেশ্বরগুপ্ত	১ মন্দারগুপ্ত
২ ত্রিপুর গুপ্ত	২ কায়ুগুপ্ত
৩ দামোদর	৩ বনমালী
৪ মহীপতি	৪ কার্পটী
৫ অচ্যুত	৫ নীলাম্বর
৬ ধর্ম্মনারায়ণ	৬ বুধগুপ্ত
৭ ব্রহ্মগুপ্ত	৭ কংসারি
৮ উষাপতি	৮ বিকর্ত্তন
৯ শশিবর	৯ বিষ্ণুদাস
১০ পুরুষোত্তম	১০ চণ্ডীবর
১১ লক্ষ্মীনারায়ণ	১১ ধ্রুবলোচন
১২ গোবিন্দ মজুমদার	১২ পূর্ণানন্দ

মণ্ডীরের সমসাময়িক * শ্রীবৎসসেন বংশ।

১। শ্রীবৎস বা শক্তিধর।

২। পুণ্ডরীক	২। দণ্ডপাণি
৩। দুর্হীসেন (ধোয়ী)	
৪। কাশী (রাঢ়)	৪। কুশলীসেন (বঙ্গ)
	৫। হিঙ্গুসেন
	৬। অনন্তসেন
	৭। নিধিপতি
	৮। ব্যাসসেন
	৯। পীতাম্বর
	১০। কেশবসেন

* শ্রীবৎসশ্চ শিয়ালশ্চ পরশ্চন্দ্রশ্চ মণ্ডীরঃ।
রামশ্চ বড়মী শক্তিগোত্রে বীজী প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২১৩পৃ চন্দ্রপ্রভা।

১৩ কৃষ্ণজীবন
|
১৪ শ্যামসুন্দর
|
১৫ রামানন্দ
|
১৬ কালীশঙ্কর
|
১৭ রামদয়াল
|
১৮ রসিকলালগুপ্ত বিএল
উকিল ভোলা
|
১৯ উৎপল

১৯ মৃণাল

১৯ অনিল

১৯ শৈবাল

১৯ খোঁকা

সাং বিক্রমপুর

১৩ গোকুলানন্দ
|
১৪ বংশীবদন
|
১৫ রামগোপাল
|
১৬ রঘুনন্দন
|
১৭ কাশীরাম
|
১৮ রামকৃষ্ণ
|
১৯ রামদাস
|
২০ রামরাজা
|
২১ রামদুলাল
|
২২ শ্রীরত্নমণিগুপ্ত
রাওসাহেব
বাহাদুর
সাং বিক্রমপুর।

১১। পঞ্চানন
|
১২। চন্দ্রশেখর
|
১৩। জয়রাম
|
১৪। মধুসূদন
|
১৫। রতিরাম
|
১৬। রাম মোহন
|
১৭। রাম সুন্দর
কবিচন্দ্র
|
১৮। রাজীবলোচন
|
১৯। শ্রীদ্বারকা নাথ
সেন কবিরত্ন
|
২০। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ
সেন বিদ্যাভূষণ এম এ
|
২১। লোকরঞ্জন সেন
সাং খান্দার পাড়
ফরিদপুর
হাং পাথুরিয়া ঘাটা।
কলিকাতা

ভারতবিশ্রুত প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথসেন কবিরত্ন মহাশয়ের আরও দুই পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ। এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাননীয় গঙ্গাচরণসেন মহাশয়ের ৪ পুত্র নগেন্দ্রনাথসেন বি এল, জ্ঞানেন্দ্রনাথসেন (এমে পড়িতেছেন) বিএ, সত্যেন্দ্র নাথ সেন (বি এ পড়েন) এবং কনিষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রনাথসেন।

হিঙ্গুবংশ (শক্তি গোত্র)

১। শ্রীবৎস বা শক্তিধর।
|
২। পুণ্ডরীক

গণবংশ। (শক্তি গোত্র)

১। শ্রীবৎস বা শক্তিধর।
|
২। পুণ্ডরীক
|

৩। দুহী বা ধোয়ীসেন

৪। কুশলী।

(বঙ্গ)

৫। হিঙ্গুসেন ৫ গণ। ৫ মাধব

৬। অনন্তসেন

৭। গিরিপতি

৮। ব্যাসসেন

৯। পীতাম্বর

১০। কেশবসেন

১১। পঞ্চানন

১২ শ্রীপতি কবিরাজ

১৩ রামভদ্র কবিরত্ন

১৪। রূপ নারায়ণ

১৫। রামচন্দ্র কবিপতি

১৬। রাম জীবন রায় চৌধুরী

১৭। রামদেব

১৮। রাধাকান্ত

১৯। নন্দকিশোর

২০। কমলাকান্ত

২১। বলরাম

২২। শ্রীতারাপ্রসন্ন

৩। ধোয়ী বা দুহী

৪। কুশলী

(বঙ্গ)

[illegible]গণসেন বৈদ্যান্তরঙ্গ

৫। [illegible] বংশ

৬। হরি[illegible]

[illegible]র (১ম)

৭। অল[illegible]

৮। গদাধর

৯। নারায়ণ

১০। রামসেন

১১। অনন্তসেন

১২। হৃদয়ানন্দ

১৩। গঙ্গাধরগুণার্ণব

১৪। রামভদ্র

১৫। শিবচরণ

১৬। অলঙ্কার (২য়)

১৭। রাম চন্দ্র

১৮। শুকদেব সেন (মুরশিদাবাদের নবাবের কবিরাজ)

১৯। সদাশিব কবিরত্ন

২০। লক্ষ্মীকান্ত চূড়ামণি

২১। পঞ্চানন কবিভূষণ

২২। শ্রীগৌরচন্দ্র কবিচন্দ্র

২৩। শ্রীঅমৃতলাল

২৪। শ্রীমান্ খোঁকা
সাং সিদ্ধকাঠি
বরিশাল

২৩। শ্যামাপদসেন
সাং সেনহাটী। খুলনা।
হাং ৩৭নং মসজীদ বাড়ী ষ্ট্রীট।

রাঢ়ীয় বিনায়কসেন

১। মহারাজশ্রীহর্ষ (সেনভূমি)

২। বিমলসেন (রাঢ়)

৩। বিনায়কসেন

৪। ধন্বন্তরি

৫। শুকসেন

৬। গোবিন্দসেন

৭। পুরন্দরসেন

৮। চোল্লসেন বরাট

৯। বিশ্বম্ভর বরাট

১০। পঞ্চানন বরাট

১১। শুক্লাম্বর বরাট

১২। ভৈরবচন্দ্র

১৩। লঙ্কেশ্বর

রাঢ়ীয় পদ্মদাশ

১। পদ্মদাশ

২। নীলকণ্ঠ

৩। কেশবদাশ

৪। প্রজাপতি

৫। রুদ্রদাশ

৬। শিবদাশ

৭। মুরারিদাশ

৮। চক্রপাণিদাশ

চক্রপাণেস্তু পুত্রাস্ত্বা জ্যেষ্ঠাবৃদ্ধানুসারতঃ। ৩২৭চন্দ্রপ্রভা

৯। * •

১০। *

১১। *

১২। *

১৩। *

১৪। বাণীনাথ
|
১৫। প্রভুরাম
|
১৬। শ্যামসুন্দর
|
১৭। বিশ্বনাথ
|
১৮। রামলোচন
|
১৯। হরিমোহন বরাট
|
২০। অনারেবেল জমিদার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথসেন বরাট উকিল
|
২১। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বরাট
|

১৪। *
|
১৫। মীনকেতু
|
১৬। চন্দ্রচূড়
|
১৭। শুকদেব
|
১৮। বলরাম
|
১৯। কালীপ্রসাদ
|
২০। শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ রায় কবিরত্ন কবিরাজ।
|
২১। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথচরণ রায় সাং গুপ্তিপাড়া জিলা—নদিয়া

২২ শ্রীমতীতারকরাণীদেবী ২২ শ্রীমতীশিবরাণীদেবী

১০ নং পঞ্চাননসেনবরাট, সেনরাজসংসারে রাজবৈদ্য ও গজাধিপের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যথা—(চন্দ্রপ্রভা ১২৬ পৃষ্ঠা)

অয়ঞ্চ পঞ্চাননসেননামা, গজাধিপঃ ক্ষৌণিপতেঃ সকাশাৎ।
অনেপকং স্বর্ণময়ং তুরঙ্গং লেভে চিকিৎসার্জ্জিতপৌরুষেণ ॥

১৫নং প্রভুরামের ৩ পুত্র শ্যামসুন্দর, রামসুন্দর ও হঠুরাম। ১৬ নং শ্যাম সুন্দরের ৩ পুত্র, বিশ্বনাথ, ভোলানাথ ও শম্ভুনাথ। ভোলানাথের পুত্র স্বরূপ ও গৌরচন্দ্র, গৌরচন্দ্রের পুত্র রাধারমণ। তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র তারিণী প্রসাদ, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত রাখালদাসবরাট, তৎপুত্র শ্রীমান্ গোবিন্দপ্রসাদ বরাট।

১৮নং রামলোচনের গোপীমোহন ও হরিমোহন, দুই পুত্র। গোপীমোহ নের পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ, তাঁহার পুত্র আশুতোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং কন্যা তরঙ্গাবলাদেবী বালমৃত। ভূপেন্দ্রমোহন, মনীন্দ্রমোহন, গোবিন্দমোহন, সরিৎমোহন

মোহিতমোহন, সজনীমোহন ও তড়িৎমোহন, পুত্র ষট্‌ক এবং কন্যা তারকেশ্বরী দেবী, বিদ্যুল্লতাদেবী ও খুঁকি কন্যা বিদ্যমান।

২০নং বৈকুণ্ঠনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বরাট, তৎপুত্র প্রাণ বল্লভ বালমৃত। সুরেন্দ্রমোহন, নৃপেন্দ্রনাথ, কাশীনাথ কেদারনাথ, প্রমথনাথ পুত্র এবং মনোরমাদেবী, নিরুপমাদেবী, সরোজিনীদেবী, পঙ্কজিনীদেবী ও শৈবালিনীদেবী কন্যা বর্ত্তমান।

২০নং বৈকুণ্ঠনাথের ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ, অঘোরনাথবরাট ও ভগিনী বগলা সুন্দরীদেবী স্বর্গত।

২০নং বৈকুণ্ঠনাথের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথসেন বরাট বিএল উকিল হাইকোর্ট। তৎপুত্র ধীরেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ, অনাদিনাথ, জিতেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও খোঁকা বাবু। কন্যা ভবতারিণীদেবী, অন্নপূর্ণা দেবী।

২০নং বৈকুণ্ঠনাথের পুত্র মোহিনীমোহন, অবনীমোহন ও নলিনীমোহন মৃত। রমণীমোহন (এল, এ) তারকমোহন (এল্ এ) তারকদাস, তারক নাথ পুত্র এবং মন্মথমোহিনীদেবী, তারকমোহিনীদেবী দুই কন্যা ও তারকরাণী শিবরাণী দেবী পৌত্রীদ্বয় বর্ত্তমান।

রাঢ়ীয়শাখা চায়ুবংশ　　　রাঢ়ীয়শাখা ধলহণ্ডধন্বন্তরি

(এতদুভয়বংশই রত্নপ্রভায় দেখ)

১ চায়ুদাশ
(পঞ্চকোঠীয় গোনগর হই রাঢ়ে
বিহোড়মধ্যগত তৈহট্টাগত)
|
২ পুরন্দর (বঙ্গগত) শুভবাটী (শুভলড়া) (সেনহাটী)　২ নরবল্লভ (রাঢ়)　২ দিবাকর (রাঢ়) (কচুবংশ)
|
৩ সঙ্কেতদাশ
|
৪। উদয়নদাশ

১। মহারাজ শ্রীহর্ষসেন
| সেনভূমি
২। কমলসেন (সেনভূমি)　২। বিমলসেন (রাঢ়মালঞ্চ)
|
৩। বিনায়কসেন
|
৪। ধন্বন্তরিসেন
|
৫। রোষসেন
|
৬। নারয়ণসেন

৫। বিশ্বম্ভর গোষ্ঠীপতি।
|
(শ্রীখণ্ডে বিষপাড়াগত)
|
৬। দুর্জয়দাশ বৈদ্যান্তরঙ্গ
|
৭। শিবদাস দাশ
|
৮। পঞ্চাননদাশ
|
৯। পরমেশ্বর বিশ্বাসরত্ন
|
১০। বাগীশ্বরদাশ
(বিখ্যাত কুলপঞ্জি প্রণেতা
সঞ্জয়দাশ বৈদ্যান্তরঙ্গ
ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)
|
১১। কমলাকান্ত
|
১২। পুণ্ডরীকাক্ষ
|
১৩। নারায়ণদাশ
(সেনহাটীর ভুবনসেনের দৌহিত্র)
|
১৪। শিবরামদাশ
(বিবাহ করিয়া কাঞ্চনপল্লীবাসী)
|
১৫। জগদানন্দদাশ
কাঁচরা পাড়ায় পাঁচুসেনের দৌহিত্র
|
১৬। নরেন্দ্রদাশ

৭। সাণ্ডুসেন
|
৮। সরণীসেন
|
৯। কৃত্তিবাসসেন

১০। পশুপতিসেন
১১। পৃথ্বীধরসেন
|
১২। কলাধরসেন
|
১৩। মধুসূদনসেন
|
১৪। নরহরিসেন
|
১৫। সদানন্দসেন
|
১৬। বংশীবদনসেন
|
১৭। বলরামসেন
|
১৮। রামগোবিন্দসেন
(কুমারহট্ট)
|
১৯। রামেশ্বরসেন
|
২০। রামরামসেন
| মহাকবি
২১। রামপ্রসাদসেন
কবিরঞ্জন
|
২২। রামদুলাল ২২। রামমোহন

১৭। বিজয়দাশ
|
১৮। রামশরণদাশ
|
১৯। রামগোবিন্দদাশ
(বা নিরোলদাশ)

২০ বিজয়রাম বাচস্পতি | ২০ নিধিরামকবিভূষণ
২১ নিমচাঁদ দাশ | ২১ গোপীনাথ দাশ
২২ চন্দ্রনাথদাশ | ২২ হরিনারায়ণদাশ পত্নী শ্রীমতীদেবী
২৩ নবীনচন্দ্রদাশ | ২৩ মহাকবি ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত
২৪ শিবদাস দাশ | ঈশ্বরচন্দ্রেরা চারি ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে রামচন্দ্র দাশের দৌহিত্র সন্তান মাত্র বর্ত্তমান। সাং তথা।
২৫ শ্রীহরিদাস দাশ
২৬ শ্রীসতীশচন্দ্র
২৬ শ্রীযতীশচন্দ্র
২৬ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র
২৬ শ্রীরমেশচন্দ্র
সাং কাঁচরাপাড়া চব্বিশ পরগণা

২৩। রাজচন্দ্র
|
২৪। কালাচাঁদ
২৪। গোরাচাঁদ

২৩। জয়নারায়ণ
|
২৪। গোপালকৃষ্ণ
|
২৫। কালীপদসেন ইঞ্জিনিয়ার
|
২৬। মানসরঞ্জনসেন বি,এ,ডি, মা, পাস এসি,
সাং কুমারহট্ট (হালীসহর) চব্বিশ পরগণা

কবি রামপ্রসাদের পৌত্র জয়নারায়ণের ২য় ভ্রাতা দুর্গাদাসের পুত্র অমরনাথ তৎপুত্র রামরঞ্জনসেন।

কালীপদসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্ত রঞ্জনসেন বি এল, মধ্যম মানসরঞ্জন ৩য় হৃদয়রঞ্জন L. M. S. ৪র্থ আশা-রঞ্জন এলে পড়েন।

আমরা মণ্ডীরের সমসাময়িক শ্রীবৎসসেন ও গুপ্তবংশমালাদ্বারা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছি যে, যে বল্লালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া মণ্ডীর ও ভীমগুপ্তাদি অবনমিত হয়েন, সে বল্লাল, বর্ত্তমানসময়ের ২৪।২৫ ও ২৬ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় যত বংশের নাম প্রদত্ত হইয়াছে, কোন বংশই ২১।২২ পুরুষের নীচে নহে, সুতরাং নগেন বাবুর কথা সম্পূর্ণ অলীক। তিনি যে বৈদ্যের কুলীন-দিগের ১৫।১৬ পুরুষের বেশী দেখিতে পান নাই, সেটী তাঁহারই গণনাগত স্খলন মাত্র। আমাদিগের পঞ্জিকাকারগণ দাক্ষিণাত্যসমাগত বীরসেনবংশকেও বৈদ্য বলিয়াছেন এবং রামজয়, বীরসেন, সামন্ত, হেমন্ত ও বিজয়সেনপ্রভব আদি

বল্লালের নাম লইয়া তাঁহাকেও বৈদ্যজাতি বলিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। সুতরাং কুতর্ক না করিয়া মৌনাবলম্বন করাই সমীচীন। নগেনবাবু যে দ্বিতীয় বল্লালকে ১৫।১৬ পুরুষের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু তিনি প্রত্যেক কুলীন বৈদ্য হইতে ৯—১০—১১ পুরুষ পরবর্ত্তী। আমরা শুদ্ধ পন্থ দাশের একটী বংশের বংশমালাদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি। যথা—

> ত্রয়ো মণ্ডলদাশস্য পুত্র উদ্ধরণোঽগ্রজঃ।
> বল্লালসেননৃপতে স্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ॥
> ষাঠদাশস্য তনয়ৌ জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
> ধর্ম্মদাশঃ কর্ম্মদাশঃ বল্লালসেনস্বসুজৌ। ৩১৯পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

বেশ বুঝা গেল মৌড়েশ্বরী পন্থদাশ উদ্ধরণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্মদাশ, এক রাজা বল্লাল সেনের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহারা আদিকুলীন বীজী পন্থ দাশ হইতে কত পুরুষ ? যথা——

১। পন্থদাশ
২। নীলকণ্ঠ
৩। কেশব দাশ (মৌড়েশ্বর)
৪। প্রজাপতি
৫। রুদ্রদাশ
৬। বলদাশ
৭। গুণাকর দাশ

বেশ দেখা যাইতেছে যে মূল বীজী পন্থদাশ হইতে উদ্ধরণ,ধর্ম্ম ও কর্ম্মদাশ ৯ম পুরুষ? এদিকে আদি বল্লাল ও পন্থদাশ, সমসাময়িক, ও ২য় বল্লাল এবং ৭ম গুণাকর দাশ সমসাময়িক। অতএব দুই বল্লালে সাত আট পুরুষ তফাৎ হইতেছে। ২য় বল্লাল ১৫।১৬পুরুষ ব্যবধানই বটেন কিন্তু প্রথম ভিন্ন ২য় বল্লাল কৌলীন্য দাতা নহেন, বৈদ্যের প্রত্যেক আদি কুলীন, ২য় বল্লাল হইতে ৭।৮পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। তাই আমরা বলিয়াছি যে নগেন বাবু তলাইয়া দেখিলে এভ্রান্তিতে পড়িতেন না। উদ্ধরণের মাতামহ এই বল্লালই ২য় বল্লাল।

পদ্মদাশ যে পদ্মবংশের বীজপুরুষ ও তিনি যে মহারাজ ১ম বল্লালের একজন প্রধানসেনাপতি ছিলেন সে বিষয়ে প্রমাণ এই—

মৌদ্‌গল্যগোত্রে কথিতো দ্বিতীয়ো, বীজী মহাত্মার্জ্জিতশুভ্রকীর্ত্তিঃ।
যঃ পদ্মদাশঃ শ্রুতভূরিবংশঃ তস্যান্বয়ং শ্রীভরতো ব্রবীতি॥
সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষো গৌড়েশসেবার্জ্জিতগৌরবশ্রীঃ
দাতা বিনীতঃ পরিপাল্য লোকান্ স বালিনাছ্যাং বসতিং চকার॥

কি বিনায়কসেন, কি চায়ুদাশ, কি পদ্মদাশ, ইঁহারা বল্লালের অভিনব কৌলীন্য বিধি স্বীকার করিয়া পঞ্চকোটসমাজহইতে রাঢ়ে আগমন করেন, পদ্মদাশ আসিয়া বালিনাছিতে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনিও একজন পঞ্জীপ্রণেতা। তদীয় বংশের ষষ্ঠ পুরুষ বলদাশ, অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্বল্পরামায়ণনামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা—

বলদাশো গুণাবাসঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
স্বল্পরামায়ণং কাব্যং কবিরাজো ব্যধত্ত যঃ॥ চন্দ্রপ্রভা।

প্রখ্যাতনামা স্বর্গীয় জগদীশনাথরায় (ডিঃ সুঃ পুলিশ) মহাশয় ২য় বল্লালের দৌহিত্রবংশপ্রভব। কিন্তু তাঁহারা যে অসম্পূর্ণ বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ঠিক করিতে পারি না, তাঁহারা বল্লালদৌহিত্রের মধ্যে উদ্ধরণ, ধর্ম্ম কি কর্ম্মদাশের কাহার সন্তান। চন্দ্রপ্রভোদিত শেষব্যক্তি খেড়দাশের নামান্তর থাকাতে, কিংবা হয় ত মাঝে ২।৩ পুরুষের নাম ফাক পড়ায় আমরা বংশাবলী মিলাইয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। আমরা তাঁহাদিগের প্রদত্ত বংশাবলী নিম্নে বিন্যস্ত করিলাম। খুপ সম্ভব তাঁহারা খেড়দাশের অনন্তর বংশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ রায়
|
ব্রজরাম রায়
|
শোভারাম রায়
|
গোকুলচন্দ্র রায়
|

শোভারামের নামান্তর রামরাম; গোকুলের নামান্তর ধনঞ্জয় রাম; গুরুপ্রসাদের নামান্তর জগমোহন। মোগল সরকারে কার্য্য করিয়া এই বংশ প্রথমে "সরকার" পদবী লাভ

গুরুপ্রসাদ রায়
|
জগদীশ নাথ রায়
| ডিঃ সুঃ পুলিস
|
শ্রীরাধানাথ রায় এম এ
| সবরেজিষ্টার
|
শ্রীব্রজনাথ রায় বি এ
সবডেপুটী

করেন। পরে রামরাম রায়ের ভ্রাতা মুক্তারামরায় নবাব সরকার হইতে রায় রাইয়া উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। মহাকবি রামপ্রসাদসেন গোকুলচন্দ্রের পিস্‌তাত ভাই। জগদীশের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রমানাথ ও উমানাথ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথরায়. অনা-প্রেসি. মাজিষ্ট্রেট, হরিনাথ রায় পুলিস-সব-ইনেস্পেক্টর ও হেমনাথ রায়, উক্ত জগদীশ বাবুর অপর পুত্রত্রয়, রাধানাথের অপর দুই পুত্র নগেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ। খগেন্দ্রনাথের প্রীতিনাথ, শিবনাথ, মণীন্দ্রনাথ ও হেমনাথের পুত্র শম্ভুনাথ।

আদি বল্লালের দিল্লীরাজত্ব।

রাজাবলী-প্রণেতা স্বর্গত পণ্ডিতাগ্রণী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তারস্বরে বলিতেছেন বঙ্গের সেনরাজগণ দিল্লীর সিংহাসন-সমারূঢ় ছিলেন। মাননীয় পার্ব্বতী বাবুও তদীয় গ্রন্থে সেনবংশের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, উহাতে দিল্লীতে রাজত্ব করার কথা বিরাজমান। রাজাবলীর কথা গুলি এই——

"এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানা জাতীয় হিন্দু, দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট্ হন। ইহার বিবরণ রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ জন ক্ষত্রিয় জাতি পুরুষেতে ১৮১২ বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল! তাহার পর মহানন্দি-নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রাগর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দঅবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর গোতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর শকাদিত্য নামে পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর। এই রূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরদেবের শকেরও

নিবৃত্তি হইল। তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সংবতের আরম্ভ হইল। এই সংবতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা পিতাপুত্রে দুই জনেতে ৯৩ বৎসর। তাহার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ১৬ জন যোগীতে ৬৪১।৩ মাস। তাহার পর তিলক চন্দ্র অবধি গোবিন্দ চন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবী পর্য্যন্ত ১০ জনেতে ১৪০।৪ মাস। তাঁহার পর হরিপ্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ জন বৈরাগীতে ৪৫।৭ মাস। তাহার পর ধীসেন অবধি দামোদরসেন পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশীয় বৈদ্যজাতি ১৩ জনেতে ১৩৭।১ মাস। তাহার পর দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ জনেতে ১৫১ বৎসর। তাহার পর পৃথুরায় একজনেতে ১৪।৭ মাস। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের সংবতের আরম্ভ অবধি ১২২৩ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথমাবধি ৪২৬৭ বৎসর গত হইল। এ পর্য্যন্ত হিন্দু রাজত্বের সাম্রাজ্য ছিল। তাহার পর মুসলমানদের সাম্রাজ্য হইল। ৫।৬ পৃষ্ঠা। রাজাবলী।

এখন বিতর্ক হইতেছে যে সেনরাজগণ বস্তুতই দিল্লীতে রাজত্ব করিয়া ছিলেন কি না?। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যেরূপ নিকাশ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় নিশ্চয়ই তাঁহার হাতে কোন প্রমাণ ছিল, তিনি তদবলম্বনে লেখনীসঞ্চালন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেই প্রমাণ ব্যবহৃত না করাতে ঐতিহাসিক জগতের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইতিহাস বলিয়া কোন বস্তু নাই, সুতরাং তিনি কোন কিছু উপস্থাপিত করিলেও উহা মহান্ধকারে জ্যোতি রিঙ্গণের কার্য্য করিতে পারিত। বৈরাগীরা এবং সেনরাজগণ যে দিল্লীতে রাজত্ব করিয়া ছিলেন আমরা সে সম্বন্ধে এই প্রমাণ পাইয়াছি। যথা—

যদা রাঢ়বঙ্গে গৌড়বরেন্দ্রেহ ভবৎ ভূপতিত্বং হি ধীসেননীয়ঃ।
তদানীং মহাপ্রেমবৈরাগিনামা হরিপ্রেমবংশোদ্ভবসার্ব্বভৌমঃ॥
নৃপত্বে তু ধীসেননাম্নঃ শিবাব্দে, অরণ্যাশ্রিতোভূৎ মহাপ্রেমনামা।
সুবিজ্ঞায় গত্বা সুধীসেনকোঽভূৎ, মহাপ্রেমসিংহাসনারূঢ় এব॥

স্বয়ং দিল্লীশ্বরস্তাতঃ পুত্রস্তু মণ্ডলেশ্বরঃ।
ন চিন্তা কস্যচিৎ বাদে ন ক্রোড়ে রাজ্যশাসনে॥
চিন্তামাত্রং ভবেৎ তস্য জাতিধর্ম্মাদিপালনে।
কঃ স্বধর্ম্মে নিযুক্তশ্চ স্বধর্ম্মবিরতশ্চ কঃ॥

তানানীয় নৃপশ্চক্রে তেষা মাচারদর্শনং।
জাতিধর্ম্মাদিযুক্তাংস্তু চক্রে কুলীনসংজ্ঞকান্।
আদিশূরানীতাদীংশ্চ বিপ্রাদীন্ নৃপসত্তবঃ॥

সংস্কৃত রাজাবলী।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদদাশগুপ্তকবীন্দ্রমহাশয় (মুক্তাগাছার কবিরাজ) আমাকে মুখে মুখে এই শ্লোকগুলি লিখাইয়া দিয়াছিলেন। আমার জিজ্ঞাসায় বলিলেন, "আমরা বাল্যকালাবধি ইহা সংস্কৃত রাজাবলীর কবিতা বলিয়া জানি ও মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। আরও জানিতাম, এখন বার্দ্ধক্যে স্মরণ নাই"। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যালঙ্কারও বোধ হয় মূল সংস্কৃত রাজাবলী অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়া থাকিবেন. এই শ্লোকের মর্ম্ম ও বাঙ্গালা রাজাবলীর কথায় সম্পূর্ণসামঞ্জস্য আছে। সুতরাং হয় ত ইহার কোন ভিত্তিও থাকিতে পারে? এই কয়টা শ্লোক যে কেহ মিথ্যা করিয়া রচিয়া গিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় না। রাজাবলীর স্থানান্তরে রহিয়াছে—

"এই মহাপ্রেম, বাল্যকালাবধি সর্ব্বদা সাংসারিকবিষয়ে অনাসক্তচিত্ত হইয়া ঔদাস্যভাবেই থাকিতেন, রাজা হইলে পর দিনে দিনে ঔদাস্য বাড়িতে লাগিল। এই প্রযুক্ত রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। সিংহাসন শূন্য হইয়া থাকিল"।

"এই সময়ে বাঙ্গাল ধীসেননামে রাজা দিল্লীর সিংহাসন শূন্য শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে দিল্লীতে চড়াউ করিলেন। দিল্লীর রাজার মন্ত্রিবর্গেরা ধীসেনকে রাজা হওয়ার উপযুক্ত পাত্র জানিয়া এবং সিংহাসন শূন্য দেখিয়া কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিলেন। ধীসেন জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। এইরূপে তিনি ১৮।৫ মাস সাম্রাজ্য করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বল্লালসেন রাজা হন। এই রাজা এই রাঢ় দেশের পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যাদি বিভাগ করেন"। ৪৪ পৃষ্ঠা।

"বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেননামে গৌড়দেশমাত্রের রাজা হইয়াছিলেন। বল্লালসেন দিল্লীর রাজা ছিলেন। তৎকালে তিনি ডোমের এক পদ্মিনী কন্যাকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেন, এ কথা শুনিতে

পাইয়া পিতাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্রের পাঠ এই”। ৪৬ পৃঃ। এইরূপে বল্লালসেন ১২।৪ মাস সাম্রাজ্য করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন। ঐ রাজা লক্ষ্মণসেন রাঢ়ীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের পিতৃসংস্থাপিত সন্তানদের সমীকরণ করেন। ঐ লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে সাম্রাজ্য করেন ১০।৫মাস। তৎপর তাঁহার ভ্রাতা কেশবসেন রাজা হন ১৫।৮ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র মাধবসেন রাজ্য করেন ১১।৪ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র শূরসেন রাজ্য করেন ৮।২ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র ভীমসেন ৫।২ মাস রাজ্য করেন! তৎপরে তাঁহার পুত্র কার্ত্তিকসেন ৪।৯মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র হরিসেন ১২।২মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র শত্রুঘ্নসেন ৮।১১ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র নারায়ণসেন ২।৩ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ২৬।১১ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র দামোদর সেন ১১ বৎসর। এই দামোদরসেন বড়ই বিটপ হইলেন। প্রজাদের ও চাকর লোকদের সুন্দরী স্ত্রীদিগকে বলাৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাতে মন্ত্রিপ্রভৃতি সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া সওয়ালাখ পর্ব্বতের রাজা দ্বীপসিংহকে সসৈন্যে আনাইয়া তাহার যুদ্ধেতে দামোদরসেনকে নষ্ট করাইয়া ঐ দ্বীপসিংহকে রাজা করিলেন। এই রূপে বঙ্গদেশীয় বৈদ্য জাতি ১৩ পুরুষেতে ১৩৭।১ মাস পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন”। ৪৮—৫০ পৃষ্ঠা রাজাবলী।

দেবীপ্রসাদবাবু প্রদত্ত উক্ত শ্লোকসমূহ ও রাজাবলীর প্রমাণ দৃষ্টে বোধ হয়, বঙ্গের সেনরাজগণ যে এক দিন দিল্লীতেও রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা ধ্রুবই। পঞ্জাব প্রদেশের মণ্ডী ও সুকেতরাজ্যে এখনও বল্লালসেনের জ্ঞাতিগণ রাজত্ব করিতেছেন। খুপ সম্ভব. বল্লালের বংশের এক শাখা দিল্লী হইতে পঞ্জাবে যাইয়া দুইটী হিন্দু রাজ্য ও একটী মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উঁহারা যে বঙ্গদেশহইতে তথায় গিয়াছেন, ইহা যেন বোধ হয় না। উক্ত রাজগণ সমীপে পত্র লেখা গিয়াছে, তাঁহারা যে উত্তর দান করেন, তদনুসারে পদার্থ নির্ণীত হইবে। এখানে আর একটী কথা বিশেষ বিবেচ্য এই যে মহম্মদ ঘোরী বা সাহাবুদ্দিন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। তিনি আজমীঢ়ের রাজা ও জাতিতে চোহান বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ১১৭৬ হইতে ১১৯৩খৃ পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীতে রাজা ছিলেন।

এ দিকে রাজাবলীর বর্ণনানুসারে দেখা যায় যে বৈদ্যবংশীয় সেনরাজগণ ১৩

জনে ১৩৭।১ মাস দিল্লীতে রাজত্ব করেন। অতএব তাঁহারা (১১৭৬—১৩৭=) ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া উহাতে ১১৭৬ কি তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লাল ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন, সুতরাং ইহার মধ্যে দিল্লীতে যে কিয়ৎকাল রাজত্ব করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। তাঁহারা দিল্লী ও গৌড় সাম্রাজ্য যুগপৎ শাসন করিয়াছিলেন ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু রাজাবলী যে সময় নির্দ্দেশ করেন, উহা যেন সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বল্লালসেন ১০৯১ শাকে দান সাগর রচনা করেন। ১০৯১ শাক ও ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ একই। এবং তিনি ১০৬১ শাকে পদ্মিনীর পাকস্পর্শের কথা লইয়া গোলমাল করেন। উহা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দের সহিত অভিন্ন। কিন্তু রাজাবলীর কথা সত্য হইলে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের বল্লালের পর তাঁহার বংশের আর ১১ জন রাজার ১১৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোট ৭ বৎসর রাজত্ব করার সময় থাকে, পক্ষান্তরে রাজাবলীর মতে তাঁহাদের রাজত্ব মোট (বল্লালের ১২।৪ বাদ) ১২৪।৪ মাস হয়। তাহা সম্পূর্ণ বিসদৃশ হইয়া পড়ে। অতএব হয় রাজাবলীর সময় পরিগণনা ভুল, না হয় মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বা ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের ভুল হইয়া থাকিবে। আইন আকবরি বল্লালকে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াছেন, কিন্তু দানসাগরও দত্তদের কুর্চ্চিনামার সময় নির্দ্দেশ ঠিক হইলে আইন আকবরির গণনা কিছুতেই ঠিক হইতে পারে না! আদিশূর ৯৪২ খৃষ্টাব্দের লোক। তাঁহা হইতে বল্লাল ৭।৮ পুরুষ তফাৎ, সুতরাং তাঁহাদের ব্যবধান (সুতরাং ১০৬৬—৯৪২=) ১২৪ বৎসর হওয়া বড়ই অসম্ভব। প্রকৃত ইতিহাস নাই, কুলপঞ্জিকার সাঙ্কেতিক লিপিও নিতান্ত প্রমাদপূর্ণ, দানসাগর ও অনন্তদত্তের কুর্চ্চিনামার সময় জ্ঞাপক পাঠ যে বিকৃত নয়, তাহাই বা কে জানে? কিন্তু বল্লালকে কিছুতেই ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের লোক রাখা যাইতে পারে না। কি যে প্রকৃত কথা, তাহা দুর্নির্ণেয়। সুতরাং সময় নির্ণয় না করিতে যাওয়াই শান্তিজনক। বল্লালবংশ, দিল্লীতে রাজত্ব নিশ্চয়ই করিয়াছেন, তবে এক পক্ষের সময় গণনায় ভুল হইয়াছে এই মাত্র বোধ হয়।

আমরা সময়নির্ণয় এবং বংশাবলীর নাম ও সংখ্যাগত তারতম্যদ্বারা দেখাইয়াছি যে বঙ্গদেশে একই বৈদ্য জাতিতে দুই জন বল্লালসেন ছিলেন। উহার একজন অর্থাৎ প্রথম বল্লাল বিজয়নন্দন। দ্বিতীয় বল্লাল, বেদসেন বা

বিশ্বকৃতাতের ঔরস পুত্র। মহারাজ ধীসেন, বিজয়নিবন্ধন বিজয়সেননামে প্রখ্যাত হয়েন। তিনি কামরূপপ্রভৃতি দেশও জয় করিয়া ছিলেন॥ যথা—

ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং, শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্র মদ্রবদপাকৃত কামরূপ ভূপং কলিঙ্গ মপি যস্তরসা জিগায়॥ ২০প্র,ফ,

এবং তিনিই দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে সমারোহণ করেন। দ্বিতীয় বল্লালের পিতার প্রকৃত নাম শম্ভুসেন, তিনিও যোদ্ধা পুরুষ বলিয়া বিশ্বকসেননামে প্রথিত হয়েন, এবং বেদসেননামও বোধ হয় তাঁহার জ্ঞানবত্তা হইতে সমাগত। তিনি মুক্তসেনের কন্যা ভাগ্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতেই ২য় বল্লাল প্রসূত হয়েন, কিন্তু দেশের লোকের এরূপই বর্ব্বরতা যে তথাপি সকলে তাঁহাকে জারজ বা ক্ষেত্রজপুত্র বলিয়া সংসূচিত করে।

আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥

এই প্রবাদবাক্য সম্পূর্ণ মূর্খতামূলক ও অনিদান। কেননা বিশ্বকসেনের পুত্র দ্বিতীয় বল্লাল যখন রাজা হয়েন, তখন আদিশূরের বংশের শেষ রাজা জয়ধর, বর্ত্তমান ছিলেন কি না তাহা ভগবান্ জানেন। ২য় বল্লালের সহিত আদিশূর বংশের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সম্পর্কই ছিল না, প্রথম বল্লালবংশের অশোক সেনই আদিশূরের দৌহিত্র, সুতরাং যদি দৌহিত্রসম্পর্কে কোন উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা বিজয়নন্দন বল্লালপ্রভৃতিরই কাহারও ঘটিয়াছে, বিশ্বক নন্দন বল্লালের নহে। দ্বিতীয় বল্লাল বেদসেনের ঔরস পুত্র।

বেদোপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাঞ্চ কন্যা মুদূঢ়বান্।
কালে তদ্‌গর্ভতোজাতো বল্লালসেনভূপতিঃ॥ লঘুভারত।

সুতরাং বিশ্বকসেন জাত পুত্র কোন্ কথায় জারজ বা ক্ষেত্রজ সংজ্ঞার বিষয়ীভূত হইতে পারেন? ব্রহ্মপুত্রনদ ব্রাহ্মণবেশে ভাগ্যবতীর ঋতুরক্ষা করিয়াছিল, যাহারা ইহা বলে, তাহারাও গর্দ্দভেন্দ্র, যাহারা বিশ্বাস করে তাহারাও মনুষ্যেতর চতুষ্পদবিশেষ। দেশের লোক এতদূর বুদ্ধিমান্ না হইলে আর সে দেশে, গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যানিক্ষেপ ও সতীদাহ পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? কেনই বা সে দেশের লোক ব্রহ্মা প্রজাপতির বদলে বিবাহপত্রে ফড়িং আঁকিয়া দিয়া বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন না করিবে? এই সাড়ে পাঁচ

শত বৎসর গত হইল বিশ্বকসেনের পুত্র ২য় বল্লাল গত হইয়াছেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কেহ কি বলিতে পারিয়াছেন যে ব্রহ্মপুত্রনদ ভিন্ন কোন মূর্ত্ত ব্যাসাদি তাঁহার জন্মদান করিয়াছেন? ভাগ্যবতীর স্বপ্ন দেখাও সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি কথা, নদের ঔরসে মানুষের জন্মও সেইরূপ পদার্থ বটে। ইহা এ দেশের বর্ব্বরতার আর একটী অসামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। নিশ্চয়ই কোন বিদ্বেষ্টা এই মিথ্যার সৃজন করিয়াছে। তাহার পর উহা দেশের লোকের হিদেনত্বের জন্য লব্ধপ্রসর হইয়া সত্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছে। ফলতঃ যে দেশের লোকে সাবিত্রীসত্যবানের কেচ্ছা বিশ্বাস করে, লবকুশ ও বৈদ্যের কুশোৎপত্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লয়, রাবণের চিতা এখনও জ্বলিতেছে হনুমান্ ও ব্যাস এখনও বাঁচিয়া আছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে একটুও ইতস্ততঃ করে না, সে দেশের দ্বিপদসমাজে ব্রহ্মপুত্র নদের ব্রাহ্মণবেশধারণ ও বল্লালের জন্মদান ব্যাপার কেন প্রকৃত বলিয়া অনুমিত না হইবে? তাই ত এদেশ পরপদবিদলিত ও নিত্যলাঞ্ছিত। ফলতঃ ২য় বল্লাল কাহারও ক্ষেত্রজ পুত্র বা জারজসন্তান ছিলেন না। এ মিথ্যা কিংবদন্তি বিদ্বেষ বা মূর্খতা হইতে প্রসূত। যাহা হউক আমরা যে যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি তাহাতেই সকলে ২ জন বল্লালের সত্তাতে আস্থা সংস্থাপন করিবেন। তথাপি আমরা এ বিষয়ের সমর্থন জন্য আরও কতকগুলি কথা বলিব।

এদেশে প্রবাদ যে বল্লালসেন বায়াদমযবনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন ও তাঁহার কপোত হঠাৎ ছুটিয়া তাঁহার অগ্রে গৃহ প্রত্যাগত হওয়াতে রাণীরা অনল প্রবেশ করেন। কথা ছিল যে যদি আমি পরাজিত হই তাহা হইলে যবন তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, অতএব আমি পরাজিত হওয়া মাত্রই কপোত ছাড়িয়া দিব, তোমরা তদ্দর্শনে দেহত্যাগ করিবে। বল্লাল যুদ্ধ জয়ান্তে অতি দ্রুতপদে গৃহপ্রত্যাগত হইয়াও পরিজনবর্গকে আসিয়া জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন না, কাজেই তিনিও মনের নৈরাশ্যে অনল প্রবেশ করেন। বল্লালচরিত মিথ্যা গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহাতেও এই প্রবাদবাক্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

> অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ।
> বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপালগ্রামে তথা।
> বায়াদুম্নাম ম্লেচ্ছোঽসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ॥ ২৯

যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষসম্মুখং তথা।
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্বালিঙ্গনচুম্বনং॥ ৩০
স্ত্রিয়োঽব্রুবংস্তু রাজানং বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ।
যদি স্যাদশিবং যুদ্ধে কিংনো নাথ গতি স্তদা॥ ৩১
ততো গদ্‌গদসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ।
দুরাত্মযবনাৎ ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুং চ বৈ॥
শ্রেয়ো মৃত্যুশ্চ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতং। ৩২
কপোতযুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকং।
পূর্ব্বপ্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্টৈ্ব মরণং ধ্রুবং॥ ৩৩

গোপালভট্টবল্লালপরিশিষ্ট।

ভগবান্ জানেন যে একথা কতদূর সত্য, আমরাও বাল্যকালে এই রূপ প্রবাদ বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছি। তবে তাহা কি এই গোপালভট্টের লেখনীসম্ভূত ভ্রান্তি, না ইহা প্রকৃত ঘটনা, তাহা দুনির্ণেয়। মাননীয় রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় বলিতেছেন—

Dr. Wise believes that there must have been a Ballal Sen reigning in Vikrampur or Sonargong after Lakhmania, and Susen and Sur Sen, whose names I once took to be aliases of Lakhmania, were probably those of other succssors.

Indo Aryan VoI. Page 257.

অর্থাৎ ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব বিশ্বাস করেন যে বিক্রমপুর বা সোণার গাঁ রাজধানীতে লাক্ষ্মণ্যের পর আর এক জন বল্লালসেন রাজা বিদ্যমান ছিলেন। আমরাও ইহা বিশ্বাস করি। কিন্তু সুষেণনামে কোন রাজা কোন বংশে বিদ্যমান ছিলেন না। উহা মিত্রজ মহাশয়ের পদার্থ গ্রহের ব্যতিক্রমজ বস্তু মাত্র। যাহা হউক ওয়াইজ সাহেব এশিয়াটিক জার্ণেলে যাহা যাহা লিখিয়াছেন আমরা এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

Dr wise writes as follows,

The Majid of Adam shahid is in Bikrampur at a village called Qaziqaobash, within two miles of Ballal-bari, the residence of

Ballal Sen. Mr. Taylor, in his 'Topography of Dacca' states that Adam shahid, or Baba Adam, was a Qazi, who ruled over Eastern Bengal. He gives no authority for this statement, and, at the present day the residents of the village are ignorant of this fact. They relate that Baba Adam was a very Powerful Durwash, who came to this part of the country with an army during the reign of Ballal Sen. Having encamped his army near Abdullapur, a village about three miles to the N. E, he caused pieces of cow's flesh to be thrown within the walls of Hindu princes, fortress. Ballal Sen was very irate and sent messengers throughout the country to find out by whom the cow had been slaughtered. One of the messengers shortly returned and informed him that a foreign army was at hand and that the leader was then praying within a few miles of the palace. Ballal sen at once galloped to the spot and found Baba Adam still praying, and at one blow cut off his head.

Such is the story told by the mahamodians of the present day regardless of dates and well authenticated facts.

Asiatic journal vol, XLII part I,

Page 285.

উপরে যে প্রমাণ উপস্থাপিত হইল, ইহা এদেশের প্রচলরূপ জনশ্রুতি হইতে সমাহৃত। অবশ্য ইহার সত্যতাবিষয়ে কোন বিশিষ্ট নিদান বর্তমান নাই, কিন্তু "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" এই প্রাচীন মহাজনবাক্য স্মরণ করিয়া আমরা বলিতে চাহি যে এই প্রবাদের মূলে নিশ্চয়ই যেন কিছু সত্য আছে। এখনও রামপালের নিকটে বাবা আদমের এক প্রকাণ্ড মজিদ রহিয়াছে। এশিয়াটিক জার্ণেলে উহার ঐতিহাসিক তত্ত্বও সমাহৃত দেখা যায়, যাহা হউক একজন দ্বিতীয় বল্লাল যে ছিলেন এবং তিনি যে ১২৫৪ শকে বা ১৩.২ খৃষ্টাব্দে রামপালের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন ইহা ধ্রুব সত্য। এবং তাঁহারা সুবর্ণ

গ্রামেও বহু দিন যা ৎ অবান্তর রাজধানী স্থাপন করেন। খুপ সম্ভব বক্তিয়ার খিলিজীর আমলের পূর্ব্বেই উঁহারা যবনভয়ে সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তে একটী আশ্রয় স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখেন। মহারাজ লাক্ষ্মণেয় বা কেশবসেন নদীয়াহইতে আগমন করিয়া রামপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি ও তাঁহার অনন্তর বংশগণ উক্ত সুবর্ণগ্রামেও গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমরা আমাদিগের উক্তির সমর্থন জন্য এখানে এশিয়াটিকজার্ণেলহইতে আর একটী অংশের অধ্যাহার করিব। যথা——

Sonargaon, or as the Hindus called it Subarnagram was the capital of a Hindu principality interior to the invasion of Mahmad Bakhtyar Khiliji, A. D. 1203.

At the date of invasion, Lakshman Sen of the Baidya caste, was on the throne. He had made Nadea his capital. Defeated he fled to the residence of his ancesstor Ballal Sen in Bikrampur, and either from there or Sonargaon he ruled over the Eastern district. The natives of Bikrampur still point out with pride the square made of his palace, which is called the Ballal Bari.

বৈদেশিক ঐতিহাসিক গণও এদেশে দুইজন বল্লালসেনের সত্তার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু যখন হিন্দুরাই উক্ত রাজবংশের বংশাবলী সম্বন্ধে নানা ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বৈদেশিকগণ কেন তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিতে পারিবেন ? তাঁহারাও অনেকে ২য় বল্লালকে লক্ষ্মণের সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,কিন্তু উহা অবাধ সত্য নহে। ২য় বল্লালের পিতা বেদসেন,বিষক্সেন বা শম্ভুসেন,লক্ষ্মণাদি কেহই নহেন ও হইতেও পারেন না। আমরা দেখাইতেছি যে ওয়াইজ সাহেব এবিষয়েও কতদূর ভ্রান্ত ছিলেন।

If were two Ballal Sen, the latter one the son of Lakhman Sen, the difficulties connected with this part of the History of Bengal disappears. Page 82—83.

J. wise's Note on Sonargaon

কৌলীন্য প্রথা।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে মহারাজ বল্লালসেনই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ একথা সম্পূর্ণ অলীক। তিনি কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ ভৃত্যসন্তানের কৌলীন্যসংবিধান করেন বটে, কিন্তু এ দেশের পূর্ব্বাধিবাসিগণের মধ্যে পূর্ব্বকালহইতেই কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। কি উপনিষৎ, কি রামায়ণ-মহাভারত, কি স্মৃতি-পুরাণ, সর্ব্বত্রই প্রসঙ্গতঃ কুলীন-অকুলীন শব্দের অবতারণা হইয়াছে। এবং তৎকালে কেবল যে নয়টী গুণ থাকিলেই লোকে কুলীন হইত, এরূপও কোন বিধান ছিল না। তৎকালে যাঁহার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়ই বিশুদ্ধ ও অভিজাত হইত, যিনি বিদ্যা, সৌজন্য, বিনয়, সত্য ও আর্জবপ্রভৃতি নানা গুণে বিমণ্ডিত হইতেন, তিনিই সমাজে "কুলীন"(প্রশস্ত কুল যস্যাঽস্তীতি) বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। স্মার্ত্তযুগের বহুকাল পরে পৌরাণিকযুগে নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই কুলীন বলিয়া খ্যাত হইতে থাকেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি পৌরাণিকযুগে এই কুল লক্ষণের বিধান করেন, তাহা অজ্ঞেয়। প্রাচীন কালে আর্য্য ও কুলীন শব্দ একার্থে পরিগৃহীত হইত। যথা——

মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ। ব্রহ্মবর্গে অমর।

মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু, এই শব্দকদম্বক একার্থবাচী। আর্য্য কাহাকে কহে? বৈদিক কোষ নিঘণ্টুতে আর্য্য শব্দের অর্থ রাষ্ট্রী-অর্য্য-নিযুত্বান্ ও ইনইন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আর্য্য শব্দ ঈশ্বর (Lord) অর্থ না বুঝাইয়া এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইত। যথা—

কর্ত্তব্য মাচরন্ কাম মকর্ত্তব্য মনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স তু আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥ প্রাঞ্চঃ।

সুতরাং অমরের কুলীন ও এই আর্য্যপরিভাষা একই। পূর্ব্বকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে কুলীন ও আর্য্যশব্দ, একার্থেই প্রযুক্ত হইত। আমরা ছান্দোগ্য হইতে এখানে একটী বাক্যের অধ্যাহার করিব, উহাতে বেশ উপলব্ধি হইয়া থাকে যে সদ্বংশপ্রভবগণই কুলীন বা আর্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। যথা—

"শ্বেতকেতু র্হারুণেয় আস। তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং। ন্ বৈ অস্মৎকুলীনঃ অননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি"। ১—১খ, ষষ্ঠ প্রপাঠক।

শ্বেতকেতুনামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম আরুণি। আরুণি বলিলেন শ্বেতকেতো! ব্রহ্মচারী হও, আমরা মহাকুলীন বটে, কিন্তু যদি আমরা বেদাধ্যয়ন না করি, তবে আমরা অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইয়া যাইব।

ছান্দোগ্য আধুনিক গ্রন্থ নহে,সুতরাং কুলীনশব্দও আধুনিক হইতেছে না। মনুসংহিতাতেও বহুত্র কুলীনশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিদর্শন স্বরূপ উহা হইতে কয়েক পংক্তি অধ্যাহৃত হইতেছে।

তদধ্যাস্যোদ্বহেৎ কন্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপসমন্বিতাং॥ ৭৭—৭ অঃ
পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধ মর্হতি॥ ২৩৩—৮ অ।

"মহতি কুলে সম্ভূতাং" এবং "কুলীনানাং" মনুর এই বিশেষণদ্বয়সন্দর্শনে বেশ বোধ হইতেছে ত্রেতাযুগে মহৎকুল ও কুলীন বলিয়া পার্থক্য জন্মিয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—

মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৩০৯—১ অঃ

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ মহাকবি ঘটকর্পরও বলিয়াছেন—

ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি, ধনৈরাপদো মানবা নিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে, ধনান্যর্জয়ধ্বং ধনান্যর্জয়ধ্বং॥

অতএব বেশ বুঝা গেল মহারাজ বল্লালসেন, কুলীন বা কৌলীন্যের আদি নিদান নহেন। শুধু যে আদি নিদান নহেন, তাহাও নহে, বাহ্মা নয়টী গুণ থাকিলে যে লোক কুলীন হইবে, এবিষয়েরও প্রবর্ত্তক বল্লাল সেন ছিলেন না। তাঁহার বহুপূর্ব্বে পৌরাণিক যুগেই নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি কুলীন হইবেন, এরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু প্রবর্ত্তক কে তাহা অজ্ঞেয়। নিম্নলিখিত এই কুলীনপরিভাষামূলক বচনটী কোন্ পুরাণে আছে, তাহাও আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥ চতুর্ভুজ পঞ্জী।

মহামতি চতুর্ভুজসেন ১২৬৯ শকাব্দ বা ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে (এই সময় জ্ঞাপক অঙ্ক সংখ্যা প্রকৃত নহে) আপন পঞ্জী প্রণয়ন করেন। তিনি কুলীন শব্দের এই রূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন। যথা——

তদ্ বিদ্যতেঽস্য যোগেন কুলীনপদনির্ণয়ঃ।
ঈনপ্রত্যয়যোগেনৈবায় মর্থো যতো ভবেৎ॥

এবং তাঁহার গ্রন্থে বর্ত্তমান কাল প্রচলিত (শাস্তির পরিবর্ত্তে) বৃত্তিপাঠ পরিদৃষ্ট হয় না। উহা পরে পরিকল্পিত হইয়াছে। কবে হইয়াছে তাহা জানিবারও কোনও উপায় নাই। মানবদেবতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পাঠ পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াগিয়াছেন। মহামতি ভরত তাঁহার রত্নপ্রভায় বলিয়াছেন।

স্বজাতৌ যঃ সমুৎকর্ষবিশেষঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
সদাচারাদিসম্বন্ধহেতুকঃ কুললক্ষণং॥

পুরাণে—— আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল মুচ্যতে॥

পঞ্জিকান্তরে— আচারাদয় এবৈতে সন্তি যেষাং মহাত্মনাং।
তএব হি কুলীনাঃ স্যুর্নকুলং পারলৌকিকং॥ রত্নপ্রভা ২ পৃষ্ঠা।

যাহা হউক, যদি কৌলীন্য পারলৌকিক না হইলেও প্রাচীনতম প্রথা হয়, যদি পৌরাণিক যুগেই নবগুণবিশিষ্ট লোক কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক, একথা প্রচারিত হইল কেন? এরূপ প্রচারিত হইবার কারণ এই যে মহারাজ আদিশূর সমানীত ব্রাহ্মণগণ, এদেশের নবাগত ব্যক্তি, তাঁহাদিগের মধ্যে কুলীন অকুলীন বলিয়া কোন ভেদাভেদ ছিল না, উঁহারা ক্রমে ক্রমে নির্গুণও হইয়া যাইতে ছিলেন, তাই মহারাজ আদিবল্লাল পৌরাণিক নবগুণের অনুসরণ করিয়া উঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগকে কুলীনপদে বরণ করেন। যথা——

১। কাশ্যপগোত্রে ... চট্ট বহুরূপ (দক্ষ হইতে ৮ম পুরুগ) শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ (লক্ষ্মণ মন্ত্রী) ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।

২। সাবর্ণিগোত্রে ... গাঙ্গুলিবংশে শিশু (বেদগর্ভের ৮ম পু) ও কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর এই দুই জন।

৩। শাণ্ডিল্যগোত্রে ... বন্দ্যবংশে মহেশ্বর (ভট্টনারায়ণ হইতে ১৩শ পুরুষ), জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন।

৪। ভরদ্বাজগোত্রে ... মুখটী বংশে উৎসাহ (শ্রীহর্ষ হইতে ১৩শ পু), গরুড় (১৩শ পুরুষ) এই দুই জন।

৫। বাৎস্যগোত্রে ... পুতিতুণ্ডবংশে আর্য্যাসপ্তশতী প্রণেতা লক্ষ্মণপঞ্চ রত্নৈকরত্ন গোবর্দ্ধন (ছান্দোড়ের ৯ম পু), ঘোষাল বংশের শিরো (৪ পু), কাঞ্জিলালবংশে কানু ও কুতূহল (৫ম পুরুষ)। এই চারিজন। মোট উনিশজন কৌলীন্য লাভ করেন।

মহারাজ বল্লাল, ব্রাহ্মণদিগকে গুণ দেখিয়া কৌলীন্য দান করেন। কিন্তু সকল বৈদ্য সন্তান বা আমূল কায়স্থ জাতি বল্লালপ্রবর্ত্তিত এই কৌলীন্যের নব বিধান গ্রহণ করিলেন না। বৈদ্য ও কায়স্থগণের অনেকে পলাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান। যথা—

কলিতে বল্লালসেন রাজা মহাশয়।
পরাক্রমে মহাবল গৌড় ভূমে হয়॥
তাহার কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম না যায় বর্ণনা।
* * * * * *॥ (১)
তদন্তর বল্লাল মর্য্যদা যার হৈল।
ছোট বড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল॥
কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল॥
পুত্রান্তে কন্যান্তে কুল বান্ধিতে লাগিল।
এই ত অধর্ম্ম বীজ সঞ্চয় হইল॥
কেহ কেহ রাজ আজ্ঞা করিল গ্রহণ।
কেহ নবকৃত পদ করিলা নিন্দন॥
বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা তিনজন॥

উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ ॥
বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায় ॥
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত। (ক)
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত ॥ ১৯।২০ পৃষ্ঠা। ঢাকুর।

বারেন্দ্র কায়স্থ ভৃগুনন্দী ও নরদাশপ্রভৃতি এবং উত্তররাঢ়ীয় করণ [বৈশ্য শূদ্রাজ] কায়স্থগণ কেহই বল্লালমর্য্যাদা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা স্থানান্তরে যাইয়া স্বাধীনভাবে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তবে যে লোকে বলিয়া থাকেন যে "বল্লালসেন কায়েত বামুণের কৌলীন্য বিধান করিয়াছিলেন" ইহা সপূর্ণ মিথ্যা কথা। কায়স্থগণ বল্লালের নববিধান না মানিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলে, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য কান্যকুব্জাগত শূদ্র ভৃত্য সন্তানদিগকে বিনাগুণেই কৌলীন্য দান করিয়া উহাদিগকে কায়স্থ জাতিতে ঢুকাইয়া দিলেন। তাই ত কাশীদাশ লিখিয়াছেন যে বল্লাল উত্তমকে ছোট করিয়া নীচকে বাড়াইলেন, নীচ শূদ্রদিগকে কুল দিলেন। তিনি আপন প্রভুত্ব বলে অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ফলতঃ তখন পর্য্যন্তও ভৃত্য সন্তানেরা কায়স্থ জাতিতে স্থান পাইয়া ছিলেন না, শূদ্র বলিয়াই সূচিত হইতেন। বল্লালের কৌলীন্যেই কায়স্থত্ব লাভ হইল। তাই ত আমরা বলিয়াছি, যদি বল্লাল কায়স্থ হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই শূদ্র ভৃত্য ও আপন ৩২ বেহারাকে কায়স্থ জাতিতে ভর্ত্তি করিয়া দিতেন না। কাশীদাশ তাঁহার গ্রন্থে কায়স্থশূদ্রের লক্ষণও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

শুনসবে কহি এবে কর অবধান।
কায়স্থ ঢাকুরী মধ্যে যেমন প্রমাণ ॥
কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস।
কুলে সুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ ॥
সৎকুলে উদ্ভব তার জানে সর্ব্বজনে।
আজন্ম ব্রাহ্মণ সেবা করে অবেতনে ॥ ন

যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সনে পঞ্চ শূদ্র আইলা॥ (২)
তাহাতে কুলাজি সৃষ্টি কৈলা দাশুবর।
বল্লাল মর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর॥
ষোড়শ লক্ষণ কৈল কায়স্থ প্রধান।
অবেতনে দেব সেবা কৈলা মতিমান্॥ (ম)
কায়স্থ হইতে শূদ্র নীচ ভাবে গেলা। (খ)
নীচ কর্ম্ম নীচ জাতি নীচ বড় হৈলা॥
এমতে কায়স্থ শূদ্র হৈল দুই নাম।
রীতি নীতি সর্ব্ববিৎ কায়স্থ প্রধান॥
* * * * * *। (৩)
কায়স্থ শূদ্রের সংখ্যা নহে কদাচিৎ॥ ১৭—১৯ পৃষ্ঠা।

যদুনন্দনী ঢাকুর।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল, কায়স্থ ও শূদ্র এক নয়, এবং কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যও শূদ্র ভিন্ন কায়স্থ ছিলেন না। সেই শূদ্রসন্তানদিগকে কুল দেওয়াতেই কায়স্থগণ, বিরক্তি প্রকাশ করেন। যাহা হউক বড়ই দুঃখের বিষয় ঢাকুর প্রকাশক মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থে (২) চিহ্নিত শ্লোকে শূদ্র শব্দের পরিবর্ত্তে কায়স্থ শব্দের সমাগম ঘটিয়াছে। এদোষ তাঁহার কি অন্যের তাহা জানি না, কিন্তু আমরা উক্ত কবিতাটী অন্য গ্রন্থে শূদ্রশব্দান্বিত দেখিয়াছি। বস্তুতঃ তাহাই প্রকৃত পাঠ, "কায়স্থ" পাঠ হইলে (ক) ও (খ) চিহ্নিত শ্লোকের সহিত সম্পূর্ণ বিরোধ ঘটে। এ কালের ভৃত্যসন্তানদিগকে মূলতঃ কায়স্থ বানাইবার জন্যই কেহ এ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অপিচ (১) ও (৩) চিহ্নিত শ্লোকে যে * * * চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাও ভাল কাজ হয় নাই। কেন না জঙ্গীপুরের কৃষ্ণবল্লভবাবু কায়স্থপত্রিকাতে (ক) চিহ্নিত শ্লোকের ১ম পংক্তিটী, একবারে তুলিয়া দিয়া ঐরূপ * * চিহ্ন দিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণচরণ বাবুর ঢাকুর দেখিয়া কৃষ্ণবল্লভবাবুর সত্যসঙ্গোপন ধরিতে পারিয়াছি কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থ নাই বলিয়া কৃষ্ণবাবুর প্রকৃত অভিপ্রায় কি, এখানে পাঠ ও বিষয় কি ছিল, তাহা ধরিতে ও জানিতে পারিলাম না। কৃষ্ণচরণবাবু যে

কেন এরূপ করিয়াছেন, তিনিও কায়স্থ জাতির কোন ছিদ্র গোপন জন্য এরূপ * * ব্যবহার করিয়াছেন কি না, তাহা কে জানে? সন্দেহ কিন্তু তাহাই হইয়া থাকে। (ন) ও (ম) চিহ্নিত শ্লোকে দেখা যায়, সে কালের ভদ্র কায়স্থগণও ব্রাহ্মণের দাসত্ব, দেবসেবা ও মণ্ডপীর কার্য্য করিতেন, তবে নগদ বেতন পাইতেন না। পক্ষান্তরে পঞ্চভৃত্য ভৃতিভুক্ সামান্য দাস ছিল। তাই কাশীদাশ ও যদুনন্দন উহাদিগকে শূদ্রআখ্যা প্রদান পূর্ব্বক নীচ বলিয়া গিয়াছেন। কাশীদাশ বলেন কায়স্থের লক্ষণ এই ———

বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজসেবী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তঃলক্ষণঃ॥ *

কায়স্থ রাজসেবী, তাহার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু বিদ্যাবান্ কথাটী যেন অতিবাদবিশেষ। কায়েতী নাগরীতে লিখন, পঠন ও সাধারণ অঙ্ক কষা ছাড়া কায়স্থের আর কোন বিদ্যা থাকার কথা কার্য্যক্ষেত্রে টের পাওয়া যায় না। তবে যে কিশোরগৌরাঙ্গের লেখক কায়স্থকে দিয়া সংস্কৃতে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, সেটা তাঁহার বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ মাত্র। সেন, দাশ, দত্ত সিংহাদি আর্য্য কায়স্থেরা সংস্কৃতাধিকারী না হইলেও লিখন, পঠন ও অঙ্ককষাদিতে অপটু ছিলেন না। যাহা হউক শূদ্র ভৃত্যসন্তানেরা এ গুণেও বিভূষিত ছিল না, নবধাগুণ ত বহুদূরে। কিন্তু কায়স্থগণ যখন কৌলীন্য গ্রহণ করিলেন না, তখন রাজা রাগ করিয়া শূদ্রকেই বিনা গুণে কুলীন বানাইয়া কায়স্থের উপরে চড়াইয়া দিলেন।

আমরা ঢাকুরের যে বচনপরম্পরা অধ্যাহার করিয়াছি তাহাতেই বেশ প্রমাণ হইতেছে যে লোকের কৌলীন্য পূর্ব্বেই ছিল, বল্লাল "পুত্রান্তে কন্যান্তে" কুল বান্ধিয়া দেওয়াতে সকলে স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার নববিধানে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ, একবারেই বল্লাল মর্য্যাদা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু বৈদ্য জাতির মধ্যে কেহই যে এ নববিধান গ্রহণ করিয়াছিলেন না, তাহাও নহে। বৈদ্যদিগের

* আমরা শ্লোকটীকে শুদ্ধ করিয়া এইরূপ করিলাম, ঢাকুরের পাঠ এইরূপ ছিল—
বিদ্যাবন্ত শটিধীর দাতা চ পরোপকারক।
রাজসেবা ক্ষমাশীল কায়স্থ সপ্ত লক্ষণং॥
কিন্তু ইহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, অথচ অজস্র ভ্রান্তিপূর্ণ। তাই পরিবর্ত্তিত হইল।

মধ্যে শুদ্ধ চায়ুদাশ, পম্বদাশ ও বিমলসেন এবং তৎপুত্র বিনায়ক, বল্লাল মর্য্যাদা (নূতন বিধান) লইয়া পঞ্চকোট হইতে রাঢ়ে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহারাও পূর্ব্ব হইতেই মহাকুলীনই ছিলেন। এবং বোধ হয়, শ্রীপতি, চক্রপাণি ও মাধবকরাদি বিস্থাবদানগর্বিত বৈস্থসন্তানেরা বল্লালের নববিধান স্বীকার না করাতে রাজশাসনে স্ব স্ব পৈতৃককৌলীন্য হইতে বিচ্যুত হয়েন (কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল, ঢাকুর)। চায়ুপম্বাদির রাঢ়াগমন বৃত্তান্ত এই——

পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্রমুপাদায় রাঢ়দেশ মুপাগতঃ॥
বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা বিমলস্য সুতোভবৎ। ৪৬-৪৭পৃ কণ্ঠহার।

তথাহি—আসীৎ মহাত্মা ভুবি চায়ুদাশঃ, বিখ্যাতকীর্ত্তি র্বিনয়ৈকবাসঃ।
বিস্থানবদ্যো নৃপলব্ধমানঃ, সদ্ধর্ম্মকর্ম্মা প্রথিতাবদানঃ॥
রাঢ়াপ্রসিদ্ধো বিহরোঢ়মধ্যে, তৈহট্টদেশঃ সুরসিন্ধুতীরে।
তমাশ্রিতো গোনগরং বিহায়, কৌলীন্যবিস্থানয়সম্পদাঢ্যঃ॥
২৫৪পৃ চন্দ্রপ্রভা।

মহারাজ বল্লাল ধন্বন্তরিগোত্রের বিমল ও বিনায়কসেন এবং মৌদ্‌গল্য গোত্রের চায়ুদাশ ও পম্বদাশকে প্রলোভিত করিয়া পঞ্চকোট হইতে রাঢ়ে আনয়ন করেন। চায়ুদাশ পঞ্চকোটের গোনগরে বাস করিতেন, তিনি তথা হইতে রাঢ়ের বিহরোঢ় খণ্ড মধ্যগত তৈহট্ট গ্রামে ও পম্বদাশ রাঢ়ের বালী-নাছীতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল কুলীনগণ, বল্লালের নব বিধান মানিয়া লইলেন। তবে কণ্ঠহার যে বলিয়াছেন——

পুরাবৈস্থকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবাস্থাপি চ কৌলীন্যং দুহিসেনাদিবংশজে॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে বৈস্থ বল্লালসেন, দুহিসেনপ্রভৃতিবংশীয় বৈস্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যের ব্যবস্থাপন করেন। কণ্ঠহারের এ কথা প্রকৃত নহে। মহামতি চতুর্ভুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, দুহিকুল ভূতপূর্ব্ব মহাকুলীন, তাঁহারা বল্লালের নববিধানগ্রহণনিবন্ধন কুলীন বলিয়া পরিগৃহীত হয়েন নাই। যথা—

তেন সা ভূমিপালেন বল্লালেন মহাত্মনা।
স্থাপিতা কুলমর্য্যাদা সিদ্ধাদিবংশজন্মনাং।
ছুহিসেনপ্রভৃতীনাং পুরাহি কৃতনিশ্চিতা॥

অর্থাৎ সেই মহাত্মা রাজা বল্লালসেন, সিদ্ধবংশীয়দিগের মধ্যে কৌলীন্য স্থাপন করেন। কিন্তু ছুহিসেনপ্রভৃতি কতিপয় সিদ্ধবংশের কৌলীন্য তৎপ্রদত্ত নহে, উহা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত ছিল। আমরাও বলি, ছুহির কৌলীন্য, চায়ু, পন্থ ও বিনায়কের ন্যায় বহু প্রাচীন, তবে চায়ু, বিনায়ক, পন্থ নূতন মতও গ্রহণ করেন, কৌলীন্যগর্ব্বে স্ফীতবক্ষা ছুহির পিতামহ শ্রীবৎস তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি অতীব মহাকুল ছিলেন, বল্লাল তাঁহাকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তবে বলিতে পার যে তবে রাঢ়ে তাঁহার কৌলীন্য দেখা যায় না কেন? তাহার হেতু এই, রাঢ়ের ছুহি-বংশজগণ রণ্ডদোষে কৌলীন্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যথা——

গতং কুলং নিষ্কুলরণ্ডদোষাৎ, শ্রীশক্তিগোত্রস্য মহাকুলস্য।
বৈশ্বানরস্যাপি চ পিণ্ডদোষাৎ, বরেন্দ্রদোষাচ্চ তথাপরেষাং॥

ইতি পন্থদাশপঞ্জী।

অর্থাৎ মহাকুলীন শক্তিগোত্রীয়গণ রণ্ডদোষে, মধ্যমকুল বৈশ্বানরগোত্রীয় গণ পিণ্ডদোষে ও অন্যেরা বরেন্দ্রদোষে কুলচ্যুত হয়েন। কিন্তু ইহা যে কবে কাহার সময়ে সংঘটিত হয়, তাহা অজ্ঞেয়। মহারাজ বল্লালের অন্নভক্ষণে শক্তিগোত্রীয় মণ্ডীরসেনপ্রভৃতি পাঁচ জন মহাকুলীন, কষ্টসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন সুতরাং তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব কুলীন না হইলে একথা সম্ভব হইবে কেন?। আর যদি বল্লাল নিজে কৌলীন্য দান করিতেন, তাহা হইলেও তাহা তাঁহার অন্ন ভক্ষণদোষে যাইতে পারিত না। যথা——

স্বর্ণপীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তিগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
বল্লালস্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যত্বমাগতাঃ॥
সিদ্ধবংশোদ্ভবা যে যে সাধ্যভাবমুপাগতাঃ। ৪পৃ কণ্ঠহার।

অতএব ছুহি যে সিদ্ধবংশ ও মহাকুলীন ছিলেন, তাহা পন্থ, চতুর্ভুজ ও কণ্ঠহারের বাক্যেই সপ্রমাণ হইতেছে। সুতরাং ছুহির কুল বল্লালদত্ত নহে পরন্তু বল্লালান্ন ভক্ষণেই অনেক ছুহির পিতৃপৈতামহিক কুল বিনষ্টই হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে দুহির কুল রণ্ডদোষে গিয়াছিল। রণ্ডাদি দোষ কি? আমরা তাহা বলিবার জন্য এখানে জামনাগ্রামনিবাসী জয়সেনবিশ্বাসমহাশয়ের কুলপঞ্জী হইতে কয়েক পংক্তির অধ্যাহার করিব। যথা——

বিনায়কস্য যদ্‌বাক্যং যদ্‌বাক্যং বাদলেঃ কবেঃ।
যদুক্তং বাণদাশেন পাত্রদামোদরেণ চ॥
বল্লালভূপতে র্বাক্যং ভূপতের্লক্ষ্মণস্য চ।
যদুক্তং চায়ুদাশেন পদ্মেন কৃতিনা তথা॥
শক্ত্রৌ মণ্ডীরসেনস্য মহাবংশস্য যদ্বচঃ।
সর্ব্বেষাং মত মাশ্রিত্য বক্ষ্যামি কুলপঞ্জিকাং॥
দানদোষো মহাদোষ শ্চাদিদোষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিতীয়দোষো গ্রহণং মতং বল্লালভূপতেঃ॥
গ্রহণং দোষো দ্বিতীয়স্তৃতীয়ো রণ্ডদোষকঃ।
চতুর্থঃ পিণ্ডদোষশ্চ তদ্‌যোগাৎ নিষ্কুলঃ স্মৃতঃ॥
গোত্রেণ সার্দ্ধং প্রবরৈকতা বা,
সম্বন্ধতো বাপি ত্রিরুক্তদোষাৎ।
নিষিদ্ধদানাৎ গ্রহণাতিদুষ্টাৎ,
পিণ্ডাৎ জনা নিষ্কুলতাং ব্রজন্তি॥
ন দত্তা কন্যকা যেন সৎকুলায় মহাত্মনে।
গৃহে ন বিদ্যতে যস্য বধূঃ সৎকুলসম্ভবা।
রণ্ডভাবঃ কুলে তস্য (অপাঠ্য)॥
ইত্যুক্তং রাজ্ঞা বল্লালসেনেন।

যদুক্তং রামদাশেন (চায়ুর পিতা)

পিণ্ডত্যাগঃ কৃতঃ পৈত্র্যঃ, দোষতো যস্য দুর্ম্মতেঃ।
যদুক্তং পদ্ম দাশেন কুলং ন বিদ্যতে তস্য পিণ্ডদোষ ইতি স্মৃতঃ।
গতং কুলং নিষ্কুলরণ্ডদোষাৎ শ্রীশক্তি গোত্রস্য মহাকুলস্য।
বৈশ্বানরস্যাপি চ পিণ্ডদোষাৎ, বরেন্দ্রদোষাচ্চ তথাপরেষাং॥

ময়োক্তং (জয়সেনেন) বিমলকুলবিহীনা রামদাশস্য পুত্রাঃ,
প্রথমকুলবিহীনা রণ্ডতঃ কায়ুদাশাঃ।

তদনু চ খলু পিণ্ডাৎ............* বংশ্যাঃ,
ইতি বদতি কবীন্দ্রো দুর্জ্জয়শ্চায়ুবংশ্যঃ॥
অভাবে কুলকার্য্যস্য কুলস্য কুশলং কুতঃ।
রাজ্ঞা বল্লালসেনেন স ক্ষেম্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যদুক্তং গৌড়াধিপসভায়াং বিপ্রঘটকতর্কপঞ্চাননেন "জ্যৈষ্ঠ্যং তু পারিভাষিকং"।

পবিত্রদানগ্রহণেন যুক্তঃ, পূজ্যঃ কুলেশশ্চ মহাকুলীনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ স এবেতি বদন্তি ধীরাঃ, তৎকর্ম্মহীনঃ কুলহীন এব॥
কর্ম্মজ্যেষ্ঠঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কর্ম্মহীনঃ কুলাধমঃ।
জ্যেষ্ঠোপি হীনতাং যাতি কনিষ্ঠঃ পূজ্যতাং ব্রজেৎ॥

তথাচ ময়োক্তং (জয়সেন)

কার্য্যেণ ধন্যকুলকং হি বদন্তি ধীরাঃ,
পর্য্যায়ধন্য মিতি কেহপি বদন্তি মধ্যাঃ।
মূঢ়া বদন্তি কুলমগ্রজমেব ধন্যং,
শ্রীদুর্জ্জয়ো বদতি ধীরমতং হি ধন্যং॥
ভূপেন স্থাপিতাঃ পূর্ব্বং বল্লালেন মহাত্মনা।
বিপ্রাদীনান্তু বর্ণানাং সপ্তগ্রামে মহাকুলাঃ।
তেষু পুণ্যতমাঃ কেচিৎ গঙ্গাতীরকৃতাশ্রয়াঃ॥

আমরা জয়সেনের কুলচন্দ্রিকা হইতে যাহা যাহা অধ্যাহার করিলাম—তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, বল্লালসেন নূতন পদ্ধতির বিধানকর্ত্তা। তিনি কৌলীন্য রক্ষার জন্য নিয়মের কাঠিন্য করেন, তাহাতেই সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন। বল্লালপ্রভৃতি সকলেই কুলপঞ্জী প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার সভাতেই মহামহোপাধ্যায় ঘটকগণ বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং বল্লাল কৌলীন্য প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন না, পরন্তু কৌলীন্যের সংস্কর্ত্তাই ছিলেন। তাঁহার কৃত নিয়ম কাঠিন্যেই দুহির মহাকুল রগুদোষে বিনষ্ট হয়। তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি জাতির নূতন কৌলীন্য বিধাতা ছিলেন বটে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহা হইতে কৌলীন্য

* এই স্থান অপাঠ্য। তবে বৈশ্বানরগণ পিণ্ডদোষে নিষ্কুল হয়েন, সুতরাং "হন্ত বৈশ্বানরীয়াঃ" এইরূপে পাঠপূরণ করা যায়।

পাইয়া সপ্তগ্রামে গঙ্গাতীরে বাস গ্রহণ করেন। বৈদ্যের কুলীনেরাও কেহ কেহ নববিধান লইয়া রাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন। সকল বৈদ্য বল্লাল-কৌলীন্য স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক আমরা কিন্তু ব্যবহারতঃ দেখিতে পাই রাঢ়ে দুহির কুল নাই, রোষের কুল রহিয়াছে। আবার বঙ্গে দুহি অতি মহাকুল, রোষ মৌলিক বলিয়া পরিচিত।

কায়স্থ কুলীনদিগের মধ্যেও রাঢ়ে গুহের কৌলীন্য নাই, বঙ্গদেশেও রাঢ়ের মহাকুলীন মিত্রগণ মধ্যল ভাবাপন্ন। অথচ গুহ ও মিত্র যে একই সময়ে বল্লালহইতে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কেন এরূপ হইল? কেন রাঢ়ে দুহি কৌলীন্য হারাইলেন, কেনই বা রোষ রাঢ়ে মহাকুল বলিয়া প্রখ্যাত?।

সেনে রোষো মহাকুলো দাশে চায়ুশ্চ তৎসমঃ।
গুপ্তং লুপ্তকুলং মন্যে তৎপরং ত্বকুলং বিদুঃ॥

অর্থাৎ রাঢ়দেশে রোষসেনবংশপ্রভব কৃষ্ণখান ও হরিহরখানগণই মহাকুল, দুর্জ্জয়প্রভৃতি চায়ুজগণ তাঁহার সমতুল্য। গুপ্তের কৌলীন্য এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দুহিপ্রভৃতি অন্যান্য বৈদ্যগণ নিষ্কুল বলিয়া পরিজ্ঞাত। দুহি রাঢ়ে কেন নিষ্কুল, তাহা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু যদি রগুদোষই দুহির কুলকালিমার নিদান হয়, তাহা হইলে বঙ্গগত কুশলী মহাকুল থাকিলেন, অথচ তৎসহোদর কাশীসেন কেন রাঢ়ে অকুলীন বলিয়া বিদিত? জয়সেন বলিতেছেন—

দ্বিতীয়ঃ সেনো যঃ কিল জগতি কাশী সুমহিমা,
স তেহট্টগ্রামী ভবতি সুকৃতী মৌলিকবরঃ।
যথা সিদ্ধগ্রামী দ্বিজবরকুলে শ্রোত্রিয়গণঃ,
কুলীনো বঙ্গেঽভূৎ সহজঠরজাতোঽপি কুশলী॥

দুহিবংশপ্রভব মহামহোপাধ্যায় মণ্ডিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা বল্লালের অন্ন-ভক্ষণে কৌলীন্য হারাইয়া সাধ্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং দুহির পূর্ব্বপুরুষ যে বল্লালের পূর্ব্বেই মহাকুল ছিলেন ইহা স্বীকৃত সত্য, কালক্রমে দুহি রগু-দোষে কৌলীন্যশূন্য হইয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ কেশবসেনের সময়ে দুহির

কৌলীন্য বিলুপ্ত হয়। সুতরাং দুহি কৌলীন্য হারাইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশী পিতার অনুগামী হইয়া নিষ্কুল থাকিলেন, অথচ মধ্যম পুত্র কুশলী বঙ্গে যাইয়া কি প্রকারে মহাকুল বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারিলেন ? ।

এ বিষয়ে সেনহাটীসমাজে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত যে, তখন কেহ প্রাণান্তেও অপসম্বন্ধ করিতেন না, রাজনগর ও পোনাবালিয়ার (বরিশাল) রাজা ও জমিদারগণ ধন্বন্তরি ও রোষসেন বংশপ্রভব, কিন্তু তাঁহারা স্থান-ত্যাগে কৌলীন্যভ্রষ্ট হয়েন। উক্ত উভয় স্থানের লোকেরা বহুকাল সেনহাটীর ঘাটে নৌকা লাগাইয়া অরবিন্দবংশে ক্রিয়া করিতে চেষ্টা পান। এরূপ জনশ্রুতি যে তাঁহাদের রোপিত বটাশ্বত্থ বৃক্ষ ছায়াদানের উপযুক্ত হইলে তবে অরবিন্দকে প্রলোভনে বাধ্য করেন। রাজনগরের লোক গৃহাগত হইলে তাঁহাকে বসিতে চাঁটাই দেওয়া হয়,বাটীর কর্ত্তা তখন চাল ছাইতে ছিলেন,নামিয়া রাজ-কর্ম্মচারিগণের প্রস্তুত বিবাহ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করেন ও অকুলীনের পদার্পণে অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া বাড়ীতে গোময়ের ছড়া দেন। তখন কেহ প্রাণ গেলেও কৌলীন্য নষ্ট করিতেন না। তত্রত্য বিকর্ত্তনাদি (ধন্বন্তরি) ও চাঁযুদাশ (অরবিন্দ)গণ বঙ্গদেশে পালটী ঘরের অভাববশতঃ কুশলীকে আধা আধা-কুল দিয়া খুলনা জিলার অন্তর্গত পয়োগ্রামে লইয়া যান। তথায় এখনও "রাঢ়ীপাড়া" বলিয়া একটী পল্লী বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ রাঢ়াগত কুশলী প্রথমে তথায়ই গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিকর্ত্তনাদি ও অরবিন্দ হইতে কৌলীন্য পাইয়া দুহিবংশাবতংস কুশলী পুনরায় লুপ্ত কৌলীন্যের সমাহার করেন। কিন্তু একথা কতদূর সত্য, তাহা ভগবান্ জানেন, তবে বিবাহসভাদিস্থলে এইরূপ তর্ক হইতে দেখা গিয়াছে, ও গিয়া থাকে। প্রখ্যাতনামা ঘটকবিশারদ রামকান্তও বলিয়া গিয়াছেন——

দুইকুলে দিল ভাগ, তাহে দুহির কুল।
আধায় আধায় তেহাই ভাগ, কুশলীর মূল॥
কুলশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাঙ্গদ সেনহাটী বসতি।
শিবানন্দ মঙ্গলানন্দ মহোজ্জ্বল কৃতী॥
হিঙ্গুবংশে প্রভাকর, পয়োগ্রামে ঘর।
হীনপ্রভ গণসেন ত্তেনাইতে ঘর॥

পাঁচথুপীতে মাধব নিরন্বয় কুলে রয়।
অবশেষে রাজদোষে দোষী হয়॥

আমরা বঙ্গদেশে দুহিকে (কুশলীর সন্তান হিঙ্গু প্রভৃতি) মহাকুল দেখিতে পাই। অবশ্য রামকান্ত তাঁহাকে বিকর্ত্তন ও অরবিন্দের সমাসনে স্থান দান করেন নাই। রামকান্তের সময়ে কি নিয়ম ছিল, তাহা তাঁহারাই জানেন, কিন্তু আমরা হিঙ্গুকে অরবিন্দ বিকর্ত্তনের সহিত তুল্যভাবেই গৃহীত হইতে দেখিয়া থাকি এবং তিনি অরবিন্দ বিকর্ত্তনের তুল্যই স্পর্দ্ধাবান্। ভরতও বলিয়াছেন—

কাঞ্চীশাগ্রামিসেনস্য গোত্রাণ্যষ্ট ভবন্তি চ।
শক্তি ধন্বন্তরী শ্রেষ্ঠৌ মধ্যো বৈশ্যানরাদিকঃ॥ ৮ পৃষ্ঠা চন্দ্রপ্রভা

যদি দুহি মুখ্য কুলীনই না হইবেন তবে তিনি ধন্বন্তরির সহিত শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধৃত হইবেন কেন? অতএব দুহি যে মহাকুলীন ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, তবে রাঢ়েই তাঁহার কুল রণ্ডদোষে গিয়াছিল। তাই জয়সেন বলিয়াছেন, মহাকুল দুহি রণ্ডদোষে কৌলীন্যভ্রষ্ট হয়েন। কিন্তু চতুর্ভুজ বলিতেছেন——

"দুহি বিনায়ক ত্রিপুর চায়ু, শিয়াল পন্থ আর কায়ু॥
গয়ি, নয় কুলে বাস, রাঢ়ে বঙ্গে ঘরসাত আট॥"
ইতি প্রাচীনস্য মতং জ্ঞাত্বাহং বচ্মি সাম্প্রতং।
যাদৃশঃ কুলভাবশ্চ তাদৃশো লিখ্যতে ময়া॥
দুহি বিনায়কশ্চায়ুপন্থত্রিপুরকায়ুকাঃ।
শিয়ালো গয়িসেনশ্চেবেত্যষ্টৌ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
দুহিবংশে চ কুশলী গোপালশ্চ শিয়ালকে।
বৈনায়কে হিঙ্গুসেন স্ত্রিপুরে মাধব স্তথা॥
বনমালী কায়ুবংশে, পুরারিশ্চায়ু বংশজে।
নয়ঃ স পন্থবংশে চ পুরসেনো গয়িয়ু চ॥
এতেষাং বৈদ্যবংশ্যানাং রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতিঃ।
ইত্যেব সিদ্ধবংশানাং কুলীনানাং ব্যবস্থিতিঃ॥
ইত্যেব পন্থারবিন্দপ্রধানাঃ কুলনায়কাঃ।
কথিতাস্তু ময়া গ্রন্থে সুবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ॥

কাশীসেনঃ সকলগুণবান্ ধাৰ্ম্মিকঃ সত্যবাদী,
স্থানভ্রষ্টাৎ স চ বুধবরঃ সিদ্ধবংশোদ্ভবোপি।
নো বৈ প্রাপ স্বকুলগুরুতাং হীনভাবস্তু লোকে।
কিঞ্চিৎ দোষাৎ কুলকুমুদিনী চন্দ্ররশ্মির্বভূব॥

চতুর্ভুজের এই উক্তি কতদূর প্রকৃত, তাহা চিন্তনীয়। কুশলীই স্থানভ্রষ্ট, পক্ষান্তরে কাশীই স্বস্থানসংস্থ, সুতরাং কেন চতুর্ভুজ কাশীর প্রতি এহেন দোষের সমারোপ করিলেন, আমরা তাহা অপরিজ্ঞাত। পশুদাশ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন——

গতং কুলং নিষ্কুলরগুদোষাৎ শ্রীশক্তিগোত্রস্য মহাকুলস্য।

তবে আবার কাশীর স্থানত্যাগের বার্ত্তা অবতারিত কেন? চতুর্ভুজ একথা খুলিয়া লিখিলে ভাল হইত, সুতরাং আমরা কি সত্য, কি মিথ্যা তন্নির্ণয়নে অসমর্থ। যে নাগদোষে মহাকুলপ্রসূত জয়দাশ নিষ্কুল হইলেন, ধন্বন্তরি-সন্তান বিকর্ত্তনপ্রভৃতি সেই নাগদোষেই সন্দুষ্ট, অথচ তাঁহারাই মহোজ্জ্বল কুল বলিয়া পরিগৃহীত। কেহ ধনে, কেহ জনবলে, কেহ বা সাগন্ধ্যের পক্ষপাত-বলে উন্নমিত,কেহ বা হিংসাদ্বেষাদিদ্বারা অবনমিত,সুতরাং আমরা পঞ্জিকাকার-গণের কৌলীন্যের গৌরবলাঘবের পরিগণনাকে প্রকৃত বলিয়া মনে করি না। দুর্জয় ও ভরত, যে যে বৈদ্য তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণে আগমন করিয়া ছিলেন না, তাঁহাদিগকে হীনবৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কেহই ন্যায়মার্গসংস্থ ছিলেন না, সুতরাং তজ্জন্য কাহার কথা নির্বিচারচিত্তে গ্রহণ করা অসম্ভব। পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে নিতান্ত অবিচারে ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া নিরপরাধের কুলনাশ করিয়াছেন, ইহার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত জয়দাশ, রাম, হুহি ও রোষসেন।

মহারাজ রবিসেন মহামণ্ডলের পুত্র লক্ষ্মণ, দত্তকন্যা বিবাহ করেন। তাহাতে তিনি সমাজে অবগীত ও নিগৃহীত হয়েন। কিন্তু পিতাকে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া আপনার হাতের সোণার বাজু লুকাইয়া পিতৃসন্নিধানে গমন করেন। তাহাতে রবিসেন পুত্রের হস্ত রিক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাজু কি হইল? লক্ষ্মণ কহিলেন বিষ্ঠার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। রবি বলিলেন ভূমিমালিদ্বারা কেন ধোওয়াইয়া লইলে না? তখন লক্ষ্মণ সজলনয়নে কহিলেন, পিতঃ। তবে আমাকেও কেন ধুইয়া ব্যবহার করুন না? তাহাতে

রবিসেন পুত্রবধূর পাকস্পর্শের আয়োজন করিয়া সামাজিকগণের নিমন্ত্রণ করিলেন, সকলেই রবির প্রতাপে ও সৌজন্যেও বটে নিরাপত্তিতে আহার করিতে আসিলেন, কিন্তু রবির নিজ সন্তান রাম, ভরত ও শত্রুঘ্নপ্রভৃতি কেহই আহার স্থানে গমন করিলেন না। অনন্তর পিতা ও অভ্যাগতগণের নির্বন্ধাতিশয়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু রামের মস্তক কিছুতেই অবনত হইল না। তখন রবিসেন মহামণ্ডল তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন—

বিনা রামং রবের্বংশে সর্ব্ব এব মহোজ্জ্বলাঃ।

রবিকৃত কুলপ্রদীপ।

ইহাতেই রামের কৌলীন্যসূর্য্য অস্তাচলগামী হইল। কিন্তু বুঝিয়া দেখিতে গেলে রাম বিবেক ও দুস্ত্যজ কৌলীন্যমর্য্যাদার পক্ষপাতী হইয়াই পিতার অনুচিত আজ্ঞা পালনে অনভিমত প্রকাশ করেন। রাঢ়ীয় মহাকুলীন চায়ুর পুত্র দিবাকর সন্তান কচুদাশগণ দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নায় কচুর শাক ও মুথা প্রভৃতি খাইয়াও প্রাণ ধারণ করেন, তথাপি অপক্রিয়া করিয়া ধনাহরণচেষ্টা করেন না। রামও কৌলীন্যরক্ষার নিমিত্তই পিতৃনিদেশ ব্যাহত করিয়াছিলেন। উহা রামের সত্যনিষ্ঠা ভিন্ন ঔদ্ধত্য নহে। রামকান্ত বলিয়াছেন—

হিঙ্গুর দৌহিত্র রাম, কুলে নিষ্ঠাবান্।
পিতৃদোষে কুলগ্লানি বিধির বিধান॥
পিতৃক্রোধে কুলগ্লানি রামের বনবাস।
ঘোড়া ঘাটে যেয়ে নিম করেন কুলনাশ॥

মহামতি কণ্ঠহারও বলিয়াছেন যে অতি কুলনৈষ্ঠিক হিঙ্গুদৌহিত্র রাম কেবল পিতৃক্রোধে কুলগ্লানি প্রাপ্ত হয়েন। যথা——

হিঙ্গুসেনস্য দৌহিত্রো রামোঽতিকুলনৈষ্ঠিকঃ।
পিতুঃ ক্রোধবশাদেব কুলগ্লানি মবাপ চ॥ ৫৯ পৃষ্ঠা।

যে সময়ে রাঢ়ীয়গণ সেনহাটীসমাজের কৌলীন্য স্বীকার করিতে নারাজ হয়েন, তাহার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত সেনহাটীসমাজের বৈদ্যদিগের সহিত রাঢ়ীয় সমাজের আদান প্রদান চলিতে ছিল। বৈদ্যকুলভূষা স্বয়ং দুর্জয়দাশ আপন সহোদরাকে সেনহাটীর (চন্দনীমহলের) উক্ত রামের হস্তে সমর্পণ করেন। যথা——

চণ্ডীদাসো গণপতিঃ পরো দুর্জ্জয় দাশকঃ।
যোঽসৌ বৈদ্যান্তরঙ্গোঽভূৎ পূর্ব্বং বামনখানতঃ॥
তৎপক্ষে কন্যাকে জাতে তে দত্তে সময়োচিতং।
সেনহাটীসমুদ্ভূত রামসেনায় পূর্ব্বিকা॥ ২৫৫ পৃ চন্দ্রপ্রভা।
জজ্ঞিরে রামসেনস্য তনয়াঃ ষট্‌ চ পণ্ডিতাঃ।
তে বিশ্বম্ভরদাশস্য চায়ুবংশস্য সুমুজাঃ॥ ১০৬ পৃ চন্দ্রপ্রভা।

বিশ্বম্ভরদাশ, দুর্জয়দাশের পিতা। সেনহাটী-নিবাসী রামসেনের পুত্র ষট্‌ক উক্ত বিশ্বম্ভরের দৌহিত্র ও দুর্জয়দাশের ভাগিনেয়, কিন্তু দুর্জয়, রামের কৌলীন্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—

সেনহট্টসমাজত্বাৎ রামসেনে কুলং কথং।
ইতি তর্কো নকর্ত্তব্যো রামসেনে কুলং ধ্রুবং॥
যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ অয়োপি যাতি রুক্মতাং।
তথা চায়ুকুলস্পর্শাৎ অকুলীনঃ কুলীনতাং॥
রামে নবগুণাধারে ভ্রাতরো লক্ষ্মণাদয়ঃ।
শশিনি মেঘনির্ম্মুক্তে শোভন্তে তারকা যথা॥ দুর্জ্জয়পঞ্জী।

আমরা রামের কথা বলিলাম, এই ক্ষণে রোষের কথা বলিব। আমরা যেমন বঙ্গে মিত্রের কুল দেখিতে পাই না, গুহের কুল দেখিতে পাই, তেমনই রাঢ়ে রোষের কুল মহোজ্জলভাবে বিরাজমান, বঙ্গদেশে সেই রোষ হীনপ্রভ ও নিষ্কুল। কেন? ইহারও কারণ সেই পিতৃঅভিসম্পাত। মহামতি ধন্বন্তরি, শোভাকরনাগের কথায় বদ্ধ হইয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই কন্যার গর্ভে গাণ্ডেয়ী ও শম্ভুনামে ধন্বন্তরির দুই পুত্র হয়। এদিকে তিনি গুপ্তবংশে যে প্রথম বিবাহ করেন, তাঁহার সেই স্ত্রীর গর্ভজাত কাম, আভ, কার্পটি ও রোষ, এই চারি পুত্র বর্ত্তমান ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রোষ, পিতার দিকে রোষকষায়িতলোচনে তাকাইলে ধন্বন্তরি তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন, তদনুসারে রোষ কুলভ্রষ্ট হয়েন। এ বিষয়ে এই সকল প্রমাণ বর্ত্তমান—

রামো রোষো বহুগুণযুতঃ সিদ্ধবংশাবতংস,
লোকে মান্যো গিরিশসদৃশঃ শাস্ত্রবেত্তাতিধন্যঃ।

এতৌ পূর্ব্বে সুকৃতিকুশলৌ তাতশাপাৎ প্রণষ্টৌ।
সাধ্যে সংস্থৌ নিখিলবিদুষা কল্পিতৌ পূর্ব্বকালে॥ চতুর্ভুজ
কামাভকার্পটীরোষা দৈবাৎ গ্লানি মুপাগতাঃ। ৪৭পৃ কণ্ঠহার
বিমাতৃকোপে রোষ, কষ্টসাধ্যে মহীপতি।
যাজরায় বুয়ীদোষে ঝুড়ুনেরকুলে অখ্যাতি॥ রামকান্তঘটক

ফলতঃ রোষসেন মহাকুলসম্ভূত মহাকুলীন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই কিন্তু তিনিও রামের ন্যায় নিতান্ত নিরপরাধে পিতৃশাপে কৌলীন্যপরিভ্রষ্ট হয়েন। তজ্জন্য তাঁহাকে বঙ্গদেশে মৌলিকভাবেই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটী বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে আমি বঙ্গদেশে হুঁহি (হিন্দু) ও রোষের বংশে উপবীতহীন লোক দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে তাঁহারা বড়ই নিষ্ঠাবান্। যাহা হউক রাঢ়ে বসবাস করা কালেই পিতৃশাপে রোষের কৌলীন্য বিনষ্ট হয়, কিন্তু রাঢ়ে রোষের কৌলীন্য গেল না অথচ আরও ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইল, ইহার কারণ কি ?। চতুর্ভুজ বলিতেছেন—

এতেষাং বংশজাঃ পূর্ব্বং রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সিদ্ধবংশপ্রভাবেণ ধনবত্তাদিযোগতঃ।
কুলীনেন চ সম্বন্ধাৎ রাঢ়ে তেষাং প্রধানতা॥

অর্থাৎ এই রোষসেনগণ, পূর্ব্বে রাঢ় ও বঙ্গ উভয় দেশেই প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা একে সিদ্ধবংশ, তাহাতে প্রভূত ধনসম্পৎ ছিল, বড় বড় কুলীনের সহিতও সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তজ্জন্য রাঢ়ে তাঁহারা পূর্ব্ব প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহাদিগের বিদ্যা ও ধনবত্তাও তাঁহাদিগের কুল বজায় রাখে, কিন্তু আমরা শুধু এই হেতুতে তৃপ্ত নহি।

রোষ যে পিতৃশাপ অগ্রাহ্য করিয়া আপনার কৌলীন্য বজায় রাখিয়াছেন ইহা ত ঠিকই, কিন্তু তাঁহারা পিতৃশাপ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবার জন্য আপনাদিগকে একদমে ধন্বন্তরির পুত্রত্ব হইতেও দূরে রাখিয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃস্থানে খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। কে ইহার প্রথম কর্ত্তা, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু রাঢ়ীয় কোন কুলপঞ্জীপ্রণেতা নিশ্চয়ই যে এই নামগতবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। সমুদায় বঙ্গীয় কুলজীমতে রোষসেন ধন্বন্তরির পুত্র, অথচ রাঢ়ীয় পঞ্জিকারেরা রোষকে ধন্বন্তরির ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

ফেলিয়াছেন। বঙ্গীয়গণ রাঢ়ের পূর্ব্বাধিবাসী তাঁহারা রাঢ়ে বাসকালে জানিতেন, কে কাহার কি লাগেন। সুতরাং তাঁহারা যে একবাক্যে রোষকে ধন্বন্তরির পুত্র ও পিতৃশাপে তাঁহার কুলহানির কথা প্রখ্যাপিত করিতেছেন, ইহা অনি-দান হইতে পারে না। বঙ্গগত রোষগণও তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহাতেই বোধ হয় নামের সংস্রব ও পিতৃশাপ এড়াইবার জন্যই রাঢ়ীয় পঞ্জীকারগণ এ বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। বরাহনগরের গুপ্তগণ লুপ্তকুল হইলেও আপনার লেখনীতে আপনাকে মহাকুলীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। যথা—

মালঞ্চে ভুবি সেনবংশসুকৃতিঃ শ্রীলঃ কুমারো মহান্,
দাশেঽভূৎ বরচায়ুবংশজননো নাম্না চ বিশ্বম্ভরঃ।
গুপ্তাম্ভোজরবি র্বরাহনগরে শ্রীবিশ্বনাথঃ কৃতী,
বিখ্যাতাঃ কুলশীলদানসহিতাঃ সর্ব্বে সমানা ইমে॥
কার মতে বিশ্বনাথ হীরা সমতুল।
দুর্জ্জয়-কুলেন্দ্র ভণে তিন একমূল॥ রামভদ্র গুপ্ত

গুপ্ত বিশ্বনাথ, চায়ু ও মালঞ্চীয় রোষসেনের সমকক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রাধান্য কালে কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তথাপি বহু গুপ্তসন্তান আপনাদের পূর্ব্বপ্রাধান্য বজায় রাখিতে মিথ্যা প্রমাণের আশ্রয় লইয়া থাকেন ও অনেকে এখনও চেষ্টা পাইতেছেন। বঙ্গদেশের দুহিজ মাধব নিষ্কুল, অথচ কেহ কেহ প্রমাণ কৃত্রিম করিয়া মাধবের ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। যথা—

সন্তানানাং মাধবস্য সর্ব্বেষাং মলিনং কুলং। জগন্নাথগুপ্ত।
সন্তানানাং মাধবস্য সর্ব্বেষাং মসৃণং কুলং। কৃত্রিম।

এই প্রমাণের প্রথমটী মূল ও দ্বিতীয়টী বিকৃত। কোন্ ব্যক্তি এই "মলিন" শব্দটীকে "মসৃণ" করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন তাহা ভগবান্ জানেন, যাহা হউক ঐরূপ জিগীষাপ্রণোদিত হইয়াই রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য কেহ ধন্বন্তরি ও রোষে পিতাপুত্রত্বের পরিবর্ত্তে ভ্রাতৃত্বের সমারোপ ঘটাইয়াছেন, ইহাই সুনিশ্চিত। আমরা উভয়দেশীয় পঞ্জীর প্রমাণ ও বংশমালা নিম্নে বিন্যস্ত করিলাম, প্রবীণ-গণ ইহা হইতে সত্যের উন্নয়ন করিবেন। যথা—

ভরতের রত্নপ্রভা।

বিনায়কস্য সেনস্য
জজ্ঞিরে তনয়া স্ত্রয়ঃ।
রোষসেন স্তদীয়াগ্র্যো
ধন্বন্তরি রথাপরঃ॥
পরঃ কাপড়িসেনোঽমী
ত্রয় এব মহাকুলাঃ।
রোষসেনাদজায়ন্ত,
নারায়ণঃ পশুপতিঃ।
নারায়ণাদজায়েতাং
সাঙুসেনোঽথ ভরতঃ।
সাঙুসেনস্য চত্বারঃ,
তনয়া বিনয়ান্বিতাঃ।
কুমারসেনঃ কাকুৎস্থঃ, ৭পৃষ্ঠা
কুমারসেনতনয়ো
জাতোভাস্করসেনকঃ।
অথ ভাস্করসেনস্য
জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
সুরথো গুণসাগরঃ,
কৃষ্ণখান ইতি খ্যাতঃ।
অস্যাত্মজো মহাদেব-
সেনঃ সদ্গুণমণ্ডিতঃ।
খানো হরিহরঃ খ্যাতঃ। ৮পৃ
হরিহরখানতনুজাঃ
মল্লীকো গোপীনাথোঽন্যঃ।
গোপীনাথস্য পুত্রৌ দ্বৌ,
বনমালী মহাযশাঃ।

রামকান্তের কণ্ঠহার।

সেনভূমৌ অভূৎ রাজা
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষ স্তস্য তনয়ঃ,
কমলো বিমল স্তথা॥
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ
কমলো বিমলঃ পুনঃ,
কুলচ্ছত্র মুপাদায়,
রাঢ়দেশ মুপাগতঃ॥
বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা
বিমলস্য সুতোঽভবৎ॥
বিনায়কাৎ সুতৌ জাতৌ,
ধন্বন্তরিশুকাবুভৌ।
ধন্বন্তরেশ্চ ষট্ পুত্রাঃ
বভূবুঃ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
কামআভঃ কার্পটিকো
রোষো গুপ্তদুহিতৃজাঃ।
গাঙ্গেয়ী শম্ভুসেনশ্চ
নাগজায়াং বভূবতুঃ।
গাঙ্গেয়িকস্য ষট্ পুত্রাঃ
হিঙ্গুসেন স্ত্রিলোচনঃ।
উষাপতিঃ পদ্মনাভ-
সেনশ্চ মধুসূদনঃ॥
ষণ্ণাং মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ
কৌলীন্যে খ্যাতিমীয়িবান্।
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্ট-
নগরী মধ্যুবাস সঃ॥ ৪৬।৪৭ পৃ

ত্রয়স্তনুজা বনমালিনোঽমী
গৌরাঙ্গমল্লীক ইতি প্রসিদ্ধঃ।
গৌরাঙ্গমল্লিকস্যামী,
পরো ভরত মল্লিকঃ। ১১।১২পৃ
অথাস্য ধন্বন্তরিসেনকস্য,
দ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ পঞ্চ সুতা বভূবুঃ।
আদ্যোঽভবৎ গাণ্ডয়িসেননামা
বিখ্যাতকীর্ত্তিঃ কমনীয়ধামা॥
অয়ঞ্চ শোভাকরনাগকন্যা-
সুতঃ পিতুঃ প্রাক্তনকর্ম্মদোষাৎ
স বার্দ্ধকে জহ্নুসুতাপ্রতীরে,
নাগোদ্দদৌ তজ্জনকায় কন্যাং।
অথ গাণ্ডয়িসেনস্য
ষট্ পুত্রাস্তস্য জজ্ঞিরে।
উষাপতি স্ততঃ পশ্চাৎ
মধুসূদনসেনকঃ।
সোমসেন স্ত্রয়ঃ পঞ্চ
হাপান্যানস্তজাসুতাঃ।
পরপক্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ।
হিঙ্গুসেন স্তদগ্রজঃ।
দ্বিতীয়ো ভবসেনশ্চ,
তিলসেনস্ততঃ পরঃ॥ ২৬ পৃষ্ঠা

রোষসেনস্য তনয়ঃ
সঙ্কেত ইতি বিশ্রুতঃ।
মারোমুরারি রন্যৌ দ্বৌ
রাঢ়ায়াং তৌ প্রতিষ্ঠিতৌ॥
মনোহরোঽভূৎ সঙ্কেতাৎ,
মনোহরস্য তনয়ঃ,
সাঁয়িসেনোঽভবৎ সুধীঃ।
সাঁয়িসেনস্য তনয়ঃ
কাকুৎস্থঃ কুলভূষণং॥ ১০১-২পৃ

মাঝে মাঝের অদরকারী চরণ-গুলি বাদ দেওয়া গিয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি মূল গ্রন্থ দেখিয়া লইবেন। রামকান্তও রাঢ়ীয় রোষ-বংশের সকলের নাম দেন নাই। তবে যে রোষকে ধন্বন্তরির জ্যেষ্ঠ পুত্র লিখিয়াছেন, ইহাই ঠিক। যাহা হউক এইক্ষণে সহজে পদার্থ-গ্রহ নিমিত্ত এখানে যে উভয় পক্ষের প্রমাণ অধ্যাহৃত হইল, আমরা ইহা হইতে পৃথক্ পৃথক্ বংশমালা রচনা করিব। যথা—

আমরা উভয় দিকে যে প্রমাণ ও বংশমালা বিন্যস্ত করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে ভরত বলিতেছেন রোষ ও ধন্বন্তরি দুই সহোদর ভাই, আর কণ্ঠহার রামকান্তদাশ বলিতেছেন যে না ধন্বন্তরি-পিতা ও রোষসেন পুত্র। আবার ভরত বলিতে-ছেন যে ধন্বন্তরি মাত্র নাগ কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে গাণ্ডেয়ী জন্ম গ্রহণ করেন, কণ্ঠহার বলিতেছেন ধন্বন্তরির গুপ্ত বংশীয়া স্ত্রীতে রোষ-প্রভৃতি ৪ পুত্র ও নাগ কন্যাতে গাণ্ডেয়ী ও শম্ভুসেন এই দুই পুত্র জন্মে। রামকান্তের সম-সাময়িক বঙ্গীয় রোষগণও আপনাদিগকে ধন্বন্তরির পুত্র বলিয়া জানিতেন, পিতৃশাপে কুলক্ষয়ের কথাও তাঁহারা অপরিজ্ঞাত নহেন, সুতরাং ভরতের যে এ বিষয়ে স্খলন ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভরত বলিতেছেন রোষ, ধন্বন্তরি ও কাপড়ি মহাকুল, অন্য রাঢ়ীয় পঞ্জীও তাঁহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—

রোষ-কাপড়ি-চায়ূনাং বংশে জাতা মহাকুলাঃ।
সেনে রোষো মহাকুলো দাশে চায়ুশ্চ তৎসমঃ।
গুপ্তং লুপ্তকুলং মন্যে তৎপরং স্বকুলং বিদুঃ॥

পক্ষান্তরে—কণ্ঠহার বলিতেছেন, হাঁ রোষ মহাকুল ছিলেন, কিন্তু তিনি পিতৃশাপে কুলভ্রষ্ট হয়েন।

নাগজাতনয়োঽপ্যেষাং গাঙ্গেয়ী তু বিশিষ্যতে।
কামাভকার্পটিরোষা দৈবাৎ গ্লানি মুপাগতাঃ॥

দক্ষিণের বংশমালাস্থ ৩।৪ নং প্রভৃতি সকলে রোষের সন্তান, তবে তাঁহারা আপনাদের শাপদোষ খণ্ডাইবার জন্য ধন্বন্তরি ও রোষকে একবারে ভাই বানাইয়া বসিয়াছেন। রাঢ়ীয় কোন কুলাচার্য্য ইচ্ছা করিয়া এরূপ মহাপাতক করিয়াছেন কিনা তাহা বলা বড়ই কঠিন। কিন্তু প্রমাদবশতও যে এরূপ না ঘটিতে পারে তাহা নহে। আমরা মৈত্রেয়কুলের বংশমালা হইতেই দেখাইয়াছি যে তাঁহারা (৪) পীতাম্বর ও (৫) শান্তনুর মধ্যে, কে পিতা, কে পুত্র, তাহা ঠাহরাইতে পারেন নাই, ঐরূপ ভুলে রাঢ়ীয়গণও ধন্বন্তরি ও রোষকে ভাই বানাইয়া থাকিবেন। আমরা এখানে প্রসঙ্গতঃ ভরতমল্লিকমহাশয়ের আরও কতকগুলি স্খলন প্রদর্শন করিব। মল্লিক মহাশয় বলিয়াছেন—

সেনঃ পুরো জন্মতয়া গুণৈশ্চ, জ্যেষ্ঠ স্তুতস্তস্য কুলং পুরস্তাৎ।
পূর্ব্বৈঃ কবীন্দ্রৈঃ কুলপঞ্জিকায়া মভাণ্যতস্তস্য কুলং ব্রুবেঽগ্রে॥

সেন অগ্রজন্মা, সেন জ্যেষ্ঠ ভাই, অতএব তাঁহার কুলই অগ্রে বলিব। ভরতের এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁহার বিশ্বাস যে অমৃতাচার্য্যের সেন দাশ, গুপ্ত, এই তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে সেন বয়স ও গুণে উভয়তই জ্যেষ্ঠ। কিন্তু একথা আদবেই সত্য নহে। সেন, দাশ, গুপ্ত, কখনই একমাতৃক বা এক-পিতৃক ছিলেন না। তাহা হইলে কি তাঁহারা ভিন্ন গোত্রের হইতে পারেন? ভরত ত নিজেই বলিয়াছেন।

যস্য যস্য মুনের্যো যঃ সন্তানঃ স স এব হি।
তত্তদ্‌গোত্রাদিনা বেদ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদ্যস্তু স্বকর্ম্মণা॥

যিনি যে মুনির পুত্র, তিনি সেই মুনির গোত্রভাজী, তবে উৎকর্ষ অপকর্ষাদি নিজগুণ লভ্য মাত্র। মল্লিকমহাশয় নিজে ধন্বন্তরি গোত্রীয় সেন। দাশ চায়ু ও পন্থাদি মৌদ্গল্যগোত্রভাজী, গুপ্ত কাশ্যপকুলপ্রভব। সুতরাং ইহারা কি প্রকারে এক পিতার সন্তান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন? এক বাপের তিন সন্তান মধ্যে সেন যে বড় ভাই, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? শক্তিপ্রভৃতি গোত্রের সেনেরাই বা তবে কোথা হইতে ভাসিয়া আসিলেন? সেন সর্ব্বসমেত ৮ গোত্রভাজী, সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই পৃথক্ ৮ মুনির সন্তান। মাতাও তাঁহাদের পৃথক্, পৃথক্, আমরা তাহা চতুর্ভুজ গ্রন্থহইতে দেখাইয়াছি। অমৃতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা গান্ধারীর গর্ভে শক্তিধরঋষির ঔরসে সেননামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়, তিনিই শক্তিগোত্রীয় সেনকুলের নিদান। যদি জ্যেষ্ঠত্ব গণনা করিতে হয়, তবে তিনিই বৈদ্যের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও তাঁহাকেই প্রধান বা মহাকুলীন বলা সুসঙ্গত। এবং ভরত যে ধন্বন্তরি সেনের বংশের (নিজের) কৌলীন্য-বর্ণনা আগে করিয়াছেন, তাহা না করিয়া অগ্রেই শক্তির কুল বা বংশ বর্ণন করা উচিত ছিল। প্রকৃত কথাও তাহাই। চতুর্ভুজ কিন্তু তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—

শক্তিধরো মুনি র্নাম শক্তি-গোত্রসমুদ্ভবঃ।
চতুর্ব্বেদবিচারজ্ঞঃ কান্যকুব্জনিকেতনঃ॥
স তূপযেমে প্রথমাং গান্ধারীং নাম কন্যকাং।
তস্যাং সুতৌ চ দ্বৌ জাতৌ সেনরাজাভিধানকৌ॥
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসৌ নানাগুণসমন্বিতৌ।
শক্তিগোত্রেঽভবৎ সেনঃ প্রধানঃ কুলনায়কঃ॥

বেশ বুঝা গেল, একথা অতি সুসঙ্গতঃ, ভরত ভ্রান্তিবশতঃ নিজের উক্তির সহিত নিজেরই বিরোধ ঘটাইয়াছেন। ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেন বড় ভাই নহেন, পরন্তু শক্তিগোত্রীয় সেনই বড় ভাই, তবে ধন্বন্তরি ও শক্তি-গোত্রীয় সেন উভয়েই চতুর্ব্বেদী। মথুরার চৌবেগণ, ও গোয়ালিয়রপ্রভৃতি অঞ্চলের সেনাঢ্য-চৌবে সকল যথাসম্ভব ধন্বন্তরি ও শক্তিগোত্রীয় সেনশর্ম্মা।

ভরতের আর এক মহাভুল এই যে তিনি রঘুনন্দনের চোথা পাতড়া গুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মানিয়া বৈদ্যের অতিদিষ্ট শূদ্রত্ব মাথায় পাতিয়া লইয়া-

ছেন। বাচস্পতিমিশ্র ও রঘুনন্দন, একালের অতি আধুনিক লোক। তাঁহারা বেদবর্জ্জিত, ক্রিয়াবর্জ্জিত ও ব্রাহ্মণ্যবর্জ্জিত সাতশতীদিগকে (আত্মীয় স্বজন মেসোপিসে প্রভৃতি বলিয়া?) শূদ্র না লিখিয়া একালের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠদিগকে শূদ্র বলিতে চাহিয়াছেন। সে পক্ষপাতদূষিত অব্যবস্থাও কি মানিতে হয়? বাচস্পতি ও রঘুনন্দন কি ঋষি ছিলেন? তাঁহারা কি নিজেরাও বেদবর্জ্জিত ঢোঁড়াসাপ ছিলেন না? রঘুনন্দনের দেশে প্রাচীন স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরাণের বচন সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি প্রণয়ন করেন, উহাও কি হিন্দুর মান্য গ্রন্থ হইতে পারে? রঘুনন্দন "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" এই যে মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া এ কালের ক্ষত্রিয়াম্বষ্ঠাদির অতিদিষ্টশূদ্রত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা গিয়াছে, তিনি কখন নিজচক্ষে মনুর চেহারাও দেখিয়া ছিলেন না। মনুর উক্ত (১০ অ ৪২) বচন দ্বারা ৪৩ শ্লোকের চীনযবনশকাদিরই শূদ্রত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। রঘুনন্দন ও বাচস্পতিমিশ্র সম্ভবতঃ উক্ত বচনটী অন্য কোন স্থানে ধৃত দেখিয়া উদোর পিণ্ডি আনিয়া বুধোর ঘাড়ে ঘুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মনু পড়া থাকিলে তাঁহারা অম্বষ্ঠাদির ক্রিয়ালোপে শূদ্রত্বখ্যাপনজন্য এই বচনটীর শেষার্দ্ধের অধ্যাহার করিতেন।

ব্যভিচারেণ বর্ণানাং অবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ২৫—১০ অ

যাহারা ব্যভিচারজাত ও যাহারা প্রতিলোমজাত বা সপিণ্ড কিংবা সগোত্রাবিবাহপ্রভব, তাহারা জন্মগত বর্ণসঙ্কর। আর যাহারা স্বকর্ম্মত্যাগী (যেমন ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণ, উকিল, মোক্তার, দোকানদার বা বৈশ্য কেরাণী ইত্যাদি) তাহারা ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর। এই ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্করত্বনিবন্ধনই লোক অতিদিষ্ট শূদ্র হয় এবং তাহারাও শূদ্রাচারী। যথা—শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন।

শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।

অমরের বৃষলীভূত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যাদিই ইহার উদাহরণ স্থল। যে সকল বৈদ্য ও মাহিষ্য স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লিপিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই অমরের অম্বষ্ঠ-মাহিষ্যাদি। বঙ্গদেশের স্বকর্ম্মশীল অবৃষলীভূত বৈদ্যগণ স্বতন্ত্র পদার্থ।

অপি চ মল্লিকমহাশয় বিষ্ণু ও যমের নাম দিয়া এই সকল বচন অধ্যাহৃত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাৎ বৈগ্যো দ্বিজ ইতি স্মৃতঃ।
তপো যোগাৎ পুরা বৈদ্যা স্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ॥
বিপ্রক্ষত্রজতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ অথ তা বৈগ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রসমা জ্ঞেয়া যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥ বিষ্ণুঃ।
যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ। যমঃ।

আমরা মনে করি মল্লিকমহাশয়ের সময়েই কতকগুলি লোক বৈগ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনাশের জন্য বিষ্ণু ও যমের নাম দিয়া ঐ সকল মিথ্যা শ্লোকের স্বজন করিয়াছিল। মল্লিকমহাশয় নিজে বিষ্ণু ও যমসংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলে কথনই কুলোকের কথায় ভুলিতেন না।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

ইতি মনুবচনং ধৃত্বা এবমম্বষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্ব মিতি স্বস্বগ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রাদিভি স্তথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপি উক্তং, অতএব কুলপঞ্জিকায়াং

অতিদিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ।
তস্মাৎ ক্ষত্রবিশাং তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্থ পূজিতঃ॥

এ অতি হাস্যজনক কথা। এ দেশের ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠগণ কবে ব্রাহ্মণের দৃষ্টি ছাড়া হইল? তৈলবট-বিনোদী ব্রাহ্মণ ত ভিক্ষার ঝুলী লইয়া যুগ-যুগান্ত পর্য্যন্তই অবিচ্ছেদে এদেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের দর্শনে রহিয়াছেন? এ অদর্শন, চীনশকাদি সম্বন্ধে, অম্বষ্ঠাদি সম্বন্ধে নহে। বাচস্পতিমিশ্র ও রঘুনন্দন অপেক্ষা মল্লিকমহাশয় ত বড় পণ্ডিতই ছিলেন, অথচ তিনিও কেন যে তাঁহাদের কথায় ভুলিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। বিষ্ণু ও যমসংহিতার কোন স্থানে উক্ত শ্লোকাবলী নাই। বিশেষতঃ ঐ সকল প্রাচীন স্মৃতিতে "বৈদ্য" শব্দটী জাতি-বাচকও গৃহীত হইতে পারে না। মাত্র আধুনিক উপপুরাণ অনার্ষগ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম্মে অম্বষ্ঠগণ "বৈদ্য" বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছেন। আর বৈদ্যগণ, আয়ুর্ব্বেদ ও উপনয়নে অধিকারী বলিয়াই "দ্বিজ", ইহাও অতি মিথ্যা কথা। মনু ১০ অ। ৪১

শ্লোকে যখন অম্বষ্ঠকে দ্বিজ বলিয়াছেন, তখন তিনি এ কথা বলেন নাই। এক-তর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠগণ সকল বেদেই অধিকারী ছিলেন, তিনি ক্ষত্রিয়াপেক্ষা ন্যূন্ ইহাও মিথ্যা কথা। "অধীয়ীরং স্ত্রয়োবর্ণাঃ" ইহা দ্বারাই অম্বষ্ঠের সর্ব্ববেদাধিকার সূচিত হইয়াছে। এখনও হতভাগ্য বঙ্গদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আপন আপন বংশীয় বেদে অধিকারী রহিয়াছেন, এই সকল মিথ্যা বচন আধুনিক কুলোকপ্রণীত। মল্লিক মহাশয় আরও লিখিয়াছেন।

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে॥

ইহাও প্রকৃত কথা নহে। অবশ্য ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, চারিজাতির কন্যাই তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সত্যযুগে যে আদবেই কোন জাতি ছিল না ?। ত্রেতাযুগের কোন এক সময়ে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং মল্লিক মহাশয় সহসা এ কথা লিখিয়া অন্যায় করিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুঃশীলচেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তিঃ প্রজানাং জায়তে স্বয়ং॥ ৫৯
অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ॥ ৬০
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তম-বর্জিতাঃ॥ ৬১॥৮অ বায়ু।
বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রবর্ত্তিতঃ॥ ৬৯-৫৭-অ বায়ু।

আমরা এই গ্রন্থের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে সকল কথা দেখাইয়াছি, সুতরাং বোধ হয় আর কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবেন না যে,সেন,দাশ ও গুপ্তাদি একের সন্তান, অথচ ভিন্ন ভিন্ন গোত্রভাজী এবং অম্বষ্ঠগণ অতিদিষ্ট শূদ্র।

মল্লিকমহাশয় অথবা দুর্জ্জয়দাশপ্রভৃতি যখন কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন, তখন দেশে দেশে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দেন। তাহাতে যাঁহারা আগমন না করেন, উঁহারা তাঁহাদিগকে নীচ ও অকুলীনপ্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই কারণে সেনহাটীর কুলীনগণ দুর্জ্জয়ভরতাদির নিরঙ্কুশ কলমে হীন হইয়া যান।

কালক্রমে সেনহট্টভবা নিষ্কুলতাং গতাঃ।
ইতি পূর্ব্বৈঃ সেনহাটীভবোঽপি কুল ঈরিতঃ।
কিন্ত্বিদানী মবিজ্ঞাতঃ স্থাননাম্না বিনির্ম্মিতঃ॥

ইহা অতি অমুচিত শাসন। বলা অনাবশ্যক যে ভরতাদির এই কথায় সেনহাটীসমাজের কুলীনগণ কেহই অকুলীন হইয়া যান নাই। তৎকালে কি রাঢ়ীয়গণ, কি সেনহাটীয়গণ সকলেই অর্থলোভে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের বৈদ্যদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়াছেন্। সুতরাং সে কারণে কৌলীন্যলোপ হইলে রাঢ়ীয়দিগেরও কৌলীন্যবিধ্বংস কেন ঘটিয়াছিল না? ফলতঃ দুর্জয় ও ভরত যে জেদ ও অনভিজ্ঞতাবশতঃ ঐরূপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজোক্তিতেই পরিব্যক্ত। যথা—

যে যে বিদেশেষু বসন্তি বৈদ্যাঃ, তেষাং পদেষস্তু মম প্রণামঃ।
অজ্ঞাতত স্তান্ ন লিখামি দোষো ন মে ক্ষমা তন্ ময়ি তৈ বিধেয়া॥

ধনব্যয় নাহি গণি. নানা স্থানহৈতে আনি, বৈদ্যসভা করিলা দুর্জয়।
যিঁহ আমন্ত্রণে আল্যা, তাঁহারে সদয় হল্যা, অনাগতে হইলা নির্দয়।

রামভদ্রগুপ্ত।

মল্লিকমহাশয়, দেশান্তরগতদিগের বিবরণ স্বীয়গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই। চায়ুদাশের পুত্র পুরন্দর (পুরারি বা) ও দিবাকর, সেনহট্টসমাজের শুভবাটী (শুভে রাঢ়া, শুভলড়া) গ্রামে আগমন করেন। পরে অস্বাস্থ্যকর দেশে বাস করা অসুবিধাকর হেতু দিবাকর পুনরায় রাঢ়ে চলিয়া যান, পুরন্দর এ দেশেই থাকেন। কিন্তু ভরত পুরন্দরের নাম আদবেই করেন নাই। যথা—

তস্যৈব চায়ুদাশস্য তনয়ৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ।
মহাকুলীনৌ বিদ্বাংসৌ খ্যাতৌ নরদিবাকরৌ॥

তথাস্তু, পুরন্দর যুথভ্রষ্ট, তাঁহার নাম যেন নাই লওয়া হইল। (অতিদূরং গতোযশ্চ নাত্র বাচ্য স্তদন্বয়ঃ)। কিন্তু তবে তিনি স্থলান্তরে বলিলেন কেন—

মৌদ্‌গল্যগোত্রে যো বীজী নৃসিংহদাশ ঈরিতঃ।
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে হাপান্যাগ্রামবাসিনঃ॥

নৃসিংহদাশস্য চ পঞ্চ পুত্রা দ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ সদ্‌গুণশালিনস্তে।
যঃ কান্দুদাশোঽজনি শক্তি-বংশে নারায়ণস্যাত্মজয়া প্রসূতঃ॥
অন্যত্র পক্ষেঽপি চতুস্তনূজা স্তেষগ্রজো রাম ইতি প্রসিদ্ধঃ।
অস্মাৎ পরেঽন্যো নিমদাশচাসদাশৌ চ নারায়ণদাশ এব॥ ৩৮৩
নারায়ণস্য পুত্রাদ্যা জ্ঞেয়া লোকানুসাতঃ॥ ৩৮৪ পৃষ্ঠা

এখন সকলে ভাবিয়া দেখুন, ভরত এ নূতন কথা কোথায় পাইলেন ? নৃসিংহ-দাশ বলিয়া কি চায়ু, পন্থ, বিনায়কের ন্যায় কোন বীজী পুরুষ ছিলেন ? ভরত কি কোন গ্রন্থ হইতে তাহা দেখাইতে পারিবেন ?। ফলতঃ প্রকৃত কথা চায়ুর পুত্র পুরন্দর, পুরন্দরের পুত্র নরসিংহ, নরসিংহের পুত্র,নারায়ণপ্রভৃতি,নারায়ণের পুত্র প্রজাপতি, তৎপুত্র অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণু। কান্দুই স্কন্দ, বঙ্গে কায়নামে প্রথিত। বঙ্গে অরবিন্দ ও বিষ্ণু মহাকুল। ভরত তাঁহাদিগের কোন সন্ধান না লইয়া ধাত্রীগ্রামের চতুষ্পাঠীতে বসিয়া বিনা বিচারে লিখিয়া বসি-লেন "নরসিংহ বীজপুরুষ" !! ফলতঃ যেমন রাঢ়ে চায়ুর সন্তানেরা দুর্জয়, বাণ ও গণপ্রভৃতি নামে প্রথিত, তেমনই বঙ্গেও চায়ুর সন্তানেরা নরসিংহ, অরবিন্দ জয় ও বিষ্ণুপ্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। দুর্জয় ও চণ্ডীবরাদি যেমন বীজপুরুষ নন্, তেমনই নরসিংহপ্রভৃতিও বীজপুরুষস্থানীয় ছিলেন না। ভরত কোন অনুসন্ধান না করিয়াই বঙ্গের চায়ুজগণকে যেন পৃথক্ একটা জঘন্য কুলজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে বিবেচনার কাজ হয় নাই। সেনহাটীসমাজের লোক তখন ধাত্রীগ্রামে যাতায়াত করা বিষম অসাধ্য ব্যাপার মনে করিতেন। অপিচ কেহ বা গর্ব্ববশতঃ,আবার কেহ কেহ বা দৈন্য-বশতঃ এবং কেহ কেহ বা দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইবার ভয়েও ভরতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এরূপ অবস্থায় ভরত কোন আঁচড় না পাড়িলেই ভাল হইত। ভরত যে কোন সন্ধান না লইয়া পথের লোক ধরিয়াই দুই এককথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই জানা যায়। রাঢ়ে যেমন দুর্জয় চণ্ডীবর ও গণপতিরা বিশ্বম্ভরসন্তান, তেমনই বঙ্গদেশে অরবিন্দ, জয়, বিষ্ণু, নারায়ণের সন্তান,এবং সেনহাটীসমাজের মহোচ্চ চূড়া,অথচ ভরত বলিলেন যে নারায়ণের বংশের কথা লোকের কাছে জানিয়া লইও। কেমন সুন্দর গবেষণা ! নারায়ণ বংশধরেরাই বঙ্গের মহোজ্জ্বল কুল ও সেনহাটিনিবাসী, অথচ ভরত তাঁহার বিবরণই দুর্জ্জেয় বা অজ্ঞেয় ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভরত ও পান্থ নারায়ণদাশ আরও বলিয়াছেন।

নৃসিংহনয়দাশৌ দ্বৌ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিতৌ।
তৌ বঙ্গজাবিতি খ্যাতৌ কুলকার্য্যপরায়ণৌ॥ দুর্জয়

চায়ুদাশঃ পম্বদাশো বীরদাশ স্ততঃ পরঃ।
নৃসিংহনয়দাশৌ দ্বৌ বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতৌ॥ নারাঙ্কশ

ইহাও অতি হাস্যজনক ব্যাপার। নরসিংহ বা নৃসিংহ ও নয় কি যথাক্রমে চায়ু ও পম্বদাশের সন্তান নহেন? তাঁহারা কি কোন স্বতন্ত্রবংশপ্রভব স্বতন্ত্রবীজী? বঙ্গদেশে নরসিংহদাশ মহাকুলীন। তিনি যদি অকুলীন হয়েন, তবে চায়ুবংশধর সকলকেই অকুলীন বলিতে হয়?। বরং নর, দিবাকর ও পুরন্দর (নরসিংহ পিতা) দাশের কুলই অক্ষত, রোষের কুল অভিশপ্ত ও ব্যাহত। সুতরাং ভরতের বরং নিজকুলকেই হীন বলা উচিত ছিল। নরসিংহদাশ ও তৎপিতা পুরন্দর রাঢ়স্থ হাপানিয়াহইতে বঙ্গে গমন করেন, তখন সে বঙ্গ (শুভবাটী ও সেনহাটী) রাঢ়ের সমাজস্থান, সুতরাং চায়ুর সন্তান উঁহারা কোন্ হেতুতে বঙ্গজ হইতে পারেন। পুরন্দর ও নরসিংহ, রেঢ়ো মাটীতেই প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, নয়দাশ কোন নূতন জিনিষ নহেন। তিনি রাঢ়ের পম্ব-দাশেরই পৌত্র বটেন। যথা—

মৌদ্গল্যকুলসম্ভূতঃ পম্বদাশ ইতি শ্রুতঃ।
ততো জজ্ঞে নীলকণ্ঠো নীলকণ্ঠ ইবাপরঃ॥
অজায়েতাং সুতৌ তস্য নৃসিংহোঽথ মহীপতিঃ।
নৃসিংহাচ্চ সুতো জজ্ঞে নয়ো নয়বিচক্ষণঃ॥ ১৩৮পৃ কণ্ঠহার।

সুতরাং নয় ও নরসিংহ (পুরন্দর পুত্র) দাশকে বঙ্গজ ও পৃথক্‌বীজী বলা ভরতের গবেষণাগত মহাত্রুটী মাত্র। ভরত নীলকণ্ঠের পুত্রগণনাস্থলেও নৃসিংহ ও মহীপতির নাম গ্রহণ করেন নাই।

আরও এক কথা, বঙ্গদেশে অরবিন্দ ও বিষ্ণু সাধারণতঃ নরসিংহ বা নৃসিংহ দাশ বলিয়া পরিচিত নহেন। নিম, রাম ও জয়দাশগণই কচিৎ চায়ু, কচিৎ বা নৃসিহং (নরশিং) দাশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। উঁহারা অকুলীনও বটেন। সুতরাং ভরতাদি হয় ত ঐ কারণে পালসমেত সকলকেই অকুলীন ঠাহরিয়া বসিয়া ছিলেন।

রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে এইক্ষণ সেনকুলে রোষবংশপ্রভব কৃষ্ণখাঁ ও হরিহরখাঁ এবং দাশকুলে দুর্জয়দাশ ও চণ্ডীবরদাশ মহোজ্জলকুল। গণ ও বাণ

দাশও দুর্জয়চণ্ডীবরের সহোদর ভ্রাতা ও মহোজ্জলকুল ছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ তাঁহারা সে ভাব হারাইয়াছেন। দুর্জয় নিজে বলিয়াছেন——

চণ্ডীবরঃ কুলশ্রেষ্ঠো দুর্জয়ঃ কুলভূষণং।
গণে বাণে কুলং নাস্তি নাস্তি ধলগুকে কুলং॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দুর্জয়, চক্রপাণিদত্তের কন্যাকে বিবাহ করাতে সমাজে অবগীত হয়েন, এবং ভ্রাতা গণ ও বাণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অকুলীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে উক্ত ব্যাপারে তাঁহার যোগসাধন ও কামেশ্বরীর নিকট বরপ্রাপ্তিপ্রভৃতি নানা অলীককথারও অবতারণা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহার একটী বর্ণও সত্য নহে। কেন না দুর্জয় যে দুই বিবাহ করেন, তাহার একটী কন্যাও দত্তপ্রভবা ছিলেন না। যথা—

তস্য দুর্জয়দাশস্য চত্বারস্তনয়া অমী।
আদ্যো বিভাকরো নাম শিবদাশস্ততঃ পরঃ।
গদাধরশ্চ তে শক্তিপাণিঠকুরসূনুজাঃ॥
অথ দ্বিতীয়পক্ষে তু ধর্ম্মদাশঃ সুতোহভবৎ।
মালঞ্চকুলপদ্মার্ককুমারসেনসূনুজঃ॥ ২৭৫পৃ চন্দ্রপ্রভা

তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভাকরের ২য় পুত্র শিতিকণ্ঠদাশ, মালঞ্চনিবাসী চক্রপাণির কন্যা বিবাহ করেন। তাহাতে তদ্গর্ভে শিতিকণ্ঠের ঈশান, গৌরীবর ও জগদানন্দ এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই চক্রপাণি যে প্রখ্যাতনামা দত্ত চক্রপাণি, তাহা নহেন। দত্ত চক্রপাণির নিবাস লোধ্রবলী নগরে এবং সম্ভবতঃ উহা রাঢ়দেশের অন্তর্গত নহে। এবং ইহাও ঠিক কথা যে হয়ত দুর্জয়, পৌত্র শিতিকণ্ঠের বিবাহই দেখিয়া যান নাই। ভরত লিখিয়াছেন—

শিতিকণ্ঠস্য দাশস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
এতান্ মালঞ্চ সম্ভূতচক্রপাণিতনূদ্ভবা।
গর্ভেণ ধারয়ামাস সরোজানীব পদ্মিনী॥ ২৭৬পৃ চন্দ্রপ্রভা

সুতরাং রাঢ়ীয় জনপ্রবাদ সম্পূর্ণ অলীক। কি বঙ্গে, কি রাঢ়ে, সর্ব্বত্রই চান্দুর কুল কলঙ্ক-লেখা-পরি-শূন্য। এই চক্রপাণি মালঞ্চীয় রোষ ভিন্ন আর কিছুই নন। অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকাপ্রণেতা তদীয় গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠার শিরোভাগে

দুর্জয়ের দত্তকন্যাপরিণয়সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পুঁথির গল্পমাত্র। বিশ্বনাথের অনন্তরবংশ গুপ্তকুলও মহাকুল ছিলেন, এইক্ষণ তাঁহাদিগে সে প্রভাব নাই। পদ্দদাশের সন্তানেরাও এখন রাঢ়ে মধ্যল্য ও বঙ্গে হীনভাব ধারণ করিয়াছেন। গাণ্ডেয়ী প্রভব নরহট্টীয়প্রভৃতিও এখন ২য় শ্রেণীতে অবনমিত হইয়াছেন। রাঢ়ে কৌলীন্যের তারতম্যসূচক এই একটী কারিকা প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু এইক্ষণ ইহার সকল কথাও ঠিক নাই। যথা—

দুই মালঞ্চ মহাকুল, চারি চায়ু তাহার তুল,
বরাহরগর গুপ্ত ইহার সমান।
মধ্যম কুলের ভাগে, সনাতনে লিখি আগে
আর অষ্ট পশ্চাৎ বাখান॥
খানা বরা মঙ্গল কোট, এ তিনে সমান যোট,
আর পঞ্চ তাহাতে বিধান।
তেয়ু সাগর জড়, ন্যূন ভাগে বেতড়,
পাণিনালা কহত সমান॥
ধলহণ্ডীয়ে নরট্টীয়ে, এরা নহে রাঢ়ীয়ে,
ইহাদিগের দক্ষিণ দেশে স্থান।
কচুদাশ মণ্ডলীয়ে, বালিনাছী পালিগেঁয়ে,
এই চারি কনিষ্ঠ সমান॥
মৌড়েশ্বরী রায়িগেঁয়ে আর যত সরাইয়ে,
ইঁহারা মৌলিক শ্রেষ্ঠ।
কুলহীন যত আর, দেবদত্ত ধরকর,
তাঁহারা মৌলিক কষ্ট॥ রামভদ্র গুপ্ত।

তথাহি—কুমার পরশমণি তুল্য বিশ্বম্ভর।
তৎসম বিশ্বনাথ গুপ্ত-কুলবর॥
এই তিনে সমান ভাব পরস্পর জানি।
কর্ম্মক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি তিনজনে মানি॥ ঐ

মালঞ্চজঃ স্পর্শমণিঃ কুমারঃ, বিশ্বম্ভরো দাশকুলে চ তাদৃক্।
তাদৃক্ চ গুপ্তে ভুবি বিশ্বনাথঃ, জড়া বৃথাহুর্বিপরীত মস্য॥

মালঞ্চজঃ স্পর্শমণিঃ কুমারঃ, বিশ্বম্ভরোমাণিকরত্নমেব।
হীরশ্চ গুপ্তঃ কিল বিশ্বনাথঃ, এষা মিদং কৌলিকতারতম্যং॥
স্বর্ণঞ্চ তেযুর্জড়সাগরৌ চ, যো বালিনাছী কচুবামনাখ্যঃ।
ধলগুকাকুৎস্থ মড়োলজানাঃ, বরাশ্চ থানা নরহট্টজাশ্চ॥
যশ্চোলুকো মঙ্গলকোঠবাসী, যঃ পাণিনালালয়পাণিগাঁয়ঃ।
এতৈ রলঙ্কারমযৈ রপূর্ব্বৈঃ, রাঢ়াসমাজেষু সুশোভতে চ॥
তদীয়বংশ্যা অধুনৈব রাঢ়দেশেঽন্যদেশেষু চ শোভমানাঃ।
এতে কুলীনা দশ সপ্তমাশ্চ, মাণিক্যরত্নং মণিনা চ হীরাঃ॥
হেম্না চ আদৌ রজতেন পশ্চাৎ, স্বর্ণঞ্চ রূপ্যং করপাদভূষা॥

জয়বিশ্বাস।

মৌদ্‌গল্য কুলসম্ভূতঃ সদ্‌বৈদ্যকুলভূষণং।
চায়ুদাশঃ পুণ্যকর্ম্মা রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
প্রধানং সর্ব্ববৈদ্যানাং দেবানাং বাসবো যথা।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণইব ঋষীণামিব নারদঃ॥
যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ অয়োপি যাতি রুক্মতাং।
তথা চায়ুকুলস্পর্শাৎ অকুলীনঃ কুলীনতাং॥

দুর্জয়দাশ।

বোধ হয় রামভদ্রকারিকায় এই "থানা-বরা" পাঠ ঠিক নহে। এখানে "থানানরা" হইবে। নরা—অর্থ নরহট্টীয়গণ,বরা কোন স্থানের নাম নাই। ধলহণ্ড ও নরহট্টীয়গণও সেনহাটী হইতে এদেশে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহারা এদেশ (নরহট্ট) হইতেই সেনহট্টে গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা রাঢ়ীয় নন্ কেন? বহু বৈদ্য সন্তান রাঢ় হইতে বঙ্গে যাইয়া আবার বঙ্গ হইতে নবদ্বীপ, পলাশী, শান্তিপুর ও রাঢ়ের নানাস্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন। চায়ুদাশের ২য় পুত্র দিবাকরও খুলনা জিলার শুভবাটীহইতে পুনঃ প্রত্যাগত। রত্নপ্রভা ও চন্দ্রপ্রভাতে এইরূপ পুনরাগমনের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

তোম্বুসেনস্ত তনয়ৌ রবিসেন স্তদগ্রজঃ।
মহামণ্ডল ইত্যেব খ্যাতো নৃপতি বল্লভঃ॥

দ্বিতীয়ঃ কবি সেনোঽসৌ ধার্ম্মিকঃ সত্যশীলবান্।
সেনহাটীসমাজস্থৌ কুলকর্ম্মপরায়ণৌ ॥
তয়োঃ কেচিৎ বিনিষ্ক্রম্য সেনহাটীসমাজতঃ।
গৃহীত্বা নিজবৃন্দানি নরহট্ট (কাঁচরা পাড়া) মুপাশ্রিতাঃ ॥
১০৫ পৃ চন্দ্রপ্রভা।

বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে চায়ুদাশবংশে অরবিন্দ মহোজ্জলকুল। তদীয় তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুদাশও মহোজ্জলকুল বটেন, তবে অরবিন্দ কৌলীন্যেও তদপেক্ষা জ্যেষ্ঠতর। জগন্নাথ গুপ্ত বলিতেছেন—

অরবিন্দঃ কুলশ্রেষ্ঠো জয়দাশস্তু মধ্যমঃ।
মহাভাগ্যবশাদেব বিষ্ণোরপি কুলং মহৎ ॥
সম্বন্ধদোষতোবিষ্ণুঃ পুরা ভাবান্তরং গতঃ।
ইদানীং কুলীনৈঃ সার্দ্ধং সমানত্বং বিধীয়তে ॥ রামমাণিক্য

ধন্বন্তরিকুলে গাণ্ডেয়ীসন্তানে বিকর্ত্তন, কন্দর্প, লক্ষ্মণ ও আদিত্য, মহোজ্জল কুল, তবে তন্মধ্যে বিকর্ত্তন, দাশে অরবিন্দের ন্যায় শ্রেষ্ঠতম।

শক্তিগোত্রে প্রভাকর, ধর্ম্মাঙ্গদ ও পীতাম্বর মহোজ্জলকুল। মৌদ্গল্য গোত্রীয় দাশবংশে কান্ন (স্কন্দ), পদ্মকুলে নয়, ধন্বন্তরিগোত্রে উচলি, শত্রুঘ্ন ও বৈদ্যবল্লভ এবং শক্তিগোত্রে গণ, কৌলীন্যে ২য় স্থানসংস্থ। বঙ্গেও গুপ্তের কৌলীন্য আর নাই। মহাকুল শ্লেষ ও রামও পিতৃশাপে কৌলীন্যভ্রষ্ট, এবং জয়দাশ, বিষ্ণুঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও পক্ষপাতদোষে এবং সম্ভবতঃ কোন প্রকার অন্তর্বিবাদবশতঃ কৌলীন্যবিহীন। তাঁহার অপরাধ তিনি নাগকন্যা-বিবাহী। কিন্তু বিকর্ত্তনপ্রভৃতির ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে নাগদোষ। বিষ্ণু দেবা মামার মায়াজালে বিজড়িত, অথচ নিরপরাধ জয়দাশ, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ চায়ুজ হইয়াও মৌলিকভাবাপন্ন। আমাদের মতে বঙ্গে, রাম, জয় ও শ্লেষ ও রাঢ়ে হুহির কৌলীন্য পুনঃ প্রত্যাগত হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এবং লুপ্তকুল গুপ্তকেও তাঁহার মর্য্যাদা ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। ইঁহারা কেহই সুবিচারে নিষ্কুল হয়েন নাই। কুলজ্ঞগণ কান্ন ও নয়কে তুল্য বলিয়াছেন, আমিও অনভিজ্ঞতানিবন্ধন ১ম ভাগে কান্ন অপেক্ষা নয়ের গৌরবপরিখ্যাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু কান্ন চায়ুপ্রভব, নয় পদ্মপ্রভব। সুতরাং চায়ু ও পদ্মে যে

প্রভেদ, কায় ও নয়েও তত্তদ্রূপ প্রভেদ থাকাই সঙ্গত মনে করি। যাহা হউক বঙ্গদেশে কৌলীন্যের তারতম্যসূচক ; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। যথা—

বিকর্ত্তনায়বিন্দৌচ বিষ্ণুদাশ স্তথৈব চ।
রবিসেনস্ত সন্তানা হিঙ্গুসেন (শক্তি) স্তথৈবচ।
এতে পঞ্চ সমাজ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥
নয়বংশঃ কায়নাশোগণসিদ্ধেশ্বরাদয়ঃ।
গণপতিকার্ত্তিকেয়ৌ কবিসেনসুতাবুভৌ॥
উচলিসেনসন্তানাঃ যড়েতে চ সমা মতাঃ॥
অচ্যুতো গুপ্তবংশীয়ো রামদাশস্তথাপরঃ।
হরিবংশঃ কায়দাশো হুহিবুত্তনকস্তথা॥
গুপ্তা গঙ্গাধর শ্চৈব যড়েতে চ সমামতাঃ।
গঙ্গাধরঃ স্থানভ্রষ্টঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ ন গণ্যতে॥
মাধবো জয়দাশশ্চ বলভদ্রস্তথোচ্যতে।
গুপ্তবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ ঈশান দাশ এব চ।
হুহিধনঞ্জয়শ্চৈব যড়েতে চ সমামতাঃ।
জয়দাশস্ত সন্তানাঃ নাগদোষেণ দূষিতাঃ। *
তথাপি সিদ্ধবংশত্বাৎ সাধ্যসংজ্ঞাং ন লেভিরে॥

---

* বিদগ্রামনিবাসী ঘটকরাজ শ্রীযুক্তদ্বারকানাথদাশগুপ্ত ঘটকবিশারদ বলেন, যে শোভাকর নাগ বৈদ্য ছিলেন? নন্দিবংশের একটী শাখা নাগ নামে বিশেষিত? উক্ত শোভাকর নাগের গৃহে বৈদ্যবংশীয় দুইটী নন্দিকন্যা প্রতিপালিত হয়েন। ধন্বন্তরি ও জয়দাশ উঁহাদিগকে যথাক্রমে বিবাহ করেন। ঘটক মহাশয় তাঁহার উক্তির সমর্থন জন্য এই প্রমাণও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যথা——

বঙ্গদেশোদ্ভবশ্চৈব নন্দিনো বংশজে সুতে।
শোভাকরস্ত নাগস্য গৃহে তে প্রতিপালিতে।
একা ধন্বন্তরেঃ পত্নী দ্বিতীয়া জয়ভর্তৃকা।
গুণৈর্ধন্বন্তরিঃ শ্রেষ্ঠো জয়ো নিকৃষ্টতাং গতঃ॥

কিন্তু এই প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের, অথবা ইহা কেন প্রামাণ্য, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই।

কবিসেনসুতাবেতৌ গোবিন্দশূলপাণিকৌ।
ত্রিপুরে চ দিগম্বরো বনমালী চ কাযুজে॥
গুপ্তে কন্দর্পবংশীয়ঃ শিয়ালে হিঙ্গুসেনকঃ।
ষড়েতে চ সমা জ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥
পম্বদাশঃ শিয়ালে তু অন্যবংশোঽপি তদ্রূপং।
কাশীগয়িনিমাশ্চৈব পঙ্ক্তেতে চ সমামতাঃ॥
এতে ন সিদ্ধবংশে যে কুত্রচিৎ কথিতা ময়া।
যস্য যঃ স্যাৎ প্রতিযোগী ক্রমেণ ন্যূন এব সঃ॥
অতঃ সাধ্যং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবপ্রধানতঃ।
সদ্বংশজো দণ্ডপাণিঃ পিতুঃ শাপাৎ বিনশ্যতি॥
স্বর্ণপীঠশ্চ য়োষস্য সন্তানাঃ কমলস্তথা।
চত্বারোপি সমাজ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥
বুয়িসেন স্তপস্বীচ মহীগুপ্ত স্তথৈবচ।
ত্রয়শ্চৈব সমাজ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥
কামশ্চ কার্পটী চৈব সপ্তভ্রাতৃকুলং তথা।
উফরিঃ ফাফরি র্ভায়ু স্তথা বিড়ালদাশকঃ॥
অমৃতৌ দ্বৌ বৃহৎস্বল্পৌ পাহিদাশস্তথা পরঃ।
কালসী ভবদাশশ্চ সর্ব্বে বৈ তু সমামতাঃ॥
ভরদ্বাজোঽঙ্কসেনশ্চ বৈশ্যানর স্তথোচ্যতে।
শালঙ্কায়নো গয়ীচ এতে পঞ্চ সমামতাঃ॥
দত্তদেবকরাশ্চৈব মৌদগল্যসেন এবচ।
তথা ধরশ্চ কুণ্ডশ্চ ষড়েতে চ সমামতাঃ॥
রক্ষিতো রাজসৌমৌ চ নন্দিচন্দ্রৌ তথা পরৌ।
এতে পঞ্চ সমানাশ্চ ভাবযোগবিচারণাৎ॥ ইতি চতুর্ভুজঃ।
কবীনাং কণ্ঠহারাণাং সুজনাশ্রিতবর্ত্তনা।
ময়া ভাবাবলিকর্ত্রা হ্যহি রাদৌ নিগদ্যতে।
কুশলিন স্ত্রয়ঃ পুত্রা গণো হিঙ্গুশ্চ মাধবঃ।
গণস্তেনাখ্যাং তৈর্ঘ্যাং পয়োগায়াঞ্চ হিঙ্গুকঃ॥

শ্রীপতিরঘুপত্যাদ্যৌ শ্রীধরস্য কুলোদ্ভবৌ।
রঘো রাসীৎ কুলং পূর্ব্বং শরদিন্দুনিরামলং।
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতা নিকৃষ্ট (১) ভাব মাগতাঃ।
শ্রীপতেঃ কুলসম্ভূতাঃ কষ্টসম্বন্ধদোষতঃ।
সর্ব্বে ন্যূনত্ব মাজগ্মু রধুনা তৎকুলোদ্ভবাঃ॥
পুণ্যবান্ রামচন্দ্রোহি সৎকুলঃ কথ্যতে জনৈঃ।
সন্তানা রামচন্দ্রস্য নিকৃষ্ট (১) ভাব মাগতাঃ।
বুড়ুনাম্বয় সম্ভূতাঃ কেবলং সিদ্ধবংশজাঃ॥
হরির্বংশসমুদ্ভূতো হৃদয়ঃ সৎকুলঃ সদা।
পরমানন্দসন্তানাঃ কিঞ্চিৎ ন্যূনা স্ততোভবন্॥
দুহিজানাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ সম্বন্ধা স্তু তি গর্হিতাঃ।
দিবাপ্রদীপবৎ তেষাং সন্ততিঃ শোভতেঽধুনা॥
হিঙ্গুবংশসমুদ্ভূত নিধি পত্যাখ্যসন্ততী।
সুপ্রতিষ্ঠৌ কুলশ্রেষ্ঠৌ ধর্ম্মাঙ্গদপ্রভাকরৌ॥
দুহিরত্নাকরোদ্ভূতচন্দ্রকান্তসমপ্রভৌ।
অনয়োরেব সন্তানাঃ সর্ব্ব এব মহোজ্জ্বলাঃ॥
পীতাম্বরস্য সন্তানাঃ কেচিদুজ্জ্বল ভাবগাঃ।
কিঞ্চিন্ন্যূনা স্ততঃ কেচিৎ চন্দ্রশেখরবংশজাঃ॥
ভবসেনস্য সন্তানাঃ কেচিৎ বাজু মুপাগতাঃ।
পলাশিগ্রাম মপরে জগ্মুঃ সভ্রাতৃবান্ধবাঃ॥
বিষ্ণোরপি চ সন্তানা যথাপূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
যস্মিন্ দেশে সন্তি যে তে তস্মিন্নেব হি সৎকুলাঃ॥
উমাপতেঃ কুল মাসীৎ হিমাংশো রিব নির্ম্মলং।
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতা নিকৃষ্ট (১) ভাব মাগতাঃ॥
চতুর্ভুজস্য সন্তানাঃ স্থানভ্রষ্টা বিদেশগাঃ।
যস্মিন্ দেশে সন্তি যে তে কেবলং সিদ্ধবংশজাঃ॥

* (১) চিহ্নিত স্থলত্রয়ে প্রকৃষ্ট শব্দ ছিল, কিন্তু উহা লিপিকরপ্রমাদবোধে পরিবর্ত্তিত করা গেল। ইহা আমারও ভ্রম হইতে পারে। "দুঃশীলানাং" কাটিয়া" দুহিজানাং" করা গেল।

সন্তানানাং মাধবস্য সর্ব্বেষাং মলিনং কুলং।
পঞ্চথুপ্যাং সন্তি কেচিৎ কেচিৎ বাণীবহাশ্রয়াঃ ॥
বংশজাঃ সৎকুলা আসন্ পুত্রা ভুবনকৃষ্ণয়োঃ।
ভুবনো বংশহীনোহভূৎ কৃষ্ণো ভাবান্তরং গতঃ॥ হুহিপ্রকরণং।
বিনায়ককুলস্যাস্য বিশেষঃ কথ্যতেহধুনা।
উচলি র্দমনশ্চৈব বলভদ্রো বিকর্ত্তনঃ ॥
উচলে রন্বয়ে জাতঃ সমাজাধিপতিঃ কৃতী।
বিজয়ঃ সদ্ভিষগ্গোষ্ঠীশ্রেষ্ঠোভূৎ সজ্জনাশ্রয়ঃ ॥
বভূবাতীব দুর্দৈবাৎ বিজয়ো বংশরহিতঃ।
উচলে রধুনা সর্ব্বে সন্তানাঃ কুলজা মতাঃ ॥
রবিসেনকবিসেনৌ ডমনস্য সুতাবুভৌ।
রবিসেনঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কবিসেনস্তু মধ্যমঃ ॥
রামলক্ষ্মণকন্দর্পশত্রুঘ্নকবিনায়কাঃ।
ভরতাদিত্যসেনৌ চ রবেশ্চ সপ্ত পুত্রকাঃ ॥
জলদদলসম্পর্কাৎ যথা কুমুদবান্ধবঃ।
তথাহি রামসেনস্য কুলমভূৎ হতপ্রভং ॥
আদৌ রামসেনশ্চাসীৎ কুলীনকুলকেশরী।
রবে র্বংশস্য মাহাত্ম্যাৎ সদৈব সাধু গীয়তে ॥
লক্ষ্মণস্যান্বয়ে জাতৌ গঙ্গাধর উষাপতিঃ।
উষাপতিঃ কুলশ্রেষ্ঠো গঙ্গাধরঃ কুলাধমঃ ॥
উষাপতেঃ শশিধরঃ কংসারিশ্চ সুতা বুভৌ।
শশিধরস্য সন্তানা যে সন্তি তে মহোজ্জ্বলাঃ ॥
কংসারে র্বংশজানাস্তু সম্বন্ধাস্তুতি গর্হিতাঃ।
তে স্বদেশং পরিত্যজ্য লাখটিয়া মুপাগতাঃ ॥
অথ কন্দর্পসন্তানাঃ সর্ব্ব এব মহোজ্জ্বলাঃ।
শত্রুঘ্নসেনসন্তানা ভাবে চ মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ ॥
বিনায়কস্য সন্তানাঃ স্থানভ্রষ্টা বিদেশগাঃ।
ভরতস্যাপি সন্তানাঃ কেবলং সিদ্ধবংশজাঃ ॥

আদিত্যস্যান্বয়ে জাতো গোপীনাথ স্তথাপরঃ।
কবিচন্দ্রো নরহরি র্গোপীনাথো মহোজ্জ্বলঃ।
কবিচন্দ্রস্য বংশ্যাহি সর্ব্বে ভাবান্তরং গতাঃ॥
গোপীনাথসুতৌ চন্দ্রশেখরমধুসূদনৌ।
গুণবান্ বিনয়ী চন্দ্রশেখরঃ চন্দ্রলক্ষণঃ।
মধুসূদনসন্তানাঃ কুলজেষু বিনিন্দিতাঃ॥
সৎকুলঃ সদ্গুণশ্চাসীৎ গণপতিঃ কবেঃ সুতঃ॥
ইদানীন্তু কবে র্বংশ্যা কেবলং সিদ্ধবংশজাঃ॥
সন্ততে র্বলভদ্রস্য সদাহি মলিনং কুলং॥
বিকর্ত্তনকুলোদ্ভূতপরমেশ্বরসন্ততেঃ।
জনার্দ্দনস্য বংশোবৈ শীতাংশুরিব নির্ম্মলঃ॥
তদন্যে পরমেশস্য বংশ্যা ভাবান্তরং গতাঃ।
বিদ্যাধরস্য বংশ্যস্তু রামানন্দো মহোজ্জ্বলঃ।
কিঞ্চিন্ন্যূনতরঃ খর্বো বিদ্যতেঽপর সন্ততিঃ॥
ত্রিলোচনস্য সন্তানাঃ কেবলং সিদ্ধবংশজাঃ॥
কুল গ্লানি মবাপুশ্চ গঙ্গানন্দকুলোদ্ভবাঃ॥
রোষসেনকুলোদ্ভূতৌ বিদ্যাধরমুরারিকৌ।
মুরারি র্বংশহীনোভূৎ বিদ্যাধরশ্চ বংশজ *॥ বিনায়কঃ।
নরসিংহস্য দাশস্য চত্বারস্তনয়াঃ স্মৃতাঃ॥
নারায়ণ স্তথা কান্নো (স্কন্দঃ) রামশ্চ নিমদাশকঃ॥
নারায়ণো মহাকুলো মৌদ্গল্যকুল ভূষণং।
তস্মাৎ ন্যূনত্ব মাপন্নঃ কান্নো রামশ্চ বংশজঃ॥

---

* রোষকুলপঙ্কজ বিদ্যাধর, লাঙ্গল বন্ধ স্নানে যাইয়া নিজ পুত্র সূর্য্যসেনকে হারাইয়া ফেলেন। পরে পুরাপাড়ানিবাসী প্রসিদ্ধকবি মহামহোপাধ্যায় জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা মহানন্দচক্রবর্ত্তী তাঁহাকে পাইয়া নপাড়ার ভরদ্বাজ চৌধুরী মহাশয় দিগের বাটীতে দেন। সূর্য্যসেন তথায় বিবাহ করিয়া বদ্ধমূল হয়েন। রামকান্ত তাহাই বর্ণনাচ্ছলে বলিয়াছেন—"ভরদ্বাজরাজহংসে রোষ মহামতি" সোণারঙ্গের ভুইয়া ও লস্করবংশপ্রভৃতি সূর্য্যসেনের অনন্তর বংশ্য।

মহাবংশস্য মাহাত্ম্যাৎ কান্নোপি চ মহোজ্জ্বলঃ।
কান্নান্বয়ে কুলশ্রেষ্ঠো বাসুদেবকুলোদ্ভবঃ॥
উত্তমো যদুবংশোহি সূর্য্যদাশস্তথাধুনা।
আসীৎ পূর্ব্বং কান্নবংশে শিবদাসো মহোজ্জ্বলঃ॥
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতা বিক্রমপুরবাসিনঃ।
শিবদাসঃ পুণ্যকর্ম্মা বেদজ্ঞ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
সম্বন্ধদোষতো দৈবাৎ বিদিতঃ কুলজোহধুনা॥
নারায়ণাৎ সুতোজাত ঈশানঃ কুলজ্ঞঃ স্মৃতঃ।
মহাবংশস্য মাহাত্ম্যাৎ নিম্নোপি সিদ্ধতাং গতঃ॥
নারায়ণস্য দাশস্য প্রজাপতিঃ সুতোহভবৎ।
অরবিন্দো জয়োবিষ্ণুঃ প্রজাপতেস্তনূদ্ভবাঃ॥
অরবিন্দঃ কুলশ্রেষ্ঠো জয়দাশঃ কুলাধমঃ।
মহাভাগ্যবশাদেব বিষ্ণোরপি কুলং মহৎ॥
সম্বন্ধদোষতো বিষ্ণুঃ পুরা ভাবান্তরং গতঃ।
ইদানীং কুলীনৈঃ সার্দ্ধং সমানত্বং বিধীয়তে॥
অরবিন্দাৎ বৎসদাশো দৈত্যারিশ্চ মুরারিকঃ।
এতে সৎকুলসম্ভূতা যথাপূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
নৃসিংহ বংশোদ্ভবসিংহরূপঃ, দামোদরাৎ শুদ্ধমতেঃ কবীন্দ্রঃ।
লম্বোদরস্যাঙ্ঘ্রি বিলগ্নচেতাঃ, বভূব সৎকাব্যবিধৌ বিধাতা॥
প্রখ্যাতনামা নরপূর্ব্বভাগোহর্য্যস্তদেশঃ প্রথিতাবদানঃ।
লব্ধেব বিশ্বাসপদং শিবায়া যঃ সিদ্ধযোগীতি ততঃ প্রসিদ্ধঃ॥ *
সন্তানাঃ সৎকবিবরাঃ প্রায়ঃ সর্ব্বে মহোজ্জ্বলাঃ।
সেনহট্টকৃতাবাসা স্তথান্যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ইতি চায়ুপ্রকরণং॥ চায়ুঃ।
কাশীদাশঃ কুলশ্রেষ্ঠো নরবংশসমুদ্ভবঃ।
গঙ্গানন্দকবেঃ পূর্ব্বং আসীৎ গঙ্গামলং কুলং॥

---

* এই চরণচতুষ্টয় ছিল না, আমি নূতন রচনা করিয়া যোজিত করিলাম। পূর্ণনাম নরহরিদাশকবীন্দ্র, পরে ভগবতীসিদ্ধ হইয়া বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। ইনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ।

অভূদতীব দুর্দৈবাৎ গঙ্গানন্দো নিরন্বয়ঃ।
তদন্যে নয়বংশ্যা হি মধ্যমং ভাব মাশ্রিতাঃ॥
রাঘবস্য চ সন্তানাঃ কেচিৎ মধ্যমভাবগাঃ।
অন্যেতু নয়বংশজা মলিনভাবমাগতাঃ॥ নয়প্রকরণং
গঙ্গাধরঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ ত্রিপুরান্বয়সম্ভবঃ।
তিষ্ঠন্ত্যুত্তরদেশেষু তদ্বংশ্যাস্তত্র সৎকুলাঃ॥
সৎকুলঃ পরমানন্দঃ কর্ণপুরোঽচ্যুতান্বয়ে।
শিবানন্দস্য সন্তানাঃ কিঞ্চিন্ন্যূনাস্ততো ভবন্॥
স্থিতা বংশজবদ্ভাবা স্তদন্যেঽচ্যুতবংশজাঃ।
যথাপূর্ব্বং প্রসিদ্ধাস্তে মহীগুপ্তোহি তৎসমঃ॥
তপস্বিকুলজঃ শ্রেষ্ঠো নারায়ণ উদারধীঃ।
অশ্বগুপ্তেতি বিখ্যাতিং তপস্বী সমুপেয়িবান্।
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতাঃ স্থানভ্রষ্টা বিনিন্দিতাঃ॥ ত্রিপুরঃ।
কায়ুগুপ্তকুলোদ্ভুতঃ সৎকুলো বনমালিকঃ।
তদন্বয়ে কাশ্যপীয়ে কুলনীরজভাস্করঃ॥
মদনঃ সদনং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অভবৎ পুরা।
নীলাম্বরলোকনাথৌ ভ্রাতরৌ সেনবংশজৌ॥
মদনান্বয়সংভূতঃ সৎকুলোঽভূৎ সুধাকরঃ।
জন্মেজয় স্তদনুজো জন্মনাচ কুলেনচ॥
হরিশ্চন্দ্রাদয় শ্চান্যে প্রায়ঃ সর্ব্বে নিরন্বয়াঃ।
যস্মিন্ দেশে সন্তি যে তে তস্মিন্নেবহি সৎকুলাঃ॥ কায়ুঃ।
যন্নামত্র সুরধুনীস্রোতানাং সদৃশং কুলং।
সদাহি মলিনং জ্ঞেয়ং কুলং গয়িশিয়ালয়োঃ॥
গয়িপ্রসূতস্য শিয়ালজস্য মহাকুলস্থস্য বরক্রিয়স্য।
গঙ্গাস্রোতোন্যায়বশেন সদ্ভির্ভাবো বিচেয়ঃ কুলশাস্ত্রবিদ্ভিঃ॥
অকারি দুর্জয়েনাদৌ সদ্ভিষক্কুলপঞ্জিকা।
চকার পঞ্জিকাং যত্নাৎ তাং বীক্ষ্য কবিকঙ্কণঃ॥
একবাক্যকৃতা পঞ্জী বিদ্বৎকুঞ্জররঞ্জিনী।

অকারি কণ্ঠহারেণ কবিনা কুলপঞ্জিকা ॥
অনেন যো ভিষগ্‌বংশঃ সূত্রেণাপি ন বর্ণিতঃ।
সাধ্যঃ স এব বিজ্ঞেয়ো ধ্রুব মম্বষ্ঠ বংশজে ॥
বভূব যঃ কাশ্যপবংশচূড়ামণিস্বরূপঃ কিল কায়ুগুপ্তঃ।
তস্মাদভূৎ শ্রীবনমালী গুপ্তঃ পুণ্যেষু সক্তোবনমালিভক্তঃ॥
ততঃ সুতঃ কার্পটিনামধেয়ঃ সুতঃ পবিত্রো মদনস্ততোভূৎ।
তস্যাত্মজোভূৎ জগতি প্রসিদ্ধঃ সুধাকরো যোগুণবান্ বিধিজ্ঞঃ ॥
সুধাকরস্যাপি সুতঃ সুশীলঃ, মৃত্যুঞ্জয়ঃ শুদ্ধমতি র্বভূব।
তস্যাত্মজোঽভূৎ কবিরাজসংজ্ঞো বিদ্বদ্বরোভূদপি রাঘবাখ্যঃ ॥
সুতোভবৎ তস্য চ রামভদ্রো বিদ্বদ্‌গণেন্দ্রো কবিচন্দ্রসংজ্ঞঃ।
উদারবুদ্ধির্ভুবি পুণ্যকর্ম্মা তস্যাত্মজোভূৎ শিবদাসনামা ॥
তস্যাত্মজঃ সূক্ষ্মমতিঃ সুশীলঃ,খ্যাতোজগন্নাথ ইতি ক্ষিতৌ যঃ।
তেনাকৃতাসৌ ভিষজ্ঞাং সমাসাৎ সদ্বংশজানাং সদসদ্‌বিচারঃ ॥
ইতি জগন্নাথগুপ্তভাবাবলী।

অরবিন্দ কুলশ্রেষ্ঠ, জয়কুলহারা।
ভাগ্যগুণে বিষ্ণুদাশের কুলে জ্বলে তারা ॥
রাজা হরিনাথরায় বিষ্ণুকুলমণি।
পচাসিদ্ধি নিমদাশ সাধ্য হেন গণি ॥
তেঘরিয়া ঈশানের হীন ভাব হয়।
মধ্যম ভাবেতে রাম কান্নদাশ রয় ॥
চায়ুদাশের চারি ধারা। ভোগিলহট্ট শুভলাড়া ॥
নারায়ণ কুলের বাড়া। অরবিন্দ তাতে সেরা ॥
তার অর্দ্ধ কান্ন পায়। রামদাশ বনে যায় ॥
ঘোড়া ঘাটে নিমেরা বাস। পচাসিদ্ধি কুলের নাশ। চায়ু।
মধ্যমকুলেতে কায়ু, তিন কুলে মেলানি।
তার মধ্যে বনমালী শ্রেষ্ঠকুল জানি ॥
কার্পটীর তিন পুত্র মদন জ্যেষ্ঠ হয়।
দৈত্যারির সঙ্গে পালটী কুলশ্রেষ্ঠ রয় ॥

দণ্ডপাণির দণ্ডাঘাতে লোকনাথ হীনকুল।
বিড়ালের আঁচড় কামড়ে নীলাম্বর নিকুল॥
মদনবংশে মৃত্যুঞ্জয় মিষ্টকুল পায়।
আর যত চুকা পচা পশুপক্ষীতে খায়॥ কায়ুগুপ্ত
ত্রিপুরেতে গঙ্গাধর, কুলে বটে মহত্তর।
অচ্যুত, কন্দর্প শ্রীমান্, মধ্যল্যান সন্নিধান।
তপস্বী আর মহীপতি, ক্রিয়াদোষে অধোগতি।
ঘটকবিশারদ কয়, বঙ্গে ত্রিপুরের পরাজয়॥
আটের ভিতরে গাড়া বাহিরেতে রাও।
আঠাপোড়া টেট্যা গুঁজা শিয়ালের ছাও॥
তারি মধ্যে শ্রেষ্ঠ বটে সেনহাটীর মৈঘালা।
বিক্রমপুরে মহেন্দ্রনাথ নামেতে উজ্জলা॥
লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আছে পোড়াগাছার ঘর।
আর যত শিয়াল দেখি সকলি গিদ্ধর॥ শিয়ালসেন।

কে কার পালটী ঘর।

অরবিন্দ বিকর্ত্তনে, প্রভাকর আর লক্ষ্মণে।
কন্দর্প আর ধর্ম্মাঙ্গদে, আদিত্য আর বিষ্ণুপদে॥
পীতাম্বর আর শত্রুঘ্নে, কবি আর ঈশানে।
গণকায়, কায়ু, নয়, কুলজ, বংশজ হয়॥
রাম আর নিমে, বলভদ্র আর মাধবে।
উচলি আর মহীপতি, বুড়ুন রোষের প্রকৃতি॥
কুলীন, কুলজ, আর বংশজ ও শ্রোত্রী॥
চতুর্বিধ বৈদ্যকুল, ডাকেরের সূত্রী॥
বঙ্গজের আট ঘর বংশের প্রধান।
কুলীন দেবতাশ্রম সুমেরু সমান॥
রাম নিম বলভদ্র মাধব উচলি।
মহীপতি বুড়ুন রোষ বংশ উত্তম বলি॥

আদি হৈতে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতি আর পালটী।
বংশের সন্তান বলি বিপর্য্যয় ও শালটী॥
রাজপাশার রাম আর সঙ্কটের নিম।
দাপনিয়া (রাজনগর) কোমরপুরের বলদা মাধা চিন॥
মামরিয়ার উচলি দশলঙ্গের মহীপতি।
কামালদি আর সোণার টঙ্গে বুড়ুন রোষের স্থিতি॥
আর যত আট ঘর নাম মাত্র শুনি।
লেখায় জোখায় নাহি পাই, না করি বাছনি॥
যার না পাই আদি মূল, সম্বন্ধ দিয়া টানি কুল।
তাতেও যদি না পাই লাগ, সাধ্যের পাছে পড়ে থাক
ঘটকবিশারদ কয়, একবর্ণও মিথ্যা নয়।

রামকান্তদাশ ঘটকবিশারদ।

রাঢ়হইতে সর্ব্বাদৌ কে কোন্ সময়ে কোথায় আগমন করেন,তাহার কোন ইতিহাস নাই। চায়ুকুলকেতু পুরন্দর, রাঢ়স্থ হাপানিয়াহইতে খুলনাজেলার বর্ত্তমান শুভলাড়া গ্রামে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তজ্জন্য উক্ত শুভবাটী গ্রাম "শুভে রাঢ়া" আখ্যা পাইয়া কালে শুভলাড়াতে পরিণত হয়। দাশবংশের নারায়ণ তথা হইতে সেনহাটী গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বেই হিঙ্গুসেন রাঢ় হইতে সেনহাটীতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। আমি ১মভাগে যে লিখিয়াছি— "সেনহাটীতে নারায়ণ দাশ প্রথমে বসতি" উহা দাশবংশের প্রথমত্ব মাত্র। ফলতঃ ধন্বন্তরি সেনগণ ছুঁচোখালীতে যাইয়া উহার নাম সেনহাটী রাখিয়া ছিলেন। অরবিন্দ তাঁহার পালটী ঘর বলিয়া তথায় নীত হয়েন।

আমরা উপরে কৌলীন্যতারতম্যসূচক যে বিবৃতি প্রদান করিলাম ইহাতে আমাদিগের কোন হাত নাই। যে গ্রন্থে যেরূপ পাওয়া গেল, তাহাই অবিকল সমাহৃত হইল। তবে আমাদিগের লেখনীও স্বাধীন, কাজেই আমরাও দুকথা লিখিব। উচিত লিখিলাম কি অনুচিত লিখিত হইল, কোন প্রকার পক্ষপাতপ্রবণতা ঘটিল কি না, তাহার বিচার কর্ত্তা সামাজিকগণ।

চতুর্ভুজের পঞ্জী চতুর্ভুজ, জগন্নাথের ভাবাবলী, ও রামকান্তের কৌলীন্য সমালোচনাবিষয়ক পদাবলী, পরস্পর বিসংবাদপূর্ণ। উহা দুই কারণে হইতে

পারে, এক যাঁহার সময়ে যে কুলীনের যেমন মর্য্যাদা ছিল, তিনি তাহাই লিখিয়াছেন, অথবা কেহ কেহ স্বার্থান্ধ হইয়া বড়কে ছোট ও ছোটকে বড় লিখিয়া এই বৈষম্য ঘটাইয়াছেন। আবার পরবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের হাতে পড়িয়া ও বহু স্থলে যে পাঠের এদিক সেদিক না হইয়াছে তাহাও নহে। ঘটক ও কুলপঞ্জী-প্রণেতৃগণ অনেকেই স্বার্থ বা পরার্থের খাতিরে লেখনীকে ব্যাহত করিয়াছেন। সত্য ঠিক রাখিতে পারেন নাই।

আমরা সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথের কথা বলিব। কি জগন্নাথ, কি চতুর্ভুজ, কি রামকান্ত, সকলেই একবাক্যে অরবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। কাজেও তাহাই। দুর্জয়াদিও চায়ুর সর্ব্বপ্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন। কেন না কি বিকর্ত্তনকন্দর্পদাদি, কি হিঙ্গু, কি বিষ্ণু, কেহই অকলঙ্ক শশী নহেন। বিকর্ত্তনের নাগদোষ, হুহির ধরদোষ, কিন্তু অরবিন্দের তাদৃশ কোন দোষ ছিল না। যে রণ্ডদোষে রাঢ়ে হুহির কুলক্ষয় হয়, সে দোষ না করিয়াছেন এমন এক জনও নাই, অথচ নাগদোষে জয় মৌলিক, ও রণ্ড-দোষে হুহি রাঢ়ে কুলজ। ইহা ভরপুর অবিচার। যদি ধরদোষ না থাকিত তাহা হইলে আমরা হুহিকেই জ্যেষ্ঠত্ব ও চতুর্ব্বেদিত্বনিবন্ধন প্রথম খাড়া করিতাম। হুহি অপেক্ষা বিকর্ত্তনাদির দোষ গুরুতর, সুতরাং আমাদের মতে অরবিন্দ প্রথম ও বিষ্ণু এবং হুহিজহিঙ্গু দ্বিতীয়, ও বিকর্ত্তনাদি তৃতীয়। দেবামামা অপেক্ষা নাগা-মামা অনেক গর্হিত, সুতরাং নাগদোষসন্দুষ্ট বিকর্ত্তনাদি অপেক্ষা চায়ুকুল-প্রভব বিষ্ণুরই প্রাধান্য হওয়া স্বতঃ-সিদ্ধ। ভট্টপ্রতাপের কুলপঞ্জীপ্রণেতা মহামতি রামমাণিক্যসেন (দেবীপ্রসাদসেন) জয়দাশকে মধ্যম ভাবাপন্ন বলিয়াছেন।

অরবিন্দঃ কুলশ্রেষ্ঠো জয়দাশস্তু মধ্যমঃ।

কিন্তু ভাবাবলীপ্রণেতা জগন্নাথ লিখিয়াছেন "জয়দাশঃ কুলাধমঃ", ইহা হয় জগন্নাথের পক্ষপাত, না হয় বিদ্বেষ, অথবা না হয় পরবর্ত্তী জয়বিদ্বেষ্টা কেহ এই পাঠভেদ ঘটাইয়াছেন। যদি নাগদোষে বিকর্ত্তনকন্দর্পাদি মহোজ্জ্বল থাকিতে পারেন, তবে আদিবিনায়কের তুল্য চায়ুর সন্তান জয় কেন অধম হইয়া যাইবেন? ইহা বিচার নহে, ব্যভিচার। মধ্যযুগের সামাজিক-গণ যে কেন স্বার্থপরদিগের লেখনীর অনুসরণ করিতেন, ইহাই আশ্চর্য্য

ব্যাপার। জগন্নাথ না উচিত বিচারক, বা না সমাজপতি, তাঁহার কথা সর্ব্বথাই অগ্রাহ্য। আরও দেখ জগন্নাথ কান্নকে মহোজ্জ্বল লিখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য কান্ন চায়ুর সন্তান, মহাকুলপ্রসূতি, তাঁহাকে অন্ততঃ পদ্মসন্তান নয়দাশ বা যদু-নন্দন দাশ অপেক্ষা উচ্চাসন দেওয়া যাইতে পারে, সামাজিকগণও সম্ভবতঃ তাহাই স্বীকার করেন, সুতরাং কান্ন উজ্জ্বল কুল ভিন্ন মহোজ্জ্বল বলিয়া খ্যাপিত হওয়া ঠিক্ নহে। বোধ হয় ইহা স্বয়ং জগন্নাথেরই পক্ষপাত, না হয়, আর কেহ মূল কাটিয়া এই ভুল করিয়াছেন। জয়ের কুলাধমত্বও সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়াই বোধ হইল। রামকান্ত জয়কে "কুলহারা" (কুলশূন্য) বলিয়াছেন, বুঝা গেল তিনি এখন কুলজ বা মৌলিক, কিন্তু সাধ্যভাবাপন্ন নহেন, সুতরাং যিনি সিদ্ধবংশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চায়ুর সন্তান. তিনি কি প্রকারে "কুলাধম" হইতে পারেন ? যিনি বঙ্গের রোষকে সাধ্য মধ্যে গণনা করিয়াছেন তিনিও সাধু ব্যক্তি নহেন। রোষ ও রাম, একই জিনিশ, অথবা বিশ উনিশ, তাঁহারা এখনও কান্ন ও নয় হইতে অগরীয়ান্ কি না সন্দেহ।

জগন্নাথ আরও এক কথা লিখিয়াছেন যে নরহরিদাশ কবীন্দ্রবিশ্বাসের সন্তানগণ প্রায়ই মহোজ্জ্বল। এই প্রায় শব্দের লক্ষ্য কে ? আমরা ত অরবিন্দ মাত্রকেই মহোজ্জ্বল বলিয়া জানি। অরবিন্দের মধ্যে নরহরির সন্তানেরা সিদ্ধপুরুষের সন্তান বলিয়া একটু বেশীদরের। সেনহাটীর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (সম্ভাবশতক)প্রভৃতি, বড়কালিয়ার দাশ ও মজুমদার এবং বাণী-বহের মজুমদারপ্রভৃতি, নরহরির সন্তান। ইঁহারাও মহোজ্জ্বল ভিন্ন উজ্জ্বল নহেন। কালিয়াবাসিগণ কোন দোষে দোষী নন্, বাণীবহ-বাসিগণের স্কন্ধে যে সাংগ্রামিক দোষের সমারোপ করা হয়, উহাও সেকেলে দলাদলিমূলক। সংগ্রাম বৈদ্য ছিলেন। সুতরাং কালিয়া ও বাণীবহের অরবিন্দগণ সেনহাটীর অরবিন্দ হইতে এক তিলও ন্যূন নহেন। কালিয়া,যশোহরে ও বাণীবহ, ফরিদ-পুরে, এ উভয় স্থানই বঙ্গীয়সমাজে কুলীনস্থান। যদি বল যে এ দুইস্থান সাতাইশ সমাজের অন্তর্গত নহে, তাহা হইলে সেনদিয়া, মূলঘর, কাজুলিয়া, থাঙ্গারপাড়, ভট্টপ্রতাপ, ইতনা ও সিদ্ধকাঠী (বরিশাল) প্রভৃতি স্থানবাসী কুলীনদিগের বেলা সে কথা খাটেনা কেন ? অপসম্বন্ধদোষে দুষ্ট নন্, এমন একঘর বৈদ্য পয়োগ্রামে মাত্র আছেন, আর কুত্রাপি নাই। ফলকথা কালিয়া

গত রতিকান্তদাশ কণ্ঠাভরণ, গৌরীকান্ত দাশ কবিতারত্নী ও রামকান্তদাশ কবিকণ্ঠহার এবং রামনগরবাসী কমলানাথদাশ কবিডিমডিম, প্রত্যেকেই অতি মহামহোপাধ্যায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা লক্ষীর সেবা করিতেননা, তাই তাঁহাদিগের বংশধরগণকে সকলে কাবু করিতে চেষ্টাপান। ফলতঃ উহা অবিচার ও স্বার্থন্ধতা। স্থানত্যাগদোষ কাহার ঘটে নাই? অপসম্বন্ধদোষেও প্রত্যেকেই বিজড়িত, সুতরাং কালিয়া ও বাণীবহের অরবিন্দগণ সেনহাটীর জ্ঞাতিগণ অপেক্ষা কোন কারণে ন্যূন হইতে পারেন না, আমি প্রথমভাগে আমার ক্ষুণ্ণ জ্ঞানানুসারে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলাম, কিন্তু এইক্ষণ তলাইয়া দেখি আমার স্খলন ঘটিয়াছে, তবে আমরা মনে করি শ্রীখণ্ড ও কাঁচরাপাড়ার দুর্জয়ে এবং সেনহাটী পয়োগ্রাম ও খান্দারপাড়ের হিঙ্গুতে যে বিশ উনিশ ভাব, সেনহাটী ও কালিয়া বাণীবহের অরবিন্দেও ঠিক্ সেই বিশ উনিশ ভাব থাকা যেন সঙ্গত। এবং আমি ইহাও যেন সঙ্গত মনেকরি যে বঙ্গের নির্দোষ ঘোষকে বিকর্ত্তনের উপরে ও রামকে সঙ্গে দিয়া জয়দাশকে কায়ের এক শ্রেণীতে ও নয়ের উপরে স্থানদান করা কর্ত্তব্য। বিকর্ত্তনের মাতা দেখিতে সুন্দরী ছিলেন ও জয়দাশের মাতা কাণাখোঁড়া ছিলেন, কুলজীগ্রন্থে এরূপ কিছু পাওয়া যায় না। বিবেক ও মানুষের আত্মা লইয়া ভাবিয়া দেখ, জয় ও বিকর্ত্তনাদি তুল্যাপরাধী। সমাজে বিকর্ত্তনের যে স্থান, জয়দাশকে ঠিক্ সেই স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। জয়বিশ্বাস বলিয়াছেন——

ঘোষকাপড়ি চায়ূনাং বংশে জাতা মহাকুলাঃ।
তত্র কর্ম্মণি যে শ্রেষ্ঠা স্তেপূজ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥

সুতরাং তুল্যপাপী জয় ও ধন্বন্তরি তুল্য হইয়া কেন অতুল্য হইল? কুলজীকারগণ মিথ্যাবাদী, স্তাবক ও অর্থলোভী, সুতরাং আমরা কেন বর্ব্বরের ন্যায় অবিচারে কাহার কথা মানিয়া লইব। বঙ্গীয় সমাজের সাতাইশ সমাজের নাম এই।

সেনহট্টঃ পয়োগ্রাম শ্চন্দনীমহল স্তথা।
দশবাটী ভেড়ামল্লো দাপনদি ভূর্গিল্‌হাটিকঃ॥
আড়াপাড়া শুভেরাঢ়া তেথরি বারমল্লিকা।
পঞ্চথূপী চ তেনায়ি নাগেরহট্ট এবচ॥

মেঘচামী রৌহাটিকুলী জামৈতৈল মিদিলপুরং।
বিক্রমপুরং পোড়াগাছা মান্‌কুচি র্দাশড়াপিচ॥
বুড়ুলিয়া বাঘলড়া কাটিপাড়াপিচ স্মৃতা।
শৌলকোপা ঝাইঝাড়া সমাজাঃ সপ্ত বিংশতিঃ॥

সুতরাং বেশ বুঝা গেল ইহার মধ্যে কালিয়া ও বাণীবহের নাম যেমন নাই, তেমনই খান্দারপাড়, সেনদিয়া, কাজলিয়া, কানড়িয়া ও মূলঘরপ্রভৃতির নামও অনধিগম্য, সুতরাং এক যাত্রায় ফল পৃথক্ হইবে কেন ?

আমরা কৌলীন্যপ্রবন্ধের উপসংহারে নিম্নে কয়েকটী বংশের নামমালা বিন্যস্ত করিলাম।

বিকর্ত্তন ও বলভদ্র।

(বিক্রমপুর) (গৈলা)

১ মহারাজ শ্রীহর্ষসেন
| সেনভূমি

২ বিমল সেন
রাঢ়

৩ বিনায়ক সেন
|

৪ ধন্বন্তরি সেন
|

৫ গাণ্ডেয়ী সেন
| কাঁচড়া পাড়া

৬ হিঙ্গু সেন
| সেনহট্ট

৭ বিকর্ত্তন ৭ বলভদ্র
| |

অরবিন্দ (সেনহট্ট)

মহাকবি কৃষ্ণচন্দ্রমজুমদার।

১ চায়ুদাশ
| রাঢ়

২ পুরন্দর
| শুভবাটি বঙ্গ

৩ নরসিংহ
|

৪ নারায়ণ
| সেনহট্ট

৫ প্রজাপতি

৬ অরবিন্দ
|

৭ শ্রীবৎস

৮ বৃহস্পতি
|

৮ গোপাল
|
৯ কল্যাণ
|
১০ বিদ্যাধর
|
১১ সুবুদ্ধি
|
১২ জিতামিত্র
|
১৩ শ্রীহরি বৈদ্যরত্ন
|
১৪ গোবিন্দ বৈদ্যবল্লভ
|
১৫ রামভদ্র
|
১৬ রামগোপাল
বিক্রমপুর
|
১৭ রামহরি
|
১৮ গোপীনাথ
|
১৯ গৌরীশঙ্কর
|
২০ গুরুপ্রসাদ
|
২১ শ্রীরাজকুমারসেন
এম এ প্রোফেসর ঢাকা
|
২২ শ্রীকরুণাকুমার
|
২৩ শ্রীসত্য রঞ্জন
২৩ শ্রীচিত্তরঞ্জন

৮ অনিরুদ্ধ
|
৯ অর্জ্জুন
|
১০ সর্ব্বানন্দ
|
১১ রামসেবক
পত্রনবিশ
|
১২ কৃষ্ণদাস
গৈলা
|
১৩ রঘুরাম
|
১৪ রামনারায়ণ
|
১৫ মহাদেব
|
১৬ রামপ্রসাদ
|
১৭ রামকিঙ্কর
|
১৮ রামকিশোর
|
১৯ মোহনচন্দ্র
|
২০ শ্রীমধুসূদনসেন
একজি ইঞ্জি
২০ বিশ্বেশ্বরসেন
বি, এ, অধ্যক্ষ
ঢাকা নর্ম্মাল

৯ দামোদর কবীন্দ্র
|
১০ নরহরি দাশ কবীন্দ্র বিশ্বাস
|
১১ রমানাথসার্ব্বভৌম
|
১২ মথুরানাথ কবিকর্ণপুর
|
১৩ মহেশ্বর দাশ
|
১৪ রুদ্রদাশ
|
১৫ নরোত্তম কবীন্দ্র শেখর
মজুমদার
|
১৬ বিশ্বনাথ মজুমদার

- ১৭ লক্ষ্মীনারায়ণ (২য় পুত্র)
  |
  ১৮ রামনিধি
  |
  ১৯ চন্দ্রনাথ
  |
  ২০ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র (ব্রাহ্ম)
  |
  ২১ নরেন্দ্র চন্দ্র
  ২১ রবীন্দ্র চন্দ্র
  ২১ মণীন্দ্র চন্দ্র
  সাং কলিকাতা।
- ১৭ গোপীকৃষ্ণ (৪র্থ পুত্র)
  |
  ১৮ মাণিক্যচন্দ্র
  |
  ১৯ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
  মজুমদার
  সদ্ভাবশতকপ্রণেতা
  |
  ২০ উমেশচন্দ্র
  মজুমদার
  |
  ২১ ইন্দ্রভূষণ
  সাং সেনহাটী
  জিঃ—খুলনা

সাং গারুড় গাঁ।
বিক্রমপুর

বিক্রমপুরস্থ কলমার নিমদাশ বংশীয় প্রসিদ্ধ ভুইয়া জমীদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নিধিরাম দেওয়ানের ভ্রাতা রামরাম সরকার, ১৬ নং রামগোপাল সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার কৌশল ও প্রলোভনে রামগোপাল, সেনহাটী ত্যাগকরিয়া বিক্রমপুরবাসী হয়েন। রামগোপাল, গোবিন্দবৈদ্যবল্লভের পৌত্র ও বংশে "বৈদ্যবল্লভ" বলিয়া প্রখ্যাত, তাই রাম কান্তদাশ ঘটকবিশারদ এই কারিকা প্রণয়ন করেন।—

"বৈদ্যবল্লভের কোঁটা নিমের কপালে" রামগোপালের গোদ ছিল, তিনি জেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, লোকে দেয় কপালে চন্দন, তোমরা যদি আমার গোদে চন্দন দিতে প্রতিশ্রুত হও, তবে আমি কন্যা দান করিব। রামগোপাল গণবংশে বিবাহ করিয়া বিক্রমপুরে বাস করেন। যদাহ রামকান্ত :—

সেনহাটীতে বিকর্ত্তন বিদ্যাধর কুলে।
শ্রীহরি বৈদ্যরত্ন ছিলেন কুলে শীলে॥
তাঁহার পুত্র গোবিন্দরাম বৈদ্যবল্লভ খ্যাতি।
বিদ্যায় প্রধান বলি বড়ই সুখ্যাতি॥
তাঁহার বংশে রাম গোপাল নামেতে প্রকাশ।

১০নং নরহরি কবীন্দ্র বিশ্বাসের ২য়পুত্র যদুনাথ তলাপাত্রের সন্তানগণ বাণীবহ গ্রামগত। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার ৺ গিরিজাশঙ্কর মজুমদার ও হাইকোর্টের বর্ত্তমান উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্করমজুমদারপ্রভৃতি তদ্বংশজাত।

১০ নং নরহরির ৩য় পুত্র বাণীনাথ কবিশেখরের পুত্র রতিকান্ত কণ্ঠাভরণ গৌরীকান্ত কবিভারতী ও রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কালিয়াবাসী হয়েন। আমরা উক্ত কবিভারতীর অনন্তর বংশ্য।

১২নং মথুরানাথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কাশীনাথ কবিকর্ণভূষণ, সেনহাটীর অরবিন্দ রায়গণ তৎসন্ততি, মথুরানাথের মধ্যমাগ্রজ কমলানাথ কবিডিমডিম, কালিয়া গমন করেন, রায়নগরের দেওয়ানবংশ তৎসন্ততি।

১৩নং মহেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম চন্দ্র শিরোমণি। তদ্বংশে পার্ব্বতীনাথ দাশ প্রভৃতি সমুদ্ভূত। মহেশ্বরের ২য় ভ্রাতা রামেশ্বর কবিমণি নির্ব্বংশ। দাশপাড়ার বিশ্বেশ্বরদাশপ্রভৃতি মহেশ্বরের ৩য় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর দাশের অনন্তর বংশ্য।

১৫ নং নরোত্তম, নবাবসরকারে কাজ করিয়া মজুমদার উপাধি লাভ করেন। মহাকবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার

গণবংশে বিভা করি বিক্রমপুর বাস॥
কবিরাজ বংশে হয় মহাদেব কৃতী।
তাঁহার কন্যা বিভা করি হাতার ভোগে স্থিতি॥

২২ নং করুণাকুমারের কনিষ্ঠ চন্দ্রভূষণ, তৎপুত্র শ্রীমান্ অনন্ত কুমার সেন। ২১ নং রাজকুমারের ২য় ভ্রাতা অন্নদাকুমারসেন বি এল। তৎপুত্র বিধুভূষণ, ইন্দুভূষণ, শশাঙ্কভূষণ ও সুধাংশু ভূষণ। ২১ নং রাজকুমারের ৩য় ভ্রাতা বিপিনবিহারিসেন, তৎপুত্র বিনয় ভূষণ।

২১ নং উমেশচন্দ্র সেনের ৩য় পুত্র ২২ নং হারাণ চন্দ্র, প্রফুল্ল চন্দ্র, নৃপেন্দ্র চন্দ্র। ২১ নং রমেশ চন্দ্র সেনের পুত্র ২২ নং অমূল্যচন্দ্র, বিনোদচন্দ্র ও আমোদচন্দ্র। ২১ নং সুরেশচন্দ্রের পুত্র ২২ নং প্রমোদকুমারসেন ও খোঁকা বাবু। সোণারঙ্গে উক্ত বিশারদ বংশে শ্রীপ্যারীমোহন কবীন্দ্র, তৎপুত্র মনোমোহন, বিরাজ ও প্যারীবাবুর ২য় ভ্রাতা শ্রীরাজমোহনসেন, তৎপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ললিতমোহন, ভূপেন্দ্রমোহন ও গোপেন্দ্র মোহন এবং ৩য় ভ্রাতা কাশীপ্রবাসী বাবু ভুবনমোহনসেন; তৎপুত্র অবনীমোহনসেন, ধরণীমোহন সেন ও ক্ষিতি মোহনসেন এম এ ভারতী ও আরও বহু সম্রান্ত ব্যক্তি আছেন। অনন্তসেন উক্ত নরোত্তম কবীন্দ্র শেখরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র।

১৯ নং নরহরির পিতা দামোদর কবীন্দ্রসম্বন্ধে এইরূপ কারিকা শ্রুত হয়।

নৃসিংহবংশোদ্ভবসিংহরূপো
দামোদরঃ শুদ্ধমতিঃ কবীন্দ্রঃ।
লম্বোদরস্যাঙ্ঘ্রি নিমগ্নচেতাঃ,
বভূব সৎকাব্যবিধৌ বিধাতা॥

বিক্রমপুর গত ছুহি।

অনন্তরামসেনবিশারদবংশ।

১ শ্রীবৎস বা শক্তিধরসেন
২ পুণ্ডরীকসেন
৩ ছুহি বা ধোয়ী সেন (রাঢ়)
৪ কুশলী (পয়োগ্রাম)
৫ হিঙ্গু-সেন
৬ অনন্তসেন বিশারদ
৭ আদিত্যসেন
৮ ধরাধর সেন
৯ বিনায়কসেন
১০ মদনকবিরত্ন
১১ গৌরীনাথসেন
১২ ভবসেন
১৩ গদাধরসেন
১৪ চন্দ্রচূড়সেন
১৫ শ্রীরাম বা অনন্তরামসেন
১৬ শ্রীমন্তসেন (সোণারঙ্গ)
১৭ শিবনারায়ণসেন

বিশারদের আরও বংশ চাঁদপ্রতাপে আছেন। ভাথুড়িয়া গ্রাম নিবাসী রায় রামশঙ্করসেন ডিঃমাঃ বাহাদুর, তৎপুত্র ৺গিরিজা শঙ্করসেন ব্যারিষ্টার। শ্রীজ্ঞানশঙ্করসেন ডিঃ মাঃ ও শ্রীহেমশঙ্করসেন। গিরিজাবাবুর পুত্র শ্রীপ্রফুল্লশঙ্করসেন বি এ, ডিঃ মাঃ, ও অমূল্যশঙ্কর, নিখিলশঙ্কর। জ্ঞানশঙ্করবাবুর পুত্র নির্ম্মলস্বভাব শ্রীমান্ নির্ম্মলশঙ্করসেন বি এ, ও নলিন শঙ্কর।

১৮ প্রাণকৃষ্ণসেন
১৯ রামরূপসেন
২০ শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেন রায় বাহাদুর পেন্সনপ্রাপ্ত ডিঃ মাঃ
২১ ৺কৈলাসচন্দ্র সেন।
২১ শ্রীউমেশচন্দ্র সেন
২১ শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন
২১ শ্রীরমেশচন্দ্র সেন
২১ শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন
২১ শ্রীধনেশচন্দ্র সেন
সাং সোণারঙ্গ
বিক্রমপুর।

গোষ্ঠীপতি ও ঘটক।

কি রাঢ়, কি বঙ্গ, সর্ব্বত্রই গোষ্ঠীপতি বা সমাজপতি বলিয়া একটা পদ থাকার কথা শ্রুত হওয়া যায়। এখন এই সকল সামাজিক রীতি নীতির বিলয় ঘটিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে কেহই সমাজপতির মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া কোন সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। কেহ কোন প্রকার সামাজিক অপরাধ করিলেও সমাজের প্রবীণগণ ও সমাজপতি তাঁহাকে শাসন করিতেন। এক সময়ে শ্রীখণ্ডনিবাসী রোষকুলধুরন্ধর কুমারসেন, চায়ুকুলপদ্ম বিশ্বম্ভর ও দুর্জয়দাশ এবং গুপ্তকুলকেতু মহাত্মা বিশ্বনাথ, সমাজপতি ছিলেন।

তাহাতে বিশেষ কই, দুর্জয় বচন সই,
শ্রীকুমার বৈদ্য গোষ্ঠীপতি।
বিশ্বনাথগুপ্ত কৃতী, গুপ্তকুলগোষ্ঠীপতি,
চণ্ডীদাশ গুণে বড়, সবে কহে চণ্ডীবর,
বৈদ্যকুলে যাঁর বড় খ্যাতি।
তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাশ, কুলে শীলে পরকাশ,
পিতৃভাবে হল্যা গোষ্ঠীপতি॥

চায়ুকুলে বিশ্বম্ভর, ব্যক্ত বিশ্বময়।
বিষপাড়া ছাড়ি শেষ, শ্রীখণ্ড নগরে বাস,
কুলে শীলে গুণে অতি ধন্য।
দাশকুলে গোষ্ঠীপতি, হল্যা অতি শুদ্ধমতি,
পণ্ডিতজনের অগ্রগণ্য॥
চায়ুকুলে গোষ্ঠীপতি দুর্জয়ের বুঝা॥ রামভদ্রগুপ্ত।

বঙ্গদেশেও বিনায়কসেনবংশে (ডমন) মহারাজরবিসেনমহামণ্ডল, উচলি বংশে বিজয়সেন বৈদ্যান্তরঙ্গ খান ও রামচন্দ্রসেন সমাজপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন।

অন্তরঙ্গস্য খানস্য বিজয়স্যাধিকারিণঃ।
অজায়েতা মুভৌ পুত্রৌ নীলাম্বরধনঞ্জয়ৌ॥
ধনঞ্জয়াৎ রামচন্দ্রঃ সমাজাধিপতিঃ কৃতী। ৫০ পৃষ্ঠা কণ্ঠহার

অবশ্য হিঙ্গু, বিকর্ত্তন ও অরবিন্দবংশেও যে কেহ কেহ সমাজপতি না ছিলেন ও না হইয়াছেন এরূপও বোধ হয় না, কিন্তু দেশে ইতিহাস না থাকায় ও ঐতিহ্যতত্ত্ব সমাহারে প্রভূত বাধা বিপত্তি ছিল বলিয়া বহু জ্ঞাতব্য বিষয় উপেক্ষিত হইয়া কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুকুলে রাজা হরিনাথ, ধনসম্পৎ ও আভিজাত্যগৌরববলে সমাজপতি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন অন্যান্য কুলীন বর্গ, তাঁহার প্রতি অসূয়া ও ঈর্ষা নিবন্ধন তাঁহাকে সমাজপতি হইতে দিলেন না। পরবর্ত্তী সময়ে ধন্বন্তরিকুলকেতু মহারাজ রাজবল্লভ, তদীয় তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাস ও কন্যা লক্ষ্মীদেবীর উদ্বাহকালে যে চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেনহাটী ও বিক্রমপুর অঞ্চলের সমুদায় বৈদ্য জাতির অনুমোদন ক্রমে সমাজপতি বলিয়া গৃহীত হয়েন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয় দেওয়ান বাহাদুরের পুত্রের বিবাহসময়েও এক চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। তাহাতেও মহারাজ রাজবল্লভ সমাজপতি ও রায় মৃত্যুঞ্জয় সহকারী সমাজপতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। বঙ্গজসমাজে জপসার জমীদারগণ, মহারাজ রাজবল্লভের পরই সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। তত্রত্য লালা রামপ্রসাদসেন বাহাদুর, তাঁহার কন্যা সর্ব্বেশ্বরী দেবীর বিবাহসময়ে যে চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, তাহাতেও মহারাজ রাজ

বল্লভের পুত্রগণ সমাজপতি, রায় মৃত্যুঞ্জয় সহকারী সমাজপতি ও, লালা রামপ্রসাদ নাএব সমাজপতি বলিয়া অবধারিত হয়েন। এখন কতক কাল মাহাত্ম্যে, কতক সমাজের দুর্গতিনিবন্ধন, আর সমাজপতিত্বের কোন অস্তিত্ব শ্রুত হয় না। আভিজাত্য ও কৌলীন্যও এখন পুরুগত হইয়া পূর্ব্বরীতির সম্পূর্ণ বিধ্বংস ঘটাইয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে রঘুনাথরায়ও সমাজ পতি ছিলেন। যথা—"বিক্রমপুরে রঘুনাথ রায় সমাজপতি। রাজচ্ছত্র পাহীদাশ প্রতিষ্ঠিত অতি॥ বিশ্বনাথ পত্র নবিশ নামলব্ধ ঘর। কার্ত্তিকপুরের মঙ্গলানন্দ এই তিনের পর"॥

রামকান্ত।

একালে যাঁহারা একের পুত্রের সহিত অন্যের কন্যার সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকেন তাঁহাদের নাম (ঘটয়তীতি) ঘটক, কিন্তু পূর্ব্বকালে যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তি কেবল সম্বন্ধ ঘটাইয়া ঘটকনামে সমাখ্যাত হইতে পরিতেন না। তৎকালে একই ব্যক্তি ঘটক ও কুলাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। কুলতত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিত দিগের মধ্য হইতে ঘটক নির্ব্বাচিত হইতেন। মহারাজ বল্লালের সভায় বহু কৃতবিদ্য ঘটক বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য উভয় জাতি হইতে গৃহীত হইতেন। এবং উঁহারা "রাজঘটক" নামে সমাহূত ছিলেন। কিন্তু বৈশ্য জাতির ঘটক বৈশ্যজাতিহইতেই গৃহীত হইত। কেবল কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জাতির ঘটকগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোধ হয় কায়স্থগণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া কায়স্থজাতিহইতে কায়স্থের ঘটক নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই। ঘটকের প্রকৃত লক্ষণ এই——

বংশাংশদোষগুণভাববিচারকর্ত্তা, ন্যূনাতিরেকপরিমাণযথার্থবক্তা।
পর্য্যায়পর্য্যগণনাঞ্চ করোতি যশ্চ, শশ্বন্নৃপেণ গদিতো ঘটকঃ সএব॥

মিশ্রগ্রন্থ।

ধাবকো ভাবক শ্চৈব যোজকশ্চাংশক স্তথা।
দূষকস্তাবক শ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥ কুলদীপিকা।
অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকাজ্জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পুনঃ॥

কে ন বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বী,মুর্ব্বীতলে কুলভৃতাং পরিবর্ত্তনং বা।
অত্যন্ত সূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং,জানন্তি তে হি ঘটকা নতু যোজকাস্তাঃ॥

কুলতত্ত্বজ্ঞ ঘটক, সভায় সামাজিকগণের দোষ, গুণ ও কুলমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেন। কে বড়, কে ছোট, তাহা নির্ণয় করিয়া দিতেন। এবং তাঁহাদিগকে সময় মত পাত্রপাত্রীও যোটাইয়া দিতে হইত। তাহাতে এই হইত, কোন সদ্বংশীয় ব্যক্তিকে কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। যার তার কন্যা গ্রহণ ও যাকে তাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে যে কতদূর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা একালের নব্যগণ এখনও বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই, তাই এখন রূপ ও রূপচাঁদের মর্য্যাদাই যত্র তত্র, কিন্তু পূর্ব্বকালে কৃতবিদ্য কুলাচার্য্যগণের হস্তে উদ্বাহ ব্যাপার সম্পাদন ভার ন্যস্ত হইত বলিয়া সে দোষ ঘটিতে পারিত না। এ কালের পঞ্চদ্বয় বা ঘটকের ন্যায় সে কালের পঞ্চদ্বয় বা ঘটকগণ প্রবঞ্চক ও প্রতারক ছিলেন না।

অনেকের ধারণা যে কায়স্থদিগের ন্যায় বৈদ্যদিগেরও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ঘটক ছিল, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও নিদানশূন্য। এখন অধিকাংশস্থলে পাত্র পাত্রী নিজেই ঘটকের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, কালমাহাত্ম্যে কুলাচার্য্য সম্প্রদায়েরও বিলোপ ঘটিয়াছে, ধোপা নাপিত যে কোন জাতীয় ব্যক্তি ঘটকের কার্য্যে ব্রতী হইতেছে। সুতরাং বৈদ্যের ঘটক যে বৈদ্যের কুলাচার্য্যগণ হইতেন, তাহা কেহ অনুমানও করিতে পারেন না। ইংরাজসংসর্গে রাঢ় ও কলিকাতাঅঞ্চলের বৈদ্যসমাজে এখন আর একজনও বৈদ্যঘটক থাকার কথা জ্ঞাত বা শ্রুত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে রাঢ়ে এখনও কায়স্থব্রাহ্মণদিগের ঘটকের কাজ ব্রাহ্মণকুলাচার্য্যগণ করিতেছেন,তদ্দর্শনে বৈদ্যের ঘটকও ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই রূপ ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমরা ভূয়োদর্শনবলে বলিতেছি এ দেশেও পূর্ব্বে বৈদ্যের ঘটকত্ব বৈদ্যগণই করিতেন। তাঁহারা সবিশেষ কুলতত্ত্বজ্ঞ ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। ভরত বলিয়াছেন—"অথ যদাহ ঘটকরায়ঃ"।

বৈনায়কে কৃষ্ণখানঃ খানোহরিহরস্তথা।
ধাবেব বিশ্ববিখ্যাতৌ মহাকুলতয়া শ্রুতৌ ॥ ২০ পৃ চন্দ্রপ্রভা

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে "ঘটকরায়" বলিয়া কোন বৈদ্য সন্তান এই শ্লোকটীর রচয়িতা ও তিনি একজন বৈদ্যজাতীয় ঘটক ছিলেন। স্থানান্তরে দৃষ্ট হইতেছে—

যঃ কৃত্তিবাসঃসেনোঽয়ো বিনীতঃ সদ্গুণান্বিতঃ।
গোষ্ঠ্যাং ঘটকরত্নেতি পদবীমাপ শোভতৈঃ॥ ১২৭শ্লু চন্দ্রপ্রভা।

এই কৃত্তিবাসসেন, বরাটবংশপ্রভব, তাঁহার পদবী “ঘটকরত্ন” ছিল। সুতরাং বৈদ্যজাতিতে ঘটক থাকার রীতি ছিল, তাঁহারা গুণানুসারে সমাজ পতিও হইতেন ইহা প্রতীত হইতেছে। সুতরাং যাঁহারা বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ঘটক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা অভ্রান্ত নহেন। ব্রাহ্মণেরা কোন দিন বৈদ্যের ঘটকত্ব করেন নাই। বৈদ্যের ঘটক বৈদ্যেরাই ছিলেন। কি রাঢ়, কি বঙ্গ, কুত্রাপি বৈদ্যের ব্রাহ্মণ ঘটক থাকার কথা না কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, না কুত্রাপি ব্যবহারেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, না উহা জনশ্রুতি সমর্থন করে।

অবশ্য আমরা বঙ্গসমাজে সম্প্রতি কিয়ৎকাল যাবৎ হড়ঠাকুরদিগকে বৈদ্যের ঘটকের কার্য্য করিতে দেখিতেছি, বটে, কিন্তু তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য ঘটক নহেন। যখন রামকান্ত দাস ঘটকবিশারদ রাজা হরিনাথের ভয়ে বেজো ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদবধি তাঁহার পুরোহিত উক্ত হড়গণ প্রতিনিধিস্বরূপ ঘটকালী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিয়া আসিতেছেন। বেজোপ্রভৃতি স্থানে যে সকল দাস সন্ততি আছেন, তাঁহাদিগকে এখন ঘটকের কার্য্য করিতে দেখা যায় না। তবে রামকান্ত বিক্রমপুরে যাইয়া তত্রত্য বৈদ্যসমাজে ঘটকের কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ অনেকে এখনও জাতীয় বৃত্তির পরিহার করেন নাই। বিদ্গ্রামবাসি দাস সন্ততিগণও ঘটকের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে রামকান্তই আদি ঘটক ও আদি ঘটকবিশারদ। কিন্তু এ কথা সনিদান কি অনিদান, তাহা ঠিক করা সহজ নহে। অবশ্য মহামতি রিজলি সাহেব তাঁহার জাতিতত্ত্ব গ্রন্থে লিখিয়াছেন——

The (Baidyas) have also ghataks of their own, who were formerly Brahmans, but for many years past members of their own custe have discharged this important social function. The innavation is ascribed to one Visaratt of Jessure who is said to have been the first regular Vaidya ghatak. Page 49.

কিন্তু তাঁহার এ উক্তি সর্ব্বাংশে প্রকৃত নহে। যশোহরের যে ঘটক বিশারদ ব্রাহ্মণের হস্তে বৈদ্যের ঘটকের কার্য্য সমর্পণ করেন, তিনিই রামকান্ত ঘটক বিশারদ বটেন। এবং তিনিই সর্ব্বত্র কবি রামকান্ত বলিয়া প্রখ্যাত—"বিশারদাখ্যঃ কবিরামকান্তঃ", কিন্তু তিনি বৈদ্যের প্রথম ঘটক ছিলেন কিনা বলা দুষ্কর। বঙ্গজসমাজে আদিঘটক কে তাহা অজ্ঞেয়। উচলিপ্রভৃতি বংশের কেহ কেহও নাকি ঘটকের কার্য্য করিয়াছেন, প্রথমে কোন বংশবিশেষ ঘটকের কার্য্যে বাদ্ধা নির্দ্দিষ্ট ছিলেন না। ক্রমে কান্নদাশ বংশই ঘটকের কার্য্যের জন্য চিহ্নিত ভাবে নিয়োজিত হয়েন। কিন্তু এ নিয়োজয়িতা ও নিযুক্ত ব্যক্তি কে, তাহাও অনধিগম্য। কেবল ইহা নহে, এখানে দুইটী বিষয় অবধারণীয়। কান্নবংশের প্রথম ঘটক কে এবং কেই বা তদ্বংশের আদি ঘটকবিশারদ। কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে কান্নবংশের আদিঘটক ও আদি ঘটকবিশারদ কান্ন (স্কন্দ) দাশ এবং তিনিই সর্ব্বাদৌ সেই ঘটকবিশারদ উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার যে কোন অনন্তরবংশ্য ঘটকবিশারদের সন্তান বলিয়া বিশেষিত। কিন্তু তাঁহাদের এ উক্তির কোন লিখিত প্রমাণ নাই, তাঁহারা নাকি বাল্যকাল হইতে এই বংশপরম্পরাগত জ্ঞান বহন করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এই মত প্রকৃত, অপ্রকৃত বা বিকৃত, সকলই হইতে পারে। সম্প্রতি শ্রীনাথসেনকৃত বাচস্পতি ও সূর্য্যদাশ কৃত দোষমালা প্রভৃতির কতিপয় বচন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীনাথসেন তদীয় বাচস্পতি গ্রন্থে বলিয়াছেন রামকান্তের পূর্ব্বপিতামহগণই বহুকাল যাবৎ ঘটকত্ব করিয়া আসিতেছেন, এবং তন্মধ্যে মহামতি চণ্ডীবর দাশই আদি ঘটক। উক্ত প্রমাণ

আসীৎ পুরা বৈদ্যকুলজ্ঞমান্যশ্চণ্ডীবরঃ শুদ্ধমতিঃ সুধন্যঃ।
তদন্বয়েঽভূৎ বলভদ্রনামা তস্মাত্তু বিদ্যাধরসিদ্ধকামঃ॥
জাতোঽনিরুদ্ধো ঘটকস্ততোহি বভূব চাসৌ কুলশাস্ত্রদর্শী।
নরহরিস্ততোজাতঃ কুলাচার্য্যো বিদাংবরঃ।
মধুসূদনসূর্য্যৌ চ শিবদাশস্ততঃ সুতাঃ॥
কুলজ্ঞকুলবক্তারঃ কুলশাস্ত্রবিশারদাঃ।
তেষাং সূর্য্যকৃতা পঞ্জী দোষমালেতি সংজ্ঞিতা॥

বঙ্গীয়কুলশাস্ত্রাণাং বক্তা চণ্ডীবরঃ কৃতী।
মৎকৃতান্যন্যকৃতং যৎ তৎ তদ্বংশায় অর্পিতং॥
দেবীবরাদিকৈঃ প্রাজ্ঞঃ খ্যাতো ব্রহ্মকুলে তথা।
কান্নাৎ চণ্ডীবরো বঙ্গে ঘটকো ভিষজাং কুলে॥
ইতি বাচস্পতিতনয় শ্রীনাথসেনঃ (রামবংশঃ)

কান্নাৎ নরহরের্ব্বংশাঃ কুলজ্ঞা ঘটকাহি তে।
তেষাং কুলপ্রকাশজ্ঞঃ সূর্য্যদাশো বিশেষতঃ।
দোষমালাদিকং গ্রন্থং কৃতবান্ যঃ সমাসতঃ॥ ইতি কশ্চিৎ।
কান্নান্বয়াঃ কুলশ্রেষ্ঠাযৈঃ কৃতা কুলপঞ্জিকা।
ভ্রমন্তি সর্ব্বদেশেষু নিশায়াং দীপকা যথা॥ ইতি হড়ঠাকুরঃ॥
আসীৎ বিজ্ঞকুলজ্ঞকো নরহরির্মান্যো বদান্যঃ কৃতী,
নীতিজ্ঞো ঘটকাগ্রণীঃ সুমতিমান্ ধীরেশচূড়ামণিঃ।
তৎপুত্রো মধুসূদনোঽনুজবরঃ সূর্য্যঃ কুলজ্ঞঃ শিবঃ,
বৈদ্যানাং কুলশাস্ত্রতোষণকরীং পঞ্জীমিমাং ভাষতে॥
সূর্য্যদাশকৃত দোষমালা।

যদি কেহ এই সকল বচন কৃত্রিম বলিয়া মনে না করেন, অথবা কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে আমারা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইব যে রামকান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতেই ঘটকতা চলিতেছিল সুতরাং রামকান্ত আদি ঘটক নহেন। এবং শ্রীনাথসেনমহাশয়ের উক্তি যদি স্খলনবহুল না হয়, তাহা হইলে চণ্ডীবরদাশকেই আদি ঘটক বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীনাথাদির প্রমাণ দর্শন করিয়াও আমরা তত তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি নাই। জগন্নাথের ভাবাবলীর যে বচনে কান্নকে মহোজ্জ্বল করা হইয়াছে, উহা যেমন কৃত্রিম বোধ হইল, ইহাও ঠিক্ তেমনই কৃত্রিম বোধ হইতেছে। কেন না শ্রীনাথ তাঁহার প্রমাণে চণ্ডীবর হইতে নরহরি তনয় শিব, সূর্য্য ও মধুসূদনের নাম পর্য্যন্ত লইয়াছেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব কণ্ঠহার বলিতেছেন——

রামসেনাত্মজৌ পুত্রৌ মার্কণ্ডেয়প্রভাকরৌ।
নিমদাশস্য দৌহিত্রৌ মার্কণ্ডেয়াৎ ধনঞ্জয়ৌ॥ ৫৯ পৃ

রামসেন, রাঢ়ীয় মহামহোপাধ্যায় মহাকুল ছুঙ্গরদাশের ভগিনীও বিবাহ করেন।

তৎপক্ষে কন্যেকে জাতে তে দত্তে সময়োচিতং।
সেনহাটীসমুদ্ভূত রামসেনায় পূর্ব্বিকা॥ ২৫৫ পৃ চন্দ্রপ্রভা।

কণ্ঠহার ইহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। যাহা হউক রাম যে নিমদাশের কন্যাও বিবাহ করেন, ইহাও ঠিক্। তাহা হইলে বংশমালা লিখিতে যাইয়া দেখা যায় কান্নবংশীয় বিদ্যাধর ও শ্রীনাথসেন সমসাময়িক। যথা—

নারায়ণ দাশ	কান্ন নিম	রবিসেন মহামণ্ডল	উচলিপুত্র শ্রীবঙ্গ
প্রজাপতি	রবি	রামসেন	দেবসেন
অরবিন্দ	বাসুদেব	প্রভাকর	ভূধর
শ্রীবৎস	উমাপতি	বঙ্গ	বিজয়
বৃহস্পতি	চণ্ডীবর	ভাস্কর	ধনঞ্জয়
দামোদর	বলভদ্র	বাচস্পতি	রামচন্দ্র
নরহরি	বিদ্যাধর	শ্রীনাথ	
বাণীনাথ	অনিরুদ্ধ		
রসিকান্ত	নরহরি		
	মধুসূদন		
	সূর্য্যদাশ		
	শিবদাশ		

বাচস্পতেশ্চ শ্রীনাথঃ,
অনেনাপি কৃতা কাপি,
বৈদ্যানাং কুলপঞ্জিকা।
কণ্ঠহার ৬১পৃষ্ঠা।

নারায়ণ, কান্ন ও নিম,তিন জন সহোদর,অতএব রামের পিতা রবি,কান্নের সমসাময়িক ? বিদ্যাধর ও শ্রীনাথও সমসাময়িক ? সুতরাং শ্রীনাথ, বিদ্যাধরের পিতা, পিতামহ বলভদ্র ও চণ্ডীবর দাশ এবং বিদ্যাধরের পুত্র অনিরুদ্ধ ও পৌত্র নরহরির নাম লইতে পারেন। বলভদ্র ও চণ্ডীবর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ? সুতরাং তাঁহাদের কথা শোনা সম্ভবই। এবং লোকে নিজের পৌত্র প্রপৌত্রও দেখিয়া থাকে, সুতরাং তিনিও বিদ্যাধরের পৌত্র প্রপৌত্রও দেখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কুলশাস্ত্রজ্ঞ ও কৃতি-অবস্থায় দেখা অসম্ভব। পৌত্রের বিশ বাইশ বৎসরে প্রপৌত্র হইতে পারে, কিন্তু ২০।২২ বৎসরের পৌত্রেরও কুলশাস্ত্রে প্রাবীণ্যলাভ অসম্ভব। সুতরাং এই কারণে আমরা এই সকল বচনের উপর আস্থা সংস্থাপন করিতে অসমর্থ। এরূপ জনশ্রুতি যে সূর্য্যকৃত কোন দোষ মালা আদবেই নাই, তবে শিবদাশের বংশীয় মহেশ্বরকৃত এক দোষমালা গ্রন্থ আছে,তাহাতে এই সকল শ্লোক না থাকারই কথা। থাকিলে স্বার্থবদ্‌গণ সেই গ্রন্থেরই নাম গ্রহণ করিতেন।

সম্প্রতি বলুর ও বিদ্গাঁর ঘটক মহাশয়গণ পরস্পর বিবদমান, কাজেই আমরা বিবেক ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে ভীত ও পশ্চাৎপদ। কেহ যদি মূল বাচস্পতি গ্রন্থ ও সূর্য্যকৃত দোষমালা দেখাইতে পারেন,তবে তথন আমাদের মতিগতিও ফিরিতে পারে। কায়স্থদিগের কৃত্রিমতা ও বড় বড় মহামহোপাধ্যায় তর্কচঞ্চুদিগের মিথ্যা পাতিদানের অবস্থা দেখিয়া আর শ্লোকদর্শনমাত্রই বিশ্বাস করিতে আত্মা আগুয়ায় না। আমি কিন্তু কান্নদাশ মহাশয়কেই আদি ঘটক বলিতে অভিলাষী। ভট্টপ্রতাপ-নিবাসী স্বর্গত মহাত্মা রামমাণিক্য সেনমহাশয়, পঞ্জী-যশোরঞ্জিনী-গ্রন্থের প্রণেতা, উক্ত গ্রন্থ পাইলেও আমরা ব্যত্যমান বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়নে সমর্থ হইতাম। রাম-কান্তের আদিঘটকত্ব ও আদিঘটকবিশারদত্ব ব্যাহত কি অব্যাহত তাহাও দুর্নির্ণেয়। ফলতঃ যথন কোন ইতিহাস নাই, কাহার কোন সনদও দেখা যায় না, তথন কাহার কথা যে প্রামাণ্য তাহা ভগবান্ জানেন। কান্নদাশবংশীয়-গণ জানেন যে কান্নবংশে কেহ ঘটকবিশারদের সন্তান ছাড়া আছেন কি না, যদি থাকেন, তবে যাঁহারা ঘটকবিশারদের সন্তান বলিয়া প্রখ্যাত, তাঁহা দিগের আদি বীজীই আদি ঘটকবিশারদ ছিলেন ইহা মানিয়া লইতে

হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিবদমান পক্ষদ্বয় কেহই স্বার্থান্ধ হইয়া শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন না। এক পক্ষ যে দোষাক্রান্ত তাহা নিশ্চয়ই অনুমান করিতে হইবে। কে আদি ঘটক, কে আদি ঘটকবিশারদ, তাহা কেহই জানেন না, তবে আমরা দেখিতেছি বিদ্‌গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘটক আনন্দ চন্দ্র দাশ মহাশয় যে ডাকের মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে শিবদাশ, সূর্য্যদাশ ও মধুসূদনদাশের কাহার নামে ঘটক বা ঘটকবিশারদ বলিয়া কোন উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। শিবদাশ ও সূর্য্যদাশের সন্তানদিগের মধ্যেও (আনন্দ বাবু ও দ্বারকানাথ বাবু ছাড়া) কোন নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিতে উপাধি দেখা যায় না, অথচ উক্ত আনন্দ ঘটক মহাশয় মধুসূদনের পুত্র রামকান্তকে "ঘটকবিশারদ" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। সুতরাং রামকান্তের ঘটকত্ব ও ঘটক বিশারদত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত নির্ব্যূঢ় সত্য। যদি ইহাই প্রকৃত হয়, যদি রামকান্তই আদি ঘটকবিশারদ হয়েন, তাহা হইলে রামকান্তের বংশধর ভিন্ন অন্যেরা কথনই ঘটকবিশারদের সন্তান বলিয়া সমাখ্যাত হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত তারিণী-দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন, উক্ত শ্লোকেও বিবৃত রহিয়াছে যে শ্রীনাথসেনই যেন কায়বংশকে ঘটকত্ব দিয়াছেন এবং উচলিবংশের সমাজপতি বিজয় বা রামচন্দ্র চণ্ডীবরকে আদি ঘটকত্ব দিয়াছিলেন। আমরা উপস্থাপিত প্রমাণ অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এবং বিজয় ও রামচন্দ্র যে চণ্ডীবরকে ঘটকত্ব দিয়াছেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আবার রামকান্তও যে আদিঘটক তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, আমাদিগের বাল্যসংস্কার ও অভিজ্ঞতাও উহার প্রতিকূল। তবে একটী কথা এই যে রামকান্ত যখন আপন পুরোহিত 'হড়ঠাকুরগণকে ঘটকত্ব দিয়া বিক্রমপুর চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার বেন্দাস্থ অন্যান্য জ্ঞাতিরা কেন ঘটকত্ব ছাড়িয়া ছিলেন? আমরা ত যশোহরে হড়ঠাকুর ছাড়া কোন কায়কে ঘটকত্ব করিতে দেখি না। বেন্দার ঘটকেরা কেন আপন স্বত্ব ত্যাগ করিলেন? অবশ্য বিদ্‌গ্রামের ঘটক মহাশয়গণও বংশানুক্রমে ঘটকতা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কি পৈতৃক স্বত্বের ভোগদখল করিতেছেন, না জ্যেষ্ঠতাত মধুসূদনের পুত্র রামকান্তের স্বত্বের ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই নিজে নিজে জানেন। কোন সভাতে উভয় দল উপস্থিত থাকিলে কে সর্ব্বাগ্রে সম্মানভাজন হয়েন, কে গিরি

শকুনের পদ গ্রহণ করেন,তাহা তাঁহারা ও সামাজিকগণ জানেন, সুতরাং বিবাদ করা অনুচিত। তবে বিদ্গাঁনিবাসী শিবদাশের সন্তান আনন্দ ঘটক (যিনি উভয় পক্ষের তুল্য জ্ঞাতি) মহাশয়ের ডাকের পাঠ করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে রামকান্ত দাশই আদি ঘটকবিশারদ ছিলেন,তাহাতে যেন কোন সন্দেহই নাই। তবে কায়বংশে তিনি ঘটকও আদি কিনা তাহা ঠিক্ বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই, বরং সন্দেহই আছে। পূজনীয় শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয় লিখিয়াছেন——

"সেনহাটী অঞ্চলে হড়ঠাকুগণ ব্যতীত কেহ ঘটকতা করেন না ও কাহা-কেও তিনি করিতে দেখেন না"। এবং তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে "বৈদ্যের আদি ঘটক কে ছিল, তাহাও বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বলিতে পারি না" পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড়ঘটক মহাশয়,শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যে পত্র দিয়াছেন তাহাতেও তিনি আদি ও শেযে লিখিয়াছেন—

"কার্ণবংশোদ্ভব ৺রামকান্তদাশ ঘটকবিশারদ মহাশয় পূর্ব্বকালে সমগ্র বৈদ্য বংশের কুলজ্ঞ ছিলেন" "রঙ্গজ বৈদ্যগণ মধ্যে তিনিই আদি ঘটক এবং বিক্রম-পুরের সমাজ বন্ধনকারী, তাঁহার বংশধরগণই ঘটকবিশারদবংশোদ্ভব বলিয়া বিখ্যাত।" তিনি কালীপ্রসন্ন বাবুকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতেও লিখিয়াছেন যে—

"সম্প্রতি বৈদ্যসমাজের আদি ঘটক কার্ণবংশোদ্ভব ৺ রামকান্ত দাস ঘটক বিশারদের বংশধর বলুরের ঘটক নয়নানিবাসী শ্রীমান্ কালীপ্রসন্নদাশ ঘটক যে তাঁহার বিদ্গ্রামের জ্ঞাতিবর্গকে ঘটক উপাধি হইতে বঞ্চিত করিয়া বিবাহ সভায় পানের থাল,চন্দনের বাটী ও রাসীবিবাহের যোড় ইত্যাদিতে কেবল তাঁহার (কালীপ্রসন্নের) বংশের দাবি প্রমাণ করিতেছেন তাহা তাঁহার পক্ষে কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। কারণ, বংশের মধ্যে কেহ কৃতী হইলে তাঁহার কৃতি-ত্বের গৌরবের ভাগী যে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র অথবা পিতৃব্যপুত্রের বংশধরগণ হইবেন না, এরূপ ব্যবস্থা আমি করিতে পারি না"। ৭ই কার্ত্তিক ১৩১০—

স্বাক্ষর ——শ্রীচন্দ্রকান্ত হড় শর্ম্মণঃ কুলাচার্য্য সাংসেনহাটী।

সুতরাং বুঝা গেল, হড়ঠাকুরমহাশয়ও বিদ্গ্রামী ঘটকমহাশয়গণকে "কেহ" শব্দদ্বারা লক্ষিত রামকান্তের কৃতিত্বের ফলভাগী ঘটক বলিতেছেন, পরন্তু

বংশানুক্রমিক ঘটক নহে। তবে হড় মহাশয়গণ (৪ জন) উভয় পক্ষের নিকট নিজোক্তির বিরোধী কথা লিখিয়া আপন আপন পদগৌরব ক্ষুণ্ন করিয়াছেন, তাহা না করিয়া সাহসপূর্ব্বক একমাত্র সত্যের সেবা করিলেই হইত ভাল। কেন না তাঁহারা আমাদিগের গুরুবৎ পূজার্হ। এরূপ শুনিলাম, পূজনীয় চন্দ্রকান্ত হড়ঠাকুর না কি মুন্সীগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত উমাচরণসেন গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের নিকটও বলিয়াছেন যে বিবাহসভায় থালাবাটীতে প্রথম বলুরের ঘটকদিগের, ২য় বিদ্‌গ্রামের ঘটকদিগের, ৩য় অন্যান্য কায়বংশের দাবি বটে”। এই কথাতেও আমার বোধ হয় যেন রামকান্তের পূর্ব্বেও কায়ংবশে কেহ ঘটক ছিলেন। বলুর, বিদ্‌গাঁ ও অন্যান্যের প্রথমত্ব দ্বিতীয়ত্বাদি সম্বন্ধে আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নাই, প্রকৃত কি, তাহা ভগবান্ জানেন। তবে উমাচরণ বাবুর মুখবিনির্গত এই কথা গুলিই যেন প্রকৃত বোধ হয়। আমিও বহু সম্ভ্রান্ত লোকের মুখে এইরূপ কথা শুনিলাম কায়দাশ বংশীয়গণ ঘটক সকলেই, তবে তন্মধ্যে বলুরের ঘটকগণই মর্য্যাদাবিষয়ে প্রথম স্থানে গৃহীত ও স্বীকৃত।

ঘটক বংশমালা।

১ চায়ুদাশ
|
২ পুরন্দর দাশ
|
৩ নরসিংহ দাশ
|
৪ স্কন্দ দাশ (কায়)
|
৫ রবি দাশ
|
৬ *বাসুদেব*
|
৭ উমাপতি
|

যাহাহউক রামকান্তদাশ কণ্ঠাভরণ যে ঘটকবিশারদ উপাধিবান্ ছিলেন, ও তিনিই যে “আদিঘটক বিশারদ” তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা যেন একটী স্বীকৃত সত্য, এবং তাঁহার সময়ে তিনিই যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের সময়ে সংস্কৃত না জানিতেন এমন লোক বিরল ছিল, এবং অসংস্কৃতজ্ঞ কোন লোকও কুলাচার্য্যের কার্য্য *করিতে পারিতেন না।* বিশেষ শত শত ব্যক্তি থাকিতেও সামাজিকগণ যখন তাঁহাকে হরিনাথের দর্পচূর্ণ করিতে নিয়োজিত করেন, তখন সে

৮ চণ্ডীবর দাশ
|
৯ বলভদ্র
|
১০ বিদ্যাধর
|
১১ অনিরুদ্ধ
|
১২ নরহরি দাশ

লোকটা যে একটু বিশেষত্ববান্ ছিলেন ইহা শিরঃকণ্ডূয়ন না করিয়াই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। হরিনাথের সভা বর্ণনার শ্লোকেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য বর্ত্তমান। উহা রামকান্তের স্বরচিত নয়, এরূপ কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত দেখা যায় না, সুতরাং রামকান্ত মূর্খ ছিলেন, একথা অনুমান করা অবিচার মাত্র। রামকান্তকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ লোপ

১৩ শিবদাশ		১৩ সূর্য্যদাশ	১৩ মধুসূদন দাশ (জ্যেষ্ঠ)
১৪ রামবল্লভ	১৪ কালীচরণ	১৪ রমাকান্ত	১৪ রামকান্তদাশ কণ্ঠাভরণ ঘটক বিশারদ
১৫ হরিনারায়ণ	১৫ শ্যামাচরণ	১৫ রূপরাম	১৫ কৃষ্ণরাম দাশ
১৬ রাম শঙ্কর	১৬ রামকিঙ্কর	১৬ জয় নারায়ণ	১৬ ধনিরাম দাশ
১৭ শ্যামসুন্দর	১৭ নিমচাঁদ	১৭ কৃষ্ণনাথ দাশ	১৭ রামরত্ন দাশ
১৮ ভগবান্	১৮ মদনমোহন	১৮ চন্দ্রনাথ দাশ	১৮ কালীকিঙ্কর
১৯ চন্দ্রমণি	১৯ শ্রীতারিণীচরণ	১৯ শ্রীদ্বারকানাথ দাশ কবীন্দ্র	১৯ কৃষ্ণমণি দাশ
২০ আনন্দচন্দ্র	২০ ভগবতীচরণ ২০ পার্ব্বতীচরণ	২০ মহেন্দ্রচন্দ্র ২০ সুরেন্দ্রনাথ ২০ শ্রীযোগেশচন্দ্র	২০ শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ ২১ শ্রীউমেশচন্দ্র দাশ ২১ শ্রীফটিকচন্দ্র দাশ
সং বিদগাঁও বিক্রমপুর	বেন্দা যশোহর		

২০ শ্রীসুখেন্দ্রনাথ	২১ শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দাশ
|	২১ শ্রীঅতুলচন্দ্র
২১ শ্রীসুধীরচন্দ্র	২১ শ্রীচারুচন্দ্র,
২১ শ্রীকালীবিনোদ	২১ শ্রীযোগেশচন্দ্র
২১ শ্রীচন্দ্রবিনোদ	২১ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র
(মহেন্দ্রের পুত্রত্রয়)	২১ খোঁকাবাবু
সাং বিদ্গাঁও	২১ নং উমেশচন্দ্রের পুত্র
	২২ নং রমেশচন্দ্র দাশ।

১৯ নং কৃষ্ণমণিদাশের জ্যেষ্ঠ ৺ ভৈরবচন্দ্র দাশ কবিভূষণ, তৎপুত্র ৺গুরুনাথ দাশ, তৎপুত্র রোহিণী, রজনী ও রমণীকান্ত দাশ। রোহিণীর পুত্র নিত্যরঞ্জন। গুরুনাথের সহোদর শ্রীহরনাথ (ব্রাহ্ম), আদিনাথ ও কেদারনাথদাশ প্রভৃতি। হরনাথের পুত্র শান্তিপ্রিয়। সাং বলুর, হাং—নয়না, বিক্রমপুর।

পাওয়াই খুপ সম্ভব। শ্রীনাথকৃত বাচস্পতি ও সূর্য্যদাশ কৃত দোষমালা বিলুপ্ত হয় নাই। রামকান্ত সে সময়ে প্রকৃতই "ঘটকবিশারদরাজ" না হইলে সামাজিকগণ কখনই তাঁহার উপর অতবড় গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিতেন না। উক্ত কার্য্য, বাহুবলসম্পাদ্য ছিল না, পরন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি, বাগ্মিতা ও তেজস্বিতাসম্পাদ্য ছিল। রামকান্ত অসাধারণ কৃতী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং ঘটকসমাজেও যে তিনি সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন, ইহাও যেন বিসংবাদ শূন্য নির্ব্যূঢ় সত্য। এবং তজ্জন্য রামকান্তের অধস্তন সন্তানগণ যে অন্যাপেক্ষা মর্য্যাদাগত কিঞ্চিৎ অপেক্ষাকৃত বিশেষত্বভাগী তাহাও আমরা সত্য মনে করি। তবে আমরা সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতেও অভিলাষী যে রামকান্তের পিতৃব্য শিবদাশ ও সূর্য্যদাশের সন্তানেরা যদি পিতৃব্যস্বত্বেই দাবি করিয়া ঘটকত্ব করিয়া আসিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও তাঁহারা সম্মানার্হ। এবং একালের কুলতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথদাশ মহাশয় যে সম্প্রতির প্রধান কুলাচার্য্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। রামকান্তের বর্ত্তমান বংশধরগণ যখন অনেকেই এ পদ ছাড়িয়া রাজকীয়পদের সমাশ্রয় করিয়া-

ছেন, তখন তাঁহারা ঘটকত্বে পুনঃ প্রাবীণ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত বর্ষীয়ান্ দ্বারকানাথ কবীন্দ্রের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা সম্পূর্ণ উচিত। মধুসূদন ও সূর্য্যদাশ দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, সুতরাং মধুসূদনের সন্তান বাবু কালী প্রসন্ন ও সূর্য্যদাশের সন্তান পণ্ডিত দ্বারকানাথ একই বস্তু। আমরা ইঁহাদের উভয়কেই আমাদের চাঁদুকুলের গৌরব মনে করি।

উক্ত মহাশয়গণ মর্য্যাদা লইয়া বিদ্যমান হওয়াতে আমরা বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিলাম। বেন্দামিবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ দাশমহাশয় এ বিষয়ে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, আমি উহা প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিনয়েন নিবেদনং—মহাশয়! আপনার প্রণীত জাতিতত্ত্ববারিধি (১ম ভাগ) নামক পুস্তক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি অতি উত্তম প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। মহাশয় সজাতির গৌরবরক্ষার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য আপনি অম্বষ্ঠগণের চিরস্মরণীয়। আপনি এই পুস্তকে যে সকল বিষয় বিবৃত করিয়াছেন,তাহাতে আপনার বিশেষ বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা উপলব্ধি করিলাম। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী ও নীরোগ করুন।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে,আপনি এই পুস্তকের শেষভাগে বিশেষবক্তব্য স্থলে রাজা হরিনাথের সময়ে "রামকান্তদাশ বৈদ্যবংশের প্রথম ঘটক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। রাজা হরিনাথের সময়, রামকান্ত দাশ ঘটকবিশারদ ঘটকালী ব্যবসায় ত্যাগ করেন।

পূর্ব্বে উচলিবংশ সমাজপতি ও ঘটক ছিলেন। পুরে কায় অর্থাৎ রামকান্ত দাশের ৬ পুরুষ ঊর্দ্ধ চণ্ডীবরদাশই কায়বংশে প্রথম বৈদ্যবংশের ঘটকালী করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর তস্য বৃদ্ধপ্রপৌত্র নরহরিদাশ ঘটকবিশারদ বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন। এই নরহরি দাশ, কণ্ঠহারের সমসাময়িক ব্যক্তি। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ অরবিন্দ রামকান্ত দাশ, কণ্ঠহারগ্রন্থের রচয়িতা, আর নরহরি দাশ ঘটকবিশারদ উহার প্রচারকর্ত্তা। অর্থাৎ ঐ কণ্ঠহারে লিখিত সমস্ত বিষয় সভা ইত্যাদিতে কায়দাশেরই আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য ছিল এবং তদনুসারেই ঘটকগণ তর্কবিতর্কের মীমাংসা করিতেন। রামকান্ত,উক্ত নরহরির

পৌত্র, ঐ নরহরিদাশের বংশধরগণ সকলেই ঘটকবিশারদের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। নিঃ শ্রীতারিণীচরণ দাশগুপ্ত, বেন্দা।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চণ্ডীবরের আদি ঘটকবিশারদত্বের প্রমাণ দুর্ব্বল ও সন্দিগ্ধ, সুতরাং তারিণী বাবুর সকল কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। হয় ত তিনি আদি ঘটক হইতে পারেন। কিন্তু রামকান্তই আদি ঘটক বিশারদ। যাহা হউক আমরা রামকান্তকেই ঘটককুলের মহোচ্চসিংহাসন প্রদান করিলাম এবং তাঁহার তিরোভাবের পরও তদীয় বংশপ্রভব স্বর্গত দুর্গাপ্রসাদ দাশ কবিরত্ন, ভৈরবচন্দ্র দাশ কবিভূষণ ও রামকৃষ্ণদাশ (বাঙ্গালা কারিকা বা ডাকের প্রণেতা) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে রামকান্তের বংশকে আরও সমুজ্জল করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। এবং সূর্য্যদাশবংশের অন্যতর সন্তান বৈদ্যকুলাবলীপ্রণেতা ৺ মহেশচন্দ্র দাশ কবিশেখর মহাশয়ও একজন অসাধারণ কুলতত্ত্বদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। আমরা ইঁহাদিগের প্রত্যেকেরই গুণগানে সন্তুষ্ট এবং ইঁহারা সকলেই আমাদিগের আমূল বৈদ্যজাতির ধন্যবাদার্হ। মহামতি রামকান্ত যশোহর অর্থাৎ বেন্দা হইতে পলায়ন করিয়া বিক্রমপুর যাইয়া রায়বংশে বিবাহ করেন ও যৌতুক স্বরূপ ৭ খানি গ্রাম পাইয়া বলুর গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামকান্ত তাই আপন কারিকায় বলিয়া গিয়াছেন--

উজ্জ্বল কান্নকুণ্ডল রামকর্ণমূলে।

রামকান্তের পরে এ পর্য্যন্ত যত ঘটকের আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে তাঁহারা অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তবে কেহই রামকান্তের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী শক্তিপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। রামকান্ত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। একালে বিদ্‌গ্রামের দিগন্তবিশ্রুত বর্ষীয়ান্ দ্বারকানাথও পাণ্ডিত্য ও কুলতত্ত্বে সমধিক অভিজ্ঞ বটেন, কিন্তু তিনি রামকান্তের সহিত তুলনায় কোন্ স্থান অধিকার করিবেন, তাহা আমরা ঠিক্ বলিতে অসমর্থ। দ্বারকানাথ রামকান্তের উপযুক্ত দায়াদ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তবে বোধ হয়, দ্বারকানাথ নিজেই রামকান্তকে উচ্চ আসন দিতে প্রস্তুত হইবেন। আমরা এখানে দ্বারকানাথ কৃত সংস্কৃত "কুলচন্দ্রিকা"র প্রারম্ভাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ভূয়োদর্শন ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিব।

নমঃ কুলদেবতায়ৈ।

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাধারাং চতুর্দ্দলসমন্বিতাং।
কুলকুণ্ডলিনীং শক্তিং বন্দে তাং কুলদেবতাং ॥
সর্ব্ববিদ্যাং প্রণম্যাদৌ বিদগ্রামনিবাসিনা।
শ্রিয়া ঘটকরাজেন দ্বারকানাথকেন চ ॥
কবিনা কণ্ঠহারেণ যৎকৃতা কুলপঞ্জিকা।
তৎপশ্চাজ্জাতবংশাদীন্ সংগৃহ্য যত্নতো ময়া ॥
স্বপ্তৈব কুলভাবাদীন নতিক্রম্য নামতঃ।
শ্রীমদানন্দচন্দ্রাখ্যকবীন্দ্রঘটকস্য হি ॥
পিতৃব্যস্যোপদেশাত্তু লিখ্যতে কুলচন্দ্রিকা।
যুগ্মযুগ্মাষ্টশুভ্রাংশৌ শাকে সংকলিতং ভবেৎ ॥

*   *   *   *   *

প্রভাকরস্তথা ধর্ম্মাঙ্গদঃ পীতাম্বরোপি চ।
গণাদিত্যৌ তথা বিষ্ণুসেন শ্চোমাপতিস্তথা।
দুহিবংশসমুদ্ভূতাঃ কুলীনত্রয় ভাবগাঃ ॥
বিনায়কো বিকর্ত্তনঃ কন্দর্পো লক্ষ্মণস্তথা।
আদিত্যো ভরত শ্চাপি শক্রঘ্নসেন এবচ।
কুলীনত্রয়ভাবাস্তু সপ্তৈব কথিতা অমী ॥
অরবিন্দ স্তথা বিষ্ণুঃ স্কন্দ (কান্ন) ঈশান এবচ।
চাযুবংশসমুদ্ভূতাঃ কুলীনত্রয়ভাবগাঃ ॥ ইত্যাদি।

*   *   *   *   *

ফলক-প্রসঙ্গ।

আমি নিজচক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটীর প্রস্তর ফলক দেখিয়াছি, উহাতে সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বিশেষিত। মাধাই নগরের ফলকও পূজনীয় হর-প্রসাদশাস্ত্রিমহাশয়ের বাটীতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহা আইগ্লাস ও চশমার সাহায্যে দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারি নাই। পূজনীয় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী (পাবনার

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার) উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যিনিই যে ফলকের পাঠোদ্ধার করুন, ফলকসমূহে সেনরাজগণ যে চন্দ্রবংশীয়, ওষধিনাথবংশীয় ও সোমবংশপ্রদীপপ্রভৃতি বিশেষণদ্বারা সূচিত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। মাধাই নগরের ফলকে প্রসন্ন বাবু "কর্ণাটক্ষত্রিয়" পাঠের উদ্ধার করিয়াছেন, উহাও আমি ঠিক বলিয়া মনে করি, আমি অবশ্য একত্র তর্ক করিয়াছি, কিন্তু সে তর্ক জিগীষাসম্মুখ নহে।

মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তনশীল মেঘখণ্ডকে যেমন কেহ মনে করে দুর্গাপ্রতিমা কেহ ভাবে গির্জ্জার চূড়া, কেহ বা উহা মস্‌জিদের গুম্বজ ভাবিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, ফলকের পাঠোদ্ধারের অবস্থাও অনেক সময়ে সেইরূপ হইয়া থাকে। রাজসাহীর প্রস্তর ফলকের পাঠ সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবেই আছে, কিন্তু তাম্রফলকের অবস্থা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত, ধাতুময় পদার্থ প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ কর্দ্দমপ্রোথিত ও জলসিক্ত হইয়া থাকাতে জঙ্গার পড়িয়া বহু স্থানে পাঠের অযোগ্য হইয়াছে, কুত্রাপি বা ক্ষয় পাইয়া যাওয়াতে তথায় প্রকৃত কথা কি ছিল তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া ছিল। তাই ফলকের পাঠোদ্ধার প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লওয়া অসম্ভব। মন বিকৃত না হইলেও ফলকের বিকৃতি যে পাঠোদ্ধারবিষয়ে মহান্ অন্তরায় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। তার পর তুমি যাহা পড়িয়াছ আজ মর গিয়া, উহা যে প্রকৃতপক্ষে আজমিঢ় গিয়া নয়, তাহাই বা কে জানে ?। ফলতঃ ফলকের নিকট যিনিই যে বর মাগিয়াছেন, তিনিই সেই বর পাইয়াছেন। পরন্তু কেহ কেহ যে জিগীষাপ্রণোদিত হইয়া কুপথগামী হয়েন নাই তাহাও কেহ মনে করিবেন না। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, মাননীয় রাজেন্দ্রলালপ্রভৃতির প্রতিকূলে যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন যে অনেকের কুপথগমনের হেতু স্বতন্ত্র ছিল।

যাহা হউক যখন সাহেব হইতে বাঙ্গালী পর্য্যন্ত সকলেই পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া বহুস্থলে "Illigible" কথাটার ব্যবহার করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে তাঁহারা যে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বাংশে যে অব্যাহত, তাহা নহে। "কর্ণাটক্ষত্রিয়" কথাটাও ঐ কারণে দৃষ্টিবিভ্রমের ফল

বিশেষও হইতে পারে। সিরাজগঞ্জের গোপীবাবু যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন উহা মহা প্রমাদপূর্ণ। প্রসন্নবাবুপ্রভৃতির পাঠোদ্ধারও কচিৎ কচিৎ স্খলন বহুল হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক আমরা ফলকের পাঠ ও চন্দ্রবংশাদি সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা যথাস্থানে বসিয়াছে; এখানে এখন শুদ্ধ ফলকের পাঠ সকল অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

রাজসাহীর প্রস্তর ফলক।

(বিজয়সেনী)

ইহা গোদাগারী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামের নিকটং বারিন (বরিন্দা) নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেটকাফ সাহেব কতিপয় দেশীয় পণ্ডিতের সাহায্যে ইহার পাঠোদ্ধার করেন। ইহা তিরুটে অক্ষরে লিখিত। আমি এশিয়াটিক মিউজিয়মে ইহা নিজে দেখিয়াছি। মাননীয় পার্ব্বতী বাবু বলেন যে মেটকাফ যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন উহাও যে একেবারে ঠিক্ তাহা বলা যায় না।

প্রস্তরাঙ্কিত ফলকের প্রতিলিপি।

ওঁ নমঃ শিবায়।

বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলিমাল্যচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাভি বীক্ষ্যামলানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ॥ ১

লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়ো রদ্বৈত লীলাগৃহং,
প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছন মধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো,
দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেহন্তরায়ঃ কৃতঃ॥ ২
যৎ সিংহাসন মীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং,
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্ল ফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃ সন্ধানদামোরগ,
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসা বচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ॥ ৩
বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণোদাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারা,

পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥ ৪
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-ব্রহ্মবাদী,
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধি জলোল্লাস শীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভির্দ শরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুক্তগাথাঃ ॥ ৫
যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটৎতূর্য্যোপহূতদ্বিষদ্
বর্গে যেন কৃপাণ কালভুজগঃ খেলায়িতঃ পাণিনা।
দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটাবিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী,
মুক্তাস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ ॥ ৬
গৃহাৎ গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনাৎ
বনাৎ বন মনুক্রতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গির মধি শ্রিতস্তরতি তোয়ধিং তোয়ধেঃ,
যদীয় মরিসুন্দরী সরক পৃষ্ঠলগ্নং যশঃ ॥ ৭
দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী,
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহিতবসা মাংসমেদঃ সুভিক্ষাং,
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজনিত দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥ ৮
উদগন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগ শিশু রসিতাখিন্ন বৈখানসস্ত্রী
স্তন্যক্ষীরাণি কীর প্রকর পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনা সেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি ॥ ৯
অচরমপরমাত্মজ্ঞান ভীম্মাদমুষ্মাৎ নিজভুজমদমত্তা রাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোত্তিন্ন নির্ণিক্ত তৎতদ্গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ
মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণি চরণরজঃ সত্যবাক্কণ্ঠভিত্তৌ,
শাস্ত্রং শ্রোত্রেঽথরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রূরমৌর্বীকিণাঙ্কঃ
নেপথ্যং যস্য যজ্ঞে সততমিদমিদং রত্নপুষ্পাণি হারা,
স্তাড়ঙ্কং নূপুরং সৎকনকবলয়মপ্যস্য নৃতাঙ্গনানাং ॥ ১১
যদ্দোর্বল্লি বিলাসলঙ্ঘগতিভিঃ শল্যোর্বিদীর্ণোরসাং,

বীরাণাং রণতীর্থবৈভববশাৎ দিব্যং বপুর্বিভ্রতাং।
সংসক্তামরকামিনীস্তনতটী কাশ্মীরপত্রাঙ্কিতং,
বক্ষঃ প্রাগিব মুগ্ধ সিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্ক মালোকিতং॥ ১২
প্রত্যর্থিব্যয়কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো,
রেতস্তেতদসেচ্চ কৌশল মভূদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতং।
শত্রোঃ কোপিদধেঽবসাদ মপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধাৎ
একোহার মুপাজহার সুহৃদা মন্তঃ প্রহারং দ্বিষাং॥ ১৩
মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তে সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশাঃ,
যশোদেবীনাম ত্রিভুবন মনোজ্ঞা কৃতিরভূৎ॥ ১৪
ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো,
প্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বলকুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভরা,
বিশিষ্টজয়সাম্বয়ো বিজয়সেন পৃথ্বীপতিঃ॥ ১৫
গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীন্ তাননেন,
প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্ব-
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজ-শব্দঃ॥ ১৬
সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তন্মারিজেতুস্তুলাৎ
কিং রামেণ বদামি পাণ্ডব চমূনাথেন পার্থেন বা।
খেলৎখড়্গলতাবতংসিত ভুজামাত্রেণ যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটী পিনদ্ধ বসুধা চক্রৈকরাজ্যং ফলং॥ ১৭
একৈকেন গুণেন যৈঃ পরিণত স্তেষাং বিবেকাদৃতে,
কশ্চিৎ হন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈর্ষীমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থান পুরশ্চকার চ রিপূচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ॥ ১৮
দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতা মুর্বীকুরীকুর্ব্বতাং,

বীরাস্বগ্লিপি লাঞ্ছিতোঽসি রমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে বিবাদোন্মুখী,
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ॥ ১৯
ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতিগিরঃ কবীনাং,শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥২০
শূরং মন্যইবাসি নান্যকিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে.
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্য মহর্নিশ প্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ॥ ২১
পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবৎ গঙ্গাপ্রবাহ মনুধারতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্কলগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ২২
মুক্তাঃ কার্পাসবীজৈ র্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু
পুষ্পৈরূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাং।
কুষ্মাণ্ডী বল্লরীণাং বিকশিত কুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ।
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাৎ বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাং॥ ২৩
অশ্রান্তবিশ্রাণিত যজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীং প্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাৎ ভুবি সঞ্চচার কালক্রমাদেকপদোপি ধর্ম্মঃ॥ ২৪
মেরোরাহৃত বৈরি সঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনা মকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মিভিশ্চ বিততৈস্তদ্বৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ॥ ২৫
দিক্‌শাখা মূলকাণ্ডং গগনতলমহাম্ভোধি মধ্যান্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগদ্রিস্থিতি মিলদুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্নশৈলং।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবনভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং,
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যথিত বসুমতী বাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ॥ ২৬
প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতা মঘবানিরুদ্ধো মুধা,
ভানোস্তাপি কৃতোঽস্তি দাক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।
অন্যামুচ্চ পথোয়মুচ্ছতু দিশং বিন্ধ্যোপ্যসৌ বর্দ্ধতাং,

যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে ॥ ২৭
স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে সুমেরুমৃৎপিণ্ডবিবর্ত্তনাভিঃ।
তদা ঘটঃ স্যাদুপমান মস্মিন্ সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥ ২৮
বিলেশয় বিলাসিনী মুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর স্ফুরৎকিরণ মঞ্জরীচ্ছুরিত বারিপূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ সজলমগ্নপৌরাঙ্গনাস্তনৈণমদ সৌরভোচ্ছলিত চঞ্চরীকং সরঃ ॥ ২৯
উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনো,
রত্নালঙ্কৃতিভির্বিশেষিতবপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতে ভিক্ষাভুজস্যাক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোৎ দরিদ্রভরণে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ ॥ ৩০
চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ,
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মাকরমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ।
বেশস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতা গোনসঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্যানুস্থিরিচ্ছা সমুচিতরচনঃ কল্পকাপালিকস্য ॥ ৩১
বাহোঃ কেলিভি রদ্বিতীয় কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন ন পর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনে হি তং।
কিং তস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোপ্যর্দ্ধেন্দুমৌলিঃ পরং,
স্বং সাযুজ্যমসাবপশ্চিম দশাশেষে পুনর্দাস্যতি ॥ ৩২
প্রস্তোতুমস্য পরিতশ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ, প্রাচেতসো যদি পরাশরনন্দনোবা।
তৎকীর্ত্তিপূরসুরসিন্ধুবিগাহনেন, বাচঃ পবিত্রয়িতু মত্র তু নঃ প্রযত্নঃ ॥ ৩৩
যাবৎ বাস্তোষ্পতি সুরধুনী ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনীতে,
যাবৎ চান্দ্রী কলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ।
যাবৎ চেতো গময়তি সতাং শ্চেতিমানং ত্রিবেদী,
তাবৎ তাসাং রচয়তু সখী তৎতদেবাস্য কীর্ত্তিঃ ॥ ৩৪
নির্ব্বিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানা মগ্রস্থিল গ্রথনপক্ষলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থ বিচারশুদ্ধ বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥৩৫
ধর্ম্মোপনপ্তা মনদাসনপ্তা বৃহস্পতেঃ স্সুরিমাং প্রশস্তিং।
চখান বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণিঃ ॥ ৩৬
জরনেল অবদি এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল ১৮৬৫। ১ম অংশ ১৪১পৃষ্ঠা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চতুর্ধুরীণ বাহাদুর স্বকীয় আদিশূর বল্লাল গ্রন্থে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। তজ্জন্য অনুবাদ দেওয়া গেল না। আমি কেবল আমার মতে এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের স্বতন্ত্র অর্থ করিয়া দিলাম।

পার্ব্বতী বাবুর অর্থ।

সেনবংশে বিপক্ষপক্ষীয় শত শত বীরনিহন্তা এবং ব্রহ্মপরায়ণ সামন্ত সেন জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়বীর্য্যসম্পন্ন ভূপাল দিগের কুলের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিলেন। *

আমার নিজের অর্থ।

তস্মিন্ সেনাম্ববায়ে সামন্তসেনঃ অজনি। স কিম্ভূতঃ ? স প্রতিসুভট শতোৎসাদনব্রহ্মবাদী অতএব ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কুল-শিরোদাম।

সেই সেনবংশে মহারাজ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিপক্ষ-দিগের শত শত উত্তম যোদ্ধ্‌পুরুষের বিনাশ সাধন করেন, তজ্জন্য তিনি ক্ষত্রিয়দিগের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিলেন এবং তিনি পরম ব্রহ্মবাদী ছিলেন তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণদিগেরও শিরোভূষা বলিয়া গণ্য হইতেন।

দিনাজপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

[লক্ষ্মণসেনী]

এই তাম্রশাসন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুরের থানার এলাকাধীন তপনদীঘীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া যায়। এবং তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহা কলিকাতার চিত্রশালিকাতে পাঠাইয়া দেন। দিনাজপুরের জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল ইহার প্রতিলিপি করেন ও দিনাজপুরনিবাসী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্বজ্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দু রিন্দ্রায়ুধং,
বারিস্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।

---

* এখানে রাজেন্দ্র বাবু বলেন A garland for the noblest race of the Kshatriya kings—এ অর্থ ভুল। এখানে কুল অর্থ বংশ নহে সমূহ।

ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে,
ভূয়াৎ বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ ॥ ১
আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী,
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতা বেকোঽহমেবেতিধীঃ। (?)
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাৎ জগ
ত্যন্তে ধ্যানপরম্পরা পরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে ॥ ২
সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচি রম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজৌবিষজ্বরমুষো দ্বিষতা মভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুট মথৌষধিনাথবংশে ॥ ৩
আকৌমারবিকস্বরৈর্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভি র্দোর্যশঃ,
প্রালেয়ৈ ররিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তস্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী,
শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ ॥ ৪
নদীয়ৈ রস্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহচরৈ,
যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধা ইব দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিলহরী,
পরিতোর্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥ ৫
প্রত্যূহঃ কলিসম্পদা মনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সংগ্রামাশ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূৎ বল্লালসেন স্ততঃ।
যশ্চেতোময় মেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্তৌষধং তৎক্ষণাৎ,
অক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ং ॥ ৬
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনা গণগুণা ভোগ প্রলোভাদ্দিশা,
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তৎতৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ,
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্য সীমাঽজনি ॥ ৭
শশ্বদ্বন্ধভয়াৎ বিমুক্তবিষয়া স্তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃত
স্বান্তায়াস্তু কথং ন নাম রিপব স্তস্য প্রয়োগাল্লয়ং।
যৈ রাত্মপ্রতিবিম্বিতেঽপি নিপতৎ পত্রেপি চঞ্চৎতৃণেঽ
প্যদ্বৈতেন যতস্ততোপি সপরো দেবং পরং বীক্ষতে ॥ ৮

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষ রাজরাজন্যকরাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্যপুরোহিতমহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহা-মুদ্রাধিকৃত আন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার মহাভৌরিক মহাপীলুপতি মহাগণস্থ দৌস্সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্ব গোমহিষা জাবিকাদি ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মত মস্ত ভবতাং। যথা—শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতিনি পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকর দেয়াম্মণ ভুম্যাঢ়াবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নীচ ডহার পুষ্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লা-খাড়ী সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্তত্রত্য দেশব্যবহার মলিনদেব গোপথান্থসার ভুবহিঃ পঞ্চোন্মানাধিক বিংশত্যুত্তরাঢ়া বাপ শতৈকাত্মকঃ সংবৎসরেণ কপর্দ্দক পুরাণ সার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো বিল্বহিষ্টী গ্রামীয় ভূভাগঃ সবাট বিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ অচট্টভট্ট-প্রবেশঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যঃ তৃণযুতিগোচরপর্য্যন্তঃ—হুতাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয়দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ গোত্রায় ভরদ্বাজআঙ্গিরসবার্হস্পত্যপ্রবরায় সামবেদকৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরথমহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদক পূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোঽভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বমহাদানে দক্ষণাত্বেন উৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতি সমকালং ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভি রপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশাসিনঃ শ্লোকাঃ—

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত্তু বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো নারায়ণদত্তং সান্ধিবিগ্রহিকং
ইহ ঈশ্বরশাসনদানে দূতং বিদধাতু নরনাথঃ
সং—৭ ভাদ্র দিনে ৩ শ্রী

সুন্দর বনের নিকট প্রাপ্ত তাম্র শাসন।

(লক্ষ্মণসেনী।)

২

ইহা ডায়মণ্ডহারবারের নিকট. সুন্দরবনে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুরের জমিদার বাবু হরিদাস দত্ত মহাশয়ের জমিদারিতে প্রাপ্ত। রাজেন্দ্র বাবু হরিদাস বাবুর নিকট চাহিয়াও উহা পান নাই। পরে স্বর্গগত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উহা ত্রিবেণীর হলধর চূড়ামণি মহাশয়ের সাহায্যে পাঠোদ্ধার করাইয়া আপন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুস্তকে মুদ্রিত করেন। এই ফলক ও দিনাজপুরের ফলকের শ্লোকগুলি প্রায় একই, তবে স্থানে স্থানে সামান্য পাঠ-ভেদ আছে মাত্র।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতে র্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং,
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরো মালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োহঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ॥ ১
আনন্দাম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যান্তিকী
রুদ্ধাবেহতমোহতা রতিপতি বেবাহ মেবেতিধীঃ (?)।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাং জগ
ত্যত্রের্ধ্যানপরস্য বা পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে॥ ২

সেবাবনম্রনৃপকোটি কিরীটরোচি রম্বুপ্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষোদ্বিষতামভূবন্ ভূমিভুজঃ স্ফুটমথৌষধনাথ বংশে ॥ ৩

আকৌমার বিকস্বরৈর্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ।
প্রালেয়ৈ ররিরাজ বক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তস্ফুটমেব সেনজনন ক্ষেত্রৌঘ পুণ্যাবলী
শালিশ্লাঘ্যবিপাক পীবরগুণস্তেষা মভূৎ বংশজঃ ॥ ৪

যদীয়ৈ রদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহচরৈ
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধাইব দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুরচতুরম্ভোধিলহরী
পরিতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী॥ ৫

প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ।
সংগ্রামাশ্রিত জঙ্গমাকৃতি রভূৎ বল্লালসেনস্ততঃ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্তৌষধং তৎক্ষণাৎ
অক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ। ৬
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাৎ দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তৎতৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতারি সঙ্গররসোরাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥ ৭

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্দাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরম বীরসিংহ পরমস্তম্ভাবক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র রাজামাত্যপুরোহিতধর্ম্মাধ্যক্ষমহাসান্ধিবিগ্রহিকমহাসেনাপতিমহামুদ্রা ধিকৃত অন্তরঙ্গর্ভয়দপরিক মহাক্ষ পাটলিক মহা প্রতীহার মহাভৌরিক মহাপীঠপতি মহাগণপদৌঃস্বারিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃতকগৌল্মিক দত্তপাশিক দণ্ডনায়কবিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনঃ অধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মত মস্ত ভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকান্তঃপাতিনি খাড়ীমণ্ডলিকান্তর্

পুর চতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিক প্রভাশাসনং সীমা দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেবশাসনপূর্ব্বপার্শ্বসীমা উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণি গড়োলী কেশব গড়োলীভূমি সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শ্রীমদুগ্র-মাধবপাদীয়স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাধিকহস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্তপরিমিতাং মানেন অধস্ত্রয় সার্দ্ধকাকিনীদ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যন্মনোত্তর থার্ব্বকসমেত ভূদ্রোণত্রয়াত্মকং সংবৎসরেণ পঞ্চাশৎ পুরাণোৎপত্তিকঃ সবাস্তুচিহ্ন মেণ্ডলগ্রামীয় কিয়ানপি ভূভাগঃ সম্রাটবিষ্টঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ কিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যঃ তৃণযুতিগোচরপর্যন্তঃ জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গসগোত্রায় অঙ্গিরা বৃহস্পতি শিনিগর্গ ভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শন্ত্যাশাবিক শ্রীকৃষ্ণধরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারাষণ ভট্টারক মুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য যাবচ্চন্দ্রার্কস্থিতি সমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তঃ অস্মাভিঃ। তদ্ ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যং ভাবির্ভির্নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চাত্রধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।

বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্তু বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলমিদমনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌণী ভানুসান্ধিবিগ্রহিকেশ বিপ্রবাধিনায় স্বরাৎ কৃষ্ণধরস্য শাসনীকৃতং। সং ২ মাঘ দিনে ১৩ মানে মতাসাতিঃ •

লক্ষ্মণসেনী তাম্রশাসন ।

(৩)

মালদহের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত রজনীকান্তচক্রবর্ত্তী ইহার পাঠোদ্ধার কর্ত্তা। ১০টী শ্লোকের মধ্যে ইহার প্রথম ৭টী শ্লোক, অপর দুই খানি ফলকের শ্লোকের সহিত অভিন্ন। সম্ভবতঃ এতৎ সমুদয় একই পণ্ডিতের বিরচিত। পদ্যাংশের অন্যান্য বিষয়গুলিও একবিধ। কেবল ভূমিগ্রহীতা ও ভূমীর সীমা প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বতন্ত্র। পূজ্যপাদ মহিমচন্দ্র মজুমদার অথবা মাননীয় পার্ব্বতী বাবু ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। মাত্র পূজনীয় অক্ষয় বাবু তাঁহার ঐতিহাসিক চিত্রে ইহা স্থান দান করিয়াছেন।

ওঁ নমো নারায়ণায়ঃ।

বিদ্যুদ্ যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ূধং
বারি স্বর্গ তরঙ্গিণী সিত শিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োহঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ সভবার্ত্তি তাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ ॥ ১
আনন্দোহম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যান্তিকী
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতাবেকোহহমেবেতিধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়স্ত্যাশু প্রকাশাৎ জগ
ত্যত্রের্ধ্যান পরম্পরা পরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে ॥ ২
সেবাব নম্র নৃপকোটিকিরীট রোচি রম্বুল্লসৎ পদনখদ্যুতি বল্লরীভিঃ।
তেজো বিষজ্বরমুষো দ্বিষতানভূবন্ ভূমিভুজঃ স্ফুটমথৌষধি নাথ বংশে ॥ ৩
আকৌমার খিকস্বরৈর্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ,
প্রালেয়ৈ রিপুরাজ বক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবণী,
শালিশ্লাঘ্য বিপাকপীবর গুণ স্তেষামভূৎ বংশজঃ ॥ ৪
যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিত ভুজতেজঃ সহচরৈঃ,
যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধা ইবদিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিলহরী,
পরীতোর্বী ভর্ত্তাহজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥ ৫

প্রত্যূহঃ কলি সম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ,
সংগ্রামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূৎ বল্লালসেনস্ততঃ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্বৌষধং তৎক্ষণাৎ,
অক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ॥ ৬
সম্ভূক্তান্য দিগঙ্গনা গণগুণা ভোগপ্রলোভাৎ দিশা,
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিত স্তৎতৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুস্ম ক্ষপিতারি সঙ্গর রসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতি রতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি॥ ৭
আম্নায় প্রণিনায় যানি মুনয়ো যান্যস্মরন্ সংস্তুতা-
ন্যাচারেষু চ যানি তানি দদিরে দানানি দৈন্যক্রুহা॥
স্ত্রীণস্বেব তথাপ্যনেন নিয়মং কালেষ্বসংখ্যাতত্বা
ন্দেয়ে স্বক্ষি জমন্তরেণ * চ ফলাশংসাং বিধৌ শৃণ্বতা॥ ৮
সময়মপি সমুদ্ধতং নুমস্তং তদপি মহৌষধ মুদ্বভূব যত্র।
ভবতি পরপুর প্রবেশ সিদ্ধিঃ করবিধৃতিঃ সকৃদেব যস্য মূলে॥ ৯
যান্ সম্বন্ধ্য জগত্রয়ী বিতরণে.মিত্রৈর্ব্বলির্বারিতো,
যৈঃ সঙ্গম্য ন গঙ্গয়া ক্ষণমপি স্বর্গোপি সংস্মর্য্যতে।
তানুচ্চৈ রতিশায়ি শালি বসুধা নারাম রম্যান্তরান্,
বিপ্রেভ্যোয় মদত্ত পত্তনগণান্ ভূমীপতি ভূয়সঃ॥ ১০

স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহা-মুদ্রাধিকৃত পশুবল বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক -মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীলুপতি মহাগণস্কদোঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষা জাবিকাদি ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যা দীনন্যাংশ্চ

* ফলকে "অক্ষিজমন্তরেণ" কথাটী নাই—এ স্থান পাঠাযোগ্য, রজনীবাবু ইহা নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছেন। ৭ম শ্লোকের স্ফুটৈঃ স্থলেও তিনি স্ফুটেঃ করিয়াছিলেন।

সকল রাজপাদোপজীবিনঃ অধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহাকীৰ্ত্তিতান্ চট্টভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাং। যথা—শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতট্যাং পূৰ্ব্বে অশ্বত্থবৃক্ষঃ সীমা। দক্ষিণে জলপিল্লা সীমা। পশ্চিমে শান্তিগোপীশাসনং সীমা। উত্তরে মালামঞ্চবাপী সীমা। ইত্থং চতুঃসীমা বচ্ছিন্নং বৃষভশঙ্করনলিন সকাকিনীক সপ্তত্রিংশ ত্রুন্মানাধিকাঢ়াবাপান্বিত নবদ্রোণোত্তরভূপায় কৈকাত্মকং সংবৎসরেণ কপর্দ্দকপুরাণশতিকোৎ পত্তিকং মাথরণ্ডিয়াখণ্ডক্ষেত্রং সবাটবিটপং সজলস্থলং সগর্ত্তোষরং সগুবাক নারিকেলং সহৃদশাপরাধং পরিহৃতসৰ্ব্বপীড়ং অচট্টভট্টপ্রবেশং অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যং তৃণ-যূতিগোচরপর্য্যন্তং বিপ্রদাসদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শঙ্করদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় দেবদাসদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিকসগোত্রায় বিশ্বামিত্র-বন্ধুল-কৌশিক প্রবরায় যজুর্ব্বেদকাণ্বশাখাধ্যায়িনে পণ্ডিতশ্রীরঘুদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূৰ্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কং ক্ষিতি সমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তমস্মাভিঃ। তদ্ ভবদ্ভিঃ সৰ্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ—

ভূমিং যঃ প্রতি গৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
সবিষ্ঠায়াং কৃমিভূৰ্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদাতা কুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতং চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবো নারায়ণদত্ত সান্ধিবিগ্রহিকং রঘুদেবশাসনেঽকৃত দূতং ভূমণ্ডলী বলভিৎ। সং ৩ ভাদ্র দিনে ৯ মহা সাং নি শ্রী নি।

কেশবসেনের তাম্র শাসন।

(৩)

ইহা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ৺ কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারীতে ইদিলপুর পরগণার এক কৃষক মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত গোবিন্দরাম ইহার পাঠোদ্ধার করেন।

জর্নেল অব্ দি এসিয়াটিক সোসাইটী ৭ম খণ্ড ১ম অংশ ৮০পৃঃ।

ওঁ নমঃ নারায়ণায়।

বন্দে হরবিন্দ বনবান্ধব মন্ধকার কারানিবদ্ধ ভুবনত্রয় মুদ্ধরন্তং।
পর্য্যায়বিস্তৃতসিতাসিতপক্ষযুগ্ম মুগ্মন্ত মদ্ভুতথগং নিগমদ্রুমস্য ॥ ১

পর্য্যন্তস্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বগ্ বিমুদ্রীভবন্,
মুক্তা কুট্মল মল্লি মন্থর নদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ।
উদ্ভিন্নস্মিত মঞ্জরী পরিচিতা দিক্‌কামিনীঃ কল্পয়ন্,
প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়কযশো জন্মান্তর শ্চন্দ্রমাঃ ॥ ২

এতস্মাৎ ক্ষিতিভার নিঃসহশিরো দর্বীকর গ্রামণী,
বিশ্রামোৎসবদান দীক্ষিতভুজা স্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে।
যেষা মপ্রতিমল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত-
ব্যাখ্যানন্দ বিনিন্দ্য সান্দ্র পুলকৈর্ব্যাপ্তাঃ সদষ্টৈর্দিশঃ ॥ ৩

অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং,
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদংঘ্রিনখ ধোরণি স্ফুরিতমৌলয়ঃ ক্ষ্মাভুজো,
দশাস্যনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ ॥ ৪

নীলাম্ভোরুহ সোদরোপি দলয়ন্ মর্ম্মাণি কাদম্বিনী,
কান্তোপি জ্বলয়ন্ মনাংসি মধুপস্নিগ্ধোপি তন্বন্ ভয়ং।
নির্ণিক্তাঞ্জনসন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্রক্লমং বৈরিণাং,
যস্যাশেষজনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেরকঃ খেলতি ॥ ৫

ভাস্বন্নিস্ত্রিংশনিদ্রাবিরহবিলসিতৈ র্বৈরিভূপালবংশ্যান্,
উচ্ছিন্ত্বোচ্ছিদ্য মূলাবধি ভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ।

আসীৎ তেজো জিগীষা সহ দিবসকরেণৈব দোষস্তলাভূৎ,
ভদ্রৈরাশীবিষালা মজনি দিগধিপৈ রেব সীম্নো বিবাদঃ ॥ ৬
খেলৎখড়্গলতাপমার্জনহৃতপ্রত্যর্থিদর্পজ্বরঃ,
তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তি রভবৎ বল্লালসেনোনৃপঃ।
যস্যায়োধনসীম্নি শোণিত সরিদ্দুঃ সঞ্চরায়াং হৃতাঃ,
সংসক্তদ্বিপদন্তদণ্ডশিবিকা মারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ ॥৭
শ্রীকান্তোপি ন মায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্যক্ষরং,
বক্তুং নেত্যপটুঃ কলানিধি রপি প্রোন্মুক্তদোষগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপি ন জিহ্মগৈঃ পরিবৃত স্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভুত,
স্তস্মাৎ লক্ষ্মণসেন ভূপতি রভূৎ ভূলোক কল্পদ্রুমঃ ॥ ৮
প্রত্যূষে নিগড়স্বরৈর্নিয়মিতপ্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপান মুক্তকরভ প্রোদ্গল ঘণ্টারবৈঃ।
সায়ং বেশবিলাসিনী জনরণন্মঞ্জীর মঞ্জুস্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্নশব্দঘটনাবন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ ॥ ৯
নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনী তীরে ভবঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপু বধূবৈধব্যকৃত্যঃব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলি রভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যোনৃপঃ ॥ ১০
ন গগনতল এব শীতরশ্মির্ন কনকভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিবুধপুর এব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী ॥ ১১
বাহূ বারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং,
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গনপ্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা,
কোজানাতি কুতঃ কুতো ন বহুধা চক্রেহম্বরূপো রিপুঃ ॥ ১২
বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধর গদাপাণি সংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মি ভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজ পূতে,
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমর জয়স্তম্ভ মালা ন্যধায়ি ॥ ১৩

যাং নির্ম্মায় পবিত্রপাণিরভবৎ বেধাঃ সতীনাং শিখা—
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈর্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীর্ভূ রপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্নৌ মহা
রাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সাভূৎ ত্রিবর্গোচিতা॥ ১৪
এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীকেশবসেনদেবোঽপ্রতিমভূপাল মুকুট মণিঃ॥ ১৫
দৃষ্টি স্থান মবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃ,
পাত্রে লৌহময়ে হিরণ্য পদবী প্রাপ্তাপি কো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্ নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং,
যৎ পাত্রাণি হিরণ্ময়ান্যপি পুনর্যাতান্যয়োবর্ণতাং॥ ১৬
আকৌমারমপার সঙ্গরভরব্যাপার তৃষ্ণাবশ
শ্রান্তস্যাস্য নিশম্য ধীর পরিষদ্ বন্দ্যাস্পদো বিক্রমং।
নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈতুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্ভিররাতি ভূপনিবহৈর্ভ্রাম্যন্তি রেবাস্ততে॥ ১৭
আকর্ণাঞ্চল মেলকার বিশিখক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানান্তঃ কণগর্ভদর্ভকলনৈ গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধ বিসারণৈঃ পরিষদি ত্রস্যৎ কুরঙ্গীদৃশাং
অব্যাপার সুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি নৈতৎ করঃ॥ ১৮
তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলী নীরদৈ
নীরন্ধ্রৈব নভস্তটী মরকতৈঃ কৢপ্তা ভুবঃ ক্ষ্মারুহঃ।
নীলগ্রীব কদম্বকৈরবিরলা ভোগেব মুক্তাবলী,
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞহুতভুগ্ ধূমাবলিঃ খেলতি॥ ১৯
কল্পক্ষ্মারুহকাননানি কনকক্ষ্মাভৃদ্ বিভাগান্ নিধে
রত্নানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা।
এতৎপাদপয়োধরপ্রণয়নীচ্ছায়াবিতানাঞ্চলে।
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিদ্র বিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ॥ ২০
কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিতলোকপালাবলী,
বিলোকিত বিশৃঙ্খল প্রধনজৈত্র যাত্রাভরঃ।

শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গাগ্রণী
সগন্ধপবনান্বয়ঃ প্রলয়কালরুদ্রোনৃপঃ॥ ২১
পদ্মালয়েতি যা খ্যাতির্লক্ষ্যা এব জগত্রয়ে।
সরস্বত্যপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া॥ ২২
আরুহ্যাভ্রংলিহগৃহশিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং,
পশ্যন্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌরসীমন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকূতৈর্নয়ন চলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিতপ্রেমবন্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ॥ ২৩
এতেনোন্নতবেশ্মসঙ্কটভুবা স্রোতস্বতীসৈকত
ক্রীড়ালোলমরাল কোমল কণৎক্বাণ প্রণীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যো দধিরে মহীমথবতানেক প্রতিষ্ঠাভৃতা
পারপ্রক্রমশালি শালি সরলক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ॥ ২৪

ইহ খলু জম্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিজয় সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বল্লালসেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্য পেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্য পেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাশ ভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্নদান কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরেমশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ সমুপাগতাশেষ রাজ রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য মহাপুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধি বিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহা দৌঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবি-কাদি ব্যাপৃত গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক নেয়গপত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজ্যাধিপ জীবিনোঽধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোত্তরাং শ্চ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। বিদিত মস্ত ভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্ব্বে সত্রকাধি গ্রামসীমা দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দবনান্তঃভূ সীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাগহ্বয় সঃ গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলীক্ষিগাতা তুম্ভমানভূঃ সীমা

ইত্থং যথাপ্রসিদ্ধস্বসীমাবচ্ছিন্না বৃহস্পতিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্ঠ-কামনয়া সমুৎসর্গিতা সচ্ছায়োৎপত্তিকা সাচ ভূমিঃ ঃ ঃ সগর্ত্তোষরা সজল-স্থলাখিল পলাশগুবাক নারিকেল চণ্ডভণ্ডা প্রবেশা তির্যস্তা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবদ্দিনং তৎ সজলনানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং (লগ্গায়িত্বা ?) পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিক্রমেণ স্বচ্ছন্দো-পভোগেন উপভোক্তুং বাৎস্য সগোত্রস্য ভার্গবচ্যবন আপ্লুবৎ ঔর্ব্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবর পরাশর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চ-প্রবরস্য গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চপ্রবরস্য বনমালিদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্যসগোত্রায় ভার্গব চ্যবন আপ্লুবৎ ঔর্ব্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা তৃতীয়াকীয় জ্যৈষ্ঠাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ড ভণ্ড দণ্ড্য তাম্রশাসনী-কৃত্য প্রদত্তা যত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শাসন ভূমির্হি। (৩০০) যদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যং। ভাবিভির্নৃপতিভিরপি হরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তিঃচাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ, স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত্ত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ।
আক্ষেপ্তা চাবমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ॥
সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং।

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ।
সকলমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥
সচিবশতমৌলিলালিতপদাম্বুজস্যানুশাসনভূতঃ শ্রীযুত দত্তোদ্ভব গৌড়

মহাভট্টকঃ খ্যাতঃ শ্রীমৎ মহসাকরণনি শ্রীমহামাদনক করণনি শ্রীমৎ করণনি সং তিন জ্যৈষ্ঠদিনে।
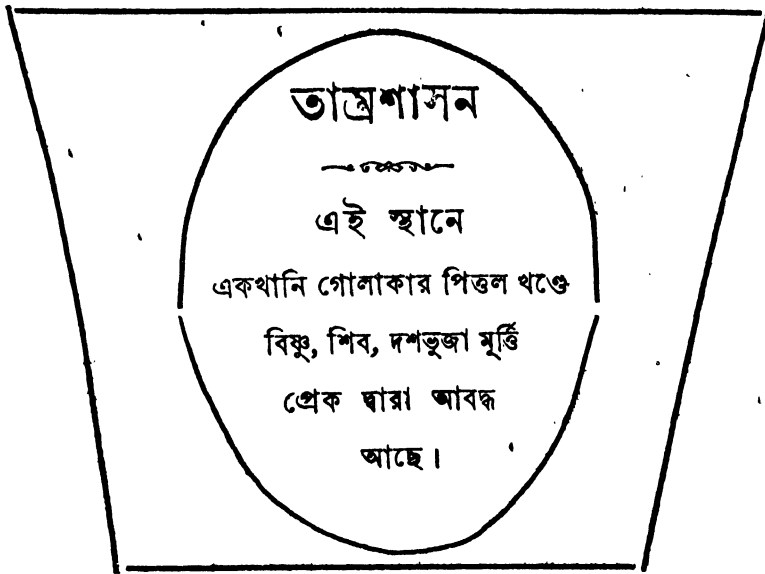
মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের

প্রদত্ত

তাম্র শাসন।

(মাধাই নগরে প্রাপ্ত)

(৪)

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাবু কৃত পাঠোদ্ধার।

প্রথম পৃষ্ঠা।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরীপ্রিয়া।

দেহার্দ্ধেন (অস্পষ্টং) তমভূৎ যস্যাতিচিত্রং বপুঃ।

দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানো মুখং
দর্পগ্রাসনিরস্তদানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ ॥ ১
স্বর্গঙ্গা জলপুণ্ডরীক মমৃত প্রায়ার ধারা গৃহং
শৃঙ্গার ক্রমযযামীশ্বরশিখালঙ্কার মুক্তামণিঃ। ·
ক্ষীরাম্ভোনিধি জীবিতঃ কুমুদিনীবৃন্দৈকবৈহাসকো
জীয়াৎ মন্মথরাজ পৌষ্টিক মহাশান্তি দ্বিজশ্চন্দ্রমাঃ ॥ ২
ত্রিভুবন জয় সস্তৃতাব ক৲প্তৈঃ।
ক্রতুভিরবাধিত সত্রিণোঽমরাণাম্।
অজনিষত তদন্বয়ে
ধরিত্রীবলয়রেণুজাল কীর্ত্তয়ো নরেন্দ্রাঃ ॥ ৩
পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণৈর্বীরসেনস্য বংশে,
কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্বীর মুর্বীতলমসি ন ত্বরাণ্ত্যক্তা নাকনত্বাং
নির্ণিক্তো যেন যুধ্যদ্‌রিপুরুধিরকণা কীর্ণধারঃ কৃপাণঃ ॥ ৪
বীরাণামধিদৈবতং রিপুচমূমারাঙ্কমল্লব্রতঃ,
তস্মাৎ বিস্ময় নীয়শৌর্য্য মহিমা হেমন্তসেনোঽভবৎ।
ক্ষীরদাধরবাসসো বসুমতী দেব্যা যদীয় যশো,
রত্নস্তেব সুমেরুমৌলিমিলিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি ॥ ৫
অজনি বিজয়সেন স্তেজসাং রাশেরস্মাৎ,
সমরবিশৃমরাণাং ভূভৃতামেক শেষঃ।
ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥ ৬
ভূচক্রং কিয়দেতদাবৃত মভূদ যদ্বামনস্যাঙ্ঘ্রিণা,
নাগাণাং কিয়দাস্য দর্পমুর (?) সা লম্পন্তি গূঢ়াজ্ঞয়ঃ।
একাহাস্য * নূরং (?) বঞ্চতি কিয়ন্মাত্রং তদপ্যম্বরং
যস্তেতীব * * দ ক্রিয়া ত্রিভুবন ব্যাপ্যাধিনো তৃপ্যতি ॥ ৭
অস্মাদশেষ ভুবনোৎসব ধ C * শেন্দু—
বল্লালসেন জগতীপতি * জগাম।

যঃ কেবলং ন খলু সর্ব্বনরেশ্বরাণাং
একঃ সমগ্র বিবুধা মধি চক্রবর্ত্তী ॥ ৮
ধরাধরাস্ত পুয় মৌলিরত্ন *
লক্য ভূপাল কুলেন্দ্র লেখা।
তস্য প্রিয়া ভুজঙ্গ মান ভুবি *
ম্লক্ষ্মী পৃথিব্যো রধিরাম্ পূর্ব্বা ॥ ৯
* * বসুদেব দেবক সুতা দেহান্তরা স্বামিব
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন মূর্ত্তিরজনি ক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ ॥ ১০
* * যন্ময় জন্ম নিঃসহ মিল দ্বিষামুবচ্চঞ্চলাৎ
কৃষ্টৈনাধি * * বিকমি * * যা দ্ গৌড়েশ্বর শ্রী হ।
হবন কর্ম্ম যস্য কৌমার কেলিঃ কলিঙ্গেনাঙ্গনাভিঃ
* * বে যস্য পূর্ব্ব ॥ ১১
যেনাসৌ কাশিরাজ সময় ভুবি জিতা যস্য ি * *
ধীরাভীর * পা * য্যতি শ্চরণরজসা নির্ম্মলে কার্ম্মণানি।
আকৌমার সমর কৃতি................
মিব দিশা মীশিতাস্তে বিমুক্তা ঃ।
হস্ত * * বপুর্বিকলব্য তস্য * * স্তৌ প্রবিষ্ট।
* হি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণ ঃ।
যত্রারাম দ্রুমদলরুচা শৈবাল * লতাযস্য
পুরো সঞ্চিতাভূ ঃ।
প্রাণান্ মুঞ্চন্ত্যবনি পতয়ো * *
সমা (?) নির্গতে খল্বধার্য্যগ্রাম পরিসর সমবা
পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন
দেব পরম * *
ক দেব শ্রীম * * চ বশীকৃত্বা। * * পরম * * রিরাজ

---

* এই স্থলে তাম্রফলকের পাঠ "কৃত্বা নির্বীর মুর্ব্বীতল মধিন ত্বরাম্ভ্যাতা" বলিয়া পাঠ করা যায়। সম্পাদক (অক্ষয় বাবু)।

২৮। রা * পরম * * * গুরু * * পরম

২৯। * * চক্রবর্ত্তী ভূপতি রাজপতি * পতিনৃপতি—

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

১। বিক্রমস্য বীর চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম * * । ম বংশ প্রদীপ রাজ প্রতাপ নারায়ণ পরম।

২। দীক্ষিত পরমব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ভূ * * * ক্রীড়াবধূত মশেষ ফেণী বিফলীকৃত ক।

৩। লক্ষ বিক্রম বশীকৃত কামরূপ * * বণীমণ্ডলৈক চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর পরমে—

৪। শ্বর পরম নারসিংহ পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবপাদা বিজয়িনঃ সমা

৫। গতাশেষ রাজ রাজন্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য * * পুরোহিত মহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসন্ধি

৬। বিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহা মুদ্রাধি কৃ অন্ত * ঙ্গ * * পরিক মহাক্ষ পটলিক মহা প্রতীহার—

৭। মহাভোগিক মহাপিলুপতি মহাগণক্ষ দৌঃ সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্বগোমহিষাজা

৮। বিকাদি ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ড * * কদণ্ড নায়ক বিষয়পত্যা দীনন্যাংশ্চ সকল রাজ পাদোপ জী—

৯। বিনোঽধ্যক্ষ প্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্ট ভ * জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রা

১০। হ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশান্তি চ মত মস্তু ভবতাং। যথা শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূ

১১। ক্ত্যন্তঃ পাতি বয়েন্দ্র্যাং কান্তা পুরাবৃত্তৌ রাবণ সরসি ? * ? স্থানে পূর্ব্বে চড়স্য সাপাটক পশ্চিম ভূঃ সীমা—

১২। দক্ষিণে কায়নগর উত্তর ভূঃ সীমা পশ্চিমে গুণ্ডী স্থিরা পাটক পূর্ব্ব ভূঃ সীমা উত্তবে গুণ্ডী দাপনিয়া দ।

১৩। ক্ষিণ ভূঃ সীমা। ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন—* গোযব গোচরান্তঃস্যা * দেব ব্রাহ্মণ পাল্য ভবন্তিঃ। এক

১৪। নবতি খাড়িকাধিক ভূখাঢ়ী শতৈকাত্মকঃ সংবৎসরেণ কপর্দ্দকাণু (?) ষষ্টি পূরণাধিক শত মুদ্রিকা।

১৫। ধিকো দাপনিয়া ঘাটকঃ সসাট বিটপঃ সজলস্থলঃ সপর্ত্তোষরঃ সগুবাক্ নারিকেলং সহ্য দ।

১৬। * * প * * হৃত সর্ব্ব পীড়ো হচট্ট ভট্ট * * কিঞ্চিৎ প্রগা * যুতি গোচর পর্য্যন্তং দা।

১৭। মোদর? দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শ্রীরাম দেব দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় কুমার দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিক।

১৮। —ঋগ্বেদাশ্বলায়ণ শাখাধ্যায়িণেঃ শান্ত শাবিক

১৯। শ্রীগোবিন্দ দেবশর্ম্মণে (বিধিবদু) দক্ পূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারক মুদ্দিশ্য।

২০। মাতা পিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্য—পূর্ব্বক মূলাভিষেকঃ

২১। —দ্রা মহা—তগতি—নিকাদি উৎসৃজ্যা চন্দ্রার্ক—ক্ষিতি

২২। সমকালং যা (ব ?) ৎভূ—হি—প্রদ—মস্মাভিঃ তত্তবন্তিঃ

২৩। ভাবিভির—নরকপাত ভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি

২৪। * * * যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছাতি উভৌ তৌ পুণ্য কর্ম্মা

২৫। ....সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমি

২৬। স্তস্য তস্য তদা ফলং। * * * ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাত স ন

২৭। * * * সহস্রানি * * *।

২৮। * * *।

২৯। * * *॥ সং ৩ (?) * * *।

শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

যস্তাঙ্কেঃ পরংপরস্থো বোরসিতয়িরেত্যেকশো ধীশ্রিয়া।
যশোধনস্তীর ছুগ্ধবহ্নিঃ সমুদ্রং ধম্মাতিথিঃ সংযযুঃ॥
অয়ুর্ব্বেদ্ দ্যুতিবোধন ত্রায়ন্তা সখোর বুধানো মুরৈঃ
শ্রীধল্ল সেনৈকো ভূষণো নৃপস্য যং পূজ্যস্ত পঞ্চাননঃ।
স্বঙ্গাঙ্গাঙ্গুল পুণ্ডরীক মম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ধারা—
যজুযুদ্ধারস্ত সুস্কধারীমরোস্তিস্ম।
ক্ষিত্যলঙ্কারঃ সুস্কমণিঃ ক্ষীরাম্ভোনিধি প্রীতি—
ঋমজৈমী বৃষৈ কশৈঃ প্রংসী কাক্ষীবান্মথো রাজা যঃ স্ম।
সুকর্ম্মজাল নিধি শুদ্ধ ধর্ম্মা নীতিপঃ স্বধনস্পূযঃ সঙ্কতিক্ষা ক্রয়ৈ।
ক্রতুভির্ব্বরিষ্ঠঃ প্রত্যুম্নাখ্যো রাজা যো অজনিষ্ম।
তদম্বয়ে ধৃতি ধীরাখ্যো রিপুবলী কৃচ্ছ্রো যোনরেন্দ্রাখ্যঃ
সৌরীক্ষিতিঃ সম্প্রাপ্তিঃ ঘোষিত গুণরাশেবীরসেনস্য।
সঙ্গাবান্ সত্যসন্ধঃ ক্রিয়াণামুক্ত নিষ্কলঙ্কো যযাম সামন্ত সেনঃ—
কৃম্বানিব্বীর মুর্দ্ধীতল মধীনতরং স্থৈর্য্যবারা।
বিদ্ধলক্ষ্যানি শ্লিষ্টৈ যেন স্বর্ধ্যান্তেষু রুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ
বীরাণামম্বেষৈস্তষ্টৌ বিম্বরম্রমানঃ।

ঊর্দ্ধং শল্যং ধ্বস্তং শল্যোন্নোর্দ্ধৈঃ সাম্যনীয়োঽসৌ যমসীমা-জেমস্ত সেনো ভবথূর্ধীরো মাধবাসঃ স বসুমতী সেব্যঃ। ওষধীশ যশোবদ্যস্মে বসুনেব মৌলিমৌক্তি ইন্দ্রোমসি মনুযুম্যতি, অজনি বিজয়সেনস্তে কস্য বীরোত্তং। যস্তাশু সমরে ঝবাণ শ্রেয়সা মেক শেষ। কৃতজ্ঞঃ সতি বিধিপোষণ বশস্তুধবঃ ধ্রুবঃ সুকৃতি সুধীণাং। শিক্ষাশীলঃ সন্ধ্যা ক্ষমা সত্যং ব্রত্রিম যে তপোব্রতস্য প্রত্যুম্ন সেনস্তাক্ষোণিনাপা নিষ্ক্রিয়শস্ত যশসঃ স্মরঃ। লক্ষ্যলক্ষ তীক্ষ্ণচাক্ষুষঃ স্তোকপ্রজ্ঞঃ পুরংবঞ্চতি। ক্রিয়য়াবদ্ধো যস্তাম্বর যশো ক্ষীরসঙ্গাব্ধি যোধীজ্জবিম্নঃ। ধর্ম্মকার্য্যাধীনো ইষ্যতি যত্তীর্থাবস্তেষু ভূষণোঽ সুরঘাতী বপূর্ব্বল্লালসেনোজস্তে, হীনান্ধ ক্ষুদ্র পামরস্য বন্ধুঃ। যশোবল নবচ্চলাশয়ো নরেশ্বরাণামেকঃ স সলক্ষীরম্বুধিঃ। যজ্ঞবৃত্তৌ সুরাসুর বিষ্ণুঃ যুদ্ধসিদ্ধি কৃচ্ছধর্ম্মা। ত্রৈলোক্যসুখায়

কুলোজ্জ্বলে ঘোরস্তস্য প্রয়াসঃ, ক্ষুব্ধ শান্ত সুশীল ক্ষমা দক্ষ যুধিক্ষম যুদ্ধ বিধি বিঘর্ষণৈঃ। ভূপস্য প্রকৃষৈ র্বন্ধশ্চমূঃ যেপ্যন্তর-স্থানি, বশীমল্ল কাপালিকমূর্ত্তিঃ যুদ্ধবিবক্ষা ক্ষমাবল ক্ষত্র প্রবুদ্ধৈঃ। ব্রহ্মণ্যষট্ কর্ম্মনিষ্ঠঃ স সুশীলঃ বিদ্বান্ বল্লক্ষ লক্ষ ক্ষসৈন্যাধ্যক্ষ, যর্মাধিক কুঞ্জরসমঃ মত্ত ক্ষত্রঃ প্রাজ্ঞো যুদ্ধধর্ম্মেষু। বিশ্বাদ্গৌড়েশ্বরঃ শ্রীক্রমপুরং প্রকর্ম্মা,যস্যাসীমচক্রে নিষ্কর লোকো রাজা সর্ব্বৈ প্রীতির্ব্বশস্বন্ধঃ ক্ষণৈ ধণৈঃ দূরং যস্য সুলক্ষ্যং যেনাসৌ কাশীরাজ্ঞঃ সমরেষ্বপি লিপ্সা রাজ্যবিধিক্ষম ধ্বংসো ভীমসংগ্রাম সন্ধান স্তীক্ষ্ণৈস্ত। ভূশূরঃ প্রজ্ঞঃ কজ্ঞঃ প্রাণৈঃ সমৈর্ধর্ম্মৈঃ প্রাণিনাংস্বকৈর্মস্ত্রৈর্ধর্ম্মং রক্ষষি, প্রাজ্ঞসনে বিক্রমপুরে বসন্ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে। ঐশ্বর্য্যং যস্যাসি সম্পত্তির্ব্বধো নৃজুষ্টো ঋদ্ধিধর্ম্মে। ক্ষুধাধ্রুবঃ, শম্ভুংস্তস্যত্রিমূর্ত্তি শ্চরিষ্ণুর্ধর্ম্মো বিধিঃ প্রজাপতিঃ। গুণ সিন্ধুক্রিয়া শার্দ্দূল স্ত্রিসন্ধ্যারাধাম ব্রহ্মকবচং, বিজ্ঞ ধীর সুব্রাহ্মণ সুশিষ্য, বৃন্দে ক্ষত্রবলাভিষিক্তঃ। বন্ধুর্ব্রহ্ম বৈরীষু ঘস্রঃ যে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সুরি নিয়ন্তা, মহোপম নবধা কুল সম্বন্ধি বিষয়াচার বিনয়কাদি ধর্ম্মঃ। লক্ষ্য সুখী লক্ষান্তরে লক্ষ্যং স্থাপ্য মবধি, সধর্ম্ম সুলক্ষ্যৈ র্য স্তীক্ষ্ণ চক্ষুষা লক্ষ্মণোষধীজ্ঞো লক্ষ্যজ্ঞশ্চ ক্ষজ্ঞঃ। উর্ব্বীশঃ সুশাসকঃ সূক্ষ্মধীঃ সুশিক্ষঃ সুবিজ্ঞঃ সুযশস্বী ধর্ম্মবশো ব্রহ্মকর্ম্মস্বী ক্ষমালক্ষ্মী যুক্তো অশেষপ্রজ্ঞঃ। পরমসুধীরস্ত্রিসন্ধ্যাং ব্রহ্মকবচং ব্রহ্মগায়ত্রী মুপাসতে ব্রহ্মধৃতিঃ সুধন্যো অশেষসুধীব্রাহ্মণানাঞ্চ সঙ্গঃ। ঔষধ ধী স্বামী স্বধর্ম্ম পুষ্টকশ্চক্ষুঃ লক্ষ্যধীঃ কুর্য্যাদ্ধর্ম্মমূলং, ব্রহ্মণ্য কুলঞ্চ বল্লালস্য সুতো লক্ষ্মণ ধীরঃ। ব্রহ্মণ্যষট্ কর্ম্মবৃত্তিঃ সুখ্যাতি ঘনদ্যুতিঃ ক্ষমাবৃত্তিঃ, ক্ষধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মপ্রযুক্তঃ সকলকল্যাণহেতুঃ। সুদ্ধসন্ধঃ বীরব্রতঃ রক্ষিসৈন্যস্য রক্ষাকর্ম্ম বিধি নিযুক্ত ক্ষমঃ, রক্ষজ্ঞঃ স্বীয় কর্ম্মজ্ঞতা সুকামযশঃসম্বন্ধঃ। শুদ্ধনীতিজ্ঞঃ বসুব্রহ্মজ্ঞঃ ধর্ম্মসুখী কর্ম্মসুখী সর্ব্বকর্ম্মেষু সুবিজ্ঞঃ, রবিষ্ঠ ক্ষসাধুঃ কেলিবিকলীকৃতকর্ম্মা। নির্লিপ্তধীঃ ব্রাহ্মধর্ম্মেষু তদ্ধর্ম্মৈকঃ সম্বন্ধঃ ধর্ম্মব্রহ্ম বিবিধজ্ঞঃ, ব্রহ্মমণ্ডলৈক-শ্চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বরো যশঃসিন্ধুঃ। লক্ষ্মীশো বহুনাথো বিষয়সত্তমো ভূশূরো রঘু শ্রী লক্ষ্মোণো বিরাজ, শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনঃ সেনয়া যো বিজয়ী লক্ষসমুদ্রঃ। রসজ্ঞ ক্ষুধা ধরাসুরামঃ বিশালাক্ষো বাণসংসক্ত শ্মশ্রু, বিজ্ঞমুখ্যঃ স সুধীবরোসি ব্রাহ্মণধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সত্যসন্ধঃ। প্রবিশ্য বিক্রমপুরং সেনাসম্ভির্মদ-নৈর্ব্বাধিকৃতং স্বপুরং, লক্ষ্মণধন্যো বিক্রমসিন্ধুর্যজুষি কাম যজ্ঞেষ্বতীব প্রবৃত্তঃ।

ধর্ম্মজ্ঞস্ত ঋক্‌কর্ম্মশাসী বসতি মৎস্য বনেষু, দোঃসাধিক দোষেষু অরণ্যেক মোষকো বসোর্মধ্যে ধার্ষ্টঃ। তংবিধ্বংসৈক্ষ্যষ্টকো যৌদ্ধিকো যন্ত্রশংসো নৈকষ গুণীয়কো, বিষয় প্রয়াসী দক্ষাশ্চ সকল রাজন্য সেনা নিযুক্তাঃ। ক্ষত্রাঙ্কণয়ো ক্ষ প্রবীরোক্তানি শাসিতৈঃ ক্ষমবপুঃ, সুযজ্ঞ ন্যাস লক্ষণ জপান্ ক্ষিপ্রকরান্ ব্রাহ্মণঃ সুবিজ্ঞঃ। ব্রাহ্মণেষ্টবান্ জপাৎপ্রমাদয়ন্তি রোধয়ন্তি সমাধ্রিয়ন্তে, ব্রহ্মতম স্বভাবৈঃ ক্ষমন্তি জপাশিষ্যো শুরশ্চ বপুজ্ঞঃ। তং ব্রহ্মশান্তি বরৈরাক্রান্তং যুদ্ধবৃত্তৈঃ রাবদ্ধবধেষ্বিক্ষ্যামঃ, পূর্ব্বে বপুশাসা যাপকাঃ পশ্চীমে ভূঃ সীমান্তাঃ। চন্দ্রকোণঃ বিরাট * নগরো উত্তর ভূঃ সীমা, পশ্চীমে সপ্তক্ষীরা যাস্নুকঃ, পূর্ব্ব ভূঃ সীমা উত্তরৈঃ সর্ব্বং তারাসো অগ্রসরো দক্ষিণ ভূঃ সীমা। উক্ত চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ কাননাশেষবিধস্থরাজ্যং শ্রীমাধব ব্রাহ্মণ পালাভূরস্তু। সবৃক্ষ ফলবতী ঋত্বিগার্থিকাভূঃ ঋত্বিগ্‌গতৈঃ কর্ম্মৈঃ কৃত সর্ব্বস্য বনকর ঋত্বিকার্ষৈঃ স্বস্তীশ্বরাণামৃক্‌কর্ম্ম সুসম্পাদনার্থং। ঘুড়াকা পাষাণিয়া যাভুক ভূষা উধিষুষ চঙ্গধূপিল ভূখর ক্ষযব সাধু বাকলা বেতিল ভূশয়ঞ্চ। ধৈর্য্যশীলঃ কর্ম্মশীলো বিজ্ঞো ধর্ম্মক্ষমাঢ্যে স্তষ্টঃ শুভংযুঃ, প্রাজ্ঞোবিশুদ্ধ ক্ষিতিজ্ঞঃ সুশ্রাদ্ধতর্পণ শ্রুতিজ্ঞো-বিষয়ধ্বান্ত ক্ষয়জ্ঞঃ। বিষয়েষু বিজ্ঞো মুখ্যো যপযজ্ঞে যুক্ত স্তম্মৈ রধ্যাত্মসিদ্ধায় শ্রীসর্ব্বেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিকায় কৌথুমশাখাষ্মৈ বিশ্বামিত্রাপ্নুবদ্ যমদগ্নিপ্রবরায় ধর্ম্মবল যশোদার্য্যশীলায় উপাধ্যায়িনে পাল্য ঋত্বিকে শ্রীমন্মাধবদেবশর্ম্মণে স্বস্তি ধর্ম্মনির্ব্বন্ধের্ব্বর্ষশকপূর্ব্বকং ভূদ্ধ-ধানা রবি মন্দরস সঙ্গকে শকাব্দামিতে। ধৈর্য্যশীলো ব্রাহ্মণশ্চ পুণ্যবান্ সন্তির্ব্বিবদ্ধার্ণবঃ পৃথিবীশ্বরাষ্ট সঙ্গো ক্ষবপূর্ব্বলাভিষেকশ্চ। কর্ম্মলব্ধা শুদ্ধাবৈদ্যা মহাপ্রাজ্ঞা ক্ষত্রব্রহ্মবুধৈ ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রহ্মক্ষত্রিয়ৈঃ প্রসিদ্ধঃ। ত্রৈলক্যবশী ব্রহ্মমিব, ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ হিংস্রং হিংসাং কুর্য্যাৎ বৈধহিংসাদিভিঃ যজ্ঞৈঃ প্রজানাং মঙ্গলঞ্চ। করোতি আবিক্রিয়াং ধনংমহি বিজয় পুরীঞ্চ বিকরণ্‌, লক্ষ্মণাবতীং যশোরেখাং। ধর্ম্মগৌরববর্দ্ধনকারী দ্বিজব্রাহ্মাণাগাং বিশ্বভুবনে লক্ষ্মণসেন রিহর্জ্জ্বানো, অর্জ্জুনস্য সমঃশস্ত্রেষু শিক্ষা, শীঘ্রকর্ম্মা মেঘসমঃ, পিযুষ সমংবাক্যং, বিক্রম দক্ষঃ। ক্ষীরাব্ধিকুলজয়কারী সূক্ষ্মমণিঃ সুবঙ্গধীপো বীরবিশেষো বীর

* তাম্র শাসনে বিরাজ নগর পাঠ আছে।

তেজস্বী সুন্দরঃ সুবুদ্ধি লক্ষ্মণসেনকো দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণকং শ্রীকৃষ্ণং সুস্মৃত্য পূজার্চ্চিস্যো সবিতুঃ পূজনপূর্ব্বকং বিস্মৃত্য স্বস্তি শ্রীবিষ্ণুং ওঁ হ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ। বিষ্ণু বিষ্ণু বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি উপরিতনঃ সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষো সহস্রপাৎ থ ভূমি সন্নিধিং শান্তিঃ সাক্ষী শাস্তা। সুকর্ম্মা ব্রহ্মশক্তি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণো বৈশ্যবর্ণো বৈশ্যবৃত্ত্যা ক্ষত্রিয়ব্রহ্মবৃত্তি ধর্ম্মসাক্ষী ব্রহ্মেশ্বরঃ স্বমিত্র ব্রহ্মবিদাং আশ্রয়ঃ স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্ম সন্নাস ধর্ম্মোষধে ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীযুক্তঃ ধর্ম্মরাজ রাম রাঘব তুল্যো অশেষ বিজয় লক্ষ্মী ব্রাহ্মণানাং কুলীন বন্ধু নিবাসঃ স্বধর্ম্মদেব বিপ্রাণাঞ্চ লক্ষ্মণো ব্রাহ্মণঃ॥

পাঠোদ্ধারক

শ্রীগোপী চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ,

সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

বঙ্গানুবাদ।

সুহ্মনামক দেশে, অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণবংশে শ্রীধল্লসেননামে, নৃপতিগণের ভূষণস্বরূপ, পঞ্চাননসদৃশ পূজ্য এক রাজা ছিলেন! যাঁহার শরীর ও অঙ্গুলী সকল সুন্দর, শ্বেতপদ্মের বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। যাঁহার গভীর ধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং যাঁহার সুযশঃ অতিথিরূপে দুগ্ধ সমুদ্রের অপর তীরে উপনীত হইত। যিনি নানারত্নে বিভূষিত, মহামহাক্ষত্রিয় যোদ্ধৃগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন। এবং যিনি যজুর্ব্বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তাঁহার বংশে নরপতি মন্মথসেনের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার ও সুহ্ম দেশের মণিস্বরূপ ছিলেন। মন্মথসেন মত্তবৃষের ন্যায় একাকী ঝম্ ঝম্ শব্দে প্রীতির সহিত ক্ষীর সমুদ্রে পতিত হইতেন এবং তিনি একান্ত সৎকার্য্যাভিলাষী রাজা ছিলেন। মন্মথসেনের বংশে প্রদ্যুম্ন সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সৎকার্য্যের সমুদ্র, বিশুদ্ধধর্ম্মা ও একান্ত নীতি পরায়ণ রাজা ছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, ক্ষমা ও ক্রয়শীল রাজা প্রদ্যুম্নসেন, স্বীয় সম্পত্তির পুষ্টিসাধন ও যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের দ্বারা নিতান্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্নসেনের পুত্র নৃপতিশ্রেষ্ঠ বীরসেন, অশেষ গুণের আধার

ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার গুণরাশি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি একান্ত শত্রুহন্তা ছিলেন। বীরসেনের অপর নাম শ্রুতি ও ধীরসেন। তাঁহার পুত্র সামন্তসেন, তিনি নিতান্ত জ্ঞানবান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সৎক্রিয়াশীল ও কলঙ্কবিহীন রাজা ছিলেন। সামন্তসেন পৃথিবীকে বীরশূন্য করতঃ শান্তিরূপজলের দ্বারা ধৌত করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যাস্তের পরেও অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ (শিকার) করিতেন। তিনি রাত্রিতে রুধির কণাকীর্ণ ধার বিশিষ্ট তরবার গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করতঃ বীরগণের অন্বেষণ করিতেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন, শত্রুগণের ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত শল্যাস্ত্র স্বীয় শল্যাস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট করতঃ আপনাকে এবং সেনাগণকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতেন। হেমন্ত সেন মাঘধে বাস করিয়া বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন।

হেমন্তসেনের ঔরসে নরপতি বিজয়সেন জন্ম গ্রহণ করেন। বিজয়-সেনের তুল্য বীর পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না। বিজয়সেন চন্দ্রের ন্যায় যশোবান ছিলেন। তাঁহার মস্তকে মণি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইত। সংগ্রাম সমুদ্রে যিনি ভীষণ ধ্বনি, বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধি, ইন্দ্র তুল্য অস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি অশেষ প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান, এবং সৎলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। বিজয়সেন বিধি পোষণ বশদিগের ঈশ্বর, সুকৃতি ও সুধীগণের সত্য স্বরূপ ছিলেন। শিক্ষা, সন্ধ্যা ও ক্ষমাশীল বিজয়সেন সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতেন ও তদীয় পূর্ব্ব পুরুষ নিতান্ত ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্নসেনের অক্ষৌহীনাস যশঃ সমুদয়কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। যিনি লব্ধলক্ষ্য, তীক্ষ্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট ও সকলের জ্ঞানদাতা ছিলেন। বল্লালসেন স্বীয় রাজধানীতে থাকিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অম্বরতুল্য বীরত্ব যশঃ ক্ষীর সমুদ্র তীরবর্ত্তী যোদ্ধৃগণেরও বীরত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ধর্ম্মকার্য্যের অধীন তীর্থ বিশ্বাসি ব্যক্তিগণের তিনি ভূষণতুল্য ছিলেন। নরপতি বল্লালের শরীর অসুরবিনাশের একান্ত উপযুক্ত ছিল। তিনি নীচ জাতি, ক্ষুদ্র,

পাপিগণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও বল নূতন জলাশয়ের ন্যায় নির্ম্মল ছিল এবং তিনি সমুদ্রের ন্যায় লক্ষ্মীযুক্ত ছিলেন।

তিনি যজ্ঞবৃত্তিতে সুরাসুর বিষ্ণু তুল্য ও উচ্চধর্ম্মা ছিলেন এবং যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করিতেন। শুদ্ধ, শান্ত, সুশীল, ক্ষমা দক্ষতা, যুদ্ধক্ষমতা, যুদ্ধবিধিপ্রভৃতি সদ্‌গুণের বিঘর্ষণের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পৃথিবীর হিত ও উজ্জ্বল কুল সাধনে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ এবং নিতান্ত যুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা দূরস্থ শত্রু সৈন্যগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত। এবং যজ্ঞাদি ক্ষমাবল ও ক্ষত্রিয়োচিত বিচক্ষণতা হইতে কাপালিক মূর্ত্তি মল্ল (এক প্রকার শৈব ধর্ম্মাবলম্বী শ্রেণীবিশেষ) গণও তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। রাজা বল্লালসেন নিতান্ত সুশীল ও ব্রহ্মণ্যষট্ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ বিদ্বান্ মত্ত কুঞ্জর সম, যম তুল্য যুদ্ধধর্ম্মে প্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। গৌড়েশ্বর বল্লাল, স্বীয় রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, সুবিধান স্থাপন ও সুন্দর ভবনাদি নির্ম্মাণবিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অসীম চক্রে কলঙ্কবিহীন নৃপতিগণেরাও ক্ষণকালের মধ্যে প্রীতির সহিত করপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন। তাঁহার লক্ষ্য দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত গমন করিত। তিনি ভীম সংগ্রাম ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান দ্বারা কাশীরাজের সমর সাধ এবং রাজ্য শাসনাদির ক্ষমতার ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্য বীর জ্ঞানবান্, ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বিক্রমপুরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বীয় মন্ত্র, ধর্ম্ম দ্বারা প্রাণ তুল্য জ্ঞানে প্রাণীগণকে ধর্ম্মে রক্ষা করিতেন! তিনি এক মাত্র অসিকেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, দুর্ব্বৃত্তদিগকে বধ করাকেই সম্পত্তি, ধর্ম্মকে উন্নতি, সত্যকে ক্ষুধা মনে করিতেন। তাঁহার শঙ্খদেশ (কপাল) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি বিশিষ্ট ছিল। তিনি ধর্ম্মে সূর্য্য ও বিধিতে প্রজাপতি তুল্য ছিলেন। গুণ সাগর ক্রিয়াশীল বল্লালসেন বিজ্ঞ, বীর সুব্রাহ্মণ সুশিষ্যগণের সহিত মিলিত ও ক্ষত্রিয় বলাভিষিক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ আরাধনা করিতেন। তিনি বন্ধু ও ব্রাহ্মণগণের শত্রুদিগকে সর্ব্বদা বধ করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা

তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এবং দানপ্রভৃতি নবগুণসম্পন্ন কুলাচারের আদিনিয়ন্তা।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন লক্ষ্য কার্য্যে নিতান্ত সুধী হন। বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত জন্তু বহুদূরে থাকিতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বধ করেন। তিনি বীর এবং ওষধীজ্ঞ (চিকিৎসক)। তিনি সহজেই লক্ষ্য কার্য্যের ও ক্ষত্রিয়দিগের সমুদয় কার্য্য বুঝিতে সক্ষম। রাজা লক্ষ্মণ সেন সুশাসক, সুস্মধী, সুশীল, বিজ্ঞ, সুযশস্বী ও ধর্ম্মের নিতান্ত অধীন; ব্রহ্ম ধর্ম্মান্বিত ক্ষমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান্। তিনি পরম সুধীর, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ, ব্রহ্ম গায়ত্রী আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ধৃতি সম্পন্ন অতিশয় ধার্ম্মিক অসংখ্য সুধী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করেন! স্বধর্ম্ম পুষ্টক বৈষ্ণবগণের তিনি চক্ষুঃস্বরূপ। তিনি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল যে কুল, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। তাঁহার সুখ্যাতি ঘন দ্যুতি বিশিষ্ট, এক মাত্র ক্ষমাই তাঁহার বৃত্তি। তিনি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতু স্বরূপ। রাজা লক্ষ্মণ সেন শুদ্ধ প্রতিজ্ঞ, এক মাত্র বীরত্বই তাঁহার ব্রত। রক্ষক সৈন্যদিগের রক্ষা কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে তিনি বিলক্ষণ পটু। এবং কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা করিতে হয় তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার নিজের কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুকাম ও যশের সহিত তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞ বসু (১) ও ব্রহ্মজ্ঞ। ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে তিনি বিলক্ষণ সুধী হন। লক্ষ্মণ সেন সকল কার্য্যেই সুবিজ্ঞ। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতি গণের হইতে শ্রেষ্ঠ সাধু, কেলি বিহ্বল ও কৃতকর্ম্মা। তিনি নির্লিপ্ত বুদ্ধি, এক মাত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতি সমুদয় বিদিত। গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলির একমাত্র চক্রবর্ত্তী স্বরূপ! মহাবীর লক্ষ্মণ রঘুবংশীয় লক্ষ্মণের ন্যায় সম্প্রতি ভূতলে বিরাজমান। তিনি রসজ্ঞদিগের সুধাস্বরূপ, পৃথিবীতে রামচন্দ্র

---

(১) ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাত, ইহাদিগকে বসু বলে।

তুল্য। তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) সকল বাণ সংসক্ত অর্থাৎ তীরের ন্যায়। লক্ষ্মণ সেন পণ্ডিত ও সুধী শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, সত্য প্রতিজ্ঞ সম্প্রতি তিনি বিক্রমপুরে গমন করতঃ মত্ত ও পরাক্রমশালী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় পিতৃরাজধানীকে অধিকার করিয়া মহা সমারোহের সহিত যজুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিতের নিবাস মৎস্যবনে। দ্বারপালগণের দোষে সেই বনের এক জন তস্কর পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠে। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নৃশংস রাবণ গুণ সম্পন্ন, বিষয় প্রায়াসী, দক্ষ, সুযোদ্ধা ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠ সৈন্যগণ নিযুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই বীর শ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শাসনের উপযুক্ত শরীর বিশিষ্ট। জপ, যজ্ঞ ন্যাস লক্ষণাদিতে ব্রাহ্মণ শীঘ্রহস্ত ও সুবিজ্ঞ। ইষ্টবান্ ব্রাহ্মণেরা জপশ্রম দ্বারা দুর্ব্বৃত্তদিগকে হত, ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া থাকেন। এবং ব্রহ্মতম স্বভাব দ্বারা দয়া বশতঃ কোন কোন সময়ে দুর্ব্বৃত্তগণকে ক্ষমাও করেন। বপুজ্ঞ ব্রাহ্মণ জপ ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা সকলেরই গুরু। সেই চৌর রাজ পুরোহিতের জপশ্রম দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হইয়া তৎপরে যুদ্ধে আবদ্ধ ও হত হয়, ইহা যুদ্ধ স্থানের পশ্চিম সীমান্ত বাসী সমুদয় যোদ্ধা ও জাপকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অতএব চন্দ্র কোণ বিরাটনগর যাহার উত্তর সীমা, যে ভূভাগের পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা, ষাম্বুক, চন্দ্র কোণ ও বিরাটনগরই যাহার পূর্ব্ব সীমা, তারাস, অগ্রসর যে ভূমির দক্ষিণ সীমা। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কানন, অশেষ বিধ সজল স্থল ভূমি শ্রীমাধব (২) ব্রাহ্মণের পাল্য ভূমি হইল। মহারাজের ঋকৃকর্ম্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদনার্থ সকল প্রকার পৌরহিত্য কার্য্যের দক্ষিণা স্বরূপ ঋত্বিক্ ঋষির সম্বন্ধে ঋত্বিগার্থিক ভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইল। ঘুড়াকা পাষাণিয়া, যাম্বুক, ভূষা, উধিযুষ চঙ্গধূপিল ভূশ্বর, ক্ষষব, সাধুবাকলা, বেতিল ও ভূশয় প্রভৃতি গ্রাম, ধৈর্য্যশীল, কর্ম্মশীল, বিজ্ঞ, ধর্ম্ম ও ক্ষমাদিতে তুষ্ট, কুশলী, প্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধ ক্ষিতিজ্ঞ সুশ্রাদ্ধ তর্পণ ও শ্রুতিজ্ঞ, বিষয় মোহান্ধকারের ক্ষয়কারক, বিষয় কার্য্যে বিজ্ঞ, প্রধান জপ যজ্ঞাদি যুক্ত, অধ্যাত্মসিদ্ধ শ্রীসর্ব্বেশ্বর

---

(২) এই মাধব ব্রাহ্মণ হইতে বোধ হয় দত্ত ভূমির নাম মাধবনগর হইয়াছিল এবং তাহা হইতে কালে মাধাইনগর হইয়াছে।

দেব শর্ম্মার পুত্র, কৌশিকগোত্র, কৌথুম শাখানুধ্যায়ী, বিশ্বামিত্র আপ্লুবৎ ও জামদগ্ন্য প্রবর শ্রীমান্ মাধব দেব শর্ম্মাকে ধর্ম্মনির্ব্বন্ধ দ্বারা বর্ষ শক ও স্বস্তি (অর্থাৎ স্বীকৃত বাক্য) উচ্চারণ পূর্ব্বক ৬৭১ শতাব্দীতে প্রদত্ত হইল।

ধৈর্য্যশীল পুণ্যবান্ সৎলোকের দ্বারা বিবর্দ্ধিত অর্ণব সদৃশ, অম্বষ্ঠ সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শরীর, বলাদিযুক্ত, কর্ম্ম লব্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের এবং ধীর কবি জয়দেব ধোয়ি-কাদি বীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য ত্রৈলোক্য বিমুগ্ধ কারক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি হিংসকের প্রতিহিংসক, যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাগণের মঙ্গলকারক, যশের রেখা স্বরূপ লক্ষ্মণাবতী নাম্নী নগরীর নির্ম্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনরত্নের আবিষ্কার কর্ত্তা; ধর্ম্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরব বর্দ্ধনকারী, পৃথিবীতে অর্জ্জুন তুল্য, অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা, মেঘের ন্যায় শীঘ্রকর্ম্মা, অমৃতভাষী, বিক্রমদক্ষ, ক্ষীর সমুদ্র-তীর বিজয়ী, সুহ্ম দেশের মণি, সুবঙ্গের অধিপতি, বীর তেজ বিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর সুবুদ্ধিযুক্ত, শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ ও স্বস্তি স্মরণ করতঃ সূর্য্যদেবের পূজা পূর্ব্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন ও হ্রীং ব্রহ্মকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ এই তাম্রশাসনের শীর্ষস্থ বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি বিষ্ণু, যিনি সহস্র মস্তক সহস্র চক্ষু, সহস্র বাহু, সহস্র পদ বিশিষ্ট, যিনি আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বত্র শান্তি সাক্ষী ও শাস্তারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শান্তি সাক্ষী ও শাস্তা স্বরূপ।

সুকর্ম্মা, ব্রহ্মশক্তিযুক্ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৈদ্যবৃত্তি দ্বারা বৈদ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও ধর্ম্মের সাক্ষী, ব্রহ্মদেশের ঈশ্বর, স্বমিত্র ও ব্রহ্ম বিদ্গণের আশ্রয়, স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রাহ্ম সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও ঔষধ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্ত্তমান, ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মীযুক্ত, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্রের তুল্য আ বিজয় লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ কুলীন বন্ধুগণের ও স্বধর্ম্ম, দেবতা, বেদজ্ঞগণে এই লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসন খানি জেলা পাবনা মহকুমা সিরাজগঞ্জ ও ষ্টেসন রায়গঞ্জের অধীন মাধাইনগর গ্রামে রঘুনাথ সিংহ নামে একজন বুনা, মৃত্তিকার নীচে প্রাপ্ত হয়। মাধাইনগর নিমগাছির জঙ্গলের অন্তর্গত স্থান। নিমগাছিতে বিরাট রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া চিরজনশ্রুতি আছে। আজও এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রলিপির শিরোভাগে যে বিষ্ণু, শিব ও দশভুজা মূর্ত্তি আছে, রঘুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, সে তাহা প্রত্যহ পূজা করিত। মামলা মোকর্দ্দমা উপলক্ষে রঘুনাথের সহিত আমার পরিচয় থাকাতে তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়ার বৃত্তান্ত আমি তাহার নিকট অবগত হইয়া গত জৈষ্ঠ মাসে তাম্রশাসন খানি তাহার নিকট হইতে লইয়াছি। এবং তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য এই সিরাজগঞ্জের শ্রীযুত গোপীচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়কে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করি। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এবং আমি ঐ সংস্কৃত পাঠ দৃষ্টে তাহার বঙ্গানুবাদ ও ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছি। এইক্ষণ প্রার্থনা অনুবাদে কোন ভুল থাকিলে সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি ১৩০৫ সন তারিখ ২৩ শে ভাদ্র।

বশম্বদ

শ্রীদুর্গানাথ তালুকদার দেবশর্ম্মা উকীল।

সিরাজগঞ্জ।

এই তাম্র শাসনের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জের মুন্‌সেফী আদালতের উপরোক্ত উকিল শ্রীযুত দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয় তাম্র শাসনখানি পাঠোদ্ধারার্থে বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাকে প্রদান করেন। আমি উহার পাঠোদ্ধার করতঃ তাহা মুদ্রিত করিয়া তৎসহ তাম্র শাসন খানি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে অর্পণ করিব এই সঙ্কল্প করিয়া পাঠোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে ও তাম্রশাসন খানি দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত বিধায় পাঠোদ্ধার সমাপ্ত করিতে আমার বিলম্ব হয়।

এই সময় পাবনার কালেক্টর মাননীয় শ্রীযুত মিঃ সি. এ, র‍্যাডিচ্‌ সাহেব বাহাদুর তাম্র শাসনখানি আমার নিকট হইতে লইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহার অধিকাংশ পাঠোদ্ধার করিয়াছি দেখিয়া পাঠোদ্ধার সমাপনার্থে কতি-পয় দিনের জন্য উহা পুনরায় আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাঠোদ্ধার সমাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণ উহা বাঙ্গালা ও ইংরাজি সহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া উহা শ্রীযুত কালেক্টর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে মুদ্রিত করিলাম।

পরিশেষে বিনয়ের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে তাম্র লিপি খানির শেষ ভাগের কতিপয় পংক্তি লেখা সহসা দেখিয়া বোধহয় যে এককালীন নষ্ট হই-য়াছে। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে উহার সকল অক্ষরই পড়া যায়। যাহা হউক, কোন স্থানে ভ্রম হইয়া থাকিলে যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিবেন, তাঁহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ হইব। নিবেদন ইতি সন ১৩০৫ তারিখ ২৩ শে ভাদ্র। ১

বশম্বদ

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন কবিরাজ।

সিরাজগঞ্জ।

বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন।

(৫)

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বন্দেঽরবিন্দবন বান্ধবমন্ধকার কারানিবদ্ধভুবনত্রয় মুক্তি হেতুম্।
পর্য্যায় বিস্তৃত সিতাসিত পক্ষ যুগ্ম মুহুস্তমদ্ভুতখগং নিগমক্রমস্ত ॥ ১
পর্য্যন্তস্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিষ্বগ্‌ বিমুদ্রীভবন্‌
মুক্তা কুট্টাল মল্লিমম্বর নদী বন্যাবনদ্ধং মহঃ।

১ প্রকাশ থাকে যে তাম্রশাসনখানি গত ৫ই আশ্বিন উপরোক্ত শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে তাঁহার আদেশানুসারে প্রদান করিয়াছি। তারিখ-৭ই আশ্বিন।

উদ্ভিন্নস্মিতমঞ্জরী পরিচিতা দিক্‌কামিনীঃ কল্পয়ন্,
প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়ক যশো জন্মান্তরং চন্দ্রমাঃ ॥ ২
এতস্মাৎ ক্ষিতিভার নিঃসহশিরো দর্বীকরগ্রামণী
বিশ্রামোৎসবদান দীক্ষিত ভুজাস্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে।
যেষামপ্রতি মল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত
ব্যাখ্যানন্দ বিনিদ্র সান্দ্রপুলকৈর্ব্যাপ্তা সদস্যৈর্দিশঃ ॥ ৩
অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদঙ্‌ঘ্রি নখ ধোরণি স্ফুরিত মৌলয়ঃ ক্ষ্মাভুজো,
দশাস্তনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ ॥ ৪
নীলাম্ভোরুহসোদরোপি দলয়ন্ মর্ম্মাণি কাদম্বিনী,
কান্তোঽপি জ্বলয়ন্মনাংসি মধুপস্নিগ্ধোঽপি তন্বন্ ভয়ম্।
নির্ণিক্তাঞ্জনসন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্রক্রমম্ বৈরিণাং
যস্যাশেষজনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেরকঃ খেলতি ॥ ৫
ঈষন্নিস্ত্রিংশ-নিদ্রা-বিরহবিলসিতৈ বৈরিভূপালবংশ্যা—
শুচ্ছিন্নোচ্ছিন্ন মূলাবধি ভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ।
আসীত্তেজো জিগীষা সহ দিবস করেণৈব দোষস্তলাভূ-
স্তর্ক্তৈবাশীবিণাপামজনি দিগধিপৈরেব সীমাবিবাদঃ ॥ ৬
খেলৎখড়্গলতাপমার্জ্জনকৃতপ্রত্যর্থিদর্পজ্বর-
স্তস্মাদ প্রতি-মল্লকীর্ত্তিরভব "বল্লালসেনো" নৃপঃ।
যস্যাযোধন সীম্নি শোণিতসরিদ্ভিঃ সঞ্চরায়াং হৃতাঃ
সংসক্তদ্বিপদন্তদণ্ডশিবিকামারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ ॥ ৭
শ্রীকান্তোঽপি নমায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোঽপ্যক্ষরং
বক্তুং নেত্যপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্তদোষাগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোঽপি নজিহ্মগৈঃ পরিবৃতস্ত্রৈলোক্যরেখাদ্ভুত-
স্তস্মা "লক্ষ্মণসেন" ভূপতিরভূল্লোককল্পদ্রুমঃ ॥ ৮
প্রত্যূষে নিগড়স্বনৈর্নিয়মিত প্রত্যর্থিভূমীভুজাং-
মধ্যাহ্নে জলপানমুক্তকরটি প্রোদ্‌গালঘণ্টারবৈঃ।

সায়ং বেলাবিলাসিনী জলরণন্মঞ্জীরমঞ্জুস্বনৈ-
র্যেনাকারি বিভিন্নশব্দঘটনা বন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ ॥ ৯
পর্ব্বং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে হরপ্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্য বদ্ধব্রতো
বিখ্যাত ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ "শ্রীবিশ্বরূপো" নৃপঃ ॥ ১০
ন গগনতল এব শীতরশ্মিঃ ন কনকভূধর এব কল্পশাখী
ন বিবুধপুর এব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী ॥ ১১
বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেশ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহসমরজয়স্তম্ভমালা ন্যধারি ॥ ১২
যাং নির্ম্মায় পবিত্র পাণিরভবদ্বেধাঃ সতীনাং শিখা—
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈর্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীভূর্রপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্নৌ মহা-
রাজ্ঞী শ্রীচান্দ্রাদেবী তদস্য মহিষী সাভূৎত্রিবর্গোচিতা ॥ ১৩
এতাভ্যাং শশিশেখর গিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীবিশ্বরূপসেনদেব প্রতিভটভূপালমুকুটমণিঃ ॥ ১৪
আকৌমারমপার সঙ্গরভর ব্যাপার তৃষ্ণাবশ—
স্বান্তস্যাস্য নিশম্য বীরপরিষদ্বন্দ্যস্য দোর্বিক্রমং।
নেদং নেদমিদঞ্চ সেতি চকিতৈর্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্ভিররাতি ভূপনিবহৈর্ভ্রাম্যন্তিরেবাস্যতে ॥ ১৫
কল্পক্ষ্মারুহকাননানি কনকক্ষ্মাভৃদ্বিভাগান্নিধে-
রত্নানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা।
এতৎ পাদপয়োধর প্রণয়িনিচ্ছায়া বিতানাঞ্চলে
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিদ্র বিলশোদ্ভ্রান্তামনোবৃত্তয়ঃ ॥ ১৬
কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিতলোকপালাবলী
বিলোকিত বিশৃঙ্খলঃ প্রধনজৈত্র যাত্রাভরঃ।

শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গাগ্রণীঃ
স গর্গ যবনান্বয় প্রলয়কালোরুদ্রো নৃপঃ॥ ১৭
পদ্মালয়েতি যা খ্যাতির্লক্ষ্মা এব জগত্রয়ে।
সরস্বত্যপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া॥ ১৮
আরুহ্যাভ্রংলিহগৃহশিখামস্য সৌন্দর্য্যরেখাং
পশ্যন্তীভিঃ পুরি বিহরতঃ পৌরসীমন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকৃতৈর্নয়ন বলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
তৃষ্ণ্যঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিতপ্রেমরুক্ষৈঃ কটাক্ষৈঃ॥ ১৯
এতেনোন্নত বেশ্মশঙ্কটভুবঃ স্রোতস্বতী সৈকত—
ক্রীড়ালোলমরালকোমল কলবৎকাণপ্রণীতোৎসবাঃ,
বিপ্রেভ্যো দদিরে মহামঘবতানাকপ্রতিষ্ঠা ভৃতঃ
প্রাক্‌প্রক্রমশালিশালিশবলক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ॥ ২০

ইহ খলু ফল্গুগ্রাম পরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ বৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বল্লালসেনদেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি সেনকুল কমল বিকাশ ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয়-শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ মদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব পাদানুধ্যাত অশ্বপতি গজ-পতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি সেনকুল কমল বিকাশ ভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভাঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিশ্বরূপ সেনদেবপাদা বিজয়িনঃ সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্ররাজা-মাত্য মহাপুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি দৌঃ সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গো মহিষা জাবিকাদি ব্যাপৃত গৌল্মিক দণ্ড পাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপ-জীবিনঃ অধ্যক্ষ প্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশন্তি বিদিতমস্ত ভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃ

পাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে অঠপাগগ্রাম জঙ্ঘালভূঃসীমা দক্ষিণে বাররী-পাড়া গ্রামভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাটুঠীগ্রামভূঃসীমা উত্তরে বীরকাটুঠী-জঙ্ঘালসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ পিঞ্জোকাষ্ঠীগ্রাম মধ্যাৎ কন্দর্পাশঙ্করা মাপাপন্নাতিস্রাধামার্ক্যাং (?) দ্বাত্রিংশৎ পুরাণোত্তরচত্রীশতিক ১৩২ ষহিঃ সীভূহি ৫০০ তথা কন্দর্পা শঙ্করাশ ভূমৌ নারোত্তপ গ্রামে দ্বাভ্যাং সপ্তত্রিংশ পুরাণাধিক সংচ্ছিত্তা ষট্‌শতিকা পত্তিকপিঞ্জোকাষ্ঠীগ্রামঃ সজলস্থল সসাটবিটপঃ সোষর সগুবাক নারিকেল স্তৃণবৃতি পূর্ব্বাস্ত, উপরোল্লিখিত চতুঃ সীমাবচ্ছিন্ন পিঞ্জোঠা প্রামোয়ং শিবপুরাণোক্ত ভূমিদান ফলপ্রাপ্তি কামনয়া বৎস সগোত্রস্য ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য প্রবরস্য পরাশর দেব-শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বৎস সগোত্রস্য ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য প্রবরস্য গর্দ্ধেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য প্রবরস্য বনমালি দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বৎস গোত্রায় ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য প্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীবিশ্বরূপ দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বিধিবত্তুৎসৃজ্য শ্রীসদা-শিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চতুর্দ্দশীয়াব্দীয় ভাদ্রাদিনা তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ পত্র চতুঃ সীমাবচ্ছিন্ন সাং শাসন ভূ হি ৬২৭ ভত্তবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেব অনুমন্তব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভি রপ হরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ;
ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তঃ স্বর্গগামিনৌ॥
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চাবমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।

সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥
সচিবশতমৌলিলালিতপদাম্বুজস্তানুশাসনেদূতঃ।
শ্রীকোপি বিষ্ণুরভবৎ গৌড়মহাসান্ধিবিগ্রহিকঃ ॥
শ্রীমন্মহা সং করণনি "শ্রীমহামত্ত করণনি।
শ্রীমৎকরণনি। সং ১৪ আশ্বিন দিনে। ১।

পরিশিষ্ট।

দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর।

উক্ত উভয় গ্রন্থই মহারাজ আদি বল্লালসেনকৃত। উহার একখানিও সম্প্রতি সুলভ নহে। এরূপ জনশ্রুতি যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তকালয়ে একখানি হস্ত লিখিত দানসাগর আছে। সংস্কৃত কলেজ ও এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়েও অংশতঃ আছে বলিয়া জানা যায়। সম্প্রতি সাহিত্যসংহিতার সম্পাদক মহাশয় উক্ত মাসিক পত্রিকাতে দানসাগর ভাগশঃ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা উহার কয়েক খণ্ড মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে দানসাগরের কতিপয় শ্লোক দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে শ্লোকটীতে বল্লাল আপনার বংশের কথা বলিয়াছেন তাহার পাঠ ও প্রকাশ্যমান দান সাগরের (সম্পাদক কর্ত্তৃক সংশোধিত) পাঠে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য আছে। তজ্জন্য উভয় শ্লোকই পাশাপাশি বিন্যস্ত করা গেল।

গৌড়েব্রাহ্মণধৃত পাঠ।	প্রকাশ্যমান দানসাগরধৃত পাঠ।
ছন্দোভিশ্চৈক বন্দ্যে শ্রুতি	ইন্দোর্বিশ্বৈকবন্দ্যে শ্রুতি
নিয়ম গুরুক্ষত্রচারিত্র চর্য্যা	নিয়ম গুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্রশৈলঃ কলি	মর্য্যাদা গোত্রশৈলঃ কলি
চকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।	চকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।
সদ্‌বৃত্ত স্বচ্ছ বর্ণোজ্জ্বল পুরুষ	সদ্বৃত্ত স্বচ্ছবর্ণোজ্জ্বল পুরুষ
গুণাচ্ছিন্ন সন্তান ধারা	গুণাচ্ছিন্ন সন্তান ধারা
বন্দ্যোর্মুক্তামর শ্রী নিরগম	বৃন্দৈর্মুক্তামরশ্রী নিরগম
দবনের্ভূষণং সেনবংশঃ ॥	দবনের্ভূষণং সেনবংশঃ ॥

শ্লোকের বৃথা বাক্তাণ্ডব দেখিলেই বোধ হয় ইহা বাক্পল্লবিতা উমাপতি ধর গুপ্তের লেখনীলীলা। যাহা হউক; অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় গৌড়ে ব্রাহ্মণ ধৃত পাঠ লিপিকর প্রমাদ দুষ্ট ও দানসাগরের পাঠ পরিশুদ্ধ। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, দানসাগরের এই শ্লোক ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চতুর্ধুরীণ মহাশয় ঐতিহাসিক চিত্রে তাম্রশাসনাদি সম্বন্ধে যে এক প্রবন্ধ প্রকটিত করেন, উক্ত প্রবন্ধস্থ শূরবংশবিষয়ক আর একটী শ্লোক এই দুইটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া বল্লালের ক্ষত্রিয়তা প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই উভয় শ্লোকের বিষয়ে আমাদিগের যে মত তাহা এই গ্রন্থে পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। "শূর" কথাটী যে বংশপরিচায়ক নহে উহা যে উপাধিবিশেষ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি যে অমূলক ভাণমূলক তাহাও বারংবার বলা হইয়াছে। নিরঙ্কুশ কবি চাটুবাদরত উমাপতির লেখনীর লাগাম রাহিত্যবশতই হউক অথবা রাজগণের প্রণোদনা বশতই হউক উমাপতি যে সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের এই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি যে চন্দ্রগুপ্ত পুত্র অশোক রাজার ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি অপেক্ষা বেশী মূল্যবান্ নহে, তাহাও আমরা জীবন্তভাবে মনে করি। এদেশের পণ্ডিতগণ বিতস্তিপ্রমাণ ভূখণ্ডের অধিস্বামীকে যখন সসাগরা ধরার অধিরাজ না বানাইয়া ছাড়িতেন না, রজত খণ্ড লোলরসন একালের মহামোহোপাধ্যায়গণ পর্য্যন্ত যখন শূদ্রকে ক্ষত্রিয়ত্বের সনদ দিতে তটস্থ, তখন উমাপতি কেন ছত্রধারী প্রকৃত রাজা বল্লালকে একটী চন্দ্রসূর্য্যের বংশ না বানাইয়া ছাড়িবেন? ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ বাক্যে যত সত্যের দোহাই পাড়তেন, কার্য্যে তত সত্যপরায়ণ ছিলেন না। কার্য্যের বেলা তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্য জাতির ন্যায় সত্যকে স্বার্থের চরণতলে ফেলিয়া বিদলিত ও বিমর্দ্দিত করিতেন। তাহারই ফলে উমাপতির শ্লোকে সেনরাজগণ ইন্দুবংশীয় বলিয়া প্রতিপাদিত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ একটু তলাইয়া দেখিবেন যে যদি সেনরাজগণ বিশ্বমধ্যে একমাত্র বন্দনীয় চন্দ্রবংশেই প্রসূত হইয়া থাকিবেন তাহা হইলে আবার

অবনেভূষণং সেনবংশঃ

বলিয়া আর এক নম্বর দাবিদারীর দরখাস্ত পেশ করিবেন কেন? ভারতের

কোন চন্দ্র বা সূর্য্যবংশীয় রাজারা কি আপনাদিগের বংশকে দে—দত্ত—ধর—কর—বা সেনবংশীয় বলিয়াও বিশেষিত করিয়াছেন? প্রকৃত কথা কি? প্রকৃত কথা এই যে সেনরাজগণ নির্জ্জলা সেনোপাধিক বৈদ্য ছিলেন, তাই যত-বার "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্য" "রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়" ও "চন্দ্রবংশীয়" বলিয়া দাবি করিয়াছেন তত বারই প্রাণপ্রতিম "সেন বংশ" কথাটীরও যোজনা করিয়া আপনাদের প্রকৃত জাতিত্বের দাবিটীকে সজীব রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। দেশের যে সে রাজাই যখন ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করেন তখন তাঁহারাই বা হঠিবেন কেন? কিন্তু তাঁহারা কি সাহস করিয়া আপনাদের নামান্তে সেনদেবের বিনিময়ে এক-বারও দেবর্ম্মার বিনিয়োগ করিয়াছেন? আমরা দেখাইয়াছি বৈদ্যবংশে মহীশূর প্রভৃতি যে সকল রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগেরও সকলেরই এক একটী কি একাধিক প্রকৃত অপ্রকৃত নাম ছিল এবং তাঁহারা অনেকেই শূরান্তনামা ছিলেন। মানুষের নাম কথন "আদি" ও "ভূ" প্রভৃতি থাকে না। মহারাজ আদি-শূরের নামও "আদি" ও উপাধি শূর নহে। এবং তিনি শূরবংশেও প্রসূত হইয়াছিলেন না। "আদিশূর" তাঁহার উপাধি ও প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারা-য়ণ সেন। অবশ্য বল্লালসেন তদীয় অদ্ভুত সাগরের ভূমিকায়ও বলিয়াছেন :—

নৃপকোটি কিরীট রোচিতাংশু স্বপনপ্রাংশু নামাংশুমঞ্জরীকৈঃ।
চরণৌষধি পল্লবে ইরন্তো দ্বিষদোজোবিষ মাসতেন্দুবংশ্যাঃ ॥ ২ ॥
ভুবঃ কাঞ্চীলীলা চতুর চতুরম্ভোধিলহরী,
পরীতায়া ভর্ত্তাজনি বিজয়সেনঃ শশিকুলে।
যদা বৈরদ্যাপি প্রতিভুজতেজঃসহচরৈঃ,
যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধা ইব দিশঃ ॥ ৪ ॥
শাকে খনবখেন্দ্বব্দ আরেভেঽদ্ভুত সাগরং।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহু র্মহিপতিঃ ॥
গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষা মহা-
দীক্ষা পর্ব্বণি দীক্ষণাৎ নিজকৃতে নিষ্পত্তি মভ্যর্থ্য সঃ।
নানা দান চিতাম্বু সঙ্কলততেঃ সূর্য্যাত্মজা সঙ্গমঃ,
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতিরিতি শ্লাধ্যো যদুদ্যোগতঃ,

নিষ্পরোহস্তুত সাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লালভূমী ভুজঃ।
খ্যাতঃ কেবল মল্যুবঃ (?) সপরজস্তোমস্ত তৎপূরণ
প্রাচীন্যেন ভগীরথস্ত ভুবনেশ্বস্থাপি বিদ্যোততে ॥

আমরা যে ভাবে পাইয়াছি তাম্রফলকের শ্লোক ও এই শ্লোকগুলি সেই ভাবেই গ্রন্থস্থ করিলাম। ২য় শ্লোকে "ইন্দুবংশ" ও ৪র্থ শ্লোকে "শশিকুলে অজনি" এই কথা দুইটী দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা গেল যে বল্লাল আপনাকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেকালের অক্ষত্রিয় রাজগণ যে সম্পূর্ণ মিথ্যারূপে ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিতেন, তাহা আমরা বলিয়াছি, সুতরাং এখনও ইহার প্রতিবাদচ্ছলে কোন নূতন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন! তবে আমরা আমাদিগের এই মতের সমর্থন জন্য আমরা এখানে মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেব বাহাদুরের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে কয়েক পংক্তির অধ্যাহার করিব। তিনিও বঙ্গদেশের সেনরাজগণকে অক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন ও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের সমর্থক কথাগুলিকে ভাণ বলিয়া অবগত। যথা—

The race or castes to which the Pala and the Sena kings of Bengal belonged has formed the subject of much animated controversy in recent years in which doughty scholor like Dr. Rajendra Lal and General Cunningham have taken part! It is not necessary that we should enter into the discussion, we will only state the conclusions which appear to us to be the most plausible.

* * * They (The Pala kings) were Kshatriyas, of course, but only in the sense that were a race of Kings and warriors. So long as the Hindus were a living nation, the proud title of Kshatriya was frequently assumed by bold dynasties rising from the ranks and Rajput kings and even the Moharatta chief Sivaji assumed the title of Kshatriya.

R. C. Dutt's Ancient India
Vol iii Page-247.

আমরাও মুলার কারিকা ও অশোকের নিজোক্তির অধ্যাহার করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছি যে সেনরাজগণ নিতান্ত অন্যায়পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা ভাণ করিতেন। রাজা হইলে তিনি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য পাইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার জাতিটাও ক্ষত্রিয়ের হইয়া যায়না। সেনরাজগণ আপনাদিগকে ইন্দুতনয়ই বলুন আর কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়াই পাষাণে দাগিয়া দিউন, তাঁহারা বৈদ্য ভিন্ন ক্ষত্রিয় ছিলেন না ইহাই প্রকৃত কথা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে মহারাজ বল্লালসেনের পাকস্পর্শ ঘটিত গোল-যোগে অনন্তদত্ত ১০৬১ শকাব্দে বিক্রমপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়মনসিংহে গমন করেন. এখন অদ্ভুত সাগরের এই বচন দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ বল্লাল ১০৯০ শকাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহা হইলেই বুঝা গেল দত্তগণের কুর্ছি নামার প্রমাণই অভ্রান্ত, এবং মহারাজ বল্লাল ১০৪০ শকাব্দ হইতে ১০৯০ শকাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ১০৪০ ও ১০৯০ শকাব্দ ১১১৮ ও ১১৬৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং মাননীয় রাজেন্দ্রলালমিত্রপ্রভৃতি বল্লালের সময় যে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন, ইহা নিতান্তই প্রমাদপূর্ণ হইয়াছে।

অদ্ভুত সাগর অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। শুধু বিলাতের ইণ্ডিয়া লাই-ব্রেরিতে একখানি ও বোম্বে নগরে দুইখানি, মোট এই তিনখানি হস্তলিখিত অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ আছে। কাশীতে উহা মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ শ্রুত হইয়া ছিলাম, কিন্তু উহা অনুসন্ধানে পাওয়া গেলনা। মাননীয় রামকৃষ্ণ গোপাল-ভাণ্ডার কার উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত উহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

Number 80/ of 1834 to 87 and number 23/ of 1887 to 91 "অদ্ভুত সাগরঃ" by Ballalsena of Gouda. The first manuscript is incomplete, but the second which by oversight has been put into the Dharma Sastra branch is complete. Professor Eggeling has described a manuscript of the work in his catalogue of the India of his Library as however it is incomplete and the introduction which gives the date and is important for historical

and cronological purposes is wanting. I proceed to describe the manuscript in our collection.

In the introduction we have first the following verses about the king and his geneology. Some of them are unintelligible owing to the corruption of the text.

Number 1801 comes down to the end at which ends an fol. 199 a of No 231 the total number of leaves the latter being 390 at the end of each "আবর্ত্ত" we have the following colophon mutalis mutandis.

ইতি শ্রীমহারাধিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর.শ্রীমদ্‌বল্লালসেনদেববিরচিতে শ্রীঅদ্ভুত সাগরে কাকাদ্ভুতাবর্ত্তঃ।

At the end of the whole after বিরচিতে We have শ্রীঅদ্ভুত সাগরঃ সমাপ্তি মগমৎ। From the extracts given above it appears that the Sena Kings of Bengal traced their decent to the lunar race of Kshatriyas, while the popular belief in Bengal is that they belonged to the Baidya caste. The first prince mentioned is Bejaya Sena; he was followed by Ballala Sena and after him his son Lashmana Sena ruled over the country. The work, it is stated, was begun in 1090 Shaka (শাক) by Ballala Sena and before it was finished he raised his son to the throne and exacted a promise from him to finish it. Then he gave many gifts and went to the city of the gods with his wife. the work was afterwards brought to a completion by the labours of Lakshmana Sena. At the end of a manuscript of the Danasagar (দানসাগর) another work by Ballala Sena existing ln the India office collection the date of its completion is given as শাক 1091.

Ram Krishna Gopal
Bhandarkar.

শ্রীযুক্ত দত্ত সাহেব।

The Senas of Bengal in the present day are Vaidyas, i.e. they belong to the medical caste, and they assume therefore that the early Sena Kings of Bengal also belonged to the same caste. But before this assumption is made, the Vaidyas as a separate caste existed previously in Western or Southern India from which the Bengal Sena dynasty must have come. We have shewn elsewhere and we will shew again in chapter VI of this book, that neither Kayasthas nor Vaidyas existed as separate castes in the time of Monu and for centuries afterwards. Profession as clerks and medical men still belonged to the great body of the Aryan people forming the Vaisya caste and they have defferented into separate castes only in modern times. How

মাননীয় দত্তজ মহাশয় বলিতেছে যে বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গদেশীয় চিকিৎস বৃত্তিক বৈদ্যগণও সেনোপাধিক, বঙ্গদেশের সেনরাজগণও সেনান্তনামা তজ্জন্য উক্ত সেনোপাধিক বৈদ্যগ মনে করিয়া থাকেন যে তাঁহারা ও বাঙ্গলার সেনরাজগণ জাতিতে অভিন্ন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের ইহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে বৈদ্যনামে কোন একটী স্বতন্ত্র জাতি পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতে ছিল কিনা এবং বঙ্গের সেন-রাজগণ সেই বৈদ্যজাতি হইতে মনাগত। আমরা যত্র তত্র দেখাই-য়াছি, এবং এই গ্রন্থের (তাঁহার প্রাচীন ভারতেতিহাসের) ৬ষ্ঠাধ্যায়েও দেখাইব যে পূর্ব্বে মন্বাদির সময়ে কায়স্থ বা বৈদ্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না। তাঁহার সময়ে দূরে থাকুক, তাঁহার একশতাব্দী পরেও লেখক ও চিকিৎসকের কার্য্য কোন জাতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বৈশ্যগণ উক্ত উভয় কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। তবে আজকাল বৈদ্য ও কায়স্থগণ শুধু ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং সেনরাজগণ

can we suppose then that the Sena Kings were Vaidyas by caste ?

Vaidyas as a separate caste do not exist to this day, (so we are informed) in any province outside Bengal, while in Bengal marriage is still allowed in the estern district between respectable Vaidyas and Kayasthas, shewing that they are descended from the same Vaisya stock. What, then are we to understand by the statement that the Sena Kings who came to Bengal from Western or Southern India were Vaidyas by caste ?

Gupta emperors reigned in Northern India in the fourth and fifth centuries A. D. and the Valobhi or Sena Kings ruled in Guzrat in the sixth and seventh centuries ; and no scholar has yet told us that they belonged to the medical caste. many kings of Northern India from the renow-

জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, ইহা আমরা কি প্রকারে অনুমান করিতে পারি ?

আমরা যেরূপ জানিতে পারিতেছি তাহাতে এখনও বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে বৈদ্যনামে একটী স্বতন্ত্র জাতি বিদ্যমান থাকা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। এখনও শ্রীহট্টচট্টলাদি পূর্ব্ব বঙ্গে উচ্চশ্রেণীর বৈদ্য ও কায়স্থ দিগের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত রহিয়াছে। তাহাতেও সপ্রমাণ হয় যে বৈদ্য কায়স্থ জাতির ভিত্তি এক ও অভিন্ন এবং তাঁহারা উভয়েই বৈশ্যবংশ-প্রভব। সুতরাং যখন বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি বৈশ্যনামে একটী জাতি ছিল না, এবং সেনরাজ-গণও যখন ভিন্ন দেশ অর্থাৎ পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারত হইতে বঙ্গে সমাগত, তখন আমরা কেমন করিয়া অনুমান করিব তাঁহারা জাতিতে বৈশ্য ছিলেন ?"

"চতুর্থ বা পঞ্চম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে উত্তর ভারতে গুপ্তরাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এবং বলভী বা সেনরাজগণও ৬ষ্ঠ বা ৭ম খৃষ্টীয় শতা-ব্দীতে গুজরাটে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু উঁহাদিগের উক্ত গুপ্ত ও সেন শব্দ সন্দর্শনে কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই উঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া সংসূচিত করেন নাই। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-দত্ত রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু উত্তর ভারতের রাজা দত্তান্তনামা ছিলেন, পক্ষান্তরে কায়স্থ জাতিতে দত্তোপাধি প্রচরদ্রূপ—তথাপি কোন খানেই কেহ এপর্য্যন্ত একথা বলেন নাই যে উক্ত ব্রহ্মদত্তপ্রভৃতি রাজগণ

ned Brahma Datta of Kasi were Duttas; and we have not been told that these Kings were Kayasthas. The fact is that Gupta and Sena and Dattas were merely names in the centuries succeeding the Christian Era, when Vaidyas and Kayasthas as castes were yet unknown.

General Cunningham holds that the first Sena or Vir Sena of Bengal was the same King as "Sura Sena" who married the princes Bhago devi, the sister of E. Ansu Varma, Raja of Napal, who was the contemporary of Howentsang, and of whom Pondit Bhogowan Lal Indraji has published inscriptions dated 645 and 651 A. D. The issue of the marriage was Aditya Sena of Magadha, and "hence it seems probable that the latter Sena Rajas of Bengal were the direct descendants of Aditya Sena Deva

জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ফলতঃ প্রকৃত কথা এই যে এই সকল গুপ্ত সেন ও দত্ত কোন জাতি অববোধক উপাধি নহে, উহা নামৈকদেশ মাত্র। খৃষ্টীয় এক শতাব্দী পর্য্যন্তও ভারতে বৈদ্য ও কায়স্থ বলিয়া কোন পৃথক্ জাতি থাকার কথা কেহ অবগত ছিলেন না"।

"কনিংহাম সাহেব বলেন যে সেন-বংশের আদিরাজ বীরসেন ও শূর-সেন একই ব্যক্তি। তিনি নেপালের রাজা অংশুবর্ম্মার ভগিনী ভগদেবীকে বিবাহ করেন। অংশুবর্ম্মা চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গের সময়ামযিক ব্যক্তি। পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী উক্ত অংশুমান রাজার সম্বন্ধে দুইখানি প্রস্তরফলক প্রকাশ করেন, উহার একখানির সময়—খৃষ্ট ৬৪৫ ও অন্যথানার সময় খৃষ্ট ৬৫১ শতাব্দী। উক্ত ভগদেবীর গর্ভে মগধের রাজা আদিত্যসেনের জন্ম হয়। এবং ইহা হইতে বোধ হয় যে বঙ্গের সেন-রাজগণ ইঁহা হইতেই সমুদ্ভূত। এই প্রকার ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে সৌরাষ্ট্রের বলভীসেন রাজগণ অথবা দাক্ষিণাত্যের অন্য কোন সেনরাজগণ হইতে বঙ্গে প্রথম সেনরাজগণ সমাগত। যাহাই হউক কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে বলভী সেনরাজগণ কি রাজপুত বা বৈশ্যজাতীয় যে সকল লোকের কোন প্রকার রাজ্যসম্পৎ ছিল, তাঁহারাই রাজত্ব থাকার দরুন আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বঙ্গের সেনরাজগণও তাদৃশ কোন যোদ্ধ্‌ জাতি হইতে সমুদ্ভূত।"

the great King of Magadha. This is merely a conjecture, and it is equally plausible conjecture that the first Sena King of Bengal was a Scion of the Valabhi Sena house of Saurastra or some Sena house of southern India. In any case, there can be no doubt that the founder of the Bengal dynasty was a scion of some martial family, Valobhi or Rajput, or Vaisya, who assumed the title of Kshatriya, because he founded a kingdom.

The Sena Vaidyas of East Bengal may have good and sufficient reasons for claiming kinship with Ballala Sena and his successors. But instead of declaring that the ancient Kings were Vaidyas, and came to Bengal with pestle and mortar, ointments and drugs, it would be historically more intelligible to urge that the descendants of the ancient

"পূর্ব্ববঙ্গের সেনোপাধিক বৈদ্যগণের সেনরাজগণকে জ্ঞাতি বলিয়া দাবি করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু প্রাচীন সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ অথবা তাঁহারা বঙ্গে হামালদিস্তা, মলম ও ঔষধ নিয়া আগমন করিয়া ছিলেন, ইহা স্থির না করিয়া তাঁহারা প্রাচীন বৈশ্যজাতিপ্রভব বা কোন ক্ষত্রিয়রাজবংশপ্রসূত ছিলেন, বঙ্গে আসিয়া বর্ত্তমান বৈদ্য জাতির সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন ইহা ভাবাই অধিকতর সঙ্গত"।

আমরা অবনতকন্ধরে দত্তজমহাশয়ের সকল কথাই শ্রবণ করিলাম কিন্তু অনেক কথারই অনুসরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। এক পণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপ তলপকারী কনিংহাম, আর এক পণ্ডিত পণ্ডিতগতপ্রাণ রাজেন্দ্রলাল, বলভীসেন ও গুপ্তরাজগণকে বৈশ্য ভাবেন নাই তাহাতেই কি দত্ত মহাশয়ের ইহা ভাবা উচিত যে উঁহারা নিশ্চয়ই অবৈশ্য? সেন ও গুপ্ত শব্দ কি কুত্রাপি নামৈক দেশ ও কুত্রাপি উপাধি বাচক নহে? বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ সেনে সেনে মিল দেখিয়া ভানুর সহিত হনুর মিতালির ন্যায় সেনরাজগণকে আপন ভাবিতে গিয়াছেন ইহা অতি অবিচারের কথা। বৈদ্যজাতি এরূপ যাকে তাকে সজাতি ভাবিতে গেলে আজি আমরা আমূল বৈদ্যসন্তানদিগকে মুষ্টির মধ্যে স্থান দিতে পারিতাম না। তাহা হইলে উঁহারাও এত দিনে নানাজাতির সমবায়সমুথ কায়স্থ-

Vaisya or Kshatriya Kings of the Sena dynasty have now become merged in the modern Vaidya or medical caste of Bengal.

R. C. Dutt's Ancient History of India. Page 257—241.

জাতির ন্যায় ১৪।১৫ লক্ষে যাইয়া ঠেকিতেন? বৈদ্যের সংখ্যা এত কম কেন? ইহার প্রধান কারণই এই যে এজাতিতে আমদানী আদবেই নাই, পরন্তু রপ্তানী চিরকালই রহিয়া গিয়াছে। সেনরাজগণ যখন হিন্দু, তখন তাঁহারা যে হিন্দুর কোন এক জাতির অন্তর্গত তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এবং তাঁহারা যখন আপনাদিগকে কর্ণাটক্ষত্রিয় ও দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা যে কর্ণাট হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ করিবার হেতু দেখা যায় না। তবে তাঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন কি অন্য কিছু ছিলেন, তাহাই চিন্তনীয় ও বিচার্য্য। অন্য দেশে বৈদ্য বলিয়া কোন জাতি নাই একথা ঠিক্, কিন্তু তাঁহারা যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তাহাও নিশ্চিত কথা। তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলে আপনার বংশকে সেন বংশ বলিতেন না। এবং এদেশে আসিয়া শুধু বৈদ্যজাতির সহিতই আদানপ্রদান করিয়া জাতি হারাইতে চাহিতেন না। তাঁহারা ছত্রধারী বঙ্গবিজেতা রাজা ছিলেন। বর্দ্ধমানের ক্ষেত্রিরাজগণ, (এইরূপ জনশ্রুতি) জমিদার হইয়াও প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থানে আদানপ্রদান করিয়া জাতি রক্ষা করিতে পারিলেন, আর সেনরাজগণ অধিরাজবিশেষ হইয়াও তাহাতে অসমর্থ হইলেন, বৈদ্যের সহিত যৌনসম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া জাতি হারাইলেন? আমরা দেখাইয়াছি যে উভয় বল্লাল বংশই একমাত্র বৈদ্য জাতির সহিত আদানপ্রদান করিতে দীক্ষিত ছিলেন, বৈদ্য ভিন্ন কোন জাতির কন্যাই তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, বৈদ্য ভিন্ন অন্য জাতির নিকটও কন্যা সম্প্রদান করিয়া যান নাই। সুতরাং তাঁহারা যে জাতিতে বৈদ্যদিগের তুল্য পদার্থ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

বৈদ্যগণ কি আপনাদিগকে জাতিতে বৈদ্য বলিয়া জানেন? কখনই নহে। বৈদ্যের জাতির নাম অম্বষ্ঠ ও বৃত্তিগত সংজ্ঞা বৈদ্য। শৌণ্ডিকগণ সাধু বা বণিক্ বলিয়া জাতিতে সাধুর অপভ্রংশে সাহা বা সা কিংবা সৌ

হইয়া গিয়াছেন, অন্য কোন একটী জাতিও লবণের কার্য্য করিত বলিয়া জাতিতে লাবণিক বা নুনিয়া হইয়া গিয়াছে, তেমনই বঙ্গাগত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণও নিয়ত বৈদ্যবৃত্তিকত্বনিবন্ধন এদেশে জাতিতে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়া ছিলেন। উহাও যে অন্যূন দেড় দুই হাজার বৎসরের কথা, আমরা এরূপ অনুমান করি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলিয়াছেন—

আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যন্যামচ পুষ্কলং।

সুতরাং বৈদ্যগণের যে জাতীয় নাম "অম্বষ্ঠ" ও বৃত্তিগত নাম "বৈদ্য", তাহা ইহা দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। কাজেই অন্য দেশে বৈদ্য বলিয়া জাতি থাকিবার কথা নহে? দেবীবরপ্রভৃতি ঘটকগণ আদিশূর ও বল্লালাদিকে স্পষ্টাক্ষরে অম্বষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বলিবে অন্য দেশে অম্বষ্ঠ নামে জাতির সত্তাও ত পরিলক্ষিত হয় না? অন্যদেশে কি মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু ও গুহ মিত্রোপাধিক কোন জীবজীবান্তরও কেহ দেখাইয়া দিতে পারিবেন? যদি সমগ্র ভারতে আচার ও ব্যবহারগত সমতা থাকিত, যদি এদেশে ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার রীতি থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখাইতে পারিতাম, সমুদায় ভারতই অম্বষ্ঠজাতিময়। শাস্ত্রে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র, ও করণ নামে ছয়টী অনুলোমজ জাতির নাম গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কি কোন দেশে মূর্দ্ধাবসিক্ত মাহিষ্য বা পারশব নামে জাতি দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন? কথনই নহে। কেন? ঐ সকল জাতি কেহ পিতৃকুলে ও কেহ বা মাতৃকুলে প্রবেশলাভ করিয়া সামান্য দর্শকের অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছেন। অম্বষ্ঠগণ অন্যান্যদেশে সেনবিব্রাহ্মণ, সেনাঢ্যব্রাহ্মণ, মাথুর ব্রাহ্মণ, মাগধ ব্রাহ্মণ, মিশ্রব্রাহ্মণ (সবনয়), অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ ও দাশশর্ম্মা, করশর্ম্মা, গুপৎশর্ম্মা এবং মেজবড়ুয়া শর্ম্ম প্রভৃতি নানা নামে বিশেষিত হইয়া অম্বষ্ঠের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঘটাইয়াছেন যাঁহারা লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আজি অম্বষ্ঠ কায়স্থনামের বিষয়ীভূত?। পশ্চিম অঞ্চলের আমূল অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠজাতি। তবে তাঁহারা মিথ্যাবাদী পাতিদাতাদিগের প্রলোভনে পড়িয়া এখন আপনাদিগকে আকাশ কুসুম চিত্রগুপ্তের নপ্তা বলিয়া পরিচিত করিতেছেন! বঙ্গদেশ, কোন জাতিরই আদি বাসভূমি নহে। বাঙ্গলা-

দেশে যে ৩৬ কি দ্বিত্রিগুণ ৩৬ জাতি রহিয়াছে, তাহারা সকলেই হয় দাক্ষিণাত্য না হয় মিথিলা মগধের পথে উত্তরপশ্চিম ভারতহইতে বঙ্গে সমাগত। সুতরাং যেমন কান্যকুব্জ সমাগত ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ শূদ্রের অন্যান্য দায়াদগণ কান্যকুব্জেই ছিলেন ও এখনও আছেন, তেমনই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির পূর্ব্বদায়াদগণও ঐরূপ কাশ্যাদি ভূমি বা দাক্ষিণাত্য কি সিন্ধুনদতটবিশোভী অম্বষ্ঠদেশে এখনও রহিয়াছেন। তবে আমাদের মূর্খতাবশতঃ আমরা তাহা বাছিয়া লইতে সমর্থ নহি। যে সময়ে সেনরাজগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন এদেশের অম্বষ্ঠগণ বৈদ্যনামে বিকাইয়া গিয়াছিলেন, কাজেই সেনরাজগণও এদেশে আসিয়া অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এই উভয় নামেই পরিচিত হইয়া গেলেন। পঞ্জিকাপ্রণেতৃগণও প্রত্যেকই উঁহাদিগকে উক্ত উভয়নামে পরিচিত করিতে লাগিলেন। বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ অতিপূর্ব্বে কেন? মধ্যসময়েও জাতিবাচক ছিল না, কিন্তু অম্বষ্ঠ শব্দ মনুর পূর্ব্ব হইতেই জাতিবিশেষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতে ছিল, সুতরাং বৈদ্যের নিদান জাতিবাচক অম্বষ্ঠশব্দ, কায়স্থ শব্দের ন্যায় হাতগড়া বা আধুনিক নহে। সেনরাজগণ জাতিতে অম্বষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদিগের নিঃস্ব জ্ঞাতিরা হামালদিস্তা ও ঔষধের পোটলা লইয়া বৈদ্যের কাজও করিতেন। কাজেই অম্বষ্ঠজাতীয় সেনরাজগণ এদেশে আসিয়া অম্বষ্ঠ দেখিতে পাইয়া সেই অম্বষ্ঠ সাগরে ঝাঁপ দিবেন ইহা অসম্ভব বা অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণ মাজিষ্ট্রেট বা ব্রাহ্মণ রাজারা কোশা, কুশী, কুশ ও দর্ভাদি লইয়া কাছারী যান না, কাছারী করেন না। তথাপি তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণিত হয়েন, সুতরাং রাজত্ববান্ সেনরাজগণ হামাল দিস্তা ও ঔষধের পোটলা না আনিলেও তাঁহাদিগকে অনম্বষ্ঠ ও অবৈদ্যভাবার কোন হেতু দেখা যায় না। এ সময়ে লোকে স্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া ভিন্নজীবিক হইয়া ছিলেন, তজ্জন্যই কৃপাণপাণি সেনরাজগণকে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য না ভাবিয়া যোদ্ধৃজাতি ভাবা সঙ্গত হইতে পারে না। কায়স্থসন্তানগণ জজ মাজিষ্ট্রেট হইলে কি আর স্বজাতির বৃত্তি করিয়া থাকেন?।

দত্তজ মহাশয় বহুবারই বলিয়াছেন যে বৈদ্য ও কায়স্থগণ এক ও উভয়েই বৈশ্যজাতিপ্রভব। কিন্তু আমরা জানি না তাঁহার এ ধারণা ও সংস্কারের নিদান কি? যেমন বৈদ্যজাতির প্রকৃত নাম অম্বষ্ঠ, তেমনই মূল কায়স্থের প্রকৃত জাতীয়

নাম করণ। অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ মাতা বৈশ্যা পক্ষান্তরে করণের পিতা বৈশ্য মাতা শূদ্র। অম্বষ্ঠ আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত বলিয়া সংস্কৃতের পঠনপাঠনা ও উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে অধিকারী হইলেন, পক্ষান্তরে শূদ্রমাতৃকত্ব নিবন্ধন করণ দ্বিজধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া দেব ভাষার পঠন পাঠনে অধিকার লাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে যাইয়া সাধারণ দেশীয় নাগরাক্ষরে লিপি-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। সুতরাং বৈদ্য ও কায়স্থগণ বৈশ্যসন্তান ও একই,, ইহা ঘোরতর ভ্রান্তির কথা। তবে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণও অনেকে অর্থকরী লিপি বৃত্তি অবলম্বন করি৷ কায়স্থ (কেঁরাণী) নাম পাইয়া জাতি কায়স্থে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। ইহাতে অম্বষ্ঠের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে ভিন্ন অম্বষ্ঠ, করণ বা বৈদ্য ও কায়স্থে সমতা ঘটিবার কোন হেতু হইয়াছে, এরূপ মনে করা অবিচারবিশেষ। বৈদ্য ও কায়স্থে কত আকাশ পাতাল তফাত, তাহা কি দত্ত সাহেব নিজে কায়স্থ হইয়া অবগত নহেন? কি আচার গত পবিত্রতা, কি বিদ্যা ও আভিজাত্যগত উৎকর্ষ, কি আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি, সর্ব্ব বিষয়েই কায়স্থগণ যে বৈদ্যের সুদূর পশ্চাদ্বর্ত্তী তাহা যে কোন অপোগণ্ড শিশুও অবগত আছেন। মুসলমান ও ইংরাজ এদেশে আসিয়া স্বাধীনতার "লু" প্রবাহিত না করিলে আমরা আজিও দেখাইতে পারিতাম কায়স্থ ও বৈদ্য এক না দুই। কায়স্থগণ যে সংস্কৃত কলেজে সেদিন মাত্র প্রবেশ করিতে অনুমত হইয়াছেন, ইহাতেও কি চেতস্বান্ দত্তজ মহাশয় এই উভয় জাতির অভিন্নত্ব ঠাহরাইতে সমর্থ হয়েন নাই? আদি কায়স্থ করণ বৈশ্যপ্রভব, কিন্তু বৈদ্যগণ তাহা নহেন। অবশ্য সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ (মূর্দ্ধাবসিক্ত) অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থ (মাহিষ্য) গণ অতিদিষ্ট শূদ্র হইলেও আর্য্যসন্তান। কিন্তু কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তানগণ সম্ভবতঃ করণাদির ন্যায় কোন শূদ্র নিদানজ ভিন্ন আর্য্যপ্রসূতি নহেন। ইহার পরও কায়স্থ জাতিতে যে গোলাম নফর ভাণ্ডারি খানশামা প্রভৃতি শ্রেণীও অবকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা দত্তজ মহাশয় নিজেও স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এহেন মিছলেনিয়াছ ডিপো কায়স্থ ও একমাত্র অম্বষ্ঠসর্ব্বস্ব বৈদ্যগণ এক ও তুল্যভাবে বৈশ্যপ্রভব, ইহা নির্দ্দেশ করা ঠিক হয় নাই। এখনও মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রা বিবাহ করিতেছেন, সুতরাং শ্রীহট্ট চট্টলাদিদেশে বৈদ্য কায়স্থে আদান প্রদান করিতেন বা

ক্বচিৎ এখনও করিতেছেন, ইহাতেও এমন মনে করিতে হইবে না যে উক্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি একই। দত্ত মহাশয় অবশ্যই শুনিয়াছেন যে ঐ সকল দেশে বৈদ্যে কায়স্থে ক্রিয়া হইলেও বৈদ্যগণ কায়স্থের নিকট মহাকুলীন বলিয়া স্বীকৃত ও সপর্য্যিত। বৈদ্য ও আমূল কায়স্থগণ বৈশ্যসন্তান ইহা দত্তজ মহাশয়ের বিকৃত স্বাধীন কল্পনা মাত্র।

সেনশব্দটী নামের সহিত দুই ভাবে মিশ্রিত। শূরসেন, ভীমসেন, দ্যুমৎসেন ও আষ্টিসেনপ্রভৃতি নামের সেন শব্দ নামৈক দেশ। ভীমকে বা কংসের মাতামহ শূরসেনকে কেহ কোন দিন সেনরাজ বা সেনবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। কেন না উক্ত সেনভাগ নামৈক দেশ। কিন্তু বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেনপ্রভৃতি শব্দের সেনভাগ sur name, এবং উহা উপাধি, পরন্তু নামৈক দেশ নহে। উহা নরেন্দ্রনাথসেন, কেশবচন্দ্র সেন, রামপ্রসাদসেনপ্রভৃতি শব্দের সেনভাগের ন্যায় পৃথক পদার্থ সুতরাং বঙ্গদেশের সেনোপাধিক সেন বৈদ্যগণ যে সেনোপাধিক সেনরাজগণকে জ্ঞাতি ভাবিয়াছেন, ইহা অনুচিত হয় নাই। সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় রাজপুত বা বৈশ্যজাতীয় রাজাছিলেন ইহার কোন প্রমাণ নাই। তাহা হইলে তাঁহারা বিক্রমপুরে যাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন না। ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র বা বৈশ্যজাতি কোনদিন অম্বষ্ঠ শব্দে সূচিত হইয়াছেন, এরূপ প্রমাণ অনধিগম্য ও অদৃষ্টপূর্ব্ব। পক্ষান্তরে ব্রহ্মদত্তাদি পূর্ণ নাম, পরন্তু অক্রূরচন্দ্র দত্ত ও মধুসূদন দত্তের ন্যায় সোপাধি বস্তু নহে। সুতরাং সেন ও দত্তাদি শব্দ সর্ব্বত্রই একার্থভাজী, ইহা ভাবা বিড়ম্বনা বিশেষ।

গুজরাটের কনকসেনপ্রভৃতি বল্লভী রাজগণ ও উত্তর ভারতের গুপ্ত রাজগণ অম্বষ্ঠ কি অনম্বষ্ঠ, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদিগের সেন ও গুপ্ত ভাগ নামৈক দেশ কি উপাধি, তাহাও দুরধিগম্য। কিন্তু কনকসেন ও গুপ্তরাজবংশীয় নামের উক্ত সেন ও গুপ্তভাগ যদি বংশীয় উপাধির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের উদ্দেশেও যে পিণ্ডদান করিতে লোলুপ হইব ইহা স্বাভাবিক। বীরসেন ও শূরসেন কখনই এক ব্যক্তি ছিলেন না। উহা চণ্ডীমণ্ডপ তলপদাতার বংশধর কনিংহাম সাহেবের ভ্রান্তিবিশেষ। মগধরাজ

আদিত্যসেনও যে বঙ্গের সেনরাজগণের নিদান বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, উহাও কনিংহাম সাহেবের গবেষণাগত ক্লেদবিশেষ। সেনরাজগণ আপনাদিগকে দাক্ষিণত্য হইতে সমাগত বলিয়াছেন, কিন্তু মগধ বা অঙ্গদেশ হইতে সমাগত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

Page 251 :—The Vaidyas are a small compact body, and are probably of pure aryan blood, being discendants of the ancient Vaisyas.

Page 250 :—The Kayasthas are also of aryan blood, discendants of aryan Vaishyas, except the menial and cultivating classes of Eastern Bengal and elsewhere (Bhandaries, etc.) who call themselves Kayasthas, but are generally known as Sudras.

Page 312 :—Footnote.

Our main contention is that Kayasthas are neither Sudras, nor the product of a hybrid of mixture of castes.

Page 315 :—Tbe Ambashthas described by Bashishtha as a mixed caste, a cross between Brahman and Khatriyas, and by Manu and gajnavalkya

দত্তজ মহাশয় স্থানান্তরে বলিতেছেন—'বৈদ্যগণ একটী পরিমিত মুষ্টিমেয় পদার্থবিশেষ। এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিতবাহী। কেননা তাঁহারা প্রাচীন বৈশ্যজাতি হইতে সমাগত"।

কিন্তু আমরা তীব্রতার সহিত ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি যে দত্তজ মহাশয় নিজের সমীম জ্ঞান ও ক্ষুদ্রগবেষণাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই অলীক বারতার অবতারণা করিয়াছেন। যখন অন্যান্য দেশের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া বিকাইয়া আপনাদিগের অম্বষ্ঠত্বের নিহ্নব ঘটাইয়াছেন, যখন অসংখ্য অম্বষ্ঠসন্তান লিপিবৃত্তিপরিগ্রহনিবন্ধন অম্বষ্ঠ জাতি হইতে বাদ পড়িয়াছেন, তখন সাধারণচক্ষে অম্বষ্ঠের সত্তা কেন অন্যত্র প্রতিভাত হইবে? তারপর বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠদিগের বারআনা ভাগই জাত হারাইয়া কায়স্থ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও (পৌরুষোত্তমী ছাড়া) মৌদ্গল্য দত্তগণ, সেন দেব, চন্দ্র, নন্দী, সোম, দাশ, ধর, কর,

as a cross between Brahmans and Vaishyas, and Manu farther adds that the Ambashthas practised medicine. On this slender ground the modern Vaidyas are all identified with this mixed caste.

রক্ষিত ও কুলোপাধিক উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণ কি ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য সন্তান নহেন? সুতরাং তাহাতে অম্বষ্ঠের দশা প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে না কেন? এজাতির আমদানী আদবে নাই। কিন্তু রপ্তানি বহু। পক্ষান্তরে কায়স্থ জাতিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভদ্রঅভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের অধিগম হওয়াতে যেন উহা গোদের ন্যায় পীনত্বলাভ করিয়া বসিয়াছে? অম্বষ্ঠগণ প্রাচীন বৈশ্যসন্তান, দত্তজ মহাশয় কি ইহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন, না কোন শাস্ত্র এবিষয়ে তাঁহার পথপ্রদর্শয়িতা? বৈদিকযুগে মানুষ মাত্রের নাম বিশ্ ছিল। সেই বিশ্ ও বৈশ্য এক বস্তু নহে। সেই মূল বিশ্, শুধু বৈশ্য নহে, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির নিদান। সুতরাং সে হিসাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিও বিশ্-প্রভব? অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্য, সুতরাং তাঁহাকে বৈশ্যসন্তান বলা যায় না। এবং তিনি আর্য্যহইতে আর্য্যাতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাতে যে আর্য্যশোণিত পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান ইহা না ভাবিয়া ও ইহা না বলিয়া Probably শব্দ ব্যবহারকরাও দত্ত সাহেবের পক্ষে নিতান্ত অন্যায় ও অবিচারের কার্য্য হইয়াছে।

দত্তজ মহাশয় ৩১৫ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন যে বশিষ্ঠের মতে অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সমুদ্ভূত। তাহা হইলে ত আমরা আভিজাত্য-গৌরবে আরও স্ফীত-বক্ষাঃ হইতাম? কিন্তু আমরা কোন বশিষ্ঠ সংহিতাতেই এ কথা দেখিতে পাইয়া থাকি না। দত্তজ মহাশয় কেন তদ্দৃষ্ট বশিষ্ঠ সংহিতার পৃষ্ঠা বা অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই নূতন মতের সমর্থন করিলেন না? "মনু অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তিক বলিয়াছেন বলিয়াই বঙ্গের নিদানশূন্য বৈদ্য জাতি শুধু সেই বৃত্তিগতসাম্যবশতঃ আপনাদিগকে মনুর এই অম্বষ্ঠ বলিয়া দাবি করেন" ইহা একটা অসম্মান ও বিস্ময়ের কথা কি? দেবীবরপ্রভৃতি কুলাচার্য্যগণও কি বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া যান নাই? বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাও কি অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য অভিন্ন বস্তু বলিয়া আবহমান কাল অবগত নহেন? পুরাণকারগণও কি এই সাম্যের কথা অবগত ছিলেন না?

মনু	বৃহদ্ধর্ম্ম
সূতানা মশ্বসারথ্যং	আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ
অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।	বৈদ্যনাম চ পুষ্কলং।
	তেনাসৌ পাপশূন্যোভূৎ
	অম্বষ্ঠখ্যাতিসংযুতঃ॥

ইহা দ্বারাও কি অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের সাম্য সপ্রমাণ হইতেছে না? শব্দ কল্পদ্রুমসমাহর্ত্তা পণ্ডিতমণ্ডলীও কি বঙ্গের বৈদ্যদিগকে মনুর অম্বষ্ঠ বলিয়া যান নাই? আমরা "মিশ্র" জাতি, তাহা ধ্রুবই। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য পারশব, উগ্র (আগুরি) ও করণ (আদি কায়স্থ), এই ছয় জাতি, দুই বর্ণের যোগে উৎপন্ন বলিয়া মিশ্রজাতি বলিয়া সমাখ্যেয়। দত্তজ মহাশয়ের মনের ভাব যেন অম্বষ্ঠাদি এই মিশ্রজগণ বর্ণসঙ্কর! কিন্তু উক্ত ছয় জনার একজনও বর্ণসঙ্কর নহেন। দুই বর্ণের মিশ্রণে হইলেই তাহাকে বর্ণসঙ্কর কহে না। মিশ্রবর্ণ ও বর্ণসঙ্কর এক জিনিষ নহে। কাহাকে বর্ণসঙ্কর ও কাহাকে মিশ্রজাতি কহে, দত্তজমহাশয়ের তাহা অগ্রে মনু ও নারদ স্মৃতি পাঠ করিয়া জানা কর্ত্তব্য ছিল।

দত্তজ মহাশয় বৈদ্য জাতির কথা ঐরূপে সমাপ্ত করিয়া কায়স্থদিগের সম্বন্ধে ২৫০।৩১২।৩১৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, কায়স্থগণ শূদ্রও নয় ও মিশ্রবর্ণও নাহেন। তাঁহারাও বৈদ্যদিগের ন্যায় আর্য্যসন্তান ও প্রাচীন বৈশ্য জাতি। তবে ভাণ্ডারী ও কৃষকশ্রেণী এবং যাহারা নীচবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া বেড়াইলেও তাহারা শূদ্রই বটে। পূর্ব্ব বঙ্গেই ঐ সকল ভাণ্ডারী ও লাঙ্গলা কায়স্থের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

কিন্তু ইহার একটী কথাও প্রকৃত ও সমূলক নহে। কায়স্থগণ শূদ্রও নয়, বর্ণসঙ্করও নয়, দত্তসাহেব এ কথা বলিতে পারেন. কিন্তু কোন শাস্ত্রজ্ঞ ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বলিবেন না। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই কায়স্থ কোন মূলবর্ণ নহে। উহা ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর বা অতিদিষ্ট শূদ্র অম্বষ্ঠাদি, জন্মশূদ্র শূদ্র ও করণাদি এবং গোলাম, নফর, তাঁতি, কৈবর্ত্ত ও তাদৃশ নানা অবকর রাশির সমাহারবিশেষ মাত্র। কোন কবি ইচ্ছা করিলে কায়স্থজাতিটাকে ধাপার সহিত উপমিত করিতে পারেন। দত্তসাহেব কি বলিতে ও দেখাইয়া

দিতে পারেন যে কায়স্থজাতির প্রকৃত নিদান কি? পাতিদাতারাও কি দেখাইতে সমর্থ হইবেন যে তাঁহাদিগের ব্যবস্থার একটী বর্ণও সত্যগন্ধী?।

শাস্ত্র ও জাতিতত্ত্বে অভিজ্ঞতালাভ না করিয়া শুদ্ধ পাশ্চাত্যভাষাজ্ঞানবৈভব লইয়া সাহেবদিগের মতন যাহা তাহা বলা ভারতসুসন্তান দত্তজ মহাশয়ের পক্ষে ঠিক হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রমহাশয় টোলের পণ্ডিতদিগের সাহায্যে শাস্ত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। আমরা দত্তজ মহাশয়কে অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাঁহার কোন কথা বলিতে হইলে বিশেষ জানিয়া শুনিয়া 'বলাই সঙ্গত ছিল। অসবর্ণ-বিবাহে অনুলোম-বিলোমক্রমে কোন অবান্তর জাতি হয় নাই, সকলেই ব্যবসায়ের দ্বারা জাতির মধ্যে গৃহীত হইয়াছে, ইহার উদাহরণ ভূমি, নানাজাতির সমাহারসমুথ কায়স্থ জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি নহে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ কিছু সন্ধান না লইয়া উন্মত্তের ন্যায় জাতিবৃত্তান্ত ঘটিত কতকগুলি প্রলাপ বকিয়া গিয়াছেন, আমরা এরূপ (দত্তজ মহাশয়ের ন্যায়) ঠাহরাইতে সমর্থ নহি। দত্তজ মহাশয় সাহেব-দিগের ন্যায় উপর উপর দু'কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাকাইয়া দেখিলে শাস্ত্র ও লোক ব্যবহার তাঁহাকে নিশ্চয়ই এরূপ কুপথগামী হইতে দিত না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও পৌরুষোত্তমী দত্তগণ যে জন্মশূদ্র, ইহা স্বীকৃত ও পরিজ্ঞাত সত্য। কেবল বঙ্গীয় সর্ব্বজাতীয় কুলপঞ্জী সমূহ নহে, বারেন্দ্র কায়স্থের ঢাকুরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কায়স্থমাত্রই আর্য্যশোণিতবাহী ইহা অপ্রকৃত সংবাদ। আমরা স্থানান্তরে কায়স্থ জাতির যে নিকাশ দিয়াছি, তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, দত্তজ মহাশয়ের কথা কতদূর সনিদান। বৈশ্য ও কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক নহে। মন্বাদিতে যে বৈশ্যকায়স্থের নিন্দা রহিয়াছে, উহা বর্ত্তমান বৈশ্যকায়স্থজাতির সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু। অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ নিজেই চিকিৎসা করিতেন। পরে অম্বষ্ঠকে সেই বৃত্তি দান করা হয়।

যে দ্বিজানা মপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬
সূতানা মশ্বসারথ্যং অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং। ৪৭-১০ অ মনু

তখন এই নিয়ম হয় যে অতঃপর যদি কোন মুখ্য ব্রাহ্মণ বৈদ্যবৃত্তিক হয়েন, তবে সেই বৈদ্য (চিকিৎসক) ব্রাহ্মণের অন্ন পূয়তুল্য। সৌরপুরাণেও এবংবিধ বৈদ্যব্রাহ্মণ ও কায়স্থ (লেখক) ব্রাহ্মণের অপাংক্তেয়ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রভৃতি অন্যান্য সংহিতাকারগণও ঐরূপে বৈদ্যবৃত্তিক মুখ্য ব্রাহ্মণ ও লিপি বৃত্তিক কায়স্থ ব্রাহ্মণের পাতিত্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতা-কারগণ যে কায়স্থের ঘোরতর নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারাও, লিপিবৃত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি মাত্র,পরন্তু জাতি কায়স্থ নহেন। এইসকল লেখক বা কেরাণী-গণ শূদ্র ছিলেন না। নানা জাতীয় ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কায়স্থ জাতিতে আর্য্য অনার্য্য নানা পদার্থের সমাগম ঘটিয়াছে। বৈদ্যের নিদান যেমন একমাত্র একটী অম্বষ্ঠ জাতি, কায়স্থের নিদানস্বরূপ ঐরূপ কোন একটী বিশেষ জাতি নাই। আদি কায়স্থ করণের পিতা বৈশ্য, মাতা শূদ্র, সুতরাং তিনিও যেমন জন্মশূদ্র, তেমনই বর্ণসঙ্কর না হইলেও মিশ্রবর্ণবিশেষ ও তাঁহারা আগুরিহইতেও আভিজাত্যে অপকৃষ্ট।

সূর্য্যধ্বজগণ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াসম্ভব মূর্দ্ধাবসিক্ত; অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ, ব্রাহ্মণ. বৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি; এবং শ্রীবাস্তবগণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যাসম্ভূত মাহিষ্য জাতির বিপরণতি মাত্র। উঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান হইলেও লিপি অবলম্বনে স্বকর্ম্মত্যাগে জাতি হারাইয়া কায়স্থ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অতিদিষ্ট শূদ্র। এবং গোলাম নফরশ্রেণী, ক্রীতদাসদাসীর পুত্রপৌত্রাদি হইতে সমাগত। তাহাদিগের সাঙ্কর্য্য ও শূদ্রত্ব স্বয়ংসিদ্ধ। এবং যে পাঁচজন ভৃত্য কান্যকুব্জহইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হীন ভৃত্য বা ভাণ্ডারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা নির্জ্জলা শূদ্র ভিন্ন খড়দহের মা গোঁসাই ছিলেন না। কাজেই এহেন কর্ব্বুরবর্ণ কায়স্থ জাতি অশূদ্র ও অমিশ্রবর্ণ বা সাঙ্কর্য্যসংশ্রবপরিশূন্য ইহা প্রকৃত কথা নহে। বলিবে একালের ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত (পৌরুষত্তমী) গণই ত কায়স্থ জাতিতে আজি অগ্রগামী? না তাহা কখনই নহে। বল্লালের কায়স্থবিদ্বেষবশতঃ তাঁহারা শূদ্র হইয়াও কৌলীন্য পাইয়া পরে সম্পদ্‌বলে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারা জন্মশূদ্র। প্রকৃত কায়স্থগণও তাঁহাদিগকে হীন শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

শূদ্রকে দিলা কুল, কায়স্থ নিন্দিত। বারেন্দ্র ঢাকুর।

পাশ্চাত্য বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্পৎ এখন সর্ব্বজাতিগত। উহা এখন সুবর্ণ বণিক্ ও শৌণ্ডিকদিগের পর্য্যন্ত করায়ত্ব হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালের এ কোঁচার পত্তনজনিত বাহ্য উন্নতি, আর্য্যত্বের নিদান বলিয়া মনে করা অবিচারবিশেষ। ফলতঃ ধরিতে গেলে কায়স্থ জাতিটাই সঙ্কর ও মিশ্রবর্ণের প্রকৃত উদাহরণ ভুমি এবং শূদ্রত্বেরও প্রকৃত উদাহরণ স্থল। আকনার লাঙ্গলা কায়েত কল্যাণ দত্তপ্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের কায়স্থ। পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থেরা এখনও ভাণ্ডারীর কাজ করে, আজিও আমার বড় জামাতার বাড়ীতে এক দাসঘোষ ও এক দাসবসু ভাণ্ডারী খানসামার কাজ করিতেছে, উহারা খুলনা জিলা নিবাসী কুলীন কায়স্থ। পশ্চিম বঙ্গের সকল শ্রেণীর লোকই ২।১ পুরুষ পূর্ব্বে অবস্থাগত উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং ঘোষবসুরা ভাণ্ডারী নন্ "হবীরক্ষী বিষ্ণুদূত" ইহা বেজায় মিথ্যা কথা। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তগণ কি ভাণ্ডারী হইয়াই আগমন করিয়াছিলেন না? নির্লজ্জ বেহায়া ভাণ্ডারীরা নিজে কায়স্থ বলে, তাহারা কায়স্থ নয় ও শূদ্র! কিন্তু আমরা কি ঘোষবসুদিগকে ভাণ্ডারী কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করিতে দেখিয়া থাকি না? ভাণ্ডারী কায়স্থেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য বলে না কেন? ঘোষবসুকেই বা স্বজাতি ভাবিবার কারণ কি? লাঙ্গলা কায়েতেরা শূদ্র ও অপকৃষ্ট? কিন্তু তাহারা কি ভূতপূর্ব্ব ভৃত্যপঞ্চক অপেক্ষাও নিকৃষ্টকর্ম্মা? শ্ববৃত্তি ও কৃষির মধ্যে কোন্ কার্য্যটী হেয় বলিয়া গণনীয়?

গোলাম হুসেন সাহেব।

আমরা কায়স্থত্বনিরসন প্রকরণে দেখাইয়াছি যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী আবুল-ফাজেল কি প্রকারে কুপথপ্রণোদিত হইয়া আদিশূরবল্লালাদিকে কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ত দূরের কথা, হিন্দুর এ জাতিতত্ব বিষয়ে পূর্ণ সভ্যাভিমানী সাহেবগণও আজি পর্য্যন্ত কিনারা পাইয়া উঠিতে পারেন নাই। রিয়াজুস্ ছেলাটিনের মৌলবীসাহেবও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া এক অত্যদ্ভুত মতের অবতারণা করিয়াছেন যে সেনরাজগণের শৃঙ্গের দিকটা বৈদ্য ও পুচ্ছের দিকটা কায়স্থ। তাই তিনি আদিশূরকে কায়েতের ভাগে ফেলিয়া বল্লালাদিকে বৈদ্যের ভাগে ফেলিয়াছেন। কাজ কি বিবাদে? উভয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। তাঁহার কথাটা এই—

The Riyaju-s-Salatin. By Golam Hushan Salim.

Section IV—A brief narrative of the rule of the Raian (the Hindu chiefs), in ancient times, in the kingdom of Bengal.

Since, by the laudable endeavours of Bang, son of Hind, the dominions of Bengal were populated. His descendants, one after another rendering them habitablo in a beautiful form, ruled over the Country. The first person who presided over the sovereignty of the country of Bengal was Rajah Bhagirat, of the Khatri tribe. For a long period he held the sovereignty of Bengal. At length he went to Delhi and was killed with Durjodhan in the wars of the Mahabharat. His period of rule was 250 years. After this, 23 persons amongst his descendants, one after another, ruled for a period of nearly 2,200 years. After that, the sovereignty passed from his family to Noj. Gouriah who belonged to the Kyesth tribe and for 250 years he and his eight descendands ruled. The fortune of sovereignty passed from his family also to Adisur, who was also a Kyesth, and eleven persons, including himself and his descendants ascending the throne, ruled for 714 years over the kingdom of Bengal. And afterwards the sovereignty passing from his family to Bhupal Kyesth, the latter with his desendants, forming ten persons, ruled over this kingdom for a period of 698 years. Then their fortune decayed, Sukh Sen Kyesth with his descendants, membering seven persons, ruled over the kingdom of Bengal (Bangla) for 160 years. And these Sixty-one persons ruled absolutely over this kingdom for a period of 4240 years. And when the period of this

fortune was over, their fortune ended. Sukh Sen of the Boidya caste, became ruler and after ruling for three years over this kingdom, died. After this Ballal Sen, who built the fort of Gaur, occupied the throne of sovereignty for fifty years and died. After this Lakhman Sen for seven years, after him Modhu Sen for ten years, after him Kaisu Sen for fifteen years, after him Sada Sen for eighteen years, and after him Nauj for three years ruled. When the turns of these were over, Rajah Lakhmania, son of Lakhman, sat on the throne. At that time the seat of Government of the Rais of Bengal was Nadiah and this Nadiah is a wellknown city, and a seat of Hindu learning. Page 49—51.

তবে সুখের বিষয় এই যে কেবল মুসলমান ও ইংরাজই যে এবিষয়ে "বুদ্ধিমন্ত" তাহা নহে, আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকগণও এবিষয়ে হবচন্দ্র রাজার দেশের গবচন্দ্র পাত্রবিশেষ। একজন পাঠ্যগ্রন্থপ্রণেতা নামজাদা ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে,——

The Pala family of Kings ruled in Bengal for three centuries. They were succeded by the Sena dynasty at the end of the eleventh century. Of this dynasty the founder was Adisur. His son Ballala sen introduced caste-system in Bengal, and divided both Brahmans and Kayasthas into Kulins (Patricians) and Mouliks (Plebians). Page 6.

Indian History by N. Ghosh B. A.

আদিশূর, বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ অশোকের মাতামহ, ইহাই সকলে জানেন, কিন্তু ঘোষজমহাশয় লিখিয়া বসিলেন তাঁহাদের মধ্যে পিতা পুত্র সুবাদ! তবে কি বল্লাল কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগের পুত্রগণকেই কৌলীন্য দান করিয়াছিলেন? মহেশ্বরবন্দ্যপ্রভৃতি কি ভট্টনারায়ণহইতে ১৬ পুরুষ পরবর্ত্তী নহেন? আদিশূর ও বল্লালের মধ্যে কি ২।৩ শত বৎসরেরও ব্যবধান হইবে না?

বল্লাল বঙ্গদেশে নবাগত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদিগকেই কৌলীন্য দান করেন, কিন্তু তিনি জাতিপ্রথারও প্রবর্ত্তক, ইহাও কি প্রকৃত কথা? ধন্য—গ্রন্থকার, ধন্য—টেকষ্টবুক কমিটীর মেম্বরগণ! যে দেশে এই ভরপুর আলোকের যুগেও এহেন গ্রন্থ রচিত ও পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে, সে দেশের এহেন নির্লাগাম আক্কেলবন্ত লোকেরা কেন সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিবেন না?

শ্রীযুত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কেবল ইনি নহেন, স্বনামধন্য ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীমহাশয়ও সেনরাজগণের কায়স্থত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া এইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এবং তিনি এরূপ আরও কতকগুলি প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন,যাহা শুনিলে কর্ণে ব্যামোহ, মনে সন্তাপ ও প্রাণে অনারাম আসিয়া মানুষের আত্মাটাকে ব্যাকুলিত করে।

তিনি ৫১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন "রাজা লক্ষ্মণসেন, বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন"। বলা বাহুল্য যে ইহা ইতিহাসের অতীত পদার্থ। যদি বক্তিয়ারের নবদ্বীপ পরাজয় প্রকৃত হয়, তাহা হইলেও তৎকর্ত্তৃক লক্ষ্মণপুত্র লাক্ষ্মণেয় বা কেশবসেন ভিন্ন স্বয়ং লক্ষ্মণ নবদ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত অবাধসত্য নহে। ৫২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"রাজা বল্লালসেন আদিশূরের পৌত্র এবং লক্ষ্মণসেনের পুত্র" (৪র্থ পংক্তি) জানি না ইহা পাঠ করিয়া ভারতী মহাশয়কে সকলে প্রকৃতিস্থ মনে করিতে চাহিবেন কি না। কেহ বাগবাজার হইতেও ত এরূপ Gospel) সুসমাচার প্রাপ্তির আশা করেন না? আদিশূর বল্লালের মাতামহও নহেন, মাতামহবংশ্য। সাধারণ্যে প্রচার বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র। কিন্তু তদুভয়ের মধ্যে পৌত্র-পিতামহ সম্বন্ধ বিদ্যমান, ইহা জগৎ অজ্ঞাত। আদিশূর বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজবংশ। খুপ সম্ভব তিনি মহাভারতের সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন রাজার শাখা বা অনন্তরবংশ্যবিশেষ। পক্ষান্তরে প্রথম বল্লালবংশ দাক্ষিণাত্যহইতে বঙ্গে সমাগত। এরূপ অবস্থায় ভারতী মহাশয় কেন যে এ নরদেহে ছাগমুণ্ডের যোজনা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। ঘোষ ও বিএ উপাধিধারী কোন কোন বিকারপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক আদিশূরকে বল্লালের পিতা বলিতেও পশ্চাৎ-

পদ হয়েন নাই। এই সকল গ্রন্থ আবার স্কুলপাঠ্য ও এই সকল প্রবন্ধ আবার পত্রিকায় লব্ধাবকাশ!! আদিশূর সমানীত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের পাঁচ জন ভৃত্যই ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় পৌরুষোত্তমী দত্ত। যে সময়ে বল্লাল কৌলীন্য দান করেন, তখন কাহার ১৬, কাহার ১৪, কাহার বা ১২।১৩ পুরুষ হইয়াছিল। সুতরাং আদিশূর ও বল্লালে কেমন করিয়া যে পিতা পুত্র অথবা পিতামহ পৌত্র কিম্বা মাতামহ নপ্তা অর্থাৎ মাত্র দুই বা তিন পুরুষের ব্যবধানগত সম্পর্কবান্ হইতে পারেন, তাহা ভাবনারও অগোচর পদার্থ। আলাদিনের শ্রীমৎ' প্রদীপও কিন্তু এরূপ কাহিনীর অবতারণা করিয়া কলঙ্কিত হয় নাই। এরূপ প্রবন্ধের আলোচনা না করাই ইহার পুরস্কার, তথাপি পাছে ভারতী মহাশয়ের ভক্ত লোকেরা ইহা ব্যসকূট মনে করেন, তাই ইহাতে হাত দিলাম। আর এক সুসংবাদ ইহাই যে বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনের পুত্র। রাজা রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মা তর্কালঙ্কারের পিতা, বিলাতী ভট্টাচার্য্য মোক্ষমূলার এই সুসমাচারের দাপয়িতা। ভারতীমহাশয়ও বোধ হয় পাদ্রীদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে সাহেবি আক্কেল পাইয়া একথা লিখিয়াছেন। ইহারই নাম পুরাণে নূতন বিদ্যা!!

স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—(৫৫ পৃষ্ঠা)—"রাজা বল্লাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন।" ইহা ভারতীমহাশয়ের স্বকৃত ব্যাধি নহে, ইহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ইণ্ডোএরিয়ানস্থিত মহাভ্রান্তির উদ্বমন-বিশেষ। বলা বাহুল্য বল্লালকৃত ও তৎপুত্র লক্ষ্মণপ্রচারিত অদ্ভুতসাগরে উক্ত গ্রন্থপ্রণয়নারম্ভ বা বল্লালের চরম কালের সময় ১০৯০ শকাব্দ। সুতরাং উহা যখন ১০৯০+৭৮=১১৬৮ খৃষ্টাব্দ, তখন বল্লালের রাজত্বারম্ভ ১১৬৮—৫০=১১১৮ খৃষ্টাব্দ ভিন্ন কি প্রকারে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে? রাজেন্দ্র লাল কোন প্রমাণ বা আপ্তবাক্যের অনুসরণ না করিয়া শুদ্ধ স্বৈরাচারী হইয়া যাহা তাহা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু খাশ গড্ডলিকা ভিন্ন কোন যুক্তিপ্রাণ ব্যক্তিই উহার অনুগামী হইতে পারেন না।

তৎপর ভারতীমহাশয়, চারিটী ব্যতিরেকী প্রমাণদ্বারা বল্লালের অক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরাও বল্লালাদিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানি না, সুতরাং আমরা এখানে ভারতীমহাশয়ের তানানুকারী।

কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রমাণের মহিমা ও যুক্তির ছটাটার ফটো পিপাসু পাঠকগণকে দেখাইবার জন্য উহার মধ্য হইতেও দুই একটা কথা লইয়া আলোচনা করিব। তিনি ৩য় প্রমাণে বলিতেছেন যে "কোন ক্ষত্রিয় রাজবংশে আদিশূর লক্ষ্মণসেন বা বল্লালসেনের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই।" প্রমাণ নাই একথা মিথ্যা। তিনি জানেন না, ইহাই প্রকৃত কথা। আদিশূর যে কান্যকুব্জেশ্বরের কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করেন এবং ঐ কন্যার মাতা যে বৈশ্যা, ইহা কি প্রথিত সত্য নহে?। তিনি ২য় প্রমাণে লিখিয়াছেন যে "প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে আদিশূরসেন শূরবংশসমুদ্ভূত"। ৫৬ পৃষ্ঠা।

আমরা কিন্তু এরূপ কথা কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের লেখনীহইতে বিনির্গত হইতে দেখি নাই। যদি এ শূরটা কায়স্থের উপাধিই হয়, তাহা হইলে সেনটা তবে বাবা কি হইবে? আদিশূরের বংশীয় উপাধি সেনও বটে, শূরও বটে, ইহা যুক্তির কথা নহে। অবশ্য ভবিষ্যদর্শী ভারতীমহাশয় ২৬৮ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন যে—

"পূর্ব্ববঙ্গে এখনও অনেকে "মিত্র মজুমদার" এই উভয় উপাধি একত্রে ব্যবহার করেন। "শূরসেন" অথবা "সেনশূর" এই উপাধিদ্বয় এখনও কায়স্থ সমাজে প্রচলিত।"

ইহাও ষোল আনা মিথ্যা কথা। কায়স্থ সমাজের কোন জীবের উপাধি এ হরগৌরী বা হরিহরাত্মক ভাবাপন্ন নহে। যাহার উপাধি সেন, সে শূর উপাধির ধার ধারে না, আবার যাহার উপাধি শূর, সে সেন উপাধি হইতে সুদূরে বিহরমাণ। মিত্র মজুমদার উপাধি ধারণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কেন না মিত্রোপাধিক কোন ব্যক্তি নবাবসরকারে মজুমদারের কার্য্য করিত বলিয়া সে উক্ত উভয় উপাধিতে বিভূষিত হয়। পক্ষান্তরে কায়স্থদের সেন ও শূর উপাধির উভয়টাই sur-name পরন্তু কার্য্যগত নাম নহে। কিন্তু আদিশূর, ভূশূর, মহীশূর ইত্যাদি স্থলে শূরটা বংশীয় উপাধি ছিল না। আদিশূরের প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন, তাঁহার খেতাপ ছিল "আদিশূর" পরন্তু শুধু শূর নহে। ঐরূপ মহীশূর, ভূশূর প্রভৃতিও সমস্ত ভাবে ব্যক্তি বিশেষের খেতাপ ছিল। তাহা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। আদি, ভূ ও মহী নাম, শূর উপাধি, ইহা অপ্রকৃত কথা। আদিশূরের নামান্তর যে আদিত্যশূর, ইহাও ভাটপাড়ার সেই ধন্যাতিধন্য হলধর চূড়ামণির চাতুর্য্যগরিমবিশেষ।

ভারতীমহাশয়ের ৫ম হইতে ৮ম পর্য্যন্ত ৪টী প্রমাণ, বল্লালের বৈদ্যত্ববিধ্বংস বিষয়ক। স্বজাতিপ্রেম কাহার না আছে? আমারা যেমন বল্লালকে বৈদ্য বানাইতে পারিলে প্রীত, সর্ব্বত্যাগী ভারতীমহাশয়ের আত্মাটাও তথাবিধ। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দিনা। কিন্তু তিনি যে সকল যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কেবল উহারই মাধুর্য্যাতিরেকজন্যই যাহা কিছু বলিতে চাহি।

৫ম প্রমাণ। রাজা বল্লালসেন, বৈদ্যবংশসম্ভূত হইলে নানা শ্রেণীর হিন্দু-জাতিকে সম্মানিত করিয়া নিজের জাতিকে হীনপদস্থ করিয়া যাইতেন কেন? একটা সেন উপাধি থাকিলেই "নিশ্চয়ই বৈদ্য জাতির লোক" এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক * * বৈদ্য জাতি সম্বন্ধে রাজা বল্লালের ব্যবহার তাঁহার অবৈদ্যত্বেরই পরিচায়ক"। ৫৭ পৃষ্ঠা।

এই "হীনপদস্থ" কথাটীর ব্যপ্তি ব্যাপকতা কি, ভারতী মহাশয় তাহা খুলিয়া বলেন নাই। যদি ইহাই অভিপ্রায় হয় যে বল্লাল বৈদ্যকে কৌলীন্য দেন নাই? তাহা হইলে আমরা বলিব বৈদ্যের উহা হীনপদস্থত্বের চিহ্ন নহে, পরন্তু মহা গৌরবেরই হেতু। বল্লালবংশ দাক্ষিণাত্যহইতে বঙ্গাগত, পক্ষান্তরে বঙ্গের বৈদ্যগণ প্রাচীনতম বাসেন্দা। তাহাতে আবার বল্লাল বংশে নিকৃষ্ট বৈশ্বানরসেন, সুতরাং তিনি নিকৃষ্ট বৈদ্য ছিলেন, তাঁহার আবার আচার ব্যবহারও কদর্য্য ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তজ্জন্য অভিজাত বৈদ্যসমাজ তাঁহাকে জব্দ করিয়া চলিতেন। জাতিমাত্রেরই কৌলীন্য সেই শ্রুতি স্মৃতি সময়ের, বল্লালই যে নূতন কৌলীন্য-বিধান প্রবর্ত্তিত করেন তাহাও নহে। তিনি মাত্র কৌলীন্যের কতকগুলি নূতন নিয়ম বন্ধন করেন। বৈদ্য কুলীনেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থগণও উহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই কায়স্থের ঢাকুর বলিয়াছেন—

বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা তিন জন॥ ২০ পৃষ্ঠা

সুতরাং বৈদিক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের ইহা গৌরব। কেননা তাঁহারা একটী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাকে অগ্রাহ্য করেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী বারেন্দ্রদিগের গুরু। বিদ্যাবুদ্ধিও একপ্রকার তাঁহাদের জিম্বায়ই ছিল।

সংস্কৃত কলেজের পনর আনা বড় পণ্ডিত বৈদিকশ্রেণীর। সমাজে তাঁহারা হীন না মহোচ্চতম তাহা সাধারণে জানেন।

বিমলসেন ও চায়ু পন্থদাশ, বল্লালের মেলবন্ধন মান্য করিয়া সেনভূমি হইতে বঙ্গে আগমন করেন। কিন্তু অন্যেরা বল্লালবিধি সগর্ব্বে পদবিচলিত করিয়াছিলেন। তথাপি বৈদ্যের মধ্যে অধিকাংশ বড় কুলীনই বল্লালমর্য্যাদাবান্। তথাস্তু মনে কর বৈদ্যের কৌলীন্য বল্লাল দত্ত নহে. কিন্তু তাহাতে তাঁহাদেরর হীনত্ব কি হইল? বৈদ্য সংস্কৃতে অধিকারী ও সর্ব্ববিষয়ে অহীনকর্ম্মা, ইহাহ যদি বৈদ্যের হীনত্বের হেতু হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, আমরা আজীবন যেন এইরূপ হীনই থাকি। বর্ত্তমানে বৈদ্যের ত্রিতল চতুস্তল বাটী নাই। সাহেবদের বাজার সরকারী ও মুসলমান সংসারে লুটপাট ও সুন্দরবন বা পদ্মাদি জলপথে বোম্বেটিয়ার কার্য্য করিলে বৈদ্যও উহা করিতে পারিতেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতি চিরদিন শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য লইয়া তৃপ্ত ছিলেন। বোধহয় তাঁহাদের দরিদ্রতা হীনত্বব্যঞ্জক নহে, পরন্তু মহামাহাত্ম্যবিঘোষক।

উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণও বল্লালের মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহারাও তবে হীন হইতে হীনতর বলিয়া গণ্য?

> বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
> উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
> আপন প্রভুত্বে বলে করে অনুচিত।
> শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত॥ ২০ পৃষ্ঠা ঢাকুর।

যদি রাজেন্দ্র কায়স্থের ঢাকুর মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বল্লাল কায়স্থকেও কৌলীন্য দিয়াছিলেন না, কায়স্থেরাও তাঁহার কৌলীন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, ইহাই কি প্রকৃত কথা নহে? বল্লাল কি করিয়াছিলেন? আপনার অনুচিত প্রভুত্ববলে তিনি নীচ শূদ্রকে কৌলীন্য দিয়া বাড়াইয়া উত্তম যে কায়স্থ জাতি তাহাকে ছোট করেন। কি প্রকারে? না তিনি ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র, এই শূদ্র ভৃত্যসন্তানদিগকে কুল দিয়া বাড়াইয়া কায়স্থ জাতিতে ঢুকাইয়া দেন। ভারতীমহাশয়ও নবপ্রভার ২৭৩ পৃষ্ঠায় এই চারি পংক্তির প্রথম দুই পংক্তি তুলিয়াছেন, কিন্তু নিজের মিথ্যা ধরা পাড়িয়া নিজের উক্তির সহিত বিরোধ ঘটিবে, এজন্য তিনি কৃষ্ণবল্লভ বাবুর মতন শেষ দুই পংক্তিকে দূরে

পরিহার করিয়াছেন। পিনাল কোড অনুসারে প্রমাণগোপন অতি গুরুতর অপরাধ। ভারতীমহাশয়ও তাহা জানিয়া শুনিয়াই করিয়াছেন। তবে এদোষ তাঁহার ব্যক্তিগত নহে, তাঁহার জাতিগত। আজকাল প্রত্যেক কায়স্থ ভ্রাতাই প্রমাণগোপন, প্রমাণ বিকলাঙ্গকরণ ও প্রমাণের বিকৃতিসাধনে লঘুহস্ত। যাহাহউক সকলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে বল্লাল যে ছোটলোক ভাবিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও প্রকৃত কায়স্থ (পাল-দেব-নন্দি-সোম-চন্দ্র-ধর-কর প্রভৃতি) দিগকে কৌলীন্য দেন নাই তাহা নহে, উঁহারাই সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও বল্লালের মতাবলম্বী হয়েন নাই। বারেন্দ্র কায়স্থ নরদাশ ও ভৃগুনন্দী যে বরেন্দ্রে যাইয়া নিজেরা কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা ঢাকুরেই বর্ত্তমান। অতএব বল্লাল বৈদ্যকে হীনপদস্থ করিয়া গিয়াছেন, ইহা মিথ্যা কথা। ইহা ভারতীমহাশয়ের জ্ঞানকৃত সত্যসংগোপন অথবা অনভিজ্ঞতার জলন্ত জয়স্তম্ভ।

"বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে রাজা বল্লালের ব্যবহার তাঁহারি অবৈদ্যত্বেরই পরিচায়ক" ভারতীমহাশয়ের এ ভারতীও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বল্লাল ৩২ জন কায়স্থকে দিয়া পাল্কীর বেহারার কাজ করাইয়াছেন, পরন্তু বৈদ্যকে দিয়া করান নাই। যে যে বৈদ্য বল্লালের বাড়ী পাতড়া পাড়িয়া ছিলেন, তেজস্বী বৈদ্যসমাজ তাঁহা-দিগকে কৌলীন্যভ্রষ্ট ও অপাংক্তেয় করিয়া বল্লালের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করেন, অথচ বল্লাল তাঁহাদের কিছু করিতে পারেন না, বরং তাঁহাদিগের নিকটই জব্দ থাকেন। বল্লালের বাটীতে পন্থবংশীয় মহাকবি শ্রীধর দাশ তৎপিতা বটুকদাশ, উমাপতি ধর শরণদত্ত ও হুহিসেন বা ধোয়ী কবিরাজ, প্রধান সভাসদরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পক্ষান্তরে কোন ঘোষ, বসু গুহ, মিত্রকে তাদৃশ পদে অধিরূঢ় দেখা যায় না, সুতরাং বল্লাল অবৈদ্যের কি কাজ করিলেন? বল্লাল নীচ শূদ্রকে কায়স্থ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে কোন উচ্চ বৈদ্যকে তিনি শূদ্র করেন নাই, সুতরাং বল্লালের ব্যবহারে বৈদ্য ক্ষতিগ্রস্ত, না কায়স্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন? আজি যে সৎকায়স্থ—সেন, দাশ, ধর, কর, নন্দী, সোম ও সিংহ, কর, পাল, পালিত প্রভৃতি, শূদ্র ভৃত্য সন্তানদিগের গলে কুলীন বলিয়া বরমাল্য দান করেন, ইহা কি কায়স্থ জাতির মহা অগৌরবের হেতু নহে?।

ভারতীমহাশয়ের ষষ্ঠ প্রমাণের অজুহত এই যে বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন

দেশে বৈদ্য নাই, সুতরাং বল্লাল অবৈদ্য। বঙ্গদেশ ভিন্ন সমুদায় ভারতে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন কি না তাহা আমরা ১ম ভাগে ও অন্যত্র বহুবার বলিয়াছি সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এই প্রমাণের একত্র বলা হইতেছে—

"সেনবংশ, কোন বৈদ্যরাজবংশহইতে উৎপন্ন, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই।"

কেন নাই? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের কুলপঞ্জিকা কি সেনরাজগণকে সমস্বরেই বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। রাজেন্দ্রলালের প্রিয় সেবক ভারতী মহাশয় উহা ছুঁইবেন না, সে দোষ কাহার? কায়স্থের শব্দ কল্পদ্রুম কি বল্লালাদির অম্বষ্ঠত্ব ও বৈদ্যত্ব বিঘোষিত করে না? আদিশূর যে অম্বষ্ঠ-কুলনন্দন বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন, ইহাই কি তাঁহাদের বৈদ্যত্বের প্রমাণ নহে? বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ শব্দ কি একমাত্র বৈদ্যজাতি সংসূচনা করে না?। আমরা মূলগ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি যে বল্লালসেন বৈদ্যকুলপ্রভব ও তাঁহারা বংশানুক্রমে রাজা। ভারতী মহাশয় পঞ্চম প্রমাণের একত্র বলিয়াছেন যে—

"যদি অনুস্বার থাকিলেই সংস্কৃত হয়, তাহা হইলেই সেন উপাধি থাকিলেই বৈদ্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সেন কি অন্যান্য বহুল জাতির উপাধি নহে?"।

ইহা অতি প্রকৃত কথা। সেন উপাধি বৈদ্যেরও আছে, নবশাকেরও আছে এবং বৈদ্য ও নবশাখাদি হইতে সমাগত কায়স্থ জাতিতেও উক্ত উপাধি সাধারণ। কিন্তু তথাপি আমরা কেবল সেন উপাধির জন্যই যে সেনরাজ-গণকে বৈদ্য বলি তাহার হেতু গরীয়ান্ ও স্বতন্ত্র।

সেন উপাধিধারী অম্বষ্ঠ বা মাহিষ্য লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থ হইয়া থাকিলে তাঁহারা স্বকর্ম্ম চিকিৎসাদির পরিত্যাগে জাতি হারাইয়া ক্রিয়াগত বর্ণ সঙ্কর (২৫।১০অ—মনুদেখ) ও অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়াছিলেন। এবং কায়স্থেরা যদি কেহ কেহ নবশাখ হইতে সেন উপাধি লইয়া, কায়স্থ সাগরে ডুবিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহারা তন্নিবন্ধন জন্মশূদ্র। এবং তজ্জন্য সেনউপাধিধারী সমস্ত কায়স্থ শূদ্রধর্ম্মা? এবং সংস্কৃতের পঠন পাঠনা ও দেবনাগরাক্ষর সংস্পর্শে অনধিকারী? পক্ষান্তরে বল্লাল দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরনামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা, সুতরাং তিনি এরূপ বংশ হইতে সেনোপাধি সমাগত, যে বংশের সংস্কৃতাধ্যয়ন অবারিত ও অপ্রতিষিদ্ধ। বঙ্গে সে কোন্ জাতি? বঙ্গে সে জাতি একমাত্র বৈদ্য ভিন্ন আর কেহই নহেন। দিগন্তবিশ্রুত কিংবদন্তীও

সেনরাজ গণের বৈদ্যত্ব বিঘোষিত করিয়া থাকে। সুতরাং সেন উপাধিটী সাধারণ হইলেও বল্লালের অসাধারণ সংস্কৃতাধিকার থাকাতে আমরা তাঁহাকে বৈদ্য ভাবিতে অধিকারী।

বলিবে, তিনি যদি রাজা রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও শ্রীযুক্ত দত্ত সাহেবের মতন পণ্ডিত রাখিয়া নিজনামে গ্রন্থ প্রচার করিয়া থাকেন? কিন্তু সে কথার কোন কিংবদন্তী নাই, প্রমাণও দেখা যায় না। কায়স্থ রামদাস-সেনের গ্রন্থাবলী পূজনীয় কালীবর বেদান্তবাগীশের লেখা, এরূপ একটা জনরবের অস্ফুটধ্বনি কর্ণগত হইয়া থাকে, কিন্তু বল্লালের সম্বন্ধে সেকথাও শ্রুত হয় না, সুতরাং শুদ্ধ ঐকারণে বল্লালের সেনত্ব নির্ব্যূঢ়রূপে বৈদ্যত্ব বিঘোষী।

"বঙ্গের বৈদ্য বা বৈদ্যযাজী ব্রাহ্মণেরা যে সকল প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতীব দুর্ব্বল" (৬ষ্ঠ প্রমাণ শেষ)। ইহা একটা কথাই নহে। বৈদ্য বা বৈদ্যযাজী ব্রাহ্মণের কোন্ প্রমাণটা দুর্ব্বল, ভারতী মহাশয় কেন হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা দেখাইয়া দিলেন না? বৈদ্যযাজী ব্রাহ্মণেরা নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যাজী ও কায়স্থযাজী ব্রাহ্মণকায়স্থকুলাচার্য্য ব্রাহ্মণগণই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের যে সকল কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেই সেনগণ "অম্বষ্ঠ" ও "বৈদ্য" বলিয়া বিশেষিত। ভারতীমহাশয় "সত্যের ধার ধারিবনা" এই সঙ্কল্প করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন, সত্য তাঁহার প্রাণে ভাসিবে কেন? দেশের সমস্ত কুলপঞ্জিকাই সেনরাজগণকে বারংবার বৈদ্য বলিয়াছেন, অবৈদ্য বলিয়াছেন শুধু খোদাবকশী আইন আকবরি। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি হিন্দুর জাতিবর্ণবিষয়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে মানিব, না ছেপাতুল্লা বা বহরম উল্লাকে মানিয়া চলিব?।

ভারতীমহাশয়ের সপ্তম প্রমাণটী আরও কিম্ভূত কিমাকার। "ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, আচার্য্য কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, বহু গ্রন্থালোচনা, বহু অনুশাসনের বিশ্লেষণ এবং বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বল্লাল সেন বৈদ্য ছিলেন না"।

আমরা মূল গ্রন্থে রাজেন্দ্রলালের কথা বলিয়াছি। রাজেন্দ্রলালের যবন জাতি ও সেনরাজগণ প্রবন্ধ, একালের কোন বোধোদয়াধ্যায়ী বালকও প্রমাণ

নিশ্চেষ্ট থাকবে কেন? তাঁহারা ভারতের মহাপণ্ডিতের [illegible] সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রণয়ন বা ইতিহাস রচনায় নিরত ছিলেন না। [illegible] আমরা তাহা দেখিয়াই উক্ত রাজগণের দৈব্যপ্রাপ্ততোষ্য বিষয় [illegible] ফলতঃ যে দেশে মহাউন্নতির কালেও কেহ প্রকৃত ইতিহাস বা প্রকৃত ভূগোল কিংবা প্রকৃততত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থপ্রণয়নের মস্তিষ্ক লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, সে দেশের পতনের যুগেও যে কেহ ইতিহাসে হাতদিবে না ও দের মধ্যে, ইহাই প্রকৃত কথা। এ দেশে ইংরাজ না আসিলে আমরা হয় ত আরও সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ইতিহাস ও ভূগোলে অন্ধ থাকিয়া পাতালটাকে মাটার নীচ ভাবিতাম ও চন্দ্রসূর্য্যকে ভাই ভাবিয়াই কবরে যাইতাম। আমাদের দেশের কোন প্রাচীন গ্রন্থে এইসকল অপ্রাচীন রাজাদের কথা থাকিবার নয়, ইহা ভারতী মহাশয়ের জাগ্রৎস্বপ্ন। অবশ্য মহাভারতে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেননামে বলীর রাজদ্বয়ের নাম বিধৃত থাকা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সে নাম প্রসঙ্গতঃ গৃহীত হইয়াছিল, ইতিহাস লিখিতে যাইয়া নহে। কোন রাজবংশেরই প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ বদ্ধ হয় নাই। খুব সম্ভব মহারাজ আদিশূরের বংশ উঁহাদিগেরই শাখা-বিশেষ। ভারতীমহাশয় একজন দীর্ঘদর্শী লোক, যে বিষয়ের লিখিত প্রমাণ আছে, তাহার যে মৌখিক প্রমাণ অগ্রাহ্য, তাহা তাঁহার সর্ব্বাগ্রে বোঝা উচিত ছিল। প্রাচীনগ্রন্থের স্থানগুলি সামনে করিয়া তবে কথা কহিলেন না কেন?

তারপর তিনি ঐতিহাসিক কাগজপত্রের দোহাই পাড়িয়াছেন। উহার কোন নাম লয়েন নাই, স্থাননির্দ্দেশও করেন নাই। যদি বলিতেন মোতা ফরিণ বা সেলাক্ সেলাটিন বা অমুক গ্রন্থের অমুক পৃষ্ঠায় অমুক কথাটী আছে তাহা হইলেও আমরা না হয় নিজে সেই স্থানটা দেখিয়া লইতাম। সুতরাং এরূপ কোন নির্দ্দেশ না করাতে আমরা মনে করিতে বাধ্য হইব তাঁহার উক্তিগুলি অলীক ও অনিদান এবং সজ্ঞানে উক্ত প্রলাপ বাক্য।

প্রমাণের নাম করিব, অথচ উহার ঠিকানা দিব না, প্রামাণ্য কথাগুলির অধ্যাহার করিব না, এ কিরূপ যুক্তির কথা? একালে কি কেহ আর শুধু খট্টাঙ্গপুরাণের নাম শুনিয়াই ভুলিয়া থাকে? হাঁ তবে একথা ঠিক যে আইন আকবরীতে পালরাজগণ ও সেনরাজগণকে ও আরও অনেককে

কায়স্থ রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু উহা না প্রাচীন গ্রন্থ—না প্রকৃত ইতিহাস বা অভ্রান্ত কাগজপত্র। সেথরীঙ্গ সাহেব এখনও জীবিত, দ্বারবঙ্গের মহারাজগণও এখনও বর্ত্তমান। উক্ত সাহেবের গোল্‌ডেন বুক ছাপিতে উক্ত মহারাজগণই বেশী সাহায্য করিয়াছেন। সাহেব মহোদয় মহারাজার হর্ম্ম্যতলে বসিয়াও বহুবার চর্ব্যচূষ্য লেহ্যপেয় অবাধে গলাধঃকরণ করিয়াছেন, ডঙ্কা বজুর জন্যও বিলের (Bill) ভয় করিতে হয় নাই, আর সেই সেথরিঙ্গ সাহেবই উক্ত ব্রাহ্মণরাজগণকে লিখিলেন (উক্তগ্রন্থে) যে তাঁহারা রাজপুত জাতি!! যখন সহস্রশীর্ষা ও সহস্রাক্ষ ইংরাজেরই এত গলদ, তখন অহিফেনসেবী দুই একজন অন্যের কথায় পাল ও সেনরাজগণকে কায়স্থ ভাবা অনুসন্ধিৎসুর কার্য্য নহে। বঙ্গের কায়স্থেরা সুদীর্ঘকাল এদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ইহাও কল্পনা অনুমাননির্ভর। পালরাজগণ পালবংশীয়ও নহেন, পালোপাধিকও ছিলেন না। পাল যে উঁহাদিগের নামের এক দেশ মাত্র, তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। উঁহারা ও সেনরাজগণ একজাতীয় ছিলেন। তাই তাঁহাদিগের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ থাকার কথা অনেকে নির্দ্দেশ করেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু প্রত্নতত্ত্ববিৎ উঁহাদিগকে ভূমিহর ব্রাহ্মণ ও কেহ কেহ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও মনে করি উঁহারা ভূমিহর ব্রাহ্মণ ও তজ্জন্য অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্যজাতি। উঁহাদের কায়স্থত্বের কথা কোন গ্রন্থে বা তাম্রশাসনে নাই। কোন কায়স্থের সহিতও উঁহাদের আদান প্রদান হইয়াছে, ইহাও কেহ অবগত নহেন। উঁহাদের সহিত সেনরাজগণ, আবার সেনরাজগণ সহ বঙ্গের সমগ্র বৈদ্যজাতি যৌনসম্বন্ধে সংবদ্ধ। সুতরাং অপরাপর পালগণ ও সেনগণকে বৈদ্য ভাবাই কি যুক্তির কথা নহে? উশনাঃ বিশদাক্ষরে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে কৃষ্যাজীব বলিয়া গিয়াছেন। সেই কৃষিজীবী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই "ভূমিহর" নামের বিষয়ীভূত। কেহ কেহ মূর্দ্ধাবসিক্তদিগকে ভূমিহর ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, তাহার কোন অযুক্তি বিদ্যমান নাই। বল্লাল নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তিনি কায়স্থ হইতে পারেন না। তাঁহার কুটুম্ব ও আত্মীয় বান্ধব বৈদ্যজাতি, সুতরাং তজ্জন্য উক্ত পাল ও সেনগণকে কায়স্থ ভাবা যাইতে পারে না। তবে গরজীর কথা স্বতন্ত্র।

ভেদে কায়স্থ দ্বিবিধ। কিন্তু উভয় শ্রেণীর কায়স্থই যখন শূদ্রত্ব নিবন্ধন সংস্কৃতের পঠনপাঠনা ও দেবনাগরসংস্পর্শে অনধিকারি, তখন এহেন কায়স্থকে মন্ত্রী সাজাইয়া আসরে আনা ভারতীমহাশয়ের নাম ও বয়সের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। গরজ বড় বালাই। স্বজাতির মায়াও বড় নিদারুণ নেশা। আমি নিজেই তাহা বুঝি, কিন্তু তথাপি গরজ ও স্বজাতিপ্রেম অপেক্ষা ঈশ্বর, সত্য ও ধর্ম্ম, অনেক বড়। সুতরাং ধর্ম্মকে শেলবিদ্ধ করিয়া স্বজাতিপ্রেমের পদতলে অবনতমূর্দ্ধা হওয়া সর্ব্বত্যাগী ভারতী মহাশয়ের পক্ষে ঠিক নহে। দীনেশ বাবুর গ্রন্থে কয় জন কায়স্থ কবির নাম উঠিয়াছে?

এ দেশে যখন ইতিহাস নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া বলিব কোন্ বৈদ্য রাজা ও কোন্ বৈদ্যই বা মন্ত্রী ছিলেন? তবে আমরা বঙ্গীয় সেনরাজগণ সরকারে যে সকল লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি; তন্মধ্যে নারায়ণ দত্ত, বটুকদাশ, উমাপতি ধর, শরণ দত্ত, কালিদাস নন্দী ও ধোয়ী কবিরাজ-প্রভৃতির নাম দেখিতে পাই। বলা বাহুল্য ইঁহারা যে কায়স্থ নন্, তাহার প্রধান কারণ ইঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্রেতর এই সকল ধর-নন্দ্যাদিবৈদ্যজাতি সুলভ উপাধিগুলি।

অবশ্য কর্ম্মচারিস্থলে কয়াতিয়া ব্যাসসিংহের নামও দেখা যায়। কিন্তু তিনি মন্ত্রী ছিলেন, এরূপ প্রমাণ হাজির নাই। এখন তখন সকল সময়েই জমাখরচ ও হিসাবপত্রাদি লেখার জন্য কায়স্থ বা কেরাণীর দরকার হইত। মৃচ্ছকটিকে জবানবন্দী লেখার জন্য কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজতরঙ্গিণীতেও অশ্বখাবের খরচ লিখিতে কায়স্থ নিযুক্ত ছিল। ফলতঃ ইহা সাধারণ কাজ কেরাণীগিরি, পরন্ত মন্ত্রিত্ব নহে। ভৃগুনন্দী বল্লালের প্রধান কেরাণী Head Clerk ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন না। ঢাকুর স্পষ্টই বলিয়াছেন

"ভৃগুনন্দী কায়স্থ-প্রধান"।

অর্থাৎ ভৃগুনন্দী কেরাণীদিগের সর্দ্দার ছিলেন। ভারতীমহাশয় এস্থানেও বিনা প্রমাণে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কাজেই আমরা বিশ্বাস করিতে অপারগ। উমাপতিধর, শরণদত্ত, ও ধোয়ি কবিরাজ যে বৈদ্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা স্থানান্তরে দিয়াছি। উমাপতি ও ধোয়ীর নাম ও রাজবল্লভত্ব

আমাদের কুলগ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে। এবং বিশ্বনাথকবিরাজ স্পষ্টাক্ষরে প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তিকালে আপন পিতা চন্দ্রশেখরকবীন্দ্রকে আদিশূর তনয় যামিনীভানুর মহাপাত্র ও সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতীমহাশয়ের সাহিত্যদর্পণ পড়া থাকিলে ইহা জানিতেন। তাঁহাকে অন্যে কত জানাইয়া দিবে? সম্ভবতঃ তিনি নগেন বাবুর প্রমাদের অনুসারী হইয়া বৈদ্যজাতিতে বিদ্বান্ ও সান্ধিবিগ্রহিক বা মন্ত্রী দেখিতে পান নাই। আমরা চন্দ্রপ্রভা হইতে দেখাইতে পারি ও ৩য় ভাগে দেখাইব যে বহু বৈদ্যসন্তান বৈদ্যরাজসরকার ও নবাবসরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হউক ভারতী মহাশয়ের এই মধুরেণ সমাপয়েৎটী বড়ই মধুর হইয়াছে।

"ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। রাজার জাতির লোক
রাজত্ব করিয়াছিল, ইহাই সঙ্গত ও সম্ভব"।

ভারতীমহাশয় আমা হইতে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ না হইলে বলিতাম, ইহা তাঁহার অমার্জনীয় বেয়াদবিবিশেষ। রাজার জাত ভারতে ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেহ নহে ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর যে রাজত্ব বা জমিদারী করে, সে হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে পতিত। সংস্কৃত কালেজের বেতনভুক্ অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া যত ব্রাহ্মণ রাজা, জমিদার, ডাক্তার ও দোকানদার আছেন, তাঁহারা ও কায়স্থ রাজা, বৈদ্য রাজা, তেলী রাজা ও তাম্বিলী রাজা সব পতিত। কেননা রাজত্বকরা একমাত্র ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। সুতরাং কায়স্থকে রাজার জাত বলা, আর দিনে ডাকাতি করা তুল্য কথা। অবশ্য ব্রাহ্মণেরা পাতি দিতেছেন যে কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের লপ্তা ও ক্ষত্রিয়, কিন্তু উহা প্রকৃত ব্রাহ্মণের পাতি নহে। যদি কায়স্থ জাতিতে প্রকৃত বিদ্বান্ ও প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি থাকিতেন, তবে তাঁহারা পাতিদাতাদিগকে নিশ্চয়ই ৪১৭ ধারায় অভিযুক্ত করিতেন। হিন্দুর শাস্ত্রে এমন একটা আঁচড় নাই যে কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ, কায়স্থ মূলবর্ণ বা ক্ষত্রিয়। তারপর বল্লাল কায়স্থ ও কায়স্থগণও কায়স্থ, এ কথাও সম্পূর্ণ অলীক, তাহা আমরা মূলগ্রন্থে বলিয়াছি। বল্লাল কায়স্থ হইলে আপন ৩২ বেহারা ও নিত্যানন্দের পালকে কায়স্থের পালে মিশাইতেন না। শূদ্রদিগকেও কৌলীন্যদিয়া কায়স্থের মাথায় চড়াইতে প্রস্তুত হইতেন না। এবং তাঁহার জাতিটা সংস্কৃতে অনধিকারী থাকিয়া সমাজে অবগীত হইত না। অবশ্য কৃপাণপাণি পিতৃ-পিতৃব্য

হন্তা প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনের রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজকুমার ছিলেন না; শূদ্রভৃত্যাজ্ঞ কোঙর ছিলেন। ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান কয় ও সেনবংশীয় রাজগণের নিদানও কোন রাজবংশ নহে। ভারতী মহাশয় ২য় প্রমাণে বলিতেছেন—

"শূর" ও "সেন" এতদুভয়ই কায়স্থের উপাধি। শূর, বৈদ্যের উপাধি নহে। ত্রিপুরা, মণিপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের শূরোপাধিক কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও এই প্রাচীন ও প্রখ্যাত প্রবাদ বিশ্বাস করিয়াছেন। সুতরাং সেনবংশ বা শূরবংশকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও অনেকে "মিত্র মজুমদার" এই উভয় উপাধি একত্রে ব্যবহার করেন। "শূরসেন" অথবা "সেনশূর" এই উপাধিদ্বয় এখনও কায়স্থ সমাজে প্রচলিত।" ২৩৮ পৃষ্ঠা।

শূর উপাধি কায়স্থের আছে। আমরা আগুরিদিগের মধ্যেও শূর, বসু, সিংহ ও দত্ত উপাধি দেখিতে পাই। শূর উপাধি ক্ষত্রিয়তনয় মাহিষ্য (বৈশ্যমাতৃক) বা ক্ষত্রিয়তনয় উগ্রক্ষত্রিয় (শূদ্রমাতৃক) উভয় জাতিতেই থাকার কথা, রীতিও তাহাই, তজ্জন্য আমরা মাহিষ্যকায়স্থ বা শ্রীবাস্তবগণকে, অথবা আগুরি হইতে কায়স্থীভূত শূরোপাধিকগণকে উক্ত ত্রিপুরা প্রভৃতির শূরকায়স্থগণের নিদান মনে করি। কায়স্থ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট জাতি নহে, উহা বহু জাতির সমবায়ে সমুৎপন্ন। কায়স্থের বার আনা ভাগ বৈশ্যজাতি হইতে সমাগত। কায়স্থের সেন উপাধি বৈশ্য হইতে অথবা নবশাখ হইতে প্রাপ্ত। সেনোপাধিক বৈশ্যও কায়স্থ হইয়াছে; সেনোপাধিক নবশাখও কায়স্থ হইয়াছে। কিন্তু কোন কায়স্থের "শূর" ও "সেন" এই দুইটী উপাধি একত্র থাকা দৃষ্টও হয় না, শ্রুতও হয় না। ভারতীমহাশয় কি কোন কায়স্থকুলপঞ্জী হইতে এরূপ সোণার পিতলা কলসের কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিবেন? বোধ হয় কখনই না। কার্য্যক্ষেত্রেও এই যুগল উপাধির আয়ত্ত প্রাপ্তি বহু দূর পরাহত। ইহা শুদ্ধ জিগীষা প্রমত্ত ভারতী মহাশয়ের লেখনীতাণ্ডবমাত্র। সেনরাজগণের উপাধি সেন, খেতাবই শূর। কায়স্থের শূর ও সেনরাজগণের এই শূর, এক কারিকরের হাতের জিনিশ নহে। যে

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নিকষশূদ্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেই উচ্চশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ঠাহরিতে পারেন. চণ্ডীমণ্ডপ তলপ দেওয়াও যাঁহাদের কুলে অপ্রচলিত রীতি নহে; যে বিলাতী ভট্টাচার্য্যদিগের মতে রাজা রাধাকান্ত দেব, দেবশর্ম্মা চন্দ্রকান্তের জনক পিতা, যাঁহারা সুসঙ্গ ও দরভাঙ্গার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষত্রিয় ও রাজপুত লিখিতে লঘুহস্ত, আমরা আমাদের সমাজতন্ত্র-বর্ব্বর সেই শুক্রচর্ম্মাদিগকে মধ্যস্থ মানিতে অসমর্থ। ফলতঃ ভারতী মহাশয়, কথায় কথায় রহিমুল্লা, খোদাবকশ ও ফষ্টারের নাম না লইয়া যদি কোন ঋষির নাম লইয়া দুকথা আওড়াইতেন, তবে আমরা বড়ই সুখী হইতাম। তিনি সোণার বেনে, গন্ধবেণে ও বারুইদিগকে বৈশ্য এবং কৈবত দিগকে মাহিষ্য বানাইবার বেলাও কোন ঋষির নাম গ্রহণ না করিয়া কয়েকজন বাবু ও পিক্রর নাম লইয়াছেন, এখানেও আবার তাহারই পুনরভিনয় !!! দেশের কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জিকাগুলি তাঁহার চক্ষে ও উদাস প্রাণে পড়িল না কেন? ভারতীমহাশয়ও তঁ প্রথমে কিংবদন্তীর নাম লইয়াছিলেন?। সেনরাজগণের জাতিসম্বন্ধে এ দেশের কিংবদন্তী কি বলিয়া সাক্ষ্য দান করে?। মিত্রমজুমদার উপাধি ঠিক। কেন না মিত্রোপাধিক কোন ব্যক্তি নবাব সরকারে মজুমদারের কাজ করাতে তিনি মজুমদার উপাধিও লাভ করেন। কিন্তু শূর ও সেন উপাধি সে ভাবের জিনিশ নহে। "শূরসেন" বা "সেনশূর" এ রূপ হরগৌরী মূর্ত্তির উপাধিও জগতে দেখা যায় না। প্রবাদ সাহেবের কাণে গেল, কিন্তু আমাদের এমন খোলা কাণে প্রবেশ করিল না!

৩য় প্রমাণ। কায়স্থজাতির প্রাধান্য স্থাপন। কায়স্থ জাতিকে মন্ত্রিত্ব এবং সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান, কায়স্থকে ব্রাহ্মণের ন্যায় কৌলীন্যে এবং মৌলিক্যে বিভাগ করণ, ইত্যাদি।

কতকগুলি প্রলাপ বকিতেও ভারতী মহাশয় পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। ইহা নগেন্দ্র বাবুর বাচালতার উদ্বমনমাত্র। আমরা নগেন বাবুর প্রকরণে ইহার উত্তর দিয়াছি। কায়স্থজাতিতে কেহ অতিদিষ্ট শূদ্র ও বহু জন্মশূদ্র বিদ্যমান, সুতরাং চাণক্যের লঘ্বীমাত্র সে কায়স্থ জাতির মন্ত্রিত্ব,বন্ধ্যার প্রসববেদনা অপেক্ষা অধিক সম্ভবপর ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অর্থাৎ দ্বিজপদ-

ভাজী কেহ মন্ত্রী হইতে পারেন,. কায়স্থ কখনই নহে। এবং হয়েনও নাই। বল্লাল কায়স্থকে কুল দিয়াছেন,যিনি এ কথা বলেন, তিনি সত্যকে পদবিদলিত করেন। ক্ষত্রিয়ত্বলোভী সরকার মহাশয়ও নব্যভারতে দাবিদারী দিয়াছেন যে বল্লাল কায়স্থকে কৌলীন্য দান করেন নাই, পরন্তু ক্ষুদ্র শূদ্রকে কৌলীন্য দিয়া কায়েত বানাইয়াছেন।

ভারতী মহাশয়ের চতুর্থ প্রমাণ, এই যে নাসিক প্রদেশের লুলামঠের প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে—"বঙ্গাধীশ্বর বল্লাল করণঃ"—অতএব বল্লাল করণ কায়স্থ। আর একটিতে আছে "ব্রাত্যক্ষত্রিয়কুলেশ্বর বল্লাল নাম বঙ্গেশ্বর। শ্রীমৎ গোপতি ভট্ট তাঁহার বল্লাল চরিত গ্রন্থে কায়স্থদিগকে পুনঃ পুনঃ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন"।

আমরা কোন বচন বা পদ্যাংশের সম্পূর্ণ বাক্যটী স্বচক্ষে না দেখিয়া উহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে অসম্মত। উহা বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণ বা অন্য যে কোন জাতীয় লেখকের হাত দিয়া আসুক না কেন আমরা ভুক্তভোগী বলিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। যাঁহারা কায়স্থমাত্রকে ক্ষত্রশোণিতবাহী বলিতে পারেন, তাঁহারা ১লা নম্বরের মিথ্যাবাদী। গোপতি ভট্ট, কে? তাহা আমরা জানি না। ধরিয়া লও তিনি উক্ত মিথ্যাবাদীদিগের অন্যতর দায়াদ। যাহারা

বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়,

কাটিয়া—— কায়স্থপুত্র বল্লাল যা করে তা হয়।

করিতে পারে, যাহারা "ভৃগুনন্দী কায়স্থ প্রধান" কাটিয়া মন্ত্রীর প্রধান করিতে করিতে পারে—যাহারা—

চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশ সমুদ্ভবঃ

কাটিয়া—— চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো সেনবংশ সমুদ্ভবঃ

করিয়া থাকে ও করিতে পারে, আমরা তাহাদের দেশের কোন লোককে বিশ্বাস করিতে অপারগ। ভারতী মহাশয়কে চিনি, শ্রদ্ধাও করি, কিন্তু তিনি যখন নিজে উহা স্বচক্ষে দেখেন নাই। তখন উহা অবিশ্বাস্য। অথবা উহা সত্য হইলেও মুর্খ লোকের লেখনী লীলাএব? "শ্রীবঙ্গাধীশ্বর বল্লাল করণঃ ইহাদ্বারা বল্লালসেন করণ কায়স্থ, এরূপ বিনিগমনা হয় না। তাহা হইলে

"বঙ্গাধীশ্বর বল্লালঃ করণঃ" এই রূপ উদ্দেশ্য বিধেয়ভাবাপন্ন অসমস্তপদ থাকিত। আমরা কোন প্রমাণের এক দেশ দর্শন করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। বিশেষ যাঁহারা অম্বষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারেন না। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বৈশ্যাপ্রভব, পক্ষান্তরে করণ বৈশ্যশূদ্রাপ্রসূত। মনুক্ত ব্রাত্য করণ স্বতন্ত্র বস্তু, এবং সে জাতি ও অস্পৃশ্য অন্ত্যজ ঝালমাল নটগণ পরস্পর অচ্ছিন্ন। কায়স্থগণ শূদ্র হইলেও অনাচরণীয় নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা উহাদিগকে ভৃত্য করিয়া আনিতেন না। আমরাও প্রত্যেক বাড়ীতে কায়স্থ ভাণ্ডারী, কায়স্থ খানসামা রাখিয়া তাহাহাতের জল খাইতাম না। শ্রীমৎ গোপতি ভট্ট কে, তাঁহার বল্লাল চরিত কি রূপ পদার্থ, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে উহা যদি প্রকৃত কথা হয়, তাহা হইলে আমরা মনে করিব বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রবঞ্চকেরা বর্ব্বরদিগকে ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যাপাতি দিয়া যেরূপ ঠকাইয়াছে, গোপতিভট্টও ঐরূপ বর্ব্বর ঠকাইয়াছে মাত্র। ফলতঃ উহা কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব নহে।

ভারতীমহাশয়ের ৫ম প্রমাণ এই যে বল্লালের চারিটী পত্নী ছিল, তন্মধ্যে ২টী কায়স্থ কন্যা, ২টী সাধারণ ভোগ্যা স্ত্রী। আমরা ভারতীমহাশয়ের নিকট এরূপ সংবাদ প্রাপ্তির আশা কখনই করি নাই, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তিনি নিজেই যখন তাঁহার সে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে জানেন না তখন আমরা নাচার। "আমি এই কথাটা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, হয় ত কেহ কেহ ইহা মিথ্যা ভাবিয়া আমার অগৌরব করিতেও পারে" এ ভবিষ্য দর্শন তাঁহার আদবেই নাই। ভারতী মহাশয় কি বল্লালের সেই কায়স্থ শ্বশুরদিগের নাম, ধাম ও বাড়ীর নম্বর বলিয়া দিতে পারেন?

ত্রয়োমণ্ডলদাশস্য পুত্রা উদ্ধরণোগ্রজঃ।
বল্লালসেনভূপতে স্তনয়াগর্ভ সম্ভবঃ॥ ৩১৯পৃ চন্দ্রপ্রভা।

বর্ত্তমান সময়ের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের অদ্বিতীয় টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য ভরত মল্লিক আপন চন্দ্রপ্রভায় এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। হাগলকুড়িয়া নিবাসী স্বর্গত জগদীশ নাথ রায় ডিঃ সু পুলিশ উক্ত উদ্ধরণ দাশের অনন্তর বংশ্য। উঁহারা পদ্মদাশ। উদ্ধরণ দাশ রাজা বল্লাল সেনের দৌহিত্র। ভারতী মহাশয় পারিবেন এরূপ কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে?

ভারতী মহাশয় যতগুলি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, উহার সকলগুলিই এইরূপ অনিদান ও অমূলক। ফলতঃ যিনি লক্ষ্মণসেনকে আদিশূরের পুত্র ও বল্লালকে পৌত্র বলিয়া লিখিতে পারেন, তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হইলে ভারতী মহাশয় তাঁহাকে দোষ দিতে পারেন না। ভারতী মহাশয় অপেক্ষাও ধন্যবাদার্হ তাঁহারা, যাঁহারা এ হেন প্রবন্ধ নব প্রভায় স্থান দান করিয়াছেন। বোধ হয় সম্পাদকের অগোচরে কোন নাবালক ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Ballal family also came from the Deccan. ভারতী মহাশয় বলেন যে ইহার অর্থ এই যে, বল্লাল বঙ্গের আদিম বাসেন্দা, কিন্তু তিনি দেকান হইতে দুইটী উপপত্নী আনয়ন করেন। ভারতীমহাশয়কে জিগীষা পাতালে লইয়া গিয়াছে। তিনি আত্মবিস্মৃত। (১৩১০ সন ভাদ্রমাস নবপ্রভা ২৬৮পৃষ্ঠা দেখ)। "বল্লালসেনের চারিটী সহধর্ম্মিণী ছিল, ইহাদের দুইটী কায়স্থা, ইহারাই বল্লালের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে বিবাহিতা পত্নী। চতুর্থা স্ত্রী অতি নীচজাতীয়া ছিল তাহার বিবরণ পরে লিখিব, এটী রাজার উপপত্নী। তৃতীয়া স্ত্রীও উপপত্নী, এই রমণী বাঙ্গালিনী ছিল না, এ দক্ষিণাবর্ত্ত (সম্ভবতঃ দ্রাবীড়) হইতে রাজার পরিতুষ্টির জন্য আনীত হইয়াছিল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন Ballal family also came from the Deccan. এই স্থানে Family শব্দে শাস্ত্রী মহাশয় যদি বংশ বা সহধর্ম্মিণী অর্থ করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দ্রাবীড় দেশ হইতে রাজবংশ আসিয়া বাঙ্গলায় এতটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা বাঙ্গলার ইতিহাসের বিরোধী, শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় ভ্রমবশতঃ উপপত্নীকে Family (স্ত্রী) বলিয়া এরূপ লিখিয়াছেন। শূর বা সেন বংশ বঙ্গদেশীয়, ইঁহারা বিদেশীয় নহেন। কায়স্থজাতীয়া কন্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় বল্লালকে কায়স্থ বলা অন্যায় হইবে কেন ?"

বল্লাল কায়স্থ কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা মনগড়া মিথ্যা কথা, ইহা কোনও প্রকৃত ঐতিহ্য তত্ত্ব নহে। বোধ হয় ভারতী মহাশয় কোনও মূর্খের নিকট হইতে ইহা শুনিয়া থাকিবেন। Family শব্দ উপপত্নী অর্থ-বাচী, ইহা ভারতী মহাশয়ের মতন বিদ্যাদিগ্‌গজের পক্ষেই বলা শোভা পায়। তাঁহার বিদ্যার দৌড় এরূপ লাগামশূন্য না হইলে, "কায়স্থা" ও

"চতুর্থা" এরূপ পদ ব্যবহার করিবেন কেন? .বাঙ্গালার কোন্ ইতিহাসে লিখে যে বল্লালসেন কায়স্থীপরিণায়ী ও দ্রাবিড় হইতে উপপত্নী সমাহারী? এবং তাঁহারা বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী?

ভারতী মহাশয়ের ষষ্ঠ প্রমাণে ইহাই আছে যে বুদ্ধিমন্ত খাঁ, কালিদাস নন্দী, প্রতাপাদিত্য, চণ্ডদ্বীপাধিপতি, নারায়ণ দত্ত, ভৃগুনন্দী ও কর্কট নাগ প্রভৃতি কায়স্থ রাজা। "আদিশূরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা অধিক পূর্ব্বে এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে বা অধিক পরে সমুদায় রাজবংশ কায়স্থ।" সুতরাং বল্লালকে কায়স্থ বলা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। বল্লালসেন বৈদ্য হইলে, তাঁহার ন্যায় দাম্ভিক নরপতি নিজ বংশকে অকুলীন করিতেন না।"

ইহা অতি সুন্দর কাথামালিক যুক্তি। আদিশূরের আদিঅন্ত রাজারা কায়স্থ ইহা মিথ্যাকথা। সত্য হইলেও ঐ কারণে আদিশূর বল্লালকে কায়স্থ ভাবা অবিচার। এক জাতির পর আর এক জাতি রাজত্ব করার পর সেই জাতি বা অন্য জাতিও রাজত্ব করিতে পারে ও করিয়া থাকে।

দ্রাবিড় হইতে রাজবংশ আসিয়া বাঙ্গলায় এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, ইহাও প্রকৃত কথা নহে, পারস্য ও আফগানিস্থান এবং ইংলণ্ড হইতে কি মুসলমান ও ইংরাজ আসিয়া ভারতবর্ষ গিলিয়া ফেলেন নাই? কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ক্ষুদ্র শূদ্র আসিয়া আজি বঙ্গদেশে কি প্রকারে এত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল? প্রতাপ ও বুদ্ধিমন্ত খাঁ কি ঐ ভৃত্যদিগেরই কাচ্চাবাচ্চা নহেন? বুদ্ধিমন্ত খাঁ ওরফে গোপীনাথ বসু নবাব হুসেন সাহার অমাত্য ছিলেন, জমিদার ছিলেন, পরন্তু রাজা নহে। কচুরায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি সুন্দরবনের জমি পাইয়া আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ। বুদ্ধিমন্ত ও প্রতাপ কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভৃত্যদিগের অনন্তরপুরুষ। রাজপুত্র নন্। প্রতাপ তিতুমীরের মতন অবোধ ছিলেন, উলির পালক উঠিয়াছিল, মানসিংহ তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া সে পালক ছিঁড়িয়া দেন, ডেনা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অবশ্য মিথ্যা ও জাল ধ্রুবানন্দী কায়স্থ কারিকার গ্রন্থকার মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা প্রতাপের প্রতাপ বিঘোষণা করিয়াছেন ও স্বার্থপর মেয়ে মর্দেরা এখন প্রতাপকে লইয়া ঢলাঢলি করিতেছেন। ফলতঃ প্রতাপ না প্রতাপসিংহ না তিনি শিবজীর মতন মহাযশাঃ যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন। খুড়া, জেঠা, ভাই

ভগিনীকে নিরস্ত্র অবস্থায় স্বহস্তে ব্যাপাদিত করিয়া প্রতাপ সুন্দরবনের ভল্লুকারণ্যে আপনাকে রাজা বলিয়া প্রখ্যাপিত করেন। কায়স্থ ভ্রাতৃগণের মর্য্যাদা জ্ঞান থাকিলে তাঁহারা প্রতাপের মতন লোকের নাম লইয়া গর্ব্ব করিতেন না। চন্দ্রদ্বীপের রাজারাও রাজপুত্র নহেন। চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দে উক্ত রাজবংশের নিদান ও বীজী। জলাভূমি হাসিল করিয়া সম্পত্তিশালী। ইঁহাদিগকে প্রকৃত রাজা বলিয়া দাবি করা বাতুলতা মাত্র। নবাবী আমলে ও ইংরাজ আমলের প্রথমে কতকগুলি লোক দেশ অরাজক পাইয়া প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ ও সীতারাম রায় প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইঁহাদের কেহই না রাজনন্দন, না ছত্রধারী রাজা। এক পুরুষেই জয়, এক পুরুষেই ক্ষয়।

কালিদাস নন্দী বৈদ্য ছিলেন, ভৃগু নন্দীও বৈদ্য ছিলেন। ভৃগুনন্দী বল্লাল-সরকারে হেডক্লার্ক বা প্রধান কায়স্থ ছিলেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণ এই ভৃগুনন্দীর সন্তান। শেরপুরের বৈদ্য জমিদারগণও ভৃগুনন্দীয় ধারা। এই উভয় ভৃগু এক কি ভিন্ন তাহা জানি না। যাহা হউক কালিদাসনন্দী,ভৃগুনন্দী ও কর্কটনাগ প্রভৃতি রাজা ছিলেন, ইহা ইতিহাস জানে না। চাঁদরায়, কেদার রায় দেব-বংশীয় ছিলেন। আইন আকবরি মূর্খতাবশতঃ উঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন। যে বর্ব্বরতা বল্লাল ও পালগণের কায়স্থত্ব খ্যাপন করে, সেই বর্ব্বরতাই ভুইয়াদিগের কায়স্থত্বের প্রতিপাদয়িত্রী। ইঁহারা কায়স্থ ছিলেন, অতএব আদিশূরাদি সেনরাজগণও কায়স্থ,ইহা অতি বিশুদ্ধ মীমাংসা। বল্লালের কৌলীন্য সকল বৈদ্যে গ্রহণ করেন নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ-গণও নহে। তাঁহার কৌলীন্য এক পাইয়াছে শূদ্র ভৃত্যেরা, আর পাইয়াছিল, চাটুকার বৈদ্যগণ। কিন্তু বৈদ্যের কৌলীন্যের একটু বিশেষত্ব দেখিয়াও বোধ হয় বল্লাল জাতিতে বৈদ্যই ছিলেন। তাই স্বজাতির পক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল নিজজাতির প্রতি পক্ষপাত করাতেই বৈদ্যের কৌলীন্য উঠাপড়া হইয়াছে।

উঠাপড়া বৈদ্যের কুল।
যদি থাকে আদি মূল॥

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা অন্য কোন জাতির কৌলীন্য এরূপ অধিকারপ্রাপ্ত নহে।

বল্লাল কৌলীন্যের প্রবর্ত্তক নহেন। বৈদ্যগণ তৎপূর্ব্ব হইতেই কুলীন ছিলেন। যাঁহারা এদেশে নূতন আসিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহাদের মধ্যেই কৌলীন্যের ব্যবস্থাপন করেন। বল্লাল শুদ্ধ মেলবন্ধনের ন্যায় একটী ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন মাত্র। বৈদ্যের বড় কুলীন ধন্বন্তরি ও মৌদ্‌গল্যকে বল্লালই বহু সম্মানিত করিয়া সেনভূমি হইতে বঙ্গে আনয়ন করেন। দুহীর অত্যুজ্জ্বল মহাকুল বল্লাল প্রাপ্ত নহে, গুপ্তের মহাকুলও বল্লালের নিকট হইতে অনাগত। ধন্বন্তরি ও মৌদ্‌গল্যও বল্লালের কৌলীন্য পাইয়া কুলীন হয়েন নাই, তাঁহারা বল্লালের ব্যবস্থা মানাতেই বল্লাল তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। তখন বৈদ্যসমাজ এত প্রতাপশালী ছিলেন যে তাঁহারা বল্লালকেই জব্দ করিতেন। বল্লাল উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে আহার করিয়া বহু বৈদ্যের কৌলীন্য বিনষ্ট হয়। ভারতী মহাশয় একটু জানিয়া শুনিয়া প্রবন্ধ লিখিলেই ভাল হইত।

ভারতী মহাশয়ের ৭ম প্রমাণ এই—"ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শূরবংশ, খুব প্রাচীন রাজবংশ, এই বংশের স্থানীয় ভাব (Indigenous) দেখিয়া ইহাদিগকে বিদেশীয় বলা যায় না। এই শূর জাতীয় লোকেরা খুব সম্মানিত কায়স্থ। এখানে বৈদ্যজাতীয় লোকেরা কায়স্থাপেক্ষা সহস্র-গুণে নিকৃষ্ট।"

ভারতী মহাশয় বোধ হয় "সত্যের সেবা করিব না" এই সংকল্প করিয়া কলমের মুখে কালি দিয়াছিলেন। কায়স্থ অপেক্ষা বৈদ্য নিকৃষ্ট ক্কচিৎ ধনে পরন্তু আভিজাত্য ও বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান সভ্যতা, ভব্যতা ও ভদ্রতাতে নহে। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের শূরোপাধিক কায়স্থগণ মধ্যে কেহ রাজা ছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। ভারতী মহাশয়ও তাহার কোন প্রমাণ না দেওয়াতে আমরা উহা অবিশ্বাস করিলাম। আমরা প্রমাণের দাস। এ শূর উপাধির কায়স্থগণ সম্ভবতঃ মাহিষ্য কুল হইতে সমাগত। সুতরাং তাঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান, তবে অতিদিষ্ট শূদ্র। কিন্তু তাঁহারা ভৃত্যসন্তানগণ হইতে সর্ব্বাংশে উচ্চতর। শূর, পাল, পালিত, কর, সিংহ, সেন, দাশ, নন্দী, সোম চন্দ্র ও দেব, দত্ত কায়স্থগণের দুরদৃষ্ট, তাই তাঁহারা ভৃত্যসন্তান ঘোষ বসুদিগের দ্বারা আজি বাহিত। শূরোপাধির কায়স্থেরা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে সম্মানভাজন হইতে পারেন, ময়মনসিংহেও দত্ত ও নন্দী কায়স্থকুল শ্রেষ্ঠতম, ঘোষ বসু গুহ

মিত্র নিকৃষ্টতম। কিন্তু তাঁহা বলিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের বৈদ্যেরা যে শূদ্রদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট, আমরা এ কথাও মিথ্যা বলিয়া ঠাহরাইয়া লইলাম। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ঐসকল দেশে কায়স্থবৈদ্যে ক্রিয়া হয় ও যে কোন কায়স্থের নিকট যে কোন ঐ সকল দেশীয় বৈদ্য কুলীন বলিয়া গণনীয়। ভারতী মহাশয় অনেক কথাই না জানিয়া লিখিয়াছেন। ভারতী মহাশয় সপ্তমের শেষে বলিয়াছেন—"এখানে বৈদ্যজাতির লোকেরা কায়স্থাপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট"। ২৭০ পৃষ্ঠায় শীর্ষদেশে বলিয়াছেন—"বল্লালের সময়ে বৈদ্যেরা অতীব হীনাবস্থায় পতিত ছিল, ইহারা অতি জঘন্য বৃত্তি দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গে দিনপাত করিত।"

বলা বাহুল্য ভারতীমহাশয়ের এই মিথ্যাকথার সমর্থন তাঁহার সজাতীয় কায়স্থগণও করিবেন না। বল্লালের বাড়ী বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, তজ্জন্য পূর্ব্ববঙ্গেই বৈদ্যজাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতুল। বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদে বঙ্গের বৈদ্যদিগের মধ্যে বহুত্র আচার ভ্রংশ ঘটিয়াছে, কিন্তু প্রভাব প্রতিপত্তির গৌরব বিলুপ্ত হয় নাই। যে চট্টলাদি দেশে নানা ব্যভিচার বর্ত্তমান, তথায়ও বৈদ্যগণ কায়স্থের নিকট কুলীন বলিয়া চিরমান্য। এবং ঐ সকল দেশের বৈদ্যের মধ্যেও মাননীয় যাত্রামোহন সেন, মাননীয় শরচ্চন্দ্র দাশ, সি, আই, ই, মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ও স্বর্গত একসট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনর উমাকান্ত সেন বাহাদুর প্রভৃতি বহু পদস্থ লোক আছেন ও ছিলেন, যাঁহাদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণ। আমরা শুঁড়ি সোণার বেনের ধনের কথা বলি না, আভিজাত্য গৌরব ও অহীনকর্ম্মত্বের কথা বলি। এক ভাই হাইকোর্টের জজ, আর এক ভাই বৌবাজারে কমলা লেবু ফ্রি করে, এক ভাই মাজিষ্ট্রেট, আর এক ভাই নৌকার মাঝী, খানশামা মুদী, দোকানদার বা লাঙ্গলা, ইহা বৈদ্য জাতিতে নাই। শ্রীহট্ট চট্টলাদি দেশের বৈদ্যগণও সম্পূর্ণরূপে অহীনকর্ম্মা ও সংস্কৃতের পঠনপাঠনে অধিকারী ও সুদক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যেরা জঘন্য বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, ইহা যে বলিতে পারে তাহার মতন অসত্যভাষী লোক ভবদুর্ল্লভ। ভারতী মহাশয় বিকৃত মস্তিষ্ক লইয়া লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। কলিকাতায় যত মহোচ্চ পদস্থ কবিরাজ আছেন, তাঁহারা এক প্রকার সকলেই সেই বল্লালের দেশ বিক্রমপুরবাসী।

কোন স্থানের বৈদ্যই হীনকর্ম্মা নহেন। পক্ষান্তরে কায়স্থ জাতিতেই উহার উদাহরণ ভূরি ভূরি। যাহারা কাল্ হীনভৃত্যের কার্য্য করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছে, তাহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ মুসলমান ও ইংরেজের আমলে অসদুপায়ে অথবা সদুপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া ধনী হইয়া থাকিবে কিন্তু অহীনকর্ম্মা ও দ্বিজ হইতে পারে নাই। তাহার জ্বলন্ত জয়বৈজয়ন্তী সংস্কৃত কলেজে অপ্রবেশ ও সংস্কৃতের অপঠনপাঠনা। এখনও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বাড়ীতে ভারতীমহাশয়ের জ্ঞাতিবান্ধবেরা (সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে) খানসামা বৃত্তিতে বিরাজমান। কে জানে যে আরও কতবর্ষ এই ভাবে যাইবে? ভারতী মহাশয় কি একটা বৈদ্য সন্তানকেও তাঁহার জ্ঞাতি আকনার কল্যাণদত্তের ন্যায় হাল বাহিতে বা খানসামাগিরি করিতে দেখিয়াছেন? বৈদ্যেরা যে জঘন্য বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, ভারতী মহাশয় ইহার প্রমাণ না দিলে কি লোকে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ঠাহরিবে নহে?। লোকের ধৃষ্টতার একটা লাগাম ও শৃঙ্গপুচ্ছ থাকে, ভারতী মহাশয়ের তাহাও নাই।

"আদিশূর ত্রিপুরা ও মণিপুরের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বুবর্ণ গ্রামে বল্লালসেনের জন্ম হইয়াছিল"। যেন ঠিক সত্য কথা। যেন কোন মূলের অনুবাদ অথবা যেন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট কোন টাট্‌কা বর্ণনা। পুরাতত্ত্ব ও পুরাতন ইতিহাস লিখিতে গেলে মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ বা কিংবদন্তী কিংবা কুলপঞ্জিকাপ্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে, ভারতীমহাশয়ও প্রথমেই সেই কথা বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়া লইয়াছেন, কিন্তুকার্য্যতঃ কোন প্রমাণই দেন নাই।

"বল্লালসেন নিজে তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়া যান নাই। সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার পরবর্ত্তী লোকদিগের গ্রন্থ রচনাবলী, শ্লোক সংগ্রহ (Anthology) জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন কিংবদন্তী এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের আবিষ্কৃত অনুশাসন পত্র প্রস্তর ফলক প্রভৃতিকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। বল্লালের জীবৎকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে যে সকল পণ্ডিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত জীবনকাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লাল চরিত"। "শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিতম্"। ইত্যাদি।—৫২ পৃষ্ঠা। কিন্তু ভারতী মহাশয় কি উহার কোন গ্রন্থেরও কোন

কথা গ্রহণ করিয়াছেন? ঐ সকল গ্রন্থ মিথ্যা ও জাল, তথাপি উহাতে ও
কিংবদন্তীসমূহে বল্লালপ্রভৃতি কি জাতিতে "বৈদ্য" বলিয়াই কথিত হয়ে

The universal belief in Bengal is, that the Senas were
medical caste, and families of Vaidya are not wanting
present day who trace their lineage from Ballalsen.

Indo Ariyan Vo II Page 263.

ভারতী মহাশয় এ কিংবদন্তীর খণ্ডন জন্যও কোন কথা অবতারিত
নাই। যোগীদিগের গোপাল ভট্ট ও গোপাল আনন্দী ভট্টের উক্ত বল্লাল
বল্লালসেন যে বৈদ্য বলিয়া বিশেষিত, ভারতী মহাশয় সে কথা মুখেও
নাই, উহার খণ্ডনও করেন নাই। শাস্ত্রীর আনন্দ ভট্ট বল্লাল চরিতে বল্লা
পাণ্ডুনন্দনবংশীয়, সুতরাং ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত, ভারতী মহাশয় তা
কোন কথা দাঁতে ঠেকান নাই। সুতরাং ভারতী মহাশয় যে গুলিকে মু
প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কার্য্যকালে কেন সে গুলিকে দূরে প
করিয়া শুদ্ধ স্বৈরাচারের আশ্রয় গ্রহণ করা লইল? জানেন কোন ঐতিহ্য
যে আদিশূরের জন্ম পাণ্ডববর্জ্জিত ত্রিপুরা বা মণিপুরের জঙ্গলে ও বল্লা
জন্ম সুবর্ণ গ্রামে হইয়াছিল? ভারতী মহাশয় যেন উভয়ের প্রসবক
উপস্থিত ছিলেন !!! অন্যত্র বলা হইয়াছে (২৭১ পৃষ্ঠা ভাদ্রমাস)।

"রাজা তাঁহার কায়স্থ মন্ত্রীর শিরশ্ছেদের আদেশ দেন।" আমরা ক
ভ্রাতৃগণের মুখেই শুনি ব্যাসসিংহ করাত দ্বারা ব্যাপাদিত হয়েন। কিন্তু
একজন কায়স্থ অর্থাৎ মুহুরি ভিন্ন যে মন্ত্রী ছিলেন, ইহার প্রমাণ শরদিন্দু
বা ভারতী মহাশয় দেন নাই কেন? মন্ত্রীর কাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈ
করণীয়। সুতরাং তজ্জন্য মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণও উহাতে অ
কারী। পক্ষান্তরে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ ব্যাসসিংহ করণ কায়স্থ। কেন
উত্তর রাঢ়ীয়গণ আপনাদিগকে করণ কায়স্থ (বৈশ্যশূদ্রাজ) বলিয়া থাকেন।

বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চ ভৃত্যপঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে আগমন আদিশূর ভবন॥

সুতরাং শূদ্রমাতৃক করণ জন্য শূদ্র বলিয়া সে কি প্রকারে হিন্দু রাজার আম
মন্ত্রী হইতে পারিয়াছিল? ফলতঃ ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ও অপ্রকৃত সংবাদ।

"কায়স্থদিগের দত্ত উপাধিধারীদিগকে তিনি (বল্লাল) প্রথমে কুলীন মধ্যে না করিয়াছিলেন, কিন্তু ডোম কন্যার সংসর্গের বিরুদ্ধে দত্তেরা ঘোরতর ন্দোলন করায় বল্লালসেন ইহাদের কৌলীন্য রহিত করিয়া ইহাদিগকে লিক মধ্যে গণনা করিলেন"। ২৭৩ পৃষ্ঠা।

ইহাও অপ্রকৃত কথা। কেন না কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন শূদ্র ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহার ৪ জন বল্লালের নির্ব্বিবেকতায় কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়া কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ লাভ করে। মৌদ্‌গল্যগোত্রজ দত্ত ও ভৃত্য পুরুষোত্তমের সন্তানগণ কৌলীন্য পায় নাই। না পাওয়ার কারণ যে বল্লাল সহ বিরোধ সে সুসংবাদ আমরা এই প্রথম শুনিলাম। ভরদ্বাজগোত্র, পরাশর গোত্র ও কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্রের দত্তগণ কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তমের গণনায় থাকিতে পারেন না। পুরুষোত্তমী দত্তগণ শূদ্র ও ভৃত্যসন্তান। পক্ষান্তরে ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্রজ দত্তগণ ও যে সকল মৌদ্‌গল্য গোত্রের দত্ত পুরুষোত্তমী নহেন, তাঁহারা হয় বৈশ্যজাতি হইতে সমাগত, না হয় আগুরি সদ্‌গোপ প্রভৃতি হইতে সমাগত, ভারতী মহাশয় যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, লাগামটাকে একবারও সংযত করেন নাই। দত্তগণ কৌলীন্য পাইয়া পরে ডোমকন্যার পাকস্পর্শে অভক্ষণজন্য তাহা হারান ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কাহিনী যাহা হউক ভারতী মহাশয় জানেন যে বল্লাল যে বৈশ্য তাহাতে সন্দেহই নাই, তাই তাঁহাকে জারজপ্রভৃতি নানাভাষায় গালি দিয়া আশ মিটাইয়া লইয়াছেন।

"স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে রাজা বল্লাল সেন বাঙ্গালার ইতিহাসে এক অপনেয় কলঙ্ককালিমার জীবন্ত মূর্ত্তি"। ২৭৪ পৃষ্ঠা।

বল্লাল যতই মন্দ হউন তিনি কায়স্থকে অবহেলা করিয়া ক্ষুদ্র শূদ্র নীচ ভৃত্যকে যে ভদ্র লোক, কায়স্থ ও কুলীন বানাইয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া ভারতী মহাশয়ের ব্যাঘ্রীভূত সজাতিগণের প্রকৃত উপকারী বল্লাল ও তাঁহার জাতিটাকে আজ এরূপ আক্রমণ করা উচিত নহে। "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥"

যবনিকাপাত।

গ্রন্থের মুদ্রা-কার্য্য-শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে কায়স্থ পত্রিকার ৩য় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় "কায়স্থের বঙ্গাগমনকাল" ও "বঙ্গে কায়স্থ" এই দুইটী প্রবন্ধ নয়নগোচর হইল। ইহার প্রথম প্রবন্ধটী শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় কর্তৃক প্রণীত।,, কৃষ্ণবাবু ঢাকুরের প্রচারয়িতা। উহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায় পরায়ণতার বহু নিদর্শন সন্দর্শনে আমরা বড়ই প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি ইতি মধ্যেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পালে মিশিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকুরেও ছাপাইয়াছেন—

যবে আদিশূর রাজা মহা যজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥

প্রস্তুত প্রবন্ধেও ছাপাইয়াছেন যে "আদিশূর নৃপতির মহাযজ্ঞ সময়ে পঞ্চ বিপ্রের সহিত কায়স্থপঞ্চকের আগমন হয়"। ৩২ পৃষ্ঠা।

কিন্তু আমরা বেশ জানি যে এই পাঠ এরূপ ছিল না। মজুমদার মহাশয় পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু কেহ যে ইচ্ছাপূর্ব্বকই এরূপ করিয়াছেন ইহা ধ্রুবই। মজুমদার মহাশয় ১৮১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ঢাকুর মুদ্রিত করেন। কিন্তু ইহার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৺ মহিমচন্দ্র শর্ম্ম মজুমদার বিএল মহাশয় যে, "গৌড়ে ব্রাহ্মণ'' গ্রন্থ প্রচারিত করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন।

যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ শূদ্র আইলা॥ গৌড়ে ব্রাণ ২৪২ পৃষ্ঠা

অপিচ কৃষ্ণ বাবুর ঢাকুরের ২০ পৃষ্ঠাতেও রহিয়াছে ঘোষ বসুরা শূদ্র।—

শূদ্রকে দিলা কুল, কায়স্থ নিন্দিত।

সুতরাং ঘোষ বস্বাদি কুলীনগণ যে কায়স্থ ছিলেন না, পরন্তু চেনা শূদ্র ছিলেন ও প্রকৃত পাঠ যে "পঞ্চ শূদ্র আইলা'' ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এক কৃষ্ণের হাতে পড়িয়া ১ম পংক্তিটী হইয়াছে—

"কায়স্থপুত্র বল্লাল যা করে তা হয়"

আবার আর এক কৃষ্ণের হাতে পড়িয়া "পঞ্চ শূদ্র আইলা" কথাটী—"পং

কায়স্থ আইলা" মূর্ত্তি ধারণ করিল। অহো কৃষ্ণপ্রাপ্তেঃ কএব গরীয়ান্ মহিমা !! কিন্তু আমরাও কৃষ্ণপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিব যে যেন নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কে কি গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। মজুমদার মহাশয় তাঁহার ঢাকুরের ২৪ পৃষ্ঠাতে ছাপাইয়াছেন—

ইহা দেখি ভৃগুনন্দী কায়স্থ প্রধান।
নিষেধ করিলা নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ॥

আবার তিনিই এই প্রবন্ধে বলিতেছেন—"রাজমন্ত্রী ছিলেন বলিয়াই ভৃগুনন্দী বল্লালের অসদাচরণের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন", ২৯ পৃষ্ঠা।

একবার নয়, এ কথা তিনি নানা স্থানে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে "কায়স্থ প্রধান" ছাপাইয়া কেন যে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। জঙ্গীপুরের কৃষ্ণবাবু "কায়স্থ প্রধান" স্থলে—মন্ত্রীর প্রধান ছাপাইয়া ছিলেন বলিয়া উক্ত জঙ্গীপুরেরই মধুসূদন সরকার নব্যভারতে উহার প্রতিবাদ করেন। তাহার পরেও যে কৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় ভৃগুনন্দীকে মন্ত্রী লিখিবেন, ইহাই দুখের কথা। ভৃগুনন্দী জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি বল্লাল সরকারে প্রধান কেরাণী বা হেডক্লার্কের কার্য্য করিতেন। পদের নাম হইতে উঁহারা জাতিতে কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। এবং তজ্জন্য তাঁহারা ভৃত্য শূদ্রদিগকে কায়স্থের কুলীন করাতে বিরক্ত হইয়া বল্লালের কাজ ত্যাগ করিয়া বরেন্দ্র ভূমে যাইয়া দলবদ্ধ হয়েন। কায়স্থ নামধারী বৈদ্যগণ স্বকর্ম্মত্যাগে জাতি হারাইলেও শূদ্রগণকে কায়স্থ হইতে দিতে ও কুলীন হইয়া মাথায় চড়িয়া বসিতে দিতে নারাজ ছিলেন। বঙ্গীয়-সমাজপ্রণেতা সতীশ বাবুর দেখাদেখি পঞ্চ শূদ্রভৃত্যকে হবীরক্ষী কায়স্থ বলাও মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গত হয় নাই। বঙ্গীয় কুলপঞ্জীতে পঞ্চ ভৃত্য, ভৃত্য ও সোজা কথায় শূদ্র বলিয়া পরিখ্যাপিত নয় কি ?

(ক) পঞ্চভৃত্য, পঞ্চ ঋষি, প্রদীপ্ত করে রাজার বাসে"

(খ) পঞ্চ পঞ্চ গোত্রপঞ্চ, সহ ভৃত্য পঞ্চ

(গ) বিরাট দাশরথি শ্রীহর্ষের কিঙ্কর।

সম্বন্ধ নির্ণয়—৩২৮। ৩৩০। ৫৪০। ৫০৭ পৃষ্ঠা।

(ঘ) বেদবাণাঙ্কিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশ স্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ॥ ১
সৌভূরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চদাসৈঃ সমন্বিতাঃ।
এতেষাং স্থনয়োযেতু তেষু পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ॥
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষ এবচ।
চত্বারো বেদগর্ভেণ পঞ্চ বিখ্যাত কোবিদাঃ॥ ৩

(ঙ) শূদ্রস্থাথ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ।
উত্তরগ্ দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা॥ শব্দকল্পদ্রুম।

ইহা ছাড়া "কিঙ্করা ভূসুরাণাং" ইত্যাদি বহু প্রমাণ ও দাসপূর্ব্ব উপাধি প্রখ্যাপন, কান্যকুব্জাগত ভৃত্যগণের ভৃত্যত্ব ও শূদ্রত্ব সংসূচিত করে, এত জ্বলন্ত দাবানলে চাপা দিয়া ভৃত্য সন্তানেরা আজি মূল কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় হইতে অভিলাষী আর সত্যনিষ্ঠ কৃষ্ণবাবু আজি তাহাতে তানপ্রদায়িত্ব মিবোপ গস্তং লোলজিহ্ব!। কৃষ্ণ বাবুর এ প্রবন্ধদ্বারা ভৃত্যসন্তানগণের কোন উপকার হইবে না বল্লালকে বারণ করাতেই ভৃগুনন্দীকে মন্ত্রী ঠাহরান মজুমদার মহাশয়ের উচিত হয় নাই। বড় কেরাণী বয়সে বৃদ্ধ হইলে ত পারেই, ভাণ্ডারিরা পর্য্যন্ত বয়োবৃদ্ধ হইলে মুরুব্বি আনা করিয়া থাকে। কৃষ্ণ বাবু যে বলিতেছেন— "মহাত্মা ভৃগুনন্দী, বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের সময়ে মন্ত্রী ছিলেন" তদীয় আধিপত্যবিস্তারদ্বারা প্রমাণিত হয়" এ কথা সম্পূর্ণই মিথ্যা, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ গমন করিলে কি আনীত হইলে তৎসহ কায়স্থ যাইয়া থাকে,কি আনা হইত,ইহারও কোন হেতু ও নিদান দেখা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থগণ, মণ্ডপীর কার্য্য করে। দেবালয় ঝাঁট পাট দেও, নৈবেদ্য প্রস্তুত করে ও ধূপদীপদানাদি কার্য্য তাহাদিগের জিম্বাই থাকে। আদিশূরের সময়ে বঙ্গ দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবের সহিত কায়স্থমণ্ডপীরও অভাব হইয়াছিল, ইহা জানা যায় না। কায়স্থগণ অধ্যাত্মবিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানে পশ্চাৎপদ থাকিলেও এখন তাঁহারা পাশ্চাত্যজ্ঞানে গরীয়ান্ ও নানা পাশ্চাত্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, পঞ্চ ভৃত্যের সন্তানগণও আজি জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টার, ও পাত্রমিত্র। অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের পুরস্কার এতদপেক্ষা আর কি হইতে পারে? কালে তাঁহারা আরও উন্নতির রাজ্যে উপনীত হইবেন, সুতরাং